ঘনরাম চক্রবর্ত্তী-বিরচিত

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

শ্রীপীযূষ কান্তি মহাপাত্র এম্. এ.

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬২

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত
শ্রদ্ধাস্পদেষু

নিবেদন

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বহুদিন পাঠকদের নিকট দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। মধ্যযুগের এক বিদগ্ধ কবির প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে যথার্থ পেলা মিলিবে। ইহার অধিক প্রত্যাশা করি না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পাদনার ক্ষেত্রে উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার সহানুভূতি ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় নানাভাবে উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা আমার পূজনীয় গুরুদেব। ঘনরামের ন্যায় আমিও গুরুপদকোকনদ সম্পদভিলাষী। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং বর্ধমান সাহিত্য সভার কর্তৃপক্ষ ঘনরামের পুথি ব্যবহার করিতে দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীসুশান্ত বসু। অধ্যাপক মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ, ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীসনৎ কুমার গুপ্ত মহাশয়ও নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেসের শ্রীঅরুণ কুমার বসু এবং শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই গ্রন্থের দ্রুত মুদ্রণ সম্ভব হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গভাষা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৫।৮।৬২

শ্রীপীযূষ কান্তি মহাপাত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

পুথি-পরিচয়

ঘনরাম চক্রবর্তী-বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুথি সুদীর্ঘ অনুসন্ধান করিবার পরেও কোথাও পাওয়া যায় নাই। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের খণ্ডিত পুথি আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থাগারে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এবং বর্ধমান সাহিত্য সভার গ্রন্থাগারে। বঙ্গবাসী হইতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রথম সংস্করণ[১] সন ১২৯১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল ; তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় সন ১৩১৮ সালে। উক্ত গ্রন্থ সম্পাদনায় ছয়খানি পুথি মিলাইয়া পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।[২] গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হইতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি উহার যে খণ্ডটি[৩] দেখিয়াছিলাম তাহার প্রথম পৃষ্ঠা জীর্ণ হওয়াতে প্রকাশকাল জানা যায় নাই। উক্ত গ্রন্থ রয়েল সাইজের দুই কলমে পাইকা টাইপে ছাপা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুরূপ। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকাও অনেকাংশে বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুরূপ। সম্প্রতি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের আর একটি সংস্করণ[৪] দেখিয়াছি। তাহা বঙ্গবাসী সংস্করণের অনুরূপ ছোট পাইকা টাইপে দুই কলমে ছাপা। উক্ত গ্রন্থ সন ১২৯৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল বঙ্গবাসী হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় ২৮শে অগ্রহায়ণ ১২৮৯ সাল হইতে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় সন ১২৯১ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। সন ১২৮৬ সালের ১লা অগ্রহায়ণের সাধারণীতে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা আছে।

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭০৯

২ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ৩য় সং, ভূমিকা, পৃ ১

৩ শান্তিনিকেতনে ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডলের নিকট রক্ষিত

৪ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, ২০১ নং কর্ণওয়াল ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, ৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীবিহারীলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সমসাময়িক সাধারণী, বান্ধব এবং এডুকেশন গেজেটে ঘনরামের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যান বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি সহ সঙ্কলন করিয়াছিলেন শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য। তাহা শিলচর হইতে ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি এবং বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথি অবলম্বন করা হইয়াছে। পুথিগুলিকে মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়া পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে বঙ্গবাসীর ধর্মমঙ্গলের তৃতীয় সংস্করণের পাঠের পার্থক্য থাকিলে তাহা পাঠান্তর হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলের যে-সকল অংশের পুথি পাওয়া যায় নাই সে-সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠ মূল হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পুথিগুলির পাঠ এবং বঙ্গবাসী সংস্করণের পাঠের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পুথিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুথিসংখ্যা ২৪৬১; পত্রসংখ্যা ৯; ফলানির্মাণ পালা, সম্পূর্ণ; আকার ১৩½" × ৫"; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

পুথিসংখ্যা ২৪৬২; পত্র ৬; হরিশ্চন্দ্রের পালা, খণ্ডিত; আকার ১৩½" × ৪¾"; লিপিকাল ১ ফাল্গুন সন ১২৩২ সাল। ভনিতা

শ্রীরামকিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম ভনে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে॥

পুথিসংখ্যা ২৪৬৩; পত্রসংখ্যা ৫; বাঘজন্ম পালা, খণ্ডিত; আকার ১৩½" × ৪½"; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

নাথ যার রামচন্দ্র অখিল আধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পুথিসংখ্যা ৪৪২২; পত্রসংখ্যা ১০; স্থবিক্ষার পালা, খণ্ডিত; আকার ১৩" × ৪½"; লিপিকাল ২১ বৈশাখ সন ১২৫৭ সাল। লিপিকর শ্রীক্ষেত্রমোহন রায়, গ্রাম নাড়িচা। ভনিতা

দ্বিজ ঘনরাম গায় অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায়॥

পুথিসংখ্যা ৪৪২৩; পত্রসংখ্যা ১৬; ইছাইবধ পালা, সম্পূর্ণ; আকার ১৩¾" × ৪½"; লিপিকাল ৬ চৈত্র সোমবার সন ১২৫৬ সাল। লিপিকর শ্রীক্ষেত্রমোহন রায়, গ্রাম নাড়িচ্যা। ভনিতা

শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ্যাভিলাষী।
ভনে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসী॥

পুথিসংখ্যা ৫০২১; পত্রসংখ্যা ৫; বাঘজন্ম পালা, খণ্ডিত; আকার ১৩½" × ৪¾" লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

ঠাকুর পরমানন্দ পৌষগ্রাম বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসার প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নিম্নলিখিত পুথিগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে।

পুথিসংখ্যা ৫৩৪; পত্রসংখ্যা ১০; কানড়ার পালা, অখণ্ডিত; আকার ১¾" × ৫"; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

কুচক্র ভাবিয়া পুন বলে মহামদ।
বিরচিল কবিরত্ন ভাবি ধর্ম্মপদ॥

পুথিসংখ্যা ১৭৮৯; পত্রসংখ্যা ১০; ইছাই ঘোষের পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৩½" × ৪½"; লিপিকালের তারিখ ২৭ বৈশাখ কিন্তু সালের উল্লেখ নাই। লিপিকর শ্রীগুরুচরণ নন্দী। বর্ধমান বড়বেলুন হইতে প্রাপ্ত। ভনিতা

হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬১; পত্রসংখ্যা ৮; হরিশ্চন্দ্রের পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৩¾" × ৪½"; লিপিকাল ২৮ ফাল্গুন সন ১২৪৫ সাল। বর্দ্ধমানের চকদীঘি হইতে প্রাপ্ত। ভনিতা

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর জয়োন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬২; পত্রসংখ্যা ১২; বাঘজন্ম পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৩½" × ৫"; লিপিকাল ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন ১২৪৬ সাল। ভনিতা

বসিয়া বিবর্য্যা কন শার্দ্দুলের জন্ম
দ্বিজ ঘনরাম গান ধ্যান করি ধর্ম্ম ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৩ ; পত্রসংখ্যা ২৫ ; কানড়ার বিবাহ পালা, অখণ্ডিত ; আকার ১৩¾"×৪¾" ; লিপিকাল ২২ কার্তিক সন ১২৪৬ সাল। লিপিকর শ্রীচিন্তামণি রায়। ভনিতা

সিমুলা করিল যাত্রা বিবাহের আশে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৪ ; পত্রসংখ্যা ৯ ; কুম্ভীরবধ পালা, খণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫" ; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

করতার ভাবিয়া ভরসা বাড়ে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভনে ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৫ ; পত্রসংখ্যা ১৩ ; শালেভর পালা, অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫" ; লিপিকালের উল্লেখ নাই। লিপিকর শ্রীগোরাচাঁদ রায়। ভনিতা

ঘনরাম গান সতী সীতার নন্দন।
ধর্ম্মের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজন ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৬ ; পত্রসংখ্যা ১১ ; আখড়া পালা, অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৪½" ; লিপিকাল ১৭ চৈত্র সন ১২৪৫ সাল। লিপিকর শ্রীগয়ারাম পণ্ডিত। এই পুথিটিতে মহারাজ তেজচন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ঘন (রাম) গান সতী সীতার নন্দন।
হরিধ্বনি করি ঘরে যাও সর্ব্বজন ॥
নিরঞ্জনচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
মহারাজা তেজচন্দ্রের করিয় কল্যাণ ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৭ ; পত্রসংখ্যা ২০ ; মায়ামুণ্ড পালা, অখণ্ডিত ; আকার ১৪"×৫" ; লিপিকাল ২৯ ফাল্গুন সন ১২৪৫ সাল। লিপিকর শ্রীহলধর পণ্ডিত। ভনিতা

কানড়া করিছে হোথা কলিঙ্গার বেশ।
দ্বিজ ঘনরাম গান প্রভুর আদেশ ॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৮ ; পত্রসংখ্যা ১০ ; রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, অখণ্ডিত ; আকার ১৩¾"×৫" ; লিপিকাল ৬ শ্রাবণ সন ১২৪৭ সাল। লিপিকর শ্রীচিন্তামণি রায়। ভনিতা

কত রস হাস্য বহিয়া গেল তায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

পুথিসংখ্যা ২৮৬৯; পত্রসংখ্যা ১০; লাউসেন-চুরি পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৩৪/৮" × ৪১/২"; লিপিকাল ৬ চৈত্র সন ১২৪৫ সাল। ভনিতা

এত শুনি প্রণতি করিয়া হনুমান।
বিদায় হইল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পুথিসংখ্যা ২৮৭০; পত্রসংখ্যা ১০; ফলানির্ম্মাণ পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৪" × ৪১/৪"; লিপিকাল ২৭ জুন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। ভনিতা

এতদূরে সম্প্রতি হইল পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

পুথিসংখ্যা ২৮৭১; পত্রসংখ্যা ১৩; কাণ্ডুর পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৪" × ৫"; লিপিকাল ১১ শ্রাবণ ১২৪৬ সাল। লিপিকর শ্রীচিন্তামণি রায়। ভনিতা

প্রভুর প্রসঙ্গে অঙ্গ পুলকে মণ্ডিত।
দ্বিজ কবিরত্নে গায় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥

পুথিসংখ্যা ২৮৭২; পত্রসংখ্যা ১৬; কলিঙ্গার বিবাহ পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৪" × ৪১/২"; লিপিকাল ১৮ শ্রাবণ সন ১২৪৬ সাল। ভনিতা

দেখাদেখি দেবীর দেউল দিল দেখা।
কবিরত্ন ভনে যার গুরুপদ সখা॥

পুথিসংখ্যা ২৮৭৩; পত্রসংখ্যা ১৪; জামতির পালা, অখণ্ডিত; আকার ১৪" × ৫"; লিপিকাল ১৯ ফাল্গুন সন ১২৪৫ সাল। ভনিতা

ভনে দ্বিজ ঘনরাম নৈতনমঙ্গল।
চিন্তি মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের কুশল॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২৮৬১ সংখ্যক পুথি হইতে ২৮৭৩ সংখ্যক পুথি পর্যন্ত বর্ধমানের চকদীঘি হইতে পাওয়া গিয়াছে।

বর্ধমান সাহিত্য সভায় দুইটি পুথি আছে। স্থাপনা পালা এবং কানড়ার বিবাহ পালা। স্থাপনা পালার পত্রসংখ্যা ১০; অখণ্ডিত; আকার ১২" × ৪১/২"; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

শ্রীগুরুপদারবিন্দ মনে করি ধ্যান।
মধুর মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

কানড়ার বিবাহ পালার পত্রসংখ্যা ১৩ ; খণ্ডিত ; আকার ১৩"×৪½" ; লিপিকালের উল্লেখ নাই। ভনিতা

হরিগুরুচরণ-সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পুথিগুলিতে নিম্নরূপ বানান পাওয়া যায়। হয়্যা, কর্যাছি, বেছ্যা, জেথা, ঞেটে, বুঝাল্যা, দেখ্যা, আস্ত, ডেক্যা, আছিল্য, নিল্য, আনন্দিং, জজ্ঞ, জার, জসদা (যশোদা), গোপিক্যা, ঢাকিল্য, অসাদ্ধ (অসাধ্য), আছাড়্যা, পুণ্যা, এল্যো, ঠাঞি, নাঞি, দিগ্বীজই, পর্ব্বং, হাথি, সভে, ধেয়্যা, এস্থা, বিপত্যসাগর, হ্রিদয়, মালাঙ, ত্তরিত, স্থমস্থা ইত্যাদি।

পুথিতে যে বানান আছে তাহা সর্বত্র ব্যবহার করা হয় নাই। তৎসম শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিছু কিছু শব্দ আছে যাহার অর্থ বোধগম্য হয় নাই, সে ক্ষেত্রে পুথি অথবা মুদ্রিত গ্রন্থের অনুরূপ শব্দটিকে অবিকৃত রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন পালায় ভাষার কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে। সম্পূর্ণ পুথি সংগৃহীত হয় নাই বলিয়া যে ক্ষেত্রে পুথিকে অনুসরণ করা হইয়াছে তাহা পুথির অনুরূপ হইয়াছে কিন্তু যে ক্ষেত্রে মুদ্রিত গ্রন্থ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা মুদ্রিত গ্রন্থের অনুরূপ হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের ভাষা কিছুটা আধুনিক। তবে এই ভাষার পার্থক্য সচরাচর ক্রিয়াপদেই দেখা যায় ; মূল বাক্-ভঙ্গি প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে। পুথিগুলির লিপিকাল এবং মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান অল্প ছিল।

———

কবি-পরিচয়

॥ ১ ॥

ঘনরাম চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বর্ধমান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের তীরে কইয়ড় পরগণায় কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে,

কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে ॥ (পশ্চিম উদয় পালা)

চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি

দ্বিজ ঘনরাম রস গান। (ঢেকুর পালা)

কবি তাঁহার ভনিতায় পারিবারিক পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা সীতা এবং পিতামহ ধনঞ্জয়।

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান ॥ (ঢেকুর পালা)

কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম। (হরিশ্চন্দ্র পালা)

ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে ॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তাঁর সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত ॥ (গৌড়যাত্রা পালা)

কৌকুসারী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে

দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবাণ।

তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা

তাঁর সুত ঘনরাম গান ॥ (জাগরণ পালা)

চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয় তাঁহার তনয়দ্বয়

কবিবর শঙ্কর প্রধান।

তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত

তত্তনুজ ঘনরাম গান ॥ (পশ্চিম উদয় পালা)

তাঁহার মাতামহের নাম ছিল গঙ্গাহরি, তিনি রায়না-নিবাসী ছিলেন। ঘনরামের চারি পুত্র,—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের ভনিতার অনেক স্থানে মহারাজার কল্যাণ কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রসগান ॥

মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥ (লাউসেনের জন্ম পালা)

ঘনরামের উপাধি ছিল কবিরত্ন। তাঁহার কাব্যে কবিরত্নের ভনিতা আছে,—দ্বিজ কবিরত্ন গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

ঘনরাম তাঁহার কাব্যের ভনিতায় গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত তাঁহার গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস। একটি ভনিতায় আছে,—শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম। অন্যান্য ভনিতায় গুরুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়—

গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
নূতন মঙ্গল রস গান ॥ (লাউসেনের জন্ম পালা)

শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥ (আখড়াপালা)

গুরুপদ-দ্বন্দ্ব ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥ (স্থাপনা পালা)

ঘনরামের কাব্যপাঠে বুঝা যায় তিনি আরবী ফারসী পড়িয়াছিলেন এবং সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাব্যের বহু উল্লেখ তাঁহার কাব্যে আছে। বৈদগ্ধ্যের ছাপ তাঁহার সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। তিনি ফারসী, সংস্কৃত এবং হিন্দী শব্দ ব্যবহার করিয়া গতানুগতিকতার মধ্যে এক নূতন স্বাদ আনিয়াছিলেন।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী ঘনরাম তাঁহার কাব্যের শেষ অংশে রচনার কাল উল্লেখ করিয়াছেন। তবে,

সঙ্গীত আরম্ভ-কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥ (স্বর্গারোহণ পালা)

রচনা সমাপ্তি কাল,

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥ (স্বর্গারোহণ পালা)

ইহার সমাধান করিলে তারিখ হয়—৮ই অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ।[১]

ধর্মমঙ্গল কাব্য ব্যতীত তিনি একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, "সত্যনারায়ণ রসসিন্ধু"।[২] তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় নাই, তবে তিনি রামভক্ত ছিলেন এবং অনুমান করা যায় রামায়ণ-গায়ক ছিলেন।[৩] ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট, রামবন্দনার ভনিতা আছে।

॥ ২ ॥

মঙ্গল-কাব্যের একটি সাধারণ রীতি : যে দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করা হয়, কাব্য-রচনার প্রারম্ভে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং কাব্য-রচনার প্রেরণা দানের বর্ণনা করা। কবি আত্মপরিচয়-অংশে তাঁহার পারিবারিক পরিচয়, পৃষ্ঠপোষকের বর্ণনা এবং কাব্য-রচনার প্রেরণার কাহিনী বর্ণনা করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যেও এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ঘনরামের কাব্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। যে কয়টি পুথি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতে নাই বা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই। কিন্তু মূল পুথিতে ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। খণ্ডাকারে প্রকাশিত ধর্মমঙ্গলে আত্মপরিচয়-অংশের পরিবর্জনজ্ঞাপক চিহ্ন

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭১০

২ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীকালীপদ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত।

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭০৯

আছে এবং এই কাহিনীর মর্ম পাওয়া গিয়াছে ঘনরামের কাব্যের গায়ক, নাড়গাঁ-নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিতের নিকট। সেই কাহিনীর সারমর্ম ডক্টর স্বকুমার সেন তাঁহার গ্রন্থে[১] দিয়াছেন।

"কৃষ্ণপুরের নিকটবর্তী রামবাটী গ্রামের টোলের পড়ুয়া ছিলেন ঘনরাম। একদিন ভট্টাচার্যের পূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়া ঘনরামের পায়ে বেগুনপাতার কাঁটা বিঁধিয়া যায়। পায়ে হাত দিয়া কাঁটা বাহির করিলে সে হাতে পূজার ফুল তোলা চলিবে না, তাই পায়ে কাঁটা লইয়াই ঘনরাম ফুল তুলিয়া আনিলেন। ভট্টাচার্য পূজা করিতে গিয়া দেখেন ঠাকুরের পায়ে বেগুনপাতার কাঁটা লাগিয়া আছে। খোঁজ করিয়া তিনি ব্যাপার জানিলেন এবং ইষ্টদেবতার উপর অভিমান করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ভট্টাচার্য বাদশাহী রাস্তা ধরিলেন নীলাচল-গামী। দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হইয়া তিনি পথের ধারে গাছের তলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে, সম্ভবত ঘুমের ঘোরে, দেখেন একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আসিয়া তাঁহাকে পুরীর পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, তোমরা চল আমিও আসিতেছি। কিছুক্ষণ পরে আর একটি ছেলে আসিয়া বলিল, আমার দাদা-বৌদিকে দেখিয়াছ? উত্তর শুনিয়া বালক দক্ষিণমুখে ছুটিল। ব্রাহ্মণ আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে গাছ হইতে এক হনুমান তাঁহার গায়ে লাফাইয়া পড়িলে ঘুম একেবারে উড়িয়া গেল। হনুমান জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে ব্রাহ্মণ পুরীর যাত্রী। তখন তাঁহার গালে দুই চড় কসাইয়া বলিল, চোখের সামনে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন তাঁহাদের চিনিতে পারিলে না, আবার পুরী যাইবে? লজ্জিত হইয়া ভট্টাচার্য ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরপূজায় মন দিলেন। কিছুকাল পরে ভট্টাচার্য ঘনরামকে রামায়ণ-পাঁচালী লিখিতে বলিলেন। গুরুর নির্দেশে ঘনরাম কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাম-বন্দনা লিখিয়া সেদিনের মত পুথিতে ডোর দিলেন। পরের দিন পুথি খুলিয়া দেখেন যে রামচন্দ্রের বন্দনার স্থানে ধর্মঠাকুরের বন্দনা লেখা রহিয়াছে। ঘনরাম পুথির পাতা ছিঁড়িয়া আবার রাম-বন্দনা লিখিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে রামচন্দ্র স্বপ্ন দিলেন, রামায়ণ-পাঁচালী অনেক কবি লিখিয়াছেন, তোমার আর কাজ নাই, তুমি ধর্মমঙ্গলই রচনা কর। এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঘনরাম ধর্মমঙ্গল লিখিলেন।"

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭১১।

বর্তমান গ্রন্থে কাব্যরচনার প্রেরণা হিসাবে দেবতার সহিত সাক্ষাতের কাহিনী না থাকিলেও কবির প্রতি গুরুদেবের যে আদেশ ছিল, সে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কবিকে "কবিরত্ন" উপাধি দিয়াছিলেন।

ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব দুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পুর্ব্বকালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত বর্ণিতে বলিলা গীত
গুরুব্রহ্ম বদন কমলে ॥
নিজ গুণে হয়ে যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা-নিধান।
শুনি অসম্ভব ভাষে লোকে যদি উপহাসে
তায় তুমি আনিলে প্রমাণ ॥
লঘু নরে গুরু ভার কিরূপে পাইব পার
বিস্তার সঙ্গীত রস-সিন্ধু।
ইহাতে নিস্তার জীব তব পদ সরসিজ
স্মরণ ভাবনা দীনবন্ধু ॥ (স্থাপনা পালা)

কবির কাব্য-প্রেরণার মূলে দেবতার উল্লেখ যদিও বর্তমান কাব্যমধ্যে পাওয়া যায় না, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে তাঁহার গুরু যে তাঁহাকে কাব্য-রচনায় প্রত্যক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা অনস্বীকার্য। কাব্যের ভনিতায় বিভিন্ন স্থানে গুরুর সশ্রদ্ধ উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

॥ ৩ ॥

বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র রায় ঘনরামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব এবং ঔদার্যের উল্লেখ ঘনরাম তাঁহার কাব্যে অনেকবার করিয়াছেন। তাহা নিতান্ত পৃষ্ঠপোষকের স্তুতি বা চাটুবাদ নহে। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যোগ্যতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার জমিদারী বাড়াইয়াছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে ফরমান পাইয়াছিলেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ; কীর্তিচন্দ্র রায় এবং মিত্রসেন রায়। কীর্তিচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পরে রাজত্ব পান। তিনি চিতোয়া, ভূরশুট, বরদা এবং মনোহরশাহী পরগণা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। হাণ্টার

তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "Kirtti Chandra was a bold and adventurous spirit."[১] তাঁহার বীরত্বের অন্যান্য পরিচয় হাণ্টার তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। কীর্তিচন্দ্র ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর হইতে বাংলা সাহিত্য বৈষ্ণবতা এবং শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবনী লোটায়ে অঙ্গ অখিল উজ্জ্বল।
বন্দিব চৈতন্যচন্দ্র চরণ-কমল॥

তিনি কেবল চৈতন্যদেবের নাম করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, শচী ঠাকুরানী, পুরন্দর মিশ্র, কেশব ভারতী, অদ্বৈত গোসাঁই, দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মোহান্তকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

কলিকাল-সর্পের করিতে দর্পচুর।
জন্মিল চৈতন্যচন্দ্র দয়ার ঠাকুর॥ (পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা)

এবং গোবিন্দ গরিমাগুণ গাইয়া বিভোল।
যাচিয়ে জগতে যত জীবে দিল কোল॥ (ঐ)

ঘনরাম ভক্ত লোক ছিলেন। বিভিন্ন পালায় কাহিনী আরম্ভ করিবার পূর্বে তিনি প্রার্থনা পদ রচনা করিয়াছেন। ভক্ত-হৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি এবং একান্ত আত্মনিবেদনের আকুল আকাঙ্ক্ষা সেই পদগুলির মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। কাব্যের বিভিন্ন চরিত্রের মুখে দেবদেবীর বন্দনাতেও ইহা দেখা যায়।

অন্যান্য ধর্মমঙ্গলকারদের মত ঘনরাম আদিকবি হিসাবে ময়ূরভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ময়ূরভট্টের[২] পরিচয় যাহাই হউক না কেন সম্ভবত ঘনরাম পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ করিয়াছেন।

---

১ A Statistical Account of Bengal—W. W. Hunter. Vol IV, London 1876, P. 140.

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডক্টর সুকুমার সেন: ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৫০৬—৫০৭

কাব্য-পরিচয়

(রূপ)

॥ ১ ॥

ধর্মমঙ্গল কাহিনী চব্বিশটি পালায় বিভক্ত। এই পালাগুলির মধ্য দিয়া কাহিনীর গতি অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে চলিয়াছে। মূল কাহিনীর সহিত কিছু কিছু শাখা-কাহিনী যুক্ত হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও ক্ষুদ্র কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কাব্যের নায়ক লাউসেনের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গারোহণ পর্যন্ত কাহিনীকে অবলম্বন করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচার করা হইয়াছে। অবশ্য এই কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কাব্যের নায়ক যে শাপভ্রষ্ট দেবতা এবং ধর্মপূজাপ্রচারের জন্যই মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণিত আছে। লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী স্বর্গের অপ্সরা ছিলেন, তিনিও ধর্মপূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। কাহিনীতে রঞ্জাবতীর ভূমিকা অল্প নহে।

প্রথম পালা স্থাপনা পালা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথমটি বন্দনা-অংশ, অন্যটি সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী ও শাপভ্রষ্ট অপ্সরার ধর্মপূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আগমনের কাহিনী। স্থাপনা পালা ধর্মমঙ্গল কাহিনীর ভূমিকা-অংশ। কবি যথাক্রমে গণেশ-বন্দনা, ধর্ম-বন্দনা, শক্তি-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা, লক্ষ্মী-বন্দনা ও যোগাছ্যার বন্দনা করিয়াছেন এবং তাহার পর সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

সৃষ্টির আদিকালে এক নিরাকার ব্রহ্ম সনাতন ছিলেন। চতুর্দিকে অন্ধকার পৃথিবী-পাতাল-স্বর্গ, দেবতা-অসুর, দিন-রাত্রি কিছুই ছিল না। তাঁহার সৃষ্টির বাসনা হইল, তিনি দেহ ধারণ করিলেন এবং বাহন উলূকের সৃষ্টি হইল। উলূক পিপাসার্ত হইলে জলের সৃষ্টি হইল। বিশ্বের সৃষ্টি-ইচ্ছায় প্রকৃতির সৃষ্টি হইল। তিনি তিন দেবতা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জন্মদান করিলেন। ব্রহ্ম সনাতন তখন আত্মগোপন করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিস্মিত হইয়া জপ করিতে বসিলেন। ব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের বুঝিবার জন্য ছল করিলেন, তিনি দুর্গন্ধ মৃতদেহরূপে ব্রহ্মার নিকট ভাসিয়া আসিলেন। দুর্গন্ধে ব্রহ্মা তাঁহাকে ভাসাইয়া দিলেন। তাহার পর তিনি বিষ্ণুর নিকট গেলেন, বিষ্ণুও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া ভাসাইয়া দিলেন। তিনি শেষে মহেশ্বরের নিকট গেলেন। মহাদেব ভাবিলেন যেখানে জীবজন্তু নাই সেখানে মৃতদেহ আসিতে পারে না, ইহা

নিশ্চয়ই মায়া, তিনি ব্রহ্ম সনাতনকে চিনিতে পারিলেন। ব্রহ্ম মহেশ্বরকে সৃষ্টি করিবার ভার দিলেন। মহাদেব ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিবার ভার দিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে বসুন্ধরা নাই, সুতরাং তিনি কোথায় সৃষ্টি করিবেন। ব্রহ্ম সনাতন তখন বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতাল হইতে পৃথিবীকে উপরে স্থাপিত করিলেন। ব্রহ্মা তখন সুমেরু পর্বত, সপ্ত স্বর্গ পাতাল, সপ্ত দ্বীপ, বৈকুণ্ঠ কৈলাস প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণুকে সৃষ্টির পালন করিবার ভার অর্পণ করিলেন এবং মহাদেবকে সংহার করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি করিলেন, দানব সৃষ্টি করিলেন, স্থাবর জঙ্গম, নদ-নদী প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন, দণ্ড পল, দিন রাত্রি, বিভিন্ন ঋতু, মাস বৎসর সৃষ্টি করিলেন। এই ভাবে সৃষ্টি পত্তন হইল।

পৃথিবীতে যুগে যুগে ধর্মঠাকুরের পূজা হইত কিন্তু কলিযুগে মানুষ নানা অনাচারে লিপ্ত হইল বলিয়া ধর্মের পূজা হইল না। তখন ধর্মঠাকুর তাঁহার অনুচর হনুমানের নিকট জানিতে পারিলেন যে রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় চাঁপায়ে ধর্মের সেবা করিবেন। হাকন্দে রঞ্জাবতীর পুত্র নবখণ্ড হইলে পশ্চিম-উদয় হইবে। দেবসভার নর্তকী অম্বুবতীকে মর্ত্যে পাঠাইলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ধর্মঠাকুর কিন্তু বিনা দোষে অম্বুবতীকে শাপ দিয়া মর্ত্যে পাঠাইতে পারিলেন না। তাঁহার মনের কথা জানিয়া ভবানী জরতী বেশ ধারণ করিয়া যৌবন-গর্বিতা অম্বুবতীকে অভিশাপ দিলেন। দেবসভায় নৃত্যকালে তাল-ভঙ্গ হইলে সেই অভিশাপ ফলিল। অম্বুবতী পৃথিবীতে ধর্মপূজা প্রচারের জন্য রঞ্জাবতীরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পিতা বেণুরায়, মাতা মন্বরা, ভ্রাতা মহামদ, পতি কর্ণসেন এবং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন কশ্যপ-নন্দন, নাম লাউসেন।

ঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষের কাহিনী। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গৌড়ের রাজা হইলেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় বাহির হইলে সোমঘোষকে বন্দী অবস্থায় দেখিলেন। শুনিলেন যে রাজকর দিতে না পারায় রাজার পাত্র মহামদ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। গৌড়েশ্বর দয়ার্দ্র হইয়া সোমঘোষকে মুক্ত করিলেন এবং বিশেষ মর্যাদা দিলেন। একদিন তিনি সোমঘোষকে ডাকিয়া ত্রিষষ্টির গড়ের অধিপতি কর্ণসেনের উপর প্রধান করিয়া পাঠাইলেন। সোমঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ ভবানীর ভক্ত ছিলেন। তিনি দিনে দিনে

প্রবল হইয়া ত্রিষষ্ঠিতে গড় স্থাপিত করিয়া ঢেকুর নাম রাখিলেন। ভবানীর অনুগৃহীত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতাপ অত্যন্ত বাড়িল। তিনি গৌড়েশ্বরের কর দেওয়া বন্ধ করিলেন এবং কর্ণসেনের সম্পত্তি গ্রাস করিলেন। গৌড়েশ্বর সোমঘোষকে পত্র দিলেন। সোমঘোষ পুত্রের ভয়ে গোপনে কর দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের ভাটকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করিলেন। ইহাতে গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য পাঠাইতে যুদ্ধে গৌড়েশ্বরের পরাজয় হইল এবং কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল। তাঁহার ছয় পুত্রবধূ সহমৃতা হইল এবং পত্নী শোকে বিষপান করিলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন এবং পুনরায় সংসারধর্ম পালন করিতে বলিলেন।

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালাতে তাঁহার বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা। কর্ণসেনকে প্রবোধ দিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার সহিত কর্ণসেনের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে মহামদের আপত্তি হইবে ভাবিয়া রাজা মহামদকে কামরূপ-রাজকে দমন করিতে পাঠাইলেন। এদিকে নানা আড়ম্বরে কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। রাজা কর্ণসেনকে ময়নার অধিপতি করিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মপুত্র নদে জলবৃদ্ধি হইবার জন্য মহামদ কামরূপ জয় করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি রঞ্জাবতীর বিবাহের কথা জানিতেন না। শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে রঞ্জাবতী দীর্ঘকাল পিতামাতার কোন সংবাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন এবং কর্ণসেনকে গৌড় গিয়া সংবাদ আনিতে বলিলেন। অনিচ্ছুক কর্ণসেন পত্নীর একান্ত অনুরোধে গৌড় গেলেন। রাজসভায় মহামদ রঞ্জাবতীকে বন্ধ্যা বলিয়া কটাক্ষ করিলেন। রাজার নিকট হইতে যথাযোগ্য সমাদর না পাইয়া এবং অপমানিত হইয়া কর্ণসেন গৃহে ফিরিলেন। রঞ্জাবতী ইহাতে পুত্র-কামনায় ব্যাকুল হইলেন। নানা ঔষধ খাইলেন, দেবার্চনা করিলেন ও মানসিক করিলেন। এমন সময় একদিন তিনি ধর্মের গাজন দেখিলেন এবং ধর্মপূজা করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে বুঝিলেন। তিনি চাঁপায়েতে ধর্মের পূজা এবং শালে ভর দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং স্বামীর নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। কর্ণসেন ইহাতে অনুমতি দিলেন না।

হরিশ্চন্দ্র পালায় রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। তিনি পুত্রকে দেবতার আদেশে বলি দিয়া দেবতার কৃপায় পুনরায় পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। রঞ্জাবতী এই কাহিনী কর্ণসেনকে বলিলেন। অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মপূজা

করিয়া পুত্রবর পাইলেন কিন্তু এক সর্তে যে সেই পুত্রের নাম লুহিশ্চন্দ্র রাখিতে হইবে এবং ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হইবে। রাজা এই সর্তেই রাজী হইলেন এবং লুহিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিল। একদিন বালক লুহিশ্চন্দ্র ধর্মের বাহন উলুককে আঘাত করিতে উলুক ধর্মঠাকুরকে তাহার কথা বলিল। তখন ধর্মঠাকুর সন্ন্যাসীর বেশে হরিশ্চন্দ্র রাজার নিকট গেলেন। রাণী অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সমাদর করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন লুহিশ্চন্দ্রের মাংস রান্না করিলে তিনি উপবাসের পারণ করিবেন। ইহাতে রাজা ও রাণী শোকে ব্যাকুল হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে কটুভাষণও করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাঁহাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিলেন। এমন সময় হঠাৎ লুহিশ্চন্দ্র সেই স্থানে আসিল এবং নিজেকে বলি দিতে বলিল। রাজা ও রাণী পুত্রকে বলি দিলেন এবং রন্ধন করিলেন। যখন সেই মাংস তিন ভাগে ভাগ করা হইল তখন সন্ন্যাসী স্বরূপ প্রকাশ করিলেন এবং পুত্রকে ফিরাইয়া দিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে চাঁপায়ে ধর্মপূজা করিতে অনুমতি দিলেন

(শালেভর পালায় রঞ্জাবতীর কঠোর সাধনা ও আত্মত্যাগের কাহিনী। রঞ্জাবতী চাঁপায়ের ঘাটে গিয়া বিধিমতে ধর্মপূজার আয়োজন করিলেন এবং পুত্রের প্রার্থনা করিলেন কিন্তু বর পাইলেন না। তখন তিনি কঠোর তপস্যা এবং যাগযজ্ঞ করিয়া 'ঝাঁপ' দিলেন। তাহাতেও তাঁহার প্রার্থনা সফল হইল না। তিনি তারপর 'শালেভর' দিবার আয়োজন করিলেন। শালে ভর দিতে রঞ্জাবতীর মৃত্যু হইল। তখন ধর্মঠাকুরের আসন টলিল। তিনি চাঁপায়ের ঘাটে আসিয়া রঞ্জাবতীর জীবন দান করিলেন এবং পুত্রবর দিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতীর কামনা সফল হইল।)

• লাউসেনের জন্ম পালায় লাউসেনের জন্ম এবং মহামদ কর্তৃক লাউসেনকে বধ করিবার প্রচেষ্টার নানা কাহিনী। ধর্মঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতীর পুত্র হইল এবং তাঁহার নির্দেশে পুত্রের নামকরণ হইল লাউসেন। এই সংবাদ যথারীতি গৌড়ে পাঠান হইল। গৌড়েশ্বর ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন কিন্তু মহামদ ঈর্ষায় পুড়িতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রজাল কোটালকে লাউসেনকে বধ করিতে পাঠাইলেন। সে লাউসেনকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। ইহা বুঝিতে পারিয়া ধর্মঠাকুর হনুমানকে দিয়া লাউসেনকে উদ্ধার করিলেন। ইন্দ্রজাল কোটাল মহামদকে গিয়া বলিল যে লাউসেনকে তাহারা বলি দিয়াছে। রঞ্জাবতী এদিকে লাউসেনকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইলেন। তখন

ধর্মঠাকুর হনুমানকে বলিলেন লাউসেনকে ফিরাইয়া দিতে এবং কর্পূরকে সেই সঙ্গে দিতে। হনুমান দৈবজ্ঞের বেশে ময়নায় উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ ছলনা করিয়া উভয়কে রঞ্জাবতীর নিকট অর্পণ করিলেন। ময়নার সকলে আনন্দিত হইল। লাউসেনের জন্য চারিজন দেবকন্যা, বিমলা, অমলা, কলিঙ্গা ও কানড়ার জন্ম হইল এবং সূর্যের অশ্ব আণ্ডীর পাথর সৃষ্ট হইল। লাউসেন ও কর্পূর নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

আখড়া পালায় লাউসেনের পরীক্ষা। কাব্য, অলঙ্কার, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করিবার পর লাউসেন ও কর্পূরকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইল। সাধারণ মল্লেরা লাউসেনকে শিক্ষা দিতে সম্মত হইল না দেখিয়া ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইলেন। হনুমান তাঁহাদিগকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিলেন এবং দিনে দিনে তাঁহারা মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হইলেন।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময় দুর্গাদেবী মর্ত্যের পূজা গ্রহণ করিতে পৃথিবীতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন যে সকল স্থানেই দুর্গাপূজা হইতেছে কিন্তু ময়নায় হইতেছে না, তখন তাঁহার দাসী পদ্মা বলিল যে ময়নায় ধর্মপূজা হয় বলিয়া দুর্গাপূজা হইতেছে না। তখন দুর্গাদেবী লাউসেনকে ছলনা করিয়া পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি অতি সুন্দরী গণিকার বেশ ধরিয়া লাউসেনের আখড়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ছলনা করিয়া লাউসেনের চিত্ত চঞ্চল করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু লাউসেন প্রবল সংযমের সহিত ব্যবহার করিলেন, বিভ্রান্ত হইলেন না। পরে চিনিতে পারিয়া লাউসেন তাঁহাকে উপাসনা করিলেন। ইহাতে দুর্গাদেবী বিশেষ প্রীত হইলেন এবং লাউসেনকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। লাউসেন দেবীর নিকট তাঁহার দুর্জয় অসি প্রার্থনা করিলেন। দেবী লাউসেনের সেই প্রার্থনা পূরণ করিলেন।

ফলানির্মাণ পালায় দেবী-দত্ত অসির ফলানির্মাণ কাহিনী। রাজভাণ্ডারে ফলা না পাইয়া কর্মকারকে ফলা নির্মাণ করিতে আদেশ করা হইল। কর্মকার পারিল না দেখিয়া হনুমান দেববৃক্ষ আনিলেন এবং বিশ্বকর্মা সেই অসির উপযুক্ত সুচারু ফলা নির্মাণ করিলেন। ফলা পাইয়া লাউসেন কর্পূরের সহিত গৌড় যাত্রার বাসনা প্রকাশ করিলেন। রঞ্জাবতীকে এ কথা বলিতে তিনি সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু রমতির মল্ল সারঙ্গধলকে আহ্বান করিলেন। সারঙ্গধল যদি লাউসেনকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা দিবার ছলে আহত করে তবে লাউসেন আর

গৌড় যাইতে পারিবেন না। সেইমত সারঙ্গধল চারজন অনুচরসহ আসিল এবং লাউসেনের সহিত মল্লযুদ্ধ হইল। লাউসেন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও পাঁচজন এক পক্ষ হওয়াতে লাউসেন পরাজিত হইলেন কিন্তু হনুমানের বরে অজেয় হইলেন। তিনি পুনরায় সেই মল্লদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং হনুমানের বরে প্রবল যুদ্ধে জয়ী হইলেন। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী একথা শুনিয়া প্রীত হইলেন কিন্তু মহামদ তাঁহার মল্লদের নিধন ও পরাজয়ের কাহিনী শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। লাউসেন ও কর্পূর পুনরায় গৌড়যাত্রার পরিকল্পনা করিলেন।

গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রার বিস্তৃত কাহিনী। লাউসেন ও কর্পূর ছদ্মবেশে গৌড় যাত্রার পরিকল্পনা করিয়া পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন। রঞ্জাবতীর বিশেষ আপত্তি ছিল কিন্তু তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া তাঁহারা সম্মত করাইলেন। তারপর তাঁহারা গৌড় অভিমুখে গমন করিলেন। অনেক গ্রাম, নদী পার হইয়া তাঁহারা মঙ্গলকোটে পৌঁছিলে হরিদাস তাম্বুলীর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা তাম্বুলীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা গৌড়ের পথে অগ্রসর হইলেন। যে পথে গৌড় যাওয়া স্থির হইল, সে পথে কামদল বাঘ আছে বলিয়া কর্পূর যাইতে ভীত হইলেন, কারণ কামদল সামান্য বাঘ নহে, শাপভ্রষ্ট দেবতা। তিনি লাউসেনকে কামদলের কাহিনী বলিলেন। স্বর্গপুরে ইন্দ্রের সভায় শ্রীধর নামে এক নর্তক ছিলেন। বাঘের পিঠে ঈশ্বরীকে আসিতে দেখিয়া বাঘের ভয়ে তাঁহার নৃত্যের তালভঙ্গ হইল। তখন ঈশ্বরী তাঁহাকে মর্ত্যে বাঘ হইয়া জন্মাইবার অভিশাপ দিলেন। নর্তক অনেক মিনতি করিতে দেবী সদয় হইয়া বলিলেন যে মর্ত্যে এক সুজন ব্যক্তির হাতে তাঁহার মুক্তি হইবে। তিনি মর্ত্যে বাঘ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। শিশুকালে পরিত্যক্ত অবস্থায় সেই বাঘ জাল্লাল শিখর রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হয়। কালে সে প্রবল হইলে রাজা তাহাকে বন্দী করিলেন। রাজা অধিক অহঙ্কৃত হইলে পার্বতী অভিশাপ দেন যে বাঘ হইতে তাঁহার সর্বনাশ হইবে। এদিকে বাঘকে তিনি বর দিলেন। তখন বাঘ অজেয় হইয়া রাজাকে বিতাড়িত করিল। রাজা গৌড়েশ্বরের সহায়তায় বাঘকে মারিতে আসিলেন কিন্তু গৌড়েশ্বর সসৈন্যে পরাজিত হইলেন।

কামদল-বধ পালায় কামদল বাঘ বধের বিস্তারিত কাহিনী। ভীত কর্পূরকে লুকাইয়া রাখিয়া লাউসেন একা বাঘের সন্ধানে নগরে আসিয়া নিদ্রিত

বাঘকে জলন্দায় দেখিলেন। তিনি নিদ্রিত শত্রুকে আঘাত না করিয়া তাহাকে জাগাইলেন। বাঘ লাউসেনকে দেখিয়াই বুঝিল যে এই সেই পুরুষ যাহার হাতে তাহার মুক্তি হইবে। নানা প্রকার উত্তেজিত বাক্যবিনিময়ের পরে লাউসেনের সহিত কামদলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রবল যুদ্ধের পরে লাউসেনের হাতে কামদলের মৃত্যু হইল। কিন্তু কামদল পার্বতীর ভক্ত। দেবীর বরে সে পুনরুজ্জীবিত হইয়া লাউসেনকে পুনরায় যুদ্ধে আহ্বান করিল। দেবীর বরে সে অজেয় ছিল বলিয়া লাউসেন পরাজিত হইলেন কিন্তু ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান লাউসেনকে শক্তি দিলেন। তখন লাউসেন বাঘকে নিহত করিলেন। পরিশ্রান্ত হইয়া জল খাইতে গিয়া লাউসেন কুমীর দেখিলেন এবং তাহাকেও বধ করিলেন।

জামতি পালায় অসতী নারীদের কবল হইতে লাউসেনের মুক্ত হইবার কাহিনী। কুমীর বধ করিয়া লাউসেন ও কর্পূর জামতি নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিশ্রামের জন্য সরোবরের তীরে বসিতে সেই-সব নারী তাঁহাদের দেখিতে পাইল। তাহারা লাউসেনের রূপে মজিল। তারপর নারীদের পতিনিন্দা। তাহাদের মধ্যে শিবাই দত্তের পত্নী নয়ানী বিশেষভাবে লাউসেনকে ভুলাইতে গেল কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থতার জন্য নিজ পুত্রকে হত্যা করিয়া লাউসেনকে দায়ী করিল। অবশেষে লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় জয়ী হইলেন এবং গোলাহাট অভিমুখে চলিলেন।

গোলাহাট পালায় গণিকা সুরিক্ষার কবল হতে লাউসেনের উদ্ধারের কাহিনী। গোলাহাটে প্রবেশ করিতে তাঁহারা মালিনীর সাক্ষাৎ পাইলেন। তারপর সুরিক্ষার দাসী গুরিক্ষার সহিত দেখা হয় এবং পরে সুরিক্ষার সহিত দেখা হয়। সুরিক্ষা নানা ছল-চাতুরী করিয়া লাউসেনকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু লাউসেন ধর্মের কৃপায় জয়ী হন। তখন সুরিক্ষা তাঁহাকে হেঁয়ালীর সমাধান করিতে বলে। তাহাতেও লাউসেন জয়ী হন। সুরিক্ষা পরাজিত হইয়া লাঞ্ছিত হয়। তারপর তাঁহারা রমতি নগরে প্রবেশ করিতে লাউদত্ত কর্মকারের সহিত দেখা হয়।

হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তীবধ এবং নিজ মহিমা প্রকাশের কাহিনী। লাউসেন ও কর্পূর রমতি নগরে লাউদত্তের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। লাউসেনের অসির ফলায় মহামদের যে বিকৃত চিত্র ছিল তাহা দেখিয়া মহামদ অনুমান করিলেন যে তাঁহারা মহামদের ভাগিনেয়। মহামদ

চক্রান্ত করিলেন যে তাঁহাদের হাতী চুরির অপবাদ দিয়া শাস্তি দিবেন। পরদেশী পুরুষকে আতিথ্য দান করিলে শাস্তি হইবে, এই কথা শুনিয়া লাউসেন কর্মকারের নিকট বিদায় লইয়া গাছের নীচে রাত কাটাইলেন। সেই রাত্রে কোটাল লাউসেনের নিকট হাতী বাঁধিয়া তাঁহাকে হাতী চুরির দায়ে ধরিল এবং তাঁহার প্রতি অশেষ অত্যাচার করিল। ধর্মঠাকুর একথা জানিতে পারিয়া হনুমানকে পাঠাইলেন। স্বপ্নে হনুমানের নির্দেশ শুনিয়া রাজা লাউসেন ও কর্পূরকে মুক্ত করাইলেন ও তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া মর্যাদা দিলেন। ইহাতে মহামদ ক্রুদ্ধ হইয়া পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতেও না পারিয়া হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতে বলিলেন। লাউসেন মদমত্ত হাতীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন এবং মহামদের কথায় পুনরুজ্জীবিত করিলেন। এইভাবে নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া তিনি ময়নায় ফিরিলেন এবং কালুডোমকে সঙ্গে আনিলেন)

কাঙুর-যাত্রা পালায় কামরূপে যুদ্ধ করিবার জন্য মহামদের মন্ত্রণায় লাউ-সেনের কামরূপ যাত্রার কাহিনী। মহামদের অত্যাচারে গৌড়ে হাহাকার পড়িয়া গেল। সে-সব শুনিয়া রাজা মহামদকে বন্দী করিলেন। মহামদ বাসুলীকে আরাধনা করিতে তিনি সদয় হইয়া মন্ত্রণা দিলেন কামরূপে পত্র পাঠাইতে যাহাতে কামরূপ-রাজ গৌড় আক্রমণ করেন। সেইমত কাজ হইতে গৌড়েশ্বর মহামদকে মুক্ত করিয়া কিভাবে বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামদ লাউসেনকে কামরূপ পাঠাইতে বলিলেন। সেইভাবে লাউসেন কামরূপ গেলেন।

কামরূপ-যুদ্ধ পালায় কামরূপ-রাজের সহিত যুদ্ধ এবং কলিঙ্গার সহিত লাউসেনের বিবাহের কাহিনী। কামরূপের নিকট শিবির করিলে কালু কামরূপ রাজের শক্তি বিচার করিবার জন্য ছদ্মবেশে কামরূপে প্রবেশ করিল। কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে পূজা করিতে তিনি কামরূপ ত্যাগ করিলেন। তখন কালু কোটালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিল। কামরূপ-রাজ কালুর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধে আসিলেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া কালু লাউসেনের নিকট বন্দী অবস্থায় লইয়া গেল। রাজার সহিত লাউসেনের সন্ধি হইল এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সহিত মহাসমারোহে লাউসেনের বিবাহ হইল। পরে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বর্ধমান রাজকন্যা বিমলার সহিত লাউসেনের বিবাহ হইল।

কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় হরিপাল-তনয়া কানড়ার স্বয়ম্বর কাহিনী। লাউসেন বিবাহের পরে সংসারধর্ম করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্মের পূজা প্রচার করিলেন না। ইহাতে ধর্মঠাকুর ব্যথিত হইয়া হনুমানকে বলিলেন। হনুমানের পরামর্শে তিনি গৌড়রাজসভায় স্বর্গবিদ্যাধরীকে পাঠাইলেন। তাহাতে গৌড়েশ্বর বিবাহে ইচ্ছুক হইয়া মহামদের পরামর্শে সিমুলার হরিপাল রাজার নিকট তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পাঠাইলেন। রাজকন্যা কানড়া ভাটকে অপমানিত করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুলা চলিলেন। হরিপাল কানড়াকে গৌড়েশ্বরকে বিবাহ করিতে বলিলেন কিন্তু কানড়া লাউসেনকে বিবাহ করিবেন বলিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কানড়া পার্বতীকে আরাধনা করিলেন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য। পার্বতী কানড়াকে লোহার গণ্ডার দিয়া বলিলেন যে এই গণ্ডার যে একবারে কাটিতে পারিবে তাহাকেই কানড়া বিবাহ করিবেন। দেবীর কৃপায় সেই গণ্ডার লাউসেন ব্যতীত আর কেহই কাটিতে পারিবেন না।

কানড়ার বিবাহ পালায় লাউসেনের গণ্ডার কাটা ও কানড়ার সহিত বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা। দাসী গৌড়েশ্বরকে বলিল সেই লোহার গণ্ডার কাটিতে। কাটিলেই কানড়ার প্রতিজ্ঞামত তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। রাজা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। মহামদ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। তখন লাউসেনকে ডাকিয়া আনা হইল। লাউসেন গণ্ডার কাটিতে দাসী ধুমসী তাঁহাকে বরমাল্য দিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহামদ গড় আক্রমণ করিলেন। দেবী পার্বতী যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত করিলেন। পার্বতীর কথামত কানড়া লাউসেনের নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন কিন্তু লাউসেন সম্মত হইলেন না। তখন লাউসেনের সর্ত অনুযায়ী উভয়ের যুদ্ধ হইবে স্থির হইল। সর্ত এই যে, যদি লাউসেন পরাজিত হন তবে তিনি কানড়াকে বিবাহ করিবেন। পার্বতীর ছলনায় লাউসেন পরাজিত হইলেন এবং কানড়াকে বিবাহ করিলেন।

মায়ামুণ্ড পালায় মহামদের কুটিল চক্রান্তের কাহিনী। লাউসেনকে কৌশলে বধ করিবার জন্য মহামদ গৌড়েশ্বরকে মন্ত্রণা দিলেন লাউসেনকে ঢেকুরে ইছাই ঘোষকে জয় করিতে পাঠাইতে। ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে নিহত করিয়াছিল। মহামদের পরামর্শে রাজা লাউসেনকে গৌড়ে

ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইন্দ্রজালের নিকট লাউসেন শুনিলেন যে ঢেকুর যাইতে হইবে। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন কিন্তু লাউসেন গৌড় যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে ঢেকুর যাত্রা করিলেন। ইছাইয়ের সেনাপতি লোহাটা বজ্জর কালুডোমের দ্বারা নিহত হইল। মহামদ একথা শুনিয়া লাউসেনের সর্বনাশ করিতে লাউসেনের মায়ামুণ্ড ময়না পাঠাইয়া দিলেন, যেন লাউসেন মৃত। তাহাতে শোকাকুল হইয়া বধূগণ সহমৃতা হইবে এবং কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী প্রাণত্যাগ করিবেন। মায়ামুণ্ড দেখিয়া রঞ্জাবতী ব্যাকুল হইলেন এবং চার পত্নী সহমৃতা হইবার আয়োজন করিলেন। সেই সময় ধর্মঠাকুর আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত ঘটনা বলিলেন। ময়নার সকলেই আনন্দিত হইলেন। এদিকে অজয় নদী লাউসেনের বিরোধিতা করিল কিন্তু হনুমানের বিক্রমে পরাজিত হইয়া লাউসেনকে নদী পার হইয়া ঢেকুরে প্রবেশ করিতে দিল।

ইছাই-বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষের বধের বিস্তৃত কাহিনী। লাউসেন সসৈন্যে ঢেকুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সমরায়োজন দেখিয়া ইছাই ঘোষ পার্বতীর আরাধনা করিল। পার্বতী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তিনটি বাণ দিলেন। কালুডোমের সহিত ইছাইয়ের যুদ্ধে কালু মৃতপ্রায় হইল কিন্তু ধর্মঠাকুরের কৃপায় পুনরুজ্জীবিত হইল। লাউসেনের সহিত ইছাইয়ের যুদ্ধ হইতে তিনি ইছাইয়ের মাথা কাটিলেন কিন্তু পার্বতীর বরে মাথা জোড়া লাগিল। ইছাই দেবীর নিকট বর লইয়াছিল যে তাহার কাটা মাথা পৃথিবীতে পড়িলে আবার জোড়া লাগিবে। তাহা জানিয়া দেবতাগণ পরামর্শ করিলেন যে ইছাইয়ের মাথা কাটা পড়িলে হনুমান পাতালে ফেলিবেন। সেই মত কাজ হইল কিন্তু দেবীর কৃপায় ইছাই পুনরায় জীবন ফিরিয়া পাইল। দেবী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনিই লাউসেনকে বধ করিবেন। দেবীর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেবগণ লাউসেনের মায়ামূর্তি নির্মাণ করিয়া ইছাইয়ের সহিত যুদ্ধে পাঠাইলেন। দেবী লাউসেনের মায়ামূর্তিকে সংহার করিয়া কৈলাসে গেলে লাউসেন ইছাইকে বধ করিলেন এবং তাহার মাথা ধর্মঠাকুরের চরণে ফেলিতে তাহার মুক্তি হইল। লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন।

অঘোর বাদল পালায় মহামদ কর্তৃক ধর্মপূজার আয়োজন এবং তাহার নিগ্রহের কাহিনী। মহামদ লাউসেনের মহিমায় ঈর্ষান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে ধর্মপূজা করিয়াই যখন লাউসেনের এত শক্তি তখন তিনি ধর্মপূজা করিয়া

লাউসেনকে নিধনের বর গ্রহণ করিবেন। সেইমত তিনি গৌড়েশ্বরকে বলিলেন ধর্মপূজার আয়োজন করিতে। গৌড়েশ্বর সহজ মনে ধর্মপূজার আয়োজন করিলেন কিন্তু মহামদের কু-ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া ধর্মঠাকুর ইন্দ্রকে গৌড়ে ঝড়ের সৃষ্টি করিতে বলিলেন। প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে গৌড়ের অশেষ ক্ষতি হইতে রাজা লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহামদ লাউসেনকে পশ্চিম-উদয় করিতে বলিলেন। লাউসেন সম্মত না হইলে মহামদ তাঁহাকে বন্দী করিলেন। একথা শুনিয়া রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন গৌড়ে গিয়া পশ্চিম-উদয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। লাউসেন মুক্ত হইলেন। তিনি হাকন্দে ধর্মপূজা করিয়া পশ্চিম-উদয় দিতে চলিলেন। পথের এক কুকুর তাঁহাদের সঙ্গী হইতে চাহিল। সে শাপভ্রষ্ট ভূস্বামী। ধর্মঠাকুরের দেখা পাইলে তাহার মুক্তি হইবে।

পশ্চিম-উদয় আরম্ভপালায় পশ্চিম-উদয়ের আয়োজনের কাহিনী। লাউসেন সূর্যের পশ্চিম-উদয় করিতে হাকন্দ অভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নৌকায় বিভিন্ন স্থান পার হইলেন এবং সেই-সব স্থানের মাহাত্ম্য শুনিলেন। হাকন্দে পৌঁছিয়া তাঁহারা আস্তের দেহারা দেখিলেন এবং বন কাটিয়া গাজনের উপযোগী স্থান করিলেন। সামুলাকে লাউসেন ধর্মপূজার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে মহামদ লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়না লুঠ করিবার মন্ত্রণা করিয়া সসৈন্যে ময়না-অভিমুখে গেলেন।

জাগরণ পালায় বহু কাহিনীর ঘনঘটা। মহামদ ময়নার নিকট পদ্মমায় সসৈন্যে শিবির স্থাপন করিয়া ইন্দ্রজালকে ময়নার সংবাদ আনিতে চর পাঠাইলেন। ইন্দ্রজাল দেবীর বরে ময়না নগরে সকলকে ঘুম পাড়াইয়া ময়না ঘুরিয়া আসিল। সব বুঝিয়া মহামদের ময়না আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইল। ময়নার বিপদ বুঝিয়া ধর্মঠাকুরের আদেশে হনুমান কালুকে স্বপ্ন দিলেন। কালু লখাইকে ময়না রক্ষার ভার দিয়া পার্বতীর পূজা করিল। পূজা করিয়া নিজেরা মদ্যপান করিতে দেবী অভিশাপ দিলেন। কালু মাতাল হইয়া কাজে অবহেলা করিল। এদিকে মহামদ লখাইকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাইলেন তাঁহার সহিত যোগ দিতে কিন্তু লখাই তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিল। তারপর সে দেবীর আরাধনা করিয়া মহামদের সহিত যুদ্ধ করিতে গেল। প্রবল যুদ্ধে মহামদের পরাজয় হইল। লখাই কালুকে যুদ্ধ করিতে বলিল কিন্তু কালুর উপর দেবীর অভিশাপ থাকায় সে যুদ্ধ করিতে গেল না। কালুর

পুত্র সাকা যুদ্ধ করিতে গেলে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার ভাইয়েরা যুদ্ধ করিতে গেল। তাহাদেরও মৃত্যু হইল। তারপর কালু স্বয়ং পুত্রশোকে অধীর হইয়া যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইল। সে কথা শুনিয়া মহামদের দলে ত্রাসের সঞ্চার হইল। মহামদ পুরস্কার ঘোষণা করিল যে, কালুর মাথা কাটিয়া আনিতে পারিলে ময়না নগর পুরস্কার দেওয়া হইবে। কালুর ভাই কালুর কাটা মাথা আনিবে বলিল। সে ছলনা করিয়া কালুকে গিয়া বলিল যে পুর্বের বৈরীভাব ত্যাগ করিয়া আবার তাহারা মিলিবে। কালু সরল বিশ্বাসে তাহাকে গ্রহণ করিল। ভাই কালুকে দিয়া শপথ করাইয়া লইল যে সে যাহা চাহিবে তাহাই কালুর নিকট পাইবে। কালু সম্মত হইলে সে কালুর কাটা মাথা চাহিল। সত্যরক্ষার জন্য কালু তাহার মাথা কাটিতে বলিল। কিন্তু কালুর মাথা কাটিয়া যখন তাহার ভাই চলিল তখন লখাই তাহাকে বধ করিল। ডোমপাড়ায় কালুর মৃত্যুতে যখন শোকের রোল উঠিল তখন লখাই তাহাদের থামাইয়া লাউসেনের মহলে খবর দিল। কলিঙ্গা যুদ্ধে চলিল কিন্তু পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করিল। কলিঙ্গার মৃতদেহ কানড়া সংরক্ষণ করিয়া সেই বিপদে পার্বতীর পুজা করিল। পার্বতী বর দিলেন যে তিনি যুদ্ধে কানড়াকে সাহায্য করিবেন। কানড়া সাজিয়া যুদ্ধে চলিল। দেবীর আনুকুল্যে প্রবল যুদ্ধে কানড়া জিতিল। মহামদকে ধরিয়া যথেষ্ট অপমান করিল। মহামদ অপমানে লুকাইয়া রাত্রে ঘরে ফিরিতে চোর ভ্রমে নিজের ঘরেই যথেষ্ট অপমানিত হইল। এদিকে কানড়া পার্বতীর নিকট কলিঙ্গার প্রাণ ভিক্ষা করিল। পার্বতী আশ্বাস দিলেন যে লাউসেন পশ্চিম-উদয় দিয়া ঘরে ফিরিলে সকলেই প্রাণ পাইবে। কানড়া আশ্বস্ত হইল।

পশ্চিম-উদয় পালায় লাউসেনের কঠোর সাধনা ও সূর্যের পশ্চিমে উদয়ের কাহিনী। ময়নার অমঙ্গল আশঙ্কায় লাউসেনের চিত্ত চঞ্চল হইল। ময়নার সংবাদ আনিতে সারীশুককে চিঠি দিয়া লাউসেন পাঠাইলেন। সারীশুক ময়নার সংবাদ লইয়া আসিল। শুনিয়া লাউসেন শোকে ব্যাকুল হইলেন। সামুলা লাউসেনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন যে শোকে অধীর হইলে তপস্যা সফল হইবে না। লাউসেন কঠোর তপস্যা করিতে উদ্যত হইলেন। কঠোর সাধনাতে যখন সফল হইলেন না তখন তিনি নিজ দেহ নবখণ্ড করিয়া দুশ্চর সাধনা করিলেন। ধর্মঠাকুরের আসন টলিল। তিনি সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ সহ হাকন্দে আসিলেন। বাটুয়া কুকুর তাঁহাদের পথ রোধ করিল। কুকুরকে

বর দিয়া তাঁহারা লাউসেনের নিকটে আসিলেন। লাউসেনের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি লাউসেনকে বর দিতে চাহিলেন। লাউসেন স্বর্যের পশ্চিম-উদয় বর প্রার্থনা করিলেন। স্বর্যের পশ্চিম-উদয় হইল। হরিহর বাইতি সাক্ষী রহিল। লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন।

স্বর্গারোহণ পালায় সমগ্র কাহিনীর পরিণতি; লাউসেনের স্বর্গারোহণ কাহিনী। লাউসেন গৌড়ে পিতামাতাকে মুক্ত করিয়া রাজসভায় আসিয়া পশ্চিম-উদয়ের কথা বলিলেন কিন্তু মহামদ বিশ্বাস করিলেন না। লাউসেন হরিহর বাইতিকে সাক্ষী মানিলেন। মহামদ তাহাকে অর্থলোভে বশীভূত করিলেন। কিন্তু সাক্ষ্য দিবার সময় তাহার জিহ্বায় স্বরস্বতী ভর করিলে হরিহর সত্য কথা বলিল। মহামদ চক্রান্ত করিয়া তাহাকে চোর অপবাদ দিয়া শূলে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। হনুমানের হস্তক্ষেপে তাহার মুক্তি হইল। মহামদ ভাবিলেন শূলে গেলেই মুক্তি হইবে। তিনি পুত্রদের শূলে দিলেন। কেবল বংশরক্ষা করিবার জন্য রঞ্জাবতীর অনুরোধে লাউসেন মহামদের কনিষ্ঠ পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। মহামদের কুষ্ঠ হইল। লাউসেন ময়নায় ফিরিলেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় ময়নায় মৃত সকলেই নূতন প্রাণ পাইল। ধর্মঠাকুরের পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হইতে হনুমান লাউসেনকে স্বর্গে যাইতে বলিলেন। লাউসেনের মুক্তি হইল। তিনি স্বর্গে চলিলেন। এইখানে কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

॥ ২ ॥

ঘনরাম তাঁহার কাব্যকে ধর্মমঙ্গল ব্যতীত অন্য নামেও অভিহিত করিয়াছেন। সচরাচর ভনিতায় শ্রীধর্মমঙ্গল নাম পাওয়া যায়। শ্রীধর্মসঙ্গীত, শ্রীধর্মকীর্তন, নূতন মঙ্গল, ধর্ম-ইতিহাস, অনাদি-মঙ্গল, মধুর ভারতী, মধুর মঙ্গল প্রভৃতি নামেও ঘনরাম তাঁহার কাব্যকে অভিহিত করিয়াছেন।

রূপরামের ধর্মমঙ্গলে দিগ্-বন্দনা আছে। দিগ্-বন্দনায় কবি বিভিন্ন স্থানে যে-সব দেবদেবী আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়াছেন, পিতামাতা, গুরুকেও বন্দনা করিয়াছেন। মানিকরামের ধর্মমঙ্গলেও অনুরূপ দিগ্-বন্দনা পাওয়া যায় কিন্তু ঘনরামের কাব্যে দিগ্-বন্দনা নাই। ঘনরাম কেবল উল্লেখ করিয়াছেন, "স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেব দেবী"।

চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলে দেবখণ্ডের বর্ণনা অধিক পরিমাণে আছে। মূল কাহিনীর ভূমিকারূপে দেবখণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে ভৃগুমুনির যজ্ঞারম্ভ, দক্ষের শিবনিন্দা, সতীর দেহত্যাগ, গৌরীর জন্ম ও তপস্যা, হরগৌরীর বিবাহ, গণেশ ও কার্তিকের জন্ম, হরগৌরীর কলহ, মর্ত্যে শক্তি-পূজা প্রচারের সূচনা, নীলাম্বরের অভিশাপ, রত্নমালার অভিশাপ ইত্যাদি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। অভিশাপ-অংশ বাদ দিলে এই কাহিনীর সহিত মূল কাহিনীর সম্পর্ক অল্প। মনসামঙ্গলে সমুদ্র-মন্থন ও চণ্ডীমঙ্গলে উল্লিখিত কাহিনী-অংশ, ঊষা-অনিরুদ্ধ-কাহিনী ইত্যাদি অনেক পৌরাণিক কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে যাহার সহিত মূল কাহিনীর সম্পর্ক অল্প। ধর্মমঙ্গলে এই দেবখণ্ড প্রায় নাই। কবি দেবদেবীর বন্দনা করিয়া সৃষ্টিপত্তন আরম্ভ করিয়াছেন। মূল কাহিনীর ভূমিকারূপে নর্তকীর অভিশাপ বর্ণনা করিয়াই কবি মূল কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গলে মূল কাহিনীর সহিত যেসব পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে তাহা একান্তভাবে মূল কাহিনীকে পুষ্ট করিয়াছে। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে ঘটনার বাহুল্য এবং শাখা কাহিনীর প্রাচুর্য দেখা যায়। স্থাপনা পালায় রঞ্জাবতীর জন্মের পর হইতে ইছাই ঘোষের কাহিনী, রঞ্জাবতীর বিবাহ, শালেভর, লাউসেনের জন্মের কাহিনী। তাহার পর হইতে বহু বিচিত্র-ঘটনা-সংঘাতে ধর্মমঙ্গল-কাহিনী অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ঘটনার সহিত পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু তাহা ধর্ম-মঙ্গলের ঘটনার অনুরূপ বলিয়া। যেখানে পৌরাণিক শাখা কাহিনী আসিয়াছে তাহা ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত ঘটনার প্রমাণের জন্য।

ঘনরাম তাঁহার কাব্যের বিষয়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমে দেববন্দনা, সৃষ্টিপত্তন এবং ধর্মপূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইন্দ্রের সভায় নর্তকীর অভিশাপ ও পৃথিবীতে তাহার জন্ম। তাহার পর ইছাই ঘোষের কাহিনী আছে কাব্যের শেষে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রকাশের কাহিনীর ভূমিকারূপে। রঞ্জাবতীর বিবাহ, মহামদের গঞ্জনা, পুত্রকামনায় রঞ্জাবতীর দুশ্চর সাধনা ও ধর্মের কৃপায় লাউসেনের জন্ম একটি অংশ। পরবর্তী অংশের ভূমিকারূপে এই কাহিনীর বর্ণনা। তারপর লাউসেনের শিক্ষা, মল্লের সহিত যুদ্ধ, পার্বতীর পরীক্ষা ও লাউসেনের জয়লাভ, পার্বতীর আশীর্বাদ পর্যন্ত একটি অংশ। এই অংশে লাউসেনের চরিত্রের বিকাশ হইয়াছে। তারপর গৌড়যাত্রা, পথে প্রবল

কামদল বাঘ বধ, কুম্ভীর বধ, জামতি ও গোলাহাটে অসতী নারী ও গণিকার নানা ছলনা হইতে মুক্তিলাভ, গৌড়ে আগমন, হস্তীবধ, কামরূপ গমন ও কামরূপ-যুদ্ধ এবং লাউসেনের বিবাহ আর একটি অংশ। এই ভাগে লাউসেনের বীরত্ব, জিতেন্দ্রিয়তা ও চরিত্রের অকলঙ্কতার কাহিনী। তারপর লাউসেনের ঢেকুর গমন, মহামদ কর্তৃক মায়ামুণ্ড লইয়া ছলনা, ইছাই ঘোষ বধ, গৌড়ে ঝড়-বৃষ্টি, পশ্চিমে উদয় দিতে লাউসেনের হাকন্দে গমন, মহামদ কর্তৃক ময়না আক্রমণ, প্রবল যুদ্ধের পর কানড়া কর্তৃক মহামদের পরাজয় পর্যন্ত একটি অংশ। এই অংশে মহামদের কুটিল চরিত্রের কাহিনী, লখাইয়ের বীরত্ব ও লাউসেনের ঔদার্যের বিকাশ হইয়াছে। শেষ অংশে কঠোর সাধনায় লাউসেনের সিদ্ধিলাভ, সূর্যের পশ্চিম-উদয়, মহামদের লাঞ্ছনা, ধর্মের পূজা-প্রচার, হনুমান কর্তৃক কাল কলির বর্ণনা ও লাউসেনের স্বর্গে গমনের কাহিনী।

এইভাবে বিষয় বিভাগ করিয়া ধর্মমঙ্গলের পালাগুলির ক্রম সাজান হইয়াছে এবং বিচিত্র ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া সেই কাহিনী পরিণতি লাভ করিয়াছে।

পালাগুলি যদিও বিষয় অনুযায়ী ভাগ করা হইয়াছে, তথাপি বিভিন্ন পুথিতে নামকরণের ভিন্নতা দেখা যায়। বিষয় অবশ্য একই। স্থাপনা পালায় বন্দনা ও সৃষ্টিপত্তন বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বর্ধমান সাহিত্য সভার পুথিতে তাহা সৃষ্টিপত্তন পালা নামে অভিহিত হইয়াছে। ঢেকুর পালাকে আদ্য ঢেকুর পালা বলা হইয়াছে। লাউসেনের জন্ম পালায় লাউসেনের জন্ম ও লাউসেন চুরির কাহিনী আছে কিন্তু সাহিত্য পরিষদের পুথিতে (সং ২৮৬৯) লাউসেন চুরি পালা বলিয়া লেখা আছে। গৌড়যাত্রা পালা সাহিত্য পরিষদের পুথিতে (সং ২৮৬২) বাঘজন্ম পালা নামে অভিহিত হইয়াছে। গোলাহাট পালাকে সুরিক্ষার পালা বলা হইয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে (সং ৪৪২২) কামরূপ-যুদ্ধ পালায় কামরূপ-যুদ্ধ ও কলিঙ্গার বিবাহের কাহিনী, কিন্তু সাহিত্য পরিষদের পুথিতে (সং ২৮৭২) ইহা কলিঙ্গার বিবাহ পালা নামে অভিহিত।

গোলাহাট পালা এবং সুরিক্ষার পালার কাহিনী একই কিন্তু ঘটনা-বিন্যাস পৃথক্। সুরিক্ষার পালা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

॥ ৩ ॥

৪ ধর্মমঙ্গল-কাব্যে গৌড়েশ্বরের নাম পাওয়া যায় না কিন্তু তিনি যে ধর্মপালের পুত্র তাহার উল্লেখ আছে। কাব্যের চরিত্রগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করিতে গেলে গৌড়েশ্বরের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ থাকিয়া যায়। ঘনরাম লিখিয়াছেন—

ধাৰ্ম্মিক ধরণী তলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয় পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥
অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-বিষ্ণু-বৈষ্ণবের দাস॥

এক ব্রাহ্মণের প্রতি যথাযোগ্য আতিথ্য প্রকাশ না করিবার জন্য রাজা ধর্মপাল রাণী বল্লভাকে অরণ্যে নির্বাসন দেন। সেখানে ছলনা করিয়া সমুদ্র বল্লভার সহিত মিলিত হন। সমুদ্র আশীর্বাদ করেন যে অপুত্রক রাণীর সন্তান হইবে—"তোর গর্ভে জন্ম নিল গৌড়ের ঠাকুর।" ঘনরাম এ কাহিনী বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর সম্পর্কে ঘনরাম লিখিয়াছেন,

ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণপরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিত॥

বাংলার ইতিহাসে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালের (আ ৭৭০-৮১০) পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার হরিভদ্র-কৃত টীকায় ধর্মপালকে "রাজভটাদিবংশপতিত"[১] বলা হইয়াছে। খালিমপুর লিপির "ভদ্রাত্মজা"[১] শব্দ ধর্মপালের মাতা দেদ্দাদেবীর বিশেষণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কমৌলী লিপিতে পাল-রাজাদের সূর্যবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে[১]; "কিন্তু এই সব দাবীর

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৪৭৬

মূলে কোনো সত্য আছে কিনা সন্দেহ।"[১] সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে ধর্মপালকে "সমুদ্রকুলদীপ"[১] বলা হইয়াছে। তারানাথও সমুদ্রের সহিত ধর্মপালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ঘনরামের উল্লিখিত কাহিনীতেও সেই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

ধর্মপাল তাঁহার সাম্রাজ্য নানাভাবে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০)। ঘনরামের কাহিনীতে আছে যে ধর্মপালের পুত্র সমুদ্রের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপালই ঘনরাম উল্লেখিত গৌড়েশ্বর কি না বিবেচ্য। দেবপাল পিতার আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত তাঁহার সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন; এবং তিনি (দেবপাল) উৎকল-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে এবং "প্রাগ্-জ্যোতিষ-রাজকে বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।"[২]

ঘনরামের কাব্যে যে কামরূপ যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে প্রাগ্-জ্যোতিষ-রাজের সহিত দেবপালের যুদ্ধের কাহিনীর ইঙ্গিত থাকিতে পারে। কামরূপ রাজকন্যার নাম কলিঙ্গা। হয়ত ইহা উৎকল-জয়ের ইঙ্গিত। কাব্যে উভয় কাহিনী যুক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দেবপালের সহিত ঘনরাম-উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের অভিন্নতা ঐতিহাসিক বলিয়া অনুমান করা যায় না। দেবপালের সহিত ঘনরাম-চিত্রিত গৌড়েশ্বরের পার্থক্য প্রচুর।

ইছাই ঘোষ সম্পর্কে ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়। ঘনরামের কাব্যে আছে যে অজয় নদীর তীরে ত্রিষষ্টির গড়ের নামকরণ ইছাই ঘোষ করিয়াছিলেন ঢেকুর। তাহা অরণ্যভূমি ছিল। কিন্তু,

চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটী॥ (ঢেকুর পালা)

তিনি পার্বতীর ভক্ত ছিলেন এবং দেবীর জন্য এক মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সেনপাহাড়ী পরগণার অন্তর্গত ছিল। হাণ্টার এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "The governor of the district was Ichai Ghose,

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পৃঃ ৪৭৬ ২ ঐ পৃ. ৪৭৯

who built there a large temple named Ichai Mandir, and a fort called Sham Rup Ghar. He was attacked and overpowered by another man in the district called Lai Sen; and his temple, with its goddess and fort, fell into the hands of the enemy."[১]

এই কাহিনী হাণ্টার কোন ঐতিহাসিক সূত্র হইতে সংগ্রহ করেন নাই। বীরভূম সম্পর্কে এক ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি শুনিয়াছিলেন। ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিলেও এ কাহিনী যে লোককথায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই।

ঘনরামের কাব্যে বিভিন্ন বৃত্তির লোকজনের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা জীবন্ত। কালু, লখাই ইত্যাদি ডোমদিগের যে বীরত্ব এবং সাহসিকতা চিত্রিত হইয়াছে তাহা রাঢ়ের ঐতিহাসিক চিত্র। ইতিহাসের সহিত ক্ষীণ যোগ রাখিয়া অথবা অনেক সময় ছদ্ম-ঐতিহাসিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া নানা লোক-কথা এবং প্রচলিত লৌকিক কাহিনী গ্রন্থনা করিয়া কাব্য রচিত হয়। তাহাতে ইতিহাস প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ না করিলেও কাব্যের মধ্যে সমসাময়িক ইতিহাস, সামাজিক অবস্থা, রীতিনীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতিফলন পাওয়া যায়, দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যাহার মূল্য অল্প নহে। ধর্মমঙ্গল এই শ্রেণীর কাব্য।

॥ ৪ ॥

মঙ্গলকাব্যগুলির প্রবহমান ধারায় সাধারণত কতকগুলি রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। কবিগণ অনেকটা একই রীতি বা formএ কাব্যকে চালিয়াছেন। দিগ্-বন্দনা, চৌতিশা, নারীগণের পতিনিন্দা, গর্ভিনীর সাধ-ভক্ষণ, নবজাতকের নানা সংস্কার, বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা ও সামাজিক অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের পরিচয় মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও এই রীতি রক্ষিত হইয়াছে। ঘনরামের কাব্যে দিগ্-বন্দনা নাই।

ঘনরামের কাব্যে চৌতিশা পাওয়া যায় কাঁনড়ার ভগবতীর আরাধনায়।

১ The Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter. Voll. 1, London 1868, P. 436.

চৌতিশা অর্থাৎ চৌত্রিশ অক্ষরকে যথাক্রমে আদ্যক্ষর করিয়া দেবীর স্তব। কানড়ার চৌতিশা,

কাঁদিয়া কানড়া কয় করি কৃতাঞ্জলি।
কাতর কিঙ্কর কুলে কৃপা কর কালী॥
খলে খণ্ড খণ্ড কর খর খড়্গ ধরি।
খলে খেদ খণ্ডাতে অখিলে খড়্গেশ্বরী॥
গৌরী গো গণেশ-মাতা গোবিন্দ ভগিনী।
গভীর গরিমা গুণে উদ্ধার আপনি॥

এইভাবে স্তব আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে,

ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষম অপরাধ।
ক্ষয়ঙ্করী ক্ষয় কর বিপক্ষ উন্মাদ॥

প্রত্যেকটি অক্ষরকে আদ্যক্ষর করিয়া এইরূপে দেবীর স্তব রচনা করা হইয়াছে। তবে লক্ষণীয় যে ঘনরাম ক-অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু ভারতচন্দ্র অ-অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়াছেন মশানে সুন্দরের কালীস্তুতিতে।

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা।
অনাদ্যা অনন্তা অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা॥
আদ্যা আদ্যরূপা আশা পুরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥[১]

ভারতচন্দ্র শেষ করিয়াছেন,

ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥[১]

ঘনরাম এবং ভারতচন্দ্র উভয়েই অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও চৌতিশা[২] আছে কালকেতুর স্তবে। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে চৌতিশা[৩] আছে শ্রীমন্তের স্তবে। দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গলেও চৌতিশা[৪] আছে। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গলেও চৌতিশা আছে।

---

১ ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২য় সং, পৃ ৩০৫-৩০৮

২ কবিকঙ্কণ চণ্ডী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ ৪১৮-৪২৬

৩ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২, পৃ ২৬১-২৬৬

৪ অভয়ামঙ্গল—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ ৩৬৪-৩৬৯

মঙ্গলকাব্যের একটি সাধারণ রীতি নায়ক-দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে জামতি পালায় লাউসেন ও কর্পূরকে দেখিয়া নারীগণ পতিনিন্দা করিয়াছে। সরোবর-তীরে বকুলের ছায়ায় তাঁহারা যখন বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন তখন নারীগণ তাঁহাদের দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এবং

অনুপম সুঠাম নাগর দেখি দুই।
মনে করে রাত্রি দিন হিয়া মাঝে থুই॥

কবি কিন্তু অন্তর দিয়া এই পতিনিন্দাকে সহ্য করিতে পারেন নাই। তাহার কথায়,

চিত্তে অধোগতি নিন্দা করে পতি
ত্যজে লোকভয়-ধর্ম্ম॥

নারীগণের পতিনিন্দাকে তিনি স্থূল প্রবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত করেন নাই; সেই প্রবৃত্তিকে মহিমা দান করিয়াছেন।

মথুরা-নাগরী দেখিয়া শ্রীহরি
যেমতি মজালে মন।
তেমতি জামতি যতেক যুবতী
ঘনরাম বিরচন॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে যে স্থূল প্রবৃত্তির বর্ণনা আছে ঘনরামে তাহা নাই। ঘটনা সংস্থাপনে এবং বর্ণনার ভঙ্গিতে ঘনরামের প্রভাব ভারতচন্দ্রের[১] কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়।

সাধভক্ষণ এবং গর্ভাবস্থায় আহারে বিশেষ রুচির বর্ণনা কবি দিয়াছেন। সাতমাসে সাধভক্ষণ হইল রঞ্জাবতীর। বিভিন্ন স্থান হইতে সাধের দ্রব্যসম্ভার আসিল,

ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা॥
মজা মত্তমান মিছরি মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই॥

---

১ ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২য় সং পৃ ১৯৬-১৯৮

রঞ্জাবতী খুব যন্ত্রণা বোধ করিলে, "গায়ে দিল চন্দনাদি বাও করে দাসী।" ঘনরামের কাব্যে রঞ্জাবতীর আহারের বাসনার কোন উল্লেখ নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে[১] নিদয়ার আহারের বাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

নবজাতকের নানাপ্রকার সংস্কারের বর্ণনা মঙ্গলকাব্যগুলিতে আছে। ঘনরামের কাব্যে বিস্তৃত বর্ণনা নাই।

বেদ-বিধি কুল-ধর্ম্ম যত্নে যত জাত-কর্ম্ম
করে কর্ণসেন নৃপমণি ॥

এবং সাধে অন্নপ্রাশন করিল ছয় মাসে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে[২] মুকুন্দরাম কালকেতু-প্রসঙ্গে বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও[৩] বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঘনরামের কাব্যে বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায়। রঞ্জাবতীর বিবাহে বিচিত্র চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছিল। নীচে সপ বিছান হইয়াছিল। কুটুম্ব বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিচিত্র আসনে বসান হইয়াছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করিয়া মঙ্গলদ্রব্যসমূহ কন্যার কপালে স্পর্শ করান হইল। বিবাহে নানাপ্রকার মঙ্গলদ্রব্য ব্যবহার করা হইয়াছিল। ধান, দূর্ব্বা, কুসুম, ঘৃত, দধি, চন্দন, সিন্দুর, কজ্জল, গোরোচনা, তাম্র, রূপা, সোনা, হরিদ্রা, অলক্তক, দর্পণ, সর্ষপ, চামর, দীপ ইত্যাদি মঙ্গল অধিবাসে লাগিয়াছিল। হাতে মঙ্গলসূত্র বাঁধা হইল, কপালে রত্নঝারা দেওয়া হইল। গণেশ এবং ষোড়শমাতৃকার পূজা হইল। বসুধারা দেওয়া হইল। নান্দীমুখ হইল। ব্রাহ্মণের সেবা হইল। নানা রত্ন ও বসন দিয়া কন্যা বরণ করিয়া স্ত্রী-আচার হইল। বিবাহে নানা বাদ্যের আয়োজন ছিল।

তারপর নারীগণ বরকে বরণ করিতে আসিল। বরের কপালে চন্দন দিয়া পায়ে দই ঢালা হইল। বরের সম্মুখে বিচিত্র করভঙ্গি করা হইল। বরের মুখে তাম্বূল দিয়া বরের চতুর্দ্দিকে হেমথাল ঘোরান হইল। নানা মঙ্গল আচার শেষ করিবার পর কন্যাকে আনা হইল। চারদিকে চারিটি দীপ জ্বলিতেছিল। কন্যা দুহাতে পান ঘুরাইল। তারপর বরের মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা দেওয়া হইল এবং কন্যা সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করিল। তারপর মালা

১ কবিকঙ্কণচণ্ডী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ পৃ ১৬৩

২ ঐ পৃ ১৬০

৩ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ পৃ ৩৬

বদল হইল। তখন বরকে গুড়সহ চাউল ছুঁড়িয়া মারা হইল। চারিচক্ষুর মিলন হইল। ছাউনির সময় অসতী নারী তাড়াইবার ব্যবস্থা হইল। তখন,

কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুড়াহুড়িময়॥
শুভক্ষণে কন্যাবরে করিয়ে ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি॥

তারপর জলধারা দিয়া স্ত্রী-আচার শেষ করিয়া মণ্ডপে কন্যা ও বরকে আনা হইল। সালঙ্কারা কন্যার সম্প্রদান হইল। নানাপ্রকার যৌতুক ও দক্ষিণা দান করা হইল। সম্প্রদান হইলে বর কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর দিল। মাথায় মৌড়লা দেওয়া হইল। বরকন্যার গাঁটছড়া বাঁধিবার পর হোম হইল। খই এবং ঘৃতের আহুতি দেওয়া হইল। 'যখন 'সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে', তখন ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণায় তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করা হইল। বসুধারা দিয়া বরকন্যাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

বিবাহে কেবল যে বৈদিক ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করা হইত তাহা নহে, লৌকিক কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠানও পালন করা হইত।

বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব করি সায়।

কবি ব্রাহ্মণ-সংস্কৃতিপুষ্ট হইলেও এই সুযোগে একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। বিবাহের অনুষ্ঠান যখন শেষ হইল তখন,

ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে।

লাউসেনের সহিত কলিঙ্গার বিবাহের বর্ণনা উল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ। বিবাহের পুর্বে অধিবাস ও গাত্রহরিদ্রার বর্ণনা আছে। বিবাহের পরে জলধারা দিয়া বরকন্যাকে ঘরে লইয়া যাওয়া হইল এবং বরকন্যার ভোজনের পর বাসরের আয়োজন হইল। এবং

আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।

বিবাহের সম্বন্ধ পাঠাইতে হইলে ভাটকে নানা উপঢৌকন-সহ কন্যাপক্ষের নিকট পাঠান হইত। সেই-সব উপঢৌকন লইয়া ভাট বিবাহ প্রস্তাব করিত। কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় গৌড়রাজা সিমুলায় ভাটের সহিত নানা উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন,

উপহার দিল ভার বিশাসয় বই।
লাড্ডুকলা চিনি ফেনি ক্ষীরখণ্ড দই॥

মণ্ডা মত্তমান মিছরি খাসা ক্ষীর খণ্ডা।
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ডা ॥
পনস উত্তম আম নারিকেল গুয়া।
আমলকী স্থগন্ধী চন্দন চারু চুয়া ॥
কন্যার কারণে কত দিল অলঙ্কার।
হীরা মণি মুকুতা মণ্ডিত হেম হার ॥
কনক কিঙ্কিণী কত কনক কেয়ূর।
সচিত্র সুন্দর ধব স্থরঙ্গ সিন্দুর ॥

নানা প্রকার লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার মানা হইত। মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁকে বিশেষ আস্থা ছিল। পুত্রকামনায় নানা অনুষ্ঠান ও ব্রত এবং মানত করা হইত। পুত্রকামনায় নিয়মিত ঔষধ খাইবার বিধি ছিল। দৈবজ্ঞের নিকট জানিতে যাওয়া হইত।

কত গুণী গুঞ্চিণী করিল কতখান।
মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আসে খান ॥
শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে ॥
ষষ্ঠীদেবী পুজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানন।
হবে কিনা জানিতে জানের বাড়ী যান ॥
ভাল পেয়ে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত ॥

সতীদাহ-প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায় কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে।

চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা।

লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখিয়া চারিজন রাণী শোকে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,

ফুরাল সংসার-স্থখ হব সহমৃতা।

স্বামী যাহাতে পত্নীকেই কেবল ভালবাসে, তাহার মন যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয় সেজন্য ঔষধ ব্যবহার করা হইত। রঞ্জাবতীর বিবাহে তাঁহার মাতা মন্থরা ঔষধ আনিলেন। অবশ্য বশীকরণ করিতে হইবে না বলিয়া ভানুমতী ঔষধ প্রয়োগ করিতে বাধা দিলেন। কারণ,

কি কাজ ঔষধে আর ঐ একেশ্বরী।
ননদী সতিনী সতা কেহ নাই অরি॥
এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি।
কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি॥

কলিঙ্গার বিবাহে যখন ঔষধ আনা হইল তখন কলিঙ্গা ঔষধ ব্যবহার করিলেন না। স্বয়ং পার্বতী যাঁহাকে ছলনা করিতে পারেন নাই তাঁহাকে ঔষধে বশ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

যাত্রার নানা প্রকার লক্ষণ মানা হইত। নানা প্রকার লক্ষণ দেখিয়া যাত্রা শুভ হইবে কি অশুভ হইবে তাহা স্থির হইত। যুদ্ধযাত্রাতেও এই লক্ষণ মানা হইত। কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় গৌড়েশ্বর যখন সসৈন্যে বিবাহ-মানসে সিমুলা চলিলেন তখন তাঁহারা নানা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিলেন,

অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচীল।
শকুনি গৃধিনী আগে করে কিল কিল॥
চিকি চিকি কালপেঁচা ডেকে উঠে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে কপি দেখে গাছে॥
বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।
কেহ বলে না জানি কপালে আছে কিবা॥

লাউসেনের বিদ্যাচর্চায় তৎকালীন বিদ্যাচর্চার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ শিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর যুক্তাক্ষর ও বানান শিক্ষার প্রথা ছিল। তারপর ব্যাকরণ পড়ান হইত। অঙ্কও পড়ান হইত। ধাতুরূপ ও শব্দরূপ শেষ করিয়া পানিনি শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহার পর বেদ পড়ান হইত। ইহা দ্বারা তৎকালীন শিক্ষাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। সুরিক্ষার পালায় সুরিক্ষা যখন সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন করিল যে,

ধাতু কোথা বৈসে নারীর অষ্টাঙ্গ থাকিতে।

তখন লাউসেন ও কর্পূর অনেক শাস্ত্র মনে করিয়াও উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। নানা প্রকার আলোচনায় এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা বেদান্ত এবং বিবিধ নাটক-নাটিকা, মাঘ, রঘুবংশ, হারাবলী, এমনকি অষ্টাদশ আগম পুরাণের মধ্য হইতেও কোনও রূপ সমাধান খুঁজিয়া পাইলেন না। এইভাবে তখনকার প্রচলিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সেকালে রাজদরবারেও শাস্ত্র আলোচনা হইত। ঘনরামের কাব্যে যতবার রাজসভার চিত্র দেখা যায় সর্বত্রই দেখা যায় যে শাস্ত্র আলোচনা হইতেছে। লাউসেনের জন্মের সংবাদ যখন গৌড়রাজসভায় গেল তখন,

পাত্র মিত্র সগোত্র সহিত সত্ত্বগুণে।
বাল্মীকি গোসাঁই গ্রন্থ রামায়ণ শুনে॥

ময়নায় লাউসেনের রাজসভাতেও দেখা যায়,

সভা করি সত্ত্বগুণে মজাইয়া মন।
হরিষে শুনেন রায় হরি সঙ্কীর্ত্তন॥

ঘনরাম তাঁহার কাব্যে কয়েকবার তৎকালীন পত্রলিখন-প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে সম্বোধন ও কল্যাণকামনা করিয়া বিষয়বস্তু লেখা হইত। কানড়ার বিবাহ পালায় লাউসেনকে গৌড়েশ্বর পত্র লিখিতেছেন—

প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত॥
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশীরাশি বিজ্ঞাপন পত্রে॥

তাহার পর লাউসেনের কল্যাণ কামনা করিয়া পত্রের বিষয়বস্তু সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশীর্বাদ জানাইয়া পত্র শেষ হইলে তারিখ দিয়া রাজা স্বাক্ষর করিলেন। পশ্চিম-উদয় পালায় লাউসেন কলিঙ্গাকে পত্র লিখিয়াছেন।

প্রথমে লিখিলা স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিতা।
শ্রীমতী কলিঙ্গা রাণী সুচারুচরিতা॥
সুপরম শুভাশী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণ কারণ॥

লাউসেন নিজ অবস্থার বিবরণ দিয়া ময়নার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন এবং নানা প্রকার নির্দেশ দিয়াছেন। পিতামাতার চরণে প্রণাম জানাইয়া লিখিয়াছেন, জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কিমধিকমিতি। তাহার পর তারিখ ও স্বাক্ষর দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন।

নারীদের প্রসাধন এবং অলঙ্কারের বিস্তৃত বর্ণনা ঘনরাম দিয়াছেন। আখড়া পালায় পার্বতী যখন লাউসেনকে ছলনা করিতে যাইতেছেন তখন তাঁহার প্রসাধন ও অলঙ্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুচিত্রিত কাঁচলি পরা হইত। কপালে সিন্দূর ও চোখে কাজল দেওয়া হইত। ভ্রুযুগলের উপরে

বিন্দু বিন্দু গোরোচনা দিয়া অর্ধচন্দ্রাকার সজ্জা হইত। নানা রকম মণি ও মুক্তার অলঙ্কার পরিয়া কবরীতে ফুলসজ্জা হইত। পৃষ্ঠে পট্টজাত ঝাঁপা এবং দেহে গজমতি হার, দোমতি ও তেমতি পুঁতির হার, গলায় কেয়াপাতা, কর্ণে রত্নময় অলঙ্কার, নাকে বেসর, হাতে কঙ্কণ ও শঙ্খ এবং বাজুবন্ধ, আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, ভুজে তাড়, কটিতে কিঙ্কিণী এবং সর্ব অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া। শালেভর পালায় রঞ্জাবতীর বেশভূষা বর্ণনায় এবং মায়ামুণ্ড পালায় কলিঙ্গার বেশ-রচনায় উল্লিখিত চিত্র পাওয়া যায়।

বিবাহ এবং যুদ্ধের নানা বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা ঘনরাম দিয়াছেন। বিবাহে হুলাহুলি এবং উল্লাস বাজনা। নৃত্যে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, থমক এবং খঞ্জরী। যুদ্ধে দামামা, দগড়, শিঙ্গা, রণদুন্দুভি, ঠমক, ঠেমাই, কাড়া-নাকাড়া, জগঝম্প, ডম্ফ, মাদল, থমক, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

॥ ৫ ॥

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে গোলাহাট বা সুরিক্ষার পালায় ধাঁধার প্রশ্ন ও তাহার উত্তর দানের কাহিনী পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনেক স্থানে এইভাবে ধাঁধা ও তাহার উত্তরের উল্লেখ আছে। বাংলার লোকজীবনে বাঙালীর মানসে ইহা স্থায়ী রসের সৃষ্টি করিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বমেধ যজ্ঞে হোতা এবং অধ্বর্যুর মধ্যে এই প্রশ্নোত্তর "ব্রহ্মোদ্য"[১] পাওয়া যায়। মহাভারতে বক ও যুধিষ্ঠিরের কথোপকথনে হেঁয়ালীর প্রশ্নোত্তর আছে। ধর্মের গাজনেও এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে, তাহাকে বলা হয় বোলান[২]। ভারতীয় যৌগিক সাধনায় হেঁয়ালীতে উত্তর প্রত্যুত্তর বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গোরখ-বাণীতে দেখা যায় প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়া যৌগিক সাধনার কথা বলা হইয়াছে। বাংলায় যৌগিক সাধনাতেও এইভাবে প্রশ্নোত্তর দেখা যায়।

প্রশ্ন

তাঁত্যোতে কুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাড়ে।
কিসে শুদ্ধ হল্যো ভক্ত্যা মাড় কর‍্যা কান্ধে ॥[৩]

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৫০১
২ ঐ পৃ ৫০১
৩ গোর্খ-বিজয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, ভূমিকা

উত্তর

পার্ব্বতী কাটিল সুতা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পুজা করি নিরঞ্জন ॥[1]

গোর্খ-বিজয়ে[2] এই প্রশ্নোত্তরের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে গোলাহাট পালায় লাউসেন ও কর্পূর যখন সুরিক্ষার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন তখন ধর্মঠাকুরের কৃপায় তাঁহারা উদ্ধার পাইলেও সুরিক্ষা তাঁহাদিগকে 'হেঁয়ালী সমস্যা' জিজ্ঞাসা করিল। সর্ত হইল যে সুরিক্ষা হারিলে তাঁহাদের মুক্তি, কিন্তু তাঁহারা হারিলে সুরিক্ষার নির্দেশ পালন করিতে হইবে। সুরিক্ষা তাঁহাদিগকে কয়েকটি ধাঁধাঁর সমস্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছে,

প্রশ্ন

যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ।
গৃহস্থজনার মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।

উত্তর

তসর গুটীর কৃমি লাউসেন বলে ॥

প্রশ্ন

কমলে কমল-রিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে ॥

উত্তর

সেন বলে সিন্ধুভব সেই অর্দ্ধচাঁদ।

প্রশ্ন

নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তিতু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা ॥
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত ॥

উত্তর

কর্পূর কহেন রামা এই চিন্তানল।

সর্বাপেক্ষা কঠিন প্রশ্ন করিয়াছিল সুরিক্ষা, যাহার উত্তর লাউসেন নিজে দিতে পারেন নাই তাহা,

১ গোর্খবিজয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, ভূমিকা
২ ঐ পৃ ১৭০—১৭৬

বল দেখি আদিরস অঙ্গনার অঙ্গে।
কোনখানে বৈসে ধাতু স্থরতি প্রসঙ্গে॥
সর্ব্বকাল থাকে কোথা ধরে কোন গুণ।
তখন, শুনি স্থচিন্তিত সেন বচন দারুণ॥

এই তত্ত্ব কোন দেবতাই জানেন না একমাত্র মহেশ্বরী ব্যতীত। তখন শিবের মাধ্যমে সেই তত্ত্ব হনুমান জানিতে পারিয়া লাউসেনকে খবর দিলেন। লাউসেন সমস্যার সমাধান করিলেন।

নারীর বদন-বিধু মদন আলয়।
তথা নিত্য নয়নযুগলে ধাতু রয়॥

স্থরিক্ষার পালায় ভিন্ন পাঠ আছে,

কামেশ্বরী কামিক্ষা আছে কামিক্ষাতে।
নারীর ধাউত বসে বাম লোচনেতে॥

এইভাবে প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়া সমস্যা-পুরণ হইল।

ধর্মপূজা-বিধানে দেখা যায় পাট ভক্ত্যা এবং ধর্মাধিকারীর মধ্যে প্রশ্নোত্তরের রীতি আছে।

প্রশ্ন

দে নাঞি দেহারা নাঞি চালে নাঞি খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম্ম নাঞি কাথে করিবে গড়॥

উত্তর

দে আছে দেহারা আছে চালে আছে খড়।
গম্ভিরায় ধর্ম্ম আছেন তাঁথে করিব গড়॥

প্রশ্ন

সন্নাসি বলায় তোমরা সন্ধ্যে কর স্থিতি।
কেবা দিল পাটা ফঁটা কেবা দিল ধুতি॥

উত্তর

সন্নাসি বলাই আমরা সন্ধ্যে করি স্থিতি।
ধর্ম্ম দিলেন পাটা ফোঁটা দানপতি দিলেন ধুতি॥[১]

---

১ ধর্ম্মপূজা বিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ ১৬৬

বৈদিক যুগ হইতে প্রশ্নোত্তরের ধারা লোকজীবনে কাব্যে ও ধর্মীয় সাধনায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

॥ ৬ ॥

যুদ্ধবর্ণনা

যুদ্ধযাত্রা এবং সৈনিকদের বিস্তৃত বর্ণনা ঘনরাম ধর্মমঙ্গলে দিয়াছেন। যুদ্ধযাত্রার সময় রাজার আদেশ পাইলে বিভিন্ন যুদ্ধের বাদ্য বাজিত। তাহা শুনিয়া সৈনিকগণ বুঝিতে পারিত যে যুদ্ধে যাইতে হইবে। তাহারা সেই শব্দ শুনিয়া রাজধানীতে জমা হইত এবং সাজিয়া যুদ্ধযাত্রা করিত। পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। যুদ্ধে ঘোড়া, হাতী, গাড়ী, এমন কি উট ও ব্যবহৃত হইত। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত ধনুক, বন্দুক, ঢাল ও তলোয়ার, কামান, গুলিগোলা ইত্যাদি। বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিকগণ নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইলে সম্মুখে হাতীর উপর যুদ্ধের বাজনা বাজাইতে বাজাইতে সৈন্যগণ অগ্রসর হইত। নানাপ্রকার যুদ্ধের বাদ্য, হাতীর বৃংহন, ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং বন্দুকের শব্দে মাটি কাঁপিত ও চতুর্দিক ধূলা ও ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ হইত। পদাতিক সৈন্যগণ ঢাল ও তলোয়ার দিয়া কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া দিত। মল্লগণ নানারকম দৈহিক ক্রীড়া এবং লম্ফঝম্ফ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিত। এইভাবে সৈন্যগণ যখন অগ্রসর হইত তাহার পূর্বে অনেক বেগার লোক পথ পরিষ্কার করিয়া চলিত। তাহাদের বেলদার বলিত। তাহারা উঁচুনীচু পথ সমান করিয়া দিত। খাল খানা ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার করিয়া প্রশস্ত পথ দিয়া তাম্বু কানাত প্রভৃতি চলিত। তারপর হাতীর পিছনে নানারকম যুদ্ধের বাজনা চলিত। তারপর অশ্বারোহী সৈন্য। পরে নরযান অর্থাৎ পাল্কীতে রাজা এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া ঢালী, বন্দুকধারী সৈন্য চলিত। সব শেষে হাতী ও পদাতিক সৈন্য চলিত। এইভাবে বাহিনী অগ্রসর হইলে যেখানে শিবির হইবে সেখানে কাড়ায় থাক্ থাক্ শব্দে কাঠি পড়িত, তখন বুঝা যাইত যে এখানে থামিতে হইবে। শিক্ষিত হাতী ঘোড়া অমনি থামিয়া যাইত। রাজার তাঁবু পড়িত এবং পতাকা উড়িত। রাজার তাঁবুর চতুর্দিকে উচ্চশ্রেণীর অমাত্যদের তাঁবু পড়িত। তারপর সৈনিকদের তাঁবু পড়িত। চারিদিকে নানা রঙের পতাকা উড়িত। শিবিরের চতুর্দিকে কাঠ দিয়া বেড়া নির্মাণ করা হইত। এ কাজ ছিল বেলদারের। শিবিরে রণভেরী ও অন্যান্য যুদ্ধের বাজনা বাজাইয়া ও কামানের শব্দে শত্রুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করা হইত।

ঘনরাম কেবল হিন্দু সৈন্যের উল্লেখ করেন নাই, মুসলমান ও রাজপুত চৌহান সৈন্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিম-উদয় পালায় বিস্তৃত ভাবে সৈনিকদের বর্ণনা আছে। যুদ্ধে যেমন রণসিংহ রমাপতি, ভূপতির মামা গজপতি, রঙ্গদেশী রঙ্গরায়, গোয়ালা-ভূমের ভূপ, গোয়ালা কুলের অবতংশ, পুরোহিত ভট্ট গঙ্গাধর ইত্যাদি গিয়াছেন তেমনি চৌহান প্রধান নরপতি, রাজপুত মজবুত, সহর কাজী, শিরে তাজ পায়ে মোজা পরিহিত মোগল খোজা, খানসামা খোসাল মামুদ, সেখ সুজা, সৈয়দ মামুদ, হাসনলুসন মিঞা, মীর মিঞা মোগল পাঠান ইত্যাদি ব্যক্তিও গিয়াছেন। যুদ্ধে বিভিন্ন বৃত্তির লোকও গিয়াছে। ধানুকী, বন্দুকী, ঢালী, রায়বেঁশে, মাহুত, সিফাই, পাইকও গিয়াছে। কুলীন, কায়স্থ, বৈশ্য, ডোমদল, তাঁতি, তেলি, জেলে, মালী, তামুলি এমন কি ষাটিশত কোলও যুদ্ধে সাজিয়া চলিয়াছে।

॥ ৭ ॥

কাব্যে সমাজচিত্র সন্ধান করার একটু অসুবিধা আছে। কাব্যে সুখের বা দুঃখের বর্ণনাকে নির্বিচারে সমসাময়িক ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, কারণ কবির সুখের বর্ণনাও যেমন কল্পিত দুঃখের বর্ণনাও তেমনি কল্পিত। সুখের বর্ণনা দেখিয়া যেমন মনে করা যায়না যে সেকালে সকলেই সুখে ছিল তেমনি দুঃখের বর্ণনাতেও মনে করা যায় না যে সকলেই দুঃখী ছিল। সদুক্তি কর্ণামৃতে দারিদ্র্যের এবং সামাজিক অত্যাচারের যে চিত্র আছে তাহাতে দুঃখ থাকিলেও দুঃখের বিলাসই অধিক। কবি দারিদ্র্যের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার কবি-কুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে বাস্তবরস-প্রধান কাব্যে সমসাময়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আসিয়া যায়।

ঘনরাম যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন মুর্শিদকুলীখান তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহার পূর্বে শায়েস্তাখানের আমলে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেই সমৃদ্ধির কিছু অংশ অবশ্য শায়েস্তাখানের বিলাসে ব্যয়িত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শায়েস্তাখানের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি হয় নাই বা শৃঙ্খলার অভাব ঘটে নাই। এই রকমের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় মুর্শিদকুলীখান বাংলার দেওয়ান হন। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধেই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশৃঙ্খলা

এবং অরাজকতার সৃষ্টি হয়। সেই বিশৃঙ্খলার ঢেউ বাংলাদেশে মুর্শিদকুলীখান ও আলীবর্দীখানের আমলে লাগিতে পারে নাই। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, "For over half a century Murshid Quli and Alivardi Khan between them maintained peace, increased the wealth and trade of the century.…"[১] মুর্শিদকুলীখানের আমলে বাংলাদেশে ভূমি-সংস্কার ও কর ধার্যের পদ্ধতি যেভাবে অবলম্বন করা হইয়াছিল, পরবর্তী কালে বৃটিশ আমলে সেই পদ্ধতিকেই মূলতঃ অবলম্বন করা হইয়াছিল। তিনি বাংলা-দেশে কর-বিন্যাসের কাঠামো পরিবর্তন করিয়া রাজকোষ পুর্ণ করিয়াছিলেন। অন্তর্বিপ্লবে এবং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব যখন বিপর্যস্ত এবং দিল্লীর রাজকোষ একেবারে শূন্য তখন মুর্শিদকুলীখান তাঁহাকে বাংলাদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন। মুর্শিদকুলীখান ইজারাদার নিযুক্ত করিয়া কৃষকদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে কর বা ইজারা গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেন। পুর্বের ব্যবস্থায় জমিদারদের মাধ্যমে কর আদায় করা হইত বলিয়া সুষ্ঠুভাবে আদায় হইত না। মুর্শিদকুলীখান এই অবস্থায় পরিবর্তন করিয়া রাজকোষে অধিক অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু ইহার দ্বারা প্রজারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইত না। জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে যতখানি আদায় করিতেন ততখানি রাজকোষে জমা পড়িত না কিন্তু মুর্শিদকুলীখানের প্রত্যক্ষ কর আদায়ের ব্যবস্থায় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বাড়িলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তাহা বিপর্যস্ত করে নাই। বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত উৎপীড়ন হইত কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া যায় নাই। মুর্শিদকুলী খান "as Subahdar demanded only the standard revenue."[২] তিনি অধিক অর্থ আদায় করেন নাই। তবে যে নির্ধারিত কর দিতে পারিত না তাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এবং জমিদারদের উপর নির্ধারিত কর দিতে না পারিলে অত্যাচার করা হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত করের অত্যাচার করা হয় নাই, সেইজন্যই অর্থনৈতিক অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। পূর্ববর্তী দেওয়ানদের মত তিনি অতিরিক্ত কর ধার্য করেন নাই এবং

---

১ History of Bengal. Ed. by Sir Jadunath Sarkar vol. 2, P. 397

২ ঐ P. 413.

একচেটিয়া ব্যবসার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করেন নাই। অত্যাচারের দ্বারা অতিরিক্ত কর আদায় না করিয়া নূতন কর-ব্যবস্থা-বিন্যাসের ফলে তিনি অনাদায়ী কর আদায় করিয়া রাজকোষের আয় বাড়াইয়াছিলেন। দিল্লীর রাজকোষে প্রভূত অর্থ পাঠাইলেও এবং নিজেও রাজোচিত বিলাসব্যসন ও আড়ম্বরের সহিত ব্যয় করিলেও সেই জন্য দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার কোন অবনতি হয় নাই। "Thus under his rule as well as Alivardi's (1716-1756), the Bengal people gained a breathing time and a chance of prosperity."[১]

ঘনরামের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সময় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দেশ সমৃদ্ধ ছিল। সেই যুগকে স্যর যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন, "a long period of unbroken prosperity."[২] ঘনরামের কাব্যে মহামদের অত্যাচারের বর্ণনায় যে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায় তাহা তাঁহার সমসাময়িক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র নহে। ইজারা গ্রহণের উল্লেখে বুঝিতে পারা যায় যে ঘনরামের কাব্য যখন রচিত হয় তাহার পুর্বেই দেশে ইজারা গ্রহণের পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হইত।

ঘনরাম তাঁহার কাব্যে শাসকবর্গের অত্যাচারের চিত্র দিয়াছেন মহামদ কর্তৃক প্রজাগণের উপর অত্যাচারের কাহিনীতে। তাহাতে স্থানীয় শাসকের অত্যাচারের চিত্র পাওয়া যায়। মিথ্যা অপবাদ দিয়া ঘরবাড়ী লুঠ করা হইত। অসৎ ব্যক্তি ক্ষমতাবান্ হইত এবং সৎব্যক্তি লাঞ্ছিত হইত। ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ইত্যাদি সজ্জন ব্যক্তিগণ নানাদিক্ দিয়া বঞ্চিত হইত। ইহা ব্যতীত,

রাজকর লোকের তে-সনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হলো দেশ-ছড়া॥

রাজ্যের এই অত্যাচারে দলে দলে প্রজাগণ ময়না, নীলাচল, উৎকল, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু এই অত্যাচারের কাহিনী—পাত্রের প্রতাপে কেহ রাজাকে নাহি বলে।

১ History of Bengal. Ed. by Sir Jadunath Sarkar vol. 2, P. 413.
২ Cambridge History of India, 1937, vol. IV, P. 312.

রাজা যখন মহামদকে রাজ্যের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন মহামদ নিজের পক্ষে কৈফিয়ৎ দিলেন। কিন্তু এক প্রজা রাজাকে রাজ্যের আসল অবস্থার কথা বিবৃত করিল। ইহাতে রাজনৈতিক দুরবস্থায় চিত্র পাওয়া যায়।

স্বর্গারোহণ পালায় কলিযুগে কিরূপ দুরবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহার বিস্তৃত চিত্র আছে। তাহাতে সমাজের নানা কুকীর্তির কাহিনী পাওয়া যায়। ইহা সমসাময়িক সমাজের ইতিহাসের চিত্র। শ্রীমদ্ভাগবতেও কলিযুগ-বর্ণনায় সামাজিক অপকীর্তির নানা কাহিনী আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে এই কাহিনীর অনুসরণ হইলেও ঘনরামে সমসাময়িক চিত্র পাওয়া যায়। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব এবং দর্শনের উপলব্ধি না করিয়া ধর্মীয় সাধনাকে ব্যক্তিগত সুখভোগে, লালসার পরিতৃপ্তিতে পরিণত করার মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আসিয়াছিল। ব্যক্তিগত বাসনাকে ধর্মীয় আবরণে ঢাকা দেওয়ায় যে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। বৈষ্ণব ধর্ম দর্শনের নিগূঢ় উপলব্ধি ও হৃদয়ের একান্ত আত্মনিবেদনের দ্বারাই সম্ভব।

বৈষ্ণবতা ধর্ম্ম দেবারাধ্য কর্ম্ম
ব্রহ্মপদে মতি লীন।

কিন্তু অনেকে এই উপলব্ধি না করিয়া ধর্মীয় আবরণে নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ও পার্থিব সুখভোগ করিয়াছে,

তাহে কত ভণ্ড হইবে পাষণ্ড
রণ্ড ভণ্ড রণ্ডাধীন॥

মধ্যযুগের বাংলাদেশে বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া গিয়াছিল। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমাজের উচ্চকোটিতে অনুসৃত হইলেও সাধারণভাবে সমাজে উক্ত দুই ধর্মীয় সাধনা অনুসৃত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার প্রামাণ্য পরিচয় আছে। শাক্ত সাধনাও বাংলাদেশে নানা আভিচারিক প্রক্রিয়ায় ধর্মের আবরণে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল। ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি অনেকে করে নাই। চতুর্বর্গের প্রথম ও চতুর্থ বর্গ গ্রহণ না করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গ গ্রহণ করিয়াছে।

শিব শক্তি যুক্তি জীব সবে মুক্তি
কলিকালে হেন পদে।

না বুঝয়ে তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে ॥

কেবল তাহাই নহে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তিগত লাভের দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম সেখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বা পারলৌকিক উন্নতির উপায় হিসাবে ধরা হয় নাই। ইহলৌকিক সুখের উপায়ে পর্যবসিত হইয়াছে,

মহতের দায় মিছা দিবে রায়
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র
কেবল কড়ির উদ্দেশ ॥

মুকুন্দরামের নগরপত্তনে সে যুগের সামাজিক ইতিহাস ও নানা বৃত্তির লোকদের চিত্র পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, ধীবর, সিউলি, ছুতার, কোল, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিয়াছে। সৈয়দ মৌলানা কাজী প্রভৃতি মুসলমানগণও রাজ্যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাস করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করিয়াছে। ঘনরামের কাব্যেও নগরপত্তনে বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন লোকের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য এবং কুলীন কায়স্থ ঘোষ বসু মিত্র বাস করিয়াছে। উত্তর-রাঢ়ী সিংহ দাস দত্ত এবং পাল ঘোষ ইত্যাদি গোপগণ বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাম্বুলী, তাঁতী, তেলি, মালী, বণিক, কুমার, শাঁখারী, কর্মকার, প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তির লোক ছিল। ইহা ব্যতীত পল্লবাদি গোপ, সুবর্ণবণিক, কলু, কৈবর্ত, ছুতার, বাইতি, জালু, রজক, মদক এবং অপার অন্ত্যজ জাতি বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এমন কি বহু গণিকাও ছিল। এই সুযোগে কবি একটু খোঁচা দিয়াছেন, স্বর্ণকার ধূর্ত্ত এবং ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে। যুদ্ধের বাদ্য বাজাইবার জন্য কিরাত এবং পুরী রক্ষা করিবার জন্য চোয়াড়, খয়রা খণ্ডাতি ও কোল বসতি স্থাপন করিয়াছে। কেবল হিন্দু নয় মুসলমানেরাও বসতি স্থাপন করিয়াছে,

পাইয়া মর্যাদা কত মীরজাদা
সৈয়দ পাঠান কত।

এবং

সমরকুশল বসিল মোগল
শেখজাদা যত জনা ॥

তাহারা 'পেলে এক রুটি সবে খায় বাঁটি' কিন্তু 'রণে পাশরে আপনা'। এখানে হিন্দু-মুসলমানের কোন বিরোধ নাই, সম্ভাবে পাশাপাশি নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে। নগরপত্তন-কাহিনীর মধ্যে সেকালের জনবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের বৃত্তি, রুচি এবং সমাজে তাহাদের স্থান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

কাণ্ডুর-যাত্রা পালায় যদিও মহামদের অত্যাচারের চিত্র আছে, তথাপি দেশে যে সুখ সমৃদ্ধি ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় গৌড়রাজের উক্তিতে। গৌড়ের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা ॥

প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিছু নাই, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও বিপর্যস্ত নয় তবুও কেন প্রজাদের এই দুর্গতি হইয়াছে এ জিজ্ঞাসা দেশের রাজার। প্রজাদের দুর্গতির কারণ রাজকর্মচারীর ব্যবহার। ইহা সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ফল। একদিকে যেমন সামন্তেরা অধিক লোভে ও দিল্লীর মোগল সম্রাট্‌দের বিশাল আড়ম্বরময় বিলাসব্যসনের অনুকরণে প্রচুর ব্যয় করিবার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ বাদশাহের দোহাই দিয়া অথবা ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়াছে। তাহা হইলেও অষ্টাদশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, যাহার পরিণাম ছিয়াত্তরের মহামারী ও মন্বন্তর, এবং যাহাতে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন একেবারে পর্যুদস্ত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় সপ্তদশ শতকের বাংলার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দুই দশকেও তাহা পাওয়া যায় না।

তিন বৎসরের কর দিয়াও বন্ধন-দশা ঘুচিতেছে না অথবা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেদের দ্বারা বেগার খাটান হইতেছে—ইহা মধ্যযুগের সামগ্রিক চিত্র নহে। সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোন কোন স্থানে স্থানীয় শাসকবর্গের দ্বারা কিছু কিছু অত্যাচার ঘটিলেও সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের তখন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির যুগ।

কাহিনীর উৎস

॥ ৮ ॥

ধর্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনীটির সঠিক উৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। ধর্মমঙ্গলে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কাহিনী হরিশ্চন্দ্রের পালা। এই কাহিনীর সূত্র পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণের মাহাত্ম্য বর্ণনায়[১]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনী এইরূপ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বেধসের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ছিলেন অপুত্রক। রাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বরুণের নিকট বলি দিয়া পূজা করা হইবে এই সর্তে বরুণের অনুগ্রহে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম রোহিতাশ্ব। রাজা পুত্রকে বলি দিতে পারিলেন না। রোহিতাশ্ব বড় হইয়া একদিন দৈববাণী শুনিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। বরুণকে তুষ্ট না করার ফলে রাজা হরিশ্চন্দ্র উদরীতে ভুগিতেছিলেন। পুরোহিতের পরামর্শে তিনি অন্যের পুত্র বলি দিতে সম্মত হইলেন। দরিদ্র ঋষি অজীগর্তের তিন পুত্র। মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে কিনিয়া বলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলে শুনঃশেপ কাতর ভাবে বরুণের স্তব করিল। বরুণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের নাম লুহিশ্চন্দ্র। পুত্র হইলে ধর্মঠাকুরের নিকট বলি দিয়া পূজা করা হইবে, এই সর্তে ধর্মঠাকুর অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পুত্রবর দেন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র সে প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। ধর্মঠাকুরও বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু একদিন লুহিশ্চন্দ্র বা লুইয়া বাঁটুল দিয়া শিকার করিতে গিয়া ধর্মঠাকুরের বাহন উলুকের গায়ে আঘাত করে। তাহাতে উলুক ব্যথিত হইয়া ধর্মঠাকুরের নিকট নালিশ করিল। ধর্মঠাকুরের মনে পড়িল সব কথা। তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিবেন বলিলেন। তাহাতে রাজা ও রাণী পুলকিত হইলেন। কিন্তু ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলিলেন যে লুহিশ্চন্দ্রকে কাটিয়া রান্না করিলে তিনি খাইবেন। তাহাতে রাজা ও রাণী কাতর হইলেন। তখন ধর্মঠাকুর তাঁহাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা মনে করাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীর আদেশে রাজা ও রাণী পুত্রকে কাটিয়া রান্না করিয়া খাইবার আয়োজন করিতে ধর্মঠাকুর নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া পুত্রকে ফেরৎ দিলেন। এই কাহিনীতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনীর সহিত মহাভারতের কর্ণ ও বৃষকেতুর কাহিনী মিশিয়া গিয়াছে মনে হয়।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা পৃ ৩ (ডক্টর সুকুমার সেন)

শাখা কাহিনীগুলির মধ্যে দুটি কাহিনী আছে জামতি ও গোলাহাট বা সুরিক্ষার পালা। গোলাহাট পালায় নারী-শাসিত রাজ্যের চিত্র পাওয়া যায়। নারীগণ সেখানে প্রধান। জামতি পালায় বিদেশী পুরুষ দেখিয়া নারীর কামনা ও পতিনিন্দা হয়ত কোন এক সমাজের কাহিনী। গোলাহাট পালায় যে নারী-শাসিত রাজ্যের বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সহিত গোর্খ-বিজয়ের কদলীর দেশের মিল আছে। মীননাথ কদলীর দেশে গিয়া আসক্ত হইলেন। শিষ্য গোর্খনাথ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। লাউসেনের সুরিক্ষার নিকট হইতে মুক্ত হইবার কাহিনীর সহিত গোর্খনাথের কাহিনীর মিল আছে। কামরূপে নারী-শাসিত রাজ্যের কাহিনী প্রচলিত। নারী-শাসিত রাজ্যে গিয়া প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করার কাহিনী সাঙ্কেতিক কাহিনী হইতে পারে। চিত্তবৃত্তির নিকট, ইন্দ্রিয়ভোগের নিকট ব্যক্তিসত্তার পরাজয়ের রূপক হইতে এই কাহিনীর সৃষ্টি হইতে পারে। লৌকিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি জয় করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। লক্ষণীয় যে গণিকার নিকট 'পরমতত্ত্বের' সন্ধান না দেওয়া পর্যন্ত লাউসেনের মুক্তি নাই। ইহা যৌগিক সাধনার রূপক হইতে পারে। কোন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ইঙ্গিত লোকজীবনের মধ্য দিয়া কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে, এ অনুমানও করা যায়।

গৌড়েশ্বর, ইছাই ঘোষ, লাউসেন ও মহামদের কাহিনী কোনও ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুকরণ হইতে পারে; যেখানে সম্রাটের অনুগ্রহে কেহ জায়গীর পায় কিন্তু তাহার পুত্র ক্ষমতাবান্ হইয়া সম্রাটকে কর দিতে অস্বীকার করে। সামন্তরাজকে দমন করিতে গিয়া সম্রাট্ পরাজিত হন। তখন অন্য কোন সামন্তকে দিয়া বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন। সম্রাট্ সেই সামন্তের বীরত্বে আকৃষ্ট হইলে মন্ত্রী ঈর্ষান্বিত হন ও ছলেবলেকৌশলে তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। অপরের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলে মন্ত্রীর ক্ষতি হইবে না অথচ কার্যসিদ্ধি হইবে, এই চিন্তাই তাঁহার মনে ছিল। লাউসেন-কলিঙ্গা কাহিনীতে পরাজিত রাজার বিজেতার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইঙ্গিত থাকিতে পারে। কানড়ার স্বয়ম্বরের কাহিনীতে পৌরাণিক প্রভাব সুস্পষ্ট। লাউসেনের হাকন্দ-গমনের সময় বাটুয়া কুকুরকে সঙ্গী করার কাহিনীতেও পৌরাণিক প্রভাব লক্ষণীয়। হস্তীবধ, কুম্ভীর বধ, কামদল বধ, মায়ামুণ্ড-কাহিনী প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে পৌরাণিক প্রভাবান্বিত। এই ভাবে মনে হয় কোন ক্ষীণ ঐতিহাসিক কাহিনীর ইঙ্গিত পৌরাণিক মহাকাব্যের আঙ্গিকে নানা উপকাহিনী

ও শাখা কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ধর্মমঙ্গল কাব্যে রূপ লাভ করিয়াছে। ইহা হয়ত এক সময়ে সম্ভব হয় নাই। লোকমানসে নীহারিকার মত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী, তাহা পৌরাণিক হউক অথবা লৌকিক হউক, আবর্তিত হইতেছিল। পরে সেই-সব কাহিনী একত্র গ্রথিত হইয়া কাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই ইতিহাস হয়ত বহু যুগের, বহু লোকের একত্রিত চিন্তাভাবনার সামগ্রিক ইতিহাস।

যদিও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকেই রচিত হইয়াছে কাহিনীর কাঠামো ও রীতি-পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল অনেক পূর্বে। কাহিনীতে প্রাচীনতার ছাপ আছে। এ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "তবে সমগ্র কাহিনীটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই দৃঢ় রূপ নিয়েছিল। গৌড় রাজা নিঃসন্তান। লাউসেন তাঁর শ্যালিকাপুত্র এবং উত্তরাধিকারী। লাউসেন খতম হলে মাহুদ্যার সিংহাসন অধিকার অবারিত। এই জন্যই তার জিঘাংসা লাউসেনের প্রতি।"[১]

এই অনুমানের সমর্থন পাই কাঙুর-যাত্রা পালায়। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিবার অপরাধে মহামদ বন্দী হইলে তিনি বাসুলীর আরাধনা করেন। বাসুলী তাঁহাকে যুক্তি দেন যে কামরূপরাজকে গৌড় আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলে গৌড়রাজ বিপদে পড়িবেন। তখন তিনি মহামদকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবেন। মহামদের এই যুক্তি বিশেষ মনোগ্রাহী হইল। কারণ কামরূপ-যুদ্ধে লাউসেনকে পাঠাইলে তিনি অবশ্যই নিহত হইবেন। তখন মহামদ নিষ্কণ্টক। দুর্বলচিত্ত গৌড়রাজা তাঁহার হাতের পুতুল।

কামদল পালায় বাঘের কাহিনী, কাঙুর পালায় গণ্ডারের কাহিনী, সুরিক্ষা পালায় মায়াবিনীর পাশা খেলার কাহিনী অনেক প্রাচীন।[২] লৌকিক কাহিনীগুলি কাব্যে সংহত হইয়াছে এবং নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে।

॥ ৯ ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যে যে সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী পাওয়া যায় তাহা একটি প্রচলিত কাহিনী। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন এবং নাথ-সাহিত্যে সেই

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং ভূমিকা, পৃ ৮

২ বিচিত্র নিবন্ধ—ডক্টর সুকুমার সেন, ১৯৬১, পৃ ১৪৫

একই কাহিনী পাওয়া যায়। বলরাম দাস, রতিরাম দাস, ব্রহ্মহরি দাস প্রভৃতি রচিত সহজিয়া মতের নিবন্ধেও এইরূপ সৃষ্টি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই কাহিনীর ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। একদিকে যেমন ঋগ্বেদে ইহার সূত্র পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক এবং আদিবাসীদের বিশ্বাসে ইহার সূত্র দেখা যায়। ভারতবর্ষের অনেক আদিবাসীর সৃষ্টি-বর্ণনা ধর্মমঙ্গলের বর্ণনার অনুরূপ।

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে আছে যে, সৃষ্টির পূর্বে এক অনাদি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সত্তা ছিল কিন্তু কোন আকৃতি বা অবয়ব ছিল না।

এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিগু ণ নিদান পুণ্যভরে।

সেই চেতনময় সত্তা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পৃথিবী, পাতাল, স্বর্গ, দিন, রাত্রি, রবি, শশী, জীবজন্তু কিছুই নাই। "কিন্তু এক ব্রহ্ম আছেন গোসাঁই॥" সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার এবং নাস্তিত্বের মধ্যে এক চেতনরূপ ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছিলেন। তাঁহার সৃষ্টির বাসনা হইল। তাঁহার নাসাপুটে অকস্মাৎ উলূকের সৃষ্টি হইল। তিনি উলূকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কত যুগ ভ্রমণ করিলেন। উলূক পরিশ্রান্ত হইয়া পিপাসার্ত হইলে অনাদি পুরুষ তাহাকে পানীয় দিলেন কিন্তু যেএক বিন্দু বিচ্যুত হইল তাহাতে চতুর্দিক জলময় হইল। তখন সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা হইল। বিভিন্ন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থে দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্বে চতুর্দিক জলময় ছিল। ইহা বৈদিক ঐতিহ্য। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে এই সূত্র পাওয়া যায়।

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধারো ঘৃতমেনে অজনন্নম্নমানে।
যদেদংতা অদদৃহংত পূর্ব আদিদ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং॥ ১০।৮২।১

সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া এবং মনে মনে আলোচনা করিয়া পরস্পর সম্মিলিত জলাকৃতি এই দ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন ইহার চতুঃসীমা ক্রমশ দূর হইয়া গেল তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল।

ইহার পূর্বে কোন পার্থক্য ছিল না, সব একাকার ছিল। সৃষ্টির পূর্বেকার সেই তমসাচ্ছন্ন অবস্থার কথা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যখন অস্তিত্বও ছিল না, নাস্তিত্বও ছিল না, আকাশ ও অন্তরীক্ষ কিছুই ছিল না; সেই গভীর শূন্যতার মধ্যে কিন্তু এক চেতনময় সত্তা ছিলেন যিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো
নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্মন্নংভঃ
কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা
অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন
পরঃ কিং চনাস॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়্হমগ্রেহপ্রকেতং
সলিলং সর্বমা ইদং।
তুচ্ছোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকং॥

১০।১২৯।১-৩

তখন যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ছিল না। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবী ছিল না, অতিদূর-বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল তখন ছিল কি?

তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের পার্থক্য ছিল না। একমাত্র সেই বস্তু কেবল বায়ুর সহযোগিতা ব্যতিরেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া এক আত্মা ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

তখন অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সব কিছুই চিহ্নবর্জিত ও জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা এক সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে আছে যে সেই অনাদি পুরুষ পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহার মনে কামনার সৃষ্টি হইল। ঋগ্বেদে ইহার সূত্র পাওয়া যায়,

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ পথমং যদাসীৎ। ১০।১২৯।৪

সেই কামনা হইতে তিন দেব, বিধি বিষ্ণু ও মহাদেবের সৃষ্টি হইল।

পলিনেশীয়দের বিশ্বাস, সংস্কার এবং সৃষ্টির আদিকালের যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহার সহিত ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। "The dominant idea of some of what are believed to have been the oldest Polynesian myths of creation was the evolution

of light from darkness, with which was sometimes associated the beginning of sound and of stability."[১]

সৃষ্টির প্রথম পর্বে ঘনতমসাবৃত এক মহাশূন্যময়তার মধ্যে এক আলোক-রশ্মির উদ্ভব হইল। এক চেতনময় নিরাকার সত্তা চতুর্দিক জলময় অবস্থা হইতে পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন এবং পরে বহু দেবতা সৃষ্টি করিলেন। এইবিশ্বাসের উত্তরাধিকার হয়ত কোনও সময়ে বাংলাদেশের সংস্কারের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল।

সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীতে দেখা যায় একদিকে বৈদিক ঐতিহ্য এবং পৌরাণিক ঐতিহ্য অন্যদিকে বহির্ভারতীয় ঐতিহ্য এবং লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের ঐতিহ্য মিশিয়া গিয়াছে। ভারতের কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি-পত্তন-সংক্রান্ত কাহিনীর সহিত ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীর মিল আছে। নানা কল্পনা, ভাবনা এবং বিশ্বাসের স্রোতোধারা ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে[২] ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব-কাহিনী এবং অনুরূপ সৃষ্টিতত্ত্ব-কাহিনীগুলির বিস্তৃত তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়াছেন।

সৃষ্টির আদিকালে নাস্তিত্বের অন্ধকারে দিগ্বিদিক আচ্ছন্ন ছিল। এক 'ধুন্ধুকারময়' অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।

সেই ঘোর অন্ধকার অনস্তিত্বের মধ্যে যে চেতনময় সত্তা পরমব্রহ্ম ছিলেন তিনি সৃষ্টি করিবার অভিলাষে শরীর ধারণ করিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বাসনায় অকস্মাৎ তাঁহার নাসিকা হইতে উলূকের সৃষ্টি হইল। উলূকের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি কত যুগ ভ্রমণ করিলেন। উলূক শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে এবং জলপান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। উলূকের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি তাহার মুখে সুধামৃত দান করিলেন; তাহার অংশ-মাত্র পড়িতে চতুর্দিক জলময় হইল। সৃষ্টি-মানসে পরম ব্রহ্মের বামে পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হইল। সেই প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি হইল। তাঁহারা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তপস্যা করিতে গেলেন। পরমব্রহ্ম তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুর্গন্ধ মৃতদেহরূপে তপস্যারত ব্রহ্মার নিকট ভাসিয়া গেলেন। ব্রহ্মা ঘৃণাভরে তাঁহাকে সরাইয়া দিলেন। তিনি বিষ্ণুর নিকটও

১ Encyclopeadia of Religion & Ethics, vol. 10, New York, 1920, P. 104

২ Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature —Dr. Shashi Bhusan Dasgupta, 1946, P. 359-396

অনুরূপ ব্যবহার পাইলেন। তারপর শিবের নিকট যাইতে তিনি বুঝিলেন—যেখানে সৃষ্টি হয় নাই, সেখানে মৃতদেহ আসা অসম্ভব। সুতরাং তিনি ছলনা বুঝিতে পারিলেন। পরমব্রহ্ম শিবের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে উগ্র ভয়ঙ্কর ভূত প্রেত পিশাচের সৃষ্টি হইল দেখিয়া তিনি ব্রহ্মার উপর সৃষ্টি করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যে পৃথিবী না থাকায় তাঁহার সৃষ্টি করিবার স্থান নাই। তখন বরাহমূর্তি ধরিয়া ধর্মঠাকুর হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়া প্রলয়-জলে পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন। বাসুকি, কূর্ম, অষ্ট কুলাচল, সুমেরু পর্বত সৃষ্ট হইল। সপ্ত স্বর্গ, পাতাল, সপ্তদ্বীপ, ব্রহ্মধাম, বৈকুণ্ঠ, কৈলাশ সৃষ্ট হইল। বিষ্ণুকে ধর্মঠাকুর সৃষ্টি পালনের ভার অর্পণ করিলেন এবং মহাদেবকে সংহারের ভার অর্পণ করিলেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তম, তিনগুণের সৃষ্টি হইল। ধর্মঠাকুর অন্তর্ধান করিলে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অহঙ্কার ও পঞ্চভূত, বরুণ, বহ্নি, বায়ু ও আকাশের সৃষ্টি হইল। তারপর ব্রহ্মার চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন। শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনীকে এখানে অনুসরণ করা হইয়াছে। সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে ব্রহ্মা অবিদ্যার সৃষ্টি করেন। অবিদ্যা হইতে তমিস্র, অন্ধতমিস্র, মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তিত হইলেন এবং তিনি ধ্যানস্থ হইলে তাঁহার চারিজন মানসপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মার উল্লিখিত চারিজন মানসপুত্র দুঃখ এবং মায়াময় সংসারে মায়ায় বদ্ধ হইতে না চাহিয়া ঊর্ধ্বরেতা হইয়া তপস্যা করিতে গেলেন। তাহাতে সৃষ্টি হইল না দেখিয়া ব্রহ্মা পুনরায় সাতজন মানসপুত্র জন্মাইলেন। তাঁহারা সপ্তর্ষি নামে খ্যাত মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ। এখানে পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করা হইয়াছে। প্রকৃতি-বিহনে সৃষ্টি হইবে না দেখিয়া ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। দক্ষিণাঙ্গ হইতে মনু এবং বামাঙ্গ হইতে শতরূপা-নাম্নী কন্যার সৃষ্টি হইল। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া মনুকে স্বায়ম্ভুব মনু বলা হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নীরূপে শতরূপাকে নির্দিষ্ট করা হয়। তাঁহাদের দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং আকুতি, দেবহুতি ও প্রসূতি নামে তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। আকুতি প্রজাপতি রুচির পত্নী ছিলেন। আকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র ও দক্ষিণা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যজ্ঞ নিজের ভগিনী দক্ষিণাকেই বিবাহ করেন। দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশ জন পুত্র জন্মগ্রহণ

করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীকে এখানে অনুসরণ করা হইয়াছে। দেবহূতি প্রজাপতি কর্দমের পত্নী। তিনি মহর্ষি কপিল এবং নয়টি কন্যার মাতা। প্রসূতি প্রজাপতি দক্ষের পত্নী। দক্ষ তাঁহার পুত্রগণকে সৃষ্টি করিবার ভার অর্পণ করিলেন। নারদ তাঁহাদের উপদেশ দিলেন সৃষ্টি করিবার পূর্বে সৃষ্টির স্থান পৃথিবীর পরিমাণ দেখিতে। তাঁহারা পৃথিবীর পরিমাণ দেখিতে গিয়া অন্ত না পাইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। দক্ষের যত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল সকলেই ভ্রাতাদের উদ্দেশ করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইলেন। দক্ষের ষাট কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন। এখানে মহাভারতের কাহিনী অনুসরণ করা হইয়াছে। দক্ষ দশটি কন্যা ধর্মকে, ছয়টি কন্যা ঋষিগণকে এবং সাতাশটি কন্যা চন্দ্রকে দান করেন। দক্ষের এক কন্যা সতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হয়। মহামুনি কশ্যপের সহিত দিতি অদিতি প্রভৃতি কন্যার বিবাহ হয়। অদিতির গর্ভে দেবতাদের জন্ম হয়। দিতির গর্ভে দৈত্যদিগের জন্ম হয়। দিতি কামপীড়িতা হইয়া অসময়ে কশ্যপের সহিত মিলিত হইতে চাহিলে কশ্যপ এই অস্বাভাবিক অনুরোধে প্রথমে সম্মত হন নাই কিন্তু দিতির নির্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া দিতির সহিত মিলিত হন কিন্তু যোগ্যকালের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সন্ধ্যা-রূপ কালদোষ গ্রাহ্য না করিবার জন্য ও স্বামীর আদেশ পালন না করিয়া এবং দেবতাদের অবজ্ঞা করিবার জন্য দিতির অপরাধে তাঁহাকে কশ্যপ অভিশাপ দেন যে দিতির গর্ভে দৈত্যদের জন্ম হইবে। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করা হইয়াছে।

এইভাবে সৃষ্টির বিস্তার হইতে লাগিল। যোগ, যজ্ঞ, নিয়ম সৃষ্টি হইল। স্মৃতি, বেদ, পুরাণ, আগমের সৃষ্টি হইল। স্থাবর-জঙ্গম, নদ-নদীর সৃষ্টি হইল। নিমেষ, পল, দণ্ড, যাম, দিবা, সন্ধ্যা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন, ঋতু ও যুগ মন্বন্তরের সৃষ্টি হইল। রাশি, বার, তিথি প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। তপস্যা, দান, ধর্ম প্রচলিত হইল। কিন্তু কলিযুগে মানুষ হীনকর্ম হইল বলিয়া এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিল বলিয়া কলিযুগে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ধর্মঠাকুর চিন্তিত হইলেন। তিনি হাকন্দপুরাণ-বিজ্ঞ হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান বলিলেন যে হাকন্দে নবখণ্ডে সেবা করিয়া লাউসেন পশ্চিম-উদয় করিয়া ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। ধর্মপূজা প্রচারের নিমিত্ত ইন্দ্রসভার নর্তকী অম্বুবতীকে রঞ্জাবতীরূপে এবং কশ্যপ কুমারকে লাউসেনরূপে মর্ত্যে পাঠান হইল। সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী এইখানে শেষ হইল।

কাব্য-পরিচয়

(আত্মা)

॥ ১ ॥

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ডক্টর সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, "ঘনরামের কাব্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা।"[১] কাহিনীবয়ন ও ঘটনা-সংস্থাপন, ঘটনা-পর্যায়ের গতি, সাবলীল কাব্যকুশলতা এবং নির্বাচিত শব্দ প্রয়োগ, পৌরাণিক উপমা ও সুষমামণ্ডিত কাব্যরীতির জন্য ঘনরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঘনরামের কৃতিত্ব তাঁহার প্রকাশের ঋজুতা, বিশিষ্ট বাগ্বিধি ও চমৎকারিত্বের জন্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে কাহিনীর একটি বিশেষ প্রচলিত রীতি এবং কাহিনীর একটি বিশেষ কাঠামো আছে বলিয়া কবিগণের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ সেখানে অল্প। এক গতানুগতিক ধারায় কাব্যগুলি বিধৃত। কিন্তু সেই গতানুগতিক ধারার মধ্যে যে কয়েকজন কবি ব্যক্তিগত শিল্পরীতির জন্য স্মরণীয়, ঘনরাম তাঁহাদের অন্যতম।

মঙ্গলকাব্য কাহিনীপ্রধান বলিয়া গীতিকবিতার অনবদ্য গীতিমাধুর্য ও শৈল্পিক মনোহারিত্ব মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আশা করা যায় না। কিন্তু কাহিনীপ্রধান বলিয়া বাস্তব পর্যবেক্ষণ, চরিত্র-চিত্রন এবং ঔপন্যাসিক কুশলতা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে দেখা যায়। মনসামঙ্গলে দেবীর প্রতিকূলতায় চাঁদ সদাগরের নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্য, বেদনার অপরিমেয়তা, নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নির্জন নদীপথে স্বামীর শব লইয়া বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রা, সর্বনাশ ও মৃত্যুর ভয়াবহতার মধ্য দিয়া অমৃতলোকে বেহুলার প্রয়াণ আমাদের মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে যে তাহার মধ্যে বাস্তব পর্যবেক্ষণ, চরিত্র-চিত্রন ও কাহিনীবয়নের কুশলতার সুযোগ কম। একদিকে চাঁদসদাগরের অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, ঊর্দ্ধগামী মহিমা ও মনসার ক্রূরতা, হীন চক্রান্ত এবং বাম হাতের পূজা গ্রহণ করিয়া পরাজয়ের অধিক হাস্যাস্পদ জয়লাভ ও অন্যদিকে বেহুলার অপরিমেয় বেদনা মনসামঙ্গল কাব্যকে করুণ রসে আপ্লুত করিয়াছে। বেহুলার মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনে শাস্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিশাসিত সমাজে স্বস্তি আনে কিন্তু চাঁদ সদাগরের অহেতুক দুর্ভাগ্য ও অতলস্পর্শী যন্ত্রণা ও বেদনার কোন সমাধান পাওয়া যায় না। এই বেদনা ও

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭১১

করুণ রসে চিত্ত দ্রব হয়, আচ্ছন্ন এবং অভিভূত হয়; কিন্তু তাহার আবেদন হৃদয়ের নিকট, বুদ্ধির নিকট নহে। মনসামঙ্গলের একটি সুর, তাহা করুণ সুর। সেই সুরের বর্ণনায় কাব্যের অন্যান্য দিক অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্য বিভিন্ন রস এবং সুরের সমবায়ে রচিত বলিয়া কবিগণের সচেতন কাব্যকুশলতা ও বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পরীতি দিয়া কবিগণের বিচার করা যায়।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তিগত রুচি ও রসবোধ, চরিত্র-চিত্রণ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের শিল্পসুষমাময় পরিণত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য এবং কুশলতা কাব্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান, তাহা ব্যাধের সামাজিক জীবনে হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ্য-আদর্শ অনুযায়ী চিত্রিত করিয়াছেন। সমস্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা আরোপ করিয়া তিনি কাব্যকে পৌরাণিক আদর্শে উন্নীত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বাস্তবরসবোধ এবং সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা তাঁহাকে সার্থক ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিয়াছে। পৌরাণিক কাব্যের স্তরে তাঁহার কাব্য অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, বাংলার লোকজীবনের কাব্য হিসাবেই তাঁহার কাব্য মর্যাদা পাইয়াছে।

তিনটি প্রধান মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে কাহিনীগত কাঠামো বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পৃথক হইলেও কাহিনীর কাঠামো প্রায় একরূপ। একটি কাহিনী কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করিয়াছে। তাহাতে শাখা কাহিনী নাই বা ঘটনার ঘনঘটা প্রাধান্য লাভ করে নাই। সেই কাহিনীর পটভূমিকাও খুব বিস্তৃত নয়। স্বল্প পরিসরেই তাহাদের বিন্যাস ও পরিণতি। চণ্ডীমঙ্গলে অবশ্য দুইটি পৃথক কাহিনী আছে কিন্তু তাহারা একক। তাহাদের ঘটনা-বিন্যাসের পরিধিও অল্প। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের কাহিনীবিন্যাস অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে একেবারে পৃথক। তাহার কাঠামো মহাকাব্যের কাঠামো। বিস্তৃত ক্যানভাসে বিচিত্র চরিত্রের ভীড়, ঘটনার প্রাচুর্য এবং মানবমনের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির সুনিপুণ চিত্রণ ধর্মমঙ্গলকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে। একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে তাহার বিন্যাস এবং গতি অন্যদিকে বাস্তব রসবোধ ও পর্যবেক্ষণ-শক্তি এবং সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার প্রভাব ধর্মমঙ্গলকে এক

বিশিষ্ট কাব্যের মর্যাদা দিয়াছে। কবির ব্যক্তিগত রুচি, শিল্পবোধ, রসবোধ এবং কাব্যকুশলতা যাহা চণ্ডীমঙ্গলে বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়, তাহা ধর্মমঙ্গলেও পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলে বিষয়-মহিমা ও কাহিনীর বিচিত্র গতি থাকিলেও ইহাকে কেবল কাহিনী-বর্ণনায় পর্যবসিত না করিয়া ঘনরাম তাঁহার কাব্যে প্রকাশভঙ্গির অনবদ্য চারুতা ও শিল্পরীতির মনোহারিতা রূপায়িত করিয়াছেন। গতানুগতিক কাহিনী-বর্ণনার মধ্যে ঘনরামের সচেতন মণ্ডনকলা, আলঙ্কারিক শিল্পচাতুর্য এবং সর্বোপরি মহৎ শিল্পীজনোচিত সংযম ও পরিমিতিবোধ ও চিত্তের ঔদার্য তাঁহার কাব্যকে বিশিষ্ট করিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মুকুন্দরামের যে বিশেষ ব্যক্তি-চরিত্রটি দেখা যায়, ধর্মমঙ্গলেও ঘনরামের সেইরূপ ব্যক্তিচরিত্রটি দেখা যায়, যে কবিসত্তা তাঁহার কাব্যে সচেতন সৃষ্টির মাধ্যমে বিশেষ style রচনা করিয়াছে। কাব্যের অলঙ্করণে, বর্ণনার বর্ণাঢ্যতায়, চরিত্রের সুনিপুণ চিত্রনে ঘনরামের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ এবং উদ্বেল ভক্তিবিহ্বলতার পরিবর্তে তাহার কাব্যে দেখা যায় মিতভাষিতা ও পরিমিতিবোধ। গতানুগতিক কাহিনীর মধ্যেও তাঁহার অনুভূতির দীপ্ত ঝলক, মার্জিত বৈদগ্ধ্য ও সংবেদনশীল হৃদয় এবং সর্বোপরি তাঁহার সমগ্র কাব্যে প্রসারিত এক সচেতন মননশক্তির পরিচয় পরিব্যাপ্ত। ঘনরামের রুচিবোধ অতি মার্জিত। লক্ষণীয় যে অষ্টাদশ শতকের বিলাসকলার পরিচয় তাঁহার কাব্যে নাই। যে অশ্লীলতা ও স্থূল গ্রাম্য রসিকতা ও ভাঁড়ামোর দোষে মঙ্গল-কাব্যগুলি দুষ্ট তাহার কোন পরিচয় ঘনরামের কাব্যে নাই। অশ্লীল বর্ণনার বিস্তারিত কণ্ডূয়ণ তাঁহার কাব্যে নাই। অতি স্থূল গ্রাম্য রসিকতাও তিনি করেন নাই। অন্যদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে নগর-জীবনের ভোগমেদুর বর্ণনা এবং বাহ্য অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত মার্জিত কামকেলির যে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাও ঘনরামের কাব্যে অনুপস্থিত। ঘনরামের কাব্যে অশ্লীল বলিয়া পরিচিত হইতে পারে এমন যে কাহিনী আছে তাহাকেও পৌরাণিক মহিমায় তিনি মহিমান্বিত করিয়াছেন। ফলে চিত্তবৃত্তি সেখানে দেহকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, বিলাসের আবর্তে পড়িয়া থাকে নাই। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রত্যাশিত স্থূলতা ও অশ্লীলতা অতিক্রম করিয়া ঘনরাম তাঁহার মার্জিত ও শোভন রুচি, সূক্ষ্মরসবোধ ও প্রশান্ত কৌতুক, সংযম-বোধ ও পরিণত শিল্পবোধের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়

তাহাতেই পাওয়া যায়। ঘনরামের কাব্যে তাঁহার বাস্তবরসবোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু তিনি বস্তু সঞ্চয় না করিয়া বাস্তবরসসিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার কৌতুকরস কেবল কথাতেই সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার তির্যক কটাক্ষ, অর্থপূর্ণ মন্তব্য এবং সরস পরিহাসপ্রিয়তায় উজ্জ্বল। ঘনরামের কৌতুক এবং পরিহাসে বিদ্রূপ বা আক্রমণের জ্বালা নাই, তাহা জীবনের উপর এক স্নিগ্ধ, রসোজ্জ্বল আলোকরেখা বিকীরণ করে। বৈদগ্ধ্য এবং সরস কাব্যরীতি, পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি, শোভন ও সরস প্রকাশভঙ্গি এবং সমগ্র কাব্যে প্রসারিত এক সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচয় ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকে বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে।

॥ ২ ॥

মহাকাব্য

ধর্মমঙ্গল যদিও দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য এবং দেবতার পূজা প্রচারের পর কাহিনীর পরিসমাপ্তি হইয়াছে ; তথাপি এই কাব্যের ঘটনা ও কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে ধর্মমঙ্গলে মহাকাব্যের কাঠামো দেখা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত উদ্দেশ্য এক হইলেও এত ঘটনাসংঘাত, বিচিত্র চরিত্রের ভীড়, শাখা কাহিনীর প্রাচুর্য, অধিকাংশ চরিত্রের পুর্বজীবনের পৌরাণিক আখ্যান, ইন্দ্রিয়-বিলাস, মিথ্যা ও অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয়—এত কাহিনী আর কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। এগুলি মহাকাব্যের লক্ষণ। মহাকাব্যের কাঠামো সম্পর্কে জনসনের উক্তি, "But, as a court or king's palace requires other dimensions than a private house: So the Epick asks a magnitude from other Poems." ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর উপস্থাপনায় দেব-মাহাত্ম্য বর্ণনার অতিরিক্ত কাহিনীর গতি ও আখ্যায়িকার রস আছে। মহাকাব্যে কোন একটি বিশেষ রসের পরিপুষ্টি হয় না, সবগুলি রসের আস্বাদন থাকে। বিশেষভাবে মহাকাব্যকে Heroic poem বা বীররসাত্মক কাব্যের সহিত একাত্মভাবে ধরা হয়। বীররসকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য রস মহাকাব্যে পরিপুষ্ট হয়।

মহাকাব্যের মূল কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় মহাকাব্যে কাহিনী যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। "The first epic requirement is the simple one of high quality and of high seriousness. It is just conceivable, though superlatively improbable, that the

other conditions required to give the epic effect could be fulfilled by mediocre means."[১] মহাকাব্যের প্রাথমিক প্রয়োজন এই ব্যাপক ও গভীর কাহিনী, যে কাহিনীতে কেবল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বেদনার ইতিহাস থাকিবে না, এক বিস্তৃত ক্যানভাসে নানা কাহিনী ও চরিত্রচিত্রনে তাহার বিস্তার থাকিবে। মহাকাব্যের মধ্যে থাকে অনেক আপাতদুর্বোধ্য শব্দ ও বাক্-রীতি। তাহা একেবারে অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত নহে। এই-সকল শব্দ ও বাক্-রীতি মহাকাব্যকে মহিমান্বিত করে। মহাকাব্যের সুর উচ্চগ্রামে বাঁধা বলিয়া, তাহা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কাহিনীসর্বস্ব নহে বলিয়া অপ্রচলিত বাক্-রীতি মহাকাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মহাকাব্যের মধ্যে থাকে নানা উপাখ্যান, যাহা আপাতভাবে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়। সেই শাখা কাহিনীগুলির প্রয়োজন মহাকাব্য আছে। এই আখ্যানগুলি মহাকাব্যের মূল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করে এবং গতি দান করে। মহাকাব্যের আখ্যানগুলি পৌরাণিক আখ্যান হয়, এবং সেই-সকল পৌরাণিক আখ্যান এবং অসম্ভব ঘটনার দ্বারা মহাকাব্য এক সমুন্নতি লাভ করে। নানা অসম্ভব ঘটনা মহাকাব্যে ঘটে বলিয়া আমরা ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মানদণ্ডে তাহাকে বিচার করিতে পারি না, দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডীতে তাহাকে ফেলিতে পারি না, এক অসামান্য ও অসাধারণ মহিমায় মহাকাব্য আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু মহাকাব্যে এইসব নানা বিচিত্র ঘটনা ও শাখা-কাহিনী একত্র বিধৃত থাকে এবং মূল কাহিনীর পটভূমিকায় আবহ সৃষ্টি করিয়া উহার গতি বৃদ্ধি করে। মহাকাব্যের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহা কোনও ব্যক্তির সুখদুঃখের কাহিনী নহে, কোনও বিশেষ সমাজের জীবন-যাত্রার কাহিনী নহে, মহাকাব্যের রস সামগ্রিক এবং সার্বজনীন। কোনও খণ্ডিত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ মহাকাব্য নহে। সর্ব যুগের, সর্ব কালের, সকল শ্রেণীর মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কাহিনী মহাকাব্যে রূপায়িত হয়। বহু ঘটনা সেখানে ঘটে, বহু কাহিনী বিস্তারিত হয়, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির প্রকাশ থাকে, সবগুলি আলঙ্কারিক রসের পরিপুষ্টি হয় এবং সর্বোপরি থাকে এক মহনীয় আদর্শ, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ এবং

1. The English Epic and its Background—E. M. W. Tillyard, 1954. P. 5-6

আধ্যাত্মিক জীবনের ইঙ্গিত। মানব-জীবনের সকল তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা ও প্রাত্যহিক খণ্ডতা, হতাশা, বেদনা ও আদর্শহীনতা—এসকলকে অতিক্রম করিয়া মহাকাব্যে থাকে এক স্থির বিশ্বাসের অচঞ্চল ধ্রুবতারা, তাহা মানুষকে বিশ্বাস, আনন্দ, ধর্ম ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং এক অনির্বচনীয় আলোকে মানবজীবনকে উদ্ভাসিত করে।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমগ্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাহিনীতেই মহাকাব্যের কাঠামো আছে। ঘনরাম সেই প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়া বিশিষ্ট শিল্পরীতির মাধ্যমে কাহিনীকে তিনি মহাকাব্যের পর্যায়ে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনসামঙ্গলের করুণ রসে যখন বাঙালীর চিত্ত আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, বৈষ্ণব কবিতার উদ্বেল ভক্তি-বিহ্বলতায় যখন বাঙালীর চিত্ত পুরুষকারের কেন্দ্রবিন্দু হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তখন সেই আর্দ্র, শৌর্যহীন, হৃদয়সর্বস্ব বাঙালীকে ধর্মমঙ্গলকারগণ এক শৌর্য ও বীরত্বের জগৎ দেখাইলেন। বৈষ্ণবচিন্তার প্রভাবে যখন বাংলার পুরুষগণও নারীভাবে ভাবিত হইতেছিলেন তখন ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলি পুরুষোচিত শৌর্য, বীরত্ব ও সাহস লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। সমগ্র বাঙালীর চেতনাকে এক বিরাট্ আলোড়ন দিয়া ধর্মমঙ্গলকারগণ এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। অন্যান্য মহাকাব্যের মত ধর্মমঙ্গলে বীররসের প্রাচুর্য আছে, তাহাতে কাব্যের রসহানি হয় নাই বরং কাব্যের নারীচরিত্রগুলি ভাস্বর হইয়াছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলি বিশিষ্ট সৃষ্টি এবং স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল।

ঘনরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলকে রামায়ণ মহাভারতের আদর্শে রচনা করিয়াছেন। একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের রীতি অন্যদিকে ধর্মমঙ্গলের ঘনবিবদ্ধ কাহিনী—এই দুই ধারাকে ঘনরাম একত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। ঘনরামের রচিত চরিত্রগুলি রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রের আদর্শে সৃষ্ট। কিন্তু কোনও চরিত্রকে কোনও বিশেষ চরিত্রের অনুরূপ তিনি করেন নাই। যখন যেভাবে কাহিনী অগ্রসর হইয়াছে, তখন সেইভাবে তিনি পৌরাণিক চরিত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। লাউসেন ও কর্পূর কখনও শ্রীরামলক্ষ্মণ, কখনও কৃষ্ণবলরাম, কখনও বা লবকুশ। লাউসেনের বাল্যকালের কাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণের বাল্যলীলার কাহিনীকে অনুসরণ করিয়াছে। লাউসেনের গৌড়গমনে ময়নার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে বৃন্দাবনের অনুরূপ। মহামদ এবং লাউসেন

যথাক্রমে কংস ও কৃষ্ণ। মায়ামুণ্ড-কাহিনীতে রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধে রাবণ ও রামের যুদ্ধের ছায়াপাত হইয়াছে। পার্বতীর ভক্ত ইছাইয়ের পরাজয়ে দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া যখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি লাউসেনকে বধ করিবেন অন্যথায় 'মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের' দিব্য দিলেন তখন দেবগণ সমস্যায় পড়িলেন, কারণ 'ইছাই বধিতে হেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা'। এ অবস্থায় দুই কুল কি ভাবে রক্ষা করা যায় দেবগণ ভাবিতে লাগিলেন। ঘনরাম মহাভারতের কাহিনী দিয়া ঘটনার সারূপ্য রক্ষা করিয়াছেন।

দুই রক্ষা কেমনে এমন চাহি যুক্তি।
সুধন্বা অর্জ্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি ॥
পার্থ বলে সুধন্বাকে না বধিয়া বাণে।
আপনি ত্যজিব তনু কৃষ্ণসন্নিধানে ॥
সুধন্বা বলেন যদি না কাটি এই বাণ।
কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়ে হারাই পরাণ ॥
আপনি রাখিল কৃষ্ণ দুজনারি পণ।
সেইরূপে সুযুক্তি করেন দেবগণ ॥

ঘনরামের সমগ্র কাব্যে দেখা যায় এইভাবে তিনি পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে কাহিনী বয়ন ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মহাকাব্যের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যে পৌরাণিক মহাকাব্যের আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘনরামে যতবার রাজসভার চিত্র দেখা যায়, সর্বত্রই দেখা যায় যে রাজসভায় পুরাণ পাঠ হইতেছে। কাব্যে যখন যে ঘটনাপ্রবাহ চলিয়াছে তাহাকে বিশেষ বাঁকে লইয়া যাইবার সময় নাটকীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে। রাজসভায় তখন এমন কাহিনী পুরাণে পাঠ করা হইতেছে, যাহার অনুরূপ কাহিনী ধর্মমঙ্গলে ঘটিবে। ইহাতে একদিক্ দিয়া যেমন পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্যদিক্ দিয়া তেমনি নাটকীয়তা সৃষ্টি করিয়া কাহিনীকে বিশেষ গতি দান করা হইয়াছে।

লাউসেনের জন্মের সংবাদ যখন গৌড় রাজসভায় পৌছিল তখন সভায় বাল্মীকি রামায়ণ পাঠ হইতেছিল। তখন আদি কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের কাহিনী পাঠ হইতেছিল। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকাহিনী শুনিবার পর,

হর্ষ হয়ে তখন পণ্ডিত বান্ধে পুথি।
হেনকালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি ॥

তখন লাউসেনের জন্মের সংবাদ গৌড়েশ্বর পাইলেন। আগড়া পালায় কাঁচলি-নির্মাণ ও ফলানির্মাণ পালায় ফলার চিত্র বর্ণনায় পৌরাণিক চিত্র ও কাহিনীর প্রাচুর্য ও শোভনতা লক্ষণীয়। লাউদত্ত কর্মকার ও লাউসেন যথাক্রমে গুহক চণ্ডাল ও শ্রীরামচন্দ্র। হস্তীবধ পালায় রাজসভায় মহাভারত পাঠ হইতেছিল—মণিহরণের কাহিনী। সামন্তক মণি কৃষ্ণ হরণ না করিলেও তাঁহাকে অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল। এই কাহিনী শুনিয়া রাজার গত রাত্রির স্বপ্নের কথা মনে হইল। লাউসেনও হাতী চুরি করেন নাই কিন্তু তাঁহাকে চুরির অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল। কাঙুর-যাত্রা পালায় মহামদ দেবীর পরামর্শে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, কামরূপরাজের বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠাইয়া তাঁহাকে হত্যা করাইবেন। সেইমত গৌড়রাজকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লাউসেনকে পাঠান হইল। দূত যখন লাউসেনের রাজসভায় প্রবেশ করিল তখন,

> পুথি হাতে পণ্ডিত বুঝান সবাকারে।
> নারদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে॥
> এইকালে এনে কৃষ্ণে বধে কর দূর।
> শুনিয়া গোকুলে কংস পাঠান অক্রুর।

লাউসেন সংবাদ পাইয়া যখন গৌড়রাজসভায় উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে মহাভারত পাঠ হইতেছিল। কামরূপরাজের ভয়ে রাজা যখন উদ্বিগ্ন তখন মহাভারতের দুর্যোধনের কাহিনী পাঠ করা হইতেছিল যে অধর্মের দ্বারা কেহ জয়ী হইতে পারে না। কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় গৌড়রাজের মনে ইন্দ্রিয়বাসনা উদ্রিক্ত করিবার জন্য স্বর্গের অপ্সরাকে পাঠান হইল। অপ্সরা যখন রাজসভায় প্রবেশ করিল তাহার অব্যবহিত পূর্বে সভায় মহাভারতের সমুদ্র-মন্থনের কাহিনী পাঠ হইতেছিল। অসুরদিগকে অমৃত হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীহরি মোহন নারীবেশ ধারণ করিয়া অমৃত বণ্টন করিতে-ছিলেন। দৈত্যগণ কামমোহিত হইলে সমস্ত অমৃত দেবগণ ভোগ করিলেন। এ কাহিনী শুনিয়া মহাদেব আসিয়া শ্রীহরির মোহিনী মূর্তি দেখিয়া কামবিহ্বল হইলেন। এই কাহিনী রাজসভায় পাঠ হইলে অপ্সরা রাজসভায় নৃত্য করিল এবং গৌড়রাজ তাহাকে দেখিয়া কামবিহ্বল হইলেন। মায়ামুণ্ড পালায় রাজা কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী রাজসভায় বাল্মীকি রামায়ণ শুনিতেছিলেন। তখন মায়ামুণ্ড পালা পাঠ হইতেছিল। রাবণ রাম ও লক্ষ্মণের মায়ামুণ্ড রচনা করিয়া সীতাকে দেখাইতে সীতা শোকাকুল হইলেন কিন্তু পরে তিনি রাবণের

ছলনা বুঝিলেন। এই কাহিনী শুনিয়া শ্রোতাগণ আনন্দিত হইলে ইন্দ্রজাল রাজসভায় প্রবেশ করিয়া লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখাইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। লক্ষণীয় যে, কবি কেবল রামের মায়ামুণ্ডতে শেষ করেন নাই, সীতা সেই ছলনা বুঝিতে পারিয়াছেন—এ ইঙ্গিতও করিয়াছেন।

এইভাবে দেখা যায় পৌরাণিক কাহিনীর সূত্রে বর্ণনা করিয়া এবং রাজ-সভায় পুথি পাঠে কাব্যের অনুরূপ ঘটনার বর্ণনা করিয়া কাব্যে নাটকীয়তা আনা হইয়াছে। অন্যদিক্ দিয়া ধর্মমঙ্গলের চরিত্রগুলিকে যে সাধারণ মানুষের বিচারের মাপকাঠি দিয়া বিচার করা চলিবে না, পৌরাণিক চরিত্রের আলোকে বিচার করিতে হইবে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন। পৌরাণিক মহাকাব্যের আঙ্গিকে ঘটনা বর্ণনা ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়া ঘনরাম একদিকে যেমন পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি মহাকাব্যোচিত মর্যাদা দিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গলের শাখা কাহিনীগুলিও মহাকাব্যের আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মমঙ্গলে দেখা যায় যে চরিত্রগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেইসব চরিত্র কোনও অভিশপ্ত চরিত্র। তাহারা অভিশাপ পাইয়া লাউসেনের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল মুক্তি-প্রত্যাশায়। এই আঙ্গিকটি পৌরাণিক মহাকাব্যের আঙ্গিক।

পুত্রসন্তান-কামনায় রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া সাধনা এমন কি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত শুনিয়া কর্ণসেন তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তখন রাণী জীবন ত্যাগ করিলেও যে দেবতার কৃপায় ফিরিয়া পাওয়া যায় তাহা বুঝাইবার জন্য হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে তাহা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নহে। আখড়া পালায় পার্বতী ও লাউসেনের কাহিনীর দ্বারা লাউসেনের স্বাভাবিক জিতেন্দ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামদল বাঘ-বধ ও কুম্ভীর-বধ দুইটি শাখা কাহিনী। স্বর্গে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধর নর্তকের তালভঙ্গ হইলে ভগবতী তাহাকে মর্ত্যে ব্যাঘ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দিলেন। অনুতপ্ত শ্রীধর করুণা প্রার্থনা করিতে দেবী বলিলেন,

জন্ম যেয়ে জলন্দাতে সংগ্রামে সুজন-হাতে
মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী॥

তাহার পর কামদল বাঘের বিস্তৃত কাহিনী; তাহার প্রবল বিক্রম এবং অবশেষে লাউসেনের নিকট মৃত্যুবরণ করিয়া তাহার মুক্তি—এইসব কাহিনী মূল কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু হইতে কিছুটা বিচ্যুত হইলেও লাউসেনের বীরত্বের পরিচয়ে তাহাদের মূল্য আছে এবং মহাকাব্যের কাঠামোয় এইরূপ

শাখা কাহিনীর সুযোগ আছে। জামতি ও গোলাহাট পালার কাহিনী ধর্মমঙ্গল-কাব্যের প্রচলিত কাহিনী। এই দুইটি কাহিনীতে লাউসেনের জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঙুর-যাত্রা পালায় ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তাল তরঙ্গ ও স্রোত পার হইয়া কামরূপ গমন অসাধ্য হইলে লাউসেনের স্তবে তুষ্ট দেবী পার্বতী গৌড়রাজের মাতা রাণী বল্লভার যে কাহিনী বলিলেন তাহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক কাহিনী। সমুদ্র-কাটারী ও ব্রহ্মকর-জাপ্যমালার কাহিনীও তাহাকে অনুসরণ করে। সম্ভবত ইন্দ্রের সহস্রাক্ষ হইবার কাহিনীর ইহাতে ছায়াপাত হইয়াছে। অঘোরবাদল পালায় বাটুয়া কুকুরের কাহিনীতেও পৌরাণিক ছায়াপাত হইয়াছে। শিবের নিকট অভিশাপ-প্রাপ্ত ভূস্বামী কুকুর-জন্ম গ্রহণ করিয়া মুক্তি-প্রত্যাশায় লাউসেনের সঙ্গ লইল এবং শেষকালে দেবগণসহ ঈশ্বরকে দেখিয়া মুক্তিলাভ করিল। এই শাখা কাহিনীগুলি মূল কাহিনীর কেন্দ্র হইতে মধ্যে মধ্যে ভিন্নপথে আসিয়াছে। তাহাতে ধর্মমঙ্গল-কাব্যে পৌরাণিক ছায়াপাত হইয়াছে। এই শাখা কাহিনীগুলি থাকিবার জন্য ধর্মমঙ্গল মহাকাব্যের আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছে। মহাকাব্যে শাখা কাহিনী বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলও সেই মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের spirit অন্যান্য মঙ্গলকাব্য হইতে ভিন্ন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় যে দেবতার আরাধনা না করিলে তিনি সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করেন এবং দেবতার আরাধনা করিলে তাঁহার অনুগ্রহ বিপুলভাবে বর্ষিত হয়। লাউসেন ধর্মের পূজা প্রচারের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে ধর্মঠাকুর উদ্দেশ্য লইয়াই রক্ষা করিয়া যাইতেছেন কিন্তু অহেতুক ধনপ্রাপ্তি করান নাই। লাউসেনের বিপদে তিনি রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু বিপদ্-সৃষ্টির পূর্বে প্রতিকার করেন নাই। লাউসেনের প্রবল শত্রু মহামদকে ধর্মঠাকুর ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই কারণ মহামদ লাউসেনের শত্রু, তাঁহার প্রত্যক্ষ শত্রু নহেন। মহামদ তাঁহার পূর্ণ সুযোগ ও ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছেন, ধর্মঠাকুর বাধা দেন নাই কিন্তু তিনি ভক্তকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মহামদ যখন প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঠাকুরের অনিষ্ট করিলেন বিধিমত পূজা না দিয়া তখন ধর্মঠাকুর কেবল গৌড়ের ক্ষতি করিলেন এবং ধর্মঠাকুরের নিন্দা মুখে উচ্চারণ করিবার জন্য তাঁহার মুখে ধবল দাগ রহিল। প্রত্যক্ষ কারণ ব্যতীত মহামদের সহিত ধর্মঠাকুরের বিরোধ নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত দেবতার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য হইলেও ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর নিজস্ব একটা আবেদন

আছে। সে আবেদন সাহিত্যের আবেদন, মহাকাব্যের আবেদন। ধর্মমঙ্গল-কারগণ হয়ত সম্পূর্ণ মহাকাব্য রচনায় সফল হইতে পারেন নাই। সাধ থাকিলেও হয়ত সাধ্য এবং যুগ-পরিবেশ অনুকূল ছিল না কিন্তু মহাকাব্যের যে গুণ, একটি বিস্তৃত ক্যানভাসে, বিস্তৃত পটভূমিকায় দুই-তিনটি রাজবংশের বিরোধ, যুদ্ধ এবং মানবচরিত্রের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত, হীনতা, অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয়—সব মিলিয়া এক মহাকাব্যের আকাশ ধর্মমঙ্গলে সৃষ্ট হইয়াছে। "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য (epic) বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল।"[১]

চরিত্রের মহত্ত্ব, আদর্শের সমুন্নতি, মানবমনের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির সংঘাত এবং আদর্শ ও মহত্ত্বের জয়, আদর্শের সংঘাত এবং বহু চরিত্র ও কাহিনীর বিকাশে জীবনের মহনীয় রূপের যে প্রকাশ, তাহা ধর্মমঙ্গল-কাব্যে যদিও সম্যক্ ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই, তথাপি এই অপরিণতি সত্ত্বেও ধর্মমঙ্গলে মহাকাব্যের আঙ্গিক অনুসৃত হইতে দেখা যায়। সমসাময়িক সমাজ এবং প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া ধর্মমঙ্গল মহাব্যের পরিণত রূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই কিন্তু ধর্মমঙ্গলের সমগ্র কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণে এক বিরল বিশিষ্টতা আছে। রাঢ়ভূমির কঠিন মাটির মতই ধর্মমঙ্গলের নারীচরিত্রগুলিও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। ধর্মমঙ্গল সমসাময়িক সমাজ ও জীবনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া তাহা সার্থক মহাকাব্য হয় নাই বটে কিন্তু ধর্মমঙ্গলে মানবজীবনের সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনা, আদর্শবিশ্বাসের প্রতিফলন পড়িয়া তাহাকে জীবন-রসে অভিষিক্ত করিয়াছে। মানবজীবনের প্রতিফলন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নূতন রসের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিয়াছে।

॥ ৩ ॥

ঘনরাম সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শাস্ত্র, পুরাণ ও পৌরাণিক কাব্যে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার কাব্য-রচনার পটভূমিকায় তিনটি কাব্য বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই কাব্যগুলি রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত। ধর্মমঙ্গলে পরিবেশ সৃষ্টিতে, চরিত্রের চিত্রণে এবং তুলনামূলক কাহিনী বর্ণনায় এই তিনটি কাব্যের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। কলা এবং কাঁচলির চিত্র বর্ণনায় এই তিনটি কাব্যের চিত্র দেখা যায়।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ ১৮০

ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেও ঘনরাম বিশেষভাবে রামভক্ত ছিলেন। ঘনরামের কাব্যোৎপত্তির যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে প্রথমে তিনি রামায়ণ-পাচালী লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামের বন্দনার স্থলে ধর্মের বন্দনা রচনা দেখিয়া গুরুর আদেশে তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেও রামায়ণের উল্লেখ এবং প্রভাব তাঁহার কাব্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। তিনি যে রামভক্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ কাব্যের ভনিতাগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। 'আশীর্ব্বাদ কর যে রাঘবে রয় মতি' কিংবা 'ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর' অথবা 'প্রভু যার কৌশল্যা-নন্দন কৃপাবান' ইত্যাদি ভনিতা হইতে তাঁহার রামভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল রামনাম করিলেই যে সকল পাতক নষ্ট হইবে তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ॥

পাতক পালায় দূরে রা শব্দ করিতে।
ম-কারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে ॥
এমন রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।
কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ় ॥
দুস্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর ॥

এই রামভক্তির পরিচয় ঘনরামের সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। ধর্মঠাকুরই যে মর্ত্যে শ্রীরামচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঘনরাম উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের বাহন উলূক হইতেছে হনুমান। যখনই ধর্মঠাকুর হনুমানকে কোনও কাজ করিতে বলিতেছেন তখনই রাম অবতারে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল হনুমানকে তাহা উল্লেখ করিতেছেন। লাউসেনের জন্মপালায় অপহৃত লাউসেনকে উদ্ধার করিতে নির্দেশ দিয়া ধর্মঠাকুর রামায়ণের কাহিনী উল্লেখ করিতেছেন। রাম অবতারে মহীরাবণ যখন চাতুরী করিয়া রামলক্ষ্মণকে চুরি করিয়া বধ করিতে পাতালে লইয়া গিয়াছিল তখন হনুমানই তাহাকে সবংশে বধ করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। হনুমানই সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। এখন লাউসেনকে উদ্ধার করিবার পালা।

গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেনও কর্পূর গৌড় যাইবেন শুনিয়া এবং তাহাতে কর্ণসেনের সমর্থন আছে জানিয়া রঞ্জাবতী বলিতেছেন,

শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি পেলে স্বর্গপথ ॥

লাউসেন মাতার যুক্তি খণ্ডন করিতেছেন এই বলিয়া যে মাতার আশীর্বাদেই শ্রীরামচন্দ্র 'সবংশে রাবণ রাজে করিল নিপাত'। কেবল তাহাই নহে,

লবকুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা।
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা ॥

কামদল-বধ পালায় সত্য রক্ষা করিবার দৃষ্টান্ত দিয়া কর্পূর লাউসেনকে বলিতেছেন,

মহারাজ দশরথ সত্যের কারণে।
ত্রিলোকের নাথ রামে পাঠাইল বনে ॥

গোলাহাট পালায় সূর্যকে অকালে উদয় হইতে অনুরোধ করায় সূর্য যখন অস্বীকার করিলেন তখন হনুমান তাঁহাকে পূর্বকৃত কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া বলিতেছেন,

পড়ে কি না পড়ে মনে রাবণের রণে।
শক্তিশেলে যখন লক্ষ্মণ অচেতনে ॥
ঔষধ আনিতে যেতে পথে মোর সঙ্গ।
মনে বুঝে দেখ দেখি হৈল কোন রঙ্গ ॥

পূর্বস্মৃতি স্মরণ হইতে সূর্য সহজেই অকালে উদয় হইতে সম্মত হইলেন। কর্পূরের নিকট অপমানিত হইয়া সুরিক্ষা 'সূর্পণখা সমান মলিন হয়ে রয়।' লাউদত্ত কর্মকাণ্ড ও লাউসেনের সম্পর্ক গুহক চণ্ডাল ও রামচন্দ্রের সম্পর্কের অনুরূপ। অরণ্যে নির্বাসিত বল্লভার প্রস্তুত অন্ন খাইতে রাজা ধর্মপাল সম্মত হইলেন না, কারণ দীর্ঘদিন বনবাসে থাকায়, তাঁহার অন্ন গ্রহণে প্রজাগণ নানা কথা বলিতে পারে। কাঙুর-যাত্রা পালায় কবি সেই বর্ণনা দিয়াছেন রামায়ণের কাহিনীর মাধ্যমে।

ত্রিলোকের জননী জানকী যবে বনে।
সহসা শ্রীরাম তারে না নিলা ভবনে ॥
মহাপাপী তরি যার নাম করে দীক্ষা।
হেন সীতা নিলা প্রভু করিয়া পরীক্ষা ॥

কামরূপ-যুদ্ধ পালায় ব্রহ্মপুত্র-বেষ্টিত কামরূপ দেখিয়া কালুর মনের ভাব, 'লঙ্কার সমান দেখি দুর্জ্জয় কাঙুর'। কানড়ার বিবাহ পালায় লাউসেনের প্রতি কানড়ার আকর্ষণ, 'শ্রীরামে যেমন মন মজাইল সীতা'। মায়ামুণ্ড-কাহিনীতে বিশেষভাবে রামায়ণের প্রভাব আছে। ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে

গৌড়রাজের আহ্বানে লাউসেন যখন গৌড় গমন করিলেন তখন কর্ণসেন ও ও রঞ্জাবতীর অবস্থার বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,

শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
কান্দিয়া কৌশল্যারাণী নাহি দেখে পথ॥

এইভাবে দেখা যায় রামায়ণের উল্লেখ, কাহিনী-সারূপ্য এবং চরিত্র-চিত্রণে রামায়ণের প্রভাব আসিয়া গিয়াছে।

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের লীলার বর্ণনা এবং বীররসের আধিক্য আছে। মহাভারতে ঘটনার ঘনঘটাও অধিক। মহাভারতের উল্লেখ এবং বর্ণনা সেইজন্য ধর্মমঙ্গলে বিশেষভাবে পাওয়া যায়।

লাউসেনের জন্ম পালায় মহামদ ইন্দ্রজাল কোটালকে নির্দেশ দিতেছেন লাউসেনকে বধ করিবার জন্য, 'পাণ্ডব নন্দনে যেন মেলে অশ্বত্থামা।' শ্রীমদ্ভাগবতের কাহিনী এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে। ঘনরামের মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত, দুইটি গ্রন্থেই অধিকার ছিল; সুতরাং কাহিনীগুলি সেইভাবে চয়ন করা হইয়াছে। ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসীম স্নেহের নিদর্শন দেখাইতে কামদল-বধ পালায় কবি মহাভারতের উল্লেখ করিতেছেন।

কুন্তী-সঙ্গে জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
এবং সমরে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
তার পিতা ফেলে তপ্ত তৈলকুণ্ড মাঝে॥
চতুর্ভুজ তুমি তারে রেখেছ গোসাঁই।
ধ্রুবে যে দিয়াছ পদ যার পর নাই॥

কেবল তাহাই নহে, কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লজ্জা তিনি রক্ষা করিয়াছেন। দুর্বাসার নিকট লাঞ্ছিত পাণ্ডবদিগকে তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

জামতি পালায় নয়ানীর পুত্রকে সত্য কথা বলিতে নির্দেশ দিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হইতেছে যে কেবল মিথ্যাভাষণ নহে, একটু ছলনা করিলেই মহাপাতক হয়। কৃষ্ণের আদেশে একটু ছলনা করিয়া দ্রোণকে বধ করিলেন, তাহাতে স্বয়ং ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। সুপুত্র হইতে যে কুলের উদ্ধার হয় তাহার দৃষ্টান্ত স্থাপনে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের উল্লেখ করা হইয়াছে। গোলাহাট পালায় লাউসেন ও কর্পূরকে দেখিয়া লাউদত্ত কর্মকারের মনে হইয়াছে,

পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িয়া নিজ দেশ।
বঞ্চিলা বিরাটবাসে লুকাইয়া বেশ॥

সেইরূপ এই দুই দেবতাতনয়।
ভূতলে ভ্রমেন দোঁহে ভাবি দৈত্যভয় ॥

হস্তীবধ পালায় ভক্তকে রক্ষা করিবার মানসে ধর্মঠাকুর তুলনীয় ঘটনার উল্লেখকরিতেছেন,

সুধন্বা রেখেছি তৈলে প্রহ্লাদ সাগরে।
সেইরূপ সেজে যাব সেনের উদ্ধারে ॥

লাউসেনকে জব্দ করিবার জন্য মহামদ লাউসেনকে মৃত হাতীটি বাঁচাইতে নির্দেশ দিবার জন্য গৌড়রাজকে যুক্তি দিতেছেন যে,

অশ্বত্থমা হাতী মল ভারতের রণে।
কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে ॥

কামরূপ-যুদ্ধ পালায় বন্দী কর্পূরধলের গৌরব বর্ণনা করিতে গিয়া লাউসেন বলিতেছেন,

দুর্য্যোধন সম কে সংসারে ধরে গর্ব্ব।
তবে কেন তারে বেন্ধে লইল গন্ধর্ব্ব ॥

দৈবগতি এবং দশাদোষে রাজাদিগেরও দুর্দশা উপস্থিত হয়, জরাসন্ধের কারাগারে রাজগণের বন্দীত্বই তাহার প্রমাণ।

কানড়ার স্বয়ম্বর পালা মহাভারতের স্বয়ম্বরের বর্ণনা অনুযায়ী রচিত হইয়াছে। লাউসেন ব্যতীত আর কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে না। লোহার গণ্ডার না কাটিয়া বিবাহ করিতে পারিবেন না বলিয়া গৌড়রাজ যখন হতাশ হইয়াছেন, তখন মহামদ তাঁহাকে যুক্তি দিতেছেন যে,

ইচ্ছায় না হল যদি ভূপতির দারা।
এখনি করিব তারে দ্রৌপদীর পারা ॥
চুলে ধরি সভায় আনিল দুঃশাসন।
অপমান করিল বলিল কুবচন ॥

কানড়া লাউসেনের প্রতি আসক্ত অথচ গৌড়রাজ তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, এই ঘটনাকে কবি রুক্মিণী, শিশুপাল ও শ্রীকৃষ্ণের কাহিনীর আধারে বর্ণনা করিয়াছেন। গৌড়রাজের বাহিনী যুদ্ধে ধ্বংস হইতে লাউসেন অনুমান করিতেছেন যে দৈবশক্তি-সম্পন্ন একজন কেহ আছেন।

যেমন শুনেছি মহাভারতের রণ।
যুধিষ্ঠির সমরে সাজিল দুর্য্যোধন ॥

কুরুসৈন্য সাজিল এগার অক্ষৌহিণী।
পাণ্ডবের পক্ষ প্রভু গোবিন্দ আপনি ॥
কুরুসৈন্য তথাপি সমরে হল পাত।
জয় হল যার সখা ত্রিলোকের নাথ ॥

মায়ামুণ্ড পালায় যুদ্ধে যাইতে পিতার সমর্থন নাই শুনিয়া লাউসেন বলিতেছেন,

অসার সংসার সার ধর্ম যেই পথ।
অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ ॥

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে কলিঙ্গা লাউসেনকে যখন কামনা করিলেন, লাউসেন যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কলিঙ্গা বলিতেছেন,

জায়া-পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।
বেদ বলে বিশেষ বনিতা অর্দ্ধ অঙ্গ ॥

তারপর তিনি মহাভারতের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে যখন অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডব পঞ্চভাই ছিলেন তখনও দ্রৌপদী তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। বনে যদি বনিতাকে স্পর্শ না করিবেন, তবে 'বনবাসে কেন রাম সঙ্গে নিল সীতা।' হংসধ্বজ রাজার আদেশে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বিলম্ব করিলে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হইবে জানিয়াও পত্নী প্রভাবতীকে সুধন্বা বঞ্চিত করেন নাই। শ্রীহরি সুধন্বাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। কলিঙ্গার যুক্তি,

নিজ নারী পরশে পাতক হৈল রায়।
তবে কেন সুধন্বা সঙ্কটে রক্ষা পায় ॥

লাউসেনের মায়ামুণ্ড দেখিয়া রঞ্জাবতী যখন শোকে ব্যাকুল হইয়াছেন তখন কর্পূর তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন,

কৃষ্ণ যার মাতুল অর্জ্জুন যার পিতা।
হেন মহারথী দেখ অভিমন্যু কোথা ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ সুভদ্রা জননী।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী ঠাকুরাণী ॥

এইভাবে দেখা যাইবে কাহিনী-বয়নে ও চরিত্র-চিত্রনে মহাভারতের প্রভাব পড়িয়াছে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে মহাভারতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘনরামের মানসিকতায় বৈষ্ণবপ্রাণতা ছিল। শ্রীচৈতন্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ তাঁহার কাব্যে দুষ্প্রাপ্য নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক মূল্য তিনি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন।

সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদবুদ্ধি নাই।
দীনদয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাঁই ॥

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় এই যে চৈতন্যোত্তর যুগে যে মধুর রস এবং নায়িকা-ভাবনা বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, রাধাকৃষ্ণের যে ভাবানুষঙ্গ বাঙালীর চিত্তে মদির আবেশ রচনা করিয়াছিল, তাহার কোন পরিচয় ঘনরামের কাব্যে নাই। চৈতন্যোত্তর যুগে যে ললিত কোমল গীতিরসের প্রাবল্য দেখা গিয়াছিল এবং রাধাকৃষ্ণের লীলারস বর্ণনায় যে মধুর রসের ভাবোদ্বেল প্লাবন হইয়াছিল ঘনরাম তাহা পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি সেই-সব সুযোগ-সন্ধানী ব্যক্তিদের ধিক্কার দিয়াছেন, যাহারা দুরাচরণীয় বৈষ্ণব-ধর্মের আদিরসাত্মক দিকের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের আধারে লাউসেনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাক্‌চৈতন্য যুগে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যবান রূপের যে পরিচয় পাওয়া যায় ঘনরাম সেই রূপটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নায়ককে বীর-নায়কোচিত করিয়াছেন, মধুর রসের নায়ক সৃষ্টি করেন নাই। প্রেমোন্মেষের বর্ণনা করিতে গিয়া ঘনরাম রুক্মিণী ও কৃষ্ণ, সীতা ও রাম, ঊষা ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও রাধা ও কৃষ্ণের উল্লেখ করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের প্রচলিত ভাবানুষঙ্গ আমাদিগের নিকট আদিরসের দিক্‌টি নির্দেশ করিতে পারে। ঘনরাম ইহা পরিহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার শোভন রুচি এবং সংযত পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। নায়িকার রূপবর্ণনার সুযোগে রাধার রূপ বর্ণনা কিংবা বিষ্ণুপদ অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় তিনি বর্ণনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসের অংশ তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে রাধার উল্লেখ নাই কিন্তু গোপীগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই মাধুর্য-রসে আদিরসের পিচ্ছিলতা নাই। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য, বৈদগ্ধ্য ও মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় তাঁহার প্রতিভার পরিচয়; মহাকাব্যের উচ্চগ্রামে তাঁহার কাব্যকে তিনি বাঁধিয়াছেন। তিনি প্রাত্যহিকতার গ্লানি এবং আদিরসের ক্লেদাক্ত জগৎ হইতে কাব্যকে উত্তারিত করিয়া অধ্যাত্ম-চেতনার স্তরে উন্নীত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ ঘনরামের কাব্যে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। চরিত্র-চিত্রনে, ঘটনা-বর্ণনায় এবং দৃষ্টান্ত-স্থাপনে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ

অনেক স্থলে করা হইয়াছে। শক্তি-বন্দনায় শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ঘনরাম বলিতেছেন যে তাঁহার কৃপাতেই রাম রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিয়াছেন, সঙ্কটের মাঝে অনিরুদ্ধ উষাকে পাইয়াছেন এবং

গোলকবিহারী হরি স্বামী পাইল গোপনারী
পূজি তব চরণ রাতুল।

রাধিকা, রুক্মিণী, সত্যভামা, কৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাইয়াছেন, মহীরাবণের চক্রান্ত হইতে রামলক্ষ্মণ উদ্ধার পাইয়াছেন এবং

গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পেলে কোলে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় গোপনারীগণ কাত্যায়নী পূজা করিয়া দেবীর নিকট নন্দগোপপুত্রকে পতিরূপে কামনা করিতেছেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি,
নন্দ-গোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
১০।২২।৪

একমাস ব্রত পালন করিবার পর একদিন নদীতীরে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্র হরণ করিলেন এবং গোপীগণের আত্মনিবেদনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বর দিলেন যে কাত্যায়নী পূজা সিদ্ধ হইল এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবেন।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ,
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ॥ ১০।২২।২৭

স্থাপনা পালায় সৃষ্টি-বর্ণনায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষ প্রবল হইয়া কর্ণসেনের সর্বস্বলুণ্ঠন করিলে ঘনরাম ইছাইকে বৃত্রাসুরের সহিত এবং কর্ণসেনকে ইন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

রণে বৃত্রাসুর যেন ইন্দ্রে দিল তেড়ে।
শচীপতি পলাইল অমরাবতী ছেড়ে॥

বৃদ্ধ স্বামীর সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ মহামদ সমর্থন করেন নাই। কর্ণসেনের প্রতি তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন,

দৈবকী হইল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥

ইহার পর লাউসেনের বাল্যকাল শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুরূপ। লাউসেনের সমগ্র চরিত্রেও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের প্রভাব আছে।

পুত্রকামনায় শালে ভর দিয়া রঞ্জাবতী যখন প্রাণত্যাগ করিলেন তখন স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করিতে গেল। সেই পাপের যে চিত্র ঘনরাম অঙ্কিত করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে তাহার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে বৃত্রাসুরকে বধ করিবার পর ব্রহ্মহত্যা পাপ চণ্ডালী-রূপ পরিগ্রহ করিয়া অহরহ ইন্দ্রকে অনুসরণ করিবার যে বর্ণনা আছে ঘনরামের সেইরূপ চিত্র দেখি শালেভর পালায় রঞ্জাবতীর প্রাণত্যাগে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্ম-হত্যা পাপের রূপ যেমন ভীষণ, তেমনি ভয়প্রদ।

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চণ্ডালীমিব রূপিনীম্
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥
বিকার্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্,
মীনগন্ধসুগন্ধেন কুর্ব্বতীং মার্গদূষণম্ ॥

৬।১৩।১২-১৩

রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে স্ত্রীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করিতে গেল। সেই ভয়ঙ্কর এবং বিভীষিকাময় চিত্র ঘনরাম নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,

বরণ বিকট কাল পিঙ্গলাক্ষ কেশ।
করে ভস্ম উম্মা মতি ভয়ঙ্কর বেশ॥
মূলাপারা দশন বসনহীন কটী।
উর্দ্ধমুখে অমনি আকাশে উঠে ছুটি॥
পথে আগুলিল পুষা পসারিয়া বাহু।
সূর্য্য বলে এল এবা আর কোন রাহু॥

লাউসেনকে চুরি করিতে আসিয়া ইন্দ্রজাল কোটাল তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া নিজ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়াছে। 'চোর বলে মোর ভাগ্যে সীমা নাই আর' এবং সে তুলনা দিতেছে,

শ্রীনন্দকুমারে নিতে যেমন অক্রূর।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংসাসুর॥

হৃত পুত্রের শোকে রঞ্জাবতী ব্যাকুল হইলে তাঁহাকে কোনও প্রবীণা প্রবোধ দিতেছে,

দ্বারিকা নগরে যেন কৃষ্ণের নন্দনে।
শম্বর হরিল শিশু সূতিকাসদনে॥

কান্দেন রুক্মিনীদেবী হয়ে শোকাকুলি।

সেই পুত্র পেয়ে পুনঃ হলো কুতুহলী॥

বালক লাউসেন ও কর্পূরকে কেহ কেহ,

মনে ভক্তি করি ভাবে কৃষ্ণ বলরাম।

এবং মনে হয়, আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা॥

পার্বতীর কাঁচলিতে কৃষ্ণলীলার যে চিত্র পাওয়া যায় এবং কলার উপর যে চিত্র পাওয়া যায় তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণ করা হইয়াছে। মল্ল সারঙ্গধল-বধে কৃষ্ণের বাল্যলীলায় অসুর-সংহারের অনুসরণ দেখা যায়।

ভক্তের আহ্বানে ঈশ্বর যে সাড়া না দিয়া পারেন না তাহা উল্লেখ করিতে গিয়া লাউসেন বলিতেছেন,

প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা-বচন রক্ষা করি।

দেখা দিল ফটিকে নৃসিংহ রূপ ধরি॥

এবং রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোসাঁই।

শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে ধ্রুবের কাহিনী এবং সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদের কাহিনী স্মরণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে কংসের রাজসভায় কৃষ্ণকর্তৃক কুবলয় হস্তী নিধনের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ধর্মমঙ্গলে হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক গৌড়রাজের পাট হস্তী নিধনে সেই চিত্রের অনুসরণ পাই। হস্তীকে নিধন করিবার পর কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে,

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ,

অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্ মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ,

বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ॥ ১০।৪৩।১৫

লাউসেন গৌড়রাজের পাটহস্তী বধ করিবার পর কবি উপমা দিতেছেন,

কৃষ্ণহাতে যেমন কংসের কুবলয়॥

স্কন্ধে দন্ত হাতীর রুধির সর্ব্বগায়।

কৃষ্ণ বলরাম যেন নাচিয়া বেড়ায়॥

সেইরূপই সেবক আনন্দে অনুকুল।

তনুরুচি রুধিরে যেমন জবাফুল॥

মহামদের কুপরামর্শে গৌড়রাজ লাউসেনকে কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশ লইয়া যখন ভাট গঙ্গাধর

লাউসেনের রাজসভায় গেলেন তখন পুরাণ পাঠ হইতেছিল। কবি শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, যখন,

নারদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে ॥
এই কালে এনে কৃষ্ণে বধে কর দূর।
শুনিয়া গোকুলে কৃষ্ণ পাঠান অক্রূর ॥

কানড়া লাউসেনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। গৌড়রাজা তাঁহাকে জোর করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করিলেন কিন্তু তাঁহার মনে পড়িল,

রুক্মিণী-বিবাহে যেন বাড়িল জঞ্জাল।
সুতা হাতে অভব্য হইল শিশুপাল ॥
শ্রীকৃষ্ণে মজিয়াছিল রুক্মিণীর মন।
কোথা রৈল ভাব জ্যেষ্ঠ ভেয়ের বচন ॥

অঘোর বাদল পালায় মহামদের পরামর্শে গৌড়রাজ ধর্মের পূজা করিতে উদ্যোগ করিলেন বটে কিন্তু সুসম্পন্ন করিতে পারিলেন না, ফলে নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে গৌড় ডুবিয়া গেল। তখন গৌড়রাজ ঝড়বৃষ্টি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য লাউসেনকে আনিতে ময়নায় দূত পাঠাইলেন। দূত যখন লাউসেনের দরবারে প্রবেশ করিল, তখন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল।

রাজ্যের সহিত রাজা মজি সত্ত্বগুণে।
গোবর্দ্ধন ধারণ গোবিন্দগুণ শুনে ॥
লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রের পূজা ব্রজের নন্দন।
পূজালো গোয়ালাগণে গিরিগোবর্দ্ধন ॥
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র কৈল কোপদৃষ্টি।
গিরি ধরি গোবিন্দ রাখিল সব সৃষ্টি ॥

অঘোর বাদল পালাটি শ্রীমদ্ভাগবতের ইন্দ্রের রোষ, গোকুলে ঝড়বৃষ্টি এবং গিরিগোবর্ধন ধারণ করিয়া কৃষ্ণের গোকুলকে রক্ষার চিত্রটি স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু দুইটি ঘটনার কাহিনী-উপস্থাপনা এবং বর্ণনা পৃথক্। ঘনরাম নিপুণভাবে এখানে মহাকাব্যের আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

মায়ামুণ্ড পালায় লাউসেনকে যখন অজয় নদী পাতালে লইয়া গিয়া বন্দী করিল তখন তীরে ডোমগণ আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। শ্রীমদ্ভাগবতের কালীয়দমনের চিত্রটি এই বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাতালে বান্ধিল যদি ময়নার চাঁদে।
এ কূলে আকুল হয়ে ডোমগণ কাঁদে ॥
কালীদহে কৃষ্ণ যেন ডুবিল মায়ায়।
আভীর বালক যত কান্দে উভরায় ॥
কেহ বলে হায় হায় কি হলো কি হলো।
রাখালের সখা কৃষ্ণ কোথা ছেড়ে গেল ॥
কাঁদিয়া কাতর শিশু মুখে বাক্য নাই।
হাম্বারবে গাভীগণ কাঁদে ঠাঁই ঠাঁই ॥
হাহারব শুনিয়া যশোদা এল ধেয়ে।
না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে ॥
কোথারে পরাণ ধন ডাকে খোনা দাই।
শ্রীদাম সুদাম আদি ডাকেরে বলাই ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এই চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়,

তং নাগভোগপরিবীতম দৃষ্টচেষ্টমালোক্য
তং প্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেপিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা
দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥
গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদন্ত্য ইব তস্থিরে ॥ ১০।১৬।১০-১১

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্যগর্ব দর্শন করিয়া তাঁহাদের অহঙ্কার দূর করিবার নিমিত্ত এবং গোপীশ্রেষ্ঠাকে প্রসন্ন করিবার জন্য যখন তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলেন তখন সেই বিরহব্যাকুল গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণকে সন্ধান করিবার এক মধুর চিত্র পাওয়া যায়। তাঁহারা একান্ত ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,

হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে, দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ১০।৩০।৩৯

লাউসেনের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিরহব্যাকুল চারিজন রাণীর শোকাকুল অবস্থায় এই কাহিনী পাঠ করা হইয়াছিল। ঘনরাম তাহার বর্ণনা দিয়াছেন,

গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে ॥

না পেয়ে কান্দেন যত আহিরী অবলা।
কোথা গেল কি হইল নীলমণি কালা॥
জগতে থাকিতে আর কার মুখ চাব।
হা নাথ, হা নাথ, নাথ, কোথা গেলে পাব॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন গোকুল হইতে কংসের আমন্ত্রণে অক্রূরের সহিত মথুরায় চলিয়া গেলেন তখন গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে একান্ত ব্যাকুল হইলেন। কৃষ্ণের মথুরাগমন-প্রাক্কালে সেই ম্লানকান্তি, স্খলিত-দুকূল, স্খলিত-বলয় এবং স্খলিত-কেশগ্রন্থি গোপবালাদের বিরহবিধুর চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্‌রেণু রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ॥

১০।৩৯।৩৬

ব্রজরমণীদিগের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। যতক্ষণ রথের পতাকা ও ধূলি দৃষ্টিগোচর হইল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাউসেনের গৌড়যাত্রার সময় বিদায়ের প্রাক্কালে সেই বিচ্ছেদবেদনা-বিধুর চিত্র পাই,

গোবিন্দগমনে যেন যশোদা বিকল।
অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল॥

এবং

গোবিন্দ ছাড়িয়া যেন যাইতে গোকুল।
গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল॥
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
যেন চিত্তপুতুলি সেনের মুখে চেয়ে॥

বৃদ্ধ গৌড়রাজ কানড়াকে বিবাহ করিবার জন্য নানা উপহার সহ ভাট গঙ্গাধরকে যোগাযোগ করিতে সিমুলা পাঠাইলেন। নিজের বার্ধক্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন বলিয়া ভাটকে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন যে,

বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বলিকে তাঁহার দান-প্রবৃত্তির জন্য তিরস্কার করিয়া তাঁহার কল্যাণ-কামনায় যুক্তি দিয়া বামনরূপী ঈশ্বরকে দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিলেন। অবস্থাবিশেষে

মিথ্যা কথা বলিলে তাহা নিন্দনীয় বা পরকালে অধর্মসূচক হয় না। শুক্রাচার্য উপদেশ দিয়াছিলেন যে,

স্ত্রীষু নর্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাৎ জুগুপ্সিতম্ ॥
৮।১৯।৪৩

স্ত্রীলোককে বশীভূত করিবার জন্য, পরিহাস কালে, বিবাহে বরাদির গুণ কীর্তনে, জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত, প্রাণসঙ্কটে, গো ও ব্রাহ্মণের হিতের জন্য এবং কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হইলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য মিথ্যা কথা বলা দূষণীয় নহে।

ঘনরাম শ্রীমদ্ভাগবত হইতে চিত্র ও বর্ণনা গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাব্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু ঘনরামের কৃতিত্ব এই যে তিনি বিভিন্ন কাব্য হইতে কেবল অনুবাদ করেন নাই অথবা উদ্ধৃতি দেন নাই; তিনি সেই সব চিত্র ও বর্ণনাকে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া কাব্যকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়াছেন, কাব্যে শুচিস্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

॥ ৪ ॥

আলোচিত এই তিনটি কাব্যের প্রভাব এবং উল্লেখ ব্যতীতও ঘনরাম তাঁহার কাব্যে অন্যান্য পুরাণ বা শাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র-শাসিত সমাজে উচ্চবর্ণসুলভ সামাজিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহ-বর্ণনায় তিনি খুঁটিনাটি ক্রিয়া-কর্মের বর্ণনা দিয়াছেন। এইসব বর্ণনায় বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের প্রাচুর্যে তিনি বর্ণনাকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। লৌকিক অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়া তিনি লৌকিক সংস্কার-বিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়াছেন এবং সমসাময়িক অনুষ্ঠানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিবাহের অনুষ্ঠানে,

বেদের বিধানে বিপ্র বাধে গাঁটছলা।
এবং বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে।
এবং সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।

এদিকে বিবাহ কার্য শেষ হইল,

বৈদিক লৌকিক কার্য সব করি সায়।

অন্যদিকে তান্ত্রিক প্রভাবান্বিত 'গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা'র পূজাও হইয়াছে। বিশেষ পৌরাণিক চরিত্রের উপমা দিয়া ঘনরাম তাহার নায়ক-চরিত্রকে মর্যাদা দিয়াছেন এবং আমাদের ভাবানুষঙ্গকে এক অ-সাধারণ স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। বিবাহের পরে বরকন্যাকে দেখিয়া মনে হয়,

বরকন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী।

এবং যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর॥

মায়ামুণ্ড পালায় লাউসেনের মায়ামুণ্ড লইয়া চারিজন রাণী এবং অন্যান্য সকলে সৎকার করিতে গেলেন, সেখানে,

বেদের বিধান কুণ্ড করিল রচনা।
পাতিল চন্দন কাঠ পরিপাটী ধুনা॥
কলসে কলসে তায় ঢেলে দিল ঘি।
কর শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি॥

আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঘনরাম শাস্ত্রীয় ধারার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইছাই ঘোষের মৃতদেহ লইয়া,

দাহন করেন মাতা বেদের নিয়মে।
অস্থি পাঠাইল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥

আখড়া পালায় লাউসেন ছদ্মবেশী পার্বতীকে পতিব্রতা হইতে বলিয়া দৃষ্টান্তস্বরূপ সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়া পতিব্রতা নারীর অভিশাপে শিলীভূত মুনির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। পার্বতীও দৃষ্টান্তস্বরূপ পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গোকুলে গোপিকা, হনুমান-মাতা অঞ্জনা, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, অজামিল এবং বিশ্বামিত্রের কাহিনী এবং উর্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্জুনের নপুংসক হইবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

গৌড়যাত্রা পালায় পার্বতী বর দিয়া কামদল বাঘকে বিশেষ বলবান্ করিলেন বটে কিন্তু মহাদেব বৃত্রাসুরের কাহিনী বলিয়া দেবীকে সাবধান করিয়া দিলেন। বৃত্রাসুর কঠোর তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট বর প্রার্থনা করিল যে সে যাহার মস্তকে হাত দিবে সে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইবে। মহাদেব এই বর দিলেন কিন্তু বৃত্রাসুর মহাদেবের মস্তকে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। অবশেষে বিষ্ণু মহাদেবকে রক্ষা করিলেন।

কামদল-বধ পালায় নিদ্রিত বাঘকে হত্যা করা সঙ্গত হইবে না ভাবিয়া লাউসেন পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছেন। নিদ্রিত পাণ্ডব বালক-দিগকে হত্যা করায় অশ্বত্থামার দুর্দশা এবং মহারাজ মুচুকুন্দের কাহিনী। হরিবংশে আছে যে কালযবন যুদ্ধার্থে কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হইলে কৃষ্ণ পলায়নের ভান করিয়া হিমালয়ের গুহায় নিদ্রিত রাজা মুচুকুন্দের নিকট উপস্থিত হইলে কালযবন কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ভ্রমক্রমে নিদ্রিত রাজা মুচুকুন্দকে পদাঘাত করিলেন। পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে মুচুকুন্দ কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কালযবন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইলেন। কবি কুম্ভীর-বধ-প্রসঙ্গে অভিশপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন ও হুহু গন্ধর্বের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পৌরাণিক আবহ এবং পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পরিচিত জগৎ হইতে দূরে এক অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কাব্যকে সেই পরিবেশে মহিমময় করিয়াছেন।

॥ ৫ ॥

মহাকাব্যগুলিতে যুদ্ধ-বর্ণনা একটি সাধারণ রীতি। রামায়ণে এবং মহাভারতে যুদ্ধের ঘনঘটা কাব্যের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। রামায়ণে মহাভারতে দেব-চরিত্রের প্রাধান্য বলিয়া তাহাতে অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। যুদ্ধের বিবরণেও দেখা যায় অলৌকিক ঘটনার সংস্থান এবং অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার। মহাকাব্যে সাধারণত এক ভয়ঙ্কর সর্বধ্বংসী যুদ্ধে আদর্শের সংঘাত এবং অধর্মের পরাজয় হইয়া ধর্মের জয় বর্ণনা করা হয়। ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলিতে সেই পৌরাণিক ধারারই অনুসরণ করা হইয়াছে। ধর্মমঙ্গল-কাব্যের কাহিনী মহাকাব্যের আবহে গতিশীল বলিয়া যুদ্ধবর্ণনাও এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। তবে পৌরাণিক কাব্যগুলিতে অতিপ্রাকৃতের যে প্রভাব দেখা যায়, ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলি অতিপ্রাকৃতের স্বপ্নময় অবাস্তব জগৎ হইতে নাবিয়া বাস্তব ঘটনাকেই অনুসরণ করিয়াছে। রামায়ণ-মহাভারতে যুদ্ধের বর্ণনায় একটানা পয়ার ছন্দে গতানুগতিক বর্ণনায় যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তীব্র দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। মানসিক উত্তেজনা এবং জয়-পরাজয়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পয়ার ছন্দের প্রবহমান ধারায় এক স্তিমিত ও আচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করে, তাহাতে পাঠকের মধ্যেও যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুভূত হয় না।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সেই স্তিমিত যুদ্ধবর্ণনা নাই। ছন্দের পরিবর্তন এবং নির্বাচিত শব্দের প্রয়োগে মঙ্গলকাব্যকার যুদ্ধের ঘনঘটা এবং ভয়াবহতা নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কবি ছন্দ পরিবর্তন করিয়া যুদ্ধের তীব্রতা এবং শব্দালঙ্কার দ্বারা যুদ্ধের প্রকৃত আবহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঘনরাম কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনায় প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্বে কাড়ানাকাড়া ও শিঙ্গা বাজাইয়া সৈন্যদের আহ্বান এবং সৈন্যসজ্জা, যুদ্ধের আয়োজন, বিপুলসংখ্যক সৈন্যের অগ্রগতিতে বাস্তববোধের পরিচয় পাই। সৈন্য-সমাবেশ, যুদ্ধে উত্থান-পতনের গতিময়তায়, সংঘর্ষের বাস্তব চিত্রনে, প্রতিদ্বন্দী দুইটি দলের আস্ফালন এবং অহঙ্কারে, যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনায় বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যের বর্ণনায়, যুদ্ধসজ্জার আড়ম্বরে এবং রণক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার বর্ণনায় শব্দ প্রয়োগ এবং শব্দ নির্বাচনে প্রচণ্ড সংঘাত এবং সংঘর্ষের যে চিত্র ঘনরাম অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমুন্নত কল্পনা এবং সূক্ষ্ম বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুদ্ধবর্ণনা যুদ্ধের অভিনয়ের বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নাই, বাস্তববোধের পরিচয়ে তাহা জীবন্ত হইয়াছে এবং বর্ণনার গতিতে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে।

ঘনরামের যুদ্ধবর্ণনায় সৈন্য-নির্বাচনের এবং যুদ্ধাস্ত্র বর্ণনার বাস্তব চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে বেগারী বেলদারগণ সমরসজ্জা বহন এবং সৈন্যদের গমনে সুবিধার জন্য পথঘাট নির্মাণ করিয়া অগ্রসর হয়, তাহার পর হাতীর উপরে রণদামামা বাজাইতে বাজাইতে যাওয়া হয়, পরে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যগণ নানাবিধ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। ঘনরামের বর্ণনায় যুদ্ধের আয়োজন এবং রণক্ষেত্র অবধি গমন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার বিচিত্র বর্ণনায় যুদ্ধের সঠিক আবহ পরিস্ফুট হইয়া পাঠকের মনকেও যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহার পরে যুদ্ধের আস্ফালনে, রণবাদ্য, বিচিত্র শব্দ প্রয়োগে সংঘাতের চিত্রটি পাঠকের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যুদ্ধের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণতি পর্যন্ত পাঠককে যেন রুদ্ধশ্বাস করিয়া রাখে।

রাজ-আজ্ঞা পেয়ে পাত্র দিল হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গায় শুধু সাড়া॥
কাড়া পাড়া ঠমক থমক করতাল।
জগঝম্প বাজে ডম্ফ মাদল বিশাল॥

রণভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।
রণশিঙ্গা কাঁসর সঘনে শুনি রোল ॥
ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাঠি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটি ॥
ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি ॥
কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে আইল ধেয়ে ॥

কেবল দামামা দিয়া আহ্বান নহে,

নিশানে নকীব এত ফুকারে সহরে।
সাজ সাজ উঠে শব্দ সকল লস্করে ॥

বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যসজ্জা হইল।

রায়রেঞে বারভূঞে মীরমিঞাগণে।
তুরগী তুরগে কেহ এরাণী বারণে ॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিফাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥
নবঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী ॥
তিন লক্ষ তাজা তাজি তুরকী তুরঙ্গ।
ঊনলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদয়ে নবলক্ষ যম অবতার ॥

তাহারা আসিয়া,

রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥

তাহার পর যুদ্ধযাত্রা,

সাজিয়া সুমার হল নবলক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুর্ দুর্ বাজনা ॥

তাহার পশ্চাৎ রাজাসহ সৈন্যদল অগ্রসর হইল। পরবর্তী বর্ণনায় সৈন্যদের শক্তির পরিচয়,

নবলক্ষ দলে বলে চলে গৌড়পতি।
গতিধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী ॥
ঘনবাজে রণঘোর দামামা দগড়।
হাতীর হেষণি শুনি ঘোড়ার দাবড় ॥
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দুড় দুম্।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম ॥
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ হাকে হান হান।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়ে লাফে লাফে।
বীর দাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
উভলাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
দেখিয়া ভূপতি পাত্র মনে হরষিত ॥
চলিতে চলিতে চলে উলটী পালটী।
লাফে লাফে কাঁপাইছে কুড়ি হাত মাটী ॥

সৈন্যদের গমনের পূর্বে বেগারী বেলদারগণ পথ ঠিক করিয়া দিয়া যায়,

একাযুত বেগারী বেলদার আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়।
খাল খানা নির্ঝর ঝঙ্কার ঝোপঝাপ।
কেটে সেটে সমান সরণি করে সাফ ॥
তবে তাম্বু কানাত তৈনাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পিঠে নিশান নাগরা ॥

কত গ্রাম নদী পথ তাহারা পার হইল। শিবিরের উপযোগী স্থান পাইয়া,

থাক্ থাক্ শব্দে কাঠি পড়িছে কাড়ায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠায় ঠায় ॥

তারপর শিবির স্থাপনের বিস্তৃত বর্ণনা। ত্রিপদী ছন্দেও যুদ্ধ আয়োজনের বর্ণনা নিপুণভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে,

চলিল দলবল　　　　উটপাড়ী পাওদল
জুড়িয়ে ষোল কোশ বাট।
নাগরা ধাও ধাও　　　　রণশিঙ্গা ভাও ভাও
ভয়াকুল ভূপতির ঠাট॥
আগে আগে ঢোলদার　　　　বেগারী বেলদার
সরণি সমতুল করে।
যোজনেক জুড়িয়ে　　　　লোকজন ছাড়িয়ে
পালাল বেগারের ডরে॥

এইভাবে সৈন্যদল দিবারাত্রি অগ্রসর হইল,

কিবা দিবা রজনী　　　　বেগে ধায় সরণি
পাত্র দেয় রহিতে বাধা।
আগে যে দলবল　　　　তারা পায় ভাল জল
পাছু দল পায় তার কাদা॥

এখানে ঘনরামের বাস্তব-বোধ ও সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় দেখি। যুদ্ধের বর্ণনাতেও ঘনরাম যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বায়ে ভর করে দাসী লস্কর ভিতরে।
গুঞ্জরে সিংহিনী যেন কুঞ্জর নিকরে॥
হান হান হাঁকারে হাতীর হানে শুঁড়।
হানিছে ঘোড়ার জাঙ্ঘি মানুষের মুড়॥

*　　　　*　　　　*

অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥

*　　　　*　　　　*

শন শন শুনি শুদ্ধ শরের শবদ।
হান হান হুকুম হানিছে মহামদ॥

*　　　　*　　　　*

করয়ে তর্জ্জন　　　　ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।

সমরে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে॥
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া।
ঝটপটী ছটফটী রুণশির লটপটি
ভূতলে জড়ায়ে জামাজোড়া॥

গৌড়রাজের বিরুদ্ধে ইছাই ঘোষের যুদ্ধে,

শর শেল গুলি আথালি পাথালি
সামালি চালিছে ঢাল।
দাদালি ত্বহাতে সেনা সব সাথে
যুঝে যেন যমকাল॥
মাহুতের মুণ্ড মাতঙ্গের শুণ্ড
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া জড়াইয়া জোড়া
ঘোড়া সনে ভূমে লোটে॥
তবু অকাতর ভূপতি লস্কর
ত্বস্কর সাহসে লড়ে।
একাকার ধূম হুড় হুড় হুড়ুম
ঘোর নাদে গোলা পড়ে॥

ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষের দিকের চিত্র কয়েকটি রেখায় ঘনরাম তাহার ভয়ঙ্কর দিকটি অঙ্কিত করিয়াছেন,

কত হিন্দু যবন সৈয়দ শেখজাদা।
মারা গেল মহিমে রুধিরে মহা কাদা॥
দিশা নাই পায় কেহ নিশা সাত ঘটী।
কেবা কোথায় কার সঙ্গে করে কাটাকাটি॥
অন্ধকার দারুণ দারুণ ধোঁয়া তায়।
আপনা আপনি সবে পরাণ হারায়॥

কেবল যুদ্ধবর্ণনাতেই ঘনরাম যুদ্ধের কথা শেষ করিয়া দেন নাই। তাঁহার বাস্তববোধের পরিচয় যুদ্ধের শেষে পরাজিত সৈন্যদের আক্ষেপ এবং বিলাপে নিপুণ-

ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। যুদ্ধের আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া পরাজিত সৈন্যদের বিলাপ পর্যন্ত এক ভয়াবহ যুদ্ধের আবহ ঘনরাম সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রবল ত্রাসে সৈন্যদের বিভিন্ন ব্যবহারের এবং অবস্থার চিত্র ঘনরাম নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। লখাইয়ের নিকট পরাজিত সৈন্যগণের চিত্র—

তরাসে তরল কেহ তড়বড়ি ধায়।
হুতাশে হুটুরে ভুমে পড়ে ঠায় ঠায়॥
ঢাল খাঁড়া ফেলে কেহ দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেঁদে ছেঁদে ধরে লখের পা দুটা॥
গুড়ে আড়ে থাকে কেহ করে চুপ চুপ।
কালিন্দী গঙ্গার জলে পড়ে ঝুপ ঝুপ।
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
পার হতে কেহ কেহ পরাণ হারায়॥
লখের তরাসে কারো মুখে নাই রা।
কেহ বলে পাত্তর পুত্রের মাথা খা॥
হাতে প্রাণ করি কেহ পার হলো নদী।
কাটা গেল কত সেনা কে করে অবধি॥

যুদ্ধ শেষ হইল। পরাজিত সৈন্যদের বিলাপে ঘনরামের বাস্তববোধ, সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবচরিত্র-অধ্যয়নের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধে যাহারা নিতান্ত বাঁচিয়া গেল তাহারা কোনওক্রমে নদী পার হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল, আত্মীয়-বিয়োগের বেদনাও তাহাদিগকে মুহ্যমান করিয়াছে।

পার হয়ে মাথে কেহ বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাশুলী বৈদ্যনাথ॥
কেহ বলে মুস্কিলে আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির॥
গলাগলি কাঁদে কেহ কেহ কোলাকুলি।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি॥
কেহ বলে খুড়া মলো কেহ বলে জেঠা।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা॥
ভাই বলে ফুকারিয়া কেহ কেহ কাঁদে।
বিধাতা বিমুখ বড় বুক নাহি বাঁধে॥

বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা॥
মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকরী॥
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখভার।
পাটী করে পরের পালিব পরিবার॥
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত॥

কয়েকটি তুলির আঁচড়ে একটি বিরাট সৈন্যদলের বিভিন্ন ব্যক্তির বিচিত্র ব্যক্তিচরিত্রটি কবি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রত্যেকটি ব্যক্তির অনুভূতি ভিন্ন এবং তাহারা যেন ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব অনুভূতিসহ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

॥ ৬ ॥

ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলি পৌরাণিক আখ্যানের আধারে স্থাপিত এবং মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত হইলেও বাস্তবরস-ভোগের প্রচুর উপাদান ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে রহিয়াছে। দৈবী মহিমা প্রকাশের ফাঁকে ফাঁকে ঘটনা-বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রনে বাস্তব রসের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল-কাব্যে দেবীর হীনতা ও ক্রূর চক্রান্ত, চাঁদসদাগরের উত্তুঙ্গ মহিমায় প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং বেহুলার মৃতপতি লইয়া কলার মান্দাসে অনির্দেশ্যলোকে প্রয়াণ, অপরিমেয় বেদনা এবং করুণ রসের স্থায়ী অবলম্বনে বাস্তবরস-ভোগের অবকাশ অল্প। মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের বিচিত্র রসভোগের পরিচয় মনসামঙ্গল-কাব্যে পাওয়া যায় না। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে কালকেতুর সহিত চণ্ডীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ঘটনা বাদ দিলে শাপভ্রষ্ট দেবতার মর্ত্যে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াছে। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অনুষ্ঠান, ও মানবজীবনের বিচিত্র দিক এবং চিত্তবৃত্তির বিচিত্র পরিচয় চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে এই বাস্তববোধের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। পৌরাণিক ঘটনার অন্তরালে বিভিন্ন চরিত্রের মানবীয় দিকটি পরিস্ফুট হইয়াছে এবং সামাজিক অনুষ্ঠান ও পারিবারিক সম্পর্কের বর্ণনায় বাস্তববোধের স্ফুরণ দেখা যায়।

ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে এই বাস্তববোধের পরিচয় সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার কবিমানসের সমাজ-চেতনা, পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা এবং প্রত্যক্ষ-নিষ্ঠা, অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে মানব-চরিত্র চিত্রায়ণে ও সংসার জীবনের নানা বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত। ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলি সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রচিত। কালের বিবর্তনে ও যুগ-পরিবেশের প্রভাবে এবং সমাজ-বোধের ক্রমবিবর্তনের ধারায় যুগমানসচেতনা তখন অলৌকিক বিশ্বাস এবং অপ্রাকৃত শক্তির প্রতি আনুগত্য-বোধের উচ্চলোক হইতে নামিয়া যুক্তি-বিবেচনায় বিশ্বাস করিবার চেতনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। যুগ-প্রভাবে মানস-রূপান্তরের এই বিবর্তন বিভিন্ন কবির মানসচেতনার অন্তরালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবি যতই উচ্চমার্গ তাঁহার কল্পনাকে বিস্তারিত করিবার চেষ্টা করেন, অনেক সময় যুগচেতনা তাঁহার মধ্যে সমাজচেতনার প্রভাব আনিয়া দেয়। অনেক সময় কবি সচেতনভাবেই সেই সমাজচেতনা ও বাস্তববোধকে প্রকাশ করেন।

ধর্মমঙ্গল-কবিদের মধ্যে সমাজচেতনার পরিচয় অজ্ঞাতসারে অথবা জ্ঞাতসারে পরিস্ফুট। ঘনরামের কাব্যে সচেতনভাবেই এই বাস্তবোধের পরিচয় দেখা যায়। এই দিক্ দিয়া ঘনরামের মধ্যেই আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গলোকের দৈবী মহিমা মর্ত্যে আসিয়া মানবজীবনের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছেন। মানবের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনা-নৈরাশ্যের সহিত দেবীর মানবীয় সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে, দেবী পারিবারিক জীবনের মাতা রূপে পরিচিত হইয়াছেন। এদিকে প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনী কবিচিত্তে নূতন কৌতূহলের সঞ্চার করিয়াছে। কবি যেন মানব-হৃদয় এবং মানবজীবনের নানা ঘটনার মধ্যে নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। সদাজাগ্রত পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও বাস্তববোধ মানবচিত্ত ও মানবচরিত্রের বিচিত্র দিক্ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া এক নূতন জগতের স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

ইন্দ্রসভার নর্তকী অভিশপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে কাহিনীও মর্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে। গর্ভবতী মন্থরা 'ভূতলে শয়ন সদা অলসে আবেশে।' তাহার পর সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশনে কবির বাস্তববোধের পরিচয় দেখি। রঞ্জাবতীর বিবাহে অধিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সামাজিক আচারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিবাহে প্রয়োজনীয়

বিভিন্ন বস্তুর তালিকা, স্ত্রী-আচার ও নানা লৌকিক আচারের বর্ণনা, নববধূকে ঔষধ-প্রদান ইত্যাদি কাহিনীতে বাস্তববোধ পরিস্ফুট। অপুত্রক রঞ্জাবতীকে প্রবীণাগণ পুত্রলাভের নিমিত্ত নানা উপদেশ দিতেছে। গর্ভবতী-অবস্থায় রঞ্জাবতীর বর্ণনায় কবি তাঁহার মানবচরিত্রটি দেখাইয়াছেন। ইন্দ্রসভার নর্তকীর গর্ভে কশ্যপকুমারের জন্ম যত মহিমান্বিত ও দৈবশক্তি-প্রভাবিত হউক না কেন রঞ্জাবতীর মধ্যে মানবীয় প্রকাশ দেখি।

এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব।
জিউ যায় দিদিগো আর নাহি জীব ॥

নবজাতকের মাঙ্গল্য-কর্মানুষ্ঠানে কবি বাস্তব জীবনকে অনুসরণ করিয়াছেন। পুরস্কার-প্রাপ্তির আশায় লুব্ধ রজক ও নাপিতের চরিত্রের কবি চমৎকার বর্ণনা দিয়াছেন,

সহজে সে লুব্ধ জাতি রজক নাপিত।

বিবাহের অনুষ্ঠানেও

ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে।

বিবাহের যোগাযোগে

ভট্টজাতি শঠ বড় সভাতে ব্যাপক।
না করে মিথ্যাবে ভয় বিশেষে ঘটক।

কাহারও প্রতি কবির বিদ্বেষ নাই। যেমন চরিত্রটি তিনি দেখিয়াছেন; কাব্যে তাহাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

লাউসেনকে চুরি করিতে আসিয়া নিদ্রা-মন্ত্রে সকলকে নিদ্রিত করিয়া দোকানে বিভিন্ন বস্তু দেখিয়া চোরগণ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছে।

চিঁড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।
দেখে বলে কেলে সোনা হের দেখ দোস্ত ॥

নিদ্রামন্ত্রে নিদ্রিত নগরের লোকজনের ঘুম ভাঙ্গিতে পরদিন দেরী হইয়া গেলে পারিবারিক জীবনের বাস্তব ছবিটি দেখি।

লাজ পেয়ে যত মেয়ে ধেয়ে করে পাট।
এত বেলা বাসি ঘরে নাহি পড়ে ঝাঁট ॥

ইছাই ঘোষের নগর-পত্তনে বিভিন্ন বর্ণের লোকের বসতি-স্থাপন, তাহাদের জাতিভেদ ও জাতিকর্মের বর্ণনায় এবং জাতি-চরিত্র বর্ণনায় ঘনরাম প্রখর বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছেন।

মহামদ কর্তৃক গৌড়ে অত্যাচারের বর্ণনা, প্রধান প্রজার অভিযোগ, এবং মহামদের যুক্তি বাস্তববোধের অনুসরণ। কলিঙ্গার বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা, সামাজিক আচারে-অনুষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয়, বিচ্ছেদবিধুর মাতার অন্তর-বেদনা, গৌড়রাজ ও কর্পূরধল, দুই রাজার পারস্পরিক কথোপকথন বিবাহের পর বরকন্যার আগমনে ময়নার বিভিন্ন বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানে ঘনরাম বাস্তব জীবনকেই অবলম্বন করিয়াছেন।

রন্ধনের আয়োজন এবং বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনায় কবির বাস্তববোধ প্রখর দেখা যায়। রাণী রঞ্জাবতীর সাধ ভক্ষণের বর্ণনা ও সুরিক্ষা কর্তৃক রন্ধনের বর্ণনা পৃথক্। কবি চরিত্র ও পরিবেশানুগ বর্ণনা করিয়াছেন। পৃথক্ আহার্যের বর্ণনায় কবি চরিত্র ও আর্থিক অবস্থার পার্থক্যের পরিচয় নিপুণভাবে দিয়াছেন। যুদ্ধবর্ণনা পৌরাণিক আদর্শের অনুসরণ হইলেও তাহাতে ঘনরাম অলৌকিক এবং অতি-প্রাকৃত কাহিনীর পরিবেশন করেন নাই; অগ্নিবাণ, বরুণবাণ ব্যবহার করেন নাই। ঢাল, তলোয়ার, ধনুক, বন্দুক ও গোলাগুলি ব্যবহার করিয়া কবি বাস্তব যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। সৈন্যদের বীরত্বে অলৌকিক শক্তির পরিচয় নাই। কিছুটা লাফ মারিয়া, তলোয়ার ঘুরাইয়া এবং দৈহিক শক্তির বিক্রম প্রকাশ করিয়াই তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধের বর্ণনায় বাস্তব ঘটনাই প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের শেষে পরাজিত সৈন্যগণের বিলাপ ও কাতরোক্তিতে ঘনরামের চরিত্র-অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দেখা যায়।

ইন্দ্রজাল কোটাল ময়নায় নিদ্রা-মন্ত্র দিতে সকলেই নিদ্রাগত হইল। সেই অবস্থার বর্ণনায় ঘনরামে সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় দেখা যায়।

পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ ॥
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথ-মণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায় ॥
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন ॥

চরিত্র-চিত্রণে ঘনরাম প্রখর বাস্তববোধ ও সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন সর্বাধিক। তিনি প্রত্যেকটি চরিত্র তাহার পরিবেশ অনুযায়ী রচনা করিয়াছেন। কালকেতুর বিবাহে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বর্ণনা

দিয়া মুকুন্দরাম ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঘনরাম কিন্তু চরিত্রানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন। লাউসেনের অনুচর হইলেও কালুডোমের মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই. তাহার আকাঙ্ক্ষাও নিজ জাতি-চরিত্রকে অতি-ক্রম করে নাই। লাউসেন, রঞ্জাবতী, কর্ণসেন, গৌড়রাজ, মহামদ প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনায় ঘনরাম পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা-বার্তা, ব্যবহার ও পরিবেশ রচনায় রাজোচিত অবস্থা কবি বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃতঘেঁষা ভাষা, পুরাণের উল্লেখ ইত্যাদি দিয়া কবি পরিবেশ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু জামতি ও গোলহাট পালায় নারীগণের কথোপকথনে চটুল ভাষা ও ভঙ্গি অবলম্বন করিয়া তাহাদের চরিত্রের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। কালুডোম, লখাই প্রভৃতি তাহাদের জাতি-চরিত্র লইয়া বাস্তবরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাহাদের আহারাদি, সুরাসক্তি, কথোপকথন, ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুই বাস্তবানুগ হইয়াছে। ঘনরাম বিশেষ চরিত্র ও পরি-বেশ রচনা করিয়াছেন। ঘনরামের কৃতিত্ব এই যে তিনি সমগ্র কাব্যে ঘটনা, চরিত্র ও কাহিনী বর্ণনায় ভারসাম্য ও সমতা রক্ষা করিয়াছেন। চরিত্র ও পরিবেশ নিজ নিজ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। সমগ্র কাব্যে ঘনরামের তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও সূক্ষ্ম-পর্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গেলে একদিকে যেমন তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় ঔপন্যাসিক-সুলভ পর্যবেক্ষণ-শক্তি, বাস্তবরস-বোধ, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং বাস্তব চরিত্র-চিত্রন। সংযম এবং পরিমিতি-বোধ তাঁহার কাব্যকে বাগাড়ম্বরসর্বস্ব করে নাই। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় বর্ণনায় এবং গাঢ়নিবদ্ধ প্রকাশভঙ্গিতে তাঁহার কাব্য কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়াছে এবং সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগে কাব্যদ্যোতনা অভি ব্যক্তি লাভ করিয়াছে। হাস্যরস-সৃষ্টিতে স্থূল ভাঁড়ামি এবং গ্রাম্য রসিকতা নাই, স্নিগ্ধ কৌতুক-রসের ঝলক চকমকির মত হাস্যরসের আলোক বিকিরণ করিয়াছে, বিদ্রূপ অথবা ব্যঙ্গের তীব্রতা এবং জ্বালা নাই। অলঙ্কার এবং ছন্দ-প্রয়োগে তাঁহার কুশলতা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন রসের বর্ণনায় তিনি ছন্দের বৈচিত্র্য আনিয়াছেন।

সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় অনুসরণ তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায় কিন্তু সেই পদগুলিকে ঘনরাম নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন এবং প্রবাদবাক্যের মত তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন।

মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে ॥

রঞ্জাবতীর জন্মের পর একটি মাত্র রূপকে তিনি তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

অন্ধকার ঘরে যেন জ্বলে ফণিমণি

ইছাই ঘোষ কর্তৃক কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হইল, বধূগণ সহমৃতা হইল এবং পত্নী পুত্রশোকে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কর্ণসেন শোকে অধীর হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। গৌড়রাজ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

দুখ-সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ-সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥

বিবাহের আড়ম্বরপূর্ণ বর্ণনা করিয়া নারীদের উল্লাসের বর্ণনা করিয়াছেন—

নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বিশেষ বিবাহবাদ্যে বাড়ে দশগুণ ॥

কর্ণসেন রঞ্জাবতীকে বিবাহ করিয়া ময়নার অধীশ্বর হইয়া বিদায়কালে গৌড়রাজকে মিনতি করিলেন যে তিনি যেন কর্ণসেনকে বিস্মৃত না হন। গৌড়রাজ তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন—

রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু ॥
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে ॥

মহামদের অবর্তমানে গৌড়রাজ ভগিনীর বিবাহ বৃদ্ধ বরের সহিত দিয়াছেন শুনিয়া মহামদ তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিলেন—

রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা জেতের সে কে।

উদ্বিগ্ন রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে অনুরোধ করিলেন গৌড় গিয়া আত্মীয়স্বজনের সংবাদ আনিতে। কর্ণসেন মহামদের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া গৌড় যাইতে সম্মত হইলেন না। তখন রঞ্জাবতী বলিতেছেন—

সুব্যঞ্জন ঝোলে ঝালে কুটুম্বিতা হালাহোলে
পরকালে কেহ কারো নয়।

কয়েকটি তুলির আঁচড়ে শরৎ কালের রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে।

গত ঋতু বরষা শরৎ উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত॥
বিকশিত কমল প্রকাশে পতি পুষা।
শরৎ-কুসুমে কত কাননের ভূষা॥

লাউসেনকে পরীক্ষা করিয়া পার্বতী যখন দেখিলেন লাউসেন জয়ী হইলেন তখন দেবী আশ্বস্ত হইয়া বলিতেছেন—

চারু চিন্তামণি কি কখন হয় কাঁচ।

লাউসেনের গৌড়যাত্রায় কর্ণসেনের সম্মতি ছিল, কারণ 'পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার'। সেই প্রসঙ্গে তিনি তুলনা দিতেছেন—

সুবৃক্ষ চন্দনগন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন॥
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোঠরে অগ্নি উঠে বন দহে॥

লাউসেনের চরিত্র এবং রূপবর্ণনা একটি মাত্র বাক্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে—

অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির।

আকাঙ্ক্ষা থাকিলে পথের ক্লেশ খুব অসহনীয় বোধ হয় না—

কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন।

কামদল বাঘ নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে গিয়া বলিতেছে—

শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র।

ভক্তের নিধনে পার্বতী যখন ব্যাকুল এবং কামদল বাঘকে বাঁচাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন পদ্মাবতী তাঁহাকে সব দিক্ ভাবিয়া কাজ করিতে বলিতেছেন—

বচন বজ্রের রেখা বুঝি কর কাজ।

লাউসেনের পার্বতীদত্ত ফলায় যেসব পৌরাণিক কাহিনীর পরিচয় আছে তাহার বিস্তৃত পরিচয় কবি সংক্ষিপ্ত ভাবে দিয়াছেন—

গুণিগণ ফলা দেখে করে গুণ শিক্ষা।
কত কত কর্ম্মীর হইল গুরুদীক্ষা॥
কবিগণ দেখে করে কাব্যের সন্ধান।
দেখি পণ্ডিতের বাড়ে পুরাণের জ্ঞান॥

লাউসেনকে জব্দ করিবার জন্য মহামদ বলিলেন যে বিদেশী পুরুষ কাহারও ঘরে অতিথি থাকিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। লাউসেন ও কর্পূর সেইজন্য লাউদত্ত কর্মকারের ঘর হইতে বাহির হইয়া পথে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কিন্তু পথেই তাঁহাকে চোর বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইল। তখন,

লাউসেন কন পন্থ অনলের ডরে।
বন ছাড়ি আশ্রয় করিনু সরোবরে॥
হিমরূপী সেই বহ্নি পোড়ায় কমলে।
সেইরূপ ফলিল আমার কর্ম্মফলে॥

মহামদের চক্রান্তে লাউসেন গৌড়রাজের পাট হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিলেন। লাউসেন তাহাকে বধ করিলেন। সেই সময় গৌড়রাজের চরিত্রটি ঘনরাম নিপুণ-ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। একদিকে লাউসেনের বীরত্বে বিস্ময় এবং আনন্দ অন্যদিকে পাটহস্তী নিধনে বেদনা সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তবভাবে চিত্রিত হইয়াছে—

হরিষে বিষাদে রাজা ভাল ভাল বলে।
কিন্তু করীর উদ্বেগে অগ্নি অন্তরে উথলে॥

মহামদের অত্যাচারে গৌড়ের দুর্গতি দেখিয়া রাজা মহামদকে জিজ্ঞাসা করিতে মহামদ দেশবাসীর অতিরিক্ত সুযোগ-গ্রহণের কথা বলিয়া বলিতেছেন—

ঝিনুকে আঁচড়ে অঙ্গ খেতে চায় ঘি।
লোক বড় নাবড় আমার দোষ কি॥

কন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠাইতে মাতার যে বেদনা তাহা কলিঙ্গার বিদায়ে করুণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর মুহূর্তকে কবি বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রাণের পুতুলী গৌরী পাঠায়ে কৈলাসে।
মেনকা কান্দেন যেন শূন্য দেখি বাসে॥

ভাটের নিকট হইতে গৌড়রাজের সত্য পরিচয় জানিতে পারা যাইবে না বলিয়া কানড়া বেগারীদিগকে ডাকিয়া স্নানাহার করিতে দিলেন। তাহারা চিরকাল দুঃখভোগ করিয়াছে, পরিচর্যা বা আদর কোথাও পায় নাই। ঘনরাম তাহাদের চরিত্রকে কয়েকটি রেখায় জীবন্ত করিয়াছেন। যখন,

মর্য্যাদা করিল মালা চন্দনে ভূষিত।
ভয় পেয়ে ভারিগণ ভাবে বিপরীত॥

মনে করে বলি দিবে বাশুলী খর্পরে।
অতেব সবার এত সমাদর করে ॥

সম্মুখে ভদ্রকালীর প্রতিমা দেখিল এবং

তা দেখে তরাসে তারা হল তুল্য মড়া।

পরে আসল ব্যাপার বুঝিয়া তাহারা আশ্বস্ত হইল এবং ভাটের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিল—

মিছা বাণী সেঁচা পানি কতক্ষণ রয় ॥
কতক্ষণ জলের তিলক রয় ভালে।
কতক্ষণ রয় শিলা শূন্যেতে ফেলিলে ॥

কানড়ার স্বয়ম্বর-সভায় মহামদ কর্তৃক গৌড়রাজের শক্তির পরিচয় বহুভাবে বর্ণনা করিবার পর কানড়ার দাসী উত্তর দিতেছে—

বল বুদ্ধি বিক্রম বয়েস বেশ বুঝি।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পন নাই খুঁজি ॥

মহামদের অহঙ্কার দেখিয়া ধুমসী বলিতেছে—

হেনে দিলে গণ্ডার দাসীর হব দাসী।
মিছা অহঙ্কারী জনে ঘাস হেন বাসি ॥

গৌড়রাজ অধিবাস করিয়া হাতে সুতা বাঁধিয়া কানড়াকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইয়া গিয়াছেন। তারপর কানড়া লাউসেনকে বলিলেন যে তিনি মনে মনে তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। লাউসেন গৌড়রাজের উল্লেখ করিয়া তাঁহার অধিবাসের কথা বলিলেন, তখন কানড়া বলিলেন যে কেহ বাক্যবদ্ধ হয় নাই, ভাটকে অপমানিত করা হইয়াছে। সে অধিবাস এক তরফা হইয়াছে, তাহাতে দোষ হইবে না। কানড়া বলিতেছেন—

মনে মনে কে না তবে ইন্দ্র হতে চায়।

লাউসেনের ঢেকুর যুদ্ধযাত্রা করিবার প্রাক্কালে অমলা বিমলার অবস্থা কবি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন,

কলিকা-কুসুম কোলে কি করিবে অলি॥
বিকশিত কমলে ভ্রমর করে কেলি ॥

লাউসেনের মায়ামুণ্ড দর্শনে শোকাকুল সকলকে কর্পূর সান্ত্বনা দিতেছেন—

কেন্দে যে বাঁচাতে পার তবে ভাব ব্যথা।

ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে লাউসেন স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন শুনিয়া কালু তাঁহাকে বলিতেছে—

নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যদি কি কাজ কুঠার॥

ময়নার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মহামদ লখাইকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিতে লখাই বলিতেছে—

বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত॥
খদ্যোৎ কেমনে হবে সবিতা সমান।
যারে যা জানিনু পাত্র তোর যত জ্ঞান॥

ছন্দ প্রয়োগে ঘনরামের কুশলতা বিভিন্ন রসের বর্ণনায় বিভিন্ন ছন্দ প্রয়োগে। সাধারণত পয়ার ছন্দেই কাব্য রচিত। মাঝে মাঝে ত্রিপদীর ব্যবহার আছে। চটুল রসের সৃষ্টিতে ঘনরাম পয়ারকে স্থিতিস্থাপক করিয়া শ্বাসাঘাত-প্রধান করিয়াছেন। ছন্দের এই পরিবর্তনে ঘনরামকে পথিকৃৎ বলা যায়। পয়ারের গতানুগতিক স্তিমিত ধারাবাহিকতার মধ্যে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া তিনি কাব্যকে শিল্পসম্মত করিয়াছেন। জামতি পালায় নয়ানীর উক্তিতে এবং নয়ানীর শাস্তিতে সমবেত নারীদিগের কথোপকথনে এই চটুল শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ ব্যবহার দেখা যায়।

দেবদেবীর স্তব এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় ঘনরাম ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও যুদ্ধের তীব্রতা বর্ণনায় দ্রুত গতি সঞ্চারের জন্য লঘু ত্রিপদী ব্যবহার করিয়াছেন।

তনু লোটাইয়া ক্ষিতি   করিছে প্রণতি স্তুতি
ভগবতী দুর্গতিনাশিনী।
তুমি ত্রিলোকের মাতা   শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী॥

তাহার পরে ছন্দের পরিবর্তন করিয়া লঘু ত্রিপদীতে ইছাইয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,

রঙ্কিনী কিঙ্কর   হল নৃপবর
স্বতন্তর মহাশূর।

ইছাই দুর্ব্বার করিল রাজার
দোহাই দস্তুর দূর ॥

যুদ্ধের তীব্রতা এবং গতিময়তা লঘু-ত্রিপদীতে মূর্ত হইয়াছে,

লোহাটা দুর্ব্বার হাঁকে মার্ মার্
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর কুঞ্জর উপর
ধর্ ধর্ হুকুম গর্জ্জে ॥

যুদ্ধের আয়োজন ও অনুষ্ঠানের বর্ণনা ত্রিপদীতে ধীরগতিতে চলিয়াছে এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং তীব্রতা লঘু ত্রিপদীতে ছন্দোবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের পূর্বেই ঘনরাম ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগে বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ হইয়াছেন। সুরিক্ষার পালায় একাবলী ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়,

গণ্ডুষ ধরি স্তব করেন সেন।
স্বর্গেতে ধর্ম্মরাজা জানিলেন ॥
শুন হনুমান মোর আরতি।
এইবার রাখ সেনের জাতি ॥
পৃথিবীতে গেছে কর্ণের সুত।
হেন বুঝি শেষে সাঙ্গ হল্য ব্রত ॥

শব্দ-নির্বাচন এবং শব্দ-প্রয়োগে ঘনরামের দক্ষতা দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশ-রচনায় বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে। দেবদেবীর স্তবে তিনি প্রায়শঃ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনাতেও তিনি তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের মহিমা রক্ষা করিয়াছেন। দেবীর স্তবে পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন,

নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী ॥
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গা খর্পরধারিণী।
শিবানী সর্ব্বানী শান্তি সর্ব্বরূপাভৃতে।
দুর্গতিনাশনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে ॥

ঘনরাম পৌরাণিক পরিবেশ রচনার জন্য যতদূর সম্ভব তৎসম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বিবাহের বর্ণনা,

ব্রাহ্মণে বেদ রটে গন্ধাদি হেমঘটে
পরশ করি শেষ কালে।

শুভাধিবাসনমন্ত্র বলিয়ে যত বস্তু
ছোঁয়াল কন্যার কপালে ॥
মঙ্গল মহী আদি প্রশস্ত যথাবিধি
সুশীলা ধান্য দূর্ব্বাদল।
কুসুম ঘৃত দধি স্বস্তিক যথাবিধি
চন্দনাক্ত সিন্দূর কজ্জল ॥
সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপাসোনা
হরিদ্রা অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে চামর শুভ দীপে
করিলা মঙ্গল অধিবাস ॥

অসাধারণ অশুভ লক্ষণ এবং অমঙ্গলের বর্ণনা করিতে ঘনরাম সুনির্বাচিত শব্দের প্রয়োগে অসামান্য আবহ রচনা করিয়াছেন। যাহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বেদনা নয়, এক সর্বব্যাপী অমঙ্গল এবং বিশাল ধ্বংসের ইঙ্গিত, ঘনরাম অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত তাহার বর্ণনা করিয়াছেন সংক্ষিপ্তভাবে,

থর থর কাঁপে মহী ভক্তহত্যা পাপে।
অনন্ত অস্থির অষ্ট কুলাচল কাঁপে ॥

এই বর্ণনা ঘনরামের মহনীয় কল্পনার সার্থক রূপায়ণের দ্যোতক।

কেবল গভীর এবং পৌরাণিক বর্ণনা নহে, কথোপকথনে অনেক সময় চটুল শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি বিশেষ পরিবেশ রচনায় এবং ব্যক্তি-চরিত্রের বিকাশে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

এত শুনি কোপে তাপে ভট্ট কন হাঁকি।
কি কোস্ বেটাকে তোর থরথরাতে কাঁপি ॥

নারীদের কথোপকথনে শব্দ-প্রয়োগে বিশেষ নারীচরিত্রটি অঙ্কিত হইয়াছে,

আই আই অভাগী মাগী কি করিল কাজ।
এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ ॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আধুনিকতার দাবী করা হয় তাঁহার বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে। তিনি সংস্কৃত ছাড়াও হিন্দী, আরবী, ফারসী ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং কাব্যে তাহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘনরাম ভারতচন্দ্রের পুর্বেই আরবী-ফারসী শব্দ কাব্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন। সেদিক দিয়া ঘনরামই পথিকৃৎ। ঘনরাম কেবল বিচ্ছিন্ন শব্দ প্রয়োগেই

করেন নাই, মুসলমান সমাজের বর্ণনায় এবং কথোপকথনে তিনি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া চরিত্র-চিত্রণে এবং পরিবেশ-রচনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কামদল বাঘের অত্যাচার প্রসঙ্গে কবি বর্ণনা করিতেছেন—

মীর মিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বাঁদী বলে ফতেমা বিবি ফুফায় খেলে বাঘা॥

*   *

ভয়ে মিয়াগণ কত হুটারে হুতাশে।
বোবা হল তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে॥
হাম্মাম আদম বা খোদায় কসম।
হুতাশে একিদা হারা হইল বেদম॥

ঘনরামের শব্দ-প্রয়োগের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি দুরূহ এবং অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে জটিল করিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত পরবর্তী কালে যে উদ্দেশ্যে দুরূহ এবং অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, ঘনরামও সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের আবহ রচনা করিবার জন্য এই অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ঊষা বুঝাইতে ঘনরাম লিখিয়াছেন, 'গোবিন্দতনয় সুত-জায়া' উত্তর দিক্ বুঝাইতে 'বিরাট-তনয় মুখ'; রাহু বুঝাইতে 'সিংহিকা-তনয়'। ইহা কেবল পাণ্ডিত্যের বস্তু সঞ্চয় নহে, মহাকাব্যের মহিমা এবং বিরাটত্ব বুঝাইবার জন্যই তিনি এইরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া এক অলৌকিক ও অপ্রাকৃত আবহ রচনা করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতকীয় রীতি অনুযায়ী অনুপ্রাস-প্রয়োগ ঘনরামের কাব্যেও দেখা যায়।

বিপক্ষে দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কাণে কাণ॥
ঘোর রবে ঘুরুলী ঘুরিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িছে পুরে প্রলয় পবন॥

বর্ণানুক্রমিক চৌতিশা স্তবে প্রতি ছত্রেই অনুপ্রাস ব্যবহার করা হইয়াছে।

॥ ৮ ॥

হাস্য ও কৌতুক রস সৃষ্টিতে ঘনরাম আশ্চর্য মার্জিত রুচি, শোভন পরিমিতি-বোধ ও সূক্ষ্মরসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। হাস্যরসে স্থূল ভাঁড়ামি ও

গ্রাম্য রসিকতা নাই ; অশ্লীল বর্ণনা না করিয়া ইঙ্গিতময়তার দ্বারা শোভন রস সৃষ্টি করিয়াছেন। কৌতুকে বিদ্রূপ অথবা ব্যঙ্গের জ্বালা এবং দাহ নাই, উহা সর্বত্র স্নিগ্ধ রসোজ্জ্বল হইয়াছে। দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি ঘনরামের কাব্যে পাওয়া যায় না, স্নিগ্ধ ও শোভন কৌতুক-রসের পরিচয় পাওয়া যায়।

রঞ্জাবতীর বিবাহে গৌড়ের রাণীর বিশেষ আপত্তি ছিল কর্ণসেনের বার্ধক্যের জন্য। গৌড়রাজ তাঁহার আপত্তি উড়াইয়া দিয়া বলিতেছেন—

আমি যে এমন বুড়া ঘাটিয়াছি কি।
হাসি মুখ হেঁট হল বেণুরায়ের ঝি॥

হরপার্বতী বাংলা সাহিত্যে মানবচরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাদের ঘরকন্না, সুখদুঃখ, পারিবারিক সম্পর্ক যেন বাঙালীর সংসারের চিত্ররূপে কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। গোলাহাট পালায় গভীর তত্ত্ব বুঝিতে নারদ শিবের নিকট গেলেন, শিব জানিতেন না বলিয়া পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্বতী এই সুযোগে শিবকে একটু খোঁটা না দিয়া পারেন নাই,

এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী পাড়ায়।

ইহাতে বিদ্রূপের জ্বালা এবং ঝাঁঝ নাই, দাম্পত্য-জীবনের সরস কৌতুক উপভোগ্য হইয়াছে। কিন্তু শিব সেই কথাকে গভীর ভাবে ধরিয়া লইয়া দুর্মুখা পত্নীর বেচারী স্বামীরূপে নিজের অবস্থার কথা মনে করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন,

হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী।

এক দরিদ্র ও ভালমানুষ স্বামী ও কৌতুকপরায়ণা পত্নীর কাহিনীতে বাঙালী ঘরের অতি পরিচিত চিত্র পাওয়া যায়। শিবের আক্ষেপে কৌতুক-রসের সরস বিস্তার হইয়াছে।

ভাট গঙ্গাধর কানড়ার সহিত গৌড়রাজের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে গিয়া বেগারীদের আপ্যায়ন দেখিয়া পুলকিত হইয়া,

মনে করে আমি পাব খুব ঘোড়াজোড়া।

কানড়ার দাসী তাঁহাকে ডাকিলে

প্রসন্ন বদনে ভট্ট চলে দিব্য ঠাটে।

ভাটের আকাঙ্ক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা-পুরণের পদ্ধতি স্নিগ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

সিমুলারাজের বিরুদ্ধে বিবাহেচ্ছুক গৌড়রাজ সসৈন্যে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে শিবির স্থাপন করিলে কানাড়া কাতর হইয়া পার্বতীর আরাধনা করিলেন।

পার্বতী দেখা দিতে কানড়া নিজের বেদনার কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, তিনি পার্বতীর প্রতি একান্তমতি,

তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা।

পার্বতী এই সুযোগে একটু কৌতুক করিলেন

কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া।

কানড়ার প্রতি পার্বতীর এই ছলনা ও কৌতুকটুকু উপভোগ্য। গৌড়রাজ ও মহামদের লোহার গণ্ডার কাটার প্রচেষ্টা হাস্যরসের উদ্রেক করে।

ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধের প্রারম্ভে ইছাই ঘোষ কালুর নিকট নিজ বিক্রমের পরিচয় দিয়া লাউসেনকে ডাকিয়া আনিতে কালুডোমকে বলিল। কালু তাহাতে বিশেষ অসম্মত নয়। লাউসেনের সহিত ইছাই ঘোষের সাক্ষাৎ হইবে ইহাতে কালুর আপত্তি কিছুই নাই কিন্তু কালু ইছাই ঘোষকে একটি অত্যন্ত নিরীহ প্রশ্ন করিয়াছিল। লাউসেনকে কালু ডাকিয়া আনিতে পারে কিন্তু কোথায় সেই সাক্ষাৎকার হইবে সেই প্রশ্নই কালু ইছাই ঘোষকে করিয়াছিল,

কালু বলে যদি এইখানে কাটি মাথা।
মহাশয় সহিত সাক্ষাৎ হবে কোথা॥

প্রশ্নটি দেখিয়া যত নিরীহ মনে হয় ইছাই ঘোষের পক্ষে তাহা তত নিরীহ ছিল না। প্রশ্নের ভঙ্গিতে যথেষ্ট হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে। ঘনরামের সমগ্র কাব্যেও একটি কৌতুকপরায়ণ সুরসিক মনের পরিচয় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

দেবীর ক্রমিক পরিবর্তন ॥ ৯ ॥

মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীর ক্রমিক রূপবিবর্তনের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা বাঙালীর চিন্তার বৈশিষ্ট্য এবং মানসরূপান্তরের এক ক্রমিক ধারার অভিব্যক্তি দ্যোতনা করে। পুরাণগুলিতে শুম্ভনিশুম্ভ নিধনকারিণী, মহিষাসুরমর্দিনী, উগ্র ও চণ্ডরসসম্পন্না যে শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া যায় আদি মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেই রূপের অনুসরণ দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবী নিজ পূজা মর্ত্যে প্রচারিত করিতে চাহেন বলিয়া ভক্তিহীনের প্রতি তিনি অকরুণ; সেখানে ঘোরা মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু যেখানে তিনি ভক্তের প্রতি দাক্ষিণ্যবিতরণে উন্মুখ, সেখানে তাঁহার শান্ত মাতৃমূর্তির পরিচয় দেখি। বাঙালীর

ভাববৈশিষ্ট্য এবং মানসচেতনায় দেবীর উগ্রচণ্ডা মূর্তি ক্রমিক বিবর্তনের পর্যায়ে শান্ত বরাভয়-প্রদায়িনী মাতৃমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। তখন দেবীর মধ্যে মাতৃহৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহশীলতা এবং সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় পাই, যিনি হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়া সন্তানকে যে-কোন প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে ব্যাকুল। কিন্তু এই পরিবর্তন একসঙ্গে আসে নাই, ক্রমিক ধারায় ও পর্যায়-বিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে মঙ্গলচণ্ডী নিধন-কারিণী ঘোরা শক্তিদেবী মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে স্নেহশীলা মাতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। ঘনরামের কাব্যে ইছাইয়ের মৃত্যুতে দেবীর পুত্রশোকে ব্যাকুল এক শোকাতুরা জননীর বিদীর্ণ হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই, কৌতুকপ্রিয় গৃহিণীর চিত্র পাই এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেখা যায় দেবী অন্নদায় রূপান্তরিত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের ভোগমেদুর কেলিবিলাসের প্রশ্রয়দাত্রীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দেবী কালকেতুর প্রতি অকৃপণ দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিলেও মাতাপুত্রের নিবিড় একাত্মতা ও সস্নেহ উত্তাপ এবং সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পূজা প্রচারের জন্য কালকেতুর প্রতি তাঁহার উচ্ছ্বসিত দাক্ষিণ্যে স্নেহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহার সহিত স্বার্থান্ধতা মিশাইয়া আছে। তাঁহার আত্মপরিচয় দানের মধ্যে যতটা দৈবী মহিমার পরিচয় আছে ততখানি স্নেহনিবিড় মাতৃহৃদয়ের পরিচয় নাই। ধনপতি-উপাখ্যানে দেবীর পুরাণোক্ত ঘোরাচণ্ডিকামূর্তির যেমন সম্পূর্ণ পরিচয় নাই, তেমনি ধনপতিও শ্রীমন্তকে ছলনা এবং শ্রীমন্তের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে উদ্ধারের মধ্যে পারিবারিক জীবনের স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ঘনরামের কাব্যে দেবীর দুইটি রূপের প্রকাশ সম্যক্ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ঢেকুর পালায় 'নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গাখর্পরধারিণী' চণ্ডিকা রূপটি বিকশিত হইয়াছে। এই রূপের বিকাশ কামদল-বধ পালায়, কামরূপ-যুদ্ধ পালায়, কানড়ার বিবাহ পালায়, ইছাই-বধ পালায়, জাগরণ পালায় পাওয়া যায়। এই-সব কাহিনীতে দেবীর ভয়ঙ্করী চণ্ডিকা মূর্তির পরিচয় দেখা যায়। যে পৌরাণিক দেবী "বেগে দেবশত্রু অসুরগণের সৈন্যমধ্যে অভিপতিতা হইয়া সেখানে মহা-অসুরগণকে বিনাশ করিতে করিতে তাহাদের সৈন্যবলকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, সেই দেবী পৃষ্ঠ-রক্ষক, অঙ্কুশ-গ্রাহক, যোদ্ধা ও গলঘণ্টাদি-সহ হস্তীগুলিকে হস্তে লইয়া মুখে গ্রাস করিতে লাগিলেন। শুধু হস্তীগুলিকে নয়,

ঘোড়ার সহিত যোদ্ধাকে, সারথির সহিত রথকে মুখে ফেলিয়া দিয়া দন্তদ্বারা অতি ভীষণভাবে চর্বন করিতে লাগিলেন। কাহাকেও চুলে ধরিলেন, আবার কাহাকেও গ্রীবায় ধরিলেন; কাহাকেও পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়া অন্যকে বক্ষের দ্বারা মর্দিত করিলেন। সেই অসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রগুলিকে এবং মহাস্ত্রগুলিকে তিনি মুখে গ্রহণ করিলেন এবং রোষে দন্তদ্বারাই মথিত (চূর্ণ) করিলেন। অসুরদলের কতকগুলিকে তিনি মর্দন করিলেন, কতকগুলিকে ভক্ষণ করিলেন, কতকগুলিকে বিতাড়িত করিলেন। অসুরগণ কেহ কেহ অসিদ্বারা নিহত হইল, কেহ কেহ কঙ্কালের দ্বারা তাড়িত হইল, কেহ কেহ দন্তাঘাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।"[১] এই দেবীর বর্ণনা ঘনরামের কাব্যেও পাওয়া যায়।

কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে লুকাতে আড়ে ওড়ে
ঘাড়ে ধেয়ে ধরিছে চণ্ড।
রক্ত চুমুকে পিয়ে চুষে মাথার ঘিয়ে
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড॥
নরশির ছিঁড়িয়া কেহ ফেলে ছুড়িয়া
লাফায়ে লোফে কোন দানা।
কেহ বর বারণে শুঁড়ে ধরি সঘনে
গগনে ফিরাইছে তানা॥
ডাক ডাকি ডাকিনী রণে যুঝে যোগিনী
রঙ্গিণী দেখে রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ যথাবিধি মণ্ডূক
সমরে সব দিল ভঙ্গ॥

দেবীর চণ্ডিকা মূর্তি দেখা গিয়াছে বটে কিন্তু দেবী যুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে একবার ভাবিয়া লইয়াছেন। ঘনরামের যুগচেতনা ও বাস্তববোধের পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়। দেবী ডাকিনী যোগিনী লইয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে গিয়া ভাবিতেছেন—

কোন উপলক্ষ বিনে কেমনে মানব রণে
আপনি পাতিব অবতার।

দেবীর পৌরাণিক রূপের মধ্যেও এই চিন্তা কবিমানসে যুগচেতনার প্রভাব।

---

১ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য—ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃ ৬৭-৬৮

দেবীর পৌরাণিক রূপ ছাড়াও শান্ত, শমরসপ্রধান রূপটির পরিচয় ঘনরামের কাব্যে আছে। দেবীর একটি লৌকিক রূপ ছিল। ব্রতকথাগুলিতে এই লৌকিক রূপের পরিচয় দেখি। সে রূপে ঘোর চণ্ডিকা অপেক্ষা স্নেহশীল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় অধিক। কালিদাসের কাব্যে দেবীর যে রূপ দেখা যায় তাহাতেও ভয়ঙ্করী-রূপের পরিচয় নাই, কিছুটা মানবীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পৌরাণিক দেবীর বাঙালীমানসে ক্রমবিবর্তন এবং লৌকিক দেবীর প্রভাবেই মঙ্গলকাব্যের দেবী পর্যায়ক্রমে ভয়ঙ্করী-রূপ পরিত্যাগ করিয়া মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ঘনরামের কাব্যে দেবীর এই দুইরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে পৌরাণিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার, দেবীর পৌরাণিক ভয়ঙ্করী-রূপ, যিনি সমগ্র সৃষ্টির মূল কারণ এবং শক্তিরূপে বিরাজমান, অন্যদিকে দেবীর লৌকিক রূপ, স্নেহশীলা মাতারূপে অবস্থিত। আমাদের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু মাতারূপে তিনি পরিচিত। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, শিবায়ন কাব্যগুলিতে, ভারতচন্দ্রের কাব্যে দেবীর চরিত্র দেখা যায় অল্পবিস্তর বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্রে বিধৃত। তাঁহাকে বিশ্বের কেন্দ্রশক্তিরূপিনী দেবী মনে হয় না, বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সমস্ত আনন্দবেদনা তাঁহার রূপের মধ্যে আরোপিত হইয়াছে। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের প্রতিফলন দেবীর পারিবারিক জীবনে দেখা যায়। তাহা সত্ত্বেও দেবী মানবের সঙ্গে একাকার হইয়া যান নাই। তাঁহার নিজের পারিবারিক জীবনে তিনি আবদ্ধ ; ভক্তের সহিত তিনি একাত্ম হইয়া যান নাই। শাক্ত-পদাবলীগুলিতে দেবীর ভক্তের সহিত এই একাত্মতা দেখি। সেখানে মানব এবং দেবী একই অনুভূতি ও পারিবারিক জীবনের সূত্রে গ্রথিত। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই রূপের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "মহামায়াও যেমন আসিয়া মায়িক কন্যারূপ ধারণ করিয়া বেড়া বাঁধিতে পারেন, মায়িক কন্যার মধ্যেও রামপ্রসাদ মহামায়ার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়া থাকেন।"[১] মানব এবং দেবীর এই একাত্মতা মঙ্গলকাব্যগুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নাই। সেখানে বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের পটভূমিকায় দেবীর রূপ দেখিয়াছি কিন্তু দেবী ও মানবের এই একাত্মতা নাই।

---

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য, পৃ ২৫১

দেবী ও মানবের এই একাত্মতা এক বিরাট ভাববিপ্লবের পরিণতি। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে শাক্ত-পদাবলীগুলিতে মানব ও দেবীর সম্পর্কের এই রূপের বিকাশ সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঘনরামের কাব্যে দেবী ও মানবের সম্পর্কের একাত্মতা দেখি। যে ভাববিপ্লব পরবর্তী কালে গীতিকবিতায় ঝরিয়া বাঙালী মানসে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিয়াছিল, ঘনরামের কাব্যে তাহার সূত্রপাত দেখি। এই দিক্ দিয়া ঘনরাম তাঁহার যুগকে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হইয়াছে। ঘনরাম একদিক্ দিয়া শাক্ত-পদাবলীগুলিকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ঘনরামের ভাবনা ও শাক্ত-গীতিকারদের ভাবনার একটি মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। শাক্ত-পদাবলীতে ভক্তহৃদয়ের আলোকে এবং ভক্তহৃদয়ের নানা অনুভূতিতে দেবীর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে দেখা যায়। ভক্তই দেবীর প্রতি মানবীয় গুণের ও সম্পর্কের আরোপ করিয়াছে। ঘনরামের কাব্যে এই রূপটি দেখা যায় লাউসেন, কানড়া, জাল্লাল শিখর ও মহামদ প্রভৃতির প্রার্থনায়। ঘনরামের কৃতিত্ব, তিনি আর একটি দিক্ দিয়া দেবীকে দেখিয়াছেন। শাক্ত-পদাবলীতে দেবীর সম্পর্কে মানব কি ভাবিতেছে তাহার রূপ দেখিতে পাই। কিন্তু ঘনরামের কাব্যে দেবী মানব-সম্পর্কে কি ভাবিতেছেন সেই রূপটি দেখা যায়। দেবীর এই মানবীয় রূপ ঘনরামের অপূর্ব সৃষ্টি। ভক্তের বিপদে দেবীর যে আকুলতা, ভক্তের বিনাশে দেবীর হাহাকার, তাহাতে দেবীর ভাবনার আলোকে ভক্তের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্যক্ পরিচয় বিকশিত হইয়াছে।

দেবীর মাতৃরূপের মধ্যে কোনও প্রকার পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের স্নেহব্যাকুলতা ফুটিয়াছে। ইছাই ঘোষের আরাধনায় তিনি তুষ্ট এবং তাহাকে বর দিয়াছেন সকল প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার। কাব্যের নায়ক লাউসেন যখন ইছাইয়ের সহিত যুদ্ধে দেবীর প্রতিকূলতায় কিছুতেই জয়ী হইতে পারিতেছেন না, তখন দেবীর আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় এবং ধর্মঠাকুরের ভক্ত লাউসেনকে জয়ী করিবার জন্য হনুমান্ পার্বতীর নিকট গেলেন ও তাঁহার প্রস্তাব জানাইলেন। দেবী এই প্রস্তাবে অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং বলিলেন—

প্রিয় পুত্র ইছাই কার্ত্তিক হৈতে বাড়া।
ধর্ম আইসে আপনি ধরিব ঢাল খাঁড়া ॥

স্নেহশীলা দেবীর নিকট ভক্ত প্রাণপ্রতিম, নিজ পুত্র হইতেও অধিক। তাহার

বিপদে দেবী স্বয়ং ধর্মঠাকুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারেন। নানা চক্রান্ত করিয়া ও লাউসেনের মায়ামূর্তি নির্মাণ করিয়া দেবীকে ছলনা করা হইল। দেবীকে মহাদেব আটকাইয়া রাখিলেন। এদিকে লাউসেন ইছাইকে বধ করিলেন। দেবী তাহা জানিতে পারিয়া শোকে অধীর হইলেন। পুত্রবিয়োগবিধুরা জননীর সেই শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে কোনও কৃত্রিমতা নাই। শোকাতুর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা শত ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। ভক্তের নিধনে দেবী কৈলাস হইতে উচাটিতচিত্ত হইয়া ঢেকুরে মৃত ইছাইকে দেখিলেন। শোকবিদীর্ণ মাতৃহৃদয়ের বেদনার সেই নিরলঙ্কার প্রকাশ পাঠকদিগের হৃদয় স্পর্শ করে, শোকে মুহ্যমান করে,

> ইছাই আমার বাছা কি হল্য কি হল্য।
> বিপাক বন্ধনে পড়ে বাছা মোর মল্য॥
> মনোহর মহাপূজা মহীমাঝে আর।
> সুরপুর ত্যজিয়া সংসারে নিব কার॥
> আর না শুনিব স্তুতি ও চাঁদবদনে।
> কান্দেন করুণাময়ী অঝোর নয়ানে॥
> আর নাহি বাছারে বসিবি রাজপাটে।
> না হেরি বদনবিধু বুক মোর ফাটে॥
> নারদ বিবাদী মোর প্রমাদ করিল।
> হাতে নিধি দিয়া বিধি হর্য়া মোর নিল॥
> আপনি যুঝিলাম যার হয়ে অনুকূলা।
> সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে দিয়া ধূলা॥
>
> *　　*　　*
>
> পাতালেতে পশিলাম যাহার লাগিয়া।
> সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে ধূলা দিয়া॥

পুত্রশোকাতুরা মাতার এই বেদনায় দৈবী শক্তির অহঙ্কার নাই, প্রলয়ঙ্করী শক্তির ভয়ঙ্কর তাণ্ডব নাই। কাব্যের নায়ক ধর্মঠাকুরের সেবক ও পূজাপ্রচারকারী লাউসেনকেও তিনি ইছাইয়ের জন্য বধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি ভয়ানক শপথ করিয়াছেন—

> সেনে নাহি বধে যদি রণে আসি ফিরে।
> মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরে॥

ভ্রাতা, স্বামী, পুত্র—নারীর সব প্রিয়জনের দিব্য তিনি দিয়াছেন কিন্তু দেবতা দিগের সমবেত চক্রান্তে তাঁহার পরাজয় হইয়াছে। ঐশী শক্তি পরিত্যাগ করিয়া, দেবত্বের সমস্ত মহিমা পরিত্যাগ করিয়া দেবীর মধ্যে সন্তানশোকাতুর মাতৃহৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই ব্যাকুল, উদ্বেল শোকোচ্ছ্বাস কোন প্রবোধ বাক্যেই প্রশমিত হইতেছে না। পুত্রবিয়োগ-বিধুর পরম স্নেহশীলা জননীর শোকবিদীর্ণ হৃদয়ের অশ্রুসজল হাহাকার তাঁহার দেবীত্বের মধ্যে মানবী-হৃদয়কে মূর্ত করিয়াছে। মাতা স্বহস্তে পুত্রের অন্ত্যেষ্টি করিলেন,

প্রিয় মোর গোয়ালা ভজ্যাছে ভক্তিবলে।
আপনি ইছার অঙ্গ জ্বালালে অনলে ॥
পদ্মাসনে অজয়তটেতে উপনীতা।
চন্দন কাষ্ঠেতে চারু বিরচিল চিতা ॥
পাতায়্যা চামর তায় ঢেল্যা ঢেল্যা ঘি।
শুয়ায়্যা ইছাই অঙ্গে ঢেলা দি ॥
দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে।
অস্থি পাঠাইলা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥
দশপিণ্ড পুরক পার্ব্বতী দিলা দান।

বিধিমত পারলৌকিক কার্য শেষ করিয়া দেবী

ইছার মন্দিরে গেল অঝোর নয়ান ॥

সেই মন্দির আছে, রাজপাট আছে, সিংহাসন আছে, সব কিছুই আছে, কেবল ইছাই নাই। সে আজ স্মৃতিতে পরিণত। দেবী মন্দিরে ফিরিয়া, রাজবাড়িতে ফিরিয়া ইছাইয়ের স্মৃতি সকলই দেখিলেন। সেই বস্তুগুলি ইছাইয়ের স্মৃতি আরও নিবিড়ভাবে দেবীর মনে করাইয়া দিল। দেবী আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার উদ্বেল বেদনা ও শোকাতুর হাহাকার শতধারে উচ্ছ্বসিত হইল,

হীরা মণি মাণিক মুকুতা কত ঠাঞি ॥
সকল রয়্যাছে সবে বাছা মোর নাঞি ॥
এখানে করিত স্নান এখানে ভোজন।
এই স্বর্ণখাটে বাছা করিত শয়ন ॥

এই রাজপাটে বাছা বসিত দরবারে।
এই রত্ন সিংহাসনে সেবিত আমারে॥
তখন পদ্মা প্রবোধয়ে পুন ধরিয়া চরণে।

কিন্তু দেবীর শোক বাধা মানিতেছে না,

পার্ব্বতী বলেন বাছা পাশরি কেমনে॥
একদিন আমি গো কৈলাস হৈতে আসি।
এইখানে খেলে পাশা পাটশালে বসি॥
মুখে ডাকে দশ দশ মনে মোর জপ।
মহাসিদ্ধজ্ঞানী বাছা বয়সে অলপ॥
কি করিব তিলে তিলে তাই মনে পড়ে।
পাশরিতে নারি পদ্মা পরাণ আঁচড়ে॥

পদ্মাবতী অনেক প্রবোধ দিল। লাউসেনও যে তাঁহার প্রিয়জন সে কথা বলিল। কানড়াকে তিনি বর দিয়াছেন সে কথা মনে করাইল। লাউসেনের মৃত্যু হইলে কানড়ার সর্বনাশ হইবে সে কথাও বলিল তখন আর এক সন্তানের বিপদের আশঙ্কায় দেবী শান্ত হইলেন, ॥ S.M

না গেলে রহিতে নারি কানড়ার কাছে।
ঝি মোর এই কথায় গঞ্জনা দেয় পাছে॥

অশ্রুসজল বেদনার মধ্যেও দেবীর অশ্রুসজল কৌতুক কানড়ার সহিত তাঁহার মানবী সম্পর্কের দ্যোতনা করে। দেবীর হৃদয় লাউসেনের প্রতি কোমল হইয়াছে জানিতে পারিয়া দেবগণ লাউসেনকে দেবীর নিকটে লইয়া ইছাই বধের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবী অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন,
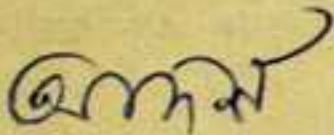
এত শুনি কন দেবী কানে দিয়া হাত।
প্রিয় ঝি কানড়া মোর তুমি তার নাথ॥
দৈবাৎ যে কিছু হল্য ক্ষেমা দিবে মনে।
এত শুনি লাউসেন পড়িল চরণে॥

কানড়া ও দেবীর সম্পর্কের কাহিনীতে এবং লাউসেন ও দেবীর সম্পর্কের কাহিনীতে এই মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় মানব এবং দেবীর একাত্মতার পরিচয়।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে হরপার্বতীর সংসারের বর্ণনায় বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। ঘনরামের কাব্যেও এই চিত্র দেখিতে

পাওয়া যায়। আখড়া পালা, গোলাহাট পালা, কামদল-বধ পালা, কানড়ার স্বয়ম্বর পালা, কানড়ার বিবাহ পালা, ইছাই-বধ পালা, জাগরণ পালায় হর-পার্বতীর সংসারের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘনরামের পরিকল্পিত দেবীচরিত্রে বিভিন্ন সংস্কৃত পুরাণের বিভিন্ন দেবী-রূপের ঐতিহ্যের সহিত মিলিত হইয়াছে রামায়ণের রাবণ-পূজিত ও রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে আরাধিত দেবীর ঐতিহ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের কাত্যায়নী এবং লৌকিক দেবীর মানবী রূপটি। এই-সকল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গ্রহণ করিয়া ঘনরাম দেবীর মধ্যে বিশেষ একটি মাতৃরূপের পরিকল্পনা করিয়াছেন। মানব এবং দেবী সেখানে একাত্ম হইয়াছে! কোনও উদ্দেশ্যবিহীন স্নেহশীল মাতৃ-হৃদয়ের কোমল রূপটি ঘনরামের কাব্যে বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। ঘনরামের ভাবনায় দেবী এক অনির্বচনীয় মাতৃহৃদয় লইয়া ধূলার পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছেন। সন্তানের প্রতি স্নেহে সেই মাতৃহৃদয়ের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপটি দেখিতে পাওয়া যায়।

॥ ১০ ॥

মহাকাব্যগুলি মহাকাব্য হইয়া উঠে এবং যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে আনন্দ দান করে তাহার আদর্শের জন্য। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক যে আদর্শ মহাকাব্যে বর্ণিত হয় তাহা কোনও খণ্ড দেশকালে আবদ্ধ নয়। যুগে যুগে মানসিক বিবর্তনের মধ্যেও তাহা সকল সমাজে আদর্শের ধ্রুবতারারূপে স্থির বিশ্বাসে অকম্পিত থাকে। ঘনরামের কাব্যেও এইরূপ আদর্শের সমুন্নতি দেখা যায়।

পুত্রের নিকট মাতার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা তাহার উন্নতির একমাত্র পাথেয়। লাউসেনের গৌড়যাত্রার প্রাক্কালে তিনি মাতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন।

লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।
জননীর আশীষে জগতে হয় জয়॥
কৌশল্যার আশীষে ঠাকুর রঘুনাথ।
সবংশে রাবণ-রাজে করিল নিপাত॥
লব কুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা।
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা॥

পশ্চিম-উদয় করিবার পরে সামুলা দেবী লাউসেনকে উপদেশ দিলেন প্রথমে পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে। ইহাতে গৌড়রাজ রুষ্ট হইলেও অথবা মহামদ ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিলেও বিচলিত হওয়া উচিত নহে,

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জ'-কার পঞ্চ দুর্ল্লভ রাজন॥
জননী জনক শান্তি সকলের মূল।
যার পুণ্যে প্রভু হে তোমার অনুকূল॥

কেবল মাতাপিতা নহে, ভ্রাতার সম্পর্কও পারিবারিক জীবনের মধুর সম্পর্ক,

শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শত্রুতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন বোল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥

পারিবারিক সম্পর্কের আদর্শ ছাড়াও বীরত্ব ও পুরুষকারের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। বীরত্বের যে আদর্শ ঘনরাম বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মহাকাব্যোচিত,

সমরে না যাই যদি প্রাণভয়ে অতি।
তবুত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি॥
আজি মরি কিবা বা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে॥
অসার সংসার সার ধর্ম্ম যেই পথ।
অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ॥

মহাকাব্যের আদর্শ অধর্ম কালে পরাজিত হইয়া ধর্মই জয়ী হয়। সাময়িক-ভাবে অধর্ম বিক্রমশালী হইলেও ধর্মের নিকট তাহা শেষে পরাজিত হয়। ঘনরাম ধর্মের জয় সূচনা করিয়াছেন,

স্বধর্মে থাকিলে জয় অধর্মে সংহার।
তার সাক্ষী বিভীষণ রাবণ লঙ্কার॥
আপনি ঈশ্বরী যার আছিলা দুয়ারী।
তবে কেন সবংশে মজিলা লঙ্কাপুরী॥

ঘনরাম কেবল পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার বৈশিষ্ট্য তাঁহার চিন্তার ঔদার্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গণ্ডীবদ্ধ চিন্তা ও ভাবনায় আবদ্ধ, প্রাত্যহিক জীবনকে অতিক্রম করিয়া বাঙালী মানস মহৎ আদর্শের সমুন্নত মহিমায় ভাস্বর হয় নাই, দৈবী মহিমা বুঝিতে দেবীর ক্রূরতা, হীনতা ও একটানা করুণ রসে বাঙালী মানস আর্দ্র হইয়াছে, বাস্তব জীবনের বর্ণনা প্রাত্যহিকতার খুঁটিনাটি বিবরণেই আবদ্ধ, সমুন্নত আদর্শের পরিবর্তে কবি-কল্পনা বিদ্যাসুন্দরের কামমেদুর কেলি-বিলাসের কৃত্রিম অলঙ্কৃত বর্ণনার মধ্যে আবর্তিত। মধ্যযুগের এই আদর্শহীনতা এবং গণ্ডীবদ্ধ মানব-জীবনকে অতিক্রম করিয়া ঘনরাম এক আদর্শের জয়গান গাহিয়াছেন। এক সার্বজনীন আবেদন ও মানবিকতাবোধের অকৃত্রিম উপলব্ধিতে ঘনরামের কল্পনা ও কবি-ভাবনা ভাস্বর হইয়া আছে। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে উদার ভাবনায়, মানবিকতাবোধে, আদর্শের মহান কল্পনায় ঘনরাম চক্রবর্তী একক। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির মত কেবল পৃষ্ঠপোষক রাজার মঙ্গল কামনা করেন নাই, তিনি সার্বজনীন মঙ্গল-চিন্তা করিয়াছেন,

চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।

তাঁহার চিন্তার মহত্ত্ব এবং অন্তরের ঔদার্য মহৎ হৃদয় ও সমুন্নত কবি-কল্পনার পরিচায়ক,

রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।

এই ঔদার্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। ঘনরাম চক্রবর্তী একক মহিমায় ভাস্বর।

॥ ১১ ॥

ঘনরাম যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন সেইরূপ তাঁহার ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতা তাঁহার কাব্যে পরিব্যাপ্ত। কোন একটি বিশেষ দেবতার প্রতি আনুগত্য নাই, সকলের নিকট তিনি কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। সকল দেবতাকে তিনি সমানভাবে দেখিয়াছেন। এই সমন্বয়বোধ তাঁহার ঔদার্যের পরিচায়ক। তাঁহার কাব্যে ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুল আর্তি ও আত্মনিবেদনের একান্ত ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়াছে—

পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য-দেহ লয়ে।
মিছা মায়ামোহজালে জন্ম যায় বয়ে॥

* * *

চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে গিয়ে কবে॥

* * *

সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম॥

লাউসেন পার্বতীকে প্রণতি করিয়া বলিতেছেন—

ইন্দ্র আদি অমর ও পদ আশা করে।
যে রূপ না পায় দেখা চক্ষুর গোচরে॥
ব্রহ্মা অগোচর পদ দেখিনু সাক্ষাতে।
কি আর অধিক বর আছে ত্রিজগতে॥

দেবাদিদেব প্রহ্লাদের কথা রক্ষা করিতে স্ফটিকে নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়াছেন, সুধন্বা এবং অর্জুন উভয়ের পরস্পর-বিরোধী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, ধ্রুবের পণ রক্ষা করিয়াছেন, যুগে যুগে ভক্তকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সেই অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়া কবি বলিতেছেন—

না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাথ পতিতপাবন॥

* * *

সে সব তোমার ভক্ত তুমি হে তাহার।
ভজন পূজন লেশ নাহি অধিকার॥
মন্দমতি মানব দারুণ দীন দশা।
পতিতপাবন নাম কেবল ভরসা॥

* * *

চারি বেদে অনুপাম পতিতপাবন নাম
শুনি সদা সাধুর বদনে।
পতিত আমার সম কেবা আছে নরাধম
কেননা উদ্ধার নাম-গুণে॥

প্রহারে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস চোর-বাদে হলে নাশ
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে ॥

গোলহাট পালায় এবং পশ্চিম-উদয় আরম্ভ পালায় শ্রীচৈতন্যের বন্দনায় কবির বৈষ্ণবপ্রাণতার পরিচয় দেখা যায়।

দীন দয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাঁই।

সর্বজীবে প্রেমদান করিয়া ও সকলকে হরিনাম বিতরণ করিয়া শ্রীচৈতন্য যে সার্বজনীন মিলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং সকলকে এক ভাবসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন কবি তাহা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করিয়াছেন। কোন আচার-অনুষ্ঠান নহে, আড়ম্বর-আয়োজন নহে, কেবল হরিনামে প্রেমোন্মত্ত হইয়া সার্বজনীন মিলনের পথ তিনি দেখাইয়াছেন। সকল জাতি এবং সমাজের মানুষকে এক ভাবসূত্রে বিধৃত করিয়া যে সার্বজনীন মিলন তিনি ঘটাইয়াছেন কবির ঔদার্য সেই ঐতিহাসিক মূল্যকে যোগ্য মর্যাদা দিয়াছে।

বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনায় ও আরাধনায় কবির ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। এক অনাড়ম্বর শুদ্ধ উপলব্ধি ও পবিত্র অধ্যাত্মচেতনা সমগ্র কাব্যে পরিব্যাপ্ত। সহজ আন্তরিকতা, অনুভূতি ও উপলব্ধির নিরলঙ্কার প্রকাশে ঘনরামের অধ্যাত্মচেতনা উদ্ভাসিত,

ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর।

একটি অনাড়ম্বর বাক্যে কবির সমগ্র অন্তরলোকের পরিচয় বিকশিত হইয়াছে।

চরিত্রচিত্রণ ॥ ১২ ॥

ঘনরামের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব চরিত্রচিত্রনে। কবির প্রখর বাস্তববোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি এবং পরিবেশ রচনায় দক্ষতা চরিত্রচিত্রনে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। মূলত একটি দেবোপম চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া নানা চরিত্রের ভীড় হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলে যতগুলি চরিত্র আছে আর কোনও মঙ্গল-কাব্যে ততগুলি চরিত্র নাই। এতগুলি চরিত্রকে নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী চিত্রিত করিতে কবির দক্ষতা অনস্বীকার্য। ঘনরামের কৃতিত্ব কেবল মূল চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে নহে, প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁহার কাব্যে

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন তাহার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও কথায় প্রত্যেকটি চরিত্রের আন্তর-পরিচয় নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে কালকেতুর বিবাহে উচ্চবর্ণসুলভ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা করিয়া চরিত্রটির পরিবেশে স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারেন নাই কিন্তু ঘনরাম লাউসেনের বিবাহে ব্রাহ্মণ্যশাসিত অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়া যেমন রাজোচিত পরিবেশ রচনা করিয়াছেন তেমনি কালুডোমের চরিত্রচিত্রনে কখনও তিনি উচ্চবর্ণসুলভ কর্মের পরিচয় বর্ণনা করেন নাই এবং উচ্চবর্ণসুলভ পরিবেশ আরোপ করেন নাই। রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণের বর্ণনা এবং গোলাহাট পালায় সুরিক্ষার রন্ধনের বর্ণনায় আয়োজনের পার্থক্য দেখিলে চরিত্র ও পরিবেশের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। মুকুন্দরামের কাব্যে কালকেতুর ধান্যগৃহে আত্ম-গোপন করার মধ্যে যে আদর্শ-চ্যুতি আছে তাহাতে সমগ্র চরিত্রের মহিমা চূর্ণ হইয়াছে। এই আদর্শ-চ্যুতির পরিচয় ঘনরামের কাব্যে নাই। দেবতার অনুগ্রহপুষ্ট চরিত্রে যেমন মহিমা অরোপ করা হইয়াছে, সাধারণ মানব-চরিত্রগুলির মধ্যে তেমনি কোন দেবত্বের মহিমা আরোপিত হয় নাই, স্বাভাবিক মানব-চরিত্র হিসাবে তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, সুখদুঃখ লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। রক্তমাংসের দেহ লইয়া তাহারা জীবন্ত হইয়াছে, গভীর বাস্তববোধে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কাব্যের নায়ক লাউসেন শাপভ্রষ্ট দেবতা। ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার-মানসে তিনি মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ধর্মঠাকুরের আশ্রিত এই চরিত্রটি দেবলোকের আবহে সৃষ্ট। মহাকাব্যের বীর-চরিত্রের মত আদর্শ ও মহিমার সমুন্নতি লাউসেন চরিত্রে দেখা যায়। একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যে চরিত্র সম্পূর্ণভাবে দেবতার অনুগ্রহে পুষ্ট, দেবতা যাহাকে সর্বদা সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেছেন, সে চরিত্রের মধ্যে মহিমা প্রকাশ বা বীরত্বের আদর্শ সৃষ্টির অবকাশ নাই। পৌরাণিক সাহিত্য এবং প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে দেখা যায় যে সকল বীর-চরিত্রই দেবতার অনুগ্রহে পুষ্ট। ঈশ্বরের অবতার স্বয়ং রামচন্দ্রকেও রাবণ বধ করিতে অকাল বোধন করিতে হইয়াছিল। কর্ণের প্রবল বীরত্বের মূলে ছিল তাঁহার সহজাত কবচকুণ্ডল। অর্জুন মহাবীর বলিয়া পরিচিত কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহার বিস্ময়কর দুর্বলতা, বৃহন্নলা-বেশে তাঁহার আত্মগোপন, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি তাঁহার অতিনির্ভরতা দেখা যায়। কৃষ্ণের আনুকূল্যে ও কৃষ্ণের সহায়তায় তিনি বীরত্বের কাজগুলি করিয়াছেন। বভ্রুবাহনের নিকট তিনি পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহার সকল শক্তির উৎস দেবপ্রদত্ত গাণ্ডীব-ধনু অধিকারে। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার একান্ত নির্ভরতা তাঁহার বীরত্বে যদি রেখাপাত না করিয়া থাকে তবে লাউসেনের ধর্মনির্ভরতা তাঁহার চরিত্রের মহিমাকে বিশেষ খর্ব করে নাই।

পৌরাণিক আখ্যান ও মহাকাব্যে দেখা যায় যতগুলি বীর-চরিত্র ও আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে সকলেই দেবতার অনুগ্রহ-পুষ্ট। ঈশ্বরের অবতারও দৈব শক্তির অনুপস্থিতিতে হতশ্রী হইয়াছেন ; লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ ও অপহৃতা সীতার সন্ধানে রামের অসহায় ব্যাকুলতা তাহা নির্দেশ করে।

লাউসেন ধর্মঠাকুরের অনুগ্রহপুষ্ট। তাঁহাকে ধর্মঠাকুর সকল প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু বিপদে পড়িবার পূর্বে তিনি কিছু করেন নাই। সেইখানে লাউসেনের চরিত্রের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধে ধর্মঠাকুর লাউসেনকে সহায়তা করিয়াছেন ইহাতে লাউসেনের মহিমা খর্ব হয় নাই, কারণ ইছাই ঘোষও মানবীয় শক্তি লইয়া যুদ্ধ করেন নাই, স্বয়ং দেবী পার্বতী তাঁহার পক্ষে ছিলেন। অর্জুনের বিপক্ষে কোন দেবতা ছিলেন না, তাহা সত্ত্বেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ব্যতীত যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। ইছাই ঘোষ ও সুরিক্ষা দেবীর আনুকূল্য পাইয়াছে, সেদিক্ দিয়া লাউসেনের নেপথ্য-প্রতিদ্বন্দ্বী দেবী পার্বতী। দেবতার বিরুদ্ধে দেবতার আনুকূল্য গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করিতে লাউসেনের চরিত্র-মহিমা একেবারে খর্ব হইয়া যায় নাই।

এই দৈব আনুকূল্যের কাহিনী বাদ দিলে লাউসেনের মধ্যে এক মানবীয় চরিত্রের বিকাশ দেখি। অকুতোভয় চরিত্র ও মহৎ আদর্শ তাঁহার চরিত্রকে মহিমান্বিত করিয়াছে। আখড়া পালায় দেবীর ছলনাকে তিনি জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। মোহকে তিনি জয় করিয়াছেন বলিয়া,

কানড়া বলেন যদি ভুলে গো তাপসী।
আখড়ায় কেন তবে দিয়ে এলে অসি॥

জামতি পালা ও গোলাহাট পালায় লাউসেনের মোহমুক্ত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সারঙ্গধল প্রভৃতি পাচজন মল্লের সহিত যুদ্ধে দৈব-আনুকূল্যের পরিচয় নাই। শত্রু অধিক হওয়াতে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে কিন্তু তিনি নিজস্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পিতামাতার প্রতি ভক্তি, ধর্মপথ

অবলম্বন, মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি আদর্শ মানবীয় গুণের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়া লাউসেনের চরিত্র মহিমান্বিত করিয়াছে। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইবার অনিচ্ছায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। লাউসেনের মধ্যে মানবীয় মহৎ গুণ এবং আদর্শের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ দেখা যায়। দেবতার অনুগ্রহপুষ্টরূপে পরিকল্পিত হইলেও তাঁহার মানবিক চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়াছে। বিশ্বাসের আন্তরিকতা, স্বচ্ছ ধর্মবোধ ও আদর্শের সমুন্নতির জন্য তাঁহার চরিত্রে মহাকাব্যের নায়কোচিত গুণের সমাবেশ হইয়াছে।

রঞ্জাবতী শাপভ্রষ্ট স্বর্গের অপ্সরা। কিন্তু শাপভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার পর তাঁহার দেবত্ব মুছিয়া গিয়া তিনিও রক্তমাংসের মানুষরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে শালেভর পালায় দেবতার অনুগ্রহ ব্যতীত আর কোন অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত কাহিনীর আরোপ হয় নাই। এক স্নেহশীলা, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সতত অধীর মাতারূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র বাস্তবরূপে চিত্রিত হইয়াছে। বিবাহের পরে স্বামীগৃহে আসিয়া পিত্রালয়ের প্রিয়জনের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছে। ভ্রাতার কুশল সংবাদ না পাইয়া তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন এবং জোর করিয়া কর্ণসেনকে গৌড়ে পাঠাইয়াছেন কিন্তু যখন শুনিলেন যে ভ্রাতা তাঁহাকে নিঃসন্তান বলিয়া গঞ্জনা দিয়াছেন তখনই তিনি বলিয়াছেন—

আজ হতে ও পথে আপনি দিনু কাঁটা।

তাঁহার মধ্যে এক পতিপরায়ণা নারীচরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া শালে ভর দিয়া দেবতাকে সন্তানরূপে পাইবার আশ্বাসেও কোন দৈবী অভিমান নাই।

লাউসেনের গৌড়যাত্রার আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া তিনি বিচ্ছেদবেদনায় অধীর হইয়াছেন, গৌড় যাইতে বারণ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

দুর্গম গৌড় যাবে আশা নাহি করি।
দেখ বাপু দাঁড়ায়ে অভাগী আগে মরি॥

মাতার আশঙ্কা-অধীর হৃদয় স্নেহে একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কোন উপায় নাই দেখিয়া পরিকল্পনা করিলেন—

চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।

ইহাতে এক শঙ্কাতুর মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। লাউসেন যুদ্ধে যাইবার সময় তাহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন, মাতার আশীর্বাদে তিনি

জয়লাভ অবশ্যই করিবেন বলিবেন। তখন রঞ্জাবতী তাঁহার একটি সাধের কথা লাউসেনকে বলিলেন—

কালি অতি শুভদিন গৌড়ে তুমি যাবে।
অভাগীর রন্ধন বাপু আজি কিছু খাবে॥

যাঁহার পুত্র পরদিন যুদ্ধে যাইবেন তিনি ত অভাগী। তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষায় মাতৃহৃদয়ের সকল সুধাধারা ক্ষরিত হইয়াছে। কবিও মাতৃহৃদয়ের এই অপরিমেয় বেদনাকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশেষণে প্রকাশ করিয়া তাঁহার অন্তরদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন—

কালিনী মায়ের প্রাণে যত ছিল মনে।
রন্ধন করিল রাণী পুত্র যাবে রণে॥

'কালিনী' এই একটি মাত্র শব্দের মধ্য দিয়া কবি মাতৃহৃদয়ে পুঞ্জীভূত অপরিমেয় বেদনাকে এক সংহত এবং তাৎপর্যময় রূপ দিয়াছেন।

শাপভ্রষ্ট দেবতার মাতা হইয়াও সারাজীবন তাঁহার দুঃখকষ্ট ও বেদনায় কাটিয়াছে। লাউসেন স্বর্গারোহণের সময় তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে কর্ণসেন যখন মর্ত্যে থাকিতেছেন তখন তিনি স্বামীকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গেও যাইতে চাহেন না,

রাণী বলে স্বতন্তরা কভু নহি আমি।
গয়া গঙ্গা বারাণসী স্বর্গপদ স্বামী॥
সে রাঙ্গা চরণ বিনে অন্যে নাহি মতি।
পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি॥

সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কোন দেবী-চরিত্রের মহিমা তাঁহার মানবীয় চরিত্রকে আচ্ছন্ন করে নাই। স্নেহশীলা মাতা ও পতিপরায়ণা নারীরূপে এক অনির্বচনীয় মহিমায় রঞ্জাবতী চরিত্র ভাস্বর।

কর্ণসেনের চরিত্র একজন সামন্তরাজের চরিত্র। গৌড়েশ্বরের আদেশ তিনি সব সময়েই মানিয়া চলিয়াছেন। ইহাই বোধ তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে। তিনি গৌড়েশ্বরের কৃপায় স্বীয় ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি দুর্বলচরিত্র নহেন। লাউসেনের গৌড়ে গমনে রঞ্জাবতীর আপত্তি আছে কিন্তু তাঁহার আপত্তি নাই কারণ,

পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার।

লাউসেনকে তাঁহার আদর্শ অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। লাউসেনের বিপদ্-সঙ্কুল যুদ্ধযাত্রায় তিনি বাধা দেন নাই, কেবল ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে গৌড়রাজের আদেশে লাউসেনের যুদ্ধযাত্রায় তিনি বাধা দিয়াছিলেন। ইছাই ঘোষ সংক্রান্ত পূর্বস্মৃতি তাঁহার মনে জাগরূক আছে। পুত্রস্নেহাতুর পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় তখন পাওয়া যায়।

গৌড়েশ্বর কিছুটা দুর্বলচরিত্র। এই চরিত্রের দ্বন্দ্ব কবি বিস্তারিত করেন নাই, কারণ গৌড়েশ্বরের চরিত্র লাউসেন ও মহামদের পারস্পরিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতার তীব্রতা ও লাউসেনের চরিত্র বিকাশে পটভূমিকা হিসাবে কাজ করিয়াছে। তিনি মহামদের অনুপস্থিতিতে এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়া যে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করিলেন, পরে তাহা অনিবার্যগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। গৌড়েশ্বরের চরিত্র রঙহীন ক্যানভাসের কাজ করিয়াছে বলিয়া মহামদ ও লাউসেনের দ্বন্দ্বের তীব্রতা নানা রঙে আলো ছায়ায় সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে। লাউসেনের প্রতি তিনি দুর্বল ও স্নেহশীল কিন্তু মন্ত্রী মহামদের পরামর্শ তাঁহাকে শুনিতে হয়। মহামদও এমন নিপুণ-ভাবে কাজ করিয়াছে যে মহামদকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া তাঁহার আর একটি দুবলতা ছিল, তিনি তাহা নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন—

অন্য যে পাত্তর হত পেত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব ॥

এই দুর্বলতা সত্ত্বেও গৌড়রাজ একেবারে ব্যক্তিত্বহীন ছিলেন না। মহামদের অত্যাচারে গৌড়ের দুর্দশা উপস্থিত হইলে তিনি মহামদকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মহামদের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন অনেক সময় কিন্তু তাঁহার নিপুণ কথাবার্তায় পরে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। একটি ঘটনায় তাঁহার চরিত্রটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে। লাউসেন যখন অশেষ বিক্রম-সহকারে রাজার পাটহস্তী বধ করিলেন তখন লাউসেনের বিক্রমে তিনি তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়াছেন, লাউসেনের বিক্রম দেখিয়া তিনি আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বেদনা বোধ করিয়াছেন,

হরিষ বিষাদে রাজা ভাল ভাল বলে।
করীর উদ্বেগে অগ্নি অন্তরে উথলে ॥

ভালমন্দ মিশাইয়া গৌড়রাজের চরিত্রও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের বিপরীত ভূমিকায় সর্বাপেক্ষা সক্রিয় চরিত্র মহামদের। লাউসেনের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্ব এবং সুপরিকল্পিত চক্রান্ত লাউসেনের মহিমা-প্রকাশে ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছে। মহামদ এক একটি করিয়া চক্রান্ত করিয়াছেন আর লাউসেন সেই বিপদ্ হইতে ধর্মঠাকুরের সহায়তায় উদ্ধার লাভ করিয়া ধর্মঠাকুরের মহিমা কীর্তিত করিয়াছেন। মহামদের সুপরিকল্পিত কাজকর্ম তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের নির্দেশক। মহামদ-চরিত্র চিত্রনে ধর্মমঙ্গলকারগণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। মুকুন্দরামের যেমন ভাঁড়ুদত্ত, মহামদ সেইরূপ ধর্মমঙ্গলের 'ভিলেন' চরিত্র। ভাঁড়ুদত্তের সহিত অবশ্য মহামদের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য আছে। ভাঁড়ুদত্ত কালকেতুর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে এবং ভাঁড়ুদত্ত কালকেতু-চরিত্রের মহিমা-বিকাশে অথবা চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-প্রকাশে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু মহামদ লাউসেনের জন্মের পূর্ব হইতেই সুপরিকল্পিতভাবে চিত্রিত, লাউসেনের স্বর্গারোহণ পর্যন্ত মহামদের কর্মস্রোত অব্যাহত রহিয়াছে। মহামদই ধর্মমঙ্গলের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই ধর্মমঙ্গলের দ্বন্দ্ব এবং ঘটনাসংঘাত অনিবার্যবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। রামায়ণের রাবণ-চরিত্র এবং মহাভারতের দুর্যোধন-চরিত্রের সহিত মহামদ-চরিত্রের তুলনা করা যাইতে পারে। রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই রামের মহিমা প্রকাশ; শত্রু যতই পরাক্রান্ত হইয়াছে মহিমাও তত উত্তুঙ্গ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং দুর্যোধনের সহিত বিরোধেই পাণ্ডবদের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা ধর্মপথে আছেন তাঁহাদের পার্থিব নানা দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে, পরে জয়ী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তেমনি লাউসেনও পার্থিব সুখভোগ করিবার অবকাশ পান নাই, মহামদের চক্রান্তে তাঁহাকে বিপদের পর বিপদে পর্যুদস্ত হইতে হইয়াছে; শত্রুকে একেবারে জয় করিবার পরে তিনিও স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তবে পৌরাণিক মহাকাব্যে দেবতার অবতার এবং দেবতার অংশস্বরূপ ব্যক্তি কোন আপত্তি না করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের কাব্যের নায়ক পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে বেদনাবোধ করিয়াছেন।

মহামদের লাউসেনের বিরুদ্ধে ক্রোধ একেবারে অযৌক্তিক নহে। তাঁহার ক্ষোভ হইতে ক্রোধের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাকে না জানাইয়া বৃদ্ধ বরের সহিত প্রাণাধিক ভগিনীর বিবাহ তিনি সমর্থন করেন নাই। তিনি যখন শুনিলেন যে রাজাই এই বিবাহ দিয়াছেন, তিনি সোজা প্রশ্ন করিলেন—

রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা জেতের সে কে।

কিন্তু তখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। রাজার তিনি মন্ত্রী, ক্রুদ্ধ হইলেও করিবার কিছু নাই। তাঁহার ক্রোধ গিয়া পড়িল রঞ্জাবতীর উপর,

প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হতে মলো।

এই ক্রোধ অনেক ক্ষোভ ও বেদনা হইতে উদ্ভূত। ইহার পর তিনি কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীকে সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি রঞ্জাবতীকে অপুত্রক বলিয়া গঞ্জনা দিয়াছেন। যখন রঞ্জাবতী কঠোর সাধনা করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছেন তখন সেই পুত্রকে বধ করিবার জন্য মহামদ অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। লাউসেন যতই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, মহামদের আক্রোশ ততই বাড়িয়া গিয়াছে। এইস্থানে এই দ্বন্দ্বের আরম্ভ এবং কাব্যও দ্রুতগতিতে নানা ঘটনা-প্রবাহ ও সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কর্ণসেনের প্রতি আক্রোশে তিনি বলিয়াছেন—

দৈবকী হইলা রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥

শ্রীমদ্ভাগবতের কংস-চরিত্রের প্রভাব মহামদ-চরিত্রে আসিয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিকল্পনাও কৃষ্ণকে বিনাশ করিতে কংসের পরিকল্পনার অনুরূপ।

রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে।

শিশু লাউসেনকে চুরি করিবার জন্য ইন্দ্রজাল কোটালকে নিয়োগ করিয়া, মল্ল সারঙ্গধলকে ময়না যাইবার অনুমতি দিয়া তিনি ব্যবস্থা করিলেন কিন্তু লাউসেন ধর্মঠাকুরের কৃপায় রক্ষা পাইলেন। তাঁহার ক্রোধের আর একটি কারণ দেবীপ্রদত্ত অসির ফলায় তাঁহার বিকৃত চিত্র অঙ্কন। একে এই অপমান তারপর অনুমানে বুঝিলেন ভাগিনা দুইটি, সুতরাং চোর অপবাদে তাঁহাদের বিনাশ করিতে মনস্থ করিলেন। কামদল-বধের কাহিনী শুনিয়া গৌড়রাজের পাটহস্তী বধ করিতে বলিলেন, হস্তীকে বধ করিলে নয়ানীর পুত্রের অনুকরণে পুনরুজ্জীবিত করিতে বলিলেন, কিন্তু লাউসেনকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তাঁহার অত্যাচারে গৌড়ে দুর্দশা উপস্থিত হইলে রাজা কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,

ঝিন্তুকে আঁচড়ে অঙ্গ খেতে চায় ঘি।
লোক বড় নাবড় আমার দোষ কি॥

তাঁহার দিক্ দিয়া অন্তত কৈফিয়তের যুক্তিটি চমৎকার। লাউসেনকে বিপাকে ফেলিবার জন্য, পার্বতী যাহার রক্ষক সেই কামরূপরাজের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন,

কর্ণসেনের প্রবল শত্রু ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন, লাউসেনের অবর্তমানে ময়না ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিলেন এবং একেবারে অসম্ভব কাজ, পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় করিতে পাঠাইলেন। হরিহর বাইতিকে ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলিলেন। এইভাবে সমস্ত কাজকর্মের পরিকল্পনা তিনি সুপরিকল্পিতভাবে করিয়াছেন। এইসব নিষ্ঠুরতা ও ক্রূরতার মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কোথাও পরাজিত হন নাই। শেষ পর্যন্ত নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। মহামদ-চরিত্রের এই কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার অন্তরালেও এক সংগুপ্ত স্নেহধারার পরিচয় পাই। কামরূপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমেই,

রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে।

প্রিয় ভগিনী রঞ্জাবতীর বিবাহ হয় নাই, বৃদ্ধ পিতামাতা আছেন, গৌড়রাজের আদেশে বাহিরে গিয়াও তিনি স্বস্তি পান নাই। পিতামাতার প্রতি তাঁহার কর্তব্যবোধ এবং ভগিনীর প্রতি তাঁহার স্নেহশীলতা ও মমত্ববোধ তাঁহার চরিত্রকে মধুর করিয়াছে। তাঁহার সকল নিষ্ঠুর চক্রান্তের মূলে আছে ভগিনী-স্নেহ, যে ভগিনী তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এদিক্ দিয়া মহামদ পাঠকের সহানুভূতি প্রত্যাশা করেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতারও মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা আছে।

ইছাই ঘোষের চরিত্রে দ্বন্দ্ব কিছুই নাই। সে প্রথমেই কর্ণসেনকে দমন করিয়া দেবীর সহায়তায় নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। পরে লাউসেন যখন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন তখন দেবীর সহায়তায় সে প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু দেবগণের চক্রান্তে দেবী প্রবঞ্চিত হইলে লাউসেনের হস্তে তাহার মৃত্যু হয়। দেবীর আনুকূল্যে প্রবলপরাক্রান্ত ইছাই ঘোষের পতনের পশ্চাদ্-ভূমিতে যৌক্তিকতা আছে। জাম্বাল-শিখর ও কামদলের ন্যায় তাহার ধ্বংসের বীজ তাহার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। জাম্বাল-শিখর ও কামদল ক্ষমতামত্ত হইয়া আরাধ্য দেবতার অপমান করাতে তাহাদের বিনাশ হইয়াছিল; সেইরূপ ইছাই দেবীর আনুকূল্য পাইলেও দেবীর প্রতি তাহার সন্দেহ জাগিয়াছিল এবং তাহাতেই তাহার পতন হইল। এইরূপ চরিত্রচিত্রনে কবির বাস্তবানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের প্রধান কৃতিত্ব চরিত্রের বাস্তব চিত্রণে। সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশানৈরাশ্য, আদর্শবোধ এবং পার্থিব ভোগের প্রতি অনুরাগ; সব

মিলিয়া তাহার স্বষ্ট চরিত্রগুলি বাস্তব মানব-চরিত্ররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঘন-রামের কৃতিত্ব, তিনি চরিত্রগুলিকে নিজস্ব জগতে এবং পরিমণ্ডলে রাখিয়াছেন, অহেতুক আদর্শবোধের মহিমা কীর্তনে গগনচারী করেন নাই। কালুডোমের চরিত্র একটি উজ্জ্বল চরিত্র। হস্তী বধ করিয়া গৌড় হইতে ফিরিবার পথে রমতিতে কালুডোমের সহিত লাউসেনের দেখা হয়। প্রথম দর্শনে দেখিলেন—

যমের কিঙ্কর যেন ডোমের নন্দন।
কাল মোটা লোম গোঁফ ঘোর দরশন॥

তাহারা তের ঘর ছিল, রাজার আদেশে তাহারা লাউসেনের সঙ্গে চলিল। নিজ জাতিকর্মের অনুরূপ বস্তু-সকল সে লইয়াছিল,

কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতা ছাতি॥
পাত বেত বোসা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
কুক্কুট পায়রা হাঁসে সাজিল বাজরা॥

তাহারা রমতিতে নিজ জাতি-ব্যবসা করিয়া স্বাধীনভাবেই কাল কাটাইত,

বৃত্তি বেচে খাই হে চাকর নই কার।

বিভিন্ন যুদ্ধে তাহার বীরত্ব তাহার চরিত্রকে বিকশিত করিয়াছে। তাহার এই বীরত্ব অপ্রাকৃত ও অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী নহে। দুর্জয় কামরূপ দেখিয়া তাহারও বুক কাঁপিয়াছে পরে সাহসে ভর করিয়া সে অগ্রসর হইয়াছে ও কামরূপ-যুদ্ধে জয়ী হইয়া কামরূপরাজকে বন্দী করিয়াছে। ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে তাহার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লাউসেনকে মানা করিয়া সে নিজেই ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া বলিতেছে—

নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যদি কি কাজ কুঠার॥

কালুডোমের প্রবল বীরত্বের মধ্যেও একটি চারিত্রিক দুর্বলতা ছিল, তাহা তাহার পানাসক্তি। কানড়ার বিবাহ পালায় কালুকে জব্দ করিবার যুক্তি দেবী দিতেছেন যে দ্বারের নিকট সিদ্ধি ও সুরা রাখিতে হইবে। কালুও

ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি পিয়ে পোস্ত মদ।
ভাজাভুজা পেয়ে বলে পেনু ইন্দ্রপদ॥

এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে জাগরণ পালায়। সে হনুমানের স্বপ্নাদেশ পাইয়া পুরী রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লখাইকে

ডাকিয়া প্রস্তত হইতে বলিয়াছে। লখাই অধিক সন্তানবতী হওয়ার জন্য এই যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিতে কালু তাহাকে গঞ্জনা দিয়াছে যে,

বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে বিপদে নয় সঙ্গ ॥

এই গঞ্জনা শুনিয়া লখাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়াছে। কালু লখাইকে ময়নার ভার দিয়া দেবীকে আরাধনার জন্য প্রস্তত হইয়া সুরা সংগ্রহ করিতে শুঁড়ীর বাড়ী গিয়াছে। নিদ্রিত শুঁড়ী নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে মদ দিয়াছে। তাহারা দেবীকে আরাধনা করিয়া পুলকিতচিত্তে মদ খাইয়াছে। দেবী কুপিত হইয়া কালুকে অভিশাপ দিয়াছেন। কালুর একটু দুর্বলতা তাহার পতন সন্নিকট করিয়াছে। লখাইয়ের চেষ্টায় তাহার ঘোর কাটিলে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হইয়াছে।

রাজা নাই দেশে বলে কে করে প্রতাপ।
একাই অযুত আছে সাথা সুথার বাপ ॥

কিন্তু দেবীর অভিশাপ তাহাকে পরে আচ্ছন্ন করিয়াছে। যুদ্ধ করিতে লখাইয়ের অনুরোধে সে বলিল,

কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।

ইহা কিন্তু তাহার সাময়িক ভ্রান্তি। তাহার চরিত্রের একটি দুর্বলতা ও দেবীর অভিশাপে তাহার এই ভ্রান্তি হইয়াছে। চক্রান্ত করিয়া তের ডোমকে বধ করিবার পর লখাইয়ের কথায় কালু পুনরায় নিজের চেতনা পাইয়াছে এবং যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তত হইয়াছে। মহামদের সৈন্যগণ এ কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছে। কালুর মাথা আনিলে পুরস্কৃত করা হইবে শুনিয়াও কেহ অগ্রসর হয় নাই। কালুর বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা কাম্বা ডোম বলিল যে শক্তিতে আনা যাইবে না, ছলনা করিয়া আনিতে হইবে। সেইরূপ চক্রান্ত করিয়া সে কালুকে দিয়া সত্য করাইয়াছে যে কালুর নিকটে সে যাহা চাহিবে, কালু তাহাকে তাহাই দিবে। কালু শপথ করিবার পর কাম্বাডোম কালুকে নিজের মাথা কাটিয়া দিতে বলিয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত প্রার্থনায় কালু বিচলিত হইলে কাম্বা তাহাকে সত্য রক্ষার নানা উদাহরণ দিয়াছে। কিন্তু সেই-সব উদাহরণের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কালুর বিবেক সচেতন

ছিল। সত্যরক্ষা না করিলে তাহার ফল যদি লাউসেনকে আঘাত করে তবে কালু তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। কাম্বাকে সে বলিতেছে—

কি করিব কোথা হতে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়॥
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন॥

লাউসেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়, নিজের মস্তকের বিনিময়ে সে সত্য রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে লাউসেনের প্রতি তাহার অবিচল নিষ্ঠা প্রমাণিত হয়। কালুর সাময়িক ভ্রান্তিকে পাঠক ক্ষমা করিতে পারেন।

কালুর বীরত্ব এবং দুর্বলতায় তাহার চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়াছে। লাউসেন স্বর্গারোহণের সময় কালুকে ডাকিলে সে মাংস মদ ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে সম্মত হইলনা। সুধাভোগের প্রলোভন দেখাইতে

কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত।

স্বর্গের সুখভোগ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীকে ভালবাসিয়া একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষরূপে সে উপস্থিত হয়।

ধর্মমঙ্গলের বৈশিষ্ট্য নারীচরিত্র চিত্রনে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ধর্মমঙ্গল ব্যতীত আর কোথাও নারীচরিত্রের এমন মহৎ বিকাশ ঘটে নাই। এই নারীচরিত্রগুলি কেবল স্নেহশীলা মাতা, পতিপ্রাণা রমণী রূপে পারিবারিক আদর্শে অঙ্কিত হয় নাই, শৌর্যে, বীর্যে, চরিত্রের দার্ঢ্যে মহৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্নরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই দুই বিপরীত মানসিক কোটিতে নারীচরিত্রগুলি বিকশিত হইয়াছে। একদিকে যেমন অতি সাধারণ হইয়া বিশেষত্বহীন হয় নাই অন্যদিকে তেমনি অলৌকিক আদর্শের আরোপে অপ্রাকৃত কল্পনাশ্রয়ী হয় নাই। বাস্তব পরিবেশে চরিত্রগুলি বিধৃত; বাস্তব পরিবেশেই চরিত্রগুলি বিকাশ-লাভ করিয়াছে।

কলিঙ্গা এবং কানড়া পতিপরায়ণা নারীরূপে চিত্রিত, কিন্তু লাউসেনের অবর্তমানে মহামদের আক্রমণে তাঁহারা বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কানড়ার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় দরিদ্র বেগারীদের নিকট হইতে গৌড়রাজের পরিচয় গ্রহণে। রঞ্জাবতী যখন লাউসেনকে ঢেকুর যাইতে বাধা দিতে

পারিলেন না তখন তিনি পুত্রবধূদের বলিলেন লাউসেনকে ঘরে রাখিতে। সেই সঙ্কটে সকল পুত্রবধূ যখন লজ্জিত হইল তখন কলিঙ্গা রঞ্জাবতীর আকুলতা উপলব্ধি করিলেন এবং,

বড় তাপে দুঃখের সাগরে কন ভাসি।
হেসোনা বিপত্তে বুন হাসি সর্বনাশী ॥

সুবিবেচনা, ধৈর্য ও স্থিরমতিত্ব কলিঙ্গা ও কানড়া-চরিত্রের ভূষণ। তাঁহারা পতিগতপ্রাণা এবং বীরাঙ্গনা। যখন এই দুই চিত্তবৃত্তির মধ্যে বিরোধ আসিয়াছে কবি সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। কানড়া যখন লাউসেনের নিকট আত্মনিবেদন করিলেন, লাউসেন তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কারণ গৌড়রাজ কানড়াকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন। কানড়া বলিলেন তাহাতে দোষ নাই কারণ,

মনে মনে কে না তবে ইন্দ্র হতে চায়।

লাউসেন যখন তাঁহার বীরত্বের পরিচয় জানিতে চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজধানে।
হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে ॥

তখন কানড়ার

কোপে বিধুবদন ঈষৎ হল কালো।

লাউসেনের প্রতি তাঁহার অবিচল প্রেম ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও লাউসেন শক্তির প্রতি কটাক্ষ করিতে কানড়া লাউসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মরি যে তোমার হাতে মোক্ষফল পাব।
হানি যে তোমার শির সহমৃতা হব ॥

অবিচল প্রেম ও নিষ্ঠা, পারিবারিক জীবনের প্রতি মমত্ববোধ এবং বীরত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তা মিলিয়া কলিঙ্গা ও কানড়া-চরিত্র বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

ধর্মমঙ্গলে লখাই-চরিত্র একটি মহৎ সৃষ্টি। এই বীরাঙ্গনার মধ্যে নিষ্ঠা, স্নেহশীলতা, কর্তব্যবোধ, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং অসাধারণ ধৈর্য ও বিবেচনাবোধের সমবায়ের জন্য বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র মহিমান্বিত চরিত্র রূপে লখাই স্মরণীয়। লখাইর পরিচয় দিতে গিয়া কালু লাউসেনকে বলিতেছে—

গৃহিনী সনকা লখে সমরসিংহিনী।

তাহারা লাউসেনের কথায় ময়নায় আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। লাউসেন যখন রাজার আদেশে পশ্চিম উদয় দিতে হাকন্দে চলিলেন তখন তিনি কালু ও লখাইকে ময়নার ভার দিয়া গেলেন।

জীবন ভূষণ ধন জাতি কুল প্রাণ।
সখার জননী গো তোমায় সম্প্রদান॥

অন্নদাতা লাউসেনের এই আদেশ লখাই যথাসাধ্য পালন করিয়াছে। তাহার বিবেচনা, কর্তব্যবোধ ও আনুগত্যবোধে সকল প্রকার বিপদ্ ও দুর্যোগের মধ্যে অবিচল থাকিয়া সে কর্তব্য পালন করিয়াছে। কালুর যে দুর্বলতা ছিল, কিছুটা হঠকারিতা ছিল লখাইয়ের মধ্যে তাহা নাই। পূর্বাপর বিবেচনা ও অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠায় সে কাজ করিয়াছে। ইন্দ্রজাল কোটাল নিদ্রা-মন্ত্রে পুরীর সকলকে নিদ্রিত করিলে হনুমান্ কালুকে স্বপ্ন দিলেন সচেতন থাকিবার জন্য। কালু লখাইকে সেই স্বপ্নের কথা বলিয়া লখাইকে ময়নার ভার দিল। লখাই তাহার নিজের দুর্বলতা বলিয়া এই গুরুদায়িত্ব পালনে কিছুটা অক্ষমতা জ্ঞাপন করিল। কালু বলিল—

তোর যত বল বুদ্ধি মোরে নাই হারা।

কিন্তু লখাই বলিল তাহার বাল্যকালের শক্তি এখন আর নাই।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সে গুরু দায়িত্ব পালন করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছে কিন্তু কালু তাহাকে গঞ্জনা দিতে সে তেরটি সন্তানের জননী হইয়াও নিজের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। কালু বলিতে বাধ্য হইয়াছে—

শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা।

কালু যখন মদ খাইয়া তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছে তখন লখাই মতি স্থির রাখিয়া কাজ করিয়াছে। মহামদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে,

বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম॥

নিজেকে বীরাঙ্গনা না বলিয়া বলিয়াছে বীরের বনিতা, এই উক্তিটিতেই তাহার চরিত্র উদ্ভাসিত হয়। মহামদ যখন লখাইকে নানা প্রলোভন দেখাইয়াছে, সে মহামদকে বলিয়াছে—

ডোম হল আপন ভাগিনা হল পর।
এই বুদ্ধে এত কাল রাজার পাত্তর॥

মহামদকে এত তীব্র গঞ্জনা আর কেহ দেয় নাই। প্রলোভনে যখন লখাই বিচলিত হইল না তখন মহামদ তাহাকে গঞ্জনা দিয়াছে তাহার জাতি উল্লেখ করিয়া। লখাই বলিয়াছে 'জাতি বৃত্তি ভূষণ আমার'। মহামদ যখন বিক্রম প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

দণ্ডে লণ্ডভণ্ড হবি ছত্রদণ্ড ছেড়ে।

লখাই মহামদকে সুকঠিন দিব্য দিয়াছে যদি মহামদ শক্তিতে জিতিতে না পারেন তবে

জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস।

এবং বলিয়াছে

ঘাস হেন বাসি পাত্র তোর পারা বাদী।

লখাইয়ের কথায় মহামদ তাহাকে গালাগালি করিতে লখাই তাঁহাকে চরম কথা বলিয়াছে। তাহাতে একদিকে লখাই, অন্যদিকে মহামদের চরিত্র সংহতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,

জাতি রাঢ় আমি রে করমে রাঢ় তুঁ।

এই একটি কথায় লখাইয়ের চরিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। লখাইয়ের বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন সকলে নিদ্রামন্ত্রে নিদ্রিত সে কাহাকেও জাগাইল না, কারণ

সুখবাসী সকলে শুনিলে দিবে ধাই।
সহর বিগাড় হলে বাড়িবে বালাই॥

সে একাই রণসজ্জা করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া কালুকে জাগাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কালু জাগিল না তখন সে চড় মারিয়া কালুর ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বামীকে আঘাত করা উচিত নহে অথচ বিপদ্ সম্মুখে সুতরাং

বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমরা থাক সাক্ষী।
চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী॥

কালু তারপর যুদ্ধে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার এই কর্তব্যবোধ-হীনতায় লখাই তাহাকে কঠোর গঞ্জনা দিয়াছে। পূর্বে তাহাদের কি অবস্থা ছিল, এখন লাউসেন তাহাদের কি উপকার করিয়াছেন, তাহা তুলনা করিয়া কালুর এই ব্যবহারে লখাই মর্মাহত হইয়া বলিয়াছে—

মাটির পাথর ভাঁড় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর।
তখন তেমন দশা এবে লক্ষেশ্বর॥
কখন চিনিতে তৈল তামাকু তাম্বুল॥
লখে কোন না জানে নাথের আন্তমূল॥

*　　*　　*

বলাও দলুইরাজ কাণে দোলে মতি।
তখন পরিতে টেনা এবে পট্টধুতি॥
ভূমে হাঁটু পাড়ি পূর্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর॥

*　　*　　*

বেজার হয়েছ বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি॥

*　　*　　*

কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার॥

এত গঞ্জনা ও উপদেশেও কালু যুদ্ধে যাইতে সম্মত হইল না। লখাই সাকাকে বলিল যুদ্ধে যাইতে। তাহার অসম্মতি শুনিয়া লখাই বলিল—

মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি॥

কিন্তু কেবল অলৌকিক বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রকাশে লখাই অবাস্তব নহে। পুত্রকে কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিতে যুদ্ধে পাঠাইয়াছে কিন্তু পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া লখাই শোকব্যাকুল হইয়াছে।

বাছা কোথা আমার আমার দুলালিয়া।
মড়ামাথা নিয়া কাঁদে মুখে মুখ দিয়া॥

আবার আত্মসংবরণ করিয়া সে অন্য পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছে। তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া

হাহাকার করে লখে কান্দে উভরায়।

তাহার প্রবল পরাক্রম এবং শক্তিমত্তার মধ্যেও মাতৃহৃদয়ের স্নেহধারা উচ্ছ্বসিত ছিল। পুত্রশোকব্যাকুল লখাইয়ের বিদীর্ণ অন্তরের এই হাহাকার তাহার এক স্নেহশীল মাতৃহৃদয়ের পরিচয় বহন করে।

কাম্বাডোম যখন কালুকে ছলনা করিয়াছে তখন কালু তাহাকে বিশ্বাস করিলেও লখাই তাহাকে বিশ্বাস করে নাই। কালুর মৃত্যুতে সে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছে বটে কিন্তু যখন সকলেই হাহাকার ও বিলাপ করিতেছিল তখন তাহার মধ্যেও লখাইয়ের মনে হইল এই হাহাকার শুনিলে শত্রুপক্ষের মনোবল বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং সেই শোকের মধ্যেও সে কর্তব্যবোধ অবিচল রাখিয়াছে। সে নিজেই

সবারে প্রবোধ করে কি কারণে কাঁদ।
যে কিছু হবার হল সবে বুক বান্ধ॥

এবং
সবে মেলি সংপ্রতিক চিন্তহ উপায়।
সংহারি সেনের শত্রু দেশ রক্ষা পায়॥

পাতিব্রত্য ও স্নেহশীলতা, তীক্ষ্ণ বিবেচনাবোধ, দুর্জয় সাহস, অমিত বিক্রম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অনমনীয় দৃঢ়তা, অবিচলিত কর্তব্যবোধ এবং অসাধারণ ধৈর্য লখাই-চরিত্রে অসামান্য মর্যাদা দান করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে লখাই-চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল।

ঘনরামের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি, প্রখর বাস্তববোধ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় অপ্রধান চরিত্র চিত্রণের কুশলতায়। (মহৎ ঔপন্যাসিক-সুলভ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার তিনি অধিকারী। দুই-একটি ঘটনায়, দুই-একটি উক্তিতে তিনি এক-একটি চরিত্রকে পাঠকের নিকট জীবন্তভাবে উপস্থিত করিয়াছেন।) প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া উপস্থিত হয়। মহৎ শিল্পবোধ এবং জীবনের প্রতি মমত্ববোধের সহিত বাস্তবচেতনা, পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি মিলিয়াছে বলিয়া ঘনরাম মহান্ শিল্পী।))

কানড়ার দাসী ধুমসীর রসিকতাবোধ ও বীরত্ব, সাধা-সুখার দুর্বলতা ও বীরত্ব, সাখা যুদ্ধে যাইতে অসম্মত হইলে তাহার পত্নী ময়ূরার চরিত্রের দৃঢ়ত্বের পরিচয়, দরিদ্র বেগারীদের আপ্যায়ন করিলে তাহাদের বলি হইবার ভয়, কারণ তাহারা কখনও কাহারও নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পায় নাই; এই-সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় তাহাদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কর্পূরের শাস্ত্রজ্ঞান ও কাপুরুষতা তাহার চরিত্রকে প্রাণবন্ত করিয়াছে। লখাই যখন সনকাকে ডাকিল তখন সনকা সতীনের প্রতি তাহার মনোভাবের যে পরিচয় দিয়াছে তাহাতে বহুবিবাহপ্রথা-প্রচলিত সমাজের বধূ-জীবনের করুণ কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে,

মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া।
দাসীতে যোগায় পান গালে গোটা গুয়া ॥

দুই সতীনের পারিবারিক অবস্থার পার্থক্যের ইহার অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ভট্ট গঙ্গাধরের চরিত্রটিও অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত। তাহার অর্থলোভও মিথ্যার বেসাতি লইয়া সে জীবন্ত চরিত্ররূপে সৃষ্ট হইয়াছে। বিচিত্র চরিত্রের এই মিছিল ধর্মমঙ্গল-কাব্যে নিপুণভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

ঘনরামের আর একটি কৃতিত্ব জনতা-চরিত্র-চিত্রণে। যখনই দেশে কোন দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছে, যুদ্ধশেষে সৈনিকগণ পলায়ন করিয়াছে, কোন অনুষ্ঠান দেখিতে জনতার সৃষ্টি হইয়াছে তখনকার সেই জনতাকে ঘনরাম নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। জনতা তাঁহার কাব্যে একাকার ভীড়ে পর্যবসিত হয় নাই। প্রত্যেকটি ব্যক্তি তাহার মনস্তাত্ত্বিক দিক্ হইতে অঙ্কিত হইয়া স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। ঘনরামের গভীর বাস্তববোধের পরিচয় জনতা-চরিত্র-চিত্রণে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ঘনরাম এই কৃতিত্বে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

কানড়ার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া ভাটকে সিমুলা পাঠাইলে কানড়া ভাটকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিলেন। তখন মহামদের প্ররোচনায় গৌড়-রাজ সসৈন্যে বিবাহ করিতে সিমুলা আসিলেন। সিমুলাধিপতি হরিপাল ভীত হইয়া পলাইয়া গেলেন। তখনকার জনতার কার্যকলাপের বর্ণনা ঘনরাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়াছেন।

সহরের লোক হল সব হুল থুল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥
ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে নাটী খুঁড়ে।
সভয় সকল লোক ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥
মেষ গরু অজা অবধি কেহ করে বৈ।
কেহ বলে তুরুক লস্কর এল ঐ ॥
যত শুনি তত নয় কেহ কেহ কয়।
কেহ কহে রাজাকে প্রজার নাহি ভয় ॥
কেহ কহে ওসব উদ্বেগ ভাব মিছা।
কেহ কহে করে রাজা কানড়ার পিছা ॥
কেহ কহে কি জানি কপালে আছে কি।
কেহ কহে কাল হৈল হরিপালের ঝি ॥

সন্তাপে সিমুলা ভাসে সোতের সিঁউলি।
কানড়া কুমারী কান্দে ভাবিয়া বাসুলী॥

অঘোর-বাদল পালায় বন্যার বর্ণনা বাস্তবানুগ।

থানা নদী খাল বিল ডহর কি ডাঙ্গা।
যোল ক্রোশে কত সেতু স্রোতে গেছে ভাঙ্গা॥
কুল কুল শব্দে বান কত দিকে ছুটে।
তরল তরঙ্গ তায় কত রঙ্গ উঠে॥
মার্জ্জার মূষিক শিবা শশক শার্দ্দূল।
গলাগলি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুল॥
ফণির ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডুক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক॥

সহরে ইন্দ্রজাল কোটাল নিদ্রা-মন্ত্র দিতে সকলে নিদ্রিত হইয়াছে। নিদ্রামগ্ন সকলের চিত্রটি ঘনরাম কয়েকটি রেখায় জীবন্ত করিয়াছেন।

দেখিল সকল লোক অচেতন ঘুমে।
কেহ খাট পালঙ্ক শয্যায় কেহ ভূমে॥
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাঁদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ॥

* * *
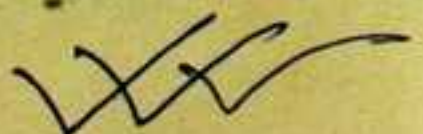
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথ-মণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায়॥
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন।
বাঁ হাতে পাঁজের গোছা ডানি হাতে কাটী।
কাটুনী পড়েছে ঢুলে লেগেছে নিদাটী॥

* * *

এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপা ফুল গা।
স্তনব নাগরী কিবা ছেলেপিলের মা॥
গর্ব্বিত ভরম ভয় সব গেছে দূর।
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর॥

* * *

নিদ্রা যায় দোকানী দোকান নাহি তুলে।
ঘোর ঘুমে তাঁত-গাড়ে তাঁতী পড়ে ঢুলে॥

হরিহর বাইতিকে শাস্তি দিবার সময় জনতার সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায়,

কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই।
কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই॥

যুদ্ধশেষে সৈনিকগণের আক্ষেপ যুদ্ধবর্ণনার আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবি

ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে। ইহার পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ধর্মমঙ্গল-কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যদিও সকল কবির সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই, তথাপি ধর্মমঙ্গল-কাব্যধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া অনুমান করা হয়। বিভিন্ন ধর্মমঙ্গলকার ময়ূরভট্টের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গলের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ময়ূরভট্ট-বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ সম্পাদনা করিয়াছেন। ময়ূরভট্টের অস্তিত্বের সাক্ষী হিসাবে এই গ্রন্থখানি ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু ময়ূরভট্টের বলিয়া পরিচিত এই পুথির প্রামাণিকতা স্বীকার করা যায় না। এই অর্বাচীন পুথিটি তথাকথিত আদি কবির রচনা হইতে পারে না এবং উক্ত পুথিটি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা[১] বলিয়া স্বীকৃত। ধর্মমঙ্গলের কবি হিসাবে ময়ূরভট্টের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইবার কারণ আছে। কিন্তু ময়ূরভট্টের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ময়ূরভট্ট 'সূর্যশতক' রচনা করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে কুষ্ঠরোগ হইতে সুস্থ হইবার জন্য তিনি একশতটি শ্লোকে সূর্যবন্দনা করেন এবং সূর্য তাহাকে নিরাময় করেন। এই ময়ূরভট্টকে ধর্মমঙ্গলে উল্লিখিত ময়ূরভট্ট বলিয়া মনে করা হয়।[২]

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। খণ্ডিত পুথি যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত ধর্মদাসের রচনা মিশ্রিত আছে। শ্রীশ্যাম পণ্ডিতকে প্রাচীনতর ধর্মমঙ্গলের কবি হিসাবে অনুমান করা হয়। বর্ধমান সাহিত্য সভায় এবং বিশ্বভারতী পুথিশালায়[৩] শ্রীশ্যামপণ্ডিতের পুথি আছে। তাঁহার কাব্যের নাম নিরঞ্জনমঙ্গল।

নিরঞ্জনমঙ্গলের অপূর্ব্ব ভারতি।
শ্রীশ্যামপণ্ডিত রচে পায়্যা অনুমতি ॥
নিরঞ্জনমঙ্গল শুনহ সর্ব্বজন।
শ্রীশ্যামপণ্ডিতে কহে দুর্গত অধম ॥[৪]

---

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ২য় সং, পৃ ৫০৫

২ ঐ

৩ পুথিসংখ্যা ১৮৮, ৪০৮। ৪ পুথিপরিচয়—শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, প্রথম খণ্ড, পৃ ৯৬

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের কাব্যে প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। লাউসেনের আত্ম-পরিচয়ে বল্লাল সেনের নাম দিয়া কবি লাউসেনকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য স্বচ্ছন্দগতি এবং কাহিনী-বর্ণনায় নাটকীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

খেলারাম চক্রবর্তীর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শ্রীহারাধন দত্ত হুগলী জেলায় বদনগঞ্জের নিকট শ্যামবাজার গ্রামে দলুরায় ধর্মঠাকুরের পূজারী জেলে পণ্ডিতদের গৃহে খেলারামের পুথি দেখিয়া জন্মভূমি পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২) 'গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধে যে উদ্ধৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে খেলারামের কাব্যের পরিচয় জানিতে পারা যায়। তাহাতে খেলারামের কাব্যের যে রচনাকাল পাওয়া যায় তাহা সন্দেহের অতীত নহে। তাঁহার কাব্যের সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া গেলেও প্রাচীনতর কবিদিগের মধ্যে তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

ধর্মদাসের পুথি এবং শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের পুথি মিশ্রিতভাবে পাওয়া গেলেও ধর্মদাস শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের উপাধি নহে। ধর্মদাস একজন স্বতন্ত্র কবি। বিশ্বভারতী পুথিশালায় ধর্মদাসের পুথি[১] আছে। তাঁহার কাব্যের নাম নিরঞ্জনমঙ্গল।

নিরঞ্জনমঙ্গল শুনহ সর্ব্বজন।
রচিল ধর্ম্মের দাস সেবি নিরঞ্জন॥
নিরঞ্জনের মঙ্গল লোক শুন কুতুহলে।
সোমঘোষ জেন জায় ত্রিহট্টনগরে॥

তাঁহার কাব্যে বিস্তৃত সৃষ্টিবর্ণনা আছে। এই বর্ণনার সহিত ঘনরামের বর্ণনার পার্থক্য আছে। ঘনরাম প্রধানত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়াছেন। ধর্মদাস মধুকৈটভ-বধ, দেবাসুরের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। দেবীর মহিমা বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

নিরঞ্জনমঙ্গলে চণ্ডির ইতিহাস।
সোম ঘোষে কহিলা মিশ্র চণ্ডিদাস॥

ধর্মদাসের কাব্যে বাস্তব বর্ণনা এবং প্রাঞ্জলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

রামদাস আদকের কাব্য মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু এই পুথির প্রামাণিকতা

---

১ পুথিসংখ্যা ১৮৯, ৪০৮

সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।[১] রামদাস আদকের কোন কোন পুথিতে কবির আত্মপরিচয় আছে। তাহাতে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আত্মপরিচয়ে খাজনার দায়ে কবির দুঃখ এবং পরে শুভ লক্ষণ দেখিয়া ধর্মঠাকুরের আবির্ভাবের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল-কাব্য উল্লেখযোগ্য তাঁহার রচনার সরসতা এবং প্রাঞ্জলতার জন্য। কবির আত্মকাহিনীতে বৈচিত্র্য আছে। ধর্মঠাকুর তখনও সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারায় ধর্মঠাকুর-বন্দনা হীনকার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সীতারাম সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

নম ধর্ম্মঠাকুর অধর্ম্ম কর দূর।
আমার কপাল-দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
কিরূপ তোমার দয়া বুঝা নাঞ্চি গেল।
তুমি কি করিবে মোর কপালে আছিল ॥

কবি তাঁহার আত্মবিবরণ এবং কাব্যরচনার প্রেরণার পটভূমিতে ধর্মঠাকুরের নির্দেশের বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্য-রচনার প্রাক্কালে কবির অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে,

বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর।
মনে ইচ্ছা নাই হয় যাই নিজ ঘর ॥
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম।
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম ॥

কবির চিত্ত স্থির হইলে তিনি 'চল্লিশ দিবসে' কাব্য-রচনা সমাপ্ত করিলেন।

দুয়াতি কলম মোরে দিল আনাইয়া।
আনন্দেতে পুথি সব লিখিনু বসিয়া ॥
থাপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে।
আঙ্গঢেকুর হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম দুদিনে ॥
বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে।
যেবা মনে করি ভাষা লিখি অনায়াসে ॥

---

১ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ ১৮

সীতারাম দাসের কাব্যে একটি রসোজ্জ্বল কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে তাঁহার কাব্যকে অনাগুমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি মল্লরাজ গোপালসিংহের রাজত্বকালে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে গোপালসিংহের সকৃতজ্ঞ উল্লেখ পাওয়া যায়। কাহিনী-বর্ণনায় প্রাঞ্জলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নরসিংহ বসুর ধর্মমঙ্গলে কবির আত্মকাহিনীতে ঐতিহাসিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্মঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার নির্দেশে ধর্মমঙ্গল-রচনার ইতিবৃত্ত কবি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হৃদয়রাম সাউ-রচিত ধর্মমঙ্গলের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। অন্যান্য ধর্মমঙ্গলকারগণের মত তিনি কাব্যরচনার রীতি রক্ষা করিয়াছেন।

প্রভুরাম মুখুজ্জের ধর্মমঙ্গলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার কাব্যে স্থানীয় এবং উড়িষ্যা-সীমান্তের অনেক ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন কবির দিগ্‌বন্দনাগুলিতে বিভিন্ন স্থানের ধর্মঠাকুরের উল্লেখে ধর্মপূজার ভৌগোলিক বিস্তৃতি জানিতে পারা যায়। প্রভুরাম মুখুজ্জের কাব্যেও এই বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির আত্মকাহিনী এবং কাব্যরচনায় ধর্মঠাকুরের নির্দেশের কাহিনী পাওয়া যায়।

শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি একটি ক্ষুদ্র ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যকে তিনি অনাদিমঙ্গল নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিধিরাম গাঙ্গুলিও কবিচন্দ্র ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার কাব্যকে অনাদিমঙ্গল নামে অভিহিত করিয়াছেন। উভয়ের কাব্যই ক্ষুদ্র এবং বৈশিষ্ট্যবর্জিত।

গোবিন্দরাম বাঁড়ুজ্জের ধর্মমঙ্গল-কাব্যের খণ্ডিত অংশ পাওয়া গিয়াছে। রামনারায়ণের ধর্মমঙ্গলের ইছাই-বধ পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রমণি দাসের ভনিতায়[১] ধর্মমঙ্গলের অংশ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে ধর্মমঙ্গলকার অনুমান না করিয়া ধর্মমঙ্গলের গায়ক[২] হিসাবে অনুমান করা হয়।

---

১ বিশ্বভারতী পুথিসংখ্যা ১৯১, ১৯৩

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ডক্টর সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৭২২-৭২৩

রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে বাস্তব সামাজিক চিত্র পাওয়া যায়। ইহাতে তৎকালীন ইতিহাসের একটি সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায়। কবির আত্মকাহিনীটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তাহাতে তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনা-করুণ চিত্র পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের গোলাহাট পালা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনেক কবি এই পালাটি রচনা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ রায় এবং রাজীবের গোলাহাট পালার সন্ধান পাওয়া যায়।

ধর্মমঙ্গলের তিনজন কবির সম্পূর্ণ কাব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিন জন কবির কাব্যও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কাব্যধারায় এই তিনজন কবি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা হইলেন সপ্তদশ শতকের রূপরাম চক্রবর্তী এবং অষ্টাদশ শতকের ঘনরাম চক্রবর্তী ও মানিকরাম গাঙ্গুলি। তাঁহাদের কাব্যে কাহিনীগত পার্থক্য কিছু কিছু দেখা যায় কিন্তু মূল কাহিনীর বর্ণনা, নাটকীয়তা এবং কবিত্বশক্তির জন্ত তাঁহারা ধর্মমঙ্গল-কাব্যধারায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল-রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ১৫৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার কাব্য বিশেষ জনপ্রিয় এবং প্রচলিত ছিল। তাঁহার রচিত কাব্যের বহু পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার কাব্যের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে।[১]

রূপরাম কাব্য-রচনার প্রারম্ভে গণেশ-বন্দনা, ধর্ম-বন্দনা, ঠাকুরাণী-বন্দনা, চৈতন্ত-বন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা এবং বিপ্র-বন্দনা করিয়াছেন। ঘনরাম গণেশ-বন্দনা, ধর্মের বন্দনা, শক্তির বন্দনা, সরস্বতীর বন্দনা, লক্ষ্মীর বন্দনা এবং যোগাত্মার বন্দনা করিয়াছেন। ঘনরামের কাব্যে দিগ্‌বন্দনা নাই কিন্তু রূপরামের কাব্যে বিস্তৃত দিগ্‌বন্দনা পাওয়া যায়। দিগ্‌বন্দনাতে কবি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করিয়াছেন। তাহাতে দেবদেবীগণের অবস্থানের একটা ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের কাব্যে আত্মকাহিনী পাওয়া যায় নাই। রূপরাম তাঁহার কাব্যে বিস্তৃতভাবে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই আত্মকাহিনীতে কবির

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—শ্রীসুকুমার সেন এবং শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীসুনন্দা সেন সম্পাদিত ২য় সং, এপিক পাবলিশার্স

ঔপন্যাসিক-সুলভ বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত রসোজ্জ্বল কবিচেতনা মিশ্রিত হইয়াছে। তাহা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তৎকালীন বাঙ্গালী-জীবনের পারিবারিক ইতিহাসের এক অধ্যায় ইহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পারিবারিক কারণে গৃহত্যাগ, গুরুর নিকট পাঠগ্রহণ এবং নবদ্বীপ-যাত্রাপথে ধর্মঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার নির্দেশে কাব্যরচনার কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

স্থাপনা পালায় সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী এবং ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার করিবার জন্য দেবসভার নর্তকীর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্তে আগমনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। রূপরাম এবং ঘনরামের কাহিনী প্রায় অনুরূপ। সৃষ্টির আদিকালে সর্বব্যাপী এক নাস্তিত্বের মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থান, তাঁহার নাসিকা হইতে উলুকের সৃষ্টি, প্রকৃতি নারায়ণীর আবির্ভাব, বিধাতা, শঙ্কর এবং বিষ্ণুর জন্ম, তাঁহাদের সাধনা, দেব মায়াধরের মৃতদেহরূপে ছলনা প্রভৃতি কাহিনী রূপরাম এবং ঘনরামের কাব্যে অনুরূপ। বরাহরূপ ধারণ করিয়া পাতাল ও পৃথিবীর সৃষ্টি, সুমেরু পর্বত, স্বর্গ এবং দেবগণের সৃষ্টি-কাহিনী পর্যন্ত উভয়ের কাব্যে অনুরূপ। তাহার পর রূপরাম পৃথিবীতে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের ব্যবস্থার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ঘনরাম শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহার পর মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। রূপরামের কাব্যে শাপভ্রষ্ট অপ্সরীর নাম জাম্বুবতী কিন্তু ঘনরামের কাব্যে অম্বুবতী।

ঢেকুর পালায় সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষের দেবীর বরে দুর্জয় হইবার কাহিনী এবং কর্ণসেনের লাঞ্ছনার কাহিনী উভয় কবির কাব্যেই অনুরূপ। গৌড়েশ্বর কর্তৃক ছলনা করিয়া মহামদকে কামরূপ পাঠাইয়া কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ-দান, মহামদ কর্তৃক অপুত্রক বলিয়া কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর লাঞ্ছনা, পুত্রলাভার্থে রঞ্জাবতীর সাধনা, হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী প্রভৃতিও উভয় কবির কাব্যে প্রায় অনুরূপ। শালে ভর, লাউসেনের জন্ম, মহামদ কর্তৃক লাউসেনকে চুরির চেষ্টা, দেবী পার্বতী কর্তৃক আখড়া ঘরে লাউসেনকে ছলনা এবং জিতেন্দ্রিয় লাউসেনের দেবীর বরলাভ এবং অস্ত্রপ্রাপ্তি প্রভৃতি কাহিনী রূপরাম এবং ঘনরামের কাব্যে প্রায় অনুরূপ।

রূপরামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য সরসতা এবং প্রাঞ্জলতা। অলঙ্কার-বাহুল্যে তাঁহার কাব্য ভারাক্রান্ত হয় নাই, বর্ণনার বাহুল্যও উহাতে নাই। স্নিগ্ধ

রসোজ্জ্বল কবি-দৃষ্টি এবং সংবেদনশীল হৃদয়ের স্পর্শ তাঁহার কাব্যে মাধুর্য সঞ্চার করিয়াছে।

মানিকরাম গাঙ্গুলি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলকারগণের মধ্যে ঘনরামের পরেই মানিকরামের স্থান নির্দেশ করা যায়। মানিকরামের সম্পূর্ণ পুথি মুদ্রিত[১] হইয়াছে।

বন্দনা পালায় মানিকরাম নিরঞ্জনের বন্দনা, গণেশের বন্দনা, দুর্গার বন্দনা, গৌরাঙ্গ-বন্দনা, শিবঠাকুরের বন্দনা, ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন। মানিকরামের কাব্যে দিগ্‌বন্দনা আছে। রূপরামের কাব্যে যে-সকল দেব-দেবীর উল্লেখ আছে, মানিকরামের কাব্যের সহিত তাঁহাদের বিশেষ মিল নাই। মানিকরামের দিগ্‌বন্দনাতেও বিভিন্ন দেবদেবীর অবস্থানের একটা ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায়।

মানিকরামের কাব্যে বিস্তৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায়। ইহাতে ছদ্মবেশী ধর্মঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ, তাঁহার নির্দেশে কাব্যরচনায় অস্বীকৃতি এবং পরে কাব্যরচনা ইত্যাদি কাহিনী আছে। এই কাহিনী গতানুগতিক হইলেও মানিকরামের বর্ণনা অন্তরঙ্গতায় এবং ব্যক্তিগত আবেগের স্পর্শে স্নিগ্ধ এবং উপভোগ্য।

মানিকরামের কাব্যে সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী রূপরামের কাহিনীর অনুরূপ। ঘনরামের কাব্যে সৃষ্টিপত্তনের যে বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা রূপরাম এবং মানিকরামের কাব্যে নাই। কাহিনী-বয়নে ঘনরামের সহিত মানিকরামের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ধর্মঠাকুরের পুজা করিলে অপুত্রকও যে পুত্রলাভ করিতে পারে সে কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া ঘনরামের কাব্যে আছে যে রঞ্জাবতী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান বলিয়াছিলেন কিন্তু মানিকরামের কাব্যে আছে যে সামুলা রঞ্জাবতীকে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বলিয়াছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিচারিকা হাড়িনী রাজাকে অপুত্রক বলিয়া ধিক্কার দিলে রাজার মনস্তাপ হয় এবং তিনি রাণীসহ বল্লুকার তীরে গমন করিলেন। সেখানে মার্কণ্ডেয় মুনির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। মুনির

---

১ মানিকরাম গাঙ্গুলি-বিরচিত ধর্মমঙ্গল, শ্রীবিজিতকুমার দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত

নির্দেশমত তাঁহারা বল্লুকার তীরে ধর্মঠাকুরের পুজা করিলেন এবং চন্দ্রবাণ নির্মাণ করিয়া ঝাঁপ দিলেন। কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ধর্মঠাকুর পুত্রবর দিলেন। শক্রধর লেট্টা শাপভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

রঞ্জাবতীর শালে ভর, লাউসেনের জন্ম, মহামদ কর্তৃক লাউসেন-হরণের চেষ্টা, আখড়ায় পার্বতীর ছলনা, লাউসেনের দেবীর বর ও অস্ত্রপ্রাপ্তি, বাঘজন্মের কাহিনী এবং কামদল-বধ, কুম্ভীর-বধ, জামতি ও গোলাহাটের কাহিনী, কামরূপ-যুদ্ধ, মহামদের চক্রান্ত, লাউসেনের নবখণ্ড-সাধনা প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনায় মানিকরাম ঘনরামকে অনুসরণ করিয়াছেন। মানিকরামের কাহিনী এবং ঘনরামের কাহিনী একই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন অলঙ্কার-প্রয়োগে এবং ঘটনার বিবৃতিতে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

বিবাহের ও অন্যান্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা, রাজসভার বর্ণনা, যুদ্ধের আয়োজন, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বর্ণনায় এবং রাজ্যে অনাচারের বর্ণনায় ঘনরামের কাহিনী এবং মাণিকরামের কাহিনী একই ধারায় রচিত।

রূপরাম, ঘনরাম এবং মানিকরামের কাব্য রামায়ণ, মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতির পৌরাণিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। উপমা, রূপক অথবা অনুরূপ ঘটনার বর্ণনায় তাঁহারা প্রায়ই পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচিত চরিত্রগুলিও যেন রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের অনুরূপ। লাউসেন ও কর্পূর যেন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ অথবা কৃষ্ণ-বলরাম, কোথাও বা লবকুশ। মহামদ ও লাউসেন যেন কংস ও শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণসেন যেন দশরথ এবং রঞ্জাবতী কৌশল্যা। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে হনুমানের কীর্তিকলাপ রামায়ণের অনুরূপ। নানা পৌরাণিক মহাকাব্যের উল্লেখে তাঁহাদের কাব্যে একদিকে যেমন মহাকাব্যের পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে অপরদিকে তেমনি কাব্যকে উচ্চগ্রামে বাঁধিবার সহায়তা করিয়াছে ; ইহাতে মহাকাব্যের আবহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ধর্মঠাকুরের রূপ ও ধর্মপূজা

॥ ১ ॥

ঘনরামের কাব্যে যে কাহিনী পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে লাউসেন ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য এবং পূজা প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ধর্মপূজার উদ্ভব করেন নাই, বহুপূর্বেই ধর্মপূজার উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মপুরাণ এবং ধর্মপূজা-সংক্রান্ত পুথিগুলিতে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ এবং ধর্মপূজা-পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই কাহিনীগুলি, ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী এবং ধর্মমঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত কাহিনীগুলির মধ্যে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ এবং পরিচয় পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় নানা বিশ্বাস এবং সংস্কার, বিভিন্ন দেবতা এবং অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, বিচিত্র ভাবনা ও কল্পনার সমন্বয়ে এবং মানস-ইতিহাসের বিবর্তনে ধর্মঠাকুরের মিশ্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীতে দেখা যায় সৃষ্টির আদিকালে যখন চারিদিক্ অনস্তিত্বের অন্ধকার 'ধুন্ধুকার ময়' ছিল, রবিশশী, দিনরাত্রি, অস্তিত্ব-চেতনা কিছুই ছিল না তখন এক সর্বব্যাপী চেতনারূপে এক চেতনাময় সত্তা ছিলেন। তিনিই বিশ্বসৃষ্টি করিলেন। এই বিশ্বাসের মূল পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে সৃষ্টি-উপক্রম প্রসঙ্গে। নাস্তিত্বের মধ্যে এক সর্বব্যাপী চেতন সত্তা আচ্ছন্ন ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি-কামনায় এই বিশ্বের সৃষ্টি হইল। তিনি আদ্যাদেবীর সহিত মিলিত হইলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতা সৃষ্ট হইলেন। ধর্মঠাকুরই সৃষ্টির পরম কারণ। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর হইতে ভিন্ন। কিন্তু দেখা যায় পরে ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় এই তিন দেবতা এবং অন্যান্য অনেক বৈদিক দেবতা একাত্ম হইয়া গিয়াছেন।

ধর্মঠাকুরের যে মৌলিক রূপ তাহাতে দেখা যায় তিনি নিরঞ্জন, নিরাকার, শূন্যমূর্তি। নিরাকার ধর্মঠাকুরের সহিত বিভিন্ন দেবতা একাত্ম হইলে তাঁহাদের রূপ এবং গুণ ধর্মঠাকুরের উপর আরোপিত হইয়াছে।

ধর্মঠাকুরের সহিত যমের যোগ আছে। যমকে মহাভারতে বলা হইয়াছে ধর্মরাজ ; ধর্মঠাকুরও ধর্মরাজ। ধর্মঠাকুর ও মনসার সম্পর্কে ঋগ্‌বেদের যম-যমীর

প্রভাব আছে।[১] ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীতে আদ্যাদেবীর সহিত ধর্মঠাকুরের মিলনে তিন সন্তানের জন্মের কাহিনী ঋগ্‌বেদে নাই, তবে সৃষ্টি-বাসনায় কামের (১০।১২৯।৪) উল্লেখ আছে। ধর্ম ও বটগাছের সম্পর্কের অনুরূপ সূত্র পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদে (১০।১৩৫।১) যম এবং পত্রবহুল বৃক্ষের উল্লেখে।[২] ঋগ্‌বেদে যম প্রথম মৃত্যুবরণ করিয়া দেবতাদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন।[৩])

সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীতে দেখা যায় ধর্মঠাকুর মৃতদেহ রূপ ধারণ করিয়া ত্রিদেবকে ছলনা করিতে আসিলেন কিন্তু শিবকে ছলনা করিতে পারিলেন না। শিব বুঝিলেন যে সৃষ্টি যেখানে হয় নাই সেখানে মৃতদেহ থাকিতে পারে না। ধর্ম-ঠাকুরের সহিত মৃত্যুর সম্পর্ক দেখা যায়। ধর্মের সহিত যমের সম্পর্ক প্রসঙ্গে ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত আলোচনা[৪] করিয়াছেন।

ধর্মঠাকুরের সহিত বরুণের সম্পর্ক আছে। দেবতাদের মধ্যে যম এবং বরুণকে রাজা বলা হইয়াছে। পরলোক-পথিককে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে "স্বধায় মত্ত রাজা দুজন যম আর বরুণকে তুমি দেখতে পাবে।"[৫]

উভা রাজানা স্বধয়া মদন্তা
যমং পশ্যসি বরুণং চ দেবম্‌ ॥ ১০।১৪।৭

ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় যম এবং বরুণ আত্মগোপন করিয়া আছেন। ধর্ম-মঙ্গলের কাহিনীতে হরিশ্চন্দ্র রাজা ধর্মঠাকুরের আরাধনা করিয়া লুহিশ্চন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনী কর্তৃক প্রভাবিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণের মাহাত্ম্য-কাহিনীরূপে হরিশ্চন্দ্র রাজার কাহিনী পাওয়া যায়। অপুত্রক হরিশ্চন্দ্র বরুণের বরে রোহিতাশ্ব নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি পুত্রকে বলি দিয়া বরুণের পূজা করিবেন, কিন্তু স্নেহান্ধ পিতা তাহা না করায় বরুণ রুষ্ট হইলেন। নিরুদ্দিষ্ট রোহিতাশ্বকে না পাইয়া হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেপকে বলি

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (২য় সং), ভূমিকা, পৃ ১-২
২ ঐ পৃ ২
৩ ঐ পৃ ৩
৪ Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature —Dr. Sashi Bhusan Dasgupta, 1946, P. 311
৫ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ২

দিতে আনিলেন। বলিদানের পূর্বমুহূর্তে শুনঃশেপ কাতর হইয়া বরুণের স্তব করিলেন। বরুণ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। বরুণের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই কাহিনী এবং ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে ধর্মঠাকুর ও হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী প্রায় অভিন্ন। ধর্মঠাকুরের পূজাতেও বলি দিতে হয়। সাদা ছাগল বলি দেওয়া হয়। ছাগলের এক পায়ে বেড়ি দিয়া তাহাকে কিছুদিন পুষিয়া রাখা হয়। তাহাকে বলা হয় লুয়ে। ডক্টর সুকুমার সেন লুয়ে শব্দটি রোহিতাশ্ব শব্দের পরিণতি বলিয়া মনে করেন।[১]

ধর্মঠাকুর ধর্মরাজ; তাঁহার উপাধি রায়। বরুণও বেদে অধিরাজ অর্থাৎ সম্রাট্। ধর্মের গৃহভরণ-অনুষ্ঠানে যাঁহারা অংশগ্রহণ করেন এবং উল্লিখিত হন তাঁহারা রাজসভার পদিক।[২] ধর্মঠাকুরের যেমন সাংজাত হয় বৈদিক যুগে বরুণেরও তেমনি সাংজাত হইত। মৈত্রায়ণী-সংহিতায় (২।৫।৬) তাহার উল্লেখ আছে।[২] সেখানে লুয়ে ছাগলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ধর্মের গাজনের দাদূড়-ঘাটা পর্ব জলোৎসবের ন্যায়। বরুণের সহিত সম্পর্কের ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। অঘোরবাদল পালায় জলাধিপতি বরুণের স্বরূপের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মপূজায় ভক্তাগণ যে ধর্ম ঘট অনুষ্ঠান করেন তাহার সহিত বারুণীর সম্পর্ক আছে। ধর্ম ঠাকুর ও বরুণের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "বরুণের মত ধর্মেরও ঘর। দু-দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণের নামান্তর 'ধবল', ধর্ম নিরঞ্জন। বরুণের শ্বেত নির্ণিক, ধর্মের ধবল বসন। বরুণ মায়াবী, 'ধর্মের বিষয় আর কহনে না যায়'।"[৩] ঘরভরা অবথা গৃহভরণ-অনুষ্ঠান পুত্রেষ্টি যজ্ঞবিশেষ। বরুণও যেমন পুত্রদান করেন ধর্মের নিকট মানসিক করিলেও তেমনি পুত্রলাভ হয়। ধর্মপূজায় ছাগ-বলিতে বরুণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ওঁ পাশ ত্বং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণদৈবতঃ।
অতস্ত্বাং পূজয়ামী (মি)হ শুভশা (সা)ন্তিপ্রদো ভব ॥[৪]

বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সহিতও ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক আছে। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ৫

২ ঐ পৃ ৬

৩ ঐ পৃ ১০

৪ ধর্মপূজা-বিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩২৩, পৃ ১৭০

ধর্মঠাকুর এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অনেক সময় অভিন্নতার উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া আত্মহত্যা করিলে ধর্মঠাকুর তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে রঞ্জাবতীর নিকট আসিলে রঞ্জাবতী বলিলেন,

দেখি যদি চতুর্ভুজে তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল ভক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥
বৈকুণ্ঠ নিবাসী বেশ হল ব্রহ্ম ত্রিলোকেশ
দেবতা সকলে করে স্তুতি।

পশ্চিম-উদয় পালায় লাউসেনের নিকটেও ধর্মঠাকুর

বৈকুণ্ঠ নিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে ॥

লাউসেন ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিলেন,

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম্ম ॥
পুর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তুমি বিশ্বরাজ।
দুরারাধ্য তোমার চরণ সরসিজ ॥

(ধর্মঠাকুরের স্তবে বলা হইতেছে যে তিনিই বিষ ও বহ্নি হইতে এবং জলে ও শৈলে প্রহ্লাদকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, হিরণ্যকশিপু বধ করিয়াছিলেন, ভক্ত ধ্রুবের প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন, তপ্ত তৈলে সুধন্বাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।)

রামচন্দ্রের সহিতও ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক দেখা যায়।[১] রামচন্দ্র ধর্মঠাকুরেরই অবতার। ধর্মমঙ্গলে উলুক এবং হনুমান্ অভিন্ন। ধর্মঠাকুর লাউসেনকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন—

তোমা বই বিপদে বান্ধব নাই আন।
রাম অবতারে তার পেয়েছি প্রমাণ ॥

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ১৩

সমুদ্র লঙ্ঘিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
স্বর্ণপুরী লঙ্কারে করিলে ছারখার॥
সিন্ধুবন্ধ করি ধন্ধ দশস্কন্ধে দিলে।
লক্ষ্মণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে॥

ধর্মঠাকুর ত্রেতাযুগে রাম-অবতারে জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণ বধ করিয়াছিলেন। তিনিই কৃষ্ণরূপে দ্বাপর যুগে তাঁহার লীলা প্রকটিত করিয়াছিলন।

মহাদেবের সহিতও ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক আছে। ধর্মের গাজনের নামান্তর দেউল-পূজা বা দেহারা-পূজা। কোথাও কোথাও শিবের চড়ক-অনুষ্ঠানে দেল-পূজা বা দেউল-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের গাজন-অনুষ্ঠান ও শিবের গাজন-অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল আছে। বাংলায় নাথপন্থী যোগীদের কোন কোন অনুষ্ঠানে ধর্মপূজার কিছু কিছু প্রক্রিয়া গৃহীত হইয়াছিল।[১] শিবের গাজনে ধর্মমঙ্গলপাঠ কোন কোন স্থানে অবশ্য করণীয়রূপে গৃহীত। দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনে দেবতার অনুগ্রহ লাভ শিবের গাজনে যেমন পাওয়া যায় ধর্মের পূজা অনুষ্ঠানেও সেইরূপ পাওয়া যায়। 'শিবের নীল-নীলাবতীর সঙ্গে ধর্মের নীল-অনিলের এবং অথর্ববেদের ব্রাত্যসূক্তাবলীর নীল-লোহিতের ও মাতরিশ্বা-পবমানের তুলনা করা যায়।"[২] শিব এবং ধর্মের অভিন্নতার পরিকল্পনাও দেখা যায়।[৩]

স্থাপন ডাকে ধর্মঠাকুরকে যখন ডাকা হয়,

কৈলাস ছাড়িয়া গোসাঞি করহ গমন।

তখন ধর্মরাজ অনন্ত শয়নে স্বপ্নে সেই ডাক শুনিলেন এবং

ত্রস্ত উঠিলা গোসাঞি দেব মায়াধর।
উলুক বাহনে আল্যা গম্ভিরা ভিতর॥

ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার সহিত অভিন্ন এবং কূর্মের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আছে। ধর্মঠাকুর পক্ষিবাহন এবং ধবল অশ্বযুক্ত রথারূঢ়। কূর্ম সূর্যদেবতার প্রতীক। কূর্ম ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপীঠ। তিনি উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক এবং শুভ্রবর্ণ। তাঁহার প্রতীক শ্বেতবর্ণ। তিনি রুষ্ট হইলে ধবল রোগ হয়।

---

১ Obscure Religious Cults—Dr. Shashi Bhushan Dasgupta, 1946 P. 342

২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা,

৩ Obscure Religious Cults, P321

তাঁহাকে আরাধনা করিলে ধবল হইতে মুক্তি হয়। ধর্ম-পূজায় শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। শ্বেতবর্ণ চূর্ণ দিয়া ধর্মশিলা অনেক সময় আবৃত থাকে। শিবের গুণও শ্বেতবর্ণ।[১] ধর্মঠাকুরের স্তবে দেখা যায়,

ওঁ শ্বেতবর্ণ শ্বেতমালং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং।
শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তু তে ॥[২]

ধর্মঠাকুরের সহিত কূর্মের সম্পর্ক ও তাঁহার স্তবে দেখা যায়,

ওঁ উলুকবাহনং ধর্ম্মং দেবং তেজোময়াত্মকং।
ইদানীং কূর্ম্মপৃষ্ঠে তু দিব্যরূপ নমোস্তু তে ॥[৩]

ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি; সূর্যের ধ্যানেও বলা হইয়াছে,

নিরালম্ব রথে মার্গে শূন্যমূর্ত্তিঃ দিবাকরং।[৪]

ধর্মঠাকুরের মত সূর্যেরও এই গুণগুলি আছে,

অন্ধং কুষ্ঠং হরেত্তস্য দারিদ্রং হরতে ধ্রুবং।[৫]

ধর্মঠাকুরের ধ্যানে বলা হইতেছে সূর্য এবং ধর্ম অভিন্ন,

শূন্যমার্গে স্থিতং (তে) নিতং শূন্যদেবদিবাকরং।
তমহং ভজামি শ্রীধর্ম্মায় নমঃ ॥[৬]

ধর্মঠাকুরই যে কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ধ্যানে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কচ্ছপরূপধরং মহিং মনোহরং নির্লেপং নিরঞ্জনং
শ্রীধর্ম্মায় নমঃ ॥[৭]

মন্ত্রে বলা হইতেছে,

শ্রীধর্ম্মায় নমঃ। কূর্ম্মবাহনায় নমঃ। উলুক-বাহনায় নমঃ।
ধবল খচরায় নম।[৮]

---

১ Obscure Religious Cults—Dr. Shashi Bhushan Dasgupta, 1946, P 346

২ ধর্মপূজা-বিধান—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, পৃ ৮৭

৩ ঐ পৃ ৮৮

৪ ঐ পৃ ৫১

৫ ঐ পৃ ৫৩

৬ ঐ পৃ ৮৯

৭ ঐ পৃ ৯০

৮ ঐ পৃ ৯৪

ধর্মঠাকুরের সহিত কূর্মের যেমন যোগ আছে, সূর্য-দেবতার সহিতও কূর্মের তেমনি সম্পর্ক আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে সূর্য ও কূর্ম ।অভিন্ন। অনাবৃষ্টিতে ধর্মপূজা করিলে বৃষ্টি হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে অনাবৃষ্টিতে কূর্ম-পূজার বিধি আছে।[১]

ধর্ম এবং সূর্য যে অভিন্ন[২] ঘনরামের কাব্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরকে ধ্যান করিয়া ও উদ্দেশ করিয়া শালে ভর দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে

স্ত্রী হত্যার পাপ যায় সূর্য্যে গরাসিতে।

ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে শালে ভর দিবার অব্যবহিত পূর্বে রঞ্জাবতী অর্ঘ্য দিলেন,

সূর্য্য অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি ॥
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য কর গ্রহণ ঠাকুর দিবাকর ॥
এত বলি অর্ঘ্য দিতে ধায় ঊর্দ্ধ পথে।
জবা জল ফুল যেয়ে পড়ে সূর্য্য রথে ॥

সূর্যপূজাই কালক্রমে ধর্মপূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে, অবশ্য অন্যান্য অনেক দেবতার গুণ তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছে। সূর্যের প্রতীক যেমন কূর্ম তেমনি ধর্মের পাদপীঠ কূর্ম এবং কখনও প্রতীক।

সূর্য এবং ধর্মঠাকুর অভিন্ন হইলেও ধর্মমঙ্গলে কোথাও কোথাও সূর্য এবং ধর্মঠাকুর ভিন্ন দেবতারূপে চিত্রিত হইয়াছেন। গোলাহাট পালায় ধর্মঠাকুরের আদেশে এবং হনুমানের নির্দেশে সূর্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। শিব এবং বিষ্ণু ধর্মের সহিত পরিকল্পনার দিক্ হইতে অভিন্ন হইলেও সৃষ্টিপত্তন পালায় দেখা যায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব ধর্মঠাকুরের পুত্র। এই-সব কাহিনীকে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সামগ্রিক পরিকল্পনার দিক্ দিয়া এই ভাবনা পরস্পর বিরোধী নহে।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ১১

২ Obscure Religious Cults—Dr. Shashi Bhusan Dasgupta, 1946, P. 337

ধর্মঠাকুরের মূল পরিকল্পনা এই যে তিনি বিশ্ববীজ, বিশ্বের কারণ এবং সৃষ্টির পূর্বেকার এক চেতনাময় সত্তা। সেই নির্বিকার, শূন্যময়, নির্গুণ, অনাদি, অনন্ত এবং অসীম চেতনাময় সত্তা কোনও বিশেষ গুণ বা বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ অথবা সীমিত নহেন। তাঁহার তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজ এবং তমগুণের বিকাশ তিন দেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। যখন তিনি গুণের দ্বারা সীমিত হইলেন তখন এই পৃথক সত্তার আবির্ভাব হইল। পরবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি সকলই হইয়াছে তাঁহার লীলার প্রকাশ। আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টির দেবতা বরুণ এবং মৃত্যুর দেবতা যম প্রভৃতি সকল দেবতাই তাঁহার সীমিত গুণের প্রকাশ। এই সীমিত গুণের জন্য তিনি সেই গুণময় সত্তা হইতে পৃথক্ আবার তাঁহারই গুণের প্রকাশ বলিয়া তিনি সেই গুণময় সত্তা হইতে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ অসীম, সর্বব্যাপী পূর্ণব্রহ্ম অথচ সীমিত পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে তাঁহার প্রকাশ পার্থিব বৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন। পরম ব্রহ্ম তাঁহার লীলার দ্বারা সৃষ্ট সত্তা হইতে অভিন্ন এবং ভিন্ন দুইই। দেবতাগণ ধর্মঠাকুরের লীলার দ্বারা সৃষ্ট। তিনি মূল চেতনার দিক্ দিয়া সকল দেবতার সহিত অভিন্ন কিন্তু গুণগত প্রকাশে তিনি দেবতাগণ হইতে ভিন্ন। ধর্মঠাকুরের এই বিচিত্র প্রকাশে মূলগতভাবে কোনও বিরোধ নাই।

ধর্মঠাকুরের যে রূপ ধর্মমঙ্গল-কাব্যগুলিতে এবং ধর্মপূজার পুথিগুলিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ-পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির দেবতা-পরিমণ্ডলের ঐতিহ্যের সহিত বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশিয়া গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতীয় ও ঈরাণীয় সূর্যপূজার ধারা এবং পলিনেশীয় আদিদেবতায় বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় সংহত হইয়াছে। এই অধ্যাত্ম-ভাবনা এবং অনুষ্ঠানের সহিত অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হইয়াছে। বাংলাদেশে গুপ্ত যুগেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাহার পূর্বে বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।[১] লৌকিক বিশ্বাস এবং সংস্কারে ধর্মঠাকুর পূজিত হইতেন। ব্রাত্য-সূক্ত-গুলিতে ধর্মঠাকুরের ঐতিহ্য দেখা যায়। এই ঐতিহ্য সন্ধান করিতে গিয়া ডক্টর সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "অথর্ববেদের ব্রাত্য বাংলা সংস্কৃতির ধর্মঠাকুরের প্রাচীন প্রতিরূপ। ধর্মঠাকুরের পূজা ব্রত ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্মঠাকুরের

১। বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৫৮৫

পূজায় বহু লোকজনের আবশ্যক, তিনি বহুলোকের পূজ্য সার্বজনিক দেবতা, ব্যক্তির উপাস্য মাত্র নন। সুতরাং তিনি ব্রাত্য। আর তাঁর পূজক হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি অত্যন্ত অ-ব্রাহ্মণ জাতি। সুতরাং ব্রাত্য তো বটেই।"[১] লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারও ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় বিধৃত।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে লৌকিক পূজার বর্ণনা করিতে গিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

মদ্যমাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।

ইহাতে ধর্মঠাকুরের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।[২] ধর্মঠাকুরের পূজোপকরণ হাঁস, ছাগ ও শূকর-বলি এবং ধর্মপূজার পদ্ধতিতে লৌকিক প্রভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। কৃচ্ছ্রসাধনে ও দৈহিক নির্যাতনে ধর্মঠাকুরের তুষ্টিতে অনার্য প্রভাব লক্ষণীয়। ধর্মঠাকুরের পূজকবৃন্দ ব্রাহ্মণেতর ও অন্ত্যজ জাতি। ধর্ম-ঠাকুরকে আশ্রয় করিয়া বাসলী, মনসা, পণ্ডাসুর, লৌহজঙ্ঘ, ডামরশাঞ্চি, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি বহু দেবতা ও উপদেবতা পূজা পাইয়াছেন। ধর্মঠাকুরের গাজন উপলক্ষে সর্বপ্রকার স্থানীয় বৃত্তি বহুমানিত হইয়াছে। "সুতরাং সব-রকমে বাঙ্গালা দেশের আদিম সংস্কৃতি ধর্মপূজার মধ্যে সংহত হইয়াছিল।"[৩]

মদ্য-মাংস দিয়া ধর্মপূজার উল্লেখ দেখা যায়, অন্যত্র দেখা যায় ধর্মপূজায় মানত করা হইতেছে 'মদ্যের পুষ্করণী দিব পিষ্টের জাঙ্গাল'। নরমুণ্ড লইয়া ধর্মের গাজনের নাচ হইত। ধর্মপূজা যে সমাজে বহুল প্রচলিত তাহার জনবিন্যাসে দেখা যায় সে সমাজ প্রাক্-আর্য আদিম কৌম সমাজের উত্তরাধিকারী। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন, "ধর্মঠাকুর মূলত ছিলেন প্রাক্-আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক, দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।"[৪]

অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের ক্ষমতা, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, বন্ধ্যা নারীকে সন্তানদানের ক্ষমতা, কৃষিকার্যে সহায়তা করার ক্ষমতা—এই-সব বিশ্বাস এবং সংস্কার আদিম কৌম সমাজের বিশ্বাস এবং সংস্কারের ঐতিহ্যবাহী। বিভিন্ন

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ১৮

২ ঐ ভূমিকা, পৃ ১৫

৩ ঐ ১ম সং, ভূমিকা, পৃ ৬৮

৪ বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, পৃ ৫৮৩

বিশ্বাস ও বিচিত্র সংস্কার এক ক্রমিক মানসবিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্ত হইয়া সংহত সংস্কৃতিতে রূপায়িত হইয়াছে।

॥ ২ ॥

ধর্মপূজার বিস্তৃত বর্ণনা ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। ঘনরাম তাঁহার কাব্যকে বারমতি বলিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল-কাব্য বারটি মতি বা ভাগে বিভক্ত। প্রথম মতিতে সৃষ্টিপ্রকরণ, রঞ্জার জন্ম ও ইছাইয়ের বিবরণ। দ্বিতীয় মতিতে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, শালেভর ও লাউসেনের জন্ম। তৃতীয় মতিতে লাউসেন-চুরি, মল্লশিক্ষা ও পার্বতীর ছলনা। চতুর্থ মতিতে মল্লবধ, ফলানির্মাণ, কামদল ও কুম্ভীর-বধ। পঞ্চম মতিতে জামতি ও সুরিক্ষার কাহিনী। ষষ্ঠ মতিতে হস্তিবধ ও ময়নায় আগমন। সপ্তম মতিতে কামরূপ-যুদ্ধ ও কলিঙ্গার বিবাহ। অষ্টম মতিতে কানড়ার স্বয়ম্বর ও লৌহগণ্ডার-চূর্ণন। নবম মতিতে মায়ামুণ্ড ও ইছাই-নিধন। দশম মতিতে অতিবৃষ্টি-নিবারণ। একাদশ মতিতে ধর্মসেবা এবং ময়নার যুদ্ধ। দ্বাদশ মতিতে পশ্চিম-উদয় এবং স্বর্গারোহণ।[১] ধর্মপূজায় বারদিন ধরিয়া এই বারমতি ধর্মের কাহিনী শ্রবণ অবশ্যকরণীয়।

গৃহভরণ বা ঘরভরা ধর্মপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান। ইহা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ[২] বিশেষ। গৃহভরণ গাজনে বারদিন ধরিয়া নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিস্তৃতভাবে ধর্মপূজা হয়। ধর্মের গাজনে ধর্মঠাকুরকে লইয়া শোভাযাত্রা-সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে হয়। ঘনরামে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। উৎসপুরের সুখদত্ত ধর্মের গাজন লইয়া ময়না আসিতে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কথা জানিতে পারিলেন,

> গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে।
> শিরে ধর্ম পাদুকা সোনার চতুর্দ্দোলে ॥
> কত পদ্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
> আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে ॥

ধর্মের ভক্তাগণ শিরে ধর্মপাদুকা ধারণ করিতেন। ধর্মপূজা একক ব্যক্তির আরাধনা নহে। নানা বৃত্তি ও নানা জাতির লোক প্রয়োজন হয়। ভক্তাগণের প্রয়োজন হয়। ঘনরামের কাব্যে দেখা যায় রঞ্জাবতী ধর্মের পূজা করিতে ভক্তা,

---

১ শ্রীধর্মপুরাণ—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত পৃ ১৫২

২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম সং, ভূমিকা, পৃ ৬/০

সন্ন্যাসী, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলের সহিত পুজার উপকরণ ও আয়োজন লইয়া চাঁপাই-অভিমুখে নৌকা-যাত্রা করিলেন। গাজন-অনুষ্ঠানের পুরাতন নাম ছিল সাংজাত। সাংজাতের অর্থ বহু ব্যক্তির সহিত একত্র নৌকাযাত্রা[১]। রঞ্জাবতী সাংজাত করিয়া পুজার আয়োজন এবং লোকজন-সহ চাঁপায়ে ধর্মপুজা করিতে গেলেন।

ধর্মপুজার স্থানে গিয়া বিধি অনুযায়ী বেদী বাঁধান হইল এবং সেই বেদী চুন দিয়া মণ্ডিত করা হইল, চারিদিকে রামকলা রোপণ করা হইল এবং রঞ্জাবতী নিজেই ধর্মের দেহারা অর্থাৎ মন্দির মার্জনা করিলেন। বেতহাতে নাচিতে নাচিতে সাংজাতসহ রঞ্জাবতী নদীর দিকে গেলেন। সেখানে স্নান, দান, তর্পণ করিয়া নানা বাদ্যসহকারে দেহারার নিকট আসিলেন। সেখানে তাম্রপাত্রে সজল তুলসী, তিল, কুশ ইত্যাদি দিয়া পুজা করিতে বসিলেন। আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ইত্যাদি করিবার পর গণেশাদি দেবতাদের পুজা করিলেন। বিভিন্ন নৈবেদ্য এবং ঘৃতের প্রদীপ দেওয়া হইল। ধূপধূনায় চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। কেহ কেহ মস্তকের উপর ধূনা পুড়াইল। উজ্জ্বল যজ্ঞকুণ্ডের উপর রঞ্জাবতী নীচের দিকে মাথা করিয়া পা উপর দিকে বাঁধিলেন। যজ্ঞকুণ্ডে প্রচুর ধূপধূনা দেওয়া হইল, নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। এইভাবে রঞ্জাবতী দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ধর্মপুজা করিতে লাগিলেন। দুইটি কাঠ পুঁতিয়া তাহার নিচে ধূনা দিয়া হেঁটমুণ্ডে থাকিতে হয়। ঐ কাঠকে হিন্দোল কাঠ বলে এবং এইরূপ সাধনাকে উর্দ্ধসেবা অথবা হিন্দোলা সেবা বলা হয়। এই-সকল অনুষ্ঠান ধর্মপুজাবিধান[২] অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

নয়দিন এইভাবে দিনকৃত্য পুজা সমাপন করিয়া দশম দিনে গামার গাছ কাটার অনুষ্ঠান হয়।

পণ্ডিত পদ্ধতি কাছে জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পুজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি সংযাত সহিত ধরি
বান্ধিল সবার হাতে সূতা ॥
কামারে গামার কাটি ঘরে আসি পরিপাটী
গাঁথিছে সন্ন্যাস কাটি তায়।

---

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ২য় সং, ভূমিকা, পৃ ৬
২ ধর্মপুজা-বিধান, পৃ ২

জয় জয় নিরঞ্জন ডাকে যত ভক্তগণ
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায় ॥
অপর দাহুড়ঘাটা পুজিয়া সন্ন্যাসী কটা
ঘটা করি চাঁপায়ের ঘাটে।
সাজায়ে কদলী-মঞ্চে কাটারি পাতিয়া সঙ্কে
ভর দিয়া এল ধর্ম্ম বাটে ॥
সমাধিয়ে ধুনা সেবা ধ্যান করি ধর্ম্ম দেবা
নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।
পুলকে প্রমাণ খাটে পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে
যোগযজ্ঞে জাগিল যামিনী ॥

ধর্মপূজা-পদ্ধতির সহিত এই বর্ণনা[১] মিলিয়া যায়। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভক্তা প্রভৃতি ও বিবিধ বাদ্য লইয়া গাম্ভারী অর্থাৎ গামার গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া গাছের নিচে ঘট স্থাপন করিয়া ধর্ম, কামিল্যা ও গামার গাছের অধিবাস করিয়া গামার গাছকে বরণ করা হয়। গামার গাছ কাটিয়া কামারের ঘরে যাওয়া হয়। সেখানে অস্ত্রাদি এবং বিশ্বকর্মার পূজা করা হয়। তখন পাট-ভক্ত্যা সকলের হাতে হলুদ রঙের সুতা বাঁধিয়া দেন। কামার গামার গাছের কাঠ হইতে পাটা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লোহার কাঁটা যুক্ত করিয়া দেন। ইহাকে ঝাঁপকাঁটা বলে, শালও বলা হয়। পূজার শেষ দিনে শালে ভর অথবা ঝাঁপ ভাঙ্গা হয় অর্থাৎ ঝাঁপকাঁটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়া হয়। রঞ্জাবতী এই কঠোর সাধনায় আত্মহত্যা করিয়া ধর্মের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন।

অঘোরবাদল পালায় ধর্মপূজার বিবরণ পাওয়া যায়। গৌড়রাজ ষোড়শোপ-চারে ধর্মঠাকুরের পূজার আয়োজন করিয়াছেন।

তিন সন্ধ্যা গীত বাদ্য অনাদ্য সঙ্গীত।
ধর্ম্ম পুজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥
উপরে যুগল পদে অধ লোটে শির।
ধূলা অগ্নি করে করে বদনে রুধির ॥
বেত হাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্মজয়।
উর্দ্ধ করে কেহ কেহ এক পায় রয় ॥

১। শ্রীধর্মপুরাণ—বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, পৃ ১২ (গাজনের বিবরণ)

ন দিনে নিবড়ে পূজা দিয়ে নানা বিধি।
দশনে গামার কাটে পণ্ডিতের বিধি॥
একাদশ দিবসে বিশেষ অনাহার।
জপ তপ যাগ যজ্ঞে পুজে করতার॥
কাটারি শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।
উরসি উজ্জ্বল কার জ্বালে হুতাশন॥
কেহ বিন্ধে কপালে উজ্জ্বল জ্বলে দীপ।
একান্ত হইয়া চিত্তে পুজে নরাধিপ॥

এইভাবে ধর্মপুজা ও সাধনা করিবার পর পুর্ণিমা তিথিতে দিনগাজনে নবখণ্ড সাধনা করিতে হয়। হাকন্দে দেহের নয়টি স্থান বিদ্ধ করিয়া কঠোর সেবা নবখণ্ড সাধনা।

লাউসেন হাকন্দে নিজ দেহ নয় খণ্ডে কাটিয়া কঠোর নবখণ্ড সাধনা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম জয় জয় ধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে।
অকাতরে নৃপতি কাটারি নিল করে॥
হাকন্দে যখন হলো গত এক দণ্ডে।
দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে॥
যজ্ঞের আগুনে সাড়া দিল কলকল।
রাজা বলে পরিত্রাহি ভকতবৎসল॥
হাকন্দে যখন হলো দুই দণ্ড রাতি।
বাম উরে বসাইল হীরাধার কাতি॥
তাহাতে জন্মিল পুষ্প জাতী আর যূথি।
প্রভুপাদপদ্মে পড়ে তিন দণ্ড রাতি॥
হাকন্দে যখন হল চারি দণ্ড রাতি।
দক্ষিণ পায়েতে রাজা বসাইল কাতি।
উপজিল কুসুম কমল শতদলে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুপদতলে॥
হাকন্দে যখন হল পাঁচ দণ্ড রাতি॥
বাম পাশে বসাইল হীরাধার কাতি॥

রক্তমাংসে কুসুম হইল কোকনদ।
পড়ে যেয়ে যেখানে প্রভুর রাঙ্গা পদ ॥
ঘৃত কাষ্ঠে যজ্ঞকুণ্ড জলে দুরদুর।
ছয় দণ্ডে বসাইল হীরাধার ক্ষুর ॥
কুণ্ডে কেটে দিতে মাংস পড়ে যেন জবা।
প্রভুপদে জানাইল ভক্তগণ সেবা ॥
হাকন্দে যখন হল নিশা সাত দণ্ডে।
ভুজদণ্ডদ্বয়মাংস কেটে দিল কুণ্ডে ॥
করবী কাঞ্চন কুন্দ হল সেই ক্ষণে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুর চরণে ॥
হাকন্দে যখন নিশা গত অৰ্দ্ধদণ্ডে।
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিল যজ্ঞ কুণ্ডে ॥
চাঁপা পুষ্প হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
তবে রাজা স্তব করে প্রভু নিরঞ্জনে ॥
হাকন্দে যখন হলো নয় দণ্ড রাতি।
গলায় বসায় কাতি করেন মিনতি ॥
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান।
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ ॥

এইভাবে লাউসেন নবখণ্ডে কঠোর সাধনা করিলেন। এই সাধনা কেবল বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের সাধনাই নহে। ইহার একটি যৌগিক তাৎপর্য আছে। নবখণ্ডে দেহ-সাধনা যৌগিক কায়া-সাধনার নামান্তর। লাউসেন যখন সামুলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কি বিধানে পুজিলে উদয় বর পাই।

সামুলা তাঁহাকে সাধনার প্রক্রিয়া বলিয়া দিলেন। লাউসেন ও সামুলার কথোপকথনে সাধনার যৌগিক প্রক্রিয়া চিত্রিত হইয়াছে।

কমল সহস্রদলে পুজ ধৰ্ম্মরাজে।
আকুল অখিলপতি আসিবে অব্যাজে ॥
সেন কন এহেন কমল পাব কোথা।
সেখানে জানিলে ছিল আনিতে যোগ্যতা ॥

সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়।
স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয় ॥
সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসি ॥
পরমাত্মা পরমপুরুষ কেবা জানে।
সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।
শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম ॥
তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।
লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা ॥
নয়ান কমলদল বয়ানকমল।
মাথা কেটে পুজ ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥

ইহাতে কায়া-সাধনার প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কঠোর দেহ-সাধনা করিয়া সহস্রার পদ্মে ধর্মের পুজা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘোর অমাবস্তার অন্ধকারের মধ্যে পশ্চিমে সূর্যোদয় অর্থাৎ বিপরীত প্রক্রিয়ায় সাধনার সিদ্ধিলাভ ঘটিবে। দেহকে নবখণ্ডে ভাগ করিয়া অর্থাৎ নয়টি স্তর পার হইয়া সাধক সহস্রার পদ্মে চেতনা নিবদ্ধ করিলে এক জ্যোতির্ময় আলোকে চিত্তলোক উদ্ভাসিত হয়। এইভাবে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

স্থাপনা পালা

গণেশ-বন্দনা

অরুণ বরণ ধর, মোর বিঘ্ন ঘোরতর
হর পুর অভিলাষ অণু॥
অবনী লোটায়ে কায় বন্দ্য[1] বিঘ্ন বিনাশায়
হৈমবতী হরের নন্দন।
সুরাসুর নর নাগে তপ জপ পূজা যাগে
আগে সেবে যাহার চরণ॥
তনুরুচি জবাফুল জিনিয়া রাতুল স্থূল
গজেন্দ্রবদন লম্বোদর।
সিন্দুর মণ্ডিত শুণ্ডে মৃগাঙ্কমণ্ডন মুণ্ডে
মুকুটমণ্ডল মনোহর॥
বদনে[2] সৌরভে কত মদে[3]মত্ত মধুব্রত
গুঞ্জরিয়ে করিছে বিহার।
করিমুণ্ড[4]বেড়ি ভালে মণ্ডিত মুকুতা মালে[5]
গলে দোলে মণিময় হার॥
অঙ্গে আভরণ আভা মনমথ মনোলোভা
যেখানে যেমত শোভা করে।
বাহু করে তাড়বালা ভুবন করিছে আলা
কনক কিঙ্কিণী কটি পরে॥

---

১ বন্দি ২ বদন ৩ মদ
৪ করি-কুম্ভ ৫ জালে

রাতুল চরণ রাজে অতুল নূপুর বাজে
হেম হীরা রতনে রঞ্জিত।
যার সুমধুর ধ্বনি চলিতে চঞ্চল শুনি[১]
রাজহংস স্বরব গঞ্জিত॥
সুচারু অঙ্গুলিদলে নখবিধু রুচি বলে
দশ আশা করিছে প্রকাশ।
পাপরূপী তম নিত্য কেবল আমার চিত্ত
আশ্রয় করিতে করে আশ॥
অতেব কর্য্যাছি আশা অশেষ পাতক-নাশা
তব পদ রাতুল কমল[২]।
সহস্র সবিতা সম অশেষ আপদ তম
রাশি রাশি নাশিতে প্রবল[৩]॥
অসম সাহস করি[৪] ক্ষুদ্র মনে সাজি তরী
সমুদ্র লঙ্ঘিতে[৫] করি আশ।
এ বড় বিচিত্র নহে তব পদ সরোরুহে
যদি মতি রহিত প্রকাশ॥
না জানি ভজন ভক্তি স্তব স্তুতি বাক্‌শক্তি
মন্দমতি গতি অতি হীন।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রস যাহাতে জগৎ বশ
বন্দিতে[৬] বাসনা করি দীন॥
করপুটে বিসঙ্কটে[৭] কাতর[৮] কিঙ্কর[৮] রটে
উর ঘটে পুর মনস্কাম।
গানে বিঘ্ন কর নাশ পুর নায়েকের আশ
প্রণতি প্রকাশে ঘনরাম॥

---

১ মণি ২ চরণ ৩ প্রবণ ৪ ধরি
৫ তরিতে ৬ বর্ণিতে ৭ সন্নিকটে
৮—৮ অতেব অনাথ

অথ ধর্ম্মবন্দনা

বন্দি পরাৎপর ব্রহ্ম　　অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ব বীজ অখিলআধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন　　নৈরাকার[১] নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান॥
তব ইচ্ছা স্বপ্রকাশে[২]　　সৃজন পালন নাশে
তিন তনু ত্রিগুণ তোমার।
স্বগুণ শরীর ধর　　বিধি-বিষ্ণু-মহেশ্বর
রজঃ সত্ব তমোগুণাধার॥
তুমি সকল তন্ত্রে তন্ত্রী　　জগন্ময় যন্ত্রে যন্ত্রী
তুমি মন্ত্র মন্ত্রী মহাশয়।
অসুর অমর নর　　যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সর্ব্বঘটে তোমার আশ্রয়॥
স্থাবর জঙ্গম আদি　　সপ্তসিন্ধু নদনদী
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন।
জবজন্তু চরাচর　　নর নাগ লোকপর
যত কিছু তোমার সৃজন॥
তোমার মহিমা শেষ　　ভব বিধি হৃষীকেশ
সনক সনন্দ সনাতন।
না জানে[৩] নিগম ভেদ　　আগম পুরাণ বেদ
তপ জপে যোগে যোগিগণ॥
কি জানি পাতকী দীন　　মন্দমতি অতি হীন
মায়ায় মোহিত মিথ্যাজ্ঞানী।
কোটি কোটি কীট যথা　　আমার গণনা তথা
আছে কি না আছে হীন প্রাণী॥
ভাবি তব পদদ্বন্দ্ব　　দুই এক ভাষা ছন্দ
কবিতা করিতাম পূর্ব্বফলে।

---

১ নির্ব্বিকার　২ পরকাশে　৩ পায়

শুনে হয়ে কৃপান্বিত　　বর্ণিতে বলিলা গীত
　　গুরুব্রহ্ম বদন কমলে ॥
নিজগুণে হয়ে[১] যত্ন　　নাম দিলা কবিরত্ন
　　কৃপাময় করুণানিধান[২] ।
শুনি অসম্ভব ভাষে　　লোকে যদি উপহাসে
　　তায় তুমি আনিলে[৩] প্রমাণ ॥
লঘু নরে গুরু ভার　　কিরূপে পাইব পার
　　বিস্তার[৪] সঙ্গীতরস সিন্ধু ।
ইহাতে নিস্তার জীব　　তব পদ সরসিজ
　　স্মরণ ভাবনা দীনবন্ধু ॥
ও পদপঙ্কজ মাত্র　　মনে ভাবি বসি যত্র
　　মসী পত্র করিয়া আশ্রয় ।
(দোষ গুণ নাহি দেখি　　যে কিছু লেখাও লিখি
　　কলমে বসিলা[৫] কৃপাময় ॥
আসরে সজ্জন সভা　　আমি অন্ধ গাব কিবা
　　গুণহীন ক্ষীণ দীন দাস ।
করপুটে বিসঙ্কটে[৬]　　অতেব[৭] অনাথে[৭] রটে
　　উর ঘটে পুর অভিলাষ ॥)
তাল মান[৮] গান যন্ত্র[৮]　　শুভাশুভ[৯] ক্ষণমন্ত্র[৯]
　　নাহিক সেবকের[১০] জ্ঞানলেশ ।
ভরসা তোমার পা　　তুমি কবি বাপ মা
　　কল্পতরু গুরু-উপদেশ ॥
(যশ অপযশ ভাষ　　ইথে কিবা উপহাস
　　লৌকিক সঁপিলাম[১১] তব পায় ।
তুমি বাক্য তুমি কবি　　তোমার চরণ সেবি[১২]
　　দ্বিজ ঘনরাম রস গায় ॥)

---

১ করি　২ করুণা আধান　৩ আপনি　৪ দুস্তর　৫ বসিয়া　৬ এ সঙ্কটে
৭—৭ কাতর কিঙ্কর　৮—৮ যন্ত্র তন্ত্র　৯—৯ মূলমন্ত্র　১০ সে সব
১১ সঁপিনু　১২ ভাবি

অথ শক্তিবন্দনা

অবনী লোটায়ে তনু শক্তিপাদপদ্মরেণু
ভক্তিযুক্তে বন্দিব সানন্দে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত নাটে পুর আশ উর ঘটে
করপুটে বন্দিব স্বচ্ছন্দে॥
তুমি বিঘ্ন বিনাশিনী চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনী
দাক্ষ্যায়ণী দনুজদলনী।
দেবের দেবতা দুর্গে দুষ্ট দৈত্য বধি স্বর্গে
সুরবর্গে স্থাপিলা আপনি॥
প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভাসুর শূলদম্ভ
চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি।
সমূলে ধূম্রলোচনে রক্তবীজে বধি রণে
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ঈশ্বরী॥
করিয়া তোমার সেবা বিপত্তে না তরে কেবা
অন্য থাক্ ত্রিলোকের পিতা।
সসৈন্যে লঙ্কায় আসি সমূলে রাবণ নাশি
প্রভু রাম উদ্ধারিল সীতা॥
হয়ে বসুদেববংশ কংসে কৃষ্ণ কৈল ধ্বংস
তায় তুমি তাঁরে অনুকূল।
গোলকবিহারী হরি স্বামী পাইল গোপনারী
পূজি তব চরণ রাতুল॥
কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণপুরে ছিল বন্ধ
উষা সঙ্গে মজাইল মন।
সুখদ সম্পদপ্রদ তব পদ কোকনদ
স্মরণে বিপদ বিমোচন॥
আপনি বৈকুণ্ঠধাম স্বামী হবে প্রভু রাম
মনস্কামে সেবেছিল সীতা।
পিতার প্রতিজ্ঞা তার হরধনু ভঙ্গভার
তায় তুমি হলে কৃপান্বিতা॥

আসি বিশ্বামিত্র সঙ্গ করি হরধনুর্ভঙ্গ
সীতা বিভা করিল শ্রীরাম ॥
এ তিন ভুবনে কেবা করিয়া তোমার সেবা
না পাইল পূর্ণ মনস্কাম।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ জগৎ ধারণ দক্ষ
তব কৃপা কটাক্ষ যে জনে।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম পুর মাতা মনস্কাম
রেখো মাতা এ জনে চরণে ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা।

করিয়া প্রণতি স্তুতি বন্দি মাতা সরস্বতী
বিশ্বগতি বিষ্ণুর দুর্ল্লভা।
ধবল কমলাসনা ধৌত ধুতি পরিধানা
কুন্দকান্তি কলেবর শোভা ॥
গলে দোলে মণিহার কি দিব তুলনা তার
অংশু অন্ধকার করে দূর।
যেখানে যে শোভা পায় রত্ন আভরণ গায়
চিত্তচোর চরণে নূপুর ॥
বৈণিক পুস্তক ন্যস্ত মণ্ডিত মায়ের হস্ত
অঞ্জনে রঞ্জিত সুলোচনা।
কৃতাঞ্জলি করি কর বন্দে যাঁরে নিরন্তর
ব্রহ্মা হরি হর হর্ষমনা ॥
তুমি চতুর্বর্গদাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী
সুখদাত্রী সংসারদায়িনী।
বিষ্ণুরূপা ব্রহ্মময়ী ত্রিজগৎগতিময়ী
কৃপাময়ী কলুষনাশিনী ॥

তোমার চরণ দেবী আদরে একান্ত সেবি
মহাকবি ব্যাস আদি যত।
মোক্ষদ পাতকঅন্ত প্রকাশিলা নানা গ্রন্থ
বেদাঙ্গ পুরাণ ভক্তিমত॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাগ আদি যত মহাভাগ
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
গৃহী যতি বাণপ্রস্থ তোমার চরণন্যস্ত
মতি মন্ত্রে পূজে পুটপাণি॥
অখিলে অতুল্য ভাগ্য জন্মিয়া জীবন শ্লাঘ্য
সেই ধন্য সংসার ভিতরে।
করতলে তার স্বর্গ অনায়াসে চতুর্ব্বর্গ
তুমি কৃপা কর যেই নরে॥
তোমার অকৃপা যায় মূর্খমতি বলি তায়
সভায় সে শোভা নাহি পায়।
নিবাসে নাহিক সুখ কুকর্ম্মে পাষাণ বুক
মান অপমান সম তায়॥
হেন মূর্খ মিথ্যাজ্ঞানী আমি কি তোমারে জানি
পতিতপাবনী নাম শুনি।
আসরে আসিয়া উর দাসের আশয় পুর
মোর কণ্ঠে বৈস গো জননী॥
তাল মান গান যন্ত্র না জানি লিখন মন্ত্র
আপনি সুযন্ত্র করি গাও।
ঘনরাম নিবেদন ধরি তব শ্রীচরণ
করুণ নয়ানকোণে চাও॥

———

অথ লক্ষ্মীবন্দনা

ত্রিলোকজননী লক্ষ্মী বনিতা বিষ্ণুর।
চারুচিত্ত চিত্তচোর চরণে নূপুর॥
ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥
সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥
ভাগ্যবান ভারত ভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥
সেই ধনী ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে বীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমরসুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সে হয় সুকৃতী সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জেতে যদি হীন।
দরিদ্র সজ্জন কত তাহার অধীন॥
সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম যার লক্ষ্মী নাই ঘরে॥
কিবা সে পণ্ডিত কবি কুলীন উত্তম।
সহসা সভায় তার না করে সম্ভ্রম॥
লক্ষ্মীছাড়া হৈলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে।
ঠক ঠেঁটা নাবড় ছেবড় লোকে রটে॥
কুচক্রী চসমখোর চোকলখোর হয়।
পাপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবন্ত নয়॥
দশাদোষে ঘটে দুঃখ সজ্জনে অধিক।
তথাপি সে সব লোক হয় অধার্ম্মিক॥
মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে॥

সকল চিন্তার খেল তুমি যারে বাম।
পদ্মালয়াপাদপদ্মে ভণে ঘনরাম ॥

অথ যোগাদ্যার বন্দনা

অমরআরাধ্যা শ্রীমতী যোগাদ্যা
চরণপঙ্কজ রেণু।
গানে বিঘ্ন নাশ হেতু বন্দে দাস
অবনী লোটায়ে তনু ॥

* * *

উর গো আসরে আসি ঈশ্বরী অভয়া।
অভয়দায়িনী মা বালকে কর দয়া ॥
তোমার চরণ বন্দি লোটায়ে অচলা।
ভবের ভাবিনী উমা ভকতবৎসলা ॥
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত নাটে ঘটে কর ভর।
দাসের আশয় পুর আসর ভিতর ॥
কাতর কিঙ্কর ডরে ডাকে গো তোমায়।
কি বোল বলিব এই ধর্ম্মের সভায় ॥
নিরাময় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসুধা।
শ্রবণে হয়েছে যত সজ্জনের ক্ষুধা ॥
প্রকাশ করিব মাতা হও অনুকূল।
অতেব স্মরণ তব চরণ রাতুল।
গুণী মাঝে আমার গণণা অতিদূরে।
পূর্ণচন্দ্র প্রকাশে খদ্যোৎ যায় দূরে ॥
তাল মান যন্ত্র তন্ত্র ক্ষণ মাত্রা মা।
কিছু নাহি জানি গো ভরসা রাঙ্গা পা ॥
রাধিকা রুক্মিণী রমা সত্যভামা দেবী।
স্বামীভাবে ভজে কৃষ্ণে তুয়া পদ সেবি ॥
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পেলে কোলে।
যত কিছু বলাবল তব কৃপাফলে ॥

তোমার চরণ সেবি মহী মহাতেজা।
কুহর কাঞ্চনপুরে যবে হল রাজা॥
যার মায়াকটকে ভাঙ্গিল বিভীষণ।
হাতে হাতে রক্ষা আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
শুনে হনু লাঙ্গুলে অলঙ্ঘ্য গড় বান্ধে।
পবন গমন বিনা গড়াগড়ি কান্দে॥
চারিদিকে চৌকী রহিল বানরগণ।
নেহালে রহিল গড় রাজা বিভীষণ॥
শয়নে আছেন রাম সুগ্রীবের কোলে।
হেনকালে দুরন্ত পশিল মায়াছলে॥
যত কিছু বলাবল তোমার সরস।
কত শক্তি ধরে মহী সহজে রাক্ষস॥
তুমি যথা উগ্রচণ্ডারূপে অধিষ্ঠান।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আনে দিতে বলিদান॥
বুঝিয়া দারুণ কর্ম্ম তুমি ক্রোধমতি।
এতদিনে সমাধান মহীর শকতি॥
সবংশে বধিয়া তারে করিলে সংহার।
তোমা অনুকূলে হল সীতার উদ্ধার॥
কমলা আসনে বন্দি দক্ষিণে কমলা।
বামে সরস্বতী বন্দি লোটায়ে অচলা॥
ময়ূরে কার্ত্তিক বন্দি মূষিকে গণেশ।
বৃষের উপরে বন্দি ঠাকুর মহেশ॥
চৌষট্টি যোগিনী অষ্ট নায়িকা চরণ।
আদরে বন্দিয়া গাব যত দেবগণ॥
স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী।
ময়ূরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি॥
নগেন্দ্রনন্দিনী মা নায়েকে কর দয়া।
গান দ্বিজ ঘনরাম দেহ পদছায়া॥

গীতারম্ভ

সবে বল হরি হরি সঙ্গীত আরম্ভ করি
শ্রবণে পাতকী তরে যায়।
হাকন্দপুরাণ মতে ময়ূরভট্টের পথে
জ্ঞানগম্য শ্রীধর্ম্মসভায় ॥
এক ব্রহ্ম সনাতন নৈরাকার নিরঞ্জন
নির্গুণ নিদান শূন্যভরে।
দেখি সব অন্ধকার সচিন্তিত করতার
নাহি সৃষ্টি কেমনে সঞ্চরে ॥
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ নাহি সুরাসুরবর্গ
দিবা নিশি রবি শশী নাই।
নাহি জল জীব জন্তু বিষম প্রলয়ে কিন্তু
এক ব্রহ্ম আছেন গোসাঁই ॥
শূন্য ভরে নিরঞ্জন মনে হল ত্রিভুবন
সৃজন পালন অভিলাষ।
কে বুঝিতে পারে মর্ম্ম আপনি হইলা ব্রহ্ম
বিশ্ববীজ শরীর প্রকাশ ॥
নবীন নীরদ শ্যাম জিনি কত কোটি কাম
রূপ অনুপম করতার।
জিনি কত কোটি ভানু অতিশয় অঙ্গজনু[১]
তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ মনোমথ মানভঙ্গ
কত রঙ্গ তরঙ্গ কৌতুক।
ভ্রমণ বাসনা চিতে উপনীত আচম্বিতে
নাসাপুটে জন্মিল উলুক ॥
জন্মিয়া যুগল হাতে উলুক বিবিধ মতে
প্রভুপাদপদ্মে করে স্তুতি।

---

১ শোভাজনু

করণ কারণ কর্ত্তা স্বজন পালন হর্ত্তা
তুমি জ্যোতির্ম্ময় যুগপতি ॥
প্রলয় পেয়েছে স্বষ্টি করিয়া করুণা দৃষ্টি
মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
শুনিয়া এতেক স্তুতি, পক্ষীপৃষ্ঠে যুগপতি
কত যুগ করিলা ভ্রমণ ॥
শ্রমযুক্ত হয়ে পক্ষ বিশ্রাম করিতে লক্ষ্য
ভক্ষণ বাসনা করে নীর।
ভাবেন[১] ভকতাধীনে আশ্রয় আহার বিনে
প্রভু আর না রহে শরীর ॥
মহারাজ প্রতি প্রভু [২]বিষম না হবে[২] কভু
নায়েকের [৩]চিন্তিবে কল্যাণ[৩]।
[৪]গুরুপদ ভাবি যত্ন[৪] ঘনরাম কবিরত্ন
[৫]নূতন মঙ্গলরস গান[৫] ॥

পক্ষীর প্রার্থনা শুনি পরম পুরুষ।
পক্ষীমুখে দিলা প্রভু বদন পীযুষ ॥
কিছু খেতে বাড়ে বল মহা সুখোদয়।
কিছু যে পড়িল তায় হয় জলময় ॥
নিরাশ্রয়ে হল তবে স্বষ্টি ইচ্ছামতি।
পরমব্রহ্ম বামে পরা জন্মিল প্রকৃতি ॥
তিনলোকে তরুণী তুলনা নাই তার।
মনোহরা তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসধ্বনি জিনি নূপুরের রব ॥
মৃগরাজ জিনি মাঝা ত্রিবলীশোভিত।
লোমলতাবলী নাভিবিবর মণ্ডিত ॥

---

১ ভাবেণ ২—২ দয়া না ছাড়িবে ৩—৩ করিবে কুশল ৪—৪ গুরুপদে হয়ে যত্ন
৫—৫ বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

মোহন মন্দার মাল্য মনোহর গলে।
রূপ দেখি বিশেষ ব্রহ্মের মন ভোলে[1] ॥
প্রকৃতি হইতে হল ত্রিগুণআধান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব জন্মিলা মহান ॥
জন্ম দিয়া নিমেষে লুকাল মহাশয়।
ব্রহ্মা আদি দেখে ঘোর অন্ধকারময় ॥
বিস্ময় হইয়া সবে জপ করে জলে।
কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এল ছলে ॥
পচাগন্ধ মৃততনু মনে অভিলাষী।
তপস্যা করেন ব্রহ্মা কাছে গেলা ভাসি ॥
দারুণ দুর্গন্ধ হেতু হাত দিলা নাকে।
বাম হাতে হেলায়ে জল ভাসাল মড়াকে ॥
তবে মৃত মায়াতনু গেলা বিষ্ণুপুরে।
চিনিতে নারিলা তেহ ভাসালেক দূরে ॥
(মহেশ ছলিতে তবে হলেন অন্ধবন্ধ।
দূর হতে মহাদেব পেল মড়াগন্ধ ॥
আনন্দ বাড়িল বড় দেখি[2] ব্রহ্মতনু।
জীবজন্তু নাই কিন্তু জলে ব্রহ্মজনু[3] ॥
এত ভাবি সদানন্দ বিভোল হইয়া।
(মহেশ নাচেন মৃত মায়াতনু লইয়া ॥)
তুষ্ট হৈয়া বামদেবে ব্রহ্ম দিলা বর।
তুমি সৃষ্টি সংসার করহ অতঃপর ॥
সৃষ্টিধর হৈলা হর ব্রহ্ম আজ্ঞা পাইয়া।
জন্মিল যতেক উগ্র ভয়ঙ্কর কায়া ॥
ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতি দেখি তায়।
সৃষ্টি নিবারণ করি কহিলা ব্রহ্মায় ॥
সৃষ্টি কর তুমি বিধি আমার আরতি।
এত শুনি কন ব্রহ্মা করিয়া প্রণতি ॥

---

১ টলে ২ বুঝি ৩ অঙ্গজনু

সৃষ্টি করিবারে প্রভু মোরে দিলে ত্বরা।
সৃষ্টি কি করিব নাথ নাই বসুন্ধরা॥
পৃথিবী পাতাল স্বর্গ সবার আধান।
ভূত ভবিষ্যৎ প্রভু তুমি বর্ত্তমান॥
পরম দেবতা প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম।
তব অবলীলায় অসাধ্য নাই কর্ম্ম॥
আপনি উদ্ধার মহী হিরণ্যাক্ষ বধ।
পৃথিবী রেখেছে সপ্ত পাতালের অধ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী করি অতি ত্বরা।
ধরিলা বরাহ মূর্ত্তি উদ্ধারিতে ধরা॥
দশন ভীষণ বড় বদন বিশাল।
গভীর গর্জ্জনে শুরু চলিলা পাতাল॥
সপ্ত পাতালের পথ প্রভু যান হাঁটি।
ধেয়ে যেতে ধরা কিন্তু দন্তে ধরে মাটি॥
দশনে উপাড়ে মাটি[১] করিয়া কৌতুক।
হেলায় বালক যেন উপাড়ে শালুক॥
বুক বিদারিয়া বধে হিরণ্যাক্ষ বীরে।
মহী আরোপিলা প্রভু প্রলয়ের নীরে॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত[২] দ্বিজ ঘনরাম গান॥
জলের উপরে মহী করে টলমল।
সৃজিলা বাসুকী কূর্ম্ম অষ্ট কুলাচল॥
সুমেরু পর্ব্বত হৈল সকলের মূল।
পরিমাণে পৃথিবী হৈল সুপ্রতুল॥
সপ্ত স্বর্গ পাতাল পৃথিবী সপ্ত দ্বীপ।
ব্রহ্মধাম বৈকুণ্ঠ কৈলাস নগাধিপ॥
আপনি করিলা সৃষ্টি অখিল আধান।
দেখি ব্রহ্মপদে ব্রহ্মা হইল নতবান॥

---

১ মহী   ২ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল

বিষ্ণুকে কহেন তবে দেব শিরোমণি।
বিধাতা করিবে সৃষ্টি পালিবে আপনি ॥
শূলপাণি শেষকালে[১] করিবে সংহার।
হলু রজঃ সত্ত্ব তম ত্রিগুণ আধার ॥
আজ্ঞা করি অন্তর্দ্ধান আপনি ঈশ্বর।
সৃষ্টিভার ব্রহ্মার হইল অতঃপর ॥
সমাদরে ব্রহ্মা করিল অঙ্গীকার।
প্রজাপতি প্রথমে সৃজিল অহঙ্কার ॥
অহঙ্কার হৈতে পঞ্চভূতের প্রকাশ।
অবনী বরুণ বহ্নি অনিল আকাশ ॥
তারপর চারিপুত্র জন্মিল ব্রহ্মার।
সনক সনন্দ আদি সনৎকুমার ॥
অপরঞ্চ সনাতন মহাজ্ঞানচেতা।
তপস্যা করিতে গেল হয়ে ঊর্দ্ধরেতা ॥
সৃষ্টি না হইল চিন্তা বাড়িল ব্রহ্মার।
তবে জন্মাইল দশ মানসকুমার ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি পুলস্ত্য পুলহ।
প্রচেতা[২] নারদ দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগুসহ ॥
সবারে দিলেন ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টিভার।
অভিলাষ নাহি করে করিতে সংসার ॥
তবে বিধি[৩] বুঝিলা করিয়া জ্ঞানদৃষ্টি[৪]।
প্রকৃতি পুরুষ বিনে না হইবে সৃষ্টি ॥
বুঝি নিজ শরীরে জন্মাল দুই তনু।
শতরূপা কন্যা আর স্বায়ম্ভুব মনু ॥
পুরুষ দক্ষিণ অঙ্গে বামাঙ্গে অঙ্গনা।
সুবেশে সবার হৈল সংসার বাসনা ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম্মের উৎপত্তি।
স্বায়ম্ভুব মনু হতে জন্মিল সন্ততি ॥

---

১ সে সকল ২ ক্রতু ৩ শেষে ৪ যোগ-দৃষ্টি

প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ তার দু তনয়।
আকূতি প্রসূতি হূতি দেবকন্যাত্রয়॥
রুচিমুনি হল পতি আকূতি কন্যার।
যজ্ঞ নামে পুত্র তার ঈশ অবতার।
কন্যা হল দক্ষিণা লক্ষ্মীর অংশ লয়ে॥
কার শক্তি তার কীর্ত্তি ব্যক্ত করি কয়ে॥
দেবহূতি পতি মুনি কর্দ্দম সুশীল।
যার পুত্র যোগাচার্য্য জন্মিলা কপিল॥
অপরঞ্চ কলা আদি নয় কন্যা তার।
প্রসূতির পতি দক্ষ বহু পুত্র যার॥
পুত্রগণে দক্ষ হল সৃষ্টিভারদাতা।
তা সবার নারদ গোসাঁই হৈল হোতা॥
আগে গিয়া জান পৃথ্বী কত পরিমাণ।
তবে সৃষ্টি করিবে যেমন দেখ স্থান॥
মুনি বাক্য মানি গেলা পৃথিবী উদ্দেশ্যে॥
অন্ত নাহি পাইয়া তবে বৈরাগ্য হল শেষে।
অপর জন্মাল যত দক্ষের সন্ততি।
ভ্রাতার উদ্দেশে তারা পেলে সেই গতি॥
এই হেতু ভাই হয়ে ভায়ের উদ্দেশ্যে।
অদ্যাবধি কোন জন না যায় বিদেশে॥
কোন পুত্র না হইল সংসার উপলক্ষ।
পুত্র ছাড়ি ষাটি কন্যা জন্মাইলা দক্ষ॥
ভানু আদি দশ কন্যা ধর্ম্মে দান দিল।
অপরঞ্চ ছয় তিন ঋষিরে তুষিল।
অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি দুহিতা।
অর্চ্চনা করিয়া দিল চন্দ্রের বনিতা॥
অপর দক্ষের সুতা সতী ঠাকুরাণী।
শঙ্করগৃহিণী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী॥
অপর অদিতি দিতি প্রভৃতি অঙ্গনা।
কশ্যপে দিলেন কন্যা করিয়া অর্চ্চনা॥

(অদিতিউদরে হল দেবতা সকল।
জন্মিলা দিতির গর্ভে দৈত্য মহাবল ॥)
যতি সতী যোগ যজ্ঞ যতেক নিয়ম।
ধর্ম্মাধর্ম্ম স্মৃতি বেদ পুরাণ আগম॥
স্থাবর জঙ্গম আদি নদনদী সিন্ধু।
কত সৃষ্টি কৃপায় করিলা লোকবন্ধু[১] ॥
নিমেষ নির্ণয় পল দণ্ড যাম দিবা।
সৃজিলা তামসী সন্ধ্যা পক্ষ মাস কিবা ॥
বৎসর অয়ন দুই আর ছয় ঋতু।
সূর্য্যের গমন তায় পরিমাণ হেতু ॥
যুগ মন্বন্তর সংখ্যা হৈল এইরূপে।
অতি অল্পমতি আমি কি কব সংক্ষেপে ॥
ঋক্ষ রাশি বারাদি করণ তিথিযোগ।
নির্ণয় করিয়া যায়[২] যার যত ভোগ ॥
শিশুমতি সংক্ষেপে সকল[৩] কব কত।
[৪]একে একে[৪] যতনে জন্মাল স্থান[৫] যত ॥
(যুগে যুগে আছিল তপস্যা দান ধর্ম্ম।
ঘোর কলিকালে লোক হবে হীনকর্ম্ম ॥
[৬]ধর্ম্মবিনে কেহ পাছে[৬] না করে মাননা।
আপনি করেন ধর্ম্ম[৭] এসব ভাবনা ॥
[৮]শ্রীগুরুপদারবিন্দে মনে করি ধ্যান।
মধুর মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান[৮] ॥

শুন সবে সমাদরে যুগে যুগে ঘরে ঘরে
করিত ধর্ম্মের আরাধনা।

---

১ দীনবন্ধু ২ দিল ৩ সংসার ৪—৪ যথাযোগ্য ৫ সৃষ্টি
৬ ধর্ম্ম বলি পাছে কেহ ৭ প্রভু
৮—৮ হরিগুরুচরণ সরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

এবে হইল ঘোর কলি যুগধর্ম্মে ধর্ম্মবলি
কেহ পাছে না করে ভাবনা ॥
আপনি ঠাকুর চিতে এত ভাবি পৃথিবীতে
[১]পূজা নিতে করিতে[১] প্রভাব ॥
ভাবনা করেন কেবা কালে প্রকাশিবে সেবা
লবে কেবা চতুর্ব্বর্গ লাভ ॥
দেখি এত ভাব্যবান কাছে ছিল হনুমান
হাকন্দপুরাণ বিজ্ঞবর ।
নিবেদিলা জোড়করে কলিকালে ঘরে ঘরে
হবে ধর্ম্মপূজার আদর ॥
বিধিমত কতকত পূজিল ভকত যত
হরিশ্চন্দ্র আদি কলিকালে ।
কলিকালে পুত্রকামা চাঁপাই সেবিবে বামা
রঞ্জাবতী ভর দিয়া শালে ॥
হাকন্দপুরাণে লেখা সাক্ষাৎ আমারে দেখা
কলিকালে পশ্চিম উদয় ।
দিবস দ্বাদশ দণ্ডে হাকন্দেতে নব খণ্ডে
হবে যবে রঞ্জার তনয় ॥
নর্ত্তকী চঞ্চলমতি ইন্দ্রপুরে অপ্সবতী
অভিশাপে অবনী পাঠাও ।
পাত্রের ভগিনী হয়ে রঞ্জাবতী নাম লয়ে
জন্মিলে জগতে পূজা পাও ॥
কিবা অগোচর তাঁরে তথাপি ভক্তের তরে
ভাবে রত্নরথে দেবগণে ।
সুরলোকে জয় জয় শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যময়
প্রবেশিলা ইন্দ্রের ভবনে ॥
আনন্দে বিভোল মনে সুরপতি শচীসনে
সন্নিধানে লোটায়ে অবনী ।

১—১ । পূজালয়ে বাড়াতে

মনোহর মণিহার মোহন মন্দার আর
সুরধুনি চরণে নিছনি ॥
সকল দেবতাগণে বসিয়া রতনাসনে
মনেতে জীবন ভাবে শ্লাঘ্য।
দেবেন্দ্র দেবতা যত [১]পুজিল বিবিধ মত[১]
কে কবে শক্রের কত ভাগ্য ॥
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে বন্দিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে শ্রবণে পাতক নাশে
সুপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥

আনন্দে অবধি নাই ইন্দ্রের ভবনে।
বিশ্বপতি বেষ্টিত বসিয়া দেবগণে ॥
মনে ভক্তি আনন্দে চাপেন দুই পা।
আপনি করেন শচী চামরের বা ॥
নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরে করে গান।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী বর্ত্তমান[২] ॥
সকল কুসুমাকীর্ণ অবতীর্ণ অলি।
বিশেষ বসন্তকালে ভ্রমরের কেলি ॥
[৩]মন্দার সৌরভে কত[৩] আমোদিত আশা।
ইন্দ্র বলে আজি কি প্রসন্ন মোর দশা ॥
তাণ্ডব দেখেন হর্ষে যতেক দেবতা।
হেনকালে ইন্দ্র বলে অম্বুবতী কোথা ॥
নর্ত্তকী আনিতে তবে পাঠান বাসব।
তখন চিন্তেন মনে অনাথ বান্ধব ॥
[৪]ইন্দ্রের অমরাপুরে অমরে[৪] বেষ্টিত।
নটীরে নিষ্ঠুর কহা মোর অনুচিত ॥

১-১ পূজা করি বিধিমত ২ মূর্তিমান ৩—৩ প্রফুল্ল মন্দার গন্ধে
৪—৪। দেবেন্দ্র ভবনে তায় দেবতা

পথে অভিশাপ [১]যে অভয়া[১] দেন তারে।
তবে সে অবনী যায় পূজার প্রচারে॥
এত যদি [২]অন্তরে চিন্তিলা[২] ধর্ম্মরাজ।
[৩]জগতজননী জানি করেন[৩] সে কাজ॥
জরাতি ব্রাহ্মণী বেশে গণেশের মা।
যান নটী ছলিতে চলিতে কাঁপে গা॥
ইন্দ্রের আদেশে হেথা অম্বুবতী নটী।
সঙ্গে সহচরী লয়ে করে পরিপাটী॥
স্নান করি সুরধুনী মন্দাকিনী জলে।
বাট আগুলিয়া ঘাটে বুড়ী বসে ছলে॥
বলক্ষ বরণ কেশ বেশ শেষবয়ী।
কাঁখে ঝুড়ি হাতে নড়ি বুড়ি[৪] ব্রহ্মময়ী॥
বদনবিহীন দাঁত আঁত অতি মরা।
শরীর সোনার কান্তি শোভে কিন্তু জরা॥
ক্ষণে ক্ষণে মায়ের উঠিছে মায়াকাশ।
অহঙ্কারে অম্বুবতী করে উপহাস॥
ইন্দ্রের নাচনী তায় যৌবন গর্ব্বিনী।
[৫]তায় অতি অহঙ্কার[৫] দেবসভা শুনি॥
উপায় করিব মনে কত ধন কড়ি।
গর্ব্ব করে কয় কেন বাটে বসে বুড়ি॥
বাসনা করেছ মনে কতকাল জীবে।
যে বেশে বসেছ ঘাটে কুকসি[৬] বলিবে॥
স্নান করে নটী বলে ছাড় বুড়ি বাট।
দেবসভা বসেছে দেখিতে মোর নাট॥
বুড়ী বলে ঠেটি বেটি যা না কেন[৭] বাটে।
এত যে গঙ্গার ঘাট কারে নাই আঁটে॥

১—১ যদি দেবী ২—২ মন্ত্রণা করেন ৩—৩। মনে জানি ভবানী করিল
৪ বসে ৫—৫ বেড়েছে বিশেষ গর্ব্ব
৬ বুক্কণী ৭ আন

যৌবনগরবে ভূমে নাহি পড়ে পা।
ভাল চাস গৌরবে[১] গৌরবে চলে যা॥
নটী বলে বুড়ীর বড়াই শুন বা।
এত বলি অভাগী উপরে ফেলে পা॥
লাগিল দেবীর গায়ে চরণের জল।
অভিশাপ দেন মাগ[২] পেয়ে এই[৩] ছল॥
পাপিনী পায়ের জল গায়ে দিলি মোর।
মরতে মানবী হয়ে জন্ম হবে তোর॥
দেবসভা মাঝে নাচ করিবি সম্প্রতি।
তোর[৪] হবে তালভঙ্গ যাবি ক্ষিতি॥
*বুড়ী বলে[৫] আমায় করেছ[৫] উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বারমাস॥
এক জন্ম মরে দেখ পুত্রের বয়ান।
এত বলি ঈশ্বরী[৬] হইল অন্তর্দ্ধান॥
নর্ত্তকী চঞ্চলমতি চারিপানে চায়।
বুড়ীরে না দেখি ঘাটে বলে হায় হায়॥
মাথায় কঙ্কণ হানি উভরায় কাঁদে।
অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে॥
না জানি দংশিল কার অভিশাপ অহি।
ছাড়িয়া অমরাবতী যেতে হৈল মহী॥
ব্রহ্মার জননী বুঝি বসেছিল ঘাটে।
বুঝিতে নারিনু বিঘ্ন ঘটিল ললাটে॥
এইরূপে অহঙ্কারে পরীক্ষিৎ মৈল।
এত বলি কান্দে রামা সর্ব্বনাশ হৈল॥
কহিছে প্রবোধবাক্য সহচরীগণ।
মন উচাটন কর কিসের কারণ॥

অভিশাপ

---

১ আপন ২ দেবী ৩ সেই ৪ তায়
৫—৫ আমারে করিলি
৬ মহামায়া

কিবা অভিশাপ তার কেবা সেই বুড়ী।
বয়সের দোষে হয় বচনের দেড়ী ॥
তবে যে তোমার মনে কিছু আছে তাপ।
তাণ্ডবে তুষিয়া দেবে খণ্ডাইবে পাপ ॥
বিলম্বে নাহিক ফল ঝাট চল নাটে।
অম্বুবতী বলে চল যা ছিল ললাটে ॥
[১]এত বলি[১] লাসবেশে দেবসভা যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

অশেষ বিশেষ করি লাসবেশ
নাচিতে চলিলা নটী।
মুনি মনোরমা[২] অপর উত্তমা[৩]
সঙ্গে সহচরী ছটি ॥
সঙ্গে বাদ্যকর অতি মনোহর
গরবে না চলে পা।
ঘুরায়ে নিতম্ব কুচ গিরি[৪] কুম্ভ
বামে হেলায়ে মধ্য গা ॥
হেরিতে বদন মোহিত মদন
রতন রঞ্জিত অঙ্গে।
গজেন্দ্রগামিনী প্রবেশে কামিনী
দেবসভা নানারঙ্গে ॥
দেবতা সকলে বন্দি কুতুহলে
মৃদঙ্গে দিলেন ঘা।
দেবসভা ধাই [৫]করে রাওয়া রাই[৫]
অই নটী নাচে বা ॥
তান মান তান আরম্ভিল গান
মূর্ত্তিমান ছয় রাগ।

---

১ ঘরে আসি ২ মনোহরা ৩ অপসরা ৪ করি
৫—৫ চলে রম্ভা রাই

রাগিণীর গতি বুঝি অনুবর্তী
নাটে বাড়ে অনুরাগ ॥
ধিনি ধিনি ধাউ তানাউ তানাউ
তাথেনে তাথেনে থা।
বাজিছে সকল নর্ত্তকী সকল
চঞ্চল ফেলিছে পা ॥
হেলায়ে কাঁকালি নাচায়ে[১] অঙ্গুলি
অঙ্গ ভঙ্গ[২] কত ঠাটে।
হাঁকে ঝাঁকে পাকে দেবতা সভাকে
নর্ত্তকী তুষিলা নাটে ॥
আড় আধ আধ চলে পদ পদ
মুখে গদগদ বাণী।
নাচিছে গাইছে নাপানে বলিছে
তানানা তেথেনি থেনি ॥
নটী নাচে মন তুষি নানা ধন
পেয়ে অহঙ্কার বাড়ে।
হেনকালে পাপ দেবী অভিশাপ
পাপ আসি ধরে ঘাড়ে ॥
থেই থেই বলি দেই করতালি
চলিতে নাচিতে[৩] অঙ্গ।
চাক ভাঁওরিতে ফিরিয়া নাচিতে
হৈল তার তাল ভঙ্গ ॥
দেবতা সম্মুখ [৪]দৈব দিল দুখ[৪]
[৫]হেঁট মুখ করে তায়[৫]।
গুরুপদদ্বন্দ্ব ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

---

১ কাঁপায়ে ২ রঙ্গ ৩ চঞ্চল
৪—৪ হোল হেঁট মুখ
৫—৫ বিধাতা বিমুখ তায়

মনস্তাপে অম্বুবতী রয় অধোমুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড়হাত বুকে ॥
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে ধারা গলে।
ধরণী লোটায়ে ধনি ধর্ম্মপদতলে ॥
[1]ওহে প্রভু পতিতপাবন[1] পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর ॥
সর্ব্বকাল সভাতে তাণ্ডব গানে তুষে।
আজ সে অভাগী মজে আপনার দোষে ॥
তালভঙ্গ গোসাঁই[2] হয়েছে যে কারণে।
নিবেদন করি প্রভু তোমার চরণে ॥
স্নান করি ঘাটে উঠি নাটে আসি ত্বরা।
বাটে বসে আছিল ব্রাহ্মণী এক জরা ॥
তারে বিড়ম্বিয়া[3] পেলাম অভিশাপ।
সেই হেতু সম্প্রতি ফলিল এই তাপ ॥
[4]মরতে মানবী তায় বৃদ্ধ পতি পাব।
এক জন্ম মরে তবে পুত্র মুখ চাব ॥[4]
অভাগীর এই দুঃখ ঘুচাও গোসাঁই।
তোমা বিনা আপৎ[5] তরাতে কেহ নাই ॥
এত বলি কান্দে রামা গড়াগড়ি দিয়া।
আপনি ঠাকুর তারে কন সম্বোধিয়া ॥
[6]আপনি ঈশ্বরী তেহ শাপ দেন যারে।
কার বাপে সে তাপ খণ্ডাতে নাকি পারে ॥[6]

১—১ পতিতপাবন প্রভু তুমি ২ ঠাকুর
৩ হেলা করিয়ে
৪—৪ মর্ত্ত্যেতে মানবী হব অপরঞ্চ দুখ।
এক জন্ম মরিলে দেখিব পুত্র মুখ ॥
৫ তাপিতে
৬—৬ অভিশাপ ঈশ্বরী আপনি দেন যারে।
সেই তাপ কেহ নাহি খণ্ডাইতে পারে ॥

এইরূপে কান্দ গিয়া অভয়ার ঠাঞি।
শাপান্ত হইবে মুক্ত[১] কোন চিন্তা নাই॥
এত বলি গেলা প্রভু লয়ে দেবগণে।
অম্বুবতী চলে গেলা কৈলাস ভুবনে॥
ঈশ্বরী নিকটে নটী লোটাইয়া কান্দে।
দূরে গেল লাস বেশ কেশ নাহি বান্ধে॥
চাঁদে গরাসিল যেন সিংহিকানন্দন।
অভিশাপে কাল হল গায়ের[২] বরণ॥
[৩]ব্যাকুলে কহেন কিছু[৩] কৃতাঞ্জলি করি।
চিনিতে না পারে তোমা ব্রহ্মা হর হরি॥
অভাগিনী পাপিনী জানিবে কোন বলে।
ব্রহ্মার জননী যে বসিয়াছিলে ছলে॥
সুমতি কুমতি দাত্রী তুমি যে জননী।
তবে অভিশাপে কেন ঠেকে অভাগিনী॥
আমা সম প্রবল পাপিনী কেহ নাই।
পতিতপাবনী তুমি শুনি সর্ব্ব ঠাঁই॥
ইহা জানি কর যে উচিত হয় মা।
বলিতে নয়নে ধারা ভাবে[৪] কাঁপে গা॥
স্তুতি শুনি [৫]ঈশ্বরী কৃপায়[৫] কিছু কন।
কি করিব মোর কথা কপালে লিখন॥
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
কেন জয় বিজয় দানবদেহ ধরে॥
মহামতি যতি রাজা পরীক্ষিৎ রায়।
সে হেন ধার্ম্মিক কেন ব্রহ্মশাপ পায়॥
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়ে নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইয়াছিল দেবলের শাপে॥

I-92

---

১ তব ২ অঙ্গের ৩—৩ শোকাকুলা কহে রামা
৪ ভয়ে ৫—৫ জননী তখন
৬ পাষাণে

পরিণামে সবাই পেয়েছে পরিত্রাণ।
তোমারে সদয় সদা হবেন ভগবান॥
ধর্ম্মপূজা [১]প্রকাশ করিতে[১] কলিকালে।
[২]তপস্তায় ত্যজ তনু[২]ভর দিয়া শালে॥
[৩]মল্যে প্রভু প্রাণ দিয়া হইব সদয়।
কোলে পুত্র পাবে তবে কশ্যপতনয়॥[৩]
পশ্চিমে উদয় হবে যার তপস্তায়।
পরিপূর্ণ ধর্ম্মের বারমতি হয়॥
জন্ম নিতে যাও গৌড় রমতি নগর।
ধার্ম্মিক ভূপতি যার রাজা গৌড়েশ্বর॥
জন্মেছে কলির অংশে পাত্র মূঢ়মতি[৪]।
সে হবে তোমার ভাই কর্ণসেন পতি॥
দুর্গতি ঘটিবে কত পাত্র সে পাপিষ্ঠ।
হিংসিবে তোমার পুত্রে হইতে ভূমিষ্ঠ॥
ইষ্টদের ধর্ম্মরক্ষা করিবে সতত।
তোমার তনয় সে রাখিবে ধর্ম্মপথ॥
অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি নাম লাউসেন।
পুণ্যভূমি ভারতে জন্মিল শুভক্ষণ॥
ভক্তিভাবে তব পুত্রে যে করিবে কোলে।
অচিরাত সুসন্তান তার করতলে॥
পিতা তোর বেহুরায় জননী মন্থরা।
শুনিতে শুনিতে তনু ত্যজিল অপ্সরা॥
ঋতুমতী আছিল মন্থরা সীমন্তিনী।
তার গর্ভে জন্ম নিল ইন্দ্রের নাচনী॥

১—১ প্রকাশিতে যাও

২—২ চাপয়ে সেবিবে ধর্ম্ম

৩—৩ তবে পুত্র পাবে কোলে কশ্যপ তনয়।
যাহা হৈতে হবে কালে পশ্চিম উদয়॥

৪ পাপমতি

[১]কানাকানি জানাজানি হুই চারিমাসে।
সোহাগে সুন্দরী সাধ খায় অভিলাষে॥[১]
দশমাসে প্রসবিল হুহিতা পদ্মিনী।
অন্ধকার ঘরে যেন জ্বলে ফণিমণি॥
যতনে যতেক জাত করে একে একে।
ষষ্ঠ দিনে তুষ্ট করে দেবী ষষ্ঠী মাকে॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী।
আনন্দে বিহ্বল দেখি মন্থরা রূপসী॥
রঞ্জিল সবার চিত্ত দেখি শান্তমতি।
অতেব আনন্দে নাম থুইল রঞ্জাবতী॥
তিনমাসে কোলে বুলে সবাকার বাসে।
সাধে অন্নপ্রাশন করাল সাতমাসে॥
হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখান মন্থরা।
দিনে দিনে রঞ্জাবতী অতি মনোহরা॥
যত্ন করি দিলা কত রত্ন অলঙ্কার।
দিনে দিনে বাড়ে বেশ বয়েস আকার॥
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥
পালা সাঙ্গ সম্প্রতি হইল এতদূরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যা তরে॥
নায়েকের মনোবাঞ্ছা করিবে কুশল।
এখানে রহিল এখন প্রভুর মঙ্গল॥

॥ ইতি স্থাপনা পালা সমাপ্ত ॥

১—১ কানাকানি জানাজানি হুই তিন মাসে।
ভূতলে শয়ন সদা অলস আবেশে॥
সোহাগে সুন্দরী তবে খান নানা সাধ।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ উদর উন্মাদ॥

ইছাই ঘোষের কথা

ঢেকুর পালা

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন।
সংসার সন্তাপ সিন্ধু তারণ কারণ॥
পুণ্যভূমি ভারতে মনুষ্য দেহ লয়ে।
মিছা মায়া মোহ জালে জন্ম যায় বয়ে॥
শিশুকাল হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে।
যুবতী যৌবন মদে যুবাকাল নিলে॥
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে।
বল দেখি কি কথা যমেরে গিয়ে কবে॥
পাপ প্রকাশিয়ে যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন॥
সেকালে সারথি সবে হবে হরিনাম।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম॥
রূপে গুণে রম্ভাবতী দ্বিতীয় উর্ব্বশী।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী॥
সখী সব সঙ্গে খেলে হরষিত হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু গৌড়পতি লয়ে॥
ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর॥
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর॥
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পূজিত।
কৃষ্ণপরায়ণ যেন রাজা পরীক্ষিৎ॥
কলিকালে কর্ণ হেন দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥
প্রতাপে পতঙ্গ যেন সেন মহাশয়।
দুষ্টের দমনে কাল কেহ কেহ কয়॥
একদিন গেল রাজা করিতে শিকার।
বাজিবরে বেড়ে বীর সিপাই হাজার॥

ধানুকী তবকী ঢালী পদাতি অযুত।
আপনি গজেন্দ্র পৃষ্ঠে চলিলা শ্রীযুত॥
ধাঁউ ধাঁউ ধামসাধ্বনি উঠে খরশাল।
আগে চলে নিশান ধবল নীল লাল॥
ভূপাল চলিল সাজি শিকার করিতে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে আচম্বিতে॥
হাতী হতে ভূপাল দেখিল সোমঘোষে।
বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্ম্মদোষে॥
বন্ধনে রেখেছে পাত্র দারুণ জটিল।
ডাকিয়া সুধান তারে রাজা দয়াশীল॥
এদেশে অকাল নাই অবিচার মোর।
কও কোন্ কুকর্ম্মে কপালে কষ্ট তোর॥
করপুটে কহিছে গোয়ালা সোমঘোষ।
কি কহিব মহারাজ মোর কর্ম্মদোষ॥
অকৃতি আতুর অন্ধ অন্ন করে খায়।
তোমার দয়ায় দেশে দুঃখ নাহি রায়॥
অভাগায় হইয়াছে বিধি বিড়ম্বন।
যমদণ্ডে লণ্ডভণ্ড পরিবার ধন॥
সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।
গত বর্ষে মহারাজে গোচর করিতে॥
কৃপা করি আপনি করিলে কর মানা।
মফঃস্বলে মহাপাত্র দিল বন্দীখানা॥
পূর্ব্বাপর পেলেছ পুত্রের প্রায় মোরে।
এবে অপমান এত যেন দুষ্ট চোরে॥
দেখে শুনে পাত্রকে কুপিয়া কন ভূপ।
প্রজা প্রতিপালন উচিত এইরূপ॥
হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি তোকদড়ি গলে।
প্রজারে না পালি পীড়া দাও মফঃস্বলে॥
অন্য যদি পাত্র হত পেতি খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব॥

এতেক আক্ষেপ করি গৌড়ের ঠাকুর।
সেইখানে ঘোষের বন্ধন করে দূর ॥
শিরপা করিলা শাল সরবন্ধ জোড়া।
সঙ্গে নিল শিকারে চাপায়ে দিব্য ঘোড়া ॥
কোপে তাপে মহাপাত্র মুচড়ায় দাড়ি।
কহিতে না পারি স্ফুটে ঘোষে রহে আড়ি ॥
বাড়ী গেল ভূপাল শিকার করি বনে।
শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥
সমাদরে শুন সবে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।
সাদরে শুনিলে সিদ্ধ মনোবাঞ্ছা ফল ॥
মহারাজ মর্য্যাদা বাড়াল দিনে দিনে।
কোন যুক্তিকার্য্য নাহি সোমঘোষ বিনে ॥
বিশ্বাসে গুবাক পান খান তার হাতে।
সম্মানে সতত গোপ থাকে সাথে সাথে ॥
তাহে মহাপাত্রের বাড়িল মনস্তাপ।
মনে করে কেমনে এখন ছাড়ে পাপ ॥
সতত তাড়াতে তারে করে অনুবন্ধ।
অকস্মাৎ ঘটে আসি দৈবের নির্ব্বন্ধ ॥
সোমঘোষে ভূপতি আপনি ডেকে কন।
এখানে তোমার আর নাহি প্রয়োজন ॥
বারভূঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষষ্ঠির গড়ে ॥
সে মোর পরম বন্ধু বান্ধে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হয়ে যাও সানা ॥
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরশাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াব ঠাকুরাল ॥
ঘোষেরে দোশালা দিল সরবন্ধ জোড়া।
বকশিশ করেন পুন চড়নের ঘোড়া ॥
নাগরা নিশান দিল লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা ॥

কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ।
অপরঞ্চ যুবতী বনিতা মায়াফাঁদ ॥
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক।
সাজিয়া ঘোষের সঙ্গে চলে শতাধিক ॥
রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পার হল সম্মুখে সন্ধিপুর ॥
কত কব যত গ্রাম থাকে ডান বামে।
বীরভূমি উত্তরিল মোকামে মোকামে ॥
দিবা দুই যামে পাইল অজয়ের ধার।
রায় কর্ণসেন হেথা পায় সমাচার ॥
ছয় পুত্র সঙ্গে তার ঘোড়ার উপর।
নরযানে কর্ণসেন রায় নৃপবর ॥
আপনি সজ্জন সেন পরম সন্তোষে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল সোমঘোষে ॥
রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার।
বসতি গড়ের মাঝে হৈল গোয়ালার ॥
পুত্র তার ইছাই প্রবল দিনে দিনে।
মুখে নাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে ॥
জন্মে জন্মে ভক্তিভাবে সেবেছিল শক্তি।
অনায়াসে ইছার প্রসবে সেই ভক্তি ॥
উপদেশ বাসনা বিশেষ বাড়ে মনে।
দৈবযোগে দেখা এক অবধৌত সনে ॥
শিবতুল্য দেখি তাঁরে করিয়া বন্দনা।
ভক্তি দেখি গোসাঁই করাল উপাসনা ॥
পূজা জপ যতনে জানাল মন্ত্র তন্ত্র।
আজ্ঞা দিল বিরলে যতনে জপ মন্ত্র ॥
দেবতা প্রসন্ন হবে পূর্ণ অভিলাষ।
আশীর্ব্বাদ করি গুরু গেলা তীর্থবাস ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

ইছাই আনন্দ মনে নানাবিধ আয়োজনে
সঙ্গোপনে পূজে ভগবতী।
আবাহন তন্ত্রে মন্ত্রে আরাধিতে হেমযন্ত্রে
মন্ত্রবশে সাক্ষাৎ পার্ব্বতী ॥
তনু লোটাইয়া ক্ষিতি করিছে প্রণতি স্তুতি
ভগবতী দুর্গতিনাশিনী।
তুমি ত্রিলোকের মাতা শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা
বিশ্বগতি ব্রহ্মার জননী ॥
প্রলয় পালন সৃষ্টি প্রসবে তোমার দৃষ্টি
তুমি মতি গতি সবাকার।
তারিণী তরিতে তার তাপিত তনয় তোর
তো বিনা শরণ লবে কার ॥
ভকতবৎসলা মাতা চতুর্ব্বর্গ ফলদাতা
মোর নহে ভকতের দশা।
শুনি দীন দয়াময়ী পতিতপাবনী অই
নাম মাত্র আমার ভরসা ॥
শুনিয়া এতেক স্তুতি বলেন গোয়ালা প্রতি
পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।
পুরাতে তোমার আশ ছাড়িনু কৈলাস বাস
অভিলাষ বর মাগ কি ॥
ইছাই বলেন মা প্রমাণ ও রাঙ্গা পা
আমার মনের যত তাপ।
অবিচারে অনাহারে গৌড়ে বন্দী কারাগারে
দুঃখভাবে ছিল মোর বাপ ॥
সে তাপে তাপিত অতি অতঃপর কৃপাবতী
মোরে স্বতন্তর কর সতী।
অপর প্রার্থনা মাতা গড়ে থাক অধিষ্ঠাতা
শ্যামারূপ দেখি দিবারাতি ॥
দেবতা দানব যত কাহাতে না হব হত
মানব কি কৃপাবলে তোর।

সংসারে বৈষ্ণব বৈ তোমার হাতের ঐ
অসি বিনা মৃত্যু নাই মোর ॥
বিপক্ষ করিলে বল বাড়িবে নদীর জল
অরি প্রবেশিতে নারে পুর।
অপর প্রার্থনা শুন ত্রিবষ্টির গড় পুন
নাম হবে অজয় ঢেকুর ॥
কি কহিব ভাগ্য কত গোয়ালা বাঞ্ছিল যত
মহামায়া পুরিল কামনা।
কনক প্রতিমা করি শ্যামারূপা মহেশ্বরী
গড়ে গোপ করিল স্থাপনা ॥
নিতি নিতি করে পূজা দিয়ে মেষ মোষ অজা
রাজা হল গোয়ালা প্রবল।
ভাবি গুরুপদ ছবি ভণে ঘনরাম কবি
অভিনব শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥ ?
রঙ্গিণী কিঙ্কর হল নৃপবর
স্বতন্তর মহাশূর।
ইছাই দুর্ব্বার করিল রাজার
দোহাই দস্তর দূর ॥
চৌদিকে পাহাড় বেড়ি বাড়ী গড়
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসতবাটী ॥
করিয়া আসন গাড়িল নিশান
সম্মানে বসান পন্থ।
স্বধর্ম্মমণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য ॥
সমাদরে তস্থ বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য
ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।
সম্মুখ সমর মাঝে অকাতর
বীর বিক্রমে বিশাল ॥

করি বন্দোবস্ত বসিল সমস্ত
কুলীন কায়স্থ কত।
পবিত্র চরিত্র ঘোষ বসু মিত্র
মার্জ্জিত মৌলিক যত॥
সিংহ দাস দত্ত আদি যে মহত্ত্ব
বসিল উত্তর রাঢ়ী।
গোপ অবতংস কত রাজবংশ
কুমার করিল বাড়ী॥
তিন কুল রাজ পুরে সুসমাজ
মহত্ব মর্য্যাদাবান।
গণ্য গোপ যত করিল বসত
পাল ঘোষ কলে পান॥
হয়ে হরষিত বসিল নাপিত
তাপিত আছিল যত।
পসারি তাম্বুলী তাঁতি তেলি মালী
কুতূহলে বসে কত॥
ধার্ম্মিক ধনিক পঞ্চ যে বণিক
যতেক কর্ম্মী কুমার।
উগ্রধর্ম্মধারী বসিল আগুরি
শাঁখারী করমকার॥
মদক বারুই আদরে এ দুই
বসিল সজ্জাতি যত।
এই সবাকার নাহি ব্যবহার
হেন হীন জাতি কত॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পল্লবাদি গোপ
সুবর্ণবণিক কলু।
কেওট কৈবর্ত্ত স্বর্ণকার ধূর্ত্ত
ছুতার বাইতি জালু॥
তাতালে মদক বসিল রজক
শুঁড়ি হুড়ি চুড়িকার।

পুরীর প্রান্তরে বেশ্যা থরে থরে
অন্ত্যজ জাতি অপার ॥
ডোম হাড়ি শুঁড়ি বৈসে গড় বেড়ি
বিশাল কোটাল কোল।
কিরাত প্রবল রণশিঙ্গা মাদল
নিনাদে নাগরা ঢোল ॥
পুরীর অন্তর গড়ে স্বতন্তর
বসিল যবন যত।
পাইয়া মর্য্যাদা কত মীরজাদা
সৈয়দ পাঠান কত ॥
সমরকুশল বসিল মোগল
সেখজাদা যত জনা।
পেলে এক রুটী সবে খায় বাঁটি
রণে পাশরে আপনা ॥
চৌদিকে চোয়াড় পুরী রক্ষিবার
বীর বিক্রমে বিশাল।
খয়রা খণ্ডাতি কোল খল জাতি
অরাতি দমনে কাল ॥
অপর যতেক কহিব কতেক
কত কত শূর বীর।
যথাযোগ্য জনা রাখে চৌকী থানা
সম্মুখ সংগ্রামে ধীর ॥
চতুরঙ্গ দল সংগ্রামে কুশল
প্রবল প্রতাপবান।
গুরুপদছবি ঐকান্তিক ভাবি
দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
দিনে দিনে গড়ে গোপ হৈল বলবান।
ভবানী পূজিল দিয়া লক্ষ বলিদান ॥
প্রণাম করিয়া পুন পার্ব্বতীর পায়।
করপুটে ইচ্ছা কয় শ্যামারূপা মায় ॥

গৌরবে গড়ের নাম রাখিলে ঢেকুর।
ইহার মহিমা কিছু দেখাও প্রচুর॥
হাসি হাসি হৈমবতী ঈষৎ ঈঙ্গিতে।
বীরমাটী আনাইল কৈলাস হইতে॥
ফেলিয়া গড়ের মাঝে দেখান কৌতুক।
ক্ষুধিত ভুজঙ্গে ধায় ধরিতে মণ্ডূক॥
মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥
স্থানান্তরে ভক্ষক তক্ষক তুল্য সাপ।
সহিতে না পারে ভক্ষ্য ভেকের প্রতাপ॥
নকুলে আকুল দেখে পন্নগের রণে।
উথলে আনন্দ অতি ইছায়ের মনে॥
ভজনে ভবানী তার হল পক্ষ বল।
দিনে দিনে গড়ে গোপ হইল প্রবল॥
লোহাটা বজ্জর তার সহর কোটাল।
সংগ্রামে পণ্ডিত বীর বিক্রমে বিশাল॥
দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হৈল পাটে।
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে॥
পুরন্দর প্রভৃতি সভয় সুরবর্গ।
প্রতাপে গোয়ালা বেটা পাছে লয় স্বর্গ॥
শক্রুর সন্তাপ বাড়ে টুটে পরাক্রম।
অধিকারে ঢেকুর ছাড়িল প্রায় যম॥
গৌড়েশ্বর রাজার হুকুম হইল রদ।
রায় কর্ণসেনে বড় ঘটিল আপদ॥
রণে বৃত্রাসুর যেন ইন্দ্রে দিল তেড়ে।
শচীপতি পলাইল অমরাবতী ছেড়ে॥
সেইরূপে গোয়ালা বাড়িল দৈববলে।
সেনের সম্পত্তি লুটে নিল বলে ছলে॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী বাড়ী রাজপাট।
প্রমাদে পালাল রায় হানিয়া ললাট॥

গৌড়ে আসি বন্ধুবাসে রাখি পরিবার।
পাঁচ পুত্র সঙ্গে গেল রাজ দরবার॥
বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে নৃপবর।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর॥
পাত্র মিত্র সগোত্র সহিত নরপতি।
মহামায়া মহিমা শুনেন মহামতি॥
দেবাসুর সংগ্রামে শতেক বর্ষ যায়।
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যাধিপ তায়॥
নির্জ্জর সবারে জিনি নিল ইন্দ্রপদ।
পশ্চাৎ পার্ব্বতী হাতে মৈল দুরাসদ॥
ঈশ্বরী মাহাত্ম্য এত শুনেন ভূপতি।
হেনকালে এল রায় অতি ব্যস্তমতি॥
প্রণতি করিয়া ভূপে শিরে হানে ঘা।
অভিমানে দুঃখে কান্দে মুখে নাই রা॥
রাজা বলে কহ বন্ধু কান্দ কি কারণ।
এস এস বস কাছে কহ বিবরণ॥
তবে কর্ণসেন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
সোমঘোষ বেটা হতে হল সর্ব্বনাশ॥
পুত্র তার ইচ্ছাই ঈশ্বরী যার সখা।
তার হস্তে ছিল মোর অপমান লেখা॥
তোমার দোহাই রদ আমি হৈনু দূর।
ত্রিষষ্টি ঘুচায়ে নাম হয়েছে ঢেকুর॥
কোপে রাজা জ্বলে যেন অনলেতে ঘি।
বেন্ধে এনে বেটার করিব শাস্তি কি॥
কোপে তাপে প্রতাপে হুকুম হল সাজ।
পাত্র মহামদ বলে শুন মহারাজ॥
কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি।
হুকুমে আনাব ধরে সে বা কোন্ পাজী॥
পরোয়ানা পাঠাই যদি নাহি আসে কাছে।
তবে যে করিব শাস্তি মোর মনে আছে॥

গোড়পতি কন পাতি পাঠাও ত্বরিত।
পাত্র লিখে পত্রিকা পরম প্রতিষ্ঠিত ॥
ত্রিষষ্টি গড়ের সানা দেবল শ্রীযুত।
সোমঘোষ প্রতি প্রেম শুভাশি বহুত ॥
অপরঞ্চ কি কব সকল করে কালে।
পাশরিলে কিরূপে আছিলে বন্দীশালে ॥
ঠাকুরালী মুখে প্রেম বন্ধুর উপর।
শুনি তারে তাড়ায়ে হয়েছে রাজ্যেশ্বর ॥
কি কারণে কর্ণসেন সঙ্গে বিসম্বাদ।
সাক্ষাতে শুনিব সব খণ্ডাব বিবাদ ॥
বাঞ্ছা থাকে বাঁচিবে না হবে লণ্ডভণ্ড।
তবে গৌণ গমনে না করে এক দণ্ড ॥
শুনি বলবন্ত তব তনয় ইছাই।
মোর সঙ্গে করে হন না মানে দোহাই ॥
পূর্ব্বাপর বুঝি তারে বুঝাহ সম্প্রতি।
দুর্গতি না ঘটে যেন কিমধিকমিতি ॥
তারিখ চৈত্র তায় তৃতীয় বাসর।
ভাটে দিয়ে বলে বাটে চলিবে সত্বর ॥
ত্রিষষ্টির কর লয়ে এনো সোমঘোষে।
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে ভাট চলিল সন্তোষে ॥
পঞ্চাশ পদাতি ঢালী আগে পিছে ধায়।
ঘোড়ার উপরে ভট্ট গঙ্গাধর রায় ॥
মোকামে মোকামে পায় অজয়ের ধার।
সোমঘোষ গোয়ালা পাইল সমাচার ॥
পুরস্কার করি ভাটে নিল আগু হয়ে।
প্রণতি করিল পাতি ভূপতির পেয়ে ॥
বিনয় করিয়া কিছু গঙ্গাধরে কন।
গড়েতে গোঁয়ার পুত্র হয়েছে দুর্জ্জন ॥
তুমি যে রাজার লোক চাহ ইরশাল।
এ কথা শুনিলে বড় বাড়িবে জঞ্জাল ॥

সঙ্গোপনে কর দিব যাবে গুপ্ত গণে।
সুধালে বন্ধুতা বল সোমঘোষ সনে ॥
এত শুনি কোপে তাপে ভট্ট কন হাঁকি।
কি কোস্ বেটাকে তোর থরথরাতে কাঁপি ॥
বকেয়া বেবাক লয়ে সঙ্গে চল মোর।
কি কব কালের ধর্ম্ম সাধু বাঁধে চোর ॥
কর্ণসেন ভেঙ্গে দেবে এই অহঙ্কার।
কহিতে কহিতে হেথা করিয়া শিকার ॥
ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর ॥
ঘোর নাদে নাগরা নিশান উড়ে বায়।
শুনিল রাজার লোক রাজকর চায় ॥
কোপে কেঁপে কোটালে হুকুম দিল ধর।
কোন্ বেটা নিতে চায় ঢেকুরের কর ॥
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কোন ছার ভূপতি তাহার এত জরা ॥
মার মার কোটালে কহিছে কোপদৃষ্টে।
ভোটে হতে জটে ধরে ভাটে পাড়ি পিটে ॥
নাথা সুথা কিল গুঁতো হিড়িক জুতার।
ভাট বলে মরি মরি গোপ বলে মার ॥
পরিহার মাগে ভট্ট ছেড়ে দে রে ভাই।
মাথা মুড়ে দে রে ছেড়ে বলিছে ইছাই ॥
আজ্ঞা লঙ্ঘে কার সাধ্য প্রতাপে রাক্ষস।
পাঁচ চুলা করে পেঁচ দিল গোটা দশ ॥
টস টস পড়ে রক্ত মুখ বুক বয়ে।
সোমঘোষ ব্যাকুলি করিয়ে এল ধেয়ে ॥
ধরিয়া ইছার হাতে করে উপরোধ।
ভাট গঙ্গাধরে এত অনুচিত ক্রোধ ॥
পূর্ব্বাপর পড়সী পরম বন্ধু মোর।
পুরস্কার করিতে উচিত হয় তোর ॥

পিতার বচনে ভাটে দিল পুরস্কার।
ঘোড়া জোড়া কড়াই কনক কণ্ঠহার॥
সরবন্ধ বান্ধিতে স্মরণ করে হরি।
বিদায় হইয়া ভাট চলে ত্বরা করি॥
রাজসভা যাইয়া মাথার ফেলে পাগ।
দেখায় দুর্গতি যত নরুণের দাগ॥
জোড় হাতে কহিল সকল সমাচার।
সোমঘোষ আজ্ঞাকারী কেবল তোমার॥
কর দিল হেনকালে হাতীর উপর।
শিকার করিয়া এল তাহার কুমার॥
যমের দোসর দুষ্টে দেখে কাঁপে গা।
সদাই সাক্ষাতে তার শ্যামারূপা মা॥
নাম ধরে ইছাই ইন্দ্রের প্রায় ছবি।
কোপে রাজা জলে যেন হুতাশনে হবি॥
সাজিতে হুকুম হল নবলক্ষ দল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

ভাটেরে প্রবোধ করি মুচড়িছে দাড়ি।
ইছাই উপরে বড় ভূপতির আড়ি॥
কোপে রক্তলোচন বচন বীরদাপে।
এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে॥
সাজিতে হুকুম দিল দিয়ে হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বরে শিঙ্গার শুধু সাড়া॥
ঘন রণ দামাদা দগড়ে পড়ে কাঠি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী॥
ধাঁও ধাঁও ধামসা বাজে ডিগ্ ডিগ্ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥
কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পেয়ে।
রাজার হুকুম দড় সেজে এল ধেয়ে॥
রায় রাঞা বারভূঞা মীরমিঞা গণে।
তুরগী তুরঙ্গে কেহ এরাগী বারণে॥

হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিপাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥
নবঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী ॥
তিন লক্ষ তাজা তাজী তুরগী তুরঙ্গ।
উনলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদায় নবলক্ষ যম অবতার ॥
চতুরঙ্গ বলে দলে চলে নরপতি।
গতি ধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী ॥
ঘর বাজে ঘন ঘোর দামালা দগড়।
ঘোড়ার হ্রেষণি শুনি হাতীর দাবড় ॥
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দাম দুম্।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধুম ॥
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ ডাকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান ॥
চলিতে চলিতে চলে উলটি পালটি।
বীরগতি লাফাইয়া কাঁপায়ে চলে মাটী ॥
একাযুত বেল্‌দার বেগারী আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায় ॥
তবে তাম্বু কানাত তৈনাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা ॥
সবার গমন আগে আবেগে সোয়ার।
নিশানী ধাইছে কত ঢালী ফরিকার ॥
পিছে হাতী পদাতি পশারী পায়ে পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী গায়ে গায় ॥
গজপৃষ্ঠে ভূপতি বেষ্টিত বারভূঞা।
চোহান রাজপুত নামজাদা মিঞা ॥
পার হল গৌড় গড় বেগবন্ত গতি।
পার হল ভৈরবী ভাবিয়া ভগবতী ॥

একে একে কব কত যত রাজবাট।
প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট॥
তড়ে পার হতে নদী প্রবেশিতে জলে।
পাতাল ভেদিয়া জল আকাশে উথলে॥
দৈববলে বাড়ে নদী কুলকুল শব্দে।
ভেসে গেল কত সেনা ঠেকিয়া বিপদে॥
প্রমাদে পড়িয়ে রাজা তীরে আসি উঠে।
মগ্ন হয়ে মোকাম করিল নদীতটে॥
সঙ্কটে পড়িয়া হেথা ইছাই গোয়ালা।
একান্তে করিল পূজা ভকতবৎসলা॥
অচলা লোটায়ে স্তুতি করে মহামতি।
বিপক্ষ বিপদে পক্ষ রক্ষ ভগবতী॥
নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গখর্পরধারিণী॥
শিবানী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপাভৃতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে॥
স্তুতি শুনি শ্যামরূপা সাক্ষাতে সদয়।
কন কেন কি কারণে কারে কর ভয়॥
লোহাটার রণে সে পলাবে অচিরাৎ।
কোন তুচ্ছ উপরে আপনি দিবে হাত॥
অখিলের নাথ ধর্ম্ম তার ভক্ত জন।
জগতে জন্মিবে যবে কশ্যপ নন্দন॥
দৈবের ঘটনে রণ কর তার সনে।
লোহাটাকে সম্প্রতি পাঠায়ে দেহ রণে॥
তবু যদিস্যাৎ রাজা রণে হয় দক্ষ।
কুটিল কটাক্ষে মোর কিবা নব লক্ষ॥
উপলক্ষ লোহাটা আপনি পক্ষ তার।
শুনি গোপ প্রণতি করিল পুনর্ব্বার॥
তবে দড় দড় আজ্ঞা দিল গোপসুত।
যমদূত সম সাজে কোটালের যূথ॥

প্রবেশিল প্রবল প্রতাপে পাঁচ পা।
ঘনরোল দামামা দগড়ে পড়ে ঘা॥
কত মত বাদ্য বাজে ভূপতির দলে।
মার্ মার্ শব্দ করি চলে দৈববলে॥
পার হয়ে সরিৎ সমরে দিল হানা।
চমকিত চৌদিকে চঞ্চল চৌকী থানা॥

লোহাটা দুর্ব্বার হাঁকে মার্ মার্
রাজার লস্কর মাঝে।
কোপে নৃপবর কুঞ্জর উপর
ধর্ ধর্ হুকুম গজে॥
চতুরঙ্গদল চৌদিকে চঞ্চল
প্রবল প্রতাপে রোষে।
অতি আঁটাআঁটি করি কাটাকাটি
দু দলে দ্বন্দ্ব প্রদোষে॥
শর শেল গুলি আথালি পাথালি
সামালি চালিছে ঢাল।
দাদলি দু হাতে সেনা সব সাথে
যুঝে যেন যম কাল॥
মাহুতের মুণ্ড মাতঙ্গের শুণ্ড
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া জড়াইয়া জোড়া
ঘোড়া সনে ভূমে লোটে॥
তবু অকাতর ভূপতি লস্কর
দুষ্কর সাহসে লড়ে।
একাকার ধূম দুড় দুড় দুড়ুম
ঘোর নাদে গোলা পড়ে॥
হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে
ঝুপ ঝুপ রাখিছে তীর।
কোটালের ঠাঁট জুড়ে এক কাট
সমরে না রহে স্থির॥

রাহুত মাহুত হানে যুথে যুথ
কোটাল যম খণ্ডাতি।
ছাড়ি সিংহনাদ গণি পরমাদ
হুতাশে হুটারে হাতী॥
শরের নিশান শুনি সন্ সান্
ঝঙ্কান্ ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টন্ হানে ঠন্ ঠান্
সেনাগণে দিয়ে তাড়া॥
কোটালিয়া কাল বুঝিয়া ভুপাল
পাত্তর পালাল ছেড়ে।
লোহাটা দুর্জ্জয় কর্ণসেন ছয়
তনয়ে হানিল তেড়ে॥
হাতে লয়ে প্রাণে সবে চারিপানে
পলাইল নিজ বাসে।
লোহাটা নিঠুর প্রবেশে ঢেকুর
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥
মনস্তাপে রাজা পাত্র প্রাণে পেয়ে ভয়।
দশাদোষে দেশে আসে পেয়ে পরাজয়॥
ভবানী চরণে ভক্তি বাড়ালে ইছাই।
পুত্রশোকে সেন হেথা কাঁদে রাওয়ারাই॥
ধাওয়াধাই আসি বাসে শিরে হাত হানে।
পুত্রবধূ বনিতা আছয়ে যেইখানে॥
নয়নে বহিছে ধারা মুখে নাই রা।
হা পুত্র বলিয়া কান্দে আছাড়িয়া গা॥
আঁটকুড়া হৈনু বলে ফুকারিয়া কান্দে।
শুনিয়া জননী শোকে বুক নাহি বান্ধে॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাড়ি।
কেমনে দেখিব ঘরে ছয় বধূ রাঁড়ী॥
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা॥

পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্ব শোকে কর্ণসেন হইল পাগল॥
হাতী ঘোড়া ধন প্রাণ রাজছত্র দণ্ড।
কর্ম্মদোষে বিধাতা করিল লণ্ডভণ্ড॥
পুত্রশোকে জরজর হইল তার তনু।
পুত্র বিনা সকল সংসার দেখে শূন্য॥
অল্পকালে ঘটে আসি অশেষ অভাগ্য।
সংসার বাসনা ছাড়ি বাড়িল বৈরাগ্য॥
দশাদোষে হল সে দারুণ দুঃখভাগী।
মুখে ভস্ম মাখে রাজা হল যেন যোগী॥
পট্টাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপীন।
ফকির করিল বিধি দশা হল হীন॥
সেনের বৈরাগ্য দেখে ডাকাইল ভূপ।
করে ধরি প্রবোধ করিল কত রূপ॥
দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
দূর কর মনস্তাপ মন দিয়া শুন।
আমি তব সংসার করিয়া দিব পুনঃ॥
কর্ণসেন বলে হায় আর হবে নারী।
আঁটকুড়া বুড়া তায় নাছের ভিখারী॥
কন্যা কে ফেলিবে জলে হেন বরে দিয়া।
ভূপতি বলেন ভায়া থাকহ বসিয়া॥
কালি বিভা দিব তব কোন চিন্তা নাই।
প্রসন্ন হইলে দশা বাড়িবে বড়াই॥
আজ হতে এখানে আপনি অগ্রগণ্য।
কেবল আমার তুমি ইথে নাই অন্য॥
এত বলি বসন ভূষণ অলঙ্কার।
রায় কর্ণসেনে দিল রাজা পুরস্কার॥

শিরপা পাইয়ে শিরে করিলা বন্দনা।
মনেতে বাড়িল বড় সংসারবাসনা॥
রাজারে বলেন আমি তোমার নফর।
তুমি সে পরম বন্ধু কন নৃপবর॥
বাড়িল বিশ্বাস বড় রাজার আদেশে।
সমাদরে থাকে রায় ভূপতির দেশে॥
নিযুক্ত নফর চারি করে দিল ভূপ।
বাসা দিল মর্য্যাদা করিয়া কতরূপ॥
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
ঘনরাম কবিরত্ন মধুরস গান॥

অখিল বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

॥ ইতি ঢেকুর পালা সমাপ্ত॥

৭৮

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা

কর্ণসেনে প্রবোধিয়া গৌড়ের ঠাকুর।
দরবার ভাঙ্গি রাজা গেল অন্তঃপুর ॥
সেন পাত্র বীরভূঞা মীরমিঞাগণে।
বিদায় হইয়া গেল নিজ নিকেতনে ॥
রাজা যান যেখানে বসিয়া ভানুমতী।
ছোট ভগ্নী বামেতে বসেছে রঞ্জাবতী ॥
ভুবনমোহন রূপ পরম সুন্দরী।
অপ্সরা উর্ব্বশী কিম্বা স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
দেখিয়া রাণীকে রাজা শুধান বিরলে।
মনোহর কার কন্যা আমার মহলে ॥
রাণী বলে ভগ্নী মোর পাঠাইল মা।
অন্য হলে এখানে বাড়াবে কেন পা ॥
অনূঢ়া অনুজা এই রঞ্জাবতী নামে।
রাজা বলে এস তবে বৈস মোর বামে ॥
শ্যালী যদি ডেকে দেয় যৌবনের ডালি।
প্রণতি করিয়া রঞ্জা কয় কৃতাঞ্জলি ॥
মোরে বটে বিবাহ করিবে মহীনাথ।
এখন ত বুড়া গালে দেখি দুটি দাঁত ॥
আঁতটি শুখান দেখি দাঁত দুটি যায়।
বদনে মদন বসে বিভা কর রায় ॥
পরিহাসে ভাবে রাজা হাসে খল খল।
রাণীকে ডাকিয়ে রাজা বুঝান বিরল ॥
সম্প্রতি সম্বন্ধ বাক্য শুন সীমন্তিনী।
অবিবাহ এত বড় তোমার ভগিনী ॥
পাগল পাত্রের বুদ্ধে পাইল এতদূর।
বাড়া কি বলিব বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর ॥
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী।
এতৎ সম্বন্ধে যদি দেহ অনুমতি ॥

রাণী বলে কর্ত্তা বট নিতে পার মূল্য
কিন্তু ঐ ভগিনী ভেয়ের প্রাণতুল্য ॥
কি করে কহিব নাথ কর্ণসেন বুড়া।
রাজা বলে বুঝি যদি সেই বংশচূড়া ॥
সকল গুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
কুলে শীলে কেবা আছে সেনের সমান ॥
বুড়া বলে কদাচ না ভেব বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন ॥
বুড়া নয় খানিক বয়সে বটে বাড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া ॥
আমি যে এমন বুড়া ঘাটিয়াছি কি।
হাসি মুখ হেঁট হল বেনুরায়ের ঝি ॥
কত রঙ্গ রহস্য বহিয়া গেল তায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥
রাজা বলে সুন্দরী বিশেষ শুন ভাষি।
পুত্রশোকে কর্ণসেন হল বনবাসী ॥
আশ্বাস দিয়েছি তারে করে দিব নারী।
ইঙ্গিতে অনেক কন্যা আনাইতে পারি ॥
রঞ্জার বয়স এই সেই মহাকুল।
এই হেতু ভাবিয়াছি সব সুপ্রতুল ॥
বিপদে ব্যাকুল হয়ে যে আসে শরণে।
প্রবল পৌরুষ পুণ্য তাহার পালনে ॥
রাণী কন বুঝা গেল শুনহ প্রাণেশ।
আমি শিরোধার্য করি তোমার আদেশ ॥
প্রমাদ পাড়িবে পাত্র বুঝ অভিপ্রায়।
রাজা বলে কামরূপে পাঠাইব তায় ॥
পরিণাম পারা যাবে বিভা হক্ আগে।
রাণী বলে কর যে তোমার মনে লাগে ॥
রাণীর আশ্বাস বাণী বুঝি নৃপমাণ।
পরদিন প্রভাতে পাত্তরে ডেকে আনি ॥

ভূপতি বলেন ভায়া শুন মন্ত্রীবর।
কাঁউর ভূপাল বলে হল স্বতন্তর॥
প্রবল প্রতাপে যেয়ে বেন্ধে আন তায়।
রাজ আজ্ঞা বন্দি পাত্র হইল বিদায়॥
কাঁউর মহলে পাত্রে দিল পাঠাইয়ে।
পাত্তর চলিল সেনা পাঁচ লক্ষ লয়ে॥
বার দিন পরে গেল ব্রহ্মপুত্র ধারে।
ধল রাজ্যা ভূপতি ভবন যার পারে॥
কামরূপ ওপারে এপারে দিল থানা।
ধলরাজ অরাতি উপরে দিতে হানা॥
বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুল কুল কুরব কমল কাণেকোণ॥
ঘোর রবে ঘুরুলী ঘুরিছে ঘন ঘন।
প্রমাদ পাড়িছে পুরে প্রলয় পবন॥
তরঙ্গ দেখিয়া শঙ্কা ঘটে মহামদে।
মোকামে রহিল পাত্র ঠেকিয়া বিপদে॥
রঙ্গার বিবাহে হেথা গৌড়ের ভূপতি।
আনায়ে বান্ধবগণে আনন্দিত মতি॥
হরবিত বেন্থরায় রাজার শ্বশুর।
মোর কন্যা বিভা দিবে গৌড়ের ঠাকুর॥
আপনি মন্থরা অতি আনন্দিত মনা।
রাজপুরে হুলাহুলি উল্লাস বাজনা॥
সখীগণ হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।
সমাদরে কন্যা বরে ক্ষীরখণ্ড খায়॥
শুভদিনে বেন্থরায় বসে অধিবাসে।
রঙ্গার বিবাহ গান ঘনরাম ভাষে॥

বিচিত্র চন্দ্রাতপ টাঙ্গায়ে ফেলে সপ
প্রশস্ত পরম যতনে।

কুটুম্ব বন্ধুগণে আনায়ে নিমন্ত্রণে
বসান বিচিত্র আসনে ॥
সুপঞ্চ বাজে বাদ্য মাদল মৃদঙ্গাদ্য
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে যতেক সখীগণে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলী ॥

জয় রঞ্জার বিবাহ উল্লাসে।
সবিতা সম ছটা সম্মুখে দ্বিজ ঘটা
রায় বসিলা অধিবাসে ॥
আরোপি হেম ঘটে প্রথমে পাণিপুটে
পূজা প্রণামে কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি হরিহর হৈমবতী
প্রজাপত্যাদি গ্রহ ষষ্ঠী ॥
ব্রাহ্মণে বেদ রটে গন্ধাদি হেম ঘটে
পরশ করি শেষ কালে।
শুভাধিবাসনামন্ত্র বলিয়ে যত বস্ত
ছোঁয়াল কন্যার কপালে ॥
মঙ্গল মহী আদি প্রশস্ত যথাবিধি
সুশীলা ধান্য দূর্ব্বাদল।
কুসুম ঘৃত দধি স্বস্তিক যথাবিধি
চন্দনাক্ত সিন্দূর কজ্জল ॥
সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপাসোনা
হরিদ্রা অলক্ত বাস।
দর্পণ সরষপে চামর শুভদীপে
করিলা মঙ্গল অধিবাস ॥
মঙ্গল দ্রব্য যত বেদের বিধিমত
ছোঁয়ায়ে থুল হেম থালে।
করে মঙ্গল সূত্র বন্ধন করি মাত্র
অপর রত্নঝারা ভালে ॥

মঙ্গল নারীগণে লইয়া নিকেতনে
কন্যা সে কনকচন্দ্রিকা।
তুরি সঙ্কল্প নৃপ পূজিল গণাধিপ
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা॥
বসুধারাদি সুখে করিলা নান্দীমুখে
তুষিলা ব্রাহ্মণ সবায়।
আদরে এই বিধি যে কিছু মঙ্গলাদি
করিল কর্ণসেন রায়॥
বুঝিয়া শুভলগ্ন আনন্দে হয়ে মগ্ন
বরে করিলা পুরস্কার।
বসন নানা রত্নে বরণ করি যত্নে
করিতে নিল স্ত্রী আচার॥
শ্রীরাম পদদ্বন্দ্ব ভাবিয়া সদানন্দ
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান।
রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ প্রভু করুন তূর্ণ
নায়কে হইয়ে কৃপাবান॥

উল্লাস বাজনা বাজে আসন উপরে।
শশীমুখী সকলে বরিতে এল বরে।
কোন নব নাগরী লাবণ্য দেশ বই।
কপালে চন্দন দিয়ে পায়ে ঢালে দই॥
করভঙ্গি করিয়ে কহিছে কত তানে।
বরের বদন বিধু বরে ঢাকে পানে।
মুখে দিয়ে তাম্বুল সেনের সেকে গাল।
সাত বার বরিল ঘুরায়ে হেম থাল॥
সাজাল সাতাস কোটি সখীগণ লয়ে।
মঙ্গল আচার করে প্রদক্ষিণ হয়ে॥
যতনে আনিল কন্যা রতনরঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা॥

দুহাতে ঘুরায়ে পান লাজে হেমমুখী ।
বসনে বরের মুখ ঢাকে সব সখী ॥
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে সাত বার ।
দুজনে বদলে মালা পসারিয়া হাত ॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভ কর তুলি ।
বরেরে ফেলিয়া মারে সগুড় চাউলি ॥
চারি চক্ষু চঞ্চল চাহিল কন্যা বরে ।
কামিনী সকল তায় কত রস করে ॥
নারীর নাপান তান সদাই নূতন ।
বিশেষ বিবাহ বাদ্যে বাড়ে দশ গুণ ॥
মন্থরা জননী যত্নে আনিল ঔষধি ।
রাণী ভানুমতী রাখে মায়েরে প্রবোধি ।
কি কাজ ঔষধে আর ঐ একেশ্বরী ।
ননদী সতিনী সতা কেহ নাই অরি ॥
এ বিষয়ে এসব ঔষধে অর্থ কি ।
কোন পীড়া নাহি পাবে তব প্রিয়া ঝি ॥
নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা ।
সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগ ॥
এত বলি দূর করে ঔষধের ডালা ।
খেদায় অসতী নারী ছাউনীর বেলা ॥
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয় ।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলিময় ॥
শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনী ।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি ॥
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়ে জলধারা ।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী আচার সারা ॥
তবে রাজা আদরে আসন জল দিয়া ।
সালঙ্কারা কন্যা বরে দিল সমর্পিয়া ॥
দক্ষিণা যৌতুক দান নিল নানা ধন ।
রাজা হল অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ।

(সায় হল সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিঁথায় সিন্দুর ॥)
মাথায় বসন দিল রতন মৌড়লা।
বেদের বিধানে বিপ্র বাঁধে গাঁটছলা ॥
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভূ সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর ॥
সেইরূপ রঞ্জাবতী কর্ণসেন বরে।
বেদগান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃস্বরে ॥
লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বরকন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতবান রায়।
ব্রাহ্মণে আশীষ দিল বিভা হল সায় ॥
পতি পুত্রবতী নারী ভূপতির দারা।
বরকন্যা নিল ঘরে দিয়ে বসুধারা ॥
(বৈদিক লৌকিক কার্য্য সব করি সায়।
সেই রাত্রে রাজা তারে করিল বিদায় ॥
গৌড়পতি কন শুন কর্ণসেন ভাই।
আজ হতে তোমার বিশেষ ভাল চাই ॥)
বিবাহ করেছ তুমি পাত্র অগোচরে।
কি জানি কুচক্রী আসি কতখানা করে ॥
সত্বর সুযুক্তি তার শুনহে সম্প্রতি।
দক্ষিণ ময়নাভূমে করহ বসতি ॥
লালবন্দী বত্রিশ কাহন কর আঁটা।
হাতে হাতে কর্ণসেনে দিল পান পাটা ॥
জয়পতি মণ্ডলে দিল লিখন পরয়ানা।
রায় কর্ণসেনে যেন আমার তুলনা ॥
মুকেদে মহল তুলে দিব হাতাহাতি।
(আজ হতে হল সেন ময়নার পতি ॥)

পান পাটা বন্দি কিছু বলে কর্ণসেন।
নফরে নিঠুর নাথ না হও একক্ষণ ॥
রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুইলক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু ॥
কেমন কুমুদ ফুটে চন্দ্র দরশনে।
সরোরুহ বিকশিত সূর্য্যের কিরণে ॥
মনে ভাব থাকিলে নয়নকোণে ভাই।
তুমি বন্ধু বিশেষ রঞ্জার মুখ চাই ॥
শুনি কৃতাঞ্জলি রঞ্জা কন ধীরে ধীরে।
মহারাজ বিস্মৃত না হবে অভাগীরে ॥
পিতামাতা বৃদ্ধ বাসে প্রবাসেতে ভাই।
যাঁরে সমর্পিয়া দিলে তাঁর সঙ্গে যাই ॥
কোন চিন্তা নাই রঞ্জা কন নৃপবর।
সকলি তোমার ভাল করিবে ঈশ্বর ॥
তোমার নফর আমি কর্ণসেন বলে।
রঞ্জাবতী লুটায়ে পড়িল পদতলে ॥
রাজা বলে রঞ্জাবতী কোন চিন্তা নাই।
তোমারে সদয় সদা হইবে গোসাঁই ॥
পিতার চরণে তবে হইল বিদায়।
মায়ে করি প্রণতি বুনের পড়ে পায় ॥
যে দশায় বিবাহ বিদায় যে দশায়।
বুঝিয়া বিস্মৃত কভু না হবে আমায় ॥
রাণী কন বুন তুমি প্রাণের পুত্তলি।
কর্ত্তা ভগবান কিন্তু করিবে সকলি ॥
প্রবোধিয়া বিদায় করিল মহারাণী।
কান্দিয়া কাতরা বড় মন্থরা জননী ॥
সাধের সাধন মোর কোথা যাও মা।
ভানুমতী প্রবোধিছে মায়ের ধরে পা ॥
ঘরে একেশ্বরী হবে স্বামী বালাভোলা।
ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা ॥

কোন দুঃখ কদাচ কখন নাহি পাবে।
গৌরবে গরবে গোঁয়াইবে প্রীতিভাবে ॥
ধনপুত্রবতী হবে রাজ্যের ঈশ্বরী।
মন্থরা বলেন বাছা ঐ বাঞ্ছা করি ॥
এত বলি প্রবোধিয়া করিলা বিদায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

নানা ধনে বিদায় করিলা প্রিয় ভাবি।
মালিকী কল্যাণী সঙ্গে দিল দুই দাসী ॥
নাগারা নিশান বাদ্য বেড়ে সৈন্যগণে।
বরকন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে ॥
তরণী সরণী সুখে সেবি শশীচূড়।
পার হল পদ্মাবতী পশ্চাতে রহে গৌড় ॥
অবিলম্বে যায় রায় দক্ষিণ অবনী।
শীতলপুরে সত্বরে পাইল সুরধুনী ॥
স্নান পূজা তর্পণ তরণী অর্ঘদান।
গঙ্গাজলে করিলা যতেক দান ধ্যান ॥
গোলাহাট জামতি জলন্দ তারাদীঘি।
পিঠে রাখি নাগরাধ্বনি উঠে ডিগিডিগি ॥
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট মোকামে মোকামে ॥
থাকিতে প্রহর নিশা চলিলা সত্বর।
দুই দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর ॥
স্নান পূজা করি পুনঃ করিলা গমন।
উড়ের গড় এড়াল আমিলা উচালন ॥
পার হয়ে দ্বারিকেশ্বর দিবা দুই যামে।
ময়নাসমীপে এল মোকামে মোকামে ॥
জয়পতি মণ্ডলাদি শুনে শুভক্ষণে।
আদরেতে আগু হয়ে নিল কর্ণসেনে ॥

সানন্দে বন্দিল পেয়ে নৃপতির পাতি।
সমাদরে কর্ণসেনে করিলা প্রণতি ॥
হাতাহাতি হুকুমে হইল গড় বাড়ী।
প্রজাগণ প্রণামী দিলেক বহু কড়ি ॥
পুষ্পমালা চন্দন চর্চ্চিত দূর্ব্বা ধান।
দ্বিজগণ লয়ে গেল দিতে আশীর্জ্জান ॥
ভক্তিযুক্ত প্রণতি করিল রায় রাণী।
সবে দিলা আশীষ উচ্ছ্বাস বেদধ্বনি।
আসন করিয়া গড়ে গাড়াইল বাঁশ।
বসিল অনেক প্রজা করিয়া আশ্বাস ॥
অভিলাষ অনেক বাড়িছে কত মতি।
নিতি নব লাবণ্য করেন রঞ্জাবতী ॥
পরম পীরিতে দোঁহে রহিলা কৌতুকে।
পাত্র হেথা রহিয়াছে কামরূপ মুখে ॥
অনেক দিবস নদে নাহি টুটে জল।
উঠে এল মহাপাত্র ভাবি অমঙ্গল ॥
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি ॥
রাজার দক্ষিণে বসি নোয়াইল মাথা।
রাজা বলে কহ পাত্র কাঁউরের কথা ॥
পাত্র বলে কি আর জিজ্ঞাসা কর ভূপ।
ব্রহ্মপুত্র হৈল সিন্ধু লঙ্কা কামরূপ ॥
আট মাস অবধি আড়ায় উঠে ফেন।
তিন তাল তরঙ্গ না টুটে একক্ষণ ॥
অতেব এসেছি উঠে টুটে যাক নদ।
তবে লুটে ইঙ্গিতে আনিবে মহামদ ॥
এত শুনি মহারাজ মনে মনে হাসে।
মহাপাত্র বিদায় হৈল নিজ বাসে ॥
হরিষে প্রবেশে পাত্র আপনার পুর।
বৃদ্ধ রায় রাণীর সন্তাপ হল দূর ॥

ঘরের বারতা পাত্র জিজ্ঞাসিল আগে।
রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে॥
ক্ষণে ক্ষণে সেখানে মনের হতো তাপ।
আইবড় ভগিনী ভবনে বৃদ্ধ বাপ॥
সদাই ভাবনা বিধি কতখান করে।
মনস্তাপে মহিম রাখিয়া আসি ঘরে॥
জীবন জুড়াল দেখি জননী জনকে।
বুনের বিবাহ আমি দিব দুই একে॥
রঞ্জার বিবাহ ভয়ে কেহ নাহি বলে।
শুনিলে সহসা পাত্র কোপে পাছে জ্বলে॥
বৃদ্ধা রাণী বলে বাছা ছিলে নাই ঘরে।
রাজা বিভা দিল তার কর্ণসেন বরে॥
দক্ষিণ ময়না কোথা সেথা করে বাস।
শুনি হেঁটমুখে পাত্র ছাড়িল নিশ্বাস॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি বলে হায় হায়।
এ তাপ বাপের পুত্রে সহ্য নাহি যায়॥
মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা।
কার বুদ্ধে বাবা এত পেয়েছে লঘুতা॥
রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা জেতের সে কে।
বৃদ্ধ হলে বুদ্ধি নাশে ভয় ভুলে সে॥
ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল।
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হতে মলো॥
দৈবকী হৈল রঞ্জা উগ্রসেন তুমি।
সবংশে করিতে ধ্বংস কংসরূপী আমি॥
এত বলি মহাপাত্র মুচাড়িছে দাড়ি।
রায় কর্ণসেনে বড় বেড়ে গেল আড়ি॥
বাপ বেণুরায় বৃদ্ধ কিছুই না কয়।
রুষ্টমতি দুষ্ট বেটা নাহি ধর্ম্মভয়॥
এইরূপে রহে পাত্র আপনার বাসে।
রঞ্জার প্রসঙ্গ পুনঃ ঘনরাম ভাষে॥

পড়িয়া পতির পায় কান্দে রঞ্জা উভরায়
মায়ের লাগিয়া হিয়া ফাটে।
এ বড় মনের তাপ বিভা দিয়া বৃদ্ধ বাপ
বিদায় করিয়া দিল বাটে॥
তত্ত্ব না করিল পুনঃ কেন এত নিদারুণ
কিবা কোন ঘটেছে দুর্গতি।
খাইতে শুইতে নিত্য বসিতে উঠিতে চিত্ত
উচাটন আছে দিবারাতি॥
কামরূপ গেল দাদা না শুনি নিষেধ বাধা
বিধাতা বা কি করিল তাঁর।
কিবা অপরাধ হল অভিমানে নাহি এল
নাথ যেয়ে জান সমাচার॥
তবে সে পরাণ বাঁচে তোমা বিনা কেবা আছে
কার কাছে কব এই কথা।
রাজা বলে শুন রাণী রাখিলে তোমার বাণী
পরিণামে মনে পাবে ব্যথা॥
অবলা অবোধ প্রাণে বলিছে মায়ের টানে
মেয়ের মনের নাই ক্ষমা।
তত্ত্ব না করিলে ছেলে বিনা নিমন্ত্রণে গেলে
বাক্‌শেলে বধিবে অধমা॥
পাত্রের চরিত্র জানি সে কারণে নৃপমণি
তখনি বিদায় দিল করি।
শুনিয়া স্বামীর বাণী ব্যাকুলী করিয়া রাণী
পুনরপি কন পায়ে ধরি॥
যত অভিমান থাকে পাসরি পত্নীর পাকে
তুমি তারে না হও নিদয়।
সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে কুটুম্বিতা হালাহোলে
পরকালে কেহ কার নয়॥
বিষম নারীর দায় এড়াতে না পারি রায়
যাত্রা করে গৌড়ের সহর।

নমস্কারী নানাবিধি ভেট দ্রব্য যথাবিধি
লয়ে সঙ্গে চলিলা সত্বর ॥
মোকামে মোকামে গিয়া গৌড়পুরে প্রবেশিয়া
প্রবেশ করিল রাজধান।
বার ভূঞা বোল পাত্র জ্ঞাতি বন্ধু বেড়ে মাত্র
গৌড়পতি শুনেন পুরাণ ॥
নারদ কহেন কংসে তোমার ভগিনী বংশে
বসুদেব রেখেছে গোকুলে।
তোমারে করিতে ধ্বংস শুনি নিদারুণ কংস
কুপিয়ে বসুর ধরে চুলে ॥
কেবল রাখিল প্রাণ কত কৈল অপমান
পুরাণ রাখিল সেই স্থানে।
হেনকালে গেল রায় কবিরত্ন রস গায়
কীর্ত্তিচন্দ্র রাজার কল্যাণে ॥

রাজা বলে এস এস কর্ণসেন ভাই।
সথা সঙ্গে সাক্ষাৎ অনেক ভাগ্যে পাই ॥
প্রণতি করিয়া তবে কর্ণসেন ভাষে।
কৃপায় যা বল তুমি অনুগত দাসে ॥
সম্ভাষ করিতে পাত্রে রহে অধোমুখে।
সমাদরে বসে সেন রাজার সম্মুখে ॥
সাদরে সকল ভেট রাখে সারি সারি।
পাত্র বলে আর ত সহিতে আমি নারি ॥
দূর করি দেশ হতে করি অপমান।
মন্ত্রণা ভাবিয়া ভূপে প্রকারে বুঝান ॥
আপনি অবনীপতি ঈশ্বরের অংশ।
কিন্তু যে করেছ ধর্ম্ম সব হল ধ্বংস ॥
পুন্নাম নরক মাঝে হবে যার বাস।
হেন জনে একাসনে করিলা সম্ভাষ ॥

কি কহিব মহারাজ কহিতে পাতক।
উচিত কহিতে পাছে মোরে বল ঠক ॥
যার মুখ হেরিলে অশেষ পুণ্য হরে।
তারে তুমি সম্মুখে বসাও সমাদরে ॥
বন্ধ্যা যার রমণী আপনি আঁটকুড়া।
এ জনে আদর এত নৃপতির চূড়া ॥
গৌড়পতি বলে ওহে ইহা কেবা জানে।
শুনি সেন অধোমুখে রহে অভিমানে ॥
এস কিংবা বস রায় কিছু নাহি বলে।
অন্তঃপুরে নৃপতি আপনি গেল চলে ॥
সবাই বিদায় হল আপনার বাস।
অপমানে উঠে রায় ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥
ছল ছল নয়ন বয়ানে নাই রা।
বাক্‌শেলে বিদীর্ণ হইল সর্ব্ব গা ॥
অবোধ মেয়ের বুদ্ধে হল এতদূর।
কতদিনে পাইল আসি আপনার পুর ॥
চরণ ধোয়াতে রঞ্জা লয়ে এল জল।
স্বামীর মলিন দেখে বদন কমল ॥
ছল ছল নয়ন নিরখি হিয়া ফাটে।
রায় বলে তোর বুদ্ধে যা ছিল ললাটে ॥
করপুটে কন রাণী করিয়া ব্যাকুলি।
মা বাপের বার্ত্তা থাক শুনিব সকলি ॥
আগে কহ কি হেতু তোমার ভার মুখ।
বল নাথ বিলম্বে বিদরে মোর বুক ॥
রায় বলে অভাগী অদৃষ্ট মোর ফাটা।
ভাই তোর সভাতে করেছে মাথা কাটা ॥
মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা ॥
রাজার আদর আগে ঘাটে নাই কিছু।
কুমন্ত্রী মামুদা মন ভাঙ্গাইল পিছু ॥

কিছু হক আজ হতে ঘুচিল মমতা।
শুনে রঞ্জাবতী বলে মোর ঐ কথা।
আজ হতে ওপথে আপনি দিনু কাঁটা।
সোদর বচন বুকে বাজে যেন জাঠা॥
কখন বিধাতা যদি মুখ তুলি চান।
তবে পাসরিব নাথ যত অপমান॥
পুণ্যবান সংসার করেছ তুমি সুখে।
এ শেল রহিল মাত্র অভাগীর বুকে॥
এ শেল রহিল মাত্র অভাগীর বুকে।
শালা বোনায়ের কথা কতক্ষণ থাকে॥
মনস্তাপ পেলে নাথ অভাগী কারণে।
অবোধ দাসীর দোষ ক্ষমা দিবে মনে॥
শশীমুখী সান্ত্বনা করিল পায়ে ধরি।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবিয়ে শ্রীহরি॥
ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিল বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ॥
সম্পদ সম্মান সুখ সংসারের মো।
সকল বিফল দেখি কোলে নাই পো॥
সদাই সন্তাপ মনে সন্ততির লাগি।
আর কি বিধাতা নাম ঘুচাবে অভাগী॥
সমান বয়স কার কেহ বাড়া টুটা।
সবা সনে সদাই এ কথা ভানা কুটা॥
প্রবোধে প্রবীণা যত পরিতোষ বোলে।
কুলের কমলকলি বাছা পাবে কোলে॥
তোমা হতে বিস্তর বয়স যার বাড়া।
ছয়মাস গর্ভিণী হল সেই ছিল রাঁড়া॥
ওগো মা তোমার বাছা খেলাতে গিয়েছে।
না হয় ঔষধ কত প্রতিকার আছে॥
কত গুণী গুণিণী করিল কতখান।
মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশে খান॥

শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাসে ॥
ষষ্ঠীদেবী পুজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানন।
হবে কিনা জানিতে জানের বাড়ী যান ॥
ভাল পেয়ে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিঁড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত ॥
দৈববাণী শাস্ত্রমত বুঝিয়া বিশেষ।
কেহ বলে হবে পুত্র পাবে বড় ক্লেশ ॥
কেহ বলে উচিত বলিতে কিবা মো।
মলে যে জীবন পাও তবে পাও পো ॥
বিস্ময় বাড়িল মনে ভাবে পাঁচ সাত।
দৈবের নির্ব্বন্ধ আসি ঘটে অকস্মাৎ ॥
উৎসপুরে সুখদত্ত বারুই নন্দন।
করিছে ধর্ম্মের পূজা মজাইয়া মন ॥
গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে।
শিরে ধর্ম্মপাদুকা সোণার চতুর্দ্দোলে ॥
কত পত্য বাদ্য বাজে আদ্যের গাজনে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না ভুবনে ॥
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া একাকারময়।
আনন্দ আবেশে সবে বলে ধর্ম্মজয় ॥
ধর্ম্মজয় ধ্বনি বাণী শুনি অন্তঃপুরে।
পাইল সন্তোষ মনে সন্তাপ গেল দূরে ॥
কি শুনি মঙ্গলধ্বনি মহারাণী কন।
বলিতে বলিতে পুরে প্রবেশে গাজন ॥
রাজার মনের বাঞ্ছা সিদ্ধ হক বলি।
বেত্র হাতে নাচে গায় উভ হাত তুলি ॥
কুতূহল রঙ্গারাণী শুনি এত রোল।
রায় কর্ণসেন আদি আনন্দে বিভোল ॥

হর্ষ হয়ে হেম থালে হীরামণি হেমে।
ভিক্ষা লয়ে এল রঞ্জা পুলকিত প্রেমে॥
রাখিয়া প্রণতি করি দাঁড়াল সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড় হাত বুকে॥
স্তুতিবাণী বয়ানে নয়নে বহে ধারা।
পণ্ডিত বলেন ধন্য ভূপতির দারা॥
প্রভু পূর্ণ করুন তোমার মনস্কাম।
করপুটে রহে রঞ্জা করিয়া প্রণাম॥
আমা সম সংসারে নাহিক অভাগিনী।
বিদীর্ণ করেছে বুক সোদরের বাণী॥
বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌শেলে॥
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কানা খোঁড়া পুত্র হক তবু দুঃখ ঘুচে॥
এত শুনি কন তবে পণ্ডিত গোসাঞি।
দেবতা আশ্রয় বিনা মনে প্রীতি নাই॥
রায় বলে পূর্ণ কর মনের বাসনা।
কৃপা করি করাও আপনি উপাসনা॥
ভক্তি বুঝি গ্রহণ করাল মহামন্ত্র।
পূজা জপ যতনে জানাল যত তন্ত্র॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

উপদেশ বিশেষ বলিল বার তিন।
যে বিধানে পূজিলে প্রসন্ন হয় দিন॥
ধর্ম্মের মন্দির আগে তুলিবে সত্বরে।
এইরূপে গাজন করিবে সমাদরে॥
যত আয়োজন বিধি এইরূপ ঘটা।
বিশাসয় বিশেষ গড়াবে শালকাটা॥
সংযাত সাজিয়া সব দ্বারিকেশ্বর বেয়ে।
করিবে ধর্ম্মের পূজা চাঁপায়েতে যেয়ে॥

প্রথমে চাঁপা
ঘাট - ধর্মপূ
যাত্রা হত

কঠিন কঠোর সেবা করিবে অনেক।
তবু যদি ঠাকুর না হয় পরত্যক্ষ॥
কোন চিন্তা নাই বাছা হয়ে অকাতর।
ধর্ম্মের উদ্দেশে তুমি শালে দিবে ভর॥
তপস্যায় তনু যদি ত্যজ শাল বাণে।
দেবের দেবতা বাছা দেখিবে নয়নে॥
রাণী বলে তনু যদি ত্যজি শালভরে।
নয়নে দেখিবে কেবা কে জীব শরীরে॥
পণ্ডিত বলেন ত্যজ ও ভয় ভাবনা।
মরিলে জীয়াবে ধর্ম্ম পুরিবে বাসনা॥
পুত্র কাটি হরিশ্চন্দ্র পূজিল সেকালে।
পুত্রমাংস জননী রান্ধিল ঝোলে ঝালে॥
কোলে পেয়ে সেই পুত্র হয়ে কুতূহলী।
যেরূপে ফলিল দশা কহিল সকলি॥
অতঃপর ধর্ম্ম পূজি হবে পুত্রবতী।
পুনরপি কহে রম্ভা করিয়া প্রণতি॥
তুমি মোর গোসাঁই সাক্ষাৎ রূপ ধর্ম্ম।
তোমা বিনা অধিক কি আছে মোর কর্ম্ম॥
পণ্ডিত বলেন হব সম্প্রতি বিদায়।
ভাল আমি আসিব আনাবে যবে রায়॥
সামুলা আসিবে সঙ্গে আনন্দে অবধি।
পরমার্থ সম্বন্ধে তোমার তিহোঁ দিদি॥
শুনি আনন্দিত রাণী বন্দিল চরণ।
বিদায় হইয়া গুরু লইয়া গাজন॥
শুনিয়া সকল লোক হল হর্ষমতি।
অতঃপর মহারাণী হব পুত্রবতী॥
বুদ্ধ রায় রাণীর হইল মনস্থির।
নানা ধনে তুলে দিল ধর্ম্মের মন্দির॥
তবে রায় সাদরে আনাল রাজপুরে।
সামুলা সহিত গুরু পণ্ডিত ঠাকুরে॥

রাজা রাণী আসি দোঁহে করিল প্রণাম।
আশীষ করিল গুরু পূর্ণ মনস্কাম॥
শুভকর্ম্ম বিফল বিলম্বে কিবা কাজ।
গাজন আরম্ভ কর পূজি ধর্ম্মরাজ॥
পূজহ বলক্ষ পক্ষে চতুর্থী অক্ষয়া।
আরম্ভিল গাজন ধর্ম্মের ঘরে গিয়া॥
জয়পতি মণ্ডল আদি যত প্রজাগণে।
সবাই সত্বর হল ধর্ম্মের গাজনে॥
রাণীর বাসনা পূর্ণ করিবে গোসাঁই।
এত ভাবি আনন্দে অবধি কিছু নাই॥
বসন ভূষণ গুয়া মনআপ মালা।
সবাই জোগান রঞ্জা বরণের ডালা॥
প্রধান পণ্ডিত আর ভকত সন্ন্যাসী।
বিধিমতে বরণ করয়ে রঞ্জাদাসী॥
সঙ্কল্প করিল রামা হয়ে পুত্রকামা।
ভক্তগণ সঙ্গে পূজে ভূপতির রামা॥
আরম্ভিলা মহাপূজা করি পরিপাটি।
সত্বরে সাজাল ষোল সন্ন্যাসীর কাটি॥
অতঃপর পণ্ডিত গোঁসাই দিল ত্বরা।
পূজা আয়োজন যত নায়ে নিল ভরা॥
বিদায় হইয়া এস রাজার সাক্ষাতে।
মহাস্থান চাঁপায়ে ধর্ম্মের পূজা দিতে॥
যাতে প্রভু পুরিব তোমার মনস্কাম।
শুনি জয়া স্বামীপদে করিল প্রণাম॥
বলেন বিনয় বাণী বুকে জোড় হাত।
চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম লইয়া সংঘাত॥
এত শুনি স্বামীর সাক্ষাতে রাণী বলে।
চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে।
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে॥

শুনি সচিন্তিত সেন নাহি দেয় সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥
বরদায় হবে প্রভু নায়কের প্রতি।
এত দূরে পালা সাঙ্গ হইল সম্প্রতি॥

॥ ইতি রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা সমাপ্ত ॥

হরিশ্চন্দ্র পালা

রায় কর্ণসেনে পুন বলে রঞ্জাবতী।
পায়ে পড়ি প্রাণনাথ দেহ অনুমতি॥
যুগপতি চাঁপায়্যা করিব আরাধনা।
তবে পূর্ণ হবে নাথ মনের বাসনা॥
বার হবে বুকের বিষম বাক্‌শেল।
[১]সোদর বচনে মোর পেটে হল বেল[১]।
রাজা কন বুঝ না অবোধ তুমি রাণী।
কোন্ বুদ্ধে বল বাড়া বিপরীত বাণী।
বিধাতা ফকির মোরে কর্য়াছিল প্রায়।
পুনরপি মায়াজালে তুমি হল্যা তায়॥
কার মনে ছিল আর সংসার বাসনা।
ঘটায়ে দারুণ বিধি করে বিড়ম্বনা॥
[২]অবলা হইয়া কেন[২] অসম্ভব ভাব।
দুর্গম চাঁপাই যাত্যে লাজ[৩] নাই বাস॥
সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চেট্যা।
অরি হয় নারীর পথের কাঁটাকুট্যা॥
পা দুটি ধরিয়া পুন রঞ্জাবতী কয়।
ধর্ম্মপথে দাঁড়াল্যে সংসারে কারে ভয়॥
সংঘাত সকল সঙ্গে পণ্ডিত গোসাঞি।
চাঁপায়ে সেবিলে সিদ্ধ কোন চিন্তা নাঞি॥
পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল[৪]॥
প্রাণ গেলে প্রথম বাসরে অনাহার।
রাজা লয় যে কিছু সম্পত্তি থাকে তার॥

১—১ সোদরের বচন উদরে হইছে শেল

২—২ অতেব অবলা হয়্যা

৩ ভয় ৪ চপল

হাহাকার করে তার পিতৃলোকগণ।
পুত্র বিনা পিণ্ড বাদ প্রধান তর্পণ॥
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায়॥
সংসার সম্পদ সুখ সকলি বিফল।
শুনি কর্ণসেন বলে সব কর্ম্মফল॥
হরি ভজ তরিবে তরাবে পিতৃলোকে।
বিপরীত বুদ্ধি রামা কেবা দিল তোকে॥
ধর্ম্ম পূজি কেবা কোথা পুত্র পাইল কোলে।
এ কথা প্রিত্যয় তুমি কর কার বোলে॥
বিধাতার জ্ঞান গম্য নহে যেই ধর্ম্ম।
নির্গুন নিদান নিত্য নিরাকার ব্রহ্ম॥
অনাদি অনন্ত সে দেবের দুরারাধ্য।
ধর্ম্মমনা হতে নাকি মনুষ্যের সাধ্য॥
চাঁপায়ে সেবিতে যাবে হেন মায়াধর।
লোকমুখে শুনি তুমি শালে দিবে ভর॥
বর কে মাগিবে বল যদি ত্যজ প্রাণ।
[১] রঞ্জাবতী বলে নাথ[১] কর অবধান॥
নিরাকার গোসাঁই সাকার ভক্তিবশে।
করিলে একান্ত ভক্তি পাই অনায়াসে॥
ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে নাথ যদি যায় প্রাণ।
বাঁচায়্যা পুরাবে বাঞ্ছা প্রভু ভগবান॥
ইহার প্রমাণ প্রভু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেট্যা তপস্যা করিল অকাতর॥
বর পেয়্যা জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে॥
অপরূপ অখিলে হইয়্যাছে ধর্ম্মমনা।
হরিশ্চন্দ্র মহারাজ মহিষী মদনা॥

১—১ রাণী বলে প্রাণনাথ

ধর্ম্মপূজা দিল রাজা ছিল আঁটকুড়া।
লুহিশ্চন্দ্র পুত্র যার হল্য বংশচূড়া॥
যে পুত্রে আপন হস্তে কাটিল্য রাজন।
মা হয়্যা পুত্রের মাংস করিল রন্ধন॥
ব্রহ্ম সনাতন তার[১] বুঝি ভক্তিবল।
সেই পুত্রে দান দিলা ভকতবৎসল॥
শুন্যা কর্ণসেন তবে কন ভক্তিবশে[২]।
আপনি কাটিল্যা পুত্রে কেমন সাহসে॥
কোন[৩] ভক্তিবশে বা[৩] সদয় যুগপতি।
শুনিলে সন্দেহ ঘুচে দিব অনুমতি॥
[৪]এত শুনি রঞ্জাবতী করে[৪] নিবেদন।
পণ্ডিত গোসাঁই গ্রন্থে বলিল যেমন॥
নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্নে গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥

ধর্ম্মইতিহাস মতে রঞ্জাবতী জোড় হাতে
প্রাণনাথে করে নিবেদন।
নারীসঙ্গে নরপতি কাননে ভ্রমেন নিতি
দুঃখমতি পুত্রের কারণ।
একদিন দৈবাধান প্রসন্ন হৈল দিন
প্রবেশে বল্লুকা নদীতটে[৫]।
[৬]বনবধূগণ রঙ্গে সেবিছে সংযাত সঙ্গে
ধর্ম্মপদ প্রবাহ নিকটে॥[৬]
[৭] তা দেখি[৭] প্রণতি স্তুতি নত হয়্যা নরপতি
তুষ্টমতি যত তপস্বিনী।

---

১ ধর্ম্ম ২ ভক্তিরসে ৩—৩ ভক্তি সেবায় ৪—৪ . তবে রঞ্জাবতী বলে করি
৫ নদীতীরে
৬— বধূগণ লয়ে সঙ্গে সেবিছে সংযাত রঙ্গে
শ্রীধর্ম্মপাদুকা লয়ে শিরে।
৭—৭ দেখিয়া

ধর্ম্মপূজা উপদেশ দেখ্যা খণ্ডাইল ক্লেশ
বিশেষ কৃতার্থ নৃপমণি ॥
আপনি বল্লুকাবাসী হরিশ্চন্দ্র হাসি হাসি
কন প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
জ্যেষ্ঠ যে তনয় হবে লুহিশ্চন্দ্র নাম থোবে
বলি দিবে ধর্ম্মের উদ্দেশ্তে ॥
তবে চতুর্ব্বর্গ ফল পাবে রাজা করতল
সকল ভাবেন নৃপবর।
পুত্রের বয়ান হেরি পুন্নাম নরক তরি
পরিণামে [১]যা করে[১] ঈশ্বর ॥
এত ভাবি অঙ্গীকারী সঙ্গে লয়্যা নিজ নারী
অনাহারে করে ধর্ম্মপূজা।
কতেক কঠোর তপে যাগ যজ্ঞ পূজা জপে
পুত্রবর পাল্য মহারাজা ॥
হইল রাজার বংশ নৃপকুল অবতংশ
লুহিশ্চন্দ্র রাখিল আখ্যান।
আনন্দে নাহিক ওর পুত্র হল্য চিত্তচোর
দিনে দিনে মহা বলবান ॥
[২]সাথে সব শিশু[২] সঙ্গে খেলে বালা[৩] নানা রঙ্গে
অঙ্গে শোভা করে [৪]রাঙা ধূল[৪]।
ফণি মণি হার আর কত রত্ন অলঙ্কার
হাতে হেম গুলতাই বাঁটুল ॥
একদিন কর্ম্মদক্ষ ধর্ম্মের বাহন পক্ষ
বৃক্ষডালে বসিয়া উলুক।
পক্ষ পসারিতে পাখ লুহিশ্চন্দ্র করে তাক
বাঁটুলে বিদারে তার বুক ॥

১—১ আছেন ২—২ সুখে শিশু সব
৩ পুত্র
৪—৪ হার ফুল

বাঁটুল বাজিতে বুকে আকুল হইয়া দুঃখে
পক্ষ ডাকে বিপরীত রা।
বলে পক্ষ খেয়্যা তালি বিনা অপরাধে মালি
হরিশ্চন্দ্র নির্ব্বংশ যা ॥
উড়ে যেয়্যা ক্ষীণ বলে পড়ে প্রভু পদতলে
বলিল্য যতেক অপমান।
শুনি প্রভু প্রিয় বাক্যে প্রবোধিয়া কন পক্ষে
সেই শিশু আমার মানান ॥
করিব ইহার কাজ শুন্যা কন পক্ষরাজ
তবে প্রভু ব্যাজ অনুচিত।
ধরি সন্ন্যাসীর বেশ যান ধর্ম্ম ত্রিলোকেশ
কবিরত্ন রচিল সঙ্গীত ॥

শুন্যা সেন বিস্ময়ে সুধান পুনর্ব্বার।
কও কও [১] কিরূপ হইল [২]ভাগ্যে তার[২] ॥
রাজার ভাগ্যের কথা রত্নাবতী কন।
ছলিতে চলিলা ভূপে ব্রহ্ম সনাতন ॥
যেমন বামন বেশে ছলিলা বলিরে।
এখানে অপর[৩] মায়া যান ধীরে ধীরে ॥
রূপ রাশি প্রকাশি সন্ন্যাসী অনুপাম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম ॥
মাথায় ধবল ছাতি খুঙ্গিপুথি কাঁখে।
দণ্ড কমণ্ডলুধারী পরব্রহ্ম ডাকে ॥
কপালে উজল ফোঁটা শিরে শোভে জটা।
জলদে জড়িত যেন তড়িতের ছটা ॥
পরি রক্তবসন আসন বাঘছাল।
চলিলা পুণ্ডরীকাক্ষ গলে অক্ষমাল ॥

---

১ প্রিয়া ২—২ কারণ করতায়
৩ আপন

১আবেশে অবনী আসি করিলা প্রবেশ।
দ্বিতীয় অমরাবতী ভূপতির দেশ॥
বিশেষ প্রবেশে পুরী পরিতোষ মনে।১
কত পঞ্চ বাদ্য বাজে আস্তের গাজনে॥
মন্দার মালতী যূথী মনোহর চাঁপা।
ধূপের সৌরভে ভূপে ধন্য কন বাপা॥
২কৃপাপাত্র প্রভুর ভক্তগণ কতে।
ধর্ম্মপূজা কর‍্যা যায় দেখা হল্য পথে॥২
হাতে বেত্র গলে পাখা ভালে ধর্ম্মটীকা।
শিরে শোভে প্রভুপদপ্রসাদ মল্লিকা॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি গোসাঁই দেখিয়া।
পথ ছাড়ি দিল সবে প্রণাম করিয়া॥
দেখ্যা হর্ষমনে তারে সুধান ঠাকুর।
হরিশ্চন্দ্র রাজার মন্দির কতদূর॥
রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহূত নহি আমি বলে দেহ গণ॥
৩প্রণাম করিয়া কিছু কহেন৩ ভকত।
শুভকর গোসাঞি সম্মুখে সোজা পথ॥
রাজার মহল ঐ দেখা পাই আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও ডানি ভাগে॥
পাষাণে রচিত ঐ পরিসর পথ।
দু সারি দক্ষিণে চাঁপা বামে বারাসত॥

১—১ আবেশে অবনী আইল অখিলের পতি।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বুদ্ধিতে সত্য মতি॥
সহরের শোভা যেন স্বর্গ অবিশেষ।
দ্বিতীয় অমরাবতী ভূপতির দেশ॥
প্রবেশ করিলা পুর পরিতোষ মনে।

২—২ ধর্ম্মপূজা করে যায় যত যাত্রীগণ।
ধর্ম্মটীকা কপালে সবার নিদর্শন॥

৩—৩ শুনিয়া বিনয়ে বলে যতেক

আগে যে তু পথ পাবে যাবে তার বামে।
দক্ষিণে রাখিয়া ঐ রাজার আরামে॥
আগে তার ঈষৎ ঈশানে ধর্যা বাট।
দেখ্যে যাবে ধর্ম্মের গাজনে গীত নাট॥
[১]অনাগ্ন গোসাঁরি হাট ডানি ভাগে তারি।
বামে রাম কদলী কদম্ব সারি সারি[১]॥
রাজপুর প্রবেশ করিবে তার যাম্য।
পাইবে রাজার দেখা সিদ্ধ হবে কাম্য॥
এত বলি গেলা সবে [২]করিয়া প্রণাম[২]।
[৩]পরিচিত পথে প্রভু পাইল রাজধাম[৩]॥
রাজধানী প্রবেশিলা অখিলের পতি।
ব্রহ্মা আদি দেবতা করেন যার স্তুতি॥
দয়া কর্যা দক্ষিণ তুয়ারে দিল্যা দেখা।
হরিশ্চন্দ্র রাজার ভাগ্যের নাঞি লেখা॥
রূপরাশি অসীম সন্ন্যাসী অনুপাম।
দিব্য দেহ দেখি সবে করিলা প্রণাম॥
মনস্কাম সিদ্ধ হোক বলে উদাসীন।
অনাথ বান্ধব ধর্ম্ম ভক্তের অধীন॥
বাঘছাল বিছায়্যা বসিল্যা বিশ্বপতি।
[৪]হরিশ্চন্দ্র রাজার বুঝিতে সত্য মতি[৪]॥
প্রণাম করিল্যা সবে দেখিয়া সন্ন্যাসী।
আশীর্বাদ কর্যা প্রভু কন হাসি হাসি॥
এই সমাচার শীঘ্র বলগা রাজারে।
সন্ন্যাসী বল্লুকাবাসী বসি যে তুয়ারে॥

১—১ বামে রাম কদম্ব সারি সারি।
মোহন মন্দির আগে দেখিবে মুরারি॥
২—২ হয়ে নতমান
৩—৩ পথ পরিচয় পেয়্যা প্রভুর পয়ান
৪—৪ দোয়ারী প্রহরিগণে দিলেন আরতি

উপবাসী আছি কাল করিব পারণা।
শুনাত্ত্যে শুনেন যেন মহিষী মদনা ॥
বাসনা ফলে যে তার আমার আশীষে।
শুন্যা শীঘ্র দূত যেয়্যা বলিছে বিশেষে ॥
বিনয় বচন বলে বুকে জোড় হাত।
অপূর্ব্ব[১] অতিথি দ্বারে দেবতা সাক্ষাৎ ॥
বিশেষ বল্লুকাবাসী সন্ন্যাসী গোসাঞি।
রাজা রাণী কন তো ভাগ্যের সীমা নাই ॥
[২]কবিরর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম ॥[২]
বল্লুকার সন্ন্যাসী শুনিবামাত্র কানে।
মহারাণী মদনা মহৎ ভাগ্য মানে ॥
রাজারাণী ঐমনি সম্ভ্রমে তোলে গা।
[৩] সেবিতে চলিল সেজ্যা[৩] সন্নাসীর পা।
হেম ঝারি পরিপূর্ণ জাহ্নবীর জলে।
কত নিধি চরণ নিছনি লয়্যা চলে ॥
আগে আগে মহারাজা মহিষী পশ্চাৎ।
উত্তরিলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ ॥
সাক্ষাৎ অনাথনাথে দেখ্যা নরপতি।
প্রদক্ষিণ কর্য়া কত করেন প্রণতি ॥
গদগদ আনন্দে মদনা মহারাণী।
সন্ন্যাসী চরণ বন্দে লোটায়্যা অবনী ॥
প্রভু কন পূর্ণ হকু মনের বাসনা।
আনন্দিত মহারাজা মহিষী মদনা ॥

---

১ অধর্ব্ব

২—২ হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান।

৩—৩ সানন্দে সেবিতে চলে

পাদপদ্ম প্রভুর পাখালে নৃপমণি।
মদনা মাথার কেশে মোছান আপনি॥
নানাবিধ নিছনি করিল নরনাথ।
সম্মুখে দাঁড়াল সুখে বুকে জোড় হাত॥
বিনয়ে সুধান তাঁরে ভিক্ষার বিধান।
হাসি হাসি ভাবেন সন্ন্যাসী ভগবান॥
চিন কি না চিন রাজা রাজ্য অভিলাষী।
আমি সেই সন্ন্যাসী যে বল্লুকানিবাসী॥
উপবাসী আছি কাল কহিলাম তোমাকে।
ভুঞ্জিব মনের মত মদনার পাকে॥
তোমাকে আশীষ দিয়া তবে যাত্রা মোর।
শুন্যা রায় রাণীর আনন্দে নাই ওর॥
কি মোর পরম ভাগ্য দেবতা প্রসন্ন।
ব্রহ্মময় অতিথি আমায় মাগে অন্ন॥
প্রসন্ন হইয়া পুনঃ পাদপদ্মে ভণে।
চিনিতে কে পারে তব অনুগ্রহ বিনে॥
হবিষ্যান্ন বন্ধনে রাণীকে কন রায়।
সন্ন্যাসী বলেন মোর রুচি নাঞি তায়॥
বলি শুন আমি হে বিশেষ মাংসভোগী।
ভূপতি বলেন তবে মারি যেয়্যা মৃগী॥
সন্ন্যাসী[1] বলেন বৃথা মাংস নাই খাই।
খাই যে মনের মত মহামাংস পাই॥
পঞ্চনখী না খাই বিশেষ ছাগ মেষ।
রাজা কন তবে আজ্ঞা করহ বিশেষ॥
কোন মাংস গোসাঞি তোমার প্রীতিকর।
সন্ন্যাসী বলেন শুনে হইবে কাতর॥
পাছে প্রিয় ভোজনে মদনা মিছা কান্দ।
বড় বেটা লুহিশ্চন্দ্রে কেট্যা কুট্যা রান্ধ॥

১ ঠাকুর

সেই মাংস ভোজন করিব আমি সুখে।
বোল শুন্যা শেল বাজে মা বাপের বুকে॥
মুখে না১ বেরায় বাক্য১ শুখাইল জি।
রাজা রাণী কন হে গোসাঞি কৈলে কি॥
সত্বগুণী সাধুর শীলতা নয় এ।
তুমি যদি সন্ন্যাসী ডাকাত দেশে কে॥
বিষকুম্ভ পয়োমুখ কপটে বেড়াও।
গোসাঞি যেমন জাতি জানা গেল যাও॥
মা বাপে ডাকিয়া বল বেটা কেট্যা দে।
কালিনী মায়ের প্রাণে ইহা সয় কে॥
যোগী হয়্যা মাংস খাবে কোন ধর্ম্মাচার।
সন্ন্যাসী বলেন তায় কি যাবে তোমার॥
২মোর ব্যবহার২ এই মহামাংস খাই।
তেজীয়ান যা করে করিতে পারে তাই॥
অগ্নি যে সকল ভুঞ্জে কে না পূজে তায়।
দেবের দেবতা শিব কালকূট খায়॥
বুঝত অতিথি আমি তায় নহি খাট।
পোয়ের৩ মায়ায় মিছা৪ মোর কথা কাট॥
ঝাট অন্ন দেহ রাজা না করিহ হেলা।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে উচাটন বেলা॥
মহাজ্ঞানী সত্বজ্ঞানী শুনি মহারাজে।
কথা মাত্র কেবল কঠিন৫ কিন্তু কাজে॥
দধীচি মুনির দান দশ দিকে ঘোষে।
আপনা কাটিয়ে মুনি দেবগণে তোষে॥
যার অস্থি লয়্যা বজ্র সৃজিলা সত্বরে।
সেই অস্ত্রে বাসব বধিলা বৃত্রাসুরে॥
মুনির এমন শক্তি তুমিত ভূপতি।
অতিথে আশ্বাস দিয়ে সঞ্চয় কুমতি॥

১—২ নিঃসরে বাণী ২—২ আমার আচার ৩ পুত্রের ৪ ছি ছি ৫ কুটিল

ভূপতি বলেন আজ্ঞা করহ শ্রীমুখে।
আপনা কাটিয়া দিব মাংস খাবে সুখে ॥
মোর বুক বিদরে বাছার নাম নিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে ॥
বনবাসী হয়ে এই অভাগা অভাগী।
কর‍্যাছি কঠোর কত এই পুত্র লাগি ॥
তবে ধর্ম্মসেবা নিল্যাম বল্লুকার তীরে।
কত ধুনা গোসাঞি পোড়াল্যাম এই শিরে ॥
কৃপা করি প্রভু মোরে দিলা পুত্র দান।
অন্ধকের চক্ষু এই মা বাপের প্রাণ ॥
হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্ত কেহ রেতে ॥
কহিতে লাগিলা তবে সন্ন্যাসী গোসাঁঞি।
আমি যে ডাকাত তুমি চিনে চিন নাই ॥
যবে ধর্ম্ম গোসাঞি[1] সেবিলে বল্লুকায়।
দেউল দক্ষিণ দিকে দেখ্যাছিলা রায় ॥
আমায় ওসব কিস্ত কয়্যা নাহি ফল।
জুড়াকু লুয়ের মাংসে জঠর অনল ॥
বিকলি হইল শুন্যা ভূপতির রামা।
রাজা কন নির্দ্দয় গোসাঁয়ের নাই ক্ষেমা।
দুঃখের পরিচয় কিবা ভিক্ষুকের কাছে।
খাব লব বিনা কি মনের শান্তি আছে ॥
প্রভু কন রায় হে কথায় কথা বাড়ে।
কিছু বল কিছু কহ লুয়ে নাহি ছাড়ে ॥
বাজে যে বেদনা বড় [2]মা বাপের[2] মনে।
কান্দিয়া কহেন পুনঃ ঘনরাম ভণে ॥

দুই চক্ষে বহে নীর মোহে রামা নহে স্থির
হরিশ্চন্দ্র নৃপতির দারা।

---

১ ঠাকুরে ২—২ মদনার

সন্ন্যাসীর সন্নিধানে কপালে কঙ্কণ হানে
পুত্রবধ বাক্যবাণে জরা ॥
ব্যাকুলি আহুড় চুলি ধূসর ধরায় ধূলি
কৃতাঞ্জলী কন মহারাণী।
সর্ব্বজীবে সমভাব তুমি প্রভু পদ্মনাভ
সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী চূড়ামণি ॥
তোমা অগোচর কিবা পুত্র বিনা রাত্র দিবা
জীবার বাসনা কার ছিল।
তায় কত তপস্যাতে বর দিল বল্লুকাতে
প্রভু বাঞ্ছা সকল করিল ॥
সাত পাঁচ নাই মাত্র ১একা ঐ লুয়া১ পুত্র
গোত্রে জলাঞ্জলি দিতে আছে।
শুনে বুক যায় ফেট্যা হেন পুত্র দাও কেট্যা
ডেকে বল মা বাপের কাছে ॥
কে আছে এমন দুষ্ট পুত্র কেট্যা দিলে তুষ্ট
নহে রুষ্ট যায় কষ্ট দিয়া।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম তবে কেন হেন কর্ম্ম
ব্রহ্মময় অতিথি হইয়া ॥
দিয়া চরণের ধূলি লুয়ের মাথায় তুলি
ব্যাকুলি রে বাছা দেহ দান।
তবে রে করিলি আড়ি অন্ধকের নড়ি ছাড়ি
বধ রাজারাণীর পরাণ ॥
ভুঞ্জনাকে বলি দিয়ে মজ্জ মহামাংস খেয়্যা
পরম পিরিতি পেয়্যা যাবে।
সন্ন্যাসী বলেন রাণী তোর যে কর্কশ বাণী
আপনি বিকাল্যাম তোর ভাবে ॥
মনে নাঞি পড়ে পারা নাবড় নৃপের দারা
তেঞি তোর এত তোরা ঘটে।

১—১ সবে ধন গুহি

পুত্রবর পেলি যাতে বল্যাছিলি বন্ধুকাতে
বড় বেটা বলি দিব বটে ॥
তবে বর পেল্যা তুমি সম্মুখে বসিয়া আমি
সেই সাক্ষী স্বরূপ সন্ন্যাসী।
ধর্ম্মপূজা মোর ভার ধারিলে ধর্ম্মের ধার
সাধিতে সদয় হয়্যা আসি ॥
[1]তবে আমি হনু তুষ্ট[1] পুত্র কোলে তুমি তুষ্ট
রুষ্ট হল্যা শুধিতে মানান।
গৌরবে গৌরবে বাণী অবিলম্বে পুত্র আনি
ধর্ম্ম পূজ দিয়া বলিদান ॥
যদি আশা কর ভঙ্গ এখনি দেখাব রঙ্গ
শুনি অঙ্গ শিহরে সকল।
[2]কৃতাঞ্জলী মহারাণী[2] [3]বলেন বিনয় বাণী[3]
শুন প্রভু ভকতবৎসল ॥
ভুবনে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজচক্র বর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি[4] তাঁর রাজোন্নতি[4] কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

কাকুতি মিনতি করি কহেন ভূপতি।
বাছারে বাঁচাও মোর বংশে দিতে বাতি ॥
ধর্ম্মপূজা কর তুমি মোরে দিয়া বলি।
[5]প্রভু কন কেনে কর বিফল[5] ব্যাকুলি ॥
আহার বদল বাক্য কেবা কোথা কয়।
রাজা বলে সুকৃপা করিলে সব হয় ॥
শিবি রাজা সংসারে প্রশংসে যার কর্ম্ম।
যার সত্য বুঝিতে শয়চান হল্যা ধর্ম্ম ॥

১—১ তাহে আমি হই তুষ্ট ২—২ রাজা রাণী পুটপাণি
৩—৩ প্রেমে গদগদ বাণী ৪—৪ যার জয়োন্নতি ৫—৫ সন্ন্যাসী বলেন কেন করিছ

কপোত হইয়া ইন্দ্র প্রাণভয়ে উড়ে।
তাড়া দিল শয়চান রাজার কোলে পড়ে॥
দাবড়ে কহিছে পক্ষ ভক্ষ দেরে ছেড়্যা।
এস্যাছি অনেক কষ্টে যোজনেক তেড়্যা॥
ছেড়্যে নাহি দিব পক্ষ লয়েছে শরণ।
রক্ষা না করিলে হয় নরকে গমন॥
ভোজন করাব মাংস যত চাও আর।
শয়চান কহিছে বাক্য শুনিয়া রাজার॥
তুমি যে ঘুঘুর হল্যা শরণ পঞ্জর।
আপন গায়ের মাংস দেহ নৃপবর॥
রাজা অকাতরে মানি আপন অঙ্গ কাটি।
সেই মাংস শয়চানে ভুঞ্জাল্য পরিপাটি॥
নিজ মাংস দিয়া রাজা বাঁচাইল অন্যে।
আপনা কাটাল তবু না ছাড়িল অন্যে॥
ঠাকুর বলেন সেই ধর্ম্মরক্ষা দান।
আপন ইচ্ছায় মেগে লয়্যাছে শয়চান॥
বিদ্যমান বলি মোর সেকালে মানান।
তারে ছেড়্যা তোমারে বধিব অবিধান॥
নিদান প্রভুর পণ বুঝি নরপতি।
লুকায়ে রাখিতে পুত্রে ভাবিল যুকতি॥
এমন প্রভুর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে।
হেনকালে পুহিশ্চন্দ্র আইল আচম্বিতে॥
ভুবনমোহন মূর্ত্তি প্রসন্ন বয়ান।
তা দেখি তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ॥
সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বুঝি মহামতি।
প্রদক্ষিণ হয়ে কত করিল প্রণতি॥
জননী জনক পদ বন্দিয়া পশ্চাৎ।
দাঁড়াল প্রভুর আগে বুকে জোড় হাত॥
নয়ন জুড়াল দেখে বলেন গোসাঞি।
অতঃপর ভূপতি বিলম্বে কাজ নাঞি॥

গোঁসাই আপনি বলি আনাল্য নিকটে।
রাজা রাণী রোদনে মেদিনী বুক ফাটে ॥
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
১সাক্ষাতে দেখহ পিতা দেবনারায়ণ১ ॥
ব্রহ্মসনাতন ঐ বস্তা বিদ্যমান।
ভাগ্যের অবধি নাই হয় সমাধান ॥
মোরে বলিদান দিয়া পূজা কর তার।
কর বাবা কত কোটি কুলের উদ্ধার ॥
আর যে বাসনা আছে হইবে সফল।
অনাথবান্ধব এই ভকতবৎসল ॥
বুঝিতে তোমার মন এলো মায়াধর।
কৃতার্থ হইবে বাবা পূজ অকাতর ॥
শ্রীরামকিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥
বাছার বচন শুনি বাঁধাইল বুক।
পুত্রে বলি দিয়া বাছা পূজেন বুভুক ॥
কৌতুক দেখেন প্রভু দেব করতার।
পরিপাটি মহাপূজা ষোল উপচার ॥
সকল পূজার সার মহা বলিদান।
লুহিশ্চন্দ্র মহাশয়ে করাইল স্নান ॥
জননী জন্মের সাধে যত অলঙ্কার।
পরাল মনের মত দেখা নাই আর ॥
রাজার নিকটে নিল ছল ছল আঁখি।
আঁচলে লোচন লোহ মুছে চাঁদমুখী ॥
উৎসর্গ করেন রাজা কত বেদ তন্ত্র।
আপনি গোঁসাঞি তার কানে দিল মন্ত্র ॥
পূজা করে ঘাড়েতে ছোঁয়াল্য খড়্গখান।
সন্ন্যাসী সম্মুখে আনে দিতে বলিদান ॥

১—১ কাতর হইয়া কেন কান্দ অকারণ

হাসি হাসি সন্ন্যাসী বলেন মহীনাথে।
বলিদান দিবে রাজা আপনার হাতে॥
মদনা ধরুক পায়ে তুমি ধর খাঁড়া।
রাণী কন বচন ঘুচাও বাড়া বাড়া॥
দশ মাস অভাগী ধরেছে যারে আঁতে।
সে কেমনে পুত্র ধরে কাটিবে সাক্ষাতে॥
কোন হাতে বলি দিবে অভাগী মা বাপ।
না তুল ত্রিগুণ তুমি তাপিনীর তাপ॥
শুনিঞা অবাক হল্য ভূপতির জায়া।
লুহিশ্চন্দ্র বলে মিছা দূর কর মায়া॥
মোরে কাটি পূজ ধর্ম্ম চরণ পঙ্কজ।
এইরূপে বর পাইল রাজা শিখিধ্বজ॥
জায়া পুত্র যার শিরে ধরিল করাত।
অর্দ্ধ অঙ্গ কেটে দিল কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥
দাঁড়ায়ে অর্জ্জুন দেখে সাধুর সাহস।
আপনা নিন্দিয়া তার বাড়াল পৌরুষ॥
সাধুর সাহস শুনি খড়্গ নিল হাতে।
পুত্রে বলি দেন রাজা ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
অসি আঁটি উভ চোটে হানে নৃপমণি।
ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি॥
আপনি মদনা মাতা দেয় জয় জয়।
ধর্ম্মপুরে ধূপ ধুনা অন্ধকারময়॥
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল মহারাজ।
সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কেন ব্যাজ॥
কেটে কুটে দেহ মাংস ঘুচাইয়া ছাল।
রাণী গিয়া রন্ধন চড়ান বাঁটি ঝাল॥
কাল হইতে আজ মোর বিপরীত ক্ষুধা।
বিষম বচন তবু শুনি যেন সুধা॥
আপনি ধরিল রাজা হীরাধার বঁটি।
হেম থালে যত মাংস রাখে কাটি কুটি॥

কুঠারে কাটিয়া মজ্জা করিল বাহির।
তা দেখি মায়ের প্রাণ বুক নহে স্থির॥
আন্‌ছলে মহারাণী ঢাকিয়ে আঁচলে।
লুকায়ে লুয়ের মুণ্ড রাখিল বিরলে॥
সন্ন্যাসী বিদায় হলে ও চাঁদবদন।
নিরবধি নিরখিব করিব রোদন॥
এত বলি মড়া মুখে মাতা দেন চুম।
বিরলে শোয়ায়ে বলে বাছা যাও ঘুম॥
উপবাসী সন্ন্যাসী ত্বরায় যান পাকে।
তখন সন্ন্যাসী কিছু বলেন রাজাকে॥
সব মাংস কুটিলে লুয়ের কই মাথা।
আনত সাক্ষাতে আমি কুটাব সর্ব্বথা॥
ভূপতি চঞ্চল চান মুণ্ড নাই কোলে।
মাথা বিনে না খাব সন্ন্যাসী তাঁকে বলে॥
রাণীকে বলেন পুনঃ শুন গো মদনা।
এখনো আমার কাছে এত প্রবঞ্চনা॥
লুকায়ে লুকায়ে মুণ্ড ভাণ্ডাস আমায়।
অঙ্গহীন মাংসে মোর রুচি নাহি যায়॥
কি কাজ কল্পনা এত উঠ্যা নহে যাই।
মাথা দিয়া মহারাণী ডাকে পরিত্রাই॥
ঠাকুর বলেন বৈস চিন্তা নাঞি ঝি।
রাজা হে লুয়ের মাথা বার কর কি॥
শুনিয়া সাক্ষাতে শীঘ্র কাটিল ভূপাল।
লইল মাথার মজ্জা ঘুচাইয়া ছাল॥
থালে কুটে রাখে মাংস পরম যতনে।
রন্ধনে চলিল রাণী চন্দন ইন্ধনে॥
শুনি কর্ণসেন কন ধন্য রাজা রাণী।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুরস বাণী॥

রন্ধনে বসিল রাণী ক্রন্দন সম্বরি।
তথাপি মায়ের মায়া চক্ষে বহে বারি॥

উজ্জ্বল চন্দন কাষ্ঠে জ্বলিল তিউড়ি।
আঁচলে লোচন মুছে চাপাইল্য হাঁড়ি॥
মাংসের এসানি মারে ঘৃতে কলকল।
সাড়া শুনি ধন্য কন ভকতবৎসল॥
সফল করিব আজ মনের বাসনা।
ধর্ম্ম খেয়াইয়া হেথা রান্ধেন মদনা॥
নীরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বঙ্কাল ঝাল সুরসাল তার॥
সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোনার থাল ঢাকিল উপরে॥
উড়ি চূর্ণের মাথার মজ্জার তোলে বড়া।
বুকের কলিজা ভাজে চড়াইয়া কড়া॥
নাড়া ঝাড়া দিয়া ভাজে ঘৃত জবজব।
পরিপাটি মাংসের রন্ধন হৈল সব॥
অপর উত্তম অন্ন করিল রন্ধন।
পরিপাটি পাঁচ পিঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
ভোজন করহ প্রভু হরিশ্চন্দ্র বলে।
ঠাকুর বলেন খাব বাড় তিন থালে॥
এককালে ভোজন করিব তিন জনা।
আমি তুমি মহারাজ মহিষী মদনা॥
বেদনা বাড়িল বড় একথা শুনিতে।
কহিতে লাগিল রাণী কান্দিতে কান্দিতে॥
কোলে কাঁকে করিনু ধরিনু যাকে বুকে।
এমন বেটার মাংস দিব কোন্ মুখে॥
সকলই মুখের সুখে বল হে গোসাঞি।
সন্ন্যাসী বলেন এত দুঃখে কার্য্য নাঞি॥
অন্য ঠাঁই খেয়ে কিছু প্রাণ রাখি ঝাট।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে তুমি কথা কাট॥
না দিলে লঙ্ঘিবলে রাণী বচন আমার।
বিষম বচন শুনি করে অঙ্গীকার॥

গোসাঁয়ে আসন দিল গামারের পিড়ি।
তিন থালে মদনা সাজাল অন্ন বাড়ি॥
কারে দিবে কোন থাল সুধান ঠাকুর।
মাংস ঝোল ভাজা দেহ রাজাকে প্রচুর॥
আপনি উত্তম রীতে মাংস দেখে লও।
মোর মাত্র মন্দ ক্ষুধা কিছুমাত্র দাও॥
নাড়িতে সঙ্কট বড় গোসাঞিয়ের বাণী।
আজ্ঞামাত্র অন্ন লয়ে পাশে বসে রাণী॥
জয় জনার্দ্দন বলে জল নিল করে।
মুখে দিতে গণ্ডূষ সন্ন্যাসী করে ধরে॥
রাজাকে বলেন ধন্য ধন্য নৃপমণি।
তোমা সম সংসারে [১] না দেখি [১] সত্বজ্ঞানী॥
আপনি কাটিলে পুত্র রাঁধিলে মদনা।
[২]মা হয়্যা কেমনে সইলে [২] দারুণ বেদনা॥
শুনে রাজা রাণীর নয়নে বহে জল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

হইয়া সদয় কন কৃপাময়
ধন্য ধন্য রাজা রাণী।*
তোমা সম সত্ব জ্ঞানী সুমহত্ব
না দেখি দারুণ দানী॥

১—১ কে আছে ২—২ কেমনে সহিল প্রাণে

* দুইখানি পুথিতে ত্রিপদীর পরিবর্ত্তে পয়ারে নিম্নরূপ পাঠ রহিয়াছে—

শুনি রাজা রাণীর নয়নে বহে জল।
ঠাকুর বলেন বাঞ্ছা করিব সফল॥
ভকতবৎসল আমি চিনেছিল লুয়ে।
এত শুনি পড়ে দোঁহে চরণে লোটায়ে॥
ঠাকুর বলেন রাণি বর মেগে লও।
রাণী বলে প্রভু মোরে বাছা কোলে দাও॥
ঠাকুর বলেন বর দিলাম সর্ব্বথা।
অনাথবান্ধব আমি চতুর্ব্বর্গদাতা॥

পুত্র দিলে বলি নিজ হস্তে তুলি
ধরি খর খড়্গখানে।
হেদে গো মদনা দারুণ বেদনা
কেমনে সহিলে প্রাণে ॥
কাটিয়া নন্দন কুটিয়ে রন্ধন
করিলি পোয়ের মাস।
হেন কোন ব্যক্তি ধরে করে শক্তি
পূর্ণ হবে অভিলাষ ॥
না কর সন্দেহ বর মেগে লহ
রাণী কন দেহ নাথ।
সেই পুত্রে দান দিয়া রাখ প্রাণ
দয়া হল যদিস্যাৎ ॥
রাণী এত বলি লোটাইয়া ধূলি
কৃতাঞ্জলি সন্নিধানে।
দিলাম সর্ব্বথা কন বরদাতা
পুত্রে দেখ গো নয়ানে ॥

যে পুত্র কাটিয়া দিলে আমার সাক্ষাতে।
সে মোর গাজনে নাচে বেত লয়ে হাতে ॥
ডাক দিয়া আন গিয়া লুয়ে পুত্র তোর।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুখে নাহি ওর ॥
কোথারে ও মোর বাছা লুইচন্দ্র রায়।
অভাগিনী মায়ে ডাকে আয় ওরে আয় ॥
দেখত ধর্ম্মের কৃপা সাক্ষাতে সকলে।
ধেয়ে আসি ধরে লুয়া মায়ের আঁচলে ॥
উথলে আনন্দ বড় কোলে লয়ে পো।
নয়ানে যুগল ধারা বহে প্রেম লো ॥
চুম্বন করিল কত ও চাঁদবদনে।
বিলাল অনেক ধন পুত্রের কল্যাণে ॥
একমনে নিরঞ্জনে করিল অর্চ্চনা।
অন্তর্দ্ধান হইল প্রভু পুরায়ে বাসনা ॥

গাজনে আমার তনয় তোমার
ভকত সকল সাথে।
ডাকে ধর্ম্ম জয় পঞ্চ বাদ্যময়
নাচে লুই বেত্র হাতে॥
আমি কি তোমার কুমার সংহার
করিতে আসি মদনা।
মায়াবেশে সত্ব বুঝ্যা নিতে তত্ব
ক্ষণেক পেলে বেদনা॥
মাংস সন্তোলন করিলে যখন
শব্দ শুনি কল কল।
মোর কোলে শুয়্যা ছিল তোর লুয়্যা
হেসে উঠে খলখল॥

শুনি কর্ণসেনের প্রসন্ন হইল মতি।
নিবেদিল সংক্ষেপে সকল রঞ্জাবতী॥
অনুমতি দেহ যদি যায় যত দুঃখ।
চাপায়ে পূজিয়ে ধর্ম্ম দেখি পুত্রমুখ॥
শুনিয়া সন্তোষ মনে রায় কর্ণসেন।
শুভক্ষণে চাপায়ে গমনে আজ্ঞা দেন॥
পূজা আয়োজন যত করহ সত্বরে।
রাণী বলে সকলি দিয়াছি নায়ে ভরে॥
কালিন্দীর ঘাটে নাথ সংযাত রাখিয়ে।
পণ্ডিত গোঁসাই আছে মোর মুখ চেয়ে॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে।
সদয় না হবে ধর্ম্ম সহস্র সেবিলে॥
এত বলি প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
বেত হাতে যান রাণী নাচিতে নাচিতে॥
সংযাত সহিত রাণী আরোহিল নায়।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে দিন বয়ে যায়॥

আমি মায়াধর তোরে দিনু বর
লুয়্যাকে আনগে ডাক্যা।
শুনি কুতূহলী বাছা বাছা বলি
ব্যাকুলি চলিলা হাঁক্যা॥
যাইয়া সত্বরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
কোথা ওরে বাছা লুয়্যা।
ব্রহ্ম অনুরাগী কোথারে অভাগী
অভাগো মা বাপে থুয়্যা॥
শুনি হাসি হাসি লুয়্যা ধেয়া আসি
ধরিল মায়ের আঁচলে।
বদন কমলে চুম্ব দিয়া বলে
ভাসে প্রেম আঁখিজলে॥
পরম বিভলে রাজা করে কোলে
উথলে আনন্দ কত।
ধেনু ধান্য ধন ধরণী কাঞ্চন
দ্বিজে দান দিল কত॥
প্রণত সন্ন্যাসী পাদপদ্মে আসি
প্রভু পুরিল্যা মনস্কাম।
হয়্যা কৃপাবান হল্যা তিরোধান
ভণে দ্বিজ ঘনরাম॥

পুত্র পেয়্যা আনন্দে বিভোল রায় রাণী।
তনয়ে সুধান সত্য গোসাঁয়ের বাণী॥
হে বাপ তোমারে হানি খানি খানি করি।
কেটে কুটে রেন্ধেছি পাপিষ্ঠ প্রাণ ধরি॥
কিরূপে বাঁচিলে বাছা কে বাঁচালে বল।
লুহিশ্চন্দ্র বলে সেই ভকতবৎসল॥
কেট্যা কুট্যা মাংস তুমি থালে থুলে সাজি।
যত কিছু সকলি ধর্ম্মের মায়াবাজী॥

শোকে শুখাইল মুখ বুক নাস্তি বান্ধ।
আঁচলে লোচন মুছ রান্ধ আর কান্দ॥
মাংসের এসানি মারি ঢেলে থুলে থালে।
সন্ন্যাসীর কোলে আমি বসে সেই কালে॥
কেন্দে কৈলে সন্ন্যাসী খাবেন সর্ব্বনাস্তা।
সে কথা শুনিয়া আমি উঠেছিল্যাম হাস্তা॥
রাজা রাণী সত্যবাণী গোসাঁয়ের মানে।
একথা আপনি কৈল্যা সে চাঁদবয়ানে॥
পুত্র বলে তখনি বল্যাছি মহাশয়।
সন্ন্যাসী বল্ল্‌কাবাসী বস্তা ব্রহ্মময়॥
[1]তায় কত বলায় প্রত্যয় হল্য মনে।
কৃতার্থ হইল্যা বাপা পূজি নিরঞ্জনে॥[1]
সমাপন রন্ধন যখন হল্য মা।
বাপা কন গোসাঁই ভোজনে তোল গা॥
তগন আমায় আগে রাখাল্য গাজনে।
তবে বাড়াইয়া অন্ন চলিল ভোজনে॥
ডাকিলে ব্যাকুলি হয়ে চক্ষে দেখ নাস্তি।
শীঘ্র মোরে পাঠাইল সন্ন্যাসী গোঁসাস্তি॥
শুনি পুলকিত অঙ্গ লোটায় ভূতলে।
আঁচল ভিজিল প্রেমলোচনের জলে॥
কোলে পুত্র পেয়ে কত করিলে চুম্বন।
শুনি কর্ণসেন বলে ধন্য সে রাজন॥
মনে বড় বিশ্বাস বাড়িল বোল শুনি।
রাণীকে বিদায় আজ্ঞা হইল তখনি॥
পূজা আয়োজন যত নায়ে লয়ে রামা।
চাঁপাই সেবিতে ধর্ম্ম হয়্যা সিদ্ধকামা॥

১—১ তবে কত বলায় বিশ্বাস গেল বোলে।
কৃতার্থ হইলে পুনঃ মোরে পেয়ে কোলে॥

এত শুনি প্রণাম করিয়া প্রাণনাথে।
বিদায় হইল্যা রামা বেত্র লয়্যা হাতে॥
পূজা আয়োজন যত নায়ে দিয়া ভরা।
ষোল উপচার আর কনকের ঝারা॥
আসন অঙ্গুরি অলঙ্কার থাল গাড়ু।
পানগুয়া চুয়া গন্ধ গঙ্গাজল নাড়ু॥
[1]ধূপ দীপ ধূনাচি ধবলাসন ধুতি।
চন্দন ইন্ধন আজ্য হেম পুষ্প জুতি॥[1]
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা॥
পূজার পদ্ধতি মত যত দ্রব্য চাই।
তরণীতে তপস্বিনী তুলে নিল তাই॥
জয় জয় নিরঞ্জন বল্যা ডিঙ্গা বায়।
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥
[2]রাত্রেতে চাঁপাই সেবা শুন সর্ব্বজন।
এইখানে রহিল শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন॥[2]

॥ ইতি হরিশ্চন্দ্র পালা সমাপ্ত ॥

১—১ ধূপধূনা ধৌতধুতি পট্টজোড়া খাসা।
শ্রীধর্ম্ম সেবিতে নিল করি পুত্র আশা॥

২—২ গান দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।
সদা চিন্ত শান্ত মহারাজার কুশল॥
এত দূরে হরিশ্চন্দ্র পালা হইল সায়।
হরি হরি বল সবে পাপ দূরে যায়॥

শালে ভর পালা

বাজে জোড়া শঙ্খ কাঁসি রঞ্জাবতী ব্রতদাসী
অভিলাষী লভিতে সন্তান।
দিয়া জয় হুলাহুলি দিলেক কনকাঞ্জলী
কুতূহলী ডিঙ্গা বয়ে যান॥
বহিছে কালিন্দী গঙ্গা কত নদী সুতরঙ্গা
ধাই পুর রাখিল বরাটি।
ধর্ম্মজয় বলি ডাকে রম্যপুর যাম্যে থাকে
কাম্যদহে বহে জল ভাটি॥
ব্রহ্মদহ রাখি দূরে ঝুমঝুমি দ্বারিকেশ্বরে
বেয়ে পাইল চাঁপায়ের ঘাট।
নারদ কপিল তপে কতকাল ছিল জপে
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট॥
প্রবেশে প্রসন্নমতি দেখে বলে রঞ্জাবতী
কোন মহাতীর্থ এই স্থান।
শকুনি গৃধিনী উড়ে খাওয়াখাই জলে পড়ে
ঐ দেখ বিমানে স্বর্গ যান॥
ইহারে চাঁপাই বলি এই মহাপুণ্যস্থলী
সামুলা বলিল ইতিহাস।
মহিমা দেখিয়ে জলে অপরূপ এই স্থলে
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ অভিলাষ॥
এই গুপ্ত বারাণসী সুরঙ্গে সলিল আসি
ভাগীরথী উপনীত ইথে।
মকরাক্ষ মহামতি জায়া যাঁর চাঁপাবতী
চাঁপাই খেয়াতি যাহা হতে॥
সেই রাণী মহা যত্নে ঘাট বান্ধাইল রত্নে
সেই দিল দেহেরা চত্বরে।
যে কালে পূজিল ধর্ম্ম সেকালে আমার জন্ম
হয়েছিল কিরাতের ঘরে॥

এই ঘাটে যত ঋষি সবারে সেবায় তুষি
বর আমি পাই জাতিস্মরা।
সাত জনমের বাণী ভূত ভবিষ্যৎ জানি
এই নদী পাপ তাপ হরা॥
কানন কাটিয়া বিধি বান্ধায়ে রতন বেদী
পূজ ধর্ম্ম পূর্ণ হবে আশ।
ভাবি গুরুপদ ছবি ভণে ঘনরাম কবি
অভিনব ধর্ম্মইতিহাস॥

সামুলা এতেক যদি বলিল রঞ্জায়।
পুথি দেখি পণ্ডিত প্রমাণ দিল সায়॥
সংঘাত রহিল তবে চাপায়ের ঘাটে।
আজ্ঞা দিতে রাণী রঞ্জা হাড়ি বন কাটে॥
হেতাল বেতাল তাল কাটে কাঁটাকুল।
সাঁই সাড়া কেলে থাড়া কেউ কেয়ামূল॥
বন বেত বৈঁচি বাবলা বাঞ্জী বেরা।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাঁটি ঝিঁটি সব পোরা॥
আকন্দ আঁকড়া কাটে লতা পাতা তৃণ।
ভয়ে ধায় বনবরা ভল্লুক হরিণ॥
মেষ বাঘ পালায় প্রমাদে ছাড়ি রা।
পক্ষীগণ পলায় ছাড়িয়া ডিম্ব ছা॥
সেই বনে ছিল এক রূপী নামে বাঘী।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় তারাদীঘি॥
বন কাটি কুটি রামা রাখিল যতনে।
গুয়া নারিকেল কেলিকদম্ব কাননে॥
কুসুম কাঞ্চন কুন্দ করবী টগর।
জাতী যূথী ওড়জবা অতি শোভাকর॥
মনোহর মল্লিকা মালতী সুমাধবী।
বিকশিত চন্দ্রমালা চাঁপা হেমছবি॥
সুরঙ্গ তুলসী কত মনোহর ফুল।
মাটি কাটি কোদালে করিল সমতুল॥

বেদের বিধানে বেদী জগতীর ঠাঁই।
আপনি বান্ধাল বসে পণ্ডিত রমাই॥
মণ্ডিত করিল সব দিয়ে তায় চূণ।
যতনে জ্বলিবে যায় যজ্ঞের আগুন॥
সারি সারি চারিদিকে রোপি রামকলা।
তেথরি বেষ্টিত তায় বান্ধে বনমালা॥
হাড়িকে ভূষণে তুষি ভূপতির দারা।
আপনি মার্জ্জনা করে ধর্ম্মের দেহারা॥
চর্চ্চিত করিল চারু চন্দনের ছড়া।
ধর্ম্মজয় ডাকে সবে ঢাকে পড়ে সাড়া॥
পণ্ডিত বলেন রাণী আর কেন ব্যাজ।
নদীনীরে করি স্নান পূজ ধর্ম্মরাজ॥
সায় দিতে সামুলা সকল সংযাতে।
নাচিতে লাগিলা সবে বেত লয়ে হাতে॥
বায়েন বিভোল নাচে বাজায়ে রগড়ে।
চাঁপায়ের ঘাটে আসি লোটাইয়া পড়ে॥
পুণ্যদা নদীর নীর শিরে বান্ধি আগে।
জলে নামে সংযাত সহিত শুভ যোগে॥
তবে স্নান তর্পণ তরণী অর্ঘ্যদান।
বৈদিক তান্ত্রিক জপ করে সমাধান॥
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ সবে শুদ্ধমতি।
বাহু তুলি বলে রঞ্জা হও পুত্রবতী॥
ধৌত ধুতি পরি সবে উঠিল আড়াতে।
নানা পঞ্চ বাদ্য বাজে নাচে বেত্র হাতে॥
নাচিতে নাচিতে ডাকে ধর্ম্ম জয়ধ্বনি।
দেহারা নিকটে আসি লোটায় অবনী॥
ভ্রুকুটি বাজায়ে ঢাক রাখিল বায়েন।
পূজায় বসিল সবে পেয়ে শুভক্ষণ॥
সকল সংযাতসঙ্গে রঞ্জাবতী রামা।
আরম্ভিলা ধর্ম্মপূজা হয়ে পুত্রকামা॥

তাম্রপাত্রে সজল তুলসী তিল কুশ।
সঙ্কল্প করিয়া স্মরে পরম পুরুষ॥
পুঁথি হাতে পূজাবিধি পণ্ডিত প্রকাশে।
আসনাদি ভূতশুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে॥
গণেশাদি দেবদেবী সেবি রঞ্জাবতী।
পুত্র অভিলাষে পূজে প্রভু যুগপতি॥
নানা বিধি উপচার পূজা বিধিরূপে।
ঘৃতের প্রদীপ ধূনা অন্ধকার ধূপে॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীর খণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর প্রফুল্ল পদ্মমালা॥
চাঁদমালা চন্দনে চর্চ্চিত চাঁপাফুল।
পূজেন পরমানন্দে ভক্তি করি মূল॥
স্বর্গ চলে গেল ফুল অর্ঘ্যদান দিতে।
কঠোর করেন কত ধর্ম্মেরে তুষিতে॥
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংঘাত সহিত ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়॥
মস্তক উপরে কেহ পুড়াইল ধূনা।
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা॥
উজ্জ্বল অনল জ্বলে অতি উগ্র তপ।
ওষ্ঠ নাহি নাড়ে জিহ্বায় করে জপ॥
জ্বালি ধূনা কামনা করেন সবিশেষে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥
অনাথবান্ধব ধর্ম্ম হও কৃপাবান।
অভাগিনী রঞ্জা মাগে এক পুত্র দান॥
ঊর্দ্ধে বান্ধি পদযুগ ভূমে লুটে মুণ্ড।
যেখানে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে যজ্ঞকুণ্ড॥
ফেলায়ে প্রচুর তায় দেন ধূনা চূর্ণ।
রঞ্জাবতী বলে প্রভু বাঞ্ছা কর পূর্ণ॥
যাবক পাবক মাঝে পুরট পুত্তলী।
লোটাইয়া রঞ্জা তায় করিছে ব্যাকুলি॥

শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল ঘোর বাদ্যময়।
রঞ্জাবতী সেবেন সামুলা দেন জয়॥
ঝলকে ঝলকে অগ্নি উঠে ধুনা বায়।
তায় লোটাইয়া রঞ্জা ধর্ম্মকে ধেয়ায়॥
ভাই বুক বিদীর্ণ করেছে বাক্‌শেলে।
বয়স বৎসর বার বন্ধ্যা বলে হেলে॥
অকৃতি আতুর কিবা সুকৃতি বালক।
পুত্রমুখ হেরি তার পুন্নাম নরক॥
আঁটকুড়ি ঘুচুক নাম ভারত ভিতর।
পাষণ্ডিজনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্জর॥
শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে॥ // ৭৮

কতেক কঠোর তপে যাগ যজ্ঞ পূজা জপে
গ্রহদিন গেল নিবড়িয়া।
স্নান পূজা বাদ্য নাটে দশমে গামার কাটে
নদীতটে জয় জয় দিয়া॥
পণ্ডিত পদ্ধতি কাছে জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।
বৃক্ষের বরণ করি সংযাত সহিত ধরি
বান্ধিল সবার হাতে সূতা॥
কামারে গামার কাটি ঘরে আসি পরিপাটি
গাঁথিছে সন্ন্যাস কাটি তায়।
জয় জয় নিরঞ্জন ডাকে যত ভক্তগণ
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায়॥
অপর দাদুর ঘাটা পূজিয়া সন্ন্যাসী কটা
ঘটা করি চাঁপায়ের ঘাটে।
সাজায়ে কদলী মঞ্চে কাটারি পাতিয়ে সঞ্চে
ভর দিয়া এল ধর্ম্মবাটে॥
সমাধিয়ে ধুনা সেবা ধ্যান করি ধর্ম্মদেবা
নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।

পুলকে প্রমাণ থাটে পঞ্চ বাদ্য গীত নাটে
যোগ যজ্ঞে জাগিল যামিনী ॥
প্রভাতে প্রসন্ন আশা প্রকাশ পাইতে পুবা
পুষ্প তুলি পুণ্য অভিলাষে।
স্নান করি ধর্ম্ম পূজি ব্রহ্মমন্ত্রে মন মজি
মঞ্চ বান্ধি উঠিল সন্ন্যাসে ॥
শুমঞ্চে সন্ন্যাস কাটি গাড়ে চন্দ্রবান বঁটি
ঘোরমুখী ক্ষুর খরসান।
পুত্র অভিলাষে রাণী জোড় করি পুটপাণি
অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যকে ধেয়ান ॥
নিদয় না হবে কভু পতিতপাবন প্রভু
পাপিনী প্রণমে তব পায়।
কহিয়ে কোমর আঁটি মুদিয়ে নয়ন দু'টি
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায় ॥
ঘোর বাদ্য জয়রোল সামুলা দিলেন কোল
পুনর্ব্বার উঠিল নির্ভয়া।
সঙ্গী শুদ্ধ ভক্ত যত পুনঃ পুনঃ এইমত
ঝাঁপ দিল তবু নাই দয়া ॥
তবে রঞ্জা কন দিদি প্রসন্ন না হল বিধি
তনু ত্যজি শালে দিয়া ভর।
সামুলা বলেন তবে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে
দেখা দিবে দেব মায়াধর ॥
অসার সংসার আশ পুত্র বিনা গৃহবাস
ত্রাস না করিহ কিছু মনে।
শালে মর যদিস্তাৎ বাঁচাবে বৈকুণ্ঠনাথ
দ্বিজ কবিরত্ন রস ভণে ॥
সামুলা রঞ্জায় যদি এই কথা রটে।
পণ্ডিত বলেন সার এই যুক্তি বটে ॥
সঙ্কটে পড়িয়ে প্রভু স্ত্রীহত্যার পাপে।
তবে ভক্তে ভাঁড়াতে নারিবে তার বাপে ॥

চন্দ্রবান বাঁটি
ঝাপ

তাপে যেমন এসেছ তেমনি পাবে ফল।
রাণী কন তবে প্রভু পরম মঙ্গল॥
ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
চাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর॥
প্রাণনাথে প্রণতি অসংখ্য মোর বল্য।
শালে ভর দিয়া রঞ্জা অভাগিনী মল্য॥
মহাদুঃখ মরমে বিন্ধিয়া রৈল মোর।
পুনঃ বন্ধ না হইল প্রভু প্রেম ডোর॥
শুনে দুই দাসীর নয়নে বহে জল।
ভক্তগণ বলে কারু ঘরে নাহি ফল॥
তোমারে সদয় না হইল করতার।
তোমার যে গতি মাগো সে গতি সবার॥
করপুটে কহে কেঁদে মালিকী কল্যাণী।
তোমাকে ছাড়িয়া কোথা যাব ঠাকুরাণী॥
শিয়রে তাড়ায়ে রব মশা মাছি ডাঁশ।
প্রভু নাহি যাবৎ পুরেন অভিলাষ॥
এত বলি আনন্দে আনাল শাল কাঁটা।
পরিপাটি শর সে উত্তম গেছে আঁটা॥
উপরে সূর্য্যের ছটা করে ঝকমক।
পড়িলে পতঙ্গ কুটা উথলে পাবক॥
সিন্দুর জড়িত জবা শোভা করে ভাল।
মঙ্কের সম্মুখে নিল মূর্ত্তিমান কাল॥
দেখিয়া সবার চিত্ত হইল ব্যাকুল।
রঞ্জাবতী দেখে শাল শিরীষের ফুল॥
সূর্য্য অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী।
অহে সূর্য্য সহস্রাংশু তেজোময় রাশি॥
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য কর গ্রহণ ঠাকুর দিবাকর॥
এত বলি অর্ঘ্য দিতে ধায় ঊর্দ্ধপথে।
যুগ্ম নারিকেল হয়্যা পড়ে ধর্ম্মরথে॥

দু আঁখি মুদিয়া ধনি ধর্ম্মকে ধেয়ান।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভু তোমাতে প্রমাণ ॥
এক পুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিয়া ভর ॥
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিতে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ্ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ্ ॥
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল পার।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্তধার ॥
হাহাকার করে দেখে যত ভক্তগণ।
দেবতা সবার স্বর্গে টলিল আসন ॥
জীবন ত্যজিল রাণী করে ছটফট।
চাঁপায়ের ঘাটে বড় ঘটিল সঙ্কট ॥
রাখিতে না পারে কেহ নয়নের জল।
সামুলা বলেন ত্রাহি ভকতবৎসল ॥
ধূপ ধূনা অন্ধকার ধর্ম্মধ্যানচিত।
জয় জয় নিরঞ্জন ডাকেন পণ্ডিত ॥
মালিকী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়।
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ ধর্ম্মকে ধেয়ায় ॥
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় পুত্র তাঁর সংসারে প্রশংসে ॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত ॥

শালভরে রঞ্জাবতী পরাণ ত্যজিতে।
স্ত্রীহত্যার পাপ যায় সূর্য্যে গরাসিতে ॥
বরণ বিকট কাল পিঙ্গলাক্ষ কেশ।
করে ভস্ম উম্মামতি ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মূলাপারা দশন বসনহীন কটি।
ঊর্দ্ধমুখে অমনি আকাশে উঠে ছুটি ॥
পথে আগুলিল পূষা পসারিয়া বাহু।
সূর্য্য বলে এল এবা আর কোন রাহু ॥

তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় দীননাথ।
বিজয় বৈকুণ্ঠ পথে বিষ্ণুর সাক্ষাৎ॥
যেতে না পারিল পাপ বিষ্ণুর নগর।
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর॥
থর থর কাঁপে মহী ভক্তহত্যা পাপে।
অনন্ত অস্থির অষ্টকুলাচল কাঁপে॥
ভক্তনাশে রক্তবৃষ্টি ঘন উল্কাপাত।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ॥
হেনকালে প্রভুর নিকটে আইল রবি।
ছল ছল নয়ন মলিন মুখছবি॥
সূর্য্যে দেখে ঠাকুর সুধান ব্যস্ত হয়ে।
কও কোন্ প্রমাদ পড়েছে তোমা লয়ে॥
কি কারণে দেখি তব মলিন কিরণ।
প্রণাম করিয়া তাপে কহিছে তপন॥
কাজ নাই গোসাঁই বিষয় আমি আলি।
অশেষ কলুষে আর কত হব কালী॥
রঞ্জাকে পূজার হেতু পাঠায়েছ বটে।
সে ধনি চাঁপাইতটে মহা সিদ্ধপীঠে॥
কামনা করিয়া মল শালে দিয়া ভর।
তিন দিন হল তবু নাহি দিলে বর॥
অতঃপর বিষয়ে আমার দণ্ডবৎ।
ভক্তহত্যার পাপ আসে গরাসিতে রথ॥
এতেক দুর্গতি যদি মহাভক্ত জনে।
পতিতপাবন নাম পালিবে কেমনে॥
ঠাকুর বলেন তবে এই হেতু ভানু।
[১]দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম তনু[১]॥
অমঙ্গল অশেষ উঠিছে পৃথ্বীময়।
ভক্তের বিপত্তি নাহি মোর প্রাণে সয়॥

১—১ সেবক সঙ্কটে মোর স্থির নহে তনু

অভিশাপ পাইল সে ঈশ্বরী সম্মুখ।
এক জন্ম মরে সে দেখিবে পুত্রমুখ॥
আজ তারে প্রাণ দিয়া হইব সদয়।
রবি কন প্রভু এই উপযুক্ত হয়॥
বীর হনু বলে তবে ব্যাজ অকারণ।
চল প্রভু বলি সঙ্গে চলে দেবগণ॥
চাঁপাই চলিল প্রভু চাপি রত্নরথে।
প্রবেশিয়া পৃথিবী দেখিল মধ্যপথে॥
ব্রহ্ম হত্যা দিতে যায় ধর্ম্মের উপর।
অভিমানে দারুণ দরিদ্র দ্বিজবর॥
মায়াধর কন তারে কোথা যাও বিপ্র।
দ্বিজ বলে ধর্ম্মদেব হত্যা দিতে ক্ষিপ্র॥
আমারে অখিলে সে করেছে অতি দৈন্য।
ভিক্ষা বিনে ভবনে ভরসা নাহি অন্ন॥
সাত ভাই গৃহস্থ ঘরে গেলাম ঠাকুর।
ভিক্ষা নাহি দিল আর ছোবাল কুকুর॥
ঠাকুর উপর হত্যা দিব এ কারণে।
শুনি মহাপ্রভু অতি সচিন্তিত মনে॥
এক স্ত্রীহত্যার পাপে হল এতদূর।
ততোধিক ব্রহ্মহত্যা পাতক প্রচুর॥
ঠাকুর বলেন ফের মেগে লও বর।
ব্রাহ্মণ বলেন যদি দাও মায়াধর॥
ঘর বাড়ী সব তার অধিকার জুড়ে।
মোর কোপদৃষ্টে তার সব যাক উড়ে॥
ঠাকুর বলেন ভাল দিনু ঐ বর।
তবে বিপ্র ক্ষিপ্র হয়ে গেল তার ঘর॥
ক্রোধভরে ব্রাহ্মণ চাহিল চক্ষু জুড়ে।
প্রলয়ের ঝড়ে তার সব গেল উড়ে॥
ধনকড়ি ঘরবাড়ী ঘটি বাটি থাল।
সাগরে পড়িল উড়ে ধেয়ায় কপাল॥

কি কাল কুবুদ্ধে কেন ব্রাহ্মণের মন্যু ।
সর্ব্বনাশ ঘটিল দারুণ দশা দৈন্য ॥
দেখিয়া দ্বিজের কোপ প্রভু পান ত্রাস ।
এই বিপ্র হতে পাছে হয় সৃষ্টিনাশ ॥
এত বলি ব্রহ্মতেজ হরি নিরঞ্জন ।
সাত ভেয়ে দয়া করে দিল পূর্ব্বধন ॥
চাঁপায়ে চলিল তবে ভক্তের উদ্দেশে ।
কতদূরে রাখি রথ সন্ন্যাসীর বেশে ॥
হেনকালে বীর হনু বলেন বিনয় ।
সবার সাক্ষাতে যাওয়া উপযুক্ত নয় ॥
যদি যাও বালিকায় করি কৃপা দৃষ্টি ।
মহা ঘোর বাদল চাঁপায়ে কর বৃষ্টি ॥
পথে মায়া মন্দির সৃজহ কৃপাময় ।
ভয় পেয়ে সবে যেন পলাইয়া রয় ॥
তবে যেয়ে সদয় হইবে ভক্তজনে ।
উপযুক্ত যুক্তি বড় লেগে গেল মনে ॥
মায়া দৃষ্টি হল সৃষ্টি ঘোর বৃষ্টিপাত ।
নির্ঘাত শব্দ শিল বন উল্কাপাত ॥
হুড়্‌হুড়্ দুড়্‌দুড়্ ঘোর গভীর গর্জ্জন ।
পীড়া পেয়ে প্রমাদে পালায় ভক্তগণে ॥
পথে মায়াধর প্রভু করিলা প্রকাশ ।
সেই পথে ধায় সবে পেয়ে মহাত্রাস ॥
শীতভীত ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর ।
আশ্রয় লইল সবে পথে পেয়ে ঘর ॥
মালিকী কল্যাণী আর সামুলা সুন্দরী ।
শিয়রে রহিলা মাত্র প্রাণপণ করি ॥
তবে মায়ানিদ্রা প্রভু দিলা তিনজনে ।
চক্ষে চাপে ঘোর নিদ্রা রয় অচেতনে ।
চাঁপায়ে চঞ্চল চিতে যান কৃপাময় ।
রঞ্জার নিকটে আসি হইলা বিস্ময় ॥

শালে জরজর তনু দেখিলা রম্ভায়।
ছলছল নয়ন বয়ানে হায় হায়॥
সেবা করি কেবা কোথা মল শাল ভরে।
দেবাসুর অসাধ্য মানবী হয়ে করে॥
মলিন বয়ান বিধু মুদিত নয়ন।
রক্ত সিক্ত তনু ভক্তে হৈল কৃপাবান॥
শাল হৈতে কোলে তারে তুলিলা ঠাকুর।
মুছিল শালের চিহ্ন ঢালিয়া সিন্দূর॥
চাঁপায়ের ঘাটে তারে করাইল স্নান।
সঞ্চারিল পঞ্চভূত রাণী পাইল প্রাণ॥
পদ্মহস্ত বুলাইতে হল সচেতন।
প্রাণ দিয়ে নিমিষে লুকাল নিরঞ্জন॥
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

রম্ভাবতী বাঁচি প্রাণে   চেয়ে চিন্তি চারিপানে
কৃপাবানে দেখিতে না পায়।
মরেছিনু শালভরে   যে জন জীয়াল মোরে
তিঁহ প্রভু হও বরদায়॥
নহে পুনর্ব্বার আজি   প্রকারে পরাণ ত্যজি
বাঁচিয়ে বলিল বার তিন।
ঝাঁপ দিতে যায় শেষে   প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে
হাতে ধরে ভক্তের অধীন।
রাণী কন ছাড় যতি   বলেন বৈকুণ্ঠপতি
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে   কেন পুজ ধর্ম্মরাজে
কাল কে করেছে কোথা বশ॥
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী   হয়েছি চাঁপাইবাসী
সন্ন্যাসী আশ্রয়ে চিরকাল।

তথাপি না হল দয়া বিষম ধর্ম্মের মায়া
কেন মিছা বাড়াও জঞ্জাল ॥
সেব অন্য দেবদেবী সফল হইবে সেবি
কেবা দিল হেন উপদেশ।
নাহিক নিয়ম যাঁর গুণহীন নিরাকার
কেন তার লাগি এত ক্লেশ।
রাণী কন ধর্ম্ম ভিন্ন প্রভু নাহি জানি অন্য
শুনি ধন্য কন কৃপাময়।
আমি ধর্ম্ম মায়াধর লও বাছা মেগে বর
রাণী কন না হয় প্রত্যয় ॥
এই মৃত নিম্বতরু ফল ফুলে দেখি চারু
বাঞ্ছাকল্পতরু তবে জানি।
শুনি কৃপা দৃষ্টে চান ফল ফুলে বিদ্যমান
বৃক্ষ দেখি কন পুনঃ রাণী ॥
দেখি যদি চতুর্ভুজে তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল ভক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী বেশ হল ব্রহ্মা ত্রিলোকেশ
দেবতা সকলে করে স্তুতি।
প্রেমে গদগদ বাণী অবনী লোটায়ে ধনি
রঞ্জাবতী করেন প্রণতি ॥
কে কহিবে কত ভাগ্য জগতে জীবন শ্লাঘ্য
প্রভু আগে মাগে পুত্রবর।
প্রভু কন এই বর দিনু বাছা যাও ঘর
পুত্র পাবে কশ্যপকুমার ॥
ঋতু স্নানে যাবে যবে যুগ্ম নারিকেল পাবে
নদী বেয়ে আসিবে উজান।
ঝাঁপ দিয়ে লয়ে যাবে ছোটটি আপনি খাবে
বড় দিবে সূর্য্যে অর্ঘ্যদান ॥

নারিকেল গর্ভাধান লাউসেন অভিধান
থোবে পুত্র হইলে ভূমিষ্ঠ।
রাণী কন কৃতাঞ্জলি সরম খাইয়ে বলি
বৃদ্ধ পতি আমার অদৃষ্ট ॥
ঠাকুর কহেন তবে বাসরে বসিবে যবে
তুমি মোরে করিবে স্মরণ।
মদনে পাঠাব কয়ে রাজার শরীরে যেয়ে
সাধিবে তোমার প্রয়োজন ॥
শুনি আনন্দিত রামা হইল সফলকামা
ঠাকুর হইল তিরোধান।
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে কাতর কল্যাণ দাসে
প্রভু সদা হবে কৃপাবান ॥

প্রভু গেলা রাণীকে করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
চাপায়ে ঘুচিল ঘোর মহা ঝড়বৃষ্টি ॥
সংঘাত সকল পুনঃ জড় হল আসি।
শিয়রে সামুলা উঠে আর দুই দাসী ॥
জয়ধ্বনি করে সবে দেখিয়া রঞ্জায়।
রাণী লোটাইয়া পড়ে পণ্ডিতের পায় ॥
সামুলারে সম্ভাষে বলিয়া দিদি দিদি।
সামুলা বলেন বুন উঠ গুণনিধি ॥
বিধি সে মুখের কালি ঘুচাল হরিষে।
রঞ্জাবতী বলে সব তোমার আশীষে ॥
প্রাণদান দিল প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে ॥
শেষে বলে যেরূপে সদয় যুগপতি।
পণ্ডিত বলেন তুমি বড় ভাগ্যবতী ॥
সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোসাঁই দিল বিসর্জ্জন ঘটে ॥

হরিহর দিল আসি বাদ্যের ধুমুল ।
গাজনে সন্নাসী সব উড়াইল ধূল ॥
পণ্ডিত সবার ভালে দিল যজ্ঞফোটা ।
দক্ষিণান্ত করি রাণী খোলে যোগপাটা ॥
ঘটা করি প্রসাদ ভোজন সবে করি ।
ত্বরা করি ভর দিয়ে বেয়ে চলে তরী ॥
দ্বারিকেশ্বর বেয়ে ভাটি ধরিল উজান ।
ব্রহ্মদহ ছাড়ি পুনঃ ভাটি বয়ে যান ॥
অবিলম্বে এল সবে ঝুমঝুমি বেয়ে ।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উত্তরিল গিয়ে ॥
তরী পরে নানা বাদ্য বাজে শঙ্খ কাঁসি ।
ব্রহ্ম জয় ডাকে যত ধর্ম্ম অভিলাষী ॥
আসি উত্তরিল তরী নিকটে ময়না ।
মহারাণী এল বলে উঠিল ঘোষণা ॥
আবালবনিতাবৃদ্ধ আনন্দে আসিয়া ।
সংঘাত সহিত নিল জয় জয় দিয়া ॥
চাঁপায়ে সেবিল ধর্ম্ম শালে দিয়া ভর ।
শুনি আনন্দিত সবে পাইল পুত্রবর ॥
ঘরে এল মহারাণী রাজার সাক্ষাৎ ।
নাথের চরণ বন্দে হয়ে প্রণিপাত ॥
পুত্রবতী হও প্রিয়ে আশীর্ব্বাদ বলে ।
উঠ উঠ বলে রাজা হাতে ধরে তুলে ॥
মঙ্গল বারতা বল চাঁপাই সেবায় ।
রাণী বলে সব সিদ্ধ তোমার কৃপায় ॥
কতেক কঠোর করি সেবি মায়াধর ।
জীবন ত্যজিনু শেষে শালে দিয়া ভর ॥
প্রাণ দান দিল ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর বেশে ।
তবে চতুর্ভুজ হরি দেখা দিল শেষে ॥
পুত্রবর দিয়া গেল অখিলের পতি ।
রায় বলে প্রিয়া তুমি বড় ভাগ্যবতী ॥

পণ্ডিত প্রভৃতি রাজা যত ভক্তগণে।
সকলে বিদায় দিল বসন ভূষণে ॥
নিতি নব লাবণ্য ধরেন রঞ্জাবতী।
শুভদিনে সুন্দরী হইল ঋতুমতী ॥
তিনদিন পতি সঙ্গে রহিল বিচ্ছেদ।
পরশে পাতক বাড়ে মুনি বাক্য বেদ ॥
চারি দিনে শুদ্ধ নারী স্বামীর পরশে।
সকল পবিত্র হয় পঞ্চম দিবসে ॥
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা সদা মনে অই।
ঋতুস্নানে যান রাণী তিন দিন বই ॥
হরিষে হরিদ্রা তৈল আমলকী লয়ে।
সখীসঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে ॥
প্রবেশ করিলা আসি কালিন্দীর জল।
অন্তরে জানিল প্রভু ভকতবৎসল ॥
যুগ্ম নারিকেল প্রভু হনুমানে দিয়ে।
বিশেষ বলিল বাপু বসুমতী যেয়ে ॥
কালিন্দী গঙ্গার জলে ভাসাবে উজান।
রঞ্জাবতী যে ঘাটে করেন ঋতুস্নান ॥
চাঁপায়ে বিধান তারে কহেছি সকল।
সূর্য্য অর্ঘ্য দান দিবে এই বড় ফল ॥
আদরে বলিবে তারে ছোটটি খাইতে।
শুনি শীঘ্র বীর হনু এল অবনীতে ॥
স্নান করি মহারাণী ধর্ম্মকে ধেয়ান।
বীর ভাসাইল ফল ধাইল উজান ॥
তা দেখি প্রভুর আজ্ঞা মনে করে সতী।
দুই ফল কৌতূহলে ধরে রঞ্জাবতী ॥
বড় নারিকেল দিল সূর্য্য অর্ঘ্য দান।
ছোট নারিকেল খাইল লভিতে সন্তান ॥
ধ্যান করি ধর্ম্মপদ প্রবেশিল পুর।
মনে হল সন্তোষ সন্তাপ গেল দূর ॥

চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।
নূতন মঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন ॥
নিজবাসে রহে রামা হর্ষচিত্ত হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু মহাপ্রভু লয়ে ॥
বীর হনু এল যদি দিয়ে দুই ফল।
দেবসভা মাঝে যান ভকতবৎসল ॥
সকল দেবতা আজি পুর মোর কাম।
পৃথিবীতে পুজা লব ধর্ম্মরাজ নাম ॥

কোন দেব করিবে রঞ্জার গর্ভে বাস।
কে মোর মঙ্গল পুজা করিবে প্রকাশ ॥
কে মোরে মর্ত্ত্যেতে গিয়া দিবে পুষ্প পানি।
শুনিয়া দেবতাগণে করে কাণাকাণি ॥
হেনকালে পবননন্দন ফুটে কন।
পুজা প্রকাশিতে যান কশ্যপ নন্দন ॥
তখন আপনি ফুটে কন মায়াধর।
আমি রঞ্জাবতীকে দিয়াছি সেই বর ॥
এত শুনি কশ্যপকুমার শোকে কান্দে।
প্রভু মোরে কি পাপে ফেলাও মায়াফাঁদে ॥
জগতে জন্মিতে বল মানবী উদরে।
বলিতে বদন কাঁপে শোকে আঁখি ঝরে ॥

আঁখি ঠারে ঠাকুর হনুর পানে চান।
প্রবোধে পবনপুত্র মুছায়ে বয়ান ॥
হাকন্দ পুরাণে লেখা শুন মহামতি।
তোমা হতে পূর্ণ হবে ধর্ম্মের বার্ম্মতি ॥
প্রচারিবে পুজার পদ্ধতি পৃথ্বীময়।
তোমা হতে পূর্ণ হবে পশ্চিম উদয় ॥
মহা পুণ্যভূমি সেই ভারত অবনী।
ত্রিলোকের নাথ যেথা জন্মিলা আপনি ॥
দেবকন্যা রঞ্জা যারে প্রভু দিলা দেখা।
দেবগণ কন ত ভাগ্যের নাই লেখা ॥

মহা পুণ্যভূমি সেই ভারত অবনী।
ত্রিলোকের নাথ যায় জন্মিলা আপনি॥
পৃথিবীতে পুজ গিয়া দেব করতার।
নিজ ভক্ত তোমা করিবে প্রচার॥
আপনি প্রবোধি পুনঃ বলেন ঠাকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর॥
তখন কহেন কিছু কশ্যপকুমার।
জন্ম নিতে গোসাই করিনু অঙ্গীকার॥
কিন্তু নিবেদন এক এখন বাচাই।
জন্মিলে রাজার ঘরে রাজকার্য্য চাই॥
পাছে পরাভব নাই মানুষের হাটে।
প্রভু কন রণে বনে রাখিব সঙ্কটে॥
ধর্ম্মের দোসর কালু বীর মহামতি।
অনুগত কত কত হবে সেনাপতি॥
দেবকন্যা রমণী তোমার চারিজন।
জন্মিবে সূর্য্যের বাজি তোমার কারণ॥
স্মরণ করিলে মোর কাছে পাবে দেখা।
দেবগণ কহেন ভাগ্যের নাই লেখা॥
এত শুনি যোগবলে তেজিল জীবন।
আশ্রয় করিল গিয়া চন্দ্রের কিরণ॥
রাণী রঞ্জাবতী হেথা করিয়া রন্ধন।
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
পরিপাটী ভোজন করেন পাঁচ রস।
রাণী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস॥
রসকর ভোজনেতে সুখ অঙ্গমাঝ।
আজি রামা আমা লয়া তোমার সে কাজ॥
লাজ পেয়ে বসনে ঢাকিল মুখ আধা।
হাসি হাসি বলেন বচন মাখা সুধা॥
সুধাসিক্ত হলে নাথ সব সুধাময়।
তোমা লয়ে রস নাথ কোন কালে নয়॥

মকরন্দ পূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে।
তায় অতি অকুতী অলির মন ছুটে॥
লুটিতে নিষেধ মধু যদি হয় যোগ।
তবু না নিষেধে পদ্ম ভ্রমরের ভোগ॥
রসিকা রসিক রসে উপজিল হাসি।
রভসে দিবস গেল প্রবেশে তামসী॥
দাসী পানে তখন সঙ্কেতে রাণী চায়।
বাসর বঞ্চিব ঝাট নিদ্রাতুর রায়॥
হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতি॥
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা।
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥
চারুচিত্র চৌপল চামরে গেছে ছেয়ে।
অনিমিখ রহে চক্ষু যদি দেখে চেয়ে॥
যতনে ছাউনি চারু চামরের চাল।
বিচিত্র বসন কত রতনমিশাল॥
চারিভিতে বিরাজে বিনোদ বনমালা।
পুরট পালঙ্ক তথি পড়িল প্রবলা॥
মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলঝাটি।
ফেলিল পালঙ্ক তায় পাতাইল পাটি॥
গুজরাটী ছিট ভোট যোট তার খাসা।
দুদিকে বালিশ রাখে আলিস বিনাশা॥
সসিত অসিত হেম রচিত শিয়র।
শোভিত তড়িতযুত যথা জলধর॥
দুপাশে পরট পথ পাটের খোপনা।
পালঙ্ক চৌদিকে চিত্র তেথরি দোলনা॥
রচিত মল্লিকা তায় চাঁপা চন্দ্রমালী।
সৌরভ গৌরবে কত গুঞ্জরিছে অলি॥
রচিল সুখদ শয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন॥

আচ্ছাদন দিল তায় পাটের পাছড়া।
দুপাশে পুণিত পানে পুরট সাপুড়া ॥
লবঙ্গ কর্পূর আদি সুরসাল গুয়া।
বাটাপূর্ণ পরিমল সকস্তুরী চুয়া ॥
খেতে রাখে ক্ষীর সর খাসা চিনি খণ্ড।
শয়ন করিল রায় নিশা দশ দণ্ড ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
মালিকী কল্যাণী হেথা অশেষ বিশেষ।
শশীমুখী রাণীর রচিল লাস বেশ ॥
আঁচাড়িয়া চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনি ॥
কবরী মণ্ডিত মাল্যে মনোহর ফুলে।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রম অলিকুলে ॥
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারা গায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা ॥
দোস্‌হতি তেস্‌হতি পুঁতি হেম কণ্ঠমাল।
কিয়াপাতে গলায় গরব করে ভাল ॥
কানে পরে কুণ্ডল কনককাটা কড়ি।
পরিল বেসর নাকে বেশ হইল বড়ি ॥
রতন মুকুরে রাণী দেখে মুখছবি।
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি ॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি।
অলকামণ্ডিত মণি মুকুতার পাতি ॥
নানা পরিবন্ধ করি বেন্ধেছে কবরী।
নিরখিতে বদন মদন মন চুরি ॥
বুকে বান্ধা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
পরশে রাজার হস্ত খসে অনায়াসে ॥

চরণে ভূষণ পরে পায়ে গোটা মল।
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল॥
বিচিত্র বসন পরে কমলা বিলাস।
সুন্দরী সহজরূপে তিমির বিনাশ॥
অঙ্গে শোভে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
বিরচিতে বাহুল্য তুলনা নাহি তার॥
দাসীহস্তে জলঝারি গমন মন্থরা।
ইন্দ্রকে ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা॥
সুবেশে শয়নশালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল বুড়া হেরি মুখশশী॥
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা অধোমুখ ঢাকে॥
হাসি হাসি শশীমুখী ঘেঁসি প্রাণনাথে।
ছেঁচা গুয়া তাম্বুল যোগান হাতে হাতে॥
খেতে খেতে রাজার নয়নে এল ঘুম।
চিয়ায় চাপায়ে গায় চন্দন কঙ্কুম॥
চাপে দুই চরণ চামরে করে বা।
রাজা বলে হেদে বা খানিক ঘুম যা॥
এত শুনি বিধুমুখী সুধা করে পান।
সুগন্ধি শীতল রাত্রি সুখে নিদ্রা যান॥
কপাল খেয়ান রাণী মনে পেয়ে খেদ।
আশাভঙ্গ দুঃখ বড় করে মর্ম্ম ভেদ॥
দাসী বলে গুয়া পান গুঁজে দেহ গালে।
ঘুমে মাটি হয় ভাটি বয়সের কালে॥
নাড়া চাড়া দিতে তবে উলটিয়া পাশ।
হুঙ্কারি ঘুমান ঘোরে ঘন বহে শ্বাস॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলে হায় হায়।
নাশ হৈল আশা নাথ নিশা বয়ে যায়॥
উঠিতে বসিতে চিত্তে কত উঠে ক্লেশ।
বার হয়ে দেখে দাসী নিশি পরিশেষ॥

শালে ভর দিয়া বর পেয়ে কোন কাজ।
ধিক্ রে দারুণ বিধি তোর মুণ্ডে বাজ ॥
লাজ হৈল রাজ্য জুড়ে কার্য্য অতি দূরে।
এত বলি ধ্যায় ধনি শ্রীধর্ম্মঠাকুরে ॥
অনাথবান্ধব কোথা ভকতবৎসল।
প্রভু হে তোমার বাক্য হয় যে বিফল ॥
গরল ভখিয়া তবে ত্যজিব পরাণে।
স্মরণে জানিয়া প্রভু আনান মদনে ॥
প্রভু কহে যাও মহী ময়না নগরে।
রাজারে করিবে ভর রঞ্জার বাসরে ॥
আজ্ঞা শুনি কামদেব আইল বেগবন্ত।
মলয় মারুত সঙ্গে সুঋতু বসন্ত ॥
বৃদ্ধ রাজশরীরে করিল আকর্ষণ।
নানা পুষ্প সুগন্ধি সকরে সমীরণ ॥
সহযোগে বসন্ত সুন্দরী বসে বামে।
যুবক জিনিয়া রাজা জর জর কামে ॥
মোহিত হইয়া ধরে যুবতীর হাত।
রাণী বলে উঁহু না না কি করহে নাথ ॥
আদরে বসায় উরে উতারে কাঁচলি।
পীন পয়োধর সুখে পিয়ে মহাবলী ॥
ভুলিল পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কতখান নাপান করিতে তায় খাটে ॥
রাজা বলে আয় মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শুয়ে সুখে নিদ্রা যাও হে ॥
বুঝিতে বিরল বড় বচনের ছলা।
কহিতে কহিতে কত কামিনীর কলা ॥
মদনে মাতিয়া রাজা পসারিল পাণি।
নানাকার করিয়া পালান পাটরাণী ॥
অমনি আবেশে রায় বান্ধে ভুজপাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে ॥

প্রকাশে বদনবিধু ঘুচায়ে বসন।
পুন পুন পিয়ে মধু মাতিল মদন॥
কাজে কাজে ঘাটি নাই লাজে বলে না না।
কে বুঝে রসিক বিনা রসিকার তানা।
কটিবাস খুলিতে রক্তিম দিঠে চায়।
লাজে লাজ পলাইল কাজে মজে রায়॥
নূপুর নিনাদে ঘন শ্রবণ নিকটে।
রতিসুখসাগরে লহরী কত উঠে॥
পুলকাঙ্গ চাপেতে চঞ্চল চাঁদমুখী।
সুরতি সংগ্রামে জুড়ে মদন ধানকী॥
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রতি জয়নাদ।
ঘুচিল মদন বাণ টুটিল উন্মাদ॥ ২৬৮

* * *

সুসময় সুতিথি সুযোগে শুভনিশি।
কশ্যপনন্দন তায় জন্ম নিল আসি॥
বাসনা করিয়া পূর্ণ প্রভুর আজ্ঞায়।
মদন বিদায় হৈল উঠে বসে রায়॥
উঠে বসে রঞ্জাবতী মুখে ক্ষীণ রা।
রতিশ্রমে অলসে এলায়ে পড়ে গা॥
ভেসেছে অপাঙ্গকোলে ভালের ভূষণ।
নাসাকোণে গালে গলে চক্ষুর অঞ্জন॥
কেশ বেশ বিশেষ কাঁচলি গেছে খসি।
দাসী আসি হাসিয়া মুছাল মুখশশী॥
বদন শোধন করে সুগন্ধি জীবনে।
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ হইল মনে॥
প্রকাশ হইল রবি বেলা দণ্ড ছয়।
স্নান পূজা করে দোঁহে আনন্দ হৃদয়॥

হরিগুরু চরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ কবিরত্ন গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥
এতদূরে পালা সাঙ্গ শুন সর্ব্বজন।
মুখ ভরি বল হরি পাপ বিমোচন ॥

॥ ইতি শালে ভর পালা সমাপ্ত ॥

লাউসেনের জন্ম পালা

সমাদরে শুন সবে ধর্ম্মসংকীর্ত্তন ।
সংসার সন্তাপ সিন্ধু তারণ কারণ ॥
জয় ধর্ম্ম পরম ব্রহ্ম প্রভু পরাৎপর ।
দনুজারি দীনবন্ধু দয়ার সাগর ॥
তুমি জান সবারে তোমারে জানে কে ।
মরিয়া না মরে তুয়া নাম জপে যে ॥
তুমি যারে কৃপা কর তার নাহি দুখ ।
সুমেরু ঠেলিতে পারে হেলাইয়া বুক ॥
পুণ্যভূমি তার মনুষ্যদেহ লয়ে ।
মিছা মায়ামোহজালে জন্ম যায় বয়ে ॥
শিশুকালে হেলায় খেলায় গোঁয়াইলে ।
যুবতী যৌবনমদে যুবাকালে নিলে ॥
চিন্তায় অলসে যদি বৃদ্ধকাল লবে ।
বল দেখি কি কথা যমেরে যেয়ে কবে ॥
পাপ প্রকাশিয়া যবে পীড়িবে শমন ।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন ॥
সেকালে সারথি মাত্র হবে হরিনাম ।
মুখ ভরি বল হরি তর পরিণাম ॥
দেবতা প্রসন্ন হলে চতুর্ব্বর্গ ফল ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় করতল ॥
ভকতবৎসল বাঞ্ছা পুরিল রঞ্জার ।
শুভদিনে হৈলে তার গর্ভের সঞ্চার ॥
করতার প্রসন্নে পুজেন রঞ্জারাণী ।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি ॥
[১]কাণাকাণি করে লোক দুমাসের কালে ।
গর্ভবতী হৈলা রাণী ভর দিয়া শালে[১] ॥

১—১ কালে করে সকল উঠিতে অঙ্গ ঘোরে ।
খেতে উঠে বমন বেদনা বাড়ে শিরে ॥

তিনমাসে কেমন কেমন করে গা।
ঘুমে আঁখি ঢুলুঢুলু মুখে ক্ষীণ রা॥
অলসে এলায় অঙ্গ অন্ন নাহি রুচে।
[১]ভাজা গুয়া ভোজনে অরুচি মুখে ঘুচে[১]॥
চারিমাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনা।
নূতন গর্ভিণী কিছু জানে না যন্ত্রণা॥†
দিনে দিনে বাড়ে রূপ বদনের ছবি।
ভূমে করে শয়ন সহিতে নারে রবি॥
কুল কাসন্দি করঞ্জা অম্বলে যায় সাধ।
পুরুষে আবেশ বাড়ে মদন উন্মাদ॥
পাঁচে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির।
জন্মিল ছ মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর॥
মুখ চক্ষু নাসা কর্ণ হস্ত পদাঙ্গুলি।
নখ লোমাবলি অঙ্গে জন্মিল সকলি॥
সাত মাসে হইল জীবের অধিষ্ঠান।
ধরণীমণ্ডলে ধনি ধর্ম্মকে ধেয়ান॥
মহা পুণ্যোদয় হইল ময়না মণ্ডলে।
ভাজা ভুজা নানা দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলে॥
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে॥

১—১ দিনে দিনে কালিমা যুগল মুক্ত কুচে

† অতিরিক্ত পাঠ

রোচে পাঁচ ভাজা ভাল ভুজা সাধ খেতে।
ঘুচে মাত্র অরুচি অম্বল রস যাতে॥
চারিমাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনী।
না জানে এসব ব্যথা নূতন গর্ভিণী॥
গর্ভিণী সকলে বলে না রবে এ দুঃখ।
দুয়ে চারে শয়নে ভোজনে পাবে সুখ॥
মুখ হেরি মদন মোহিত হবে রূপে।
আলো করি ভুবন ভুলাবে বুদ্ধ ভূপে॥

ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা ॥
[১]মজা মত্তমান মিছরী মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই ॥[১]
ন মাস প্রবেশে গর্ভ নিবড়ে অষ্টম।
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ গুরুতর শ্রম ॥
প্রসব বেদনা এসে আকর্ষিল কুঁখ।
দুঃখানলে মরমে মলিন চাঁদমুখ ॥
দুঃখ পায় শুনি ধাই ধাওয়াধাই আসি।
গায়ে দিল চন্দনাদি বাও করে দাসী ॥
ঘনশ্বাস ছাড়ে রাণী ভূমে পাতে গা।
মরি মরি আর গো সহিতে নারি মা ॥
পিরুদাই প্রবোধে কথার দিয়া নেঠা।
এখনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা ॥
[২]জাঠা বাজে বচনে বিরস চিনি দই।
মা মরিগো সহিতে নারি সইগো সই ॥[২]
[৩]এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব[৩]।
জিউ যায় দিদি গো আর নাহি জীব ॥
বেগ দিয়া বুন গো বিধাতার ছার মুখ।
এখনি প্রসব হবে আর নাহি দুঃখ ॥
[৪]দাসী বলে হাতে ধরে উঠে হেঁটে বুলো।
বসে থাকা ভাল নহে দাই কেন ভুলো ॥[৪]

১—১ বিবিধ বসন নানা রত্ন অলঙ্কার।
ইষ্টবন্ধু মিষ্টান্ন আনয়ে ভারে ভার ॥

২—২ এই কি উদরে শেল সান্ধাইল লো।
ভাল বলি বুড়া পতি কাল হলো গো ॥

৩—৩ এমন জানিলে কেন বাসর বঞ্চিব

৪—৪ খলপা নড়িল উঠে উঠাতে হাঁটাতে।
হু হু আহা মরি বলে হাঁপাতে হাঁপাতে ॥
বসিতে বিষম ব্যথা ভূমে পাতে গা।
দাসী বলে দেখ শিশু দেখা দিলে বা ॥

তেল জল কুঁথে মুখে দুথে দেয় সিতা।
থু থু করে ফেলে রাণী সব লাগে তিতা॥
ত্রিলোকের নাথ প্রভু জানিলা কারণ।
যোগবলে আছে শিশু না মেলে নয়ন॥
রঞ্জাবতী রাণী অতি কষ্ট ব্যথা পান।
কৃপাদৃষ্ট আপনি করিলা ভগবান॥
নয়ন মেলিল শিশু হলো ধ্যান ভঙ্গ।
জননী জঠরে এত বিধাতার রঙ্গ॥
প্রসব মারুতে শিশু হইল ভূমিষ্ঠ।
দেবতা সবার পূর্ণ হইল অভীষ্ট॥
সৃষ্টি হইল শীতল অরিষ্ট হইল নাশ।
শুভযোগ জগতে জন্মিলা ধর্ম্মদাস॥
পুরবাসী পড়শী পড়িল ধাওয়াধাই।
গুঁড়ি ঝালে রাণীকে চেতন করে দাই॥
পুরট পঙ্কজ হেন প্রসবিল পোয়।
দাই লয়ে হরিষে রঞ্জার কোলে থোয়॥
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা আছিল রঞ্জায়।
পুত্র হলে নাম থুবে লাউসেন রায়॥
দূর গেল অন্ধকার প্রসন্ন হল অহি।
সাবধানে সূতিকাসদনে জ্বালে বহ্নি॥
সানন্দে সূতিকাকর্ম্ম করে সব ধাই।
ময়না নগরে উঠে আনন্দ বাধাই॥
পুরিল রাজার আশা ভকতবৎসল।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

শুভ বার সিত পক্ষে   সুতিথি অদিতি ঋক্ষে
সুলক্ষণে জন্মিল কুমার।
হেমকান্তি কুলপদ্ম   রূপে প্রকাশিল সদ্ম
যাঁরে অনুকূল করতার॥

রবি রাহু গুরু তুঙ্গী শশীসুত সিত সঙ্গী
সুত গৃহে শনি শুক্র রাশে।
কর্ম্মে গুরু জন্মে চাঁদ বিনাশে বিপদ ফাঁদ
অষ্ট বর্গ কুজ রুজ নাশে॥
আনন্দে নাহিক ওর পুত্র হইল চিত্তচোর
চাঁদমুখ চান রাজরাণী।
বেদবিধি কুলধর্ম্ম যত্নে যত জাতকর্ম্ম
করে কর্ণসেন নৃপমণি॥
ছেদন করিয়া নাড়ী সপুরট পাট সাড়ী
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
[চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম মহারাজ কত হেম
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান॥
ভাটে বিলাইল ঘোড়া নাপিত রজকে জোড়া
জরিশাল সরবন্দ চীরে।
তুষিতে সকল রাজ্যে তৈল মৎস্য দধি আর্য্যে
ঘরে ঘরে বিলাইল ফিরে॥
কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি সবারে মণ্ডল পাতি
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন।
গৌড়ে না পাঠালে বাণী শুনি তাপে রঞ্জারাণী
আপনি মাথার কিরা দেন॥
শালে ভর দিয়া যদি কোলে নাথ পেলে নিধি
শুনে সবে হইবে সন্তোষ।
ভাই বন্ধু পিতা মাতা ভূপতি রাজ্যের ছাতা
বারতা না দিলে পাবে দোষ॥
রাণী সবিনয়ে ভাষে নাপিত নৃসিংহ দাসে
রজক রাজীবে দিল পাতি।
প্রণতি ভূপতি পায় বিদায় হইয়া যায়
গৌড়মুখে ধায় দিবারাতি॥
কালিন্দী পেরিয়া দূর ধূলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুর
পিঠে রাখি পাইল পদ্মমা।

কাশিজোড়া কৃষ্ণপুরে[১] ডানি বামে রাখি দূরে
বিষ্ণুপুরে সেবে শিব উমা ॥
দ্বারিকেশ্বর নদী নায় পেরিয়া পীরের পায়
সেলাম করিয়া বামে ধায় ।
উচালন রাখি দূর আসিলা বারাকপুর
দামোদর পার হল নায় ॥
দামোদর হয়ে পার দেবী সর্ব্বমঙ্গলার
পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম ।
বর্দ্ধমান রাখি ছুটে কর্জ্জুলা মঙ্গলকোটে
রেখে চলে মোকামে মোকাম ॥
পার হল ভাগীরথী অপরূপ পদ্মাবতী
লঘুগতি গৌড়ে উপনীত ।
প্রবেশিলা রাজধান দ্বিজ কবিরত্ন গান
অভিনব শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥

বারভূঁয়ে বেষ্টিত বসেছে নৃপবর ।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য যত ধরামর ॥
পাত্রমিত্র সগোত্র সহিত সত্বগুণে ।
বাল্মীকি গোসাঁই গ্রন্থে রামায়ণ শুনে ॥
আদ্যকাণ্ড পণ্ডিত প্রকাশে ভক্তিমতে ।
পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র জন্মিলা জগতে ॥
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে ।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু দশরথ ঘরে ॥[২]
কি জানি কৌশল্যা রাণী কত পুণ্যফলে ।
ত্রিলোকের নাথ রাম পুত্র পাইল কোলে ॥
শুনিয়া রামের জন্ম পুলকিত প্রেমে ।
পণ্ডিতে পুজিল রাজা সহস্রেক হেমে ॥

---

১ কোতলপুরে

২—২ ভবাবিধি ভবানী ভাবেন যার পদ ।
পুত্র ভাবে পালে তাঁরে রাজা দশরথ ॥

হর্ষ হয়ে তখন পণ্ডিত বান্ধে পুঁথি।
হেনকালে আসি দোঁহে করিল প্রণতি ॥
পাতি দিয়া কন কিছু রাজার সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড়হাত বুকে ॥
এতকালে ঠাকুর হলেন পরতক।
কর্ণসেন রায়ের বালক হল এক ॥
মহারাজ আপনি করিবে আশীর্ব্বাদ।
রাজা বলে ঘুচিল মনের অবসাদ ॥
এতকালে পোহাইল রঞ্জার রজনী।
নৃপতি মঙ্গল পাতি পড়েন আপনি ॥
যে কিছু শুনিল মুখে পত্রে দেখে তাই।
রাজপুরে উঠে অতি আনন্দ বাধাই ॥
নাপিত রজকে রাজা করিল খোষাল।
বকসিস করিল জোড়া সরবন্দ শাল ॥
সোনাদানা বাজুবন্দ পাইল পুরস্কার।
পাটরাণী আপনি পাঠাল কণ্ঠহার ॥
সখীগণে কন রাণী আনন্দে উথলি।
এতদিনে ঠাকুর চাহিল মুখ তুলি ॥
ভাগ্যবতী ভগ্নী মোর ভর দিয়া শালে।
কোলে পুত্র করিল স্বামীর বৃদ্ধকালে ॥
হক্ বাছা বেঁচে থাকুক কোলজোড়া হয়ে।
অতঃপর শুন কিছু মহাপাত্র লয়ে ॥
রঞ্জার কুমার শুনি সবার আনন্দ।
পামরি পট্টুকা পাগ দিল পাঁচ বন্দ ॥
কেহ বা সোনার সিকি কেহ আধ টাকা।
মহাপাত্র কেবল করিল মুখ বাঁকা ॥
হর্ষ হয়ে বোঝা বান্ধে নাপিত রজক।
রমতি যাইতে পাত্র করিল আটক ॥
কি কাজ সেখানে যেয়ে পেন্থ সমাচার।
পথে যেয়ে দাঁড়াবে পাঠাব পুরস্কার ॥

বিদায় হইল তবে হয়ে নতমান।
কতদূর যেয়ে তবে ফিরে ফিরে চান ॥
কি ধন পাঠান পাত্র তাই পানে চিত।
সহজে সে লুব্ধ জাতি রজক নাপিত ॥
কুণ্ঠিত হইয়া ভাবে পাত্র মহামদ।
জন্মিল রঞ্জার পুত্র আমার আপদ ॥
তারে বধ করিব প্রকার ছুই একে।
আজি ধোপা নাপিত কেমনে পাড়ি ঠেকে ॥
এত ভাবি রাজধানে হইয়া বিদায়।
পথ হৈতে রণমাত্তা কোটালে পাঠায় ॥
এই ছুই ভেড়ের ভেড়ের সব লও কেড়ে।
দড় দড় হুকুম করিল হাত নেড়ে ॥
যেমত ঠাকুর তার নফর তেমতি।
যেয়ে ধোবা নাপিতে ধরিল শীঘ্রগতি ॥
লাথি চড় হুড়া কিল দিয়া ঘাড়ধাক্কা।
কেড়ে লয় নগদ জিনিষ সিকি টাকা ॥
কান্দিতে কান্দিতে দোঁহে গেল নিজ দেশে।
রায় কর্ণসেনে যেয়ে বলিল বিশেষে ॥
রায় বলে রাণীকে ডাকিয়া কও সব।
শুন্থন ভেয়ের গুণ ভাগিনা উৎসব ॥
অবোধ মেয়ের বোলে মনে পাই দুখ।
শুনি মনস্তাপে রাণী করে হেঁট মুখ ॥
আপনি ভূপতি পুনঃ করিল সান্ত্বনা।
ঘরে আসি পাত্র হেথা ভাবেন মন্ত্রণা ॥
দলুজে বসিয়ে দুঃখ ভাবে মহামদ।
কোন বুদ্ধে ভাগিনা বধিব দুরাসদ ॥
হেঁট মাথা হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি আসে আচম্বিতে ॥
উপায়ে বধিব তারে চোর পাঠাইয়া।
মিছা মলো রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া ॥

ইন্দ্রজাল কোটালে বিশ্বাস আছে বাড়া।
ডাকিতে আইল ইন্দ্র হাতে ঢাল খাঁড়া॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পাত্র বলে ইন্দ্রজাল কর অবগতি
ভাগিনা মোর সংসারে জন্মিল দুষ্টমতি॥
ভূপতির প্রিয় সে আমার কিন্তু অরি।
কংসরাজে দৈবকীনন্দন যেন হরি॥
রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে।
দিবসে দিবসে বেড়ে পীড়া দেয় শেষে॥
এই কালে অতেব করিব তার নাশ।
তুমি সে আমার তেঁই করিনু বিশ্বাস॥
চুরি করি ধরি আন রঞ্জার নন্দন।
শম্বর কৃষ্ণের সুতে হরিল যেমন॥
প্রসবি রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের বনিতা।
শ্রম জন্য ঠাকুরাণী ছিল অলসিতা॥
অসুরে হরিল শিশু সূতিকা মন্দিরে।
অমনি ফেলিল নিয়া সমুদ্রের নীরে॥
কৃষ্ণের নন্দন পেয়ে গরাসিল মীন।
রতিপতি হল সে বাঁচিল দৈবাধীন॥
তেমতি বসেছি আমি ভাগিনা সংহারে।
অবিলম্বে এনে দেহ রঞ্জার কুমারে॥
না পার আনিতে যদি বধিবে জীবনে।
দ্বিগুণ মাহিনা পাবে রবে মোর মনে॥
পাণ্ডব নন্দনে যেন মেলে অশ্বত্থামা।
সেইরূপ রঞ্জাকে করিবে হতকামা॥
সঙ্গোপনে এসো গে অবশ্য দিব ঘোড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল জোড়া॥
বিনয়ে বন্দন করি বলে ইন্দে চোর।
কোন কর্ম্ম মহাপাত্র লুন খাই তোর॥

অতি শিশু আসে ত আনিয়া দিব আগে।
নয় বা কালীরে বলি দিব নিশা ভাগে॥
এত যদি ইন্দে মেটে বলে তমোগুণে।
পাত্র বলে ধৈর্য্য হও রাজা পাছে শুনে॥
সঙ্গোপনে বিদায় করিয়া দিল তায়।
দক্ষিণ ময়নামুখে ইন্দা মেটে ধায়॥
সঙ্গে অনুচর চোর চলে চারিজনা।
লাউসেনে করিতে চুরি চলিল ময়না॥
রাখিল সহর গৌড় গঙ্গাবাটী বামে।
পার হল পদ্মাবতী দিবা দুই যামে॥
পাঁচপাড়া প্রবেশে প্রদোষে গোলাহাটে।
জামতি জলন্দা রাখি চলে রাজবাটে॥
দিবারাত্তি অতি বেগে চলে ইন্দ্রজাল।
প্রবেশি মঙ্গলকোটে হল সন্ধ্যাকাল॥
পিছে রাখে বর্দ্ধমান সরাই সহর।
দিগদণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর॥
উড়োর গড় এড়াল আমিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে ধরে ময়নার গণ॥
পবন গমনে চোর হইল দাখিল।
পার হল পরিসর পদ্মমার বিল॥
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে ঢেলে দিল গা।
পেরুল ভবানী ভাবি ঘাটে নাই না॥
চোর বলে রাজঘরে দিতে যাই সিঁদ।
নিতুটি লাগিবে যেন লোকে যায় নিদ॥
ভবানী পদারবিন্দ আগে পুজা করি।
বিপত্তি সাগরে ভাই নামে যার তরি॥
শুনি আনন্দিত সদা সব সঙ্গী চোর।
আয়োজন আনিল আনন্দে নাই ওর॥
বালির কালিকা মূর্ত্তি কালিন্দীর তটে।
প্রকাশ করিয়া পুজে ভাবিয়া সঙ্কটে॥

চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত রক্তজবা দিয়া।
আগমোক্ত পুজে চোর চিত্ত মজাইয়া ॥
কুমুদ কলিকা কুন্দ করবী কাঞ্চনে।
চাঁপা চন্দ্রমালী চুয়া চর্চ্চিত চন্দনে ॥
একমনে পুজা করে ভকতবৎসলা।
নৈবেদ্য আতপ দিল ক্ষীরখণ্ড কলা ॥
উপহার অপরঞ্চ পঞ্চ উপচার।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা ধূমে অন্ধকার ॥
কাল ধল যুগল ছাগল দিল বলি।
মন্ত্র জপ করিতে উঠিলা ভদ্রকালী ॥
বর মাগ বাছারে বলেন বিশ্বমাতা।
অভয়দায়িনী আমি চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
এত শুনি ইন্দা মেটে লোটায়ে অবনী।
করিছে প্রণতি স্তুতি করি জোড়পাণি ॥
নিশুম্ভনাশিনী নমঃ নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী খড়্গখর্পরধারিণী ॥
করালবদনা কালী কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার পেলে পুজি ঐ পা ॥
অকালে আপনি বিধি করিল বোধন।
তোমা পুজি রাম রণে বধিল রাবণ ॥
আগম পুরাণ বেদ শুনি সব ঠাঁই।
তোমা বিনা তাপিত তরাতে কেহ নাই ॥
প্রমাদে পাত্রের আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
এসেছি রাজার সুতে লয়ে যাব হরি ॥
সহরে রাজার ঘরে দিতে যাব সিন্দ।
অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণারবিন্দ ॥
নগরে না হবে বিঘ্ন লাগিবে নিতুটি।
কেহ যেন না জাগে নির্ভয়ে সিঁদ কাটি ॥
তথাস্ত বলিয়া মাতা হৈল তিরোধান।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাঠি ॥
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর ॥
আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌রে নিছুটি ॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীর ভাগ ॥
খাটে বাটে ভূমে পড়ে বেজন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিছুটি নয়নে তার লাগে ॥
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায়।
কাঙুরে কামিক্ষাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে শহরে সবার উঠে হাই ॥
হাটিনা বাজারী কুন্দু কাবারী কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥
স্থখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিছুটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥
জীবজন্তু যত আছে অচেতন গড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥
তবে মন্দগতি চোর প্রবেশিল পুর।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবে নিদ্রাতুর ॥
রাজপুর পেয়ে তবে মারি মালসাট।
ফলঙ্গে প্রাচীর লঙ্ঘি ঘুচাল কপাট ॥
এইরূপে গেল সাত বুহন্দের পার।
তবে এসে পেলে চোর স্থতিকা দোয়ার ॥
দড় দেখি কপাট দারুণ তায় খিল।
থাকুক অন্যের কথা অচল অনিল ॥

চিত্তেতে চিন্তিয়া চণ্ডী চরণারবিন্দ।
সামাতে স্থতিকাগারে চোর কাটে সিন্দ॥
কাঁথে পরিমাণ আঁকে দিয়া পড়া মাটি।
শ্যামাপদ স্মরণে ফুটাল সিঁদকাঠি॥
চোরে আছে কালিকা দেবীর কৃপাদিঠ।
ছুড়ছুড় আপনি ঘরের খসে ইট॥
দ্বার পরিসর হল প্রবেশিল ঘর।
রাণী রঞ্জাবতী তায় নিদ্রায় কাতর॥
[১]ঘর আলো করি শিশু খেলে সচেতন।
রুক্মিণীর কোলে যেন আছিল মদন॥[১]
কনক মুকুর কিবা কলেবর কান্তি।
রূপ দেখি ঘুচিল চোরের মনভ্রান্তি॥
[২]মনে হল এই শিশু পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্তিমান মায়ায় মানুষ॥[২]
অহো ভাগ্যবতী রঞ্জা ভজে ভক্তাধীন।
পুত্র পেলে পদ্মিনী প্রসন্ন হল দিন॥
দরশনে দূর হল অজ্ঞান আন্ধার।
চোর বলে মোর ভাগ্যে সীমা নাই আর॥
শ্রীনন্দকুমারে নিতে যেমন অক্রূর।
প্রবেশিল গোকুলে পাঠাল কংশাসুর॥
প্রচুর আমার ভাগ্য নিষ্ঠুর পাত্তর।
সেরূপ পাঠালে মোরে ময়না নগর॥
কুমারে হরিতে কিন্তু নাহি আসে হাত।
দীপ্তমান দিব্যদেহ দেবতা সাক্ষাৎ॥

একক্ষেত্রে শিশু চোর

১৭

১—১ ঘর আলো করে শিশু খেলে কুতুহলে।
কৃষ্ণের নন্দন যেন রুক্মিণীর কোলে॥

২—২ মনে মনে চোর কত করে অনুভব।
এই শিশু মহীমাঝে মায়ায় মানব॥

পাত্র লুটে লয় লউক জাতিকুলধন।
করিতে নারিনু চুরি রঞ্জার নন্দন॥
সঙ্গী চোর সব বলে বসে থাক ভাই।
হুকুমে বাপের মাথা কাটিবারে চাই॥
লুন খাই রাজার অধর্ম্ম জানে সে।
দূর করি দয়ামায়া কোলে করি নে॥
সবংশে বধিবে নয় পাত্র নিদারুণ।
ফিরিল চোরের মতি ছাড়ে সত্বগুণ॥
ইন্দ্রা বলে ঐ বটে মোর কি রে ভাই।
পাত্র জানে ধর্ম্মাধর্ম্ম ধরে লয়ে যাই॥
এত বলি কোলে নিল রঞ্জার নন্দনে।
চুরি করি চলে চোর চরণে চরণে॥
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

নগরে নিতুটী নিশা হয়েছে নিঝুম।
ঘরে ঘরে সহরে সবাই যায় ঘুম॥
পাড়া পাড়া ছাড়ায় কাড়ায় দিল কাঠি।
নগরে না জাগে কেহ লেগেছে নিতুটী॥
পিঁড়াঘরে ঝারি থুরি ঘটি বাটি থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা॥
দোকানী দোকান ছাড়ি পড়ে নিদ্রা যায়।
চঞ্চল চোরের চিত মজে গেল তায়॥
চিড়া মুড়ি লাড়ু কলা সুরা সিদ্ধি পোস্ত।
দেখে বলে কেলে সোনা হের দেখ দোস্ত॥
ব্যস্ত হয়ে কালচিতা বিছাল পাছড়ি।
লুঠ করি মোট বান্ধে চিড়া লাড়ু মুড়ি॥
আনন্দে অপর যত নিল চাঁদা চয়ে।
কালিন্দী গঙ্গার জল গেল পার হয়ে॥
গৌড়মুখে ধায় সবে স্মরি শিব উমা।
পিছে রাখি ব্রহ্মপুর পেরুল পদ্মমা॥

কাশীজোড়া কৃষ্ণপুর কত দূরে রাখি।
বেগবন্ত ধায় চোর যেন বাজ পাখী ॥
শিশু কোলে কুতুহলে চলে চোরগণ।
রাতারাতি বৈ হৈল গড়মান্দারণ ॥
দ্বারিকেশ্বর পার হল দিবা দণ্ড দুই।
ইন্দে বলে শিশুরে এখানে তবে থুই ॥
সব দোস্ত আইস পোস্ত সুরা সিদ্ধি খাই।
কালচিতা বলে মিতা এই বটে ভাই ॥
মিছা দুঃখ পাই কেন চিড়া মুড়ি বয়ে।
সারারাতি মরে আসি শ্রমযুক্ত হয়ে ॥
নদীজলে স্নান করে গাত্রে পাব বল।
পরিপাটি পাঁচভাজা খেয়ে পিয়ে জল ॥
আগে পিছে পৌছিব লয়ে দিব ডালি।
না বাঁচে ত বলি দিয়া পূজা যাবে কালী ॥
এত বলি এক যুক্তি যত চোরগণ।
বেনাবনে বার পুরু বিছাল বসন ॥
রঞ্জার জীবনধন শোয়াইল তায়।
স্নান পূজা করি সবে উঠিল আড়ায় ॥
ভাঙ্গ পোস্ত ভাজা ভুজা ভুঞ্জে পাঁচ রস।
মেটে বলে মদ খাব যেয়ে কোশ দশ ॥
পৌরুষ বাড়ালে কেহ পান করি পোস্ত।
খেয়ে বলে খোয়ালে খানিক খাও দোস্ত ॥
এইরূপে ভোজনে মজিল চোরগণ।
ক্ষুধায় আকুল হেথা রঞ্জার নন্দন ॥
রোদন করয়ে শিশু আছাড়িয়া পা।
আপনি করেন কোলে বসুমতী মা ॥
অন্তরে জানিয়া প্রভু দেব ধর্ম্মরায়।
রঞ্জার জীবনধন চোরে লয়ে যায় ॥
ত্বরায় কহেন প্রভু পবননন্দনে।
কালি হৈতে এই হেতু সুখ নাই মনে ॥

রঞ্জার নন্দনে মোর চোরে লয়ে যায়।
বেনাবনে রাখি সবে ভাজা ভুজা খায় ॥
ক্ষুধায় কান্দিছে শিশু করিয়া বিকুলি।
ধরণী ধরিছে কোলে ধর্ম্মভক্ত বলি ॥
আমি যাই বলত রাখিতে লাউসেনে।
না হয় আপনি যাত্রা কর এইক্ষণে ॥
কালে কালে করেছ কতেক উপকার।
যখন জগতে জন্ম রাম অবতার ॥
মায়াবলে মহীরাজা করিয়া চাতুরী।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি ॥
পাতালে রাখিল দুষ্ট দিতে বলিদান।
সেকথা তোমার মনে পড়ে হনুমান ॥
আপনি পাতালভূমি করিলে প্রবেশ।
সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ ॥
স্কন্ধে করি দু ভায়ে রাখিলে সিন্ধুতটে।
সীতা উদ্ধারিলে তুমি বিষম সঙ্কটে ॥
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ।
তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান ॥
এবার তোমার ভার লাউসেনে রাখা।
আপনি চোরের ঘরে দিয়ে এস ডাকা ॥
এত শুনি প্রভুপদে কন বীর হনু।
যত প্রতাপের মূল ঐ পদরেণু ॥
তনু লোটাইলা পুনঃ প্রণতি করিয়া।
বায়ুবেগে বীর হনু উত্তরিলা গিয়া ॥
নদীতটে সঙ্কটে যেখানে লাউসেন।
মায়াবেশে বীর হনু দরশন দেন ॥
চিত্ত মজাইয়া চোর ভুঞ্জে হালাহোলে।
হরিষে দেখিল শিশু বসুমতী কোলে ॥
বীরে দেখি বসুমতী বুঝিয়া কারণ।
সঁপিল হনুর হাতে রঞ্জার নন্দন ॥

বসুধারে বিনয়ে বলেন বীরবর।
তোমা হৈতে রক্ষা পেলে ধর্ম্মের কিঙ্কর ॥
অতঃপর বৈস মা আসি গো বসুমতী।
আশীর্ব্বাদ কর যে রাঘবে রয় মতি ॥
ধরণী কহেন ধন্য তুমি তার সখা।
শিশু হতে শুভোদয় সাধু সঙ্গে দেখা ॥
এত শুনি প্রণতি করিল হনুমান।
বিদায় হইল বীর ঘনরাম গান ॥

কৃপা করি কুতূহলে লাউসেন করি কোলে
গেলা বীর ধর্ম্মের সাক্ষাৎ।
এখানে নদীর তটে চোরে অমঙ্গল ঘটে
ঝড় বৃষ্টি ঘন উল্কাপাত ॥
ঘুচিল গাঁজার ঘোর চঞ্চল সকল চোর
চারিপানে শিশু চেয়ে বুলে।
এখানে আনন্দ মনে ব্রহ্মার জীবনধনে
আপনি ঠাকুর নিলা কোলে ॥
উথলে পরম সুখ হেরিয়া ভক্তের মুখ
কৌতুক বাড়িল অতিশয়।
হাসিতে অমৃত রসে অধরে কর্পূর খসে
তায় জন্ম লভিল তনয় ॥
তনুরুচি অনুপাম কনক চম্পকদাম
নাম তার রাখিল কর্পূর।
সকল দেবতাগণ সবে আনন্দিত মন
হর্ষ হৈল আপনি ঠাকুর।
হেথা নদীতটে চোর ছাওয়াল খুঁজিয়া ঝোর
ঝঙ্কার কানন ঝোপ ঝাপ।
হাতে লয়ে ভ্রমে ইষু কোথাও না পায় শিশু
তবে সবে করে মনস্তাপ ॥
কেহ বলে খেলে শিবা খা কঙ্ক শার্দ্দূল কিবা
কিবা চাঁদ ভরমে চকোর।

কালচিতা বলে মিতা বনবাসে যেন সীতা
হরে নিল লঙ্কাপতি চোর।
সেইরূপ শিশুবরে আসিয়া চোরের ঘরে
কোন বীর করেছে ডাকাতি।
মিছা কেন মরি খুঁজে পাত্ররে বলিব বুঝে
বধে এনু তোমার অরাতি ॥
এত ভাবি দ্রুতগতি চোরগণ দিবারাতি
প্রবেশিল রমতি নগরে।
পাত্তর দিয়াছে বার চোর কহে সমাচার
প্রণতি করিয়া জোড়করে ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরে শিশু লয়ে আসি হরে
দুগ্ধ বিনে পথে মরে যায়।
তোমার কল্যাণ ভাবি পুজিনু কালিকা দেবী
নদীতটে বলি দিয়া তায় ॥
শুনিতে পরমানন্দ জোড়া শাল সরবন্দ
শিরপা করিল মহামদ।
চোরগণ হর্ষমতি অতঃপর রঞ্জাবতী
রাণী লয়ে পড়িল আপদ ॥
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্বে রচিয়া ত্রিপদী ছন্দে
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে শ্রবণে পাতক নাশে
সুপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥

জগতে যামেক হল উদয় পতঙ্গ।
তবে হল নগরে লোকের নিদ্রাভঙ্গ ॥
[১]অঙ্গ এলাইয়া পড়ে অলসে অবশ।
উঠিতে উঠিতে বেলা হৈল দণ্ড দশ ॥[১]

১—১ হিয়া বিদরিয়া কান্দে রঞ্জাবতী রাণী।
মোর কাছে প্রাণ তার ধড়ে আছে প্রাণী ॥

শিব কোপানলে যবে ভস্ম কৈল কামে।
কামকান্তা রতি সতী ছিল সেই ধামে ॥
মৎস্য কাটিবারে ভার তারে দৈবগতি।
কাটিতে কুমার কোলে পেলে পূর্ব্বপতি ॥
কাল গতে জায়া পতি হইল সকলি।
তখনও পুত্রের শোকে রুক্মিণী ব্যাকুলি ॥
কেন্দে কেন্দে মায়ায় মলিন মুখশশী।
কতদিনে পুত্র বধূ পেলে ঘরে বসি ॥
হর্ষ হলো হারা পুত্র বধূসঙ্গে পেলে।
সেইরূপি বাছা তুমি পাবে আজি কোলে ॥
শালে ভর দিয়া বর কোলে পুত্র পেনু।
কার তাপে অভিশাপে কি পাপে হারানু ॥
[1]রঞ্জার ব্যাকুলি ধর্ম্ম সকলি জানিয়া।
বীর হনুমানে প্রভু কহেন ডাকিয়া ॥[1]
মহাবলী বীর হনু যাও বাপু যাও।
দুই পুত্র দিয়া রঞ্জাবতীরে পেতাও ॥
আগে দিও কর্পূরে কি কয় রঞ্জাবতী।
চিনিতে পারে কি নারে আপন সন্ততি ॥
শেষে দিয়া লাউসেনে কহিবে প্রচুর।
এই লও নিজ পুত্র দ্বিতীয় কর্পূর ॥
ঠাকুর ঘটাল তোর পুত্রের দোসর।
দুই পুত্র লয়ে রঞ্জা সুখে কর ঘর ॥
আজ্ঞা অঙ্গীকার করি প্রণতি করিয়া।
বায়ুবেগে বীরবর উত্তরিল গিয়া ॥

১—১ হা পুত্র বলিয়া রাণী কান্দে রাওয়ারাই।
বাছুর হারায়ে যেন বেগে ধায় গাই ॥

অন্য আর একটি পাঠ

নাছে বাটে হাটে কান্দে শোকাকুল হয়ে।
ঘরে ঘরে খুজে বুলে বাউলী হইয়ে ॥

প্রবেশে ময়না মহী মালীর মালঞ্চে।
কুসুমশয্যায় শিশু শোয়াল সুমঞ্চে॥
লাউসেন কর্পূরে রাখিল দুই ঠাঁই।
আজ্ঞা আছে প্রভুর সহসা দিব নাই॥
মায়ামূর্ত্তি মহাবীর হইল দৈবজ্ঞ।
শ্রীরামকিঙ্কর নাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ॥
হাতে নিল পঞ্জিকা রচিত হেম পাটা।
কাঁধে যজ্ঞোপবীত কপালে শোভে ফোঁটা॥
আজানুলম্বিত জটা মাথায় যুগল।
প্রবেশ করিল আসি রাজার মহল॥
নূতন মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান।
মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥

গ্রহবিপ্র গুড়ি গুড়ি প্রবেশি রাজার বাড়ী
খুড়ি খুড়ি বলি ঘন ডাকে।
কোথা গো আমার ঝি অমঙ্গল শুনি কি
তুমি নাকি ঠেকেছ বিপাকে॥
মনে ত্যজ বৈরাগ্য তোমার বাপের ভাগ্য
আমি যদি হনু উপনীত।
পঞ্জিকা সম্প্রতি শুন গণনা করিব পুনঃ
আজি পুত্র পাইবে ত্বরিত॥
শুনিয়া এতেক বাণী পায়ে ধরে রঞ্জারাণী
ব্যাকুলি করিয়া কিছু কন।
পাজি পড়া থাকু বাপ আগে মোর মনস্তাপ
দূর কর করিয়া গণন॥
যদি বাছা দেহ দান তবে দিব দশ বাণ
বাছারে খুঁজিয়া কাঁচা সোনা।
মায়াধারী গ্রহবিপ্র ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র
খড়ি পাতি করিছে গণনা॥
খড়ি পাতি বলে খুড়ি যে কিছু বাড়ীর ভেড়ী
খড়ি পাতি বুঝিনু বিস্তর।

দুষ্টমতি ভাই তোর হরিল পাঠায়ে চোর
তোর ভাগ্যে রাখিল ঈশ্বর ॥
পুরীর পশ্চিম পাশে পুষ্পবন পূর্ব্ব আসে
পুত্র পাবে চম্পকতলায় ।
মালঞ্চ আছিল জীর্ণ হয়েছে কুসুমাকীর্ণ
শুনি তুষ্ট রাজরাণী ধায় ।
মায়ারূপী গ্রহবিপ্র আপনি আসিয়া শীঘ্র
কর্পূরে দেখায়ে আগে দেন ।
আপাদমস্তকখানি নিরখিয়া কন রাণী
এ নহে আমার লাউসেন ॥
সেই মূর্ত্তি শোভা শান্তি কনক মুকুর কান্তি
কলেবর কিছু নহে ভিন্ন ।
দেখিল সকল গাত্র কেবল নাহিক মাত্র
শিরে ধর্ম্মপাদুকার চিহ্ন ॥
দৈবজ্ঞ বলেন ভাল এই পুত্র লয়ে পাল
প্রভু দিল কার নাহি দায় ।
রাণী বলে মহাভাগ্য এ পুত্র পরম শ্লাঘ্য
তবু মোর প্রাণ পড়ে তায় ॥
এত বলি নৃপদারা দুই চক্ষে বহে ধারা
মায়াধারী হইল সদয় ।
লাউসেনে কুতূহলে আনি পুন দিয়া কোলে
বলে বীর আনন্দ হৃদয় ॥
এই লাউসেন রায় উদরে ধরেছ যায়
এই লও উহার দোসর ।
কর্পূর ইহার নাম অশেষ গুণের ধাম
আপনি পাঠালে মায়াধর ॥
রাণীর আনন্দ বাড়ে নিমিষে আঁখির আড়ে
মহাবীর হৈল তিরোধান ।
গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
নূতন মঙ্গল রস গান ॥

পুত্র পেয়ে আনন্দে বিভোল রাজরাণী।
উল্লাস বাজনা বাজে উঠে জয়ধ্বনি॥
নৃপমণি দৈবজ্ঞে দেবতা বুদ্ধি করে।
দেখিতে না পেলে পুনঃ চক্ষের গোচরে॥
অন্তরে একান্ত রাণী জানিল সকল।
আপনি দৈবজ্ঞরূপী ভকতবৎসল॥
সফল করিল আজি এ অভাগীর আশা।
সন্তোষে সবাই বলে ভাল শুভ দশা॥
কোলে পেলে দুই পুত্র পরমপুরুষ।
জানকীজীবনধন যেন লবকুশ॥
হারায়ে অমূল্য মণি রাণী পেলে কোলে।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া চলে হালাহোলে॥
ধন যে হারালে পায় মলে পায় প্রাণ।
তার সম সংসারে কে আছে ভাগ্যবান॥
পুত্রের কল্যাণে রাণী আনি বিপ্র যত।
গোধন ধরণীধন বিলাইল কত॥
ভক্তিমত নিয়ত পুজেন নিরঞ্জন।
যতনে করেন দুই পুত্রের পালন॥
হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখায়ে কৌতুকে।
দুলালে দুলান কোলে চুম্ব দেন মুখে॥
সুখে সাধে সুন্দরী বালকে করি কোলে।
তিনমাসে অভিলাষে বন্ধুবাসে বুলে॥
সাধে অন্নপ্রাসন করিল ছয় মাসে।
নানা অলঙ্কার দিল মনের উল্লাসে॥
আটমাসে উঠানে বুলেন হামাগুড়ি।
একাদশে দেখা দিল দশন দুযুড়ি॥
অঙ্গআভা মুখশোভা দিনে দিনে বাড়ে।
রাজরাণী কদাচ না করে চক্ষু আড়ে॥
মালিকী কল্যাণী দাসী কোলে করে থাকে।
আয় মোর বাছা বলি রঞ্জাবতী ডাকে॥

এস মোর বাপের ঠাকুর ছুলালিয়া।
হাসিয়া মায়ের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া॥
হাসি হাসি অমনি গলায় ধরে ছাঁদে।
চাঁদমুখে চুম্বন করেন মুখচাঁদে॥
বুকে আরোপিয়া পদ করেন উল্লাল।
বাপধন বাছা মোর ছুখিনীছুলাল॥
স্তন মুখে দিয়া হস্ত বুলাইছে গায়।
দিবসে দিবসে হর্ষে বাড়ে ছুই রায়॥
বৎসরেক বৈ চলে ছুই চারি পা।
বদনের বাণী যেন কোকিলের রা॥
চলন বলন ঠাটে হইল দামাল।
সঙ্গে সহচর সব সহর ছাওয়াল॥
কুতূহলে খেলে বুলে হয়ে হরষিত।
শান্তশীল সদাই উদ্ধত নহে চিত॥
অল্পকালে আবেশে গোবিন্দগুণগানে।
দ্বিতীয় প্রহ্লাদ বলি কেহ কেহ মানে॥
বালির মন্দির গড়ি মৃত্তিকার রথ।
মনে মনে করে দান ভাবি ধর্ম্মপদ॥
ছুই বিপ্র বালকে সাজায়ে অনুপাম।
মনে ভক্তি করি ভাবে কৃষ্ণ বলরাম॥
আপনি শ্রীদাম হয়ে করি পদসেবা।
ছু ভেয়ের চরিত্র কহিতে পারে কেবা॥
শিশুভাবে সদানন্দ করেন বিহার।
অন্তরে জানিল প্রভু দেব অবতার॥
দেবকন্যা জগতে জন্মিল চারিজন।
জন্মিল স্বর্গের বাণী ভক্তের কারণ॥
কাঙুর মঙ্গলকোট সহর সিমুলা।
চারি ঠাঁই চারি কন্যা শুভজন্ম নিলা॥
বিমলা অমলা আর কলিঙ্গা কানড়া।
আভীর পাথর নামে গৌড়ে হৈল ঘোড়া॥

রায় কর্ণসেন হেথা আনন্দিত মনে।
বিদ্যারম্ভ করি পুত্রে পড়ান যতনে॥
বিবিধ বিদ্বান বিপ্রে করে দিল গুরু।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ জ্ঞানে কল্পতরু॥
প্রণতি করিয়ে দোঁহে গুরুর চরণে।
পড়েন পড়ান গুরু প্রসন্ন বদনে॥
অকারাদি ঋকারান্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর॥
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান।
তিন দিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান॥
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবন্ত অনর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর॥
ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর॥
বেদবাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়॥
গায় দ্বিজ ঘনরাম অনাদিমঙ্গল।
পুর নায়কের বাঞ্ছা ভকতবৎসল॥

॥ ইতি লাউসেনের জন্ম পালা সমাপ্ত ॥

আখড়া পালা

বল বুদ্ধে লাউসেন বাড়ে প্রতিদিন।
বেদজ্ঞান বিজ্ঞ হন পড়িয়া পাণিন ॥
কাব্য অলঙ্কার কোষ আগম নিগম।
ভক্তিযোগ সার যার ঘুচে মনোভ্রম ॥
নানা গ্রন্থ দুই ভাই পড়ে অল্প দিনে।
উথলে আনন্দ অতি মাবাপের মনে ॥
জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্লবিদ্যা শিখাইতে চাই ॥
সদাই সবল শত্রু দেয় মনস্তাপ।
সেকালে সারথি সবে প্রবলপ্রতাপ ॥
একা বীর অর্জ্জুন জিনিল সব রথী।
কাতর বিরাটপুত্র কেবল সারথি ॥
ভীম মারে সাহসে কীচক দুরাচারে।
যখন অজ্ঞাতবাসে বিরাটের ঘরে ॥
অন্য থাক ঢেকুরে ইছাই হৈল বীর।
নিঠুর গোয়ালা বেটা করেছে ফকীর ॥
ঐ অগ্নি অন্তরে উথলে ক্ষণে ক্ষণে।
মল্লবিদ্যা অতেব শিখাল লাউসেনে ॥
এত ভাবি আনাল অনেক মল্লগুরু।
লাউসেন সাক্ষাতে সবার কাঁপে উরু ॥
সবে ভাবে লাউসেন সাক্ষাৎ দেবতা।
ইহারে করিতে শিষ্য কাহার যোগ্যতা ॥
মল্লবিদ্যা শিখাতে বাজিবে পায় পায়।
প্রণতি করিয়া পায়ে পলাইয়া যায় ॥
রাজা রাণী দুজনে ভাবেন মহাদুখ।
খেতে শুতে উঠিতে বসিতে নাহি সুখ ॥
এই হেতু শ্রীধর্ম্মে ভাবেন রাত্রিদিন।
অন্তরে জানিল প্রভু ভক্ত পরাধীন ॥

হনুমানে পাঠাইলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মহাবীর আইল হয়ে মল্লগুরু ॥
দুকাণে কনক কড়ি বড়ি শোভা পায়।
বিনোদবলয় করে বীর বৃদ্ধকায় ॥
বীরমাটিভূষিত ভূষণ হেমপাটা।
উরু গুরু চলিতে চরণে বাজে ঘাটা ॥
মল্লডোরমণ্ডিত মাথায় বীরটুপি।
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি ॥
সম্ভ্রমে উঠিল রায় দেখি মল্লগুরু।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
শুভক্ষণে সেন তারে বসান বিশেষ।
সাদরে সুধান তারে ঘর কোন্ দেশ ॥
কোন্ কুলে উৎপত্তি কি নাম কোথা যাও।
বীর বলে পরিচয় কি মোরে সুধাও ॥
জাতি কুল নিবাস নিয়ম নাহি বায়।
এ মাথা বেচেছি রাম জানকীর পায় ॥
না মানি অন্যের আজ্ঞা প্রতাপ পৌরুষ।
অনুগত জনের কেবল আমি বশ ॥
অনেক দিবস ছিল অযোধ্যা নিবাস।
অখিলে আমার নাম প্রভু রামদাস ॥
যেথানে সেথানে থাকি মনের আনন্দে।
সুখে বাসি সম্প্রতি সতত সেতুবন্ধে ॥
চিরদিন সুচিত্ত চাকর আমি যার।
সে জনে লেগেছে তব তনয়ের ভার ॥
মল্লবিদ্যা বিশেষ নিপুণ বুঝি মোরে।
শিখানে পাঠান বিদ্যা তোমার কুমারে ॥
শুনি লাউসেন মনে বাড়িল ভকতি।
কর্ণসেন বুঝিল পাঠাল গৌড়পতি ॥
অতিশয় আদরে মল্লেরে করে সেবা।
রঞ্জার আনন্দ যে কহিতে পারে কেবা ॥

নাম ধাম ও তার উত্তর

দুই পুত্রে রাজরাণী সঁপে হাতে হাতে।
কৃপা করি বীরবিদ্যা শিক্ষা হয় যাতে॥
মোর ভাগ্যে মহাশয় তুমি মল্লগুরু।
করিল কামনাসিদ্ধি বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এত বলি দিল দোঁহে করি সমর্পণ।
দুভেয়ে আনন্দে বন্দে গুরুর চরণ॥
আশিস্ করিল বীর হও মহাবলী।
দুভাই দাঁড়ান তবে হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
মহাবলী বীর হনু দুই শিষ্য সনে।
আখড়া প্রবেশে দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥

অতঃপর আখড়া প্রবেশি শুভক্ষণে।
মল্লবিদ্যা আরম্ভ করিল দুইজনে॥
উভ কর চরণে মাখিয়া বীরমাটি।
শিখাল সরল শূন্য উলটি পালটি॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ধায় ধর্ম্মরাজ।
অমনি মালট মারে নাহি করে ব্যাজ॥
ভূতলে আছড়ে ভুজ মারে মালসাট্।
বীরদাপে ধূলায় ধূসর কৈল বাট॥
বাট বাটী উলটি পালটি মুহুর্ম্মুহু।
করে করে হেলাহেলি ঠেলাঠেলি বহু॥
চঞ্চল চরণে চাপি ঘন কসাকসি।
মহাযুদ্ধ মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি॥
চরণে চরণে ছাঁদে অবনী আছাড়ে।
দিনে দিনে বিশেষ বিক্রম বুদ্ধি বাড়ে॥
কাছাড়ে পাছাড়ে পড়ে ছাড়ে সিংহনাদ।
গুরুশিষ্য বিক্রমে বাড়িল বিসম্বাদ॥
প্রমাদ বীরের দন্তে পর্ব্বতের চূড়া।
ভাঙ্গি আনি অমনি বাঁ হাতে করে গুঁড়া॥
ভাল বুড়া মল্লগুরু কহেন কর্পূর।
দাদাহে গোসাঁই গুরু আপনি ঠাকুর॥

পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে দেখিনু ও পদ।
প্রণতি করিল দোঁহে প্রেমে গদগদ॥
সদয় হইয়া বীর পরিচয় দিলা।
বীর হনুমান আমি প্রভু পাঠাইলা॥
শিখিলে বিশেষ বিদ্যা পুরিবে বাসনা।
এত বলি পুনশ্চ করাল উপাসনা॥
প্রকাশিল প্রভুপদ পূজার পদ্ধতি।
নিজ পরিচয় কভু না দিবে সম্প্রতি॥
প্রণতি করিল দোঁহে ক্ষিতি লোটাইয়া।
আশিস করিল গুরু শিরে হাত দিয়া॥
তবে বীর দুভেয়ে লইয়া সাথে সাথে।
করাইলা মহলা ময়নার মহীনাথে॥
রাজরাণী আনন্দ সাগরে দোঁহে ভাসে।
বীর বলে বিদায় হইব নিজ বাসে॥
এত শুনি চরণে লোটায় রঞ্জাবতী।
কৃপা করি কিছুকাল কর অবস্থিতি॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মোর ভাগ্যে মায়ায় মানুষ॥
যদি দিলে আমার বালকে পদছায়া।
ময়না ছাড়িলে প্রভু পাছে ছাড়ে দয়া॥
বীর বলে মোর যে মনের ভাব আছে।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে॥
অবস্থিতি হেতু যত্ন মোর প্রতি ছাড়।
বহুদিন বাড়ীছাড়া ব্যস্ত আছি বড়॥
এত শুনি রাজরাণী প্রবেশি ভাণ্ডার।
হেমথালে রচিল মল্লের পুরস্কার॥
রত্নহার হীরা মণি বসন ভূষণ।
ইন্দুবিন্দু বাণ দিল দ্বাদশ কাঞ্চন॥
রাখিল মল্লের আগে বৃদ্ধ রাজরাণী।
গলায় লম্বিত বাস বলে পুটপাণি॥

এ নহে তোমার যোগ্য যতকাল জীব।
ভাগ্যে থাকে ভূষা করি চরণ সেবিব ॥
এত শুনি হাসি হাসি কন মহাবীর।
কি কার্য্য ওসব ধনে আপনি ফকির ॥
মনে রেখো নহি কিছু ধনের অধীন।
রাম নামে একান্ত আপনি উদাসীন ॥
তবে মল্লবেশ ধরি দুষ্টের দলনে।
শিখিলে শিখাতে চাই অনুগত জনে ॥
রাক্ষসের সনে রণে কড়া সব গায়।
বিবরে ওসব কথা কব কত রায় ॥
এই গায়ে কতেক পর্ব্বত হইল গুঁড়া।
সম্প্রতি সেনের হনু মল্লগুরু বুড়া ॥
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু।
আঁখি আড়ে তিরোধান হৈল বীর হনু ॥
অনুতাপ করে সবে না দেখিয়া বীরে।
রঞ্জার বসন ভিজে নয়নের নীরে ॥
শরীরে সঞ্চরে প্রেম লাউসেন বলে।
সে গুরুর কৃপা গো তোমার পুণ্যফলে ॥
আপনি পাঠালে তারে বাঞ্ছাকল্পতরু।
কত কল্পে কৃতার্থ করিয়া গেল গুরু ॥
কুরুউরু ভাঙ্গে যার জনকঔরস।
হেন প্রভু কৃপা করি বাড়ালে পৌরুষ ॥
রাজরাণী জন্ম নিজ মানিল সফল।
সন্তোষে রহিল দেশে বাড়িল মঙ্গল ॥
নিত্য নিত্য দুই পুত্র প্রবেশে আখড়া।
সরল সাধিয়া শূন্যে খেলে মালাপাড়া ॥
বেড়াবেড়ী মালক মারিতে কাঁপে মহী।
চঞ্চল চরণচাপে চমকিত অহী ॥
মারি বজ্র মুঠকি পাষাণ করে গুঁড়া।
বীর বাহুঠেলায় হেলায় বৃক্ষ মুড়া ॥

মুঠা করি সরিষা বাহির করে তেল।
জানু পাতি নিপাতে লোহার নারিকেল॥
উভ করি চরণ দুহাতে বাহে বাট।
পাষাণে মারিয়া মুণ্ড মারে মালসাট॥
দিবসে দিবসে বাড়ে বিক্রম বিশাল।
অনুগত শিষ্য কত নগর ছাওয়াল॥
এইরূপে আখড়া খেলেন সদানন্দ।
ঐকান্তিক পুজেন প্রভুর পদদ্বন্দ।
শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

গত ঋতু বরষা শরৎ উপনীত।
আদরে অমল ইন্দু আকাশে উদিত॥
বিকশিত কমল প্রকাশে পেতে পুষা।
শরৎ কুসুমে কত কাননের ভূষা॥
তিন লোকে জয়ধ্বনি মজাইয়া মন।
আশ্বিনে অর্চ্চনা করে অম্বিকা চরণ॥
অকালে বোধন বিধি করিল যাহারে।
রাবণ সংহার আর সীতার উদ্ধারে॥
স্বর্গে পূজে দেবতা পাতালে পুজে নাগ।
মহীমাঝে মহেন্দ্র পূজিল মহাভাগ॥
নিজ পূজা দেখিতে নেয়ে কুলে যেতে।
বিদায় মাগেন মাতা মহেশ সাক্ষাতে॥
যোড় করে কন দেবী যদি আজ্ঞা পাই।
তিনদিন নাথ হে নেয়ের ঘর যাই॥
অন্নজল সম্বল সকলি যাই দিয়া।
আজ্ঞা কর আপনি অবনী আসি গিয়া॥
ঠাকুর কহেন দেবী ভালো রঙ্গ তোর।
মোরে দিয়ে যাবে কি জঞ্জাল ঘর ঘোর॥
সিদ্ধিগুঁড়া খেয়ে বুড়া পড়ে রব ঘরে।
তোর কি উচিত হয় ছেড়ে যেতে মোরে॥

ভবানী বলেন নাথ ছাড়হ ও রঙ্গ।
আস্থক কোঁচের মেয়ে এখনি উলঙ্গ॥
ভঙ্গ না করিও আশা ধরি রাঙ্গা পা।
যাও তবে এস শীঘ্র গণেশের মা॥
হেদে গৌরী গেলে যদি বিলম্বে গোঁয়াও।
মোর দিব্য লাগি তবে ভেয়ের মাথা খাও॥
এত যদি বচন বলিল শূলপাণি।
নিজ জন সহিত সাজিল ঠাকুরাণী॥
পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে।
শীঘ্র হলো বিদায় চাপিয়া সিংহরথে॥
রতনে রঞ্জিত রথ মরকত তায়।
পাঁচ বর্ণে পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥
ঘন ঘণ্টা বাজে ঘোর ঘুঙুরের রব।
নানা পন্থে বাদ্য বাজে শুনি মহোৎসব॥
গণপতি গুহ জয়া বিজয়া সহিত।
ব্রহ্মলোকে হইল ঈশ্বরী উপনীত॥
বিবিধ বিধানে ব্রহ্মা করিয়া বোধন।
চিত্ত মজাইয়া পুজে অম্বিকা চরণ॥
স্তব করে বিবিধ বিধাতা বেদমুখে।
পুজা ভক্তি দেখি দেবী চলিল কৌতুকে॥
তবে স্থখে বৈকুণ্ঠে প্রবেশি দশভুজা।
দেখিল পুরট পদ্মে পরিপাটী পুজা॥
প্রতি ঘরে প্রতিমা পরম প্রীতিভাব।
মহোৎসব করেন আপনি পদ্মনাভ॥
গেয়ে ভবানীর গুণ পরম উল্লাসে।
আপনি শঙ্কর পুজা করিল কৈলাসে॥
সে পুজা অন্তরে দেখি আনন্দিত মতি।
তবে গেলা যেখানে সেখানে স্থরপতি॥
দেববাদ্য ছুন্দুভি আনন্দ নাটগীত।
দেবী পুজে স্থরপতি মজাইয়া চিত॥

এইরূপে দেখি দেব দানবের পূজা।
তবে মহীমণ্ডলে প্রবেশে দশভুজা॥
আগে আইল দ্বিতীয় কৈলাস কামরূপ।
দেখিল একান্ত পূজে কাঁউরের ভূপ॥
বারাণসী প্রবেশ করিল কুতূহলে।
মনোহর পূজা দেখি আইল উৎকলে।
বারাণসী বিরাট বিশেষ জ্বালামুখে।
মনোহর মহাপূজা দেখেন কৌতুকে॥
গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে।
দেখে যেতে দৃষ্টি হয় ময়না নগরে॥
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ অবিশেষ।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা এই কোন্ দেশ॥
রথভরে রঙ্গিণী নিরখে ঘরে ঘরে।
না দেখি শারদী পূজা কন ক্রোধভরে॥
মোর আরাধনা করে বিধি বিষ্ণু হর।
এত কেন এদেশে আমার অনাদর॥
এমন সময়ে উঠে ধর্ম্মজয়ধ্বনি।
পদ্মাবতী বলে ঐ শুন গো জননী॥
নিবেদন করি মাতা পরিহর ক্রোধ।
কবিরত্ন বলে পদ্মা করেন প্রবোধ॥

পার্ব্বতী চরণে, পদ্মাবতী ভণে
মোরে ক্ষমা দিবে মা।
ত্রিভুবনে কেবা ঐকান্তিক সেবা
না পূজে ও রাঙ্গা পা॥
তব মহোৎসব দেবতা দানব
মানবে না করে কেবা।
এ দেশে বিশেষে সবে কায়ক্লেশে
সেবা করে ধর্ম্ম দেবা॥
ধন্য রঞ্জারাণী ধন্য তপস্বিনী
তনু ত্যজে শালভরে।

পাইল বরপুত্র পালে ধর্ম্মসূত্র
লাউসেন নাম ধরে ॥
নিরঞ্জনে ভক্তি বিনা শিব শক্তি
সেই ব্যক্তি নাহি বুঝে ।
ধরে ধর্ম্মটীকা আশ্বিনে অম্বিকা
সেই হেতু নাহি পুজে ॥
হাসি দাসী প্রতি কহেন পার্ব্বতী
কারে কব এই খেদ ।
না সেবিয়া শক্তি মিথ্যা বিষ্ণুভক্তি
কে কোথা পেয়েছে ভেদ ॥
হরিহর বিধি পূজা দিব যদি
সেন কেন করে আন ।
সত্য সাধুজন অনন্ত ভজন
বুঝিলে বাড়ায় মান ॥
ধরি বেশ্যা বেশ অশেষ বিশেষ
লাস বেশ করি যাব ।
যদি চিনে যায় না ভুলে মায়ায়
যাচিয়া যা চায় দিব ।
বচন ইঙ্গিতে নয়ন ভঙ্গীতে
সঙ্গ হলে যদি ভুলে ।
হবে ভস্মরাশি শুন পদ্মাদাসী
চিন্তি পদ্মা কিছু বলে ॥
ও রূপ লাবণ্য দেখি থাক্ অন্য
ধেয়ান ছাড়িবে মুনি ।
তেজিবে তপস্যা দেখি হেন বেশ্যা
লাউসেনে কিসে গণি ॥
কহেন অভয়া হইব সদয়া
বারেক বুঝিব তায় ।
গুরুপদারবিন্দ ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

ইঙ্গিতে অম্বিকা হইল ত্রিলোক মোহিনী
যেই বেশে মহেশে মোহিল চক্রপাণি ॥
কামরূপ দেখিয়া কামিনী রূপচ্ছটা।
বিগলিত বাঘছাল ভূমে লোটে জটা ॥
ধর্ ধর্ বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই ॥
হৈমবতী হৈল হেন মোহিনীর বেশ।
দেখে শূন্যে ত্রাসযুক্ত যত ত্রিদিবেশ ॥
রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব ॥
রামরম্ভা জিনি উরু গুরুয়া নিতম্ব।
যে রূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ ॥
মৃগরাজ জিনি মাঝ ত্রিবলী শোভিত।
লোমলতাবলি নাভি বিবরে মণ্ডিত ॥
কুচযুগ হিমগিরি হরমনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব অগোচর ॥
মনোহর কান্তি কিবা কত বর্ণভেদে।
ও রূপ লাবণ্য তার অন্ধকার খেদে ॥
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত।
কিঞ্চিত কটাক্ষে কোটী কাম বিমোহিত ॥
সহিত যুগল ভুরু জিনি কামধনু।
কপালে সিন্দূর বিন্দু প্রভাতের ভানু ॥
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভ্রুযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি।
অলকা মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি ॥
কবরী মণ্ডিত মালা মুকুতার ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল ॥
পৃষ্ঠে দোলে পট্টজাত পুরটের ঝাঁপা।
অনুগত কত তায় গন্ধরাজ চাঁপা ॥

যাহার সহজ রূপে খণ্ডে অন্ধকার।
সে দেবী পরেছে কত রত্ন অলঙ্কার॥
গজমতি হার খুঁটি দোমাতি তেমতি।
কেয়াপাতা গলায় গরব করে অতি॥
কর্ণপুর কিরণে করবী কান্তি করে।
বেড়েছে নাপান বড় নাসার বেশরে॥
কনক কঙ্কণ করে শঙ্খ বাজুবন্দ।
রতন অঙ্গুরি তায় যতন প্রবন্ধ॥
ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন উজ্বর।
কটিতে কিঙ্কিণি ধ্বনি শুনি মনোহর॥
কমলা বিলাস বাস পরি পরিহাসে।
কত খান নাপান ভুলাতে ধর্ম্মদাসে॥
সর্ব্ব গায়ে সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া।
বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া॥
(ধর্ম্মপদ ধ্যান করি গায় ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম)
লাসবেশ নাপানে আখন পানে চেয়ে।
মনে হোলো কটাক্ষে মোহিব মাত্র যেয়ে॥
কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা।
চাইতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥
কত চিত্র কৌশলে করেছে কত ঠাঁই।
তিন লোকে তার ত তুলনা দিতে নাই॥
বর্ণভেদে বেদব্রহ্ম বুঝি মজে মন।
হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি লিখন॥
সুদাম শ্রীদাম সঙ্গে যত ব্রজবাল।
বিহারে বালকবেশে ব্রজের রাখাল॥
সমান বয়স বেশ বেণু লয়ে করে।
অধরে অমিয়া হাসি শিখিপুচ্ছ শিরে॥
যশোদা জীবনধন কৃষ্ণ বলরাম।
গোপ গোপী বাছুর বালক অনুপাম॥

আভীর বালক মাঝে গোপাল বিজয়ী।
বৎসপুচ্ছ ধরি উচ্চে ডাকে হৈ হৈ॥
ঐরূপে গোঠে কত গোবিন্দ বিহরে।
কৃষ্ণের কৌশল লীলা লেখে তার পরে॥
কানাই কদম্বতলে ছলে দান সাধে।
বদনে বিনোদ বংশী বলে রাধে রাধে॥
ডানিভাগে নৌকাখণ্ড কানু যায় নেয়ে।
বামে বস্ত্রহরণ হরির মুখ চেয়ে॥
যমুনার জলে গোপী হয়ে কৃতাঞ্জলি।
কদম্বের ডালে কৃষ্ণ বাজান মুরলি॥
ব্যাকুল বসন মাগে যত ব্রজাঙ্গনা।
কৌতুকে কহেন কৃষ্ণ করিয়া কল্পনা॥
কূলে উঠি কৃতাঞ্জলি তুলি দুটি হাত।
বেছে লও বসন বলেন ব্রজনাথ॥
অপর কৌতুক কত কাঁচুলি প্রকাশ।
কুচগিরি বেষ্টিত লিখিত পূর্ণরাস॥
কত চিত্র কল্পিত কালার কুঞ্জবন।
রসময় মন্দির রতন সিংহাসন॥
ছয় ঋতু প্রফুল্ল ফুটেছে নানাফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥
রসবতী রাধিকা রসিক শিরোমণি।
রাসরসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী॥
শ্রীরাসমণ্ডলে বসি আবেশ হইয়ে।
গোপীনাথ নাচেন গোপিনী মুখ চেয়ে॥
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত।
রসের আবেশে মধ্যে নাচে গোপীনাথ॥
ডমরু রবাব বীণা মুরলীর তান।
দোঁহে আধবয়ানে দোঁহার গুণ গান॥
কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে॥

ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত॥
নিকুঞ্জ কানন শোভা কার শক্তি বলি।
হরি মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি॥
দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।
মনে মনে কামিনী করেন কত ক্ষেম॥
চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষীগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রাজহংস সহিত নাচিছে সারী শুক।
চক্রবাক বকী বক বিহরে উলুক॥
কাক কঙ্ক কোকিল' করিছে কলরব।
সবে শব্দ না শুনি সাক্ষাৎ চিত্র সব॥
ঘোরনাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুণগানে॥
হাঁটি যায় গরুড় গমন গুড়িগুড়ি।
গায় গোদা ভারুই গগনমার্গে উড়ি॥
টেটারি টৌটকা দিয়া চটকা চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥
ডাহুক ডাহুক নাচে ডিমে দিয়া তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উভ করি পা॥
মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥
বাবুই বসন্ত বউ রঙ্গা রায়মনি।
হরিগুণ গানেতে ময়না মহামুনি॥
চঞ্চলচেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
কূর্ম্ম কোলে কাঁক কঙ্ক করে কিল কিল॥
জলপিপি ফিঙ্গা ফামি চাস বাঁশপাতা।
প্রবল কুবলপক্ষ চঞ্চু যার রতা॥

তাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
রামসর শালিক শালিকী চিত্র খগ ॥
চারি ভিতে বেষ্টিত বিহরে বনচারী।
সারি সারি তেথরী কেশরী হরি করী ॥
অনুপম রামরম্ভা ফেলে চিত্র বালি।
বৃক্ষডালে সবৎস বানরে খেলে ঝালি ॥
চিত্রকুট পতঙ্গ প্রচুর চারিভিতা।
হেরি হেরি হৈমবতী হৈলা হরষিতা ॥
ছলিতে চলিল তবে রঞ্জার নন্দনে।
মনে হল দেখা যেয়ে দিব কতজনে ॥
ক্ষুধারূপে মহামায়া পীড়িয়া সবায়।
ধরে গেল কর্পূর অন্নের থাক দায় ॥
কেবল রহিল ঘরে রঞ্জার নন্দন।
অলসে আখড়া ঘরে করিল শয়ন ॥
নিদ্রা আসি প্রবেশিল যুগল নয়নে।
হেন কালে যান মাতা করিয়া নাপানে ॥
রতি জয় স্মরধনু করে নিল মা।
গরব গমন ভূমে নাহি পড়ে পা ॥
প্রদোষ পশ্চাৎ করি প্রবেশে রজনী।
সেনের শিয়রে বৈসে বিশ্বের জননী ॥
শরীর সোনার কান্তি সুলক্ষণ সব।
মুখ হেরি মায়ের মনেতে মহোৎসব ॥
কত ধর্ম্ম তপস্যা করিয়া রঞ্জাবতী।
কুলের কমল কোলে পেয়েছে সন্ততি ॥
চন্দনাক্ত ভক্তিযুত কিবা বিল্বপাতে।
কখন পুজেছে রঞ্জা মোর প্রাণনাথে ॥
অতেব এমন দেহ দেবতা সমান।
জ্ঞান বুঝিবারে দেবী জুড়িল নাপান ॥
চেয়ান চেতনরূপে রঞ্জার নন্দনে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥

গা তোল গা তোল রায় নিদ্রা যাও কত।
যুবাকালে যেন বৃদ্ধ পুরুষের মত ॥
ভাগ্যের উদয় যত উঠে দেখ রায়।
শিয়রে সুন্দরী বসি পরিতোষ তায় ॥
নিদ্রায় আকুল রাজা নাহি নাড়ে গা।
কঙ্কণ ঝঙ্কারে ঘন ত্রিলোকের মা ॥
শ্রবণ নিকটে দেন নূপুরের ধ্বনি।
সে রব শুনিলে সিদ্ধ যোগ ছাড়ে মুনি ॥
শুনি সত্বগুণে রায় সম্ভ্রমে উঠিয়ে।
অনুপমা সুন্দরী শিয়রে দেখে চেয়ে ॥
হেন কালে হরজায়া হেমন্তের ঝি।
ঈশ্বরী কহেন ওরে চেয়ে দেখ কি ॥
তোমার ভাগ্যের কথা কত কব রায়।
আমি ভাগ্যবতী সতী ভেটিনু তোমায় ॥
কোন সুখে শয়ন সুন্দরী নাই কোলে।
কহিতে লাগিল মাতা মকরন্দ বোলে ॥
বিধি যে তোমার সনে করাল ঘটনা।
আজি হইতে পূর্ণ হবে মনের বাসনা ॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া লেপি সব অঙ্গে।
রঙ্গরসে রায় হে রহিব একসঙ্গে ॥
ভঙ্গ না হইবে রায় দোঁহাকার মান।
আজি হইতে দুইজনে একই পরাণ ॥
বচনে বচনে সুধা বরিষয়ে যত।
না জানি লাবণ্য তায় উপজিল কত ॥
দেবী এত বচন বলিল যদিস্যাৎ।
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত ॥
বিনয়ে বলেন কেন বিপরীত বাণী।
এমন সময়ে তুমি ভ্রম একাকিনী ॥
অঙ্গ আভা উদয়ে আঁধার করে আল।
উঠ বলি এখানে বসিয়া নহে ভাল ॥

কি কার্য্য আমার কাছে ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ॥
সরসে কহেন পুনঃ হেমন্তের ঝি।
কেন রায় যুবতী পরশে দোষ কি॥
যুবক যুবতী যত জগত জুড়িয়া।
তবে বিধি স্বজন করেছে কি লাগিয়া॥
সেন বলে নিজনারী লইয়া আলাপ।
পরদারা পরশে প্রবল ঘটে পাপ॥
অধরে অমিয়া হাসি অশেষ লাবণ্য।
দেবী কহে রায় হে তোমার কথা ধন্য॥
এ রসে বঞ্চিত এত ইহা কেবা জানে।
না পড় আগম কিন্তু শুনেছ ত কাণে॥
পরদারে থাক পাপ ফলোদয়ে ঘটে।
সেন বলে সাধকে বাধক নাই বটে॥
কিন্তু মোর সংসারে সে সব শক্তি কই।
একান্ত জানিনা ধর্ম্ম এক ব্রহ্ম বই।
ভব বিধি ভবানী সকল সেই জন।
এখানে তোমার কিছু নাই প্রয়োজন॥
বচন রাখিয়া যাও আপনার বাস।
প্রভাত হইলে লোকে গাবে অপভাষ॥
দেখিতে উত্তম জাতি কুলবতী ধন্যা।
আপনি জানহ তুমি কার বধূ কন্যা॥
কিবা অনুরাগে আইলে হয়ে ঘরছাড়া।
এত শুনি কন দেবী দিয়া হাত নাড়া॥
বাড়া কি বলিব ওহে দুঃখ উঠে বায়।
দুকুল মজাইয়া এবে সুখে আছি রায়॥
নিবাস নিয়ম নাই যথাতথা থাকি।
কোন জাতি জগতে যজাতে নাই বাকি॥
যে ডাকে আদর ভাবে থাকি তার কাছে।
হেন জন যৌবন আপনি এসে যাচে॥

কে আছে সংসারে আর হেন ভাগ্যধর ॥
বড় সাধ তোমাসনে আমি করি ঘর ॥
যেখানে সেখানে রব মহাপ্রীত মনে।
নিতি নব বিলাস করাব নিজ ধনে ॥
মনেতে বাসনা যে যখন কর রায়।
তখনি করিব পূর্ণ কত বড় দায় ॥
হরিদ্বার মথুরা গোকুল নীলাচল।
অযোধ্যা প্রয়াগ কাশী মোর করতল ॥
যেতে চাও লয়ে যাব লোচনের তারা।
যত কিছু দেখ সব মোর নয় হারা ॥
অঙ্গ ভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ নিপাতে।
কহিতে কহিতে কলা কত খান তাতে ॥
যোড় হাতে তখন কহেন লাউসেন।
অনুচিত রহিতে এখানে একক্ষণ ॥
পতি বিনা রমণীর ভাবে নাই গতি।
ঘরে গিয়া ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি ॥
কুলবতী হয়ে কেন কুলটা চরিত।
দেবী বলে হোক হে বুঝাও পাছু নীত ॥
এসেছি অনেক আশে শুনে রূপগুণ।
নয়ন জুড়াল দেখে বচন দারুণ ॥
এসব আশ্বাস মনে মিছে ভাব পাছে।
যে ডাকে আদর ভাবে যাই তার কাছে ॥
অনুরাগে ভ্রমণ করেছি দেশে দেশে।
ইচ্ছাবতী এখানে এসেছি অবশেষে ॥
ঘর বাড়ী সকল সংসার জুড়ি মোর।
সাম্প্রতিক আপনি হয়েছ চিত্তচোর ॥
রতন যৌবন ডালি কোলে উপস্থিত।
রাখিলে আমার ভাবে পাবে মহাপ্রীত ॥
বচন ইঙ্গিতে কত নয়ন ভঙ্গীতে।
কত গণ্ডা কলা তায় কহিতে কহিতে ॥

তব চিত্ত কদাচ চঞ্চল নহে রায়।
প্রবোধ করিল পুনঃ ঘনরাম গায়॥

লাউসেন বলে শুন আর কেন পুনঃপুনঃ
নিদারুণ বল কুলবালা।
হয় পরকাল নষ্ট জাতি কুল শীলভ্রষ্ট
দুষ্ট কর্ম্মে কলঙ্কের ডালা॥
ত্যজ তুমি হেন মতি ভজ নিজ প্রাণপতি
সতী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা।
স্বামীসেবা সব ধর্ম্ম সংসারে কি আছে কর্ম্ম
শুন শুন ওগো কুলবালা॥
সেই সাধ্বী কুলকন্যা সেই সে সংসারে ধন্যা
পতি অন্যা মতি নাই যার।
মনোবাঞ্ছা হয় সিদ্ধি, পতি পরমায়ু বৃদ্ধি,
সাবিত্রী প্রমাণ সাধ্বী তার॥
অল্প আয়ু তার পতি নিকট মরণ অতি
বুঝি সতী বসিল শিয়রে।
যমদূত বসি আছে যাইতে না পারে কাছে
সেই সাধ্বী সাবিত্রীর ডরে॥
আপনি আইল যম, ধরে নিতে করে শ্রম
নারীমন ভ্রম তেয়াগিয়া।
তুষ্টমতি হল সতী ফিরে গেল প্রেতগতি
শতপুত্রবতী বর দিয়া॥
অপরঞ্চ ভিক্ষা আশে এল পতিব্রতা পাশে
বকভস্ম নামে এক যতি।
তার সেবা পতিব্রতা করিতে এলেন হেথা
হেনকালে আইল তার পতি॥
পাসরিয়া যতিসেবা করিতে স্বামীর সেবা
কোপে যতি দিল অভিশাপ।

সে পতিব্রতার কিছু না ফলে আপন পিছু
স্বধর্ম্ম নাশিয়া পাইল তাপ ॥
যে শুনিলে তেজোময় স্বামীসেবা বিনা লয়
অতএব ওসব ধর্ম্ম রাখ।
আশীর্ব্বাদে হয় ভূপ অভিলাষে শিলারূপ
আপনি ঈশ্বর ঐ দেখ ॥
সকল তীর্থের ফল ঘরে বসি করতল
পতিপদে ভক্তি বল যার।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায় আর
আমি কি মহিমা কব তার ॥
শুনি মনে মনে ধনি ধন্য ধন্য সেনে মানি
মুখে মাতা কন মৃদু হাসে ॥
ঈশ্বরী বলেন হায় কেবা এত পালে রায়
কবিরত্ন গায় অভিলাষে ॥

দেবী কন যে কিছু কহিলে মোর কাছে।
ও কথার উত্তর অনেক আজ্ঞি আছে ॥
কহিলে কি জানি পাছে মনে ভাব দুঃখ।
হয়েছি চাতকী রায় চেয়ে চাঁদমুখ ॥
কিবা মোর জাতিকুল যশ অপযশ।
সর্ব্বকালে স্বতন্তরা পিরিতির বশ ॥
যে মোরে মনের ভাবে প্রীত করি ডাকে।
কোন জাতি হউক সে ছাড়িতে নারি তাকে ॥
বদনে বচন সুধা লোচন চঞ্চলা।
কহিতে কহিতে তায় কত খান কলা ॥
বিশেষ বঙ্কিম দিঠে অশেষ লাবণ্য।
দেখিলে দেবতা ভোলে লাউসেন ধন্য ॥
সেন বলে ত্যজ তানা তনু দেখি ক্ষীণ।
শ্রীধর্ম্মদাসের দাস আমি অতি দীন ॥

পরনারী দেখিলে বিমুখ হয়ে চলি।
ঈশ্বরী বলেন তবে একক্ষণে বলি ॥
বড় ভট্টাচার্য্য যার পুঁথি ভারে ভারে।
সে মোরে আদরে রাখে হিয়ার মাঝারে ॥
দেখিতে না পায় কেহ কত ভাগ্য ধরি।
যাচিলে যৌবন আল ঐ তাপেতে মরি ॥
হরি হরি এমন পুরুষ কেবা জানে।
তবে কি শিমুল ফুল তুলে পরি কাণে ॥
এস মেনে আর হে রহিতে নারি রায়।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায় ॥
হেঁটমাথা হও কেন মোর মাথা খেয়ে।
খানিক খোঁপার রূপ দেখ না হে চেয়ে ॥
নয়নে না চেয়ে মাতা এত যদি কন।
যোড় হাতে কহে সেন শুন নিবেদন ॥
কদাচিৎ এখানে না রবে এক তিল।
আমি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্টশীল ॥
বুঝাহু যতেক তায় পাষাণ দরবে।
তথাপি কেমন তুমি মতি দাও পাপে ॥
শুনি মন্দ মন্দ হাসি ভাবেন ভবানী।
যে যেমন বটে রায় আমি কি না জানি ॥
যত কিছু বুঝালে পুরাণে বটে আছে।
কত রঙ্গ লেখা দেখ তার কাছে কাছে ॥
পরের পুরুষে যদি কেহ নাহি ভজে।
তবে কেন গোবিন্দে গোপিকা মন মজে ॥
পবন পুরুষে কেন ভজিল অঞ্জনা।
কে কোথা সে সব লোকে দিয়াছে গঞ্জনা ॥
তারা মন্দোদরী কেন ভজিল দেবরে।
কি কর্ম্ম না হল মুনি গৌতমের ঘরে ॥
পঞ্চ পতি লইয়া দ্রৌপদী করে কেলি।
এত কথা আপনি বলাও তাই বলি ॥

কুন্তীর সমান কে সংসারে আছে সতী।
অবিবাহ কালে কেন হল গর্ভবতী ॥
সংসারে সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা।
বিশেষ আমার প্রাণ পিরিতেতে মরা ॥
তুমি বল পরদারা পরশে পাতক।
একথা অর্জ্জুন বলে হল নপুংসক ॥
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন।
বেশ্যাভোগ করি অন্তে পেল নারায়ণ ॥
রেণুকা বেশ্যারি সহ পঞ্চাশ বৎসর।
বিশ্বামিত্র তপস্যা তেজিয়া কৈল ঘর ॥
বল দেখি তবে তার ঘাটে কোন কর্ম্ম।
সবে মাত্র সংসারে তোমার আছে ধর্ম্ম ॥
স্বর্গের যে সব বেশ্যা ভোগ করে কে।
তুমি মাত্র বুঝ মেনে নাহি বুঝে সে ॥
গণে দিতে পারি রায় গগনের তারা।
সবার বারতা জানি কিছু নাই হারা ॥
অতএব ওসব কথা পুঁতে রাখ পাকে।
যতকাল জগতে যৌবনদশা থাকে ॥
বৃদ্ধ হলে বনে বসে বল হরি হরি।
আপনার কিবা তায় যদি মানা করি ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
হাসি হাসি ভাষিতে খসিছে মুখে মধু।
সেন বলে সবিনয়ে শুন কুলবধূ ॥
সব জান তবে কেন হেন বুদ্ধি মনে।
দেবতা সমান কর মনুষ্যের সনে ॥
গৌরবে গৌরবে বলে চলে যাও ঘর।
দেবী বলে রায় হে তুমিও কি হলে পর ॥
মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।
সতিনী চপলা আর কি করিব পতির ॥

ভিক্ষুক ভক্ষণ ভাঙ্গ ভস্মগুলা খায়।
অন্ন দুঃখে আমি কি এখানে আসি রায়॥
হেন হেন রতন যৌবন তুমি আল।
মোরে প্রীত করিলে সকল কাল ভাল॥
কত যোগী যতীন্দ্র সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
বুকে তুলে রাখে রায় আমা হেন নারী॥
পুনঃ পুনঃ তুমি মোরে যেতে বল ঘর।
সংসার আমার আমি কারও নই পর॥
ঘর করি দোঁহে সুখ সম্পদে বাড়িব।
তুমি কিছু বল কিন্তু আমি না ছাড়িব॥
এতেক কহিল যদি ত্রিলোকের মা।
শুনে শুনে সেনের শিহরে সর্ব্ব গা॥
মনে নিল মায়াবিতী নহেন মানবী।
ধ্যানবলে জ্ঞান হলো মাতা মহাদেবী॥
গলায় লম্বিত বাস যোড়হাত বুকে।
কহিতে লাগিল কিছু দেবীর সম্মুখে॥
মায়াবতী ত্রিলোকতারিণী তুমি মাতা।
চিনিতে না পারে তোমা হরিহর ধাতা॥
কি সাধনে কি তপে তোমায় আমি জানি।
মায়ায় মোহিত মূর্খমতি মিথ্যাজ্ঞানী॥
তোমার মায়ায় কত সংসার মোহিত।
অজ্ঞান বালকে মাতা এত অনুচিত॥
ও পদদর্শন ফলে প্রবোধিছি মন।
ঈশ্বরী বলেন বাছা তুমি মহাজন॥
দূরে গেল যত কিছু ভাবনা সাতপাঁচ।
চারু চিন্তামণি কি কখন হয় কাঁচ॥
আগমে আমায় বলে অমর আরাধ্য।
যত দেখ জগতে মায়ায় মোর বন্ধ॥
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে মোর ত্রিভুবন ভুলে।
তুমি সে ধরেছ চিত্ত ধর্ম্ম অনুকূলে॥

ধন্য ধন্য অনন্ত ধর্ম্মের বট দাস।
বর মাগ বাছার পুরিব অভিলাষ ॥
প্রণতি করিয়া কিছু কন লাউসেন।
মনের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি দেখি একক্ষণ ॥
জনম সফল লিখি দেখি দশভুজা।
যেরূপে আশ্বিন মাসে ইন্দ্র করে পূজা ॥
মনোহরা মূর্ত্তি দেখি হরে মন ভ্রান্তি।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভা করে অতি ॥
সে রূপ লাবণ্য কয় কাহার শকতি ॥
যে রূপ দেখিয়া ভোলে ঋষি মুনি যতি ॥
দশ অস্ত্র মায়ের শোভিছে দশভুজে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত রায় পড়ে পদাম্বুজে ॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ উঠে করে স্তব।
আমি শিশু জানিব কি তোমার বিভব ॥
বিধি বিষ্ণু বামদেব বাসব বরুণ।
ধ্যানে জ্ঞানে না জানে মহিমা কত গুণ ॥
বিষ্ণুমায়া ছায়া নিদ্রা তুমি সর্ব্বভূতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা জাতি লজ্জা শান্তি তুষ্টি দয়া।
সর্ব্বঘটে শক্তিরূপা তুমি মা অভয়া ॥
শ্রান্তি ক্লান্তি ক্ষান্তি তুমি ভ্রান্তি সর্ব্বভূতে।
ভগবতি ভকতবৎসলা নমোস্তুতে ॥
নমঃ নারায়ণী নমঃ নগেন্দ্র নন্দিনী।
মহামায়া মহাদেবী মহিষমর্দ্দিনী ॥
নমঃ জয়া যশোদা নন্দিনী জয়যুতে।
জগন্ময়ী জগতজননী নমোস্তুতে ॥
স্তুতি শুনি জননী যাচেন তারে বর।
ভক্তিযুক্তে কন সেন জুড়ি দুটি কর ॥
ইন্দ্র আদি অমর ও রূপ আশা করে।
যে রূপ না পায় দেখা চক্ষুর গোচরে ॥

ব্রহ্মা অগোচর পদ দেখিনু সাক্ষাতে।
কি আর অধিক বর আছে ত্রিজগতে॥
ইষ্টপদে জননী রাখিবে নিষ্ঠামতি।
ও রসে একান্ত বটে বলেন পার্ব্বতী॥
আমার নিশান কিছু বর মেগে লও।
সেন বলে যদি মা করুণাময়ী দেও॥
অরিজয়ী অক্ষয় হাতের ঐ অসি।
মোর চিত্ত হয়েছে চাহিতে ভয় বাসি॥
হাসি হাসি হৈমবতী বলেন তখন।
তোমাকে অদেয় কিছু নাই বাপধন॥
কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু নাহি আসে কাছে॥
দিলে পাছে বাড়ে বাপু দৈত্যের জঞ্জাল।
যার ভয়ে দিলা মোরে ঐ খড়্গ কাল॥
বলবন্ত দুরন্ত মহিষাসুর যবে।
পুরন্দর প্রভৃতি পালান পরাভবে॥
তবে মোরে ঐ অস্ত্র দিলা দেবগণ।
এই খড়্গখানি আমি পেয়েছি তখন॥
অতেব অপর বর মাগ যুবরাজ।
সেন বলে মাতা মোর বরে নাহি কাজ॥
তবে মাতা ভক্তের এড়াতে নারি দায়।
হাতে হাতে দিলা খড়্গ ঘনরাম গায়॥
লাউসেনে দিলা অসি ভকতবৎসলা।
প্রণতি করিল রায় লোটায়ে অচলা॥
আশিস্ করিল দেবী হয়ে কৃপাদৃষ্টি।
আকাশে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি॥
পদ্মাবতী দেন ঘন জয় জয় ধ্বনি।
কৈলাসে গেলেন মাতা জগতজননী॥
এস এস বলি শিব বসান উল্লাসে।
হর হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে॥

নিজ বাসে গেলা সেন মহাপ্রীত পেয়ে।
দীপ্ত অসি দেখিয়া কর্পূরে আইল ধেয়ে ॥
জিজ্ঞাসা করেন দাদা কোথা পেলে অসি।
সেন বলে দিলা এক পরম রূপসী ॥
হাসি হাসি কর্পূর কহেন বিপরীত।
কামিনী সহিত কোথা বাড়ালে পিরীত ॥
চিত্ত মজাইলা পারা ব্রহ্মভক্ত হয়ে।
এই কথা এখনি ভাল মায়ে দিব কয়ে ॥
রায় বড় রসিক সাধেন হাত ধরি।
ভাই মোর বলোনা বালাই লয়ে মরি ॥
তিন লোক মোহিত করেছে যার মায়া।
সে দেবী দিলেন অসি মোরে করি দয়া ॥
ধরিয়া মোহিনী বেশ অশেষ বিশেষ।
লাবণ্য দেখিয়া যার মোহিত মহেশ ॥
সে পদ দর্শনে ফলে মন নাহি টলে।
শুনিয়া কর্পূর তার পায়ে ধরি বলে ॥
এমনে কেমন চিত্ত ছিল সত্বগুণে।
রামের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুনে ॥
তোমা সম সংসারে পুরুষ নাহি গুণী।
সামান্য বেশ্যার ভোলে অজামিল মুনি ॥
ত্রিলোকমোহিনী তায় আইল ছলিতে।
নয়নে বহিছে ধারা বলিতে বলিতে ॥
ধন্য ধন্য ধৈর্য্য ধরিলে সাবধানে।
করেছ জনম শ্লাঘ্য দেখেছ নয়নে ॥
বলিতে বলিতে প্রেমে পরম বিভোল।
সাধু সাধু বলে সেন ভেয়ে দিল কোল ॥
হালাহোলো দুই ভাই পরম কৌতুকে।
সকলি কহিল যেয়ে জননী জনকে ॥
অভিলাষে দেখাইল অভয়ার অসি।
কিরণে পূর্ণিমা ভ্রম কুহর তামসী ॥

দু-ভায়ের কথোপ-
কপূর্ব হস্তক্ষেপ

দেখে শুনে রায়ের আনন্দ নাহি ওর।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য ধন্য বাছা মোর॥
ত্রিজগতজননী অম্বার দয়া যারে।
কহিতে কহিতে আঁখি ঝরে প্রেমধারে॥
করেছ কতেক কোটি কুলের উদ্ধার।
সংসারে অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে তোমার॥
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
কর্ণসেন লাউসেন নিবেদন করে॥
কৃপা করি দিলা অসি ভকতবৎসলা।
বাবাগো ইহার যোগ্য আনি দেহ ফলা॥
কর্ণসেন বলে বাপু ফলা কত ধনে।
কালি দেখো ভাণ্ডারে যেমন লাগে মনে॥
সম্প্রতি নূতন কত গড়া আছে ফলা।
পুরান যতেক ছিল লুটিল গোয়ালা॥
পালা সাঙ্গ সম্প্রতি হইল এইক্ষণে।
ফলার নির্ম্মাণ কাল দিবসের গানে॥
শুন গান সতী সীতার নন্দন।
হরিধ্বনি করে ঘরে যাও সর্ব্বজন॥
নিরঞ্জন চরণ স্মরজ্ঞ করে ধ্যান।
মহারাজা তেজচন্দ্রের করয়ে কল্যাণ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

॥ ইতি আখড়া পালা সমাপ্ত ॥

ফলা নির্ম্মাণ পালা

নত হয়্যা লাউসেন পিতা প্রতি কন।
কালি কত সাক্ষাতে কর্য্যাছি নিবেদন ॥
আপনি কর্য্যাছ আজ্ঞা এন্যা দিব ফলা।
তোমার সাক্ষাতে বাপা করিব মহলা ॥
বোল শুনি আনন্দে বিভোল হয়্যা রায়।
ধরিয়া পুত্রের হাতে ভাণ্ডারে সান্ধায় ॥
যোল গণ্ডা ফলা আছে ঘর কর্য্যা আলো।
বেছ্যা লও বাছারে যেখান হয় ভাল ॥
একে একে সকলি বুঝিল রায় ঞেটে।
ফলা ঝাড়ি ফলঙ্গ মারিতে যায় ফেটে ॥
আছাড়িতে কেহ বা ঐমনি মুড়ে রয়।
পোয়ের বিক্রম[১] দেখ্যা রায়ের বিস্ময় ॥
লাউসেন কন বাপা আর ফলা কৈ।
দিতে পার দেও নহে দেশান্তরী হৈ ॥
রায় কন বাপু তুমি বুঝাল্যে মহলা।
এখনি গড়ায়্যা দিব অসিযোগ্য ফলা ॥
প্রবোধ করিয়া পোয়ে বাড়িল[২] ভাবনা।
জয়পতি মণ্ডলে ডেক্যা করেন মন্ত্রণা ॥
লাউসেনে দিল্যা অসি ভকতবৎসলা।
ভাণ্ডারে না [৩]হৈল্য তার অসিযোগ্য[৩] ফলা ॥
কোথা আছে কামিল্যা[৪] কেমন কর্ম্ম করে।
ফলা বিনা বাছা মোর নাঞি রয় ঘরে ॥
রঞ্জাবতী বলে শুন শুন ওরে ভাই।
যে দুঃখে পেয়্যাছি পুত্রে জানহ সবাই ॥
সে বাছা তুলেছে তাপ ফলার কারণ।
আপনি গড়ায়্যা দেহ দিব যত ধন ॥

---

১ প্রতাপ ২ করেন ৩—৩ হল যত তার যোগ্য ৪ কামার

গৌড়েতে আছিল কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মা দাস।
অনেক গুণের গুণী আছিল্য বিশ্বাস ॥
সে কোথা আপনি কোথা সম্প্রতিক চাই।
আপনি উদ্বেগ মোর খণ্ডাইবে[১] ভাই ॥
মণ্ডল বলেন আজ্ঞা হল যে তোমার।
তিন দিনে তেরো ফলা করাব তয়্যার ॥
এত বলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনায়্যা রাজার কাছে ভার দিল তারে ॥
রায়[২] রাণী আপনি[৩] বলেন বারে বার।
আন লঘুগুরু ফলা পাবে পুরস্কার ॥
সম্প্রতি সুবর্ণ তিন দিলা তার হাতে।
নত হয়্যা কয় কর্ম্মী দিব দিন সাতে ॥
ভিতরে কেবল কাষ্ঠ অষ্ট ধাতু চাই।
কত কষ্টে হবে রুপা করিলে বিশাই ॥*
বিদায় হইয়া কর্ম্মী পাথুরা কুঠার।
করে নিল্য কালমুখী হীরাবান্ধা ধার ॥
কাটিতে ফলার কাষ্ঠ প্রবেশে কানন।
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত মন ॥
প্রফুল্ল কুসুমাকীর্ণ গন্ধে আমোদিত।
মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরী গায় গীত ॥
নূতন পল্লব ফলে সুশোভিত বন।
পক্ষগণ সুরব সঙ্গীতে হরে মন ॥
মন্দ মন্দ বহে তাহে মনোহর বা।
বিশ্বকর্ম্মা বন্দি কর্ম্মী গাছে দিল্যা ঘা ॥
আসনে হানিল আগে শ্রেট্যা চোটপাট।
কদাচ না হয় সেই ফলাযোগ্য কাঠ ॥

---

১ দূর কর ২ রাজা ৩ দুজনে

* এই দুই ছত্র বইতে নাই

পাকড়ি পেয়াল শাল পারুল পলাশ।
কাটিল তথাপি নৈল ফলার প্রকাশ ॥
মনে করে বনেতে যতেক বৃক্ষ আছে।
একে একে কাটিয়া বুঝিব সব গাছে ॥
এত বলি কাটিতে চলিল যদি বন।
বনস্পতি দেবতা আপনি ডেক্যে কন ॥
কোন্ প্রয়োজনে মূর্খ কর চোটপাট।
বনে নাই কদাচ ফলার যোগ্য কাঠ ॥
ফলার কারণে যার হয়্যাছ বিষণ্ণ।
সে জনে সদাই ধর্ম্মঠাকুর প্রসন্ন ॥
সেই ধর্ম্ম ভাব যে ফলার পাবে গাছ।
শুন্যা মনে ভাবনা বাড়িল্য সাত পাঁচ ॥
দেখিতে না পাই কারে কেবা কয় কথা।
ভূত প্রেত দানা কিবা না জানি দেবতা ॥
দেবতা ভাবিতে বনে দৈববাণী রটে।
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি সঞ্চারিল ঘটে ॥
ধর্ম্মপদ ধ্যান কর্য্যা কান্দিতে কান্দিতে।
শয়ন করিতে নিদ্রা এল্যো আচম্বিতে ॥
অন্তরে জানিয়া প্রভু হনুমানে কন।
আপনি অবনী বাছা করহ গমন ॥
ময়নাতে মল্লবিদ্যা শিখাইলে যারে।
আপনি অভয়া আসি অসি দিল্যা তারে ॥
ফলাযোগ্য কাঠ নাস্তি অবনীমণ্ডলে।
কাননে কাতর কর্ম্মী পড়িয়া ভূতলে ॥
লইয়া স্বর্গের বৃক্ষ যাও ত্বরাবান।
আজ্ঞাবন্দী এল্যা বীর ঘনরাম গান ॥
আজ্ঞাবন্দী বীর হনু দেববৃক্ষ আনি।
কর্ম্মীর শিয়রে রোপি কন স্বপ্নবাণী ॥
গা তোল গা তোল কর্ম্মী গায়ের ঝাড় ধূলা।
শিয়রে স্বর্গের বৃক্ষ কেট্যা কর ফলা ॥

অভেদ পলাশ দল ফল ফুল রাঙা।
সকণ্টক তরুবর জাম্য ডাল ভাঙ্গা ॥
লাউসেন আমার অতেব যাই দিয়া।
তিরোধান হল্যা বীর একা থাকইয়া ॥
নিদ্রাভঙ্গ হল্য কর্ম্মী চারি পানে চান।
স্বপ্নেতে যে বৃক্ষ পেল্যাম দেখি বিদ্যমান ॥
নত হয়্যা প্রভুপদে লোটায়্যা অচলা।
কেট্যা নিল তরুবরে নির্ম্মাইতে ফলা ॥
চারিখণ্ড করিয়া চৌচির করে চেঁছ্যা।
ঘরে গিয়া কামার বরাত বুঝে ক্রেচে ॥
দেবীর অসির আগে মনুষ্যের ফলা।
অসম্ভব কারণ করিতে নারে তলা ॥
পিতা পুত্র আপনি অপর ভাই তিনে।
হুতা ধর্য়া অসাধ্য বুঝিল্যা সারাদিনে ॥
নিশ্বাস ছাড়িল কর্ম্মী মহাত্রাস গণি।
অহি যেন মহীলতা পরিহরি মণি ॥
না বুঝে কর্য়াছি হাতে ভূপতির কড়ি।
দেবীর অসির ফলা কার বাপে গড়ি ॥
যার কাষ্ঠ কাটিতে দেবতা ডেক্যা বলে।
স্বর্গ হতে এল্য বৃক্ষ না ছিল ভূতলে ॥
না জানি এখন ফলা রাজার সাক্ষাতে।
অভাগ্য কয়্যাছি ফলা দিব দিন সাতে ॥
অতেব ঘুচিল দেশে বসতির আশ।
বায়ান্ন পুরুষ ছিল ময়না নিবাস ॥
এত ভাবি শালঘরে রাখি সেই কাঠ।
মনস্তাপে রয় ঘরে টানিয়া কপাট ॥
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি কান্দে কর্ম্মী দীন।
স্মরণে[১] জানিলা ধর্ম্ম ভক্তপরাধীন ॥

---

১ অন্তরে

দেব কর্ম্মীরাজে প্রভু বলেন আপনি।
যাও বিশ্বকর্ম্মা তুমি ময়না অবনী॥
লাউসেনে অভয়া আপনি দিল্যা অসি।
তুমি গড়্যা দিলে ফলা বড়[১] প্রীত বাসি॥
ময়না ঈশান[২] অংশে কামারের বাটি।
শালঘর উত্তরে[৩] রেখ্যাছে কাষ্ঠ কাটি॥
ধর্ম্মের আদেশ কর্ম্মী বন্দি সমাদরে।
প্রবেশে ময়নামহী কামারের ঘরে॥
যতনে জ্বালিল যেয়্যা রতনের বাতি।
কারখানা পাতে ঘরে সাত ঘটি রাতি॥
দেখিল চৌচির[৪] কাষ্ঠ জিনি চাঁপা ফুল।
হানি হাতকরাতে [৫]করিল্যা সুপ্রতুল[৫]॥
ইন্ধনে অভেদ জোড় জুড়িল যতনে।
জড়িত করাল কত রজত কাঞ্চনে[৬]॥
হুতাশনে বায় হবি বাঁহাতে হাতিল্যা।
কত নিধি পাবকে পোড়ায়্যা করে খিল্যা॥
কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুটিকুটি।
করিল্যা কতেক চিত্র মনোহর রুচি॥
লিখিল্যা ভারতবর্ষ হর্ষ হয়্যা মনে।
যাহাতে জন্মিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে॥
শুক্ল রক্ত তথা পীত কৃষ্ণবর্ণ ভেদে।
দশ অবতার লেখে অনুপম বেদে॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ অবতার।
বেদ বসুমতী দৈত্য যাহাতে উদ্ধার॥
বলির মস্তকে পদ বামন মুরারি।
প্রকাশে পরশুরাম ক্ষেত্রিকুল অরি॥

---

১ মনে ২ ঈশানে ৩ উত্তর
৪ চৌরস ৫—৫ বরাতে সমতুল ৬ রতনে

পরে[১] লেখে পুর্ণব্রহ্ম প্রভু পরাৎপর।
দস্যুজারি দীনবন্ধু দয়ার সাগর ॥
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘন।
পরে লেখে পুর্ণব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দন ॥
কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে যত ব্রজবাল।
বিহরে বালকবেশে মদনগোপাল ॥
তারপর বৌদ্ধ কল্কি করিল নকস।
অবতার অসংখ্য লিখিল্যা মাত্র দশ ॥
পুর্ব্ব[২] অবতার লীলা লেখে তারপর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর ॥

বাল্মিকী গোসাঁর গ্রন্থ অনুভব দেখ্যা।
রামলীলা [৩]ফলার উপরে জান[৩] লেখ্যা ॥
ভূভার হরণে হরি[৪] রাম অবতারি।
রাখিল্যা মুনির যজ্ঞ তাড়কা সংহারি ॥
অভিশাপে অহল্যা পাষাণ ছিল তনু।
তার উদ্ধারিল রাম দিয়া পদরেণু ॥
হরধনু হেলায় ভাঙ্গিল্যা বাহুবলে।
জানকী করিল্যা বিভা লেখে কুতূহলে ॥
মিথিলায় বিভা করি রাম এল্যা দেশে।
রাজা হবেন হরিষে বিষাদ লেখে শেষে ॥
কান্দিতে কান্দিতে কর্ম্মী করিল প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিত বনবাস ॥
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ ॥
লিখিয়া[৫] অযোধ্যা কাণ্ড আরম্ভে[৬] অরণ্য।
সীতার হরণ হেরি হরিল চৈতন্য ॥
লিখিতে নারিল্যা চিত্রে[৭] হয়্যা শোক অন্ধ।
সীতার উদ্দেশ লেখে আর সেতুবন্ধ ॥

১ তবে ২ পুর্ণ ৩—৩ প্রথমে ফলায় গেছে ৪ প্রভু ৫ রাখিয়া ৬ লিখিল ৭ কর্ম্মী

লিখিতে না পারি রাখে যত দুঃখভার।
লিখিল রাবণবধ সীতার উদ্ধার॥
চৌদ্দ বছরের পরে রাম এল্যা ঘরে।
আনন্দে অবধি নাই অযোধ্যা নগরে॥
লিখিল্যা রাজাধিরাজ রত্নসিংহাসনে।
উথলে আনন্দ অতি[১] বিশায়ের মনে॥
লিখিতে দেখিতে কত ভক্তি উপজিল্যা।
তারপর দেবকর্ম্মী লেখে কৃষ্ণলীলা॥
গোবর্দ্ধন গোপগোপী বাছুর বালক।
গোকুলে গোবিন্দলীলা ছাড়িয়া গোলোক॥
[২]রাখালের গ্রহ বেশে[২] দেব শিরোমণি।
ঘরে ঘরে খান কৃষ্ণ চুরি কর্য্যা ননী॥
গোপিনী সকল নাম ননীচোরা থুয়ে।
যশোদা নিষেধ করে দাগাদার পোয়ে॥
[৩]গোপিগণ গোহারি করেন[৩] জোড়করে।
ভীত হয়্যা গোবিন্দ লিখিতে আঁখি ঝোরে॥
চিত্রের লিখন যেন সাক্ষাৎ সংবাদ।
কর্ম্মীবরে আছে হেন কৃষ্ণের প্রসাদ॥*
ব্রহ্ম অগোচর কৃষ্ণলীলা ভক্তিবলে।
হেন কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিল্যা উদূখলে॥
কুতূহলে কর্ম্মী পুনঃ করিছে লিখন।
হেলায় ধরিল্যা হরি গিরি গোবর্দ্ধন॥
ব্রহ্মার মোহন লিখি বাড়ে প্রেমভক্তি।
কৃষ্ণের কৈশোর লীলা লেখে কার শক্তি॥
একপাশে নৌকাখণ্ড কাহু যায় নেয়্যা।
আর পাশে গোপিকা ব্যাকুলা বস্ত্র চেয়্যা॥

---

১ সিন্ধু ২—২ বিহরে বালক বেশে
৩—৩ রাণীরে গোহারি গোপী বলে
* এই দুই ছত্র বইতে নাই

কালিয়াদমন মাঝে করিল্যা প্রকাশ।
অর্দ্ধফলা[১] বেষ্টিত লিখিল্য পূর্ণরাস ॥
রসবতী রাধিকা রসিক শিরোমণি।
রাস রসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী ॥
দুপাশে গোপীর কান্ধে দিয়া দুটি হাত ॥
রসের আবেশ মধ্যে নাচে গোপীনাথ ॥
দস্ফ রবাব বীণা মুরলীর তান।
দোঁহে আধবদনে দোঁহারি গুণ গান ॥
[২]নব নিত্যম্বিনী[২] নব নাগরের সঙ্গ।
রসবতী রাধিকা [৩]হেলয়ে শ্যামের[৩] অঙ্গ ॥
লিখিয়া গোবিন্দ কীর্ত্তি আনন্দিত মন।
তারপর দেবকর্ম্মী করিছে লিখন ॥
চন্দ্র সূর্য্যবংশে যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণ প্রমাণ কর্ম্মী লিখিছে এ চালে ॥
মান্ধাতাদি মহীপতি রঘুবংশে জাত।
কত কব সংক্ষেপে লিখিল ভক্তিমত ॥
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
[৪]অশ্বপতি আদি ধন্য পরীক্ষিৎ নল[৪] ॥
ধর্ম্মপাল লেখে আর রাজা গৌড়পতি।
বল্লভা[৫] বিমলা আদি রাণী ভানুমতী ॥
ময়নামণ্ডলপতি কর্ণসেন রায়।
রঞ্জাবতী লেখেন ধর্ম্মের কৃপা যায় ॥
লাউসেন কর্পূর ধন্য[৬] ধর্ম্মের কিঙ্কর।
ধর্ম্মভক্ত জনা কত লিখিল্যা অপর ॥
[৭]অবশেষে বীর কালু[৭] লখ্যা ডুমনি লেখ্যা।
পাত্রকে লিখ্যাল তার পদতল দেখ্যা ॥

---

১ তার মধ্যে   ২—২ নূতন যৌবনী
৩—৩ শ্যামের হৈল   ৪—৪ পরীক্ষিৎ অশ্বপতি উগ্রসেন নল
৫ মন্থরা   ৬ লিখে   ৭—৭ সবশেষে কালু ডোম

[১]মুড়ায়্যা মাথায় তার[১] পেঁচ গোটা দশ।
মুখ বুক বেয়্যা রক্ত পড়ে টসটস ॥
গাঁথিয়া জুতার মালা দিয়াছে গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখ্যাছে ফলায় ॥
এক গালে কালি তার আর গালে চুণ।
দেখ্যা কোপে জ্বলে যেন জ্বলন্ত আগুন ॥
অসুর অমর নর করিয়া লিখন।
নবলক্ষ দল লেখে পশু পক্ষগণ ॥*
কাক কঙ্ক কোকিল কৌতুকে কাল পেঁচা।
খঞ্জনী খঞ্জন খগ আর কাদাখোঁচা ॥
গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুণ গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায় ॥
ঘোর রবে ঘুঘু যেন ঘন ঘন ডাকে।
চঞ্চল চড়ুই চিল লেখে চক্রবাকে ॥
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা।
[২]চিত্রচোর উপরে উড়েছে মেঘমালা[২] ॥
কুহু কুহু কোকিল ছাড়িছে যেন রা।
শিখী পুচ্ছ ধরি উচ্চ পেয়্যা মেঘ রা ॥
সারি শুক স্বরবে পড়িছে যেন পাঠ।
মাছরাঙা মীনের মিলনে খেলে নাট ॥
ঝালি খেলে বানরী চাপিয়ে চিত্রতরু।
মৃগেন্দ্র মাতঙ্গ মৃগ আর মেষ গরু ॥
[৩]শত শত[৩] শশক শার্দ্দুল শৃগাল শিবা।
[৪]চিত্র কোটি পতঙ্গ কতেক কব কিবা[৪] ॥

১—১ পরচুলা করে দিল

* এই দুই ছত্র বইতে নাই

২—২ মনে হৈল নিকটে আইল মেঘমালা

৩—৩ সারি সারি

৪—৪ কত চিত্র লিখিল সংক্ষেপে কব কিবা

নির্ম্মাণ করিল ফলা অবসান রাতি।
আপনি নির্বাণ হল্য রতনের বাতি ॥
যতনে ঢাকিল্য ফলা বিচিত্র বসনে।
বিশাই বিদায় হল্য আপন ভবনে ॥
[১]পাত্র অপমান চিত্রে লিখি বিশ্বকর্ম্মা।
বিবাদ বাড়াল্য ভণে ঘনরাম শর্ম্মা ॥[১]

প্রভাতে কামার উঠি ধ্যান করি ধর্ম্ম।
শাল ঘরে দেখে দিব্য দেবতার কর্ম্ম ॥
বসন ভেদিয়ে উঠে ফলার কিরণ।
[২]নিরীক্ষণ করে কর্ম্মী কর্য্যা বিবসন[২] ॥
প্রসন্ন দেবতাগণে দেখিল্য সাক্ষাৎ।
প্রদক্ষিণ প্রণতি করিল্য বার সাত ॥
অনাথবান্ধব ধর্ম্ম বুঝিল্য নিদান।
বিশ্বকর্ম্মা এই ফলা করিলা নির্ম্মাণ ॥
অনুপাম চিত্র কত মনোহর দেখি।
সেনেরে সদয়[৩] ধর্ম্ম মনে নিল্য সাক্ষী ॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গোষ্ঠীর সহিত।
শ্রীধর্ম্মপদারবিন্দে মজাইয়া[৪] চিত ॥
ফলা [৫]আনি আনন্দে[৫] ভূপতি আগে দেন।
দেখ্যা অতি হর্ষমতি রায় কর্ণসেন ॥
ধর্ম্মের আদেশ তায় কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্ম।
নির্ম্মাণ কর্য্যাছে কত চোয়াইছে ঘর্ম্ম ॥
চিত্র দেখ্যা মজে চিত্ত চেয়্যা চারিপাশে।
পাত্র অপমান দেখ্যা কর্ণসেন হাসে ॥

১—১ শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥
২—২ হরিষে দেখিছে কর্ম্মী হয়ে হৃষ্টমন
৩ সহায়
৪ মজাইল
৫—৫ লয়ে হরিষে

পাশে কি লেখ্যাছ কর্ম্মী কহেন ভূপতি।
কর্ম্মকার কন কিছু করিয়া প্রণতি॥
কি মোর শকতি ফলা গড়ি মহাশয়।
না জানি দেবতা কোন তোমার তনয়॥
তারে ত সতত তুষ্ট ত্রিলোকের পতি।
দেবকর্ম্মী দিলে[1] ফলা নিশাভাগ রাতি॥
শুনিয়া ভূপতি অতি আনন্দে বিভোল।
কর্ম্মকারে আপনি উঠিয়া দিল কোল॥
আস্থা বলে দুই ভাই হয়্যা হর্ষমনা।
পরিপূর্ণ হল্য বলে মনের বাসনা॥
যে চিত্র দেখিল তার চিত্ত রয় বান্ধা।
দেখ্যা শুন্যা রঞ্জার ঘুচিল মনের ধান্ধা॥
গুণিগণ ফলা দেখ্যা করে গুণ শিক্ষা।
কত গুরু কর্ম্মীর হইল্য গুরুদীক্ষা॥
কবিগণ দেখ্যা করে কাব্যের সন্ধান।
দেখিয়া পুরাণে বাড়ে পণ্ডিতের জ্ঞান॥
ফলা দেখ্যা ভাবুক সকল করে ভাব।
কত পুরস্কার হল্য কামারের লাভ॥
করে দিল্য বিনোদ বলয় বাজুবন্ধ।
শ্রবণে সোনার চাঁপা শিরে সরোবন্দ॥
কত নিধি কনক কড়াই কণ্ঠহার।
পট্ট জোড়া হরিশালে নেহারে কামার॥
কামারে বিদায় করি পোয়ে দিল্যা ফলা।
সানন্দে বন্দিলা রায় লোটায়্যা অচলা॥
মহলা করিল্য পুত্র ফলা অসি ধরি।
মা বাপের মনে উঠে আনন্দ লহরী॥
অসিযোগ্য ফলা রায় পেয়্যা কুতূহলে।
দু ভেয়্যা বিশেষ যুক্তি বসিয়ে বিরলে॥

---

১ গড়ে

লাউসেন বলেন কর্পূর প্রিয় ভাই।
অতঃপর তুভেয়্যাতে গৌড়ে চল যাই ॥
মেসো[১] সঙ্গে চল যেয়্যা করিব আলাপ।
কত কাল কুলাব কেবল বৃদ্ধ বাপ ॥
বিনা করে অবশ্য আনিব এই দেশ।
সভা মনে পরিচয় পরম সন্দেশ ॥
মেস্যো মোর গৌড়পতি মামা মহাপাত্র।
গৌড় গেল্যা গৌরব বন্দিব কত মাত্র ॥
তুভেয়ে দেখিবে সবে হবে হরষিত।
কর্পূর বলেন দাদা এই সে উচিত ॥
কেবা ধরে সংসারে তোমার সম গুণ।
আমি জানি দাদা তুমি দ্বিতীয় অর্জ্জুন ॥
আর অন্ত প্রতাপে থাকুক অন্য জনে।
ভীষ্ম কর্ণ সুধন্বা সংহারে যার বাণে ॥
যে কিছু প্রতাপ বল কৃষ্ণ তার মূল।
সেই প্রভু দাদা গো তোমারে অনুকূল ॥
আপনি পাঠাল্য ফলা বাঞ্ছাকল্পতরু।
মায়াতে মরুৎসুত মল্ল মহাগুরু ॥
আপনি অভয়া যারে যেচ্যা দিল অসি।
কেমনে এমন জন ঘরে রবে বসি ॥
নিজগুণ প্রকাশিলে প্রকাশে পৌরুষ।
যশ কীর্ত্তি জাগিবে জগত হবে বশ ॥
লাউসেন বলে তবে বিলম্বে কি ফল।
কর্পূর বলেন তবে পরম মঙ্গল ॥
পিতামাতা চরণে বিদায় চল হই।
সেন কন ভাইরে বিষম কথা অই ॥
জানিলে জননী যেতে না দিবে সর্ব্বথা।
না কয়ে কেমনে যাব সাক্ষাৎ দেবতা ॥

১ রাজা

এত ভাবি কন পিতামাতার চরণে।
গৌড় গমনে মোর সাধ আছে মনে॥
লোকে বলে মাকে চেয়্যা মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখ্যা আসি॥
এত শুনি রাণীর বাজিল বুকে শাল।
কবিরত্ন ভণে ধর্ম্মসঙ্গীত রসাল॥
শোকে শুখাইল রাণী সমাচার শুনি।
কোমল শরীর বাছা জিনি কাঁচা ননী॥
দুর্গম গোউড় যেত্যে মানা নাঞি করি।
দেখ বাছা দাঁড়ায়্যা অভাগী আগে মরি॥
হরি হরি প্রাণ গেল কর্য্যা বেটা বেটা।
সে বেটা মায়ের বুকে মের্য্যা যায় জাঠা॥
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে জলধারা।
দিবসে আন্ধার হল্য কোলে পুত্র হারা॥
কর্ণসেন বলে বাপু কোন বুদ্ধে কও।
বাক্য বল বিষম বালক বই নও॥
গোউড় দুর্গম দূর কত দিব লেখা।
[1]ক্রোশেক দুক্রোশ[1] নয় পুর্ব্ব পানে দেখা॥
মহারাজা দশরথ ঘোষে তিনলোকে[2]।
শ্রীরামে পাঠাইয়্যা বনে মল্য পুত্রশোকে॥
খদ্যোৎ [3]পতঙ্গ আমি[3] তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া পাছে সেইরূপ মরি॥
কত কষ্টে নামটি ঘুচেছে আঁটকুড়া।
এ কালে উচিত বাছা ছেড়ে যেত্যে বুড়া॥
পিতামাতাচরণ ধরিয়া দুই করে।
লাউসেন বলেন বচনে আঁখি ঝোরে॥
দোঁহার আশীষে পেলাম[4] দৈব অসি ফলা।
মেসোর সাক্ষাতে যেতে করিব মহলা॥

১—১ ক্রোশ অর্দ্ধ ক্রোশ ২ সর্ব্বলোকে ৩—৩ পতঙ্গে বাপু ৪ ধরি

তোমার পুণ্যের প্রভা জানাব সভায়।
জয়যুক্ত হয়্যা দোঁহে আসিব ত্বরায়॥
খাওয়ালে মাখাল্যে কালে পড়াল্যে শুনাল্যে।
ভাল মন্দ জানা যায় সভা এলে গেল্যে॥
কোলে বস্যা কেবল কুপুতা হয়্যা রই।
তোমার কলঙ্ক বাপা হবে দেশ বই॥
রাণী বলে ওরে বাপু লাউসেন রায়।
না যাও না যাও ছেড়ে অভাগিনী মায়॥
না দেখিলে তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরান পুত্তলি তুমি লোচনের তারা॥
সম্মান সম্পদ সব সংসারের সুখ।
সকল বিফল দেখি না দেখিলে মুখ॥
তোরে আমি অভাগী পেয়্যাছি বড় দুখে।
এখনও শালের দাগ ঘুচে নাঞি বুকে॥
[1]ঘরে বস্যে পাল প্রজা শুন মোর বাপ[1]।
না তুল্যো ত্রিগুণ তুমি তাপিনীর তাপ॥
পথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ভূতলে চোর খাট।
যেত্যে চাও কেমনে এমন দুর্গ[ম] বাট॥
পাঠ যত পড়্যাছ পড়াও বস্যা রায়।
মল্লবিদ্যা শিখ্যাছ নিপুণ হও তায়॥
পরাভব [2]কর আনাই[2] অন্য মাল।
গৌড়ে যে অবশ্য যাবে আছে তার কাল॥
সেন কন তোমার জঠরে যার জন্ম।
মহাশয়[3] পিতা যার প্রভু যার ধর্ম্ম॥
তার কর্ম্ম অসাধ্য সংসারে নাঞি মা।
আজ্ঞা নাঞি করিলে বাড়াত্যে নারি পা॥
বিদায় করিব কিন্তু রবে এক চাঁদ।
ভাল বলি ভুলায়ে রাখিতে চিন্তে ফাঁদ॥

১—১ মুখে চুম্ব দিয়া যত দুঃখ গেছে বাপ ২—২ করাও আনিয়া ৩ কর্ণসেন

দাসী সনে স্নযুক্তি কেমনে রয় গো।
প্রবোধিছে মালিকী নয়ানে মুছে লো॥
ঔষধ করিয়ে রেখো আপন নন্দনে।
রাণী বলে কে আছে এমন গুণী জন॥
দাসী বলে গোলাহাটে স্নরিক্ষার চেড়ী।
গুয়া পান পাতা আর ঔষধের গুঁড়ি॥
রাত্রে করে মানুষ দিবসে করে অজা।
রাণী বলে দূর কর হেন ছার ওঝা॥
বরঞ্চ এমন কেহ মহা মল্ল থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া কর‍্যা রাখে॥
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বস্যা চান্দ মুখ দেখিব বারমাস॥
কল্যাণী কহিছে কেন একোন অসাধ্য।
রমতির মল্ল যে তোমার বটে বাধ্য॥
তোমার দাদার মল্ল নামজাদা শূর।
মল্ল সারঙ্গধল নাম আকৃতি অস্নর॥
মেস্তা নিল মহারাণী আনে[১] শিঙ্গাদারে।
বিবরণ বাগায়্যা[২] বলিল বারে বারে॥
যাও শীঘ্র রমতি প্রণতি মোর কয়্যা॥
দাদার সাক্ষাতে তুমি এস্য মল্ল লয়্যা॥
বল্য মল্লবিদ্যা তব ভাগিন্যা শিখিব[৩]।
শুনিলে সানন্দে দাদা সেইক্ষণে দিব[৪]॥
না জানে এমন তত্ত্ব লাউসেন[৫] রায়।
বিদায় হইল শিঙ্গা ঘনরাম[৬] গায়॥
সাজে শীঘ্র শিঙ্গাদার কালিন্দী হইয়্যা পার
শিরে বন্দি[৭] রঙ্গার আরতি।

---

১ ডাকে ২ বাচায়ে ৩ শিখিবে
৪ দিবে ৫ কর্ণসেন ৬ কবিরত্ন
৭ বান্ধি

দিব্যানিশি অতি দ্রুত একে একে পথ যত
রেখ্যা পিছে প্রবেশে রমতি ॥
দরবার হইতে পাত্র দলুজে বসিবা[১] মাত্র
শিঙ্গা বন্দে লোটায়্যা অবনী।
নিবেদিল্য কর জুড়ি দক্ষিণ ময়না বাড়ী
পাঠাইল্যা তোমার ভগিনী ॥
[২]শ্রবণে শুনিতে ভগ্নী ঘৃতে যেন জলে অগ্নি
তেন কোপে জলে দুষ্ট খল[২]।
কিরে বেটা সমাচার কে ভাই ভগিনী কার
ভাল রে কারণ শুনি বল ॥
বুকে নাই ডর ভয় দূত বলে মহাশয়
তোমার ভাগিন্যা মহাবলে।
মল্লবিদ্যা শিখাইতে আদরে এস্তাছি নিতে
যদি দেও মল্ল সারংধলে ॥
এত শুনি ঘুচে কষ্ট মন্দমতি মহাতুষ্ট
দুষ্টমতি কৃষ্ণে যেন কংস।
মনে মনে ভাবে তূর্ণ মনোবাঞ্ছা হবে পুর্ণ
মল্ল হাতে ভাগ্যা হবে ধ্বংস ॥
এত বলি[৩] এক কালে আনাইল্যা পাঁচ মালে
যমদূত দোসর দুরন্ত।
সুসম্বন্ধে[৪] কয় যত্নে আমার ভাগিন্যা রত্নে
মল্লবিদ্যা শিখাবি তুরন্ত ॥
কানে কানে কয় কাছে আছাড়্যা মারিবি গাছে
পাছে ভাব পাত্রের ভাগিনা।

---

১ বসেছে

২—২ বায়ু-যুত কাষ্ঠ ঘৃতে যেন জ্বলে আগিনিতে
কোপ মনে জ্বলে দুষ্ট খল

৩ ভাবি

৪ সভা মাঝে

সে দুষ্ট আমার অরি আসিবি সংহার করি
তিন গুণ বাড়াব মাহিনা ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া চলে তবে পাত্র কুতূহলে
শিঙ্গাদারে স'প্যা দিল্য মাল।
প্রণাম[1] করিয়্যা শিঙ্গা ধায় ধাড়ায়ের ফিঙ্গা
মল্লগণ বিক্রমে বিশাল ॥
সরিৎ সরাই যত খাল বিল খানা কত
একে একে রাখিয়া মমনা।
প্রেবেশে প্রদোষ হল্য গৌড় হৈত্যে মাল এল্যো
ঘরে ঘরে উঠিল ঘোষণা ॥
শিঙ্গা বলে এল্যো মাল শুন্যা রঙ্গা দিল শাল
সোনালী শিরোপা সরোবন্দে।
বাড়াল্য দূতের আশা মল্লগণে দিল্যা বাসা
কবিরত্নে রচিলা সম্বন্ধে ॥

প্রভাতে উঠিয়া[2] মল্ল রাজধানে চলে।
পথে হত্যে রঙ্গারাণী ডাকাল্যা বিরলে ॥
বীরমাটি[3] মণ্ডিত প্রসন্ন পাঁচ মাল।
বিষম ব্যাপক বপু বিক্রমে বিশাল ॥
ভূতলে আছাড়্যা ভুজ ভূষিত ধূলায়।
পাষাণে আছাড় মেরা্যা কড়া গুণ গায় ॥
বীরমাটি[4] সাপটি সভার কটি আঁটা।
উরু চারু চালনা চলিতে বাজে ঘাটা ॥
মল্লডোর মণ্ডিত মাল্যায় বীর বালা।
ফলঙ্গে লঙ্ঘিতে পারে ত্রিশ হাত খালা ॥
ভাবনা করেন রঙ্গা দেখি মত্ত মালে।
না জানি কি আছে আজি আমার কপালে ॥

---

১ প্রণতি ২ সাজিয়া ৩ রাঙা মাটি
৪ বীর ধটি

আপনি প্রবোধে পুনঃ আপনার মন।
যেরূপ বলিব মল্লে করিবে তেমন ॥
রাণী বলে বল বাপু মল্ল সারংধল।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু বাড়ীর কুশল ॥
না পাই অনেক দিন মঙ্গল বারতা।
মা মোরে কি কর্ম্মদোষে ছাড়িল্য মমতা ॥
পথে পাঠাইয়া পিতা দিলে জলাঞ্জলি।
কোন্ দোষে দাদার চক্ষের হল্যাম বালি ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে মল্ল সারঙ্গধল।
ঘরের নফরে কিছু কয়্যা নাঞি ফল ॥
সব জানি কিছু ত কহিতে নারি তাঁকে।
রাণী বলে ও দুঃখ পুঁতেছি আমি পাঁকে ॥
আপনি ঘুচাব মোর নয়ানের লো ॥
সদাই দূর দেশ যেতো চায় দুটি পো ॥
অভাগীর ভাড়া ঐ কৃপণের কড়ি।
আন্ধার মাণিক মোর অন্ধকের নড়ি ॥
আখড়া খেলিতে যায় হয়্যা অভিলাষী।
তিলে[1]তিলে হারাই হারাই হেন বাসি[1] ॥
বারি হৈছে ভেয়ের বচন শেল জাঠা।
আঁটকুড়া বল্যা দাদা সদা দিত খোঁটা ॥
সকল থাকিবে শুন্যা যত দুখের পো।
দক্ষিণ চরণ ভেঙ্গ্যা খোঁড়া কর্য়া থো ॥
পোয়ের উপায় যত হত্য গৌড়ে যেয়ে।
লক্ষ গুণ পাব ঘরে চান্দমুখ চেয়্যে ॥
মল্ল বলে মহারাণী [2]কোন ছার[2] ভার।
ব্যাকুলি করিয়ে রঞ্জা কন পুনর্ব্বার ॥
দেখ্য বাপু অন্য ঠাঞি পাছে লাগে ব্যথা।
মল্ল বলে মহারাণী নাই মন কথা ॥

১—১ হই হারা মনে হেন বাসি ২—২ কিবা এই

রাজা সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করা নয়।
কি কহিতে কি জানি কি কন মহাশয়॥
রঞ্জাবতী বলে বাপু ঐ সত্য[১] বটে।
লাউসেন কর্পূর খেলে কালিন্দীর তটে॥
বাসার খরচ দিল দ্বাদশ কাহন[২]।
পান ফুল দিয়ে বলে সাধ প্রয়োজন॥
পান বন্ধ্যা প্রণাম[৩] করিয়া গেল মাল।
যেখানে খেলেন সেন বিক্রমে বিশাল॥
মালসাট মারিয়া ফলঙ্গে দশ বিশ।
সঘনে গগনে দিতে মালে লাগে রিষ॥
শিহরিয়া সম্মুখে দাঁড়াল্য পাঁচ মাল।
কৃষ্ণ কলেবর কান্তি মূর্ত্তিমন্ত কাল॥
যেমন কংসের মল্ল মুষ্টিক চাহুর।
দেখ্যা সম্বোধিয়া কন লাউসেন কর্পূর॥
কেরে ভাই তোমরা কি নাম কোথা ঘর।
কি কাজে কোথাকে কও কস্যাছ কোমর॥
এত শুনি অহঙ্কারে বলে মত্ত মাল।
দিগ্বজয়ী হই মোরা বিক্রমে বিশাল॥
প্রতাপে যতেক দেশ জয় কর্যা যাই।
সভে বলে ইহারা পাণ্ডব পঞ্চ ভাই॥
মল্ল সারঙ্গধল নাম শকে যাই লেখা।
[৪]বড় ভাগ্য তোমার আমার সঙ্গে দেখা[৪]॥
বাহুবলে যুঝে বুলি বলবন্ত নরে।
পাত্রের নফর ঘর রমতি নগরে॥
তার আজ্ঞা ছিল নিতে তোমার মহলা।
সাক্ষাতে দেখিল্যাম যে করিছ ছেল্যা খেলা॥
হেলায় মহলা তবু লয়্যা যেত্যা চাই।
পাত্রের হুকুম রাখি রণে রোষ[৫] ভাই॥

---

১ যুক্তি ২ কাঞ্চন ৩ প্রণতি ৪—৪ দিগ্বিজয়ী হয়ে ফিরি সঙ্গে সব সখা ৫ বধি

শুনিয়া সেনের সুত মনে মনে হাসে।
বলী বড় বায়স বিনতাস্থতে শাসে॥
মল্লে সম্বোধিয়ে কন লাউসেন রায়।
হেলায় মহলা থাকু প্রাণশক্তি[১] আয়॥
বৃহৎ শরীর তুমি দিগ্বিজয়ী মাল।
আকার বয়েস বুঝি বলিলে ছাওয়াল॥
কৃশ তনু কেশরী পর্ব্বত প্রায় হাতী।
তবু ত পরাণ ছাড়ে খেয়্যা এক লাথি॥
শকে লেখা যাও তুমি মল্ল সারঙ্গধল।
একে একে আয় ত এগিয়া বুঝি বল॥
মল্ল বলে এক চড়ে প্রাণ পারি নিতে।
সেন কন তবে যদি খেমা দিস চিতে॥
কটু দিব্য ত তোকে তালাক তিন তিন।
মল্ল বলে সামাল্য সামাল্য তোর দিন॥
দড় দড় দুই বীরে যুদ্ধের আড়ম্বরি।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবিয়ে শ্রীহরি॥
বচনে বচনে বড় বাড়িল বিবাদ।
ভূতলে আছাড়্যা ভুজ ছাড়ে সিংহনাদ॥
আড়ম্বরি করি দোঁহে মাখে বীর মাটি।
অমনি উঠিয়া লম্ফ উলটি পালটি॥
মালসাট মারি দোঁহে হাতাহাতি যোঝে।
ঘোর শব্দ উঠিছে আছাড়ি ভুজে ভুজে॥
মত্ত গজে গজে যেন বাজে মহাযুদ্ধ।
রণ ধূলে অবনী আকাশ হল্য রুদ্ধ॥
সেইরূপি সমরে সমান রোষারোষি।
মহাযুদ্ধে মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি॥
বাহু কসাকসি রুষি ঢুসাঢুসি[২] যায়।
চঞ্চল চরণ গতি ছান্দাছান্দি[৩] পায়॥

---

১ প্রাণপণে ২ ঠেলাঠেলি ৩ ছান্দে পায়

ঐমনি আছাড়্যা ফেল্যা সিংহনাদ ছাড়ি।
পাছাড়া পাছাড়ি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
সেন মহা প্রতাপে মল্লের বস্তা বুকে।
মুঠকি মারিতে তার রক্ত উঠে মুখে॥
তবে মল্ল অধর্ম্ম অন্যায় যুদ্ধ করে।
[১]চারি মালে একিকালে সেনে আস্তা ধরে[১]॥
জনেক কর্পূর সঙ্গে করে হাতাহাতি।
তিনজনে ধরিয়া ছাড়াতে নারে ছাতি॥
আপনি কেশরী যেন ছাড়িল মাতঙ্গ।
সেইরূপি ঝেড়্যা উঠে মারিয়া ফলঙ্গ॥
মালসাট মারি মল্ল মার মার ডাকে।
সাহসে সেনের তবু তুচ্ছ নাঞি তাকে॥
মালক মারিয়া সেন ভ্রমে শূন্যভরে।
গগনে ঘণ্টার ধ্বনি শুনি মন হরে॥
মল্ল সব সালুর সেনেরে দেখে অহি।
উলটি পালটি লাফে কাঁপাইছে মহী॥
মালক মারিয়ে ধেয়্যা সেনে ধরে তেড়্যা।
বিক্রমে বিশাল রায় বেগে ফেলে ঝেড়্যা॥
কোপে পুনঃ লাফায়্যা ঝাপায়্যা ধরে ঘাড়ে।
বজ্র চড় চাপটি কারে মারে বজ্র চড়ে॥
বজ্র মুঠি মারিতে মল্লের মাথা ফাটে।
নাকে মুখে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে॥
কোপে তাপে লাফে লাফে প্রতাপে অসুর।
পাঁচ মালে ধরে তেড়্যা ছাড়িয়ে কর্পূর॥
ধরাধরি তাড়াতাড়ি পাছাড়া পাছাড়ি।
তবু ঝেড়্যা উঠে সেন সিংহনাদ ছাড়ি।
[২]বেড়াবেড়ি করে[২] সভে একই দাপটে।
সাপটিয়্যা ধর্যা সেনে পাড়িল সঙ্কটে॥

১—১ আসিয়া সকল মালে লাউসেনে ধরে ২—২ বেগগতি ধেয়ে

চরণে ধরিয়া পাক গগনে ফিরায়।
বদনে রুধির উঠে চমকিত রায় ॥
আড়ম্বরি করিয়ে রাখিতে ভূমিতলে।
ধর্ম্মপুত্র বুঝিয়ে ধরণী নিল কোলে ॥
পাত্রের [১]সম্প্রীত বাক্য[১] বলে মল্লগণ।
গাছে আছাড়িয়ে যাউ [২]বধিয়ে জীবন[২] ॥
ভেঙ্গ্যা খুতে চরণ রম্ভার আছে কথা।
[৩]খণ্ডে কি পাত্রের কথা কাটাইব মাথা[৩] ॥
সম্প্রতি পাষাণ চল চাপাইয়া যাই।
বাঁচে ত বধিব পিছে আগে কিছু খাই ॥
এত বলি বুকেতে চাপায়ে শিলাপাট।
[৪]রণ জিনে মল্লগণ[৪] মারে মালসাট ॥
রন্ধন ভোজন সভে করে বাসা গিয়া।
শিয়রে কর্পূর কান্দে শিরে হাত দিয়া ॥
[৫]সেন কন কেন্দোনা রে[৫] ধেয়াও গোসাঞি।
অনাথ বান্ধব বিনে আর কেহ নাঞি ॥
অশেষ বিশেষ স্তেয়ে প্রবোধ করিয়ে।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়ে ॥
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি প্রভুপদপঙ্কজ পঞ্জরে ॥
স্তুতি করি মহামতি ভাসে প্রেমজলে[৬]।
পরিত্রাহি ডাকে রাজা ভকতবৎসলে ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

১—১ পোষিত তবে ২—২ করিয়া নিধন
৩—৩ খণ্ডালে পাত্রের কথা কাটা যাবে মাথা
৪—৪ সমর জিনিয়া চলে ৫—৫ লাউসেন বলে ভাই
৬ আঁখি জলে

হরি হরি এই ছিল্য আমার কপালে।
কর্ম্মভূমে হেন জন্ম কিছু না করিলাম ধর্ম্ম
মল্ল হাতে মল্যাম অল্পকালে ॥
ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগুরু
পুজিব সেবিব[১] বাপ মায়।
[২]মনে ছিল অভিলাষ বিধাতা করিল নাশ[২]
প্রভু হে প্রহারে[৩] প্রাণ যায় ॥
শিল্যাপাটে বুক ফাটে যাইতে যমের বাটে
সঙ্কটে রাখহ যদিস্থাং।
তবে জানি সত্য নাম পতিত পাবন রাম
অনাথ বান্ধব দীননাথ ॥
সুধন্বা রাখিলে তৈলে কয়াধু অনলে[৪] শৈলে
জৌ ঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।
সে সব তোমার ভক্ত আমি [৫]অতি পাপযুক্ত[৫]
নিজ গুণে[৬] কর পরিত্রাণ ॥
করিতে এতেক স্তুতি [৭]অস্থির অখিল পতি[৭]
পাঠাইল্যা পবননন্দনে[৮]।
বীর আসি মহীতলে আখড়া প্রবেশি ছলে
সেনে তোলে ফেলায়্যা পাষাণে ॥
[৯]ঝাড়িয়ে অঙ্গের ধূল আপনি বান্ধেন চুল
কোলে করি মোছাল্যা বয়ান[৯]।
তুমি যে আপদগ্রস্ত[১০] ইহাতে অধিক ব্যস্ত
আপনি আছেন ভগবান ॥

---

১ পালিব ২—২ মনে ছিল বড় সাধ বিধাতা ঘটাল বাদ
৩ প্রমাদে ৪ জননী ৫—৫ মূঢ় পাপাসক্ত ৬ নামে
৭—৭ ব্যাকুল বৈকুণ্ঠপতি ৮ বীর হনুমানে
৯—৯ সেন উঠে ধ্যান বলে বিশেষ বুঝিয়া বলে
উঠাইয়া মুছিল নয়ন
১০ বিপদগ্রস্ত

অতেব এস্যাছি বাপু অবহেলে বধ রিপু
দূরে ত্যেজি যত মনব্যথা ।
সেন কন মহাশয় কি আর আমার ভয়
সদয় লক্ষ্মণ প্রাণদাতা ॥
এত বলি নতশির আশীষ করিল্যা বীর
মল্লের নিধনে দিল্যা বল ।
[১]বিদায় হইলা হনু[১] তৎপদে প্রণত তনু
[২]কবিরত্ন রচিল্যা মঙ্গল[২] ॥

মার মার বল্যা ডাকে লাউসেন রায় ।
শুনিয়া বিস্ময় ভাবি মল্লগণ ধায় ॥
এস্যা দেখে লাউসেন ভূঞ্যে আঁঠু পেড়্যা ।
বীরমাটি মাথে ভুজে ভূতলে আছাড়্যা ॥
ঝেড়্যা উঠি উলটি পালটি লম্ফ দেন ।
[৩]মল্ল করিণী করে[৩] কেশরী হল্যা সেন ॥
রায় বলে আয় বেটা আর[৪] যাবি কোথা ।
[৫]পাষাণেতে আছাড়্যা[৫] ভাঙ্গিব তোর মাথা ॥
জেন্যাছি যোগ্যতা যত বলে মল্লবর ।
এখনি আমার হাতে [৬]যা রে[৬] যম ঘর ॥
এত শুনি রোষে রণে মল্ল মহাশূর ।
দৈবকীনন্দনে যেন মুষ্টিক চাণূর ॥
কোপে তাপে লাফে লাফে তেড়্যা ধরে রায়ে ।
ঝেড়্যা ফেলি মহাবীর ভর করে বায়ে ॥
শূন্যে মারি মালক মল্লের মাঝে পড়ে ।
বজ্র চড় চাটিকারে মারে বজ্র চড়ে ॥
দাদাল্যা দুজনে বড় বাধাল্যা মহিম ।
সারঙ্গ কীচক মাঝে লাউসেন ভীম ॥

১—১ বর দিয়া গেল হনু ২—২ ভণে দ্বিজ নূতন মঙ্গল ৩—৩ মল্ল হৈল করিণী
৪ আজ ৫—৫ ঐ পাথরে আছাড়ে ৬—৬ যাবি

বাহু কসাকসি রুষি[১] ঢুসাঢুসি শিরে।
হাতাহাতি দ্রুতগতি চাক যেন ফিরে॥
চলিতে চরণ জোরে চমকিত মহী।
মল্ল সব সালুর সেনেরে দেখে অহি॥
প্রতাপে প্রধান মালে আছাড়িল্য বীর।
আঠু বুকে দিয়ে মুখে নিকলে রুধির॥
পায়ে ধরি পাক দিয়ে মারিল্য আছাড়।
পাষাণে ভাঙ্গিল্য মাথা চূর্ণ হল্য হাড়॥
পাঁচের প্রধান মত্ত মল্য মাল দুটা।
অপর পালাল্য ধেয়ে দাঁতে কর‍্যা কুটা॥
মরা মালে টেন্যা ফেলে কালিন্দীর জলে।
যুদ্ধ জিনি দু ভাই চলিল্যা কুতূহলে॥
মল্লডোর ফলায় বান্ধিল মহাশয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল্য বিস্ময়॥
রায় রাণী বারতা পাইল্যা[২] লোকমুখে।
আনন্দে [৩]এগুয়্যা আসি[৩] পুত্র নিল্য বুকে॥
[৪]চান্দমুখে চুম্বন করিল শত শত[৪]।
পিতামাতা চরণে দুভাই হল্যা নত॥
মল্লের বিশেষ কথা শুন্যা কর্ণসেন।
রাণীরে অবোধ বল্যা অনুযোগ দেন॥
[৫]কি বুঝ্যা[৫] আনাল্যা দুষ্ট পাতরের মালে।
প্রভু রক্ষা করিল তোমার পুণ্যফলে[৬]॥
যত মল্ল ভেক মাঝে সারঙ্গধল সর্প।
লাউসেন গরুড়ে হরিল[৭] তার দর্প॥
রাণী বলে যে কিছু তোমার কৃপাবলে[৮]।
দেখে শুন্যা সেনে সভে ধন্য ধন্য বলে॥
কেহ [৯]কেহ বলে এই[৯] পরম পুরুষ।
মহী মাঝে মূর্তিমন্ত মায়ায় মানুষ॥

১ আর ২ শুনিয়া ৩—৩ ভাসিয়া লোহে ৪—৪ মুখে করি চুম্বন আশীষ করে কত ৫—৫ কুবুদ্ধে ৬ পুণ্যবলে ৭ নাশিল ৮ পুণ্যফলে ৯—৯ বলে লাউসেন

কর্ণসেন বলে যত দূরে গেল ভয়।
যেখানে পাঠাব পুত্রে সেইখানে জয়॥
রাণী কন তবু কি আঁখির আড় করি।
এত বলি আনন্দে প্রবেশ করে পুরী॥
[১]পুত্রের কল্যাণে রাণী আনি বিপ্র যত।
গোধন ধরণী ধন বিলাইল্যা কত॥
ভক্তিমতে নিয়ত পুজেন নিরঞ্জন।
যতনে করেন দুই পুত্রের পালন॥
দেবগুরু দ্বিজার্চ্চনা স্বস্ত্যয়ন শান্তি।
লাউসেনে শিশুবুদ্ধি ঘুচে মন ভ্রান্তি॥[১]
অতঃপর দু ভাই বিরলে যুক্তি করে।
অবিলম্বে চল দাদা গোউড় সহরে॥
মল্লের নিধন পাত্র পাইল বারতা।
হতাশ ভাবিয়া পাত্র করে হেঁট মাথা॥
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥*
ঘনরাম গান সতী সীতার নন্দন।
এ বেলার মত রহে ধর্ম্মের কীর্ত্তন॥

॥ ইতি ফলা নির্ম্মাণ পালা সমাপ্ত ॥

১—১ পুত্রের কল্যাণে কত বিলাইল ধন।
আনন্দে করিল রাজা দ্বিজ দেবার্চ্চন॥

* বইতে ভনিতা নিম্নরূপ আছে—
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায়॥
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

গৌড় যাত্রা পালা

অসার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর ॥
বদন বিস্তারি হরি বল বন্ধুজন।
গোপাল গোবিন্দ গঙ্গারাম নারায়ণ ॥
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই নারায়ণ নাম।
যে না বলে বদনে বিধাতা তারে বাম ॥
অন্য চোরে হরে কিছু নরের যে ধন।
কতেক বিক্রম তার করে কতজন ॥
জন্মে জন্মে জীবের অর্জ্জিত যত পাপ।
স্মরণে অশেষ হরে নামের প্রতাপ ॥
নিধন করিয়া মল্লে লাউসেন রায়।
নিকেতনে নিরপক্ষে কতদিন যায় ॥
কর্পূর বলেন দাদা শুন নিবেদন।
অতঃপর উচিত নৃপতি সম্ভাষণ ॥
অল্পকালে আপনি অশেষ গুণধাম।
বিদেশে বিখ্যাত নাঞি হল্য যশোনাম ॥
ঘরে বস্যা পরিচয় কে বা কার জানে।
গুণ প্রকাশিল্যা যশ জগতে বাখানে ॥
যাতায়াত আলাপে জগৎ হয় বশ।
অবনীমণ্ডলে দাদা এ বড় পৌরষ ॥
মামা মেসো ভিন্ন নয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।
দরশনে দশগুণ বাড়িবে আনন্দ ॥
এত শুনি কর্পূরে কহেন লাউসেন।
গোউড় গমনে গৌণ নাঞি একক্ষেণ ॥
করপুটে কর্পূর কহেন সবিনয়।
কিরূপে গোউড় যাব কবে[১] মহাশয় ॥

---

১ কহ

সেন কন কোলাহলে কিছু কার্য্য নাই।
লুপ্ত বেশে গুপ্তগণে যাব দুটি ভাই ॥
অন্ত থাক পদব্রজে রাখিয়া বাহন।
নফর চাকরে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
দুরন্ত কৃতান্ত সম মামা মহাশয়।
ব্যক্তবেশে অতেব যাইতে ভাবি ভয় ॥
কর্পূর কহেন দাদা কহিল্যা প্রমাণ।
কিন্তু রাজপুত্রে এই অতি অবিধান ॥
সেন কন ইতিহাসে কর অবগতি।
রঘুবংশে রাম রাজা ত্রিজগৎপতি ॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাম রাজ্যের ঈশ্বর।
বনবাসে সঙ্গে কেন না নিলে নফর ॥
অপরঞ্চ ধর্ম্মপুত্র[১] ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃভেদে পঞ্চভাই প্রেবেশিল্য বন ॥
না ছিল নফর কালি শুনেছ পুরাণ।
অপরঞ্চ শুনিলে যে নল উপাখ্যান ॥
সেইরূপি গুপ্তবেশে যাওয়া যুক্ত হয়।
কর্পূর বলেন ভাল চল মহাশয় ॥
এত বলি সাজনি করিছে সবিশেষ।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধদেশ ॥
পায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িত জড়িত ॥
কোমর কসনি করে [২]বসন বিমলে[২]।
পরিসর পুরট পট্টকা তার কোলে ॥
দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা।
শিরে বান্ধে সরবন্দ সুবর্ণের চীরা।
[৩]বিন্দু ইন্দু বান হেম[৩] মাঝে পঞ্চহীরা ॥

---

১ ধর্ম্মরূপ ২—২ কুরঙ্গীর ছালে ৩—৩ বিন্দু বিন্দু হেম তার

কত কাঁচা কাঞ্চন কল্পিত কণ্ঠমাল।
আভরণ পরিয়া উড়নি গায়ে শাল ॥
চন্দন [১]চন্দ্রিমা চন্দ্র[১] চৌরস্ কপালে।
শোভে যেন শশীকলা সদাশিব ভালে ॥
যতনে রতন মণি রাজ আভরণ।
নানা বর্ণ পরে কর্ণসেনের নন্দন ॥
অঙ্গুরী অঙ্গদ হেম হীরা মণি গলে।
ঢল ঢল কুণ্ডল দুলিছে গণ্ডস্থলে ॥
বাহুমূলে বাজুবন্দ বিরাজিত বেশ।
ধর্ম্মের কবচ তায় বিম্ব করে শেষ ॥
হর্ষ হয়্যা হেত্যার বান্ধিল কসাকসি।
বিশাই নির্ম্মাণ ফলা অভয়ার অসি ॥
পথের সম্বল কিছু লাউসেন বান্ধে।
খাঁড়া ফলা কর্পূর কুমার নিল[২] কান্ধে ॥
প্রথমে প্রণতি করি প্রভু[৩] নিরঞ্জনে।
সাজিয়া চলিল দোঁহে[৪] পিতৃসম্ভাষণে ॥
উপনীত হল্য যেয়্যা[৫] রাজার সাক্ষাৎ।
লক্ষ্মণের সহিত যেমন রঘুনাথ ॥
পিতারে প্রণাম করি বলেন বিনয়।
রাজ সম্ভাষণে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ॥
কর্ণসেন বলে বাপু নাহি করি মানা।
সহিতে নারিব তব মায়ের গঞ্জনা ॥
নাচে বাটে ঘাটে মাঠে রবে[৬] মুখ চায়্যা।
আমি কত প্রবোধিব[৭] মন্দবুদ্ধি মেয়্যা ॥
পুত্রের প্রতাপে হয় পৌরুষ পিতার।
গোবিন্দ হইতে গোপ কুলের উদ্ধার ॥

১—১ চর্চ্চিত চুয়া ২ করে ৩ ধর্ম্ম ৪ তবে
৫ দোঁহে ৬ তোর
৭ নিবারিব

কি করিল ভগীরথ জন্মে সূর্য্যবংশে।
সুপুত্র হইলে গোত্রে সবাই প্রশংসে ॥
সুবৃক্ষ চন্দন গন্ধে সুশোভিত বন।
সুপুত্র হইলে গোত্রে প্রকাশে তেমন ॥
কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥
সিংহের প্রতাপ ধরে হল্যো সিংহ ছা।
এ কথা না বুঝে তোর অভাগিনী মা ॥
[১]শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী[১] ॥*

১—১ মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥
প্রভু যার রামচন্দ্র অখিল আধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

* বইতে ভনিতা নাই এবং ত্রিপদী অংশটি নিম্নরূপ পয়ারে রচিত—
পিতা পুত্রে সন্তোষে শুনিয়া রঞ্জারাণী।
নয়নে গলিছে ধারা গদগদ বাণী ॥
আসিয়া ধরিল লাউসেনের গলায়।
কোথা কারে ছেড়ে যাবে অভাগিনী মায় ॥
শুনিয়া রাজার যুক্তি প্রাণ মোর ফাটে।
এই কালে এখনি এতেক দুঃখ উঠে ॥
ভেয়ের বচনশেলে জরজর হিয়া।
শালে ভর দিনু বাপু ইহার লাগিয়া ॥
চাঁপায়ে সেবিয়া ধর্ম্ম ত্যজিনু জীবন।
এক জন্ম মরে পাইনু তোমা পুত্র ধন ॥
পাসরিনু সব দুঃখ চাঁদমুখ চেয়ে।
তোমার বাপের যুক্তি বৃদ্ধকাল পেয়ে ॥
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজি গেলে স্বর্গপথ ॥
জানিয়া শুনিয়া বুড়া না বুঝে বিশেষ।
বচন সরস ভাবে যাও দূর দেশ ॥

পিতা পুত্রে বাণী শুনে রঞ্জারাণী
ঐমতি পোয়ের গলে।
ধরিয়্যা কহেন বাছা লাউসেন
কি কথা কহিলি বিরলে॥
(আমি) শালে দিয়ে ভর এই কলেবর
জর জর হয়্যা প্রাণ।
ত্যেজি তপস্যায় বাঁচাইয়্যা তায়
প্রভু দিল্যা পুত্রদান॥
(আমি) পাসরিতে দুখ পাল্যা মহাসুখ
ও চাঁদ বচন চায়ে।
তোর অভিপ্রায় শুনে দিল সায়
রায় বৃদ্ধ কাল পোয়ে॥
পুরাণ ভারথ শুনে যে নিয়ত
ভবে এত নাই মনে।
রাজা দশরথ বুদ্ধি হল্যা হত
পুত্রে পাঠাইয়া বনে॥

নত হয়ে লাউসেন নিবেদন করে।
বড় সাধ যাব মামা মেসোদের ঘরে॥
লোকে বলে মাকে চেয়ে মোহ করে মাসী।
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আসি॥
কালে কালে কতেক রাজারে দিব কর॥
সদাস সাদরে হব রাজার চাকর॥
রাজপুরে পুরস্কার কত ধন পাব।
ইলামে ময়নামহী অবশ্য আনিব॥
রাণী বলে কোন ধনে আমি নই হারা।
দূর দেশে যাবে কেন দরিদ্রের পারা॥
রাজকর খরচ খয়রাৎ হেন জানি।
পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি॥
বসিয়া বিরাজ কর বাপের ঠাকুর।
এত শুনি আগুসার কহেন কর্পূর॥

গৌড় যাওয়া যুক্তি নিদারুণ উক্তি
মোরে ক্ষেমা দিবে বাপ।
যত দুঃখ মেলি এককালে উথলি
উঠিবে উতলা তাপ॥
মায়ের চরণ ধরি নিবেদন
কন লাউসেন রায়।
মিছে ভাব ভয় সব বাঞ্ছি জয়
তোমার পুণ্যের প্রভায়॥
যে জঠরে জন্ম প্রভু যার ধর্ম্ম
পিতা পুণ্যবান যার।
রণে বনে স্থানে কিবা রাজধানে
বিপদ নাহিক তার॥
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিলে সানন্দ
বাসিবেন মেস্তোমাসী।
প্রসন্ন হইলে তুমি আজ্ঞা দিলে
দিন দশ দেখ্যা আসি॥

সগুণ হইলে পুত্র সভাতে উজ্জ্বল।
নির্গুণ জনার মাতা সকলি বিফল॥
কেবা কোথা রাজার চাকর নাহি হয়।
নিষেধ করহ কেন কারে কর ভয়॥
তুমি যার জননী জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায়॥
রাণী বলে সব সত্য সাক্ষী পেনু মনে।
না মানে প্রবোধ পাপ মায়ের পরাণে॥
বিদেশ গমনে বাপু বড় বুক চাই।
নবনী অধিক তনু তোরা ছুটি ভাই॥
ইহার কারণ বাপু কহি মন কথা।
কেবা না বাসনা করে পুত্রের যোগ্যতা॥
রাজসঙ্গে আলাপে অনেক অর্থলাভ।
যাইলে জানিবে যত মাতুলের ভাব॥

শুনে রাণী বলে কল্যাণে কুশলে
রবে না অকল্যাণ।
(তথাপি অবোধ না মানে প্রবোধ
কি পাপে মায়ের প্রাণ॥)
তখন কহেন রাজা কর্ণসেন
কেন হেন মনকথা।
ত্যেজ মন ভ্রম বিশাল বিক্রম
সাক্ষাতে দেখিল্যা যোগ্যতা॥
না হয়্যা বিষণ্ণ যারে সুপ্রসন্ন
আছে যে অনাদ্য ধর্ম্ম।
জগন্মাতা আসি যারে দিলে অসি
ফলা দিলে বিশ্বকর্ম্ম॥
কি কর্ম্ম সংসারে অসাধ্য তাহারে
দেবতা দেখাবে সভা।
হবে পুরস্কার বিশেষ তোমার
প্রকাশে পুণ্যের প্রভা॥

লাউসেন বলে মাতা না ভাবিও ভয়।
জননীর আশীষে জগতে হয় জয়॥
কৌশল্যার আশীষে ঠাকুর রঘুনাথ।
সবংশে রাবণরাজে করিল নিপাত॥
ভাসাইল সাগর সলিলে গুরু শিলা।
সে কেবল জননী আশীষে তার হৈলা॥
লবকুশে আনন্দে আশীষ কৈল সীতা।
সেই তেজে জিনে তারা রাম হেন পিতা॥
কুন্তীর আশীষে দেখ অর্জ্জুন অজয়।
আজ্ঞা দেও বিদেশে গমনে নাই ভয়॥
প্রবোধ পাইয়া রাণী বাড়িল বিষাদ।
শিরে হাত দিয়া কত কৈল আশীর্ব্বাদ॥
কল্যাণে থাকিয়া রবে তোমরা দুজন।
রাণী বলে সঙ্কটে সহায় নিরঞ্জন॥

রাজার সাক্ষাৎ জেতো যদিস্যাৎ
পথে হেন বিঘ্ন ঘটে।
স্মরণে গোসাঁই রক্ষা সর্ব্বদাই
করিবেন বিসঙ্কটে॥
করপুটে পুন পুত্র কন শুন
সামনে না ভাব আন।
তেজ অপরাধ কর আশীর্ব্বাদ
অক্ষয় কবচ দান॥
পরম পুরুষে পুত্র লবকুশে
আশীষ করিল পিতা।
সেই তেজ ধরি সংগ্রামে কেশরী
জিনে রাম হেন পিতা॥
শুন অপরঞ্চ পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ
মায়ের আশীষ ধরে।
সারথি গোবিন্দে পাইয়া আনন্দে
কুরুবংশ ধ্বংস করে॥

রিপুগণ দলনে হইবে কালান্তক।
যশ কীর্ত্তি জগতে জাগিয়া যাক্ শক॥
চরাচর চত্বরে চণ্ডিকা হবে সখা।
অবিলম্বে আসিবে রাজায় করি দেখা॥
এতেক কহিয়া কহে কর্পূর পুতরে।
উপদেশ অনেক বুঝালে পরস্পরে॥
দূর দেশে দুজনে থাকিবে কাছে কাছে।
ছোট ভাই বলিয়া বিরূপ বল পাছে॥
বড় বলে বড় ভাব বাড়াবে কর্পূর।
রামে অনুগত যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর॥
তথাস্তু তোমার আজ্ঞা নহে অন্যমত।
এত বলি দুই ভাই করে দণ্ডবৎ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥

জননী জনক আশীর্ব্বাদ লোক
ইহ পরকাল তরে।
ধার্ম্মিক পুত্রের বাক্য মা বাপের
মনের সন্তাপ হরে ॥
(রাণী) করেন আশীষ দেব জগদীশ
অভিলাষ বাক্য পূর্ণ।
হয়্যা তব পক্ষ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ
বিপক্ষে করিবে চূর্ণ ॥
সঙ্কটে শঙ্করী লবেন উদ্ধারি
অশেষ আপদ খণ্ডি।
নিত্য নব নব সুমঙ্গল তব
চিন্তেন চামুণ্ডা চণ্ডী ॥
চল অতঃপর গৌড় যাওয়া কর
এই বেলা শুভক্ষণ।
শুনে হর্ষমনে কর্পূরের সনে
নতবান লাউসেন† ॥
বন্দি বিপ্রবরে আশীর্ব্বাদ ধরে
পরে যত গুরুজনে।
পুরে বেদগান করিল প্রস্থান
দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥
রণসাজ করি যবে রায় চলে রাজধানে।
দেখ্যা সভে অনিমিখ অঝোর নয়ানে ॥
অযোধ্যা অস্থির যেন রাম যান বনে।
গোকুলে গোপিকাগণ গোবিন্দ গমনে ॥

---

†—† বিদায় হইয়া সেন করিলা গমন।
কালিন্দী নদীর ঘাটে দিল দরশন ॥
তরণী শরণে সুখে নদী হল পার।
দুকূলে আকুল লোক করে হাহাকার ॥
গোবিন্দ গমনে যেন যশোদা বিকল।
অবিরত রঞ্জার নয়নে বহে জল ॥

ময়নানিবাসী যত পুরুষ কি মেয়্যা।
চিত্ররেখা সমান সেনের মুখ চেয়্যা॥
মধুর বচনে মন প্রবোধি সভার।
লাউসেন কর্পূর কালিন্দী হল্য পার॥
পথে পথে যেতে যেতে সঞ্চরে শরীরে।
জ্ঞান ধর্ম্ম তত্ত্ব কন যান ধীরে ধীরে॥
পিছে রাখি পত্নমা পাই কেলেঘাই।
বিশ্রাম বিক্রমপুরে করে দুটি ভাই॥
স্নান পুজা ভক্ষণে করেন মাত্র ব্যাজ।
মোকামে মোকামে আসি পাইল নানাবাজ॥
দ্বারিকেশ্বরে স্নান পুজা প্রসাদ ভোজন।
পরে আসি প্রেবেশ করিল্যা উচালন॥
নিশা করি বিশ্রাম প্রভাতে তারপর।
দিগদণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর॥
অতঃপর কর্পূর কহেন মহাশয়।
এই নদ স্থানে হয় মহা পুণ্যোদয়॥
অশেষ পাতক হরে পায় ব্রহ্মপদ।
ভুবনে বিখ্যাত এই দামোদর নদ॥
লাউসেন কন তা অবশ্য কর স্নান।
পথে পুজা আহ্নিক তাহ্নিক ত্বরাবান॥
এতো বলি স্নান পুজা প্রসাদ ভোজন।
সত্বর করিয়া পুন করিল গমন॥
ভবের ভাবিনী ভীমা ভকতবৎসলা।
বর্দ্ধমানে বন্দে যান সর্ব্বমঙ্গলা॥[১]

বাছুমণি জীবন জনম দুখিনীর।
যার লাগি শত শেলে ভেদিল শরীর॥
হেন পুত্র যায় দূর মায়ে দিয়া দুখ।
হাপ রে ময়নার লোক দেখি চাঁদমুখ॥
শ্রীরামে পাঠায়ে বনে রাজা দশরথ।
অবনী লোটায়ে কান্দে নাহি দেখে পথ॥

গুরুগতি কজ্জলা রাখিলে দুইজনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনী বদনে॥
বিশ্রাম বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরী পথে হেন কালে॥

পুত্রশোকে সমাকুল সেই অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া কাঁদে কর্ণসেন রায়॥
গোবিন্দ ছাড়িয়া গেল যাইতে গোকুল।
গোপিনী সকল শোকে কান্দিয়া ব্যাকুল॥
সেইরূপ কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
যেন চিত্র পুতুলি সেনের মুখ চেয়ে॥
শোকাকুলি রঞ্জাবতী বুক নাহি বান্ধে।
অবনী লোটায়ে রঞ্জা ফুকারিয়া কান্দে॥
প্রবোধিয়া কয় যত নগরের লোক।
পুত্র যায় মানী বাড়ী কেন কর শোক॥
প্রবোধ করিয়া নিয়া নিজ ঘরে যায়।
ধূলাডাঙ্গায় উপনীত লাউসেন রায়॥
রাখিয়া বিক্রমপুর কতদূরে যায়।
পদ্মমা পশ্চাৎ করি কালীঘাট পায়॥
অবিলম্বে মোকামে মোকামে যুবরাজ।
লঘুগতি প্রবেশ করিল জানাবাজ॥
দ্বারিকেশ্বর পার হয়ে পীরের চরণে।
সেলাম করিয়া প্রবেশিল উচালনে॥
রাখিয়া মগলমারী পশ্চাতে আসিলা।
সৈয়দ মোকামে আসি সেন উত্তরিলা॥
বরাকপুরের খাল পশ্চাতে রাখিয়া।
উত্তরে উলার গড়ে শ্রমযুক্ত হইয়া॥
তরণী সরণি হেরি মলিন বদন।
তরুতলে তখন বসিল দুইজন॥
শুন দাদা তপনে তাপিত হল তনু।
কি কব বিশেষ তায় মেঘমুক্ত ভানু॥
অতিশয় পুণ্যোদয় আগে এই নদ।
যারে জল পানে খণ্ডে অশেষ পাতক॥

হরিদাস তাম্‌লী সহিত হল্য দেখা।
[১]ভাবে ভব্য তাম্‌লী ভাগ্যের নাই রেখা ॥[১]
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুইজনে।
কতখান অনুমান তাম্বুলীর মনে।
[২]দেখহ দেবতা পুত্র পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্তিমন্ত মায়ায় মানুষ ॥
অথবা গন্ধর্ব্ব দুই কিবা রাজবেশী।
এল বা কষায় তনু তথাপি তপস্বী ॥[২]
মনে করে এ হেন অতিথি যদি পাই।
সেবায় সঙ্করে[৩] পুণ্য পাতক এড়াই ॥
বুঝি মোর আছে ভাগ্যে নহে মাঝপথে।
কেন দেখা হবে দুই মহাজন সাথে ॥
অনুমানি [৪]বচন বলেন[৪] ধীরে ধীরে।
আজি এস মহাশয় আমার মন্দিরে ॥

ভুবনে বিখ্যাত নদ দামোদর কয়।
স্নান পূজা ইহাতে উচিত মহাশয় ॥
শ্রীধর্ম্মে স্মরণে রায় কর স্নান দান।
পথে কর আহ্নিক তান্ত্রিক ত্বরাবান ॥
এত বলি স্নান পূজা প্রসাদ ভোজন।
সত্বরে করিলা দোঁহে করিয়া গমন ॥
বর্দ্ধমানে বন্দি চলে ভকতবৎসলা।
সঙ্কটনাশিনী শিবা সরবমঙ্গলা।

১—১ মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সথা

২—২ অত্যান্ত দীঘল নহে নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব ॥
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানব মুরতি হয়ে মহীমাঝে ফিরে ॥
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ ॥

৩ বাড়াই   ৪—৪ বিনয়ে কহেন

উপযুক্ত কাল তায় বুঝি পুণ্যবান।
ভাল ভেয়্যা চল বল্যা করিল্যা পয়ান ॥
মাতা যাঁর মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
ভাগ্যবন্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা।
নাথ যার রামচন্দ্র অখিল আধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
মিছে মায়া মোহজালে জড়াইয়া জীব।
জন্ম যায় জঞ্জালে না সেবে সদাশিব ॥
বদনে না বল রাম নাম সুধাময়।
কুকর্ম্ম করেছ কত পাতক সঞ্চয় ॥
যমভয় মহাঘোর নরকযন্ত্রণা।
তখনি তরিবে তার শুনহ মন্ত্রণা ॥
পার পাবে অসার সংসার ঘোর সিন্ধু।
বদনে গোবিন্দ গুণ গাও গাও বন্ধু ॥
নিজবাসে আসি ভাষে সংসার সকল।
আদরে আসন দিয়ে যোগাইল জল ॥
পরিবার সহিত সেবক হয়্যা সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে ॥
পরিপাটি ভোজন করিয়া ছয়[১]রসে।
দুই চারি বচন বলেন[২] ভক্তিবশে ॥
কত জ্ঞান তত্ত্বকথা সভারে বুঝাই।
অলস এড়ান নিদ্রা যান দুটি ভাই ॥
[৩]নিশানাশে নমিত নয়নে[৩] নিদ্রামায়া।
উপনীত গোবিন্দতনয় সুতজায়া ॥
রাতুল বরণ রুচি অরুণ উদিত।
নিরখিয়া নিশাপতি হইল্যা লজ্জিত ॥
উড়ুগণ পলাইল্যা প্রাণপতি সঙ্গ।
যতি সতীজনার হইল্যা নিদ্রাভঙ্গ ॥

---

১ পাঁচ　　২ প্রধান　　৩—৩ নিশা যেতে নয়ানে ছাড়ে

হেনকালে ধর্ম্মপুত্র লাউসেন রাজা।
সরোবর সলিলে করিল্যা স্নান পূজা॥
বিদায়ের বিষয় বলিতে হরিদাসে।
তামলিতনয় তবে সবিনয়ে ভাষে॥
মহাশয় পরিচয় কর অতঃপর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কোন দেশে ঘর॥
পুণ্যবান পুণ্যবতী কেবা পিতা মাতা।
এত শুনি হল্যা রায় পরিচয়দাতা॥
ময়না নগর বাড়ী দক্ষিণ অবনী।
পিতা কর্ণসেন মাতা ধর্ম্মতপস্বিনী[১]॥
নিজ নাম লাউসেন অনুজ কর্পূর।
ভূপতি সম্ভাষ হেতু যাব গৌড়পুর॥
পরম পুরুষ [২]বটে পিতামহ[২] মোর।
হরিপদনখবিধুসুধায় চকোর॥
মোর জন্ম তপস্বিনী জননী জঠরে।
ধর্ম্ম পূজি তনু যে ত্যজিলা শাল ভরে॥
শুনিয়া প্রণতি করি কয় কর জুড়ি।
[৩]পদরজে পবিত্র হইল্যা[৩] মোর বাড়ী॥
পুনরপি এখানে যখন হবে বাস।
তখনি জানিব পূর্ণ মনঅভিলাষ॥
ঘৃণা না করিও তুমি ভৃত্য হরিদাসে।
বিজ্ঞ বট বাল্মীক পুরাণ ইতিহাসে॥
রঘুবংশে রাম রাজা রাজীবলোচন।
নিত্যানন্দ পরম পুরুষ সনাতন॥
পালিতে পিতার সত্য বনবাসে গেলা।
গুহক চণ্ডাল সনে পথে হল্যা মেলা॥
সরণি আগুল্যা কয় কর্য়া জোড়হাত।
আজি আয় আমার মন্দিরে রঘুনাথ॥

---

১ রঞ্জারাণী ২—২ পিতা মাতামহ ৩—৩ পদরজ পরশে পবিত্র

পালিতে পিতার সত্য কালি যাস্ বন।
আশয় বুঝিয়া প্রভু নিল্যা নিমন্ত্রণ ॥
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু সেবিত।
হেন রাম গুহক মন্দিরে উপনীত ॥
ফল মূল খান প্রভু গুহক আদরে।
জানকী উদ্ধারি পুন এল্য তার ঘরে ॥
আপনি সকল জ্ঞান কি কব বিশেষ।
তোমার তুলনা তুমি পুরুষ পরেশ ॥
তুমি যে পুরুষ আর যার গর্ভে জন্ম।
কি কব মহিমা তার প্রভু যার ধর্ম্ম ॥
এত শুনি লাউসেন আনন্দে বিভোল।
মৈত্র ভাবে তাম্রলিতনয়ে দিল কোল ॥
শুন বন্ধু এদেশে আমার তুমি সখা।
যাতায়াতে এইখানে মোর পাবে দেখা ॥
এত বলি হরিদাসে করিল বিদায়।
লঘুগতি ভূপতি [1]ভেটিবা হেতু[1] যায় ॥
কর্পূর পশ্চাতে অগ্রে লাউসেন বীর।
অঙ্গের আভায় ভয় মানিছে[2] তিমির ॥
সমান বয়েস বেশ বিধাতার লেখা।
রামে অনুগত যেন হরিসুতসখা ॥
গুরুপদ ভাবি যান [3]অতিশয় বেগে।[3]
কত দূরে সরণি দেখিল্যা তিন দিগে[4] ॥
লাউসেন কন ভাই এবে চল আগে।
পথে দাঁড়াইতে নারি যাব কোন দিগে ॥
এতেক কহিল্যা যদি সরস চাতুরী।
কর্পূর বলেন দাদা নিবেদন করি ॥
অগ্রগামী তোমার কখন আমি নই।
ভাল মন্দ পথের বিশেষ শুন[5] কই ॥

১—১ ভেটিতে দোঁহে ২ মানিল ৩—৩ পরম কৌতুকে ৪ মুখে ৫ কথা

যদি যাও মহাশয় পশ্চিম সরণি।
দেখিবে দ্বারকা পুরী অযোধ্যা অবনী॥
মথুরা গোকুল গয়া গোবর্দ্ধন গিরি।
মধুর শ্রীবৃন্দাবন কাশী শিবপুরী[১]॥
এ সকল পুণ্যতীর্থ[২] করিয়া ভ্রমণ।
ছ মাসের পরে পাবে গৌউড় ভুবন॥
ঈশান [৩]সরণি মুখে[৩] যদি যাও ভাই।
তিন মাসে তরণী সরণি সুখে যাই॥
বিরাটতনয় মুখে যদি কর ভর।
ছদিনে পাইবে রায় গৌউড় সহর॥
এই পথে চল ভাই লাউসেন কন।
[৪]ভণে দ্বিজ ঘনরাম মধুর কীর্ত্তন[৪]॥
কর্পূর বলেন দাদা শুন নিবেদন।
এক যোগে দুই ফল ত্যজ কি কারণ॥
তীর্থভূমি ভ্রমিয়া ভূপতি ভেট গিয়া।
লাউসেন কন ভাই শুন মন দিয়া॥
এদেশে এমন বেশে কভু আসি নাঞি।
বক্রগতি ইহাতে উচিত নহে ভাই॥
অবিলম্বে যাই চল রাজ্য সম্ভাষিয়া।
শোকে হরা জননী সরণিমুখ চেয়া॥
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন॥
বিজ্ঞ বট বুঝে দেখ বচন বিশেষ।
যে তত্ত্ব জানিলে যোগে ঠাকুর মহেশ[৫]॥
সুরপতি শঙ্করে সেবিল্যা যেই কালে।
পারিজাত মালা দিল সদাশিব গলে॥

---

১ বিশ্বপুরী ২ পুণ্যস্থান ৩—৩ অখিল গণ্ডে
৪—৪ দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মকীর্ত্তন
৫ গণেশ

মালা গলে কৈলাসে আইলা সদানন্দ।
কার্ত্তিক গণেশ দেখ্যা আরম্ভিল দ্বন্দ্ব॥
বিবাদ ভাঙ্গিলা শিব বিষম বচনে।
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রম আগে ভাই দুইজনে॥
যে জন ভ্রমণ কর্যা আসিবে সকালে।
পারিজাত মালা আমি দিব তার গলে॥
এত শুনি আনন্দে বিভোল ষড়ানন।
শিখি আরোহণে শূন্যে করিল্যা গমন॥
শুনে সচিন্তিত বড় গণেশ ঠাকুর।
গমন শকতি নাই বাহন ইন্দুর॥
যোগাসনে গজানন বুঝিলে বিশেষ।
রাম নামে নাই কোন তীর্থ অবশেষ॥
রাম নাম অখিল মন্ত্রের বীজময়।
নীর বাত তরণী সরণি সুখোদয়॥
আশ্রয় করিল্যা প্রভু যোগাসনে বসি।
মুহূর্ত্তেকে পেল্যা তত্ত্ব তীর্থ অভিলাষী॥
বুঝিয়া গণেশে মাল্য দিল পুরহর।
ষড়ানন আসি পিছে হইল্যা ফাঁপর॥
হেন রাম নামে রতি মতি যদি রয়।
তাকে চেয়্যা তীর্থযাত্রা ফল বাড়া নয়॥
বিলম্বে নাহিক ফল শীঘ্র চল ভাই।
ছ মাস ছাড়িয়া ছ দিনের পথে যাই॥
তখন তরাসে ফুটে কহেন কর্পূর।
ও পথের নামে প্রাণ করে দুরদুর॥
লাউসেন কন কেন কি কারণে ভয়।
কর্পূর বলেন শুন দাদা মহাশয়॥
আগে অই অন্ধকার জলন্দার গড়।
গৌড়পতি প্রাণ লয়্যা যায় দিল রড়॥
ঐ পুরের ভূপতি শার্দ্দুল কামদল।
যার পরাক্রমে টুটে দেবতার বল॥

জাঙ্গাল শিখরে বধি বাঘ হলো রাজা।
সদাই সদয় তারে দেবী দশভুজা॥
অন্ধকের চক্ষু তুমি দরিদ্রের হীরা।
না যাও ও পথে দাদা চল যাই ফিরা॥
সামান্য শার্দ্দূল নয় শুন মহাভাগ।
ইন্দ্রের নর্ত্তক ছিল অভিশাপে বাঘ॥
কও কেন কিবা দোষে কেবা দিল শাপ।
কর্পূর কহেন শুন তার মনস্তাপ॥
বলিতে বাহুল্য বাক্য বৈস দণ্ড দুই।
গুরুতর ভার স্কন্ধে অসি ফলা থুই॥
রাখিয়া বিবরে কন শার্দ্দুলের জন্ম।
দ্বিজ ঘনরাম গান ধ্যান করি ধর্ম্ম॥

কর্পূর কহেন তত্ত্ব শুন দাদা সুমহত্ত্ব
বাঘ জন্ম করি নিবেদন।
নর্ত্তক শ্রীধর নামে ছিল সুরপতি ধামে
ব্যাঘ্র হইল দৈবের ঘটন॥
একদিন সুরপুরে শ্রীধর তাণ্ডব করে
দেবসভা দেখেন হরিষে।
তাণ্ডবে তুষিল সভা হেনকালে হেম আভা
ঈশ্বরী আইল অবশেষে॥
বাঘপৃষ্ঠে ভর করি প্রবেশিল সুরপুরী
মহেশ গণেশ গুহ সঙ্গ।
দেখিয়া বাঘের ঠাট বিচলিত হৈল নাট
নর্ত্তক করিল তাল ভঙ্গ॥
বুঝিয়া তাহার মতি কোপে তাপে ভগবতী
অভিশাপ দিলেন অরিষ্ট।
দেখিয়া যাহার রঙ্গ তাণ্ডব করিলি ভঙ্গ
সেই কুলে জন্মাগে পাপিষ্ঠ॥

শুনি এই অভিশাপ নটপতি পায় তাপ
কহে চণ্ডীপদে করি শোক।
মন্দমতি জনে জয়া কে জানে তোমার মায়া
যাহাতে মোহিত তিন লোক॥
তোমার নর্ত্তক হয়ে মহীমণ্ডলেতে যেয়ে
কাননে কেমনে হব বাঘ।
পতিতপাবনী নামা কোন দোষে অগো শ্যামা
বালকে এতেক হলো রাগ॥
কুক্ষণে পোহাল নিশি কোন দোষে নাহি দোষী
কান্দে নট করি মনস্তাপ।
তুমি যে আপনি মাতা সুমতি কুমতি দাতা
তবে কেন মোরে অভিশাপ॥
তোমার মহিমা শেষ ভব বিধি হৃষীকেশ
সনক সনন্দ সনাতন।
বিশেষ না পেলে ভেদ আগম পুরাণ বেদ
তপে জপে যোগে যোগীগণ॥
আমি মন্দমতি ভ্রান্ত কি জানিব শাপ অন্ত
কৃপা করি কহ মহেশ্বরী।
জন্ম যেয়ে জলন্দাতে সংগ্রামে সুজনহাতে
মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী॥
অভিমান ত্যজ দূরে এইরূপে সুরপুরে
অভিশাপ দৈবের ঘটন।
মুরারি ভবন দ্বারী সুরপতি দহুজারি
দুঃখ পেলে যাহার কারণ॥
নিবৃত্ত হইয়া নাটে চম্পক নদীর তটে
রূপী বাঘের গর্ভে কর বাস।
আমি না ছাড়িব দয়া দিব চরণের ছায়া
স্মরণে পুরাব অভিলাষ॥
নর্ত্তক কহেন জয়া তুমি যদি কর দয়া
কি দুঃখ পাতাল অবনী।

সুরাসুর নর যক্ষ জীব জন্তু পশু পক্ষ
তুমি মাত্র ভুল না জননী ॥
দৈবযোগে ভ্রমে বনে বাঘিনী বাঘের সনে
ঋতুমতী চম্পকের তীরে।
অভিশাপে সুরপুরী ত্যাজি ধরা অবতরি
জন্ম নিলা বাঘিনী উদরে ॥
এইরূপে শাপভ্রষ্ট খল জন্তু বাঘ দুষ্ট
গর্ত্তে বাড়ে বাঘ কামদল।
গুরুপদসরসিজ ভাবি ঘনরাম দ্বিজ
বিরচিল শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

নর্ত্তকে করিল বাঘ হেমন্তের ঝি।
লাউসেন বলে বল তারপর কি ॥
কর্পূর কহেন দাদা সেই রূপী বাঘী।
গর্ভ লয়ে আশ্রয় করিল তারা দীঘি ॥
লাউসেন কন ভায়া [1]কবে পরিচয়[1]।
গর্ভবতী হয়ে কেন ছাড়িল আশ্রয় ॥
এমন সময়ে পক্ষ নাহি ছাড়ে বাসা।
কর্পূর কহেন দাদা শুন তার দশা ॥
যে কালেতে জননী পুজিল নিরঞ্জন।
চাঁপায়ের তটে গেলা লইয়া গাজন ॥
কানন কাটিতে কত মনে পেয়ে ভয়।
ত্বরা করি তারা দীঘি করিল আশ্রয় ॥
কত দিন কাননে আছিল অভিলাষে।
কালে প্রসবিলা পুত্র পার্ব্বতীর দাসে ॥
ললাটে লিখন তার ছিল দৈববাণী।
পুত্র প্রসবিতে প্রাণ তেজিল বাঘিনী ॥

১—১ কহিবে নিশ্চয়

ব্যাকুল বাঘের পুত্র চায় চারিভিতে।
অশেষ অভাগ্য বাঘা অবনী আসিতে॥
সহজে চঞ্চল শিশু ক্ষুধায় অজ্ঞান।
মৃত মাতা কোলে সেই করে দুগ্ধ পান॥
মৃত্যুকথা শুনি রায় দয়ায় তরল।
কর্পূর বলেন দাদা সব কর্ম্মফল॥
বিবর্য্যা বলিলাম এই শার্দ্দুলের জন্ম।
পুনরপি শুন তার নিদারুণ কর্ম্ম॥
আনন্দে অবনীপতি জাল্লাল শিখর।
শিকার করিতে রাজা সাজিলা লস্কর॥
দলে বলে বিপিনে বেড়িল নরপতি।
সে দিবস শিকার না পেল্যা দৈবগতি॥
তিন যামে তপন তৃষ্টায় তপ্ত তনু।
বাড়িল বিশেষ ক্লেশ মেঘগত ভানু॥
নফরে নৃপতি বলে জল আন খাই।
বিধাতা বিমুখ আজি ফিরে ঘরে যাই॥
শুনিয়া সত্বরে ধায় রাজার আরতি।
হরিদাস নফর অপর ধনপতি॥
হাতে লয়্যা হেমঝারি তারাদীঘি তটে।
সমুখে শার্দ্দুলস্থতে দেখিলা নিকটে॥
মানুষের সাড়া শুনে বাঘা দিল ভঙ্গ।
হরিদাস বলে ভাই হেরি দেখ রঙ্গ॥
তরাসে তরল তনু লুকাইতে চায়।
ধাওয়াধাই ধনপতি ধরে যেয়্যা তায়॥
ঝারি পুরে বারি নিল বস্ত্রে বাঁধি বাঘে।
ভেট দিয়া ভাষে আসি ভূপতির আগে॥
শিকার সকল আজি শার্দ্দুলের ছা।
অল্পকালে মল্য এই অভাগার মা॥
মৃত মাতা কোলে দুগ্ধ খেত্যেছিল রায়।
শুন্যা অতি হর্ষমতি নরপতি তায়॥

(বাঘা) চারিদিকে চঞ্চল লোচনে ফিরে চায়।
করুণা করিয়া লেজ মাথায় ঘুরায়[১] ॥
দেখাইতে হেতের হাকালে ধরে থাবা।
তা দেখি ভূপতি বলে ভাল মোর বাঘা ॥
কড়মড় করে দন্ত দন্তী দেখে কটা।
লেজটা নাচায়্যা লম্ফ দিতে চায় উঠে ॥
বাঘের বিক্রম দেখি বাড়িল আনন্দ।
নফরে [২]নেহালে জোড়া শাল সরবন্দ[২] ॥
দুর্দ্দশা ঘটিব তায় তেঞি প্রিয় করি।
লয়্যা গেল পাপ পশু পরাণের অরি ॥
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশ।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসার প্রশংস ॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদে শ্রান্ত ॥
মুখ ভরি বল হরি নাম মনোরম।
বলিতে যে শব্দ জব্দ হলো কলি যম ॥
পাতক পলায় দূরে রা শব্দ করিতে।
মকারে কপাট পড়ে পুনঃ প্রবেশিতে ॥
এমন রামের নাম থাকিতে নিগূঢ়।
কেন ঘোর নরকে নিবাস করে মূঢ় ॥
দুষ্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর ॥
নিযুক্ত করিল চারি বাঘের চাকর।
দিনে দিনে অতিশয় বাড়ালে আদর ॥
করুণা লাবণ্য দেখি রাজা হল্য মুগ্ধ।
রোজ কর্য্যা দিল সাত মহিষের দুগ্ধ ॥
সোনার জিঞ্জির গলে[৩] কানে দোলে[৪] সোনা।
নগর চত্বর ঘর দ্বার নাঞি মানা ॥

---

১ ফিরায় ২—২ বকশিশ দিল জোড়া শালবন্দ ৩ দিল ৪ দিল

শিশু সব সহিত সাদরে[১] করে খেলা।
থাবা দিয়্যা কেড়ে খায় লাড্ডু মুড়ি কলা॥
না জানে মাংসের রস তেঞি প্রাণ বাঁচে।
ভাবুকী দেখাইয়্যা বাঘা ভ্রমে নাচে নাচে॥
তা দেখ্যা বাড়িল বড় রাজার অভিলাষ।
শিকার করিয়া দিল হরিণের মাস॥
মাস খ্যায়্যা বাঘের বাড়িল আশা বল।
লাউসেন বলে রাজা বড় না পাগল॥
অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ ফলে।
মরিবার ওষুধ ভূপতি বান্ধে গলে॥
বিশেষতঃ না বুঝিলে বিপরীত ফল।
বনজন্তু বিশেষ বিষম ব্যাঘ্র খল॥
কহ কহ কিরূপে ভূপতি পেলে নাশ।
করপুটে কর্পূর কহেন ইতিহাস॥
এইরূপে দিনে দিনে বাড়ে কামদল।
জেতের স্বভাব দোষে বড় হল্য খল॥
সহর বাজার পাড়া বেড়ায় বিষম।
দিবসে দিবসে বড় বাড়িল বিক্রম॥
পারাবত কুক্কুট কতেক রাজহাঁস।
বিড়াল কুকুর খেয়্যা বেড়ে গেল আশ॥
ছাগল শূকর মেষ মহিষের ছা।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে বিপরীত রা॥
নগর্যা[২] যতেক শিশু[২] নগরে খেলায়।
মৃতবৎ থাকে পড়্যা মিশায়্যা ধূলায়॥
কেহ নাহি দেখে কোথা থাকে আড়ে ওড়ে।
ঝুপ কর্যা ঝাঁপ দিয়্যা ঘাড় ভেঙ্গে পাড়ে॥
তরাসে তরল যত নগরের লোক।
মহারোল গণ্ডগোল পেয়্যা পুত্রশোক॥

---

১ সতত ২—২ ছাওয়াল যত

জাহির জানাল্য যেয়্যা ভূপতির আগে।
যত নগরের লোকে ধর্য্যা খেল্যা বাঘে ॥
বাঘ লয়্যা মহারাজা সুখে কর ঘর।
আজি হতে আমরা চিন্তিব অনন্তর[1] ॥
বনজন্তু বাঘ হল্য নৃপতির পো।
প্রজায় কি কাজ দেশে ছাড় মায়া মো ॥
সভারে[2] সান্ত্বনাবাক্য কন নৃপবর।
আজি মোরে ক্ষেমা দিয়্যা সবে যাও ঘর ॥
প্রতিফল দিব আমি ইহার উচিত।
এতো বলি সত্বরে আনিল্যা মৃগাধিপ ॥
বারতা পাইয়া বারজন ব্যাধ ধায়।
জোহার করেন আসি ভূপতির পায় ॥
রাজা কন তোমারে তলব এ কারণে।
বাঘজালে বেন্ধে আন শার্দ্দূলনন্দনে[3] ॥
বাঘ বন্দী হল্য তোর বাড়াব সম্মান।
এতো বলি মহারাজা হাতে দিল্য পান ॥
সাজন মরিয়া ব্যাধ করেন জোহার।
গজপৃষ্ঠে ভূপতি আপনি[4] আগুসার ॥
শ্রীগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

শুনিয়্যা ধাইল্য যতো নগরের লোক।
হাতে হেঁতালের বাড়ি পেয়্যা পুত্রশোক ॥
দলে বলে গড় গিয়্যা বেড়িল্যা ভূপাল।
[5]গুং আং[5] সন্ধান বুঝিয়্যা পাতে জাল ॥
তাড়া দিতে সহসা সাহস নাই ডরে।
সভয়ে সভার তনু বাঘা পাছে ধরে ॥
বন বেড়্যা [6]বড় গোলা বন্দুকে[6] ছোটে গুলি।
নিদ্রাভঙ্গ হল্য বাঘা উঠে খায় তালি ॥

---

১ দেশান্তর ২ শুনিয়া ৩ শার্দ্দূল দুর্জ্জনে ৪ হইল ৫—৫ গুড় আড় ৬—৬ দুড়দুম শব্দে

চারিদিগে চেয়ে দেখে ভূপতির ঠাট।
পাপ পশু তখন পালাত্যা খোঁজে বাট ॥
তড়বড়ি তাড়ায় তরাসে বাঘ দেখি।
ফুলে বাঘা ফাফরিয়ে ফিরাইল্যা আঁখি ॥
বিটকাল বদন দেখি দূরে[১] প্রাণ উড়ে।
কড়মড় দশন আসন করে ঝোড়ে ॥
বেতে বন্দী হল্যা তবু নাঞি টোটে দম্ভ।
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর মারে লম্ফ ॥
তিন দিকে তাড়ায়্যা সভাই এক কালে।
অনেক বিক্রমে[২] বাঘ বন্দী হল্যা জালে ॥
হনুমানে যেমন বান্ধিল্যা মেঘনাদ।
যখন লঙ্কায় বীর পাড়িল্যা প্রমাদ ॥
ভাঙ্গিয়া অশোকবন করিল্যা লণ্ডভণ্ড।
বীরের বিক্রম দেখ্যা কাঁপে দশমুণ্ড ॥
ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল্যা বান্ধিতে বানরে।
কতেক বিক্রমে[৩] সে বান্ধিল্যা বীরবরে ॥
সেইরূপে হাতে গলে বান্ধি থুলে বাঘে।
লোহার পঞ্জরে বন্দী থুল্যা অনুরাগে ॥
অনুবন্ধ করে বাঘা ভাঙ্গিতে পঞ্জর।
কোপে [৪]তাপে ভোখে রোখে[৪] করে গরগর ॥
লোহার পিঞ্জর [৫]বিশ্বকর্ম্মের নির্ম্মাণ[৫]।
অবোধ বাঘের ছেল্যা নাই পরিত্রাণ ॥
এই রূপি অনেক দিবস অনাহার।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু অস্থিচর্ম্মসার ॥
বিষম বন্ধনে বন্দী রহে বাঘবর।
সেন কন ভাল ভায়া বল তারপর ॥
গুরুপদকোকনদসম্পদাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥

---

১ ধড়ে ২ প্রবন্ধে ৩ যতনে ৪—৪ কাঁপে কলেবর ৫—৫ তাহে বিশাই নির্ম্মাণ

শুন দাদা সম্প্রতি সে ভূপতির তাপ।
(তারে) দৈবদোষে দেবের দেবতা দিল্য শাপ॥
অহঙ্কার অধিকে অধিক অধোগতি।
যেই দোষে দুঃখ পেল্যা অর্জ্জুনের নাতি॥
রায় কন বিবর্য়া বলিল্যে মন তোষে।
সেবকে শঙ্কর শাপ দিল্যা কোন্ দোষে॥
কর্পূর কহেন তত্ত্ব শুন মহারাজা।
শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী শঙ্করের পূজা॥
এই ব্রত অসুর অমর নরলোকে।
ভবিষ্য পুরাণ কথা শুনি কবিমুখে॥
পার্ব্বতী প্রকাশ কৈল্য উদ্ধারিতে জীব।
এই ব্রতে সর্ব্বথা সদয় সদাশিব॥
তিথির মহিম্যা কিছু নিবেদন করি।
ঘুণাক্ষর ন্যায় ব্রতে ব্যাধ গেলা তরি॥
বারাণসী নিবাসী মৃগারি তার নাম।
ধর্ম্মকর্ম্ম বিবর্জ্জিত দুরাশয় কাম॥
দৈবযোগে দূর বনে গেলা একদিন।
শিকার আবেশে অতি অধর মলিন॥
ঘর যেতে দিন নাই ঘোরতর নিশা।
খেত্যা নাই সম্বল গমনে লাগে দিশা॥
রহিতে দুর্গম ব্যাঘ্র ভাল্লুকের ভয়।
ভাবি চিন্তি বিল্ববৃক্ষ করিল্যা আশ্রয়॥
দৈবযোগে সেদিন শিবের চতুর্দ্দশী।
সম্বল বিহনে ব্যাধ রহে উপবাসী॥
শীত্যে ভীত্যে ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
অঙ্গ পরশিয়া পত্র খসে ঝরঝর॥
শিবলিঙ্গ ছিল সেই তরুর তলায়।
শিশির সহিত পত্র পড়ে তার গায়॥
এই ধর্ম্মে খণ্ডিল অশেষ অপরাধ।
শঙ্কর কহেন ভাল পূজা করে ব্যাধ॥

পরিণামে প্রতাপে জিনিল্যা কালান্তকে।
হেন মহাব্রত দাদা করে তিনলোকে ॥
জাগরণ জপ যজ্ঞ পূজা উপবাস।
পার্ব্বতী সহিত শিব ছাড়িল্যা কৈলাস ॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র আদি যত দেবা।
দেখিল সকল পুরে পরিপাটি সেবা ॥
এইরূপি দৈত্য কুলে দয়া করি শিব।
পশ্চাৎ অবনী আল্যা উদ্ধারিতে জীব ॥
হরিদ্বার মথুরা গোকুল বারাণসে।
ভ্রমিয়া জলন্দা বন এল্যা অবশেষে ॥
রাজ্যের সহিত রাজা পুজে পশুপতি[১]।
শঙ্কর বলেন আজি এইখানে স্থিতি ॥
বসিয়া বিরলে যুক্তি পার্ব্বতীর সনে।
ক্ষেণেক বিশ্রাম কর কুরঙ্গলোচনে ॥
অনেক দিবস মোরে পুজে নরপতি।
আজি আমি বিশেষ বুঝিব তার মতি ॥
দেখিব কেমনে রাজা করে সমাদর।
ভক্তি ভাব বুঝ্যা ভূপে দিতে চাই বর ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু আসিহ সত্বরে।
বিলম্ব না সহে নাথ প্রাণ পড়ে ঘরে ॥
গণেশ কার্ত্তিক ঘরে কি করে না জানি।
শুনিয়া সান্ত্বনাবাক্য কন শূলপাণি ॥
এখনি সত্বরে[২] আমি আসিব ত্বরায়।
এত বলি যান শিব ঘনরাম গায় ॥
ভাবি ভবানীর পদ ভুলনা রে জীব।
সঙ্কটতারিণী শিবা সেব সদাশিব ॥
মিছা মায়ামোহজালে জন্ম জন্ম যায়।
ঘোর কলিকালে কত কুকর্ম্ম করায় ॥

---

১ সুরপতি ২ অবশ্য

আর কত ঘটে মোর নরকযন্ত্রণা।
এড়াবে অবশ্য কর শিবশিবার্চ্চনা॥
প্রকাশ নরকনাশ কৈলাসনিবাস।
অনায়াসে পাবে রে পার্ব্বতী কৃত্তিবাস॥
বুঝিতে রাজার মতি চলিলা মহেশ।
উন্মত্ত জটিল যোগী ভিক্ষুকের বেশ॥
লাঙ্গড় ভাঙ্গড় ভালে শোভে শশীকলা।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে গলে হাড়মালা॥
দেখা দিল দক্ষিণ দলুজে[১] দয়াময়।
সঘনে শিঙ্গার শব্দ সদাশিব জয়॥
ডিমি ডিমি সুমধুর বাজান ডম্বরু।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে ত্রিলোকের গুরু॥
আবেশে অবশ শিব নাচিতে নাচিতে।
রাজার [২]দুয়ারে গিয়া[২] লাগিল কহিতে॥
উপবাসী আছি কালি করিব পারণা।
রাজার সাক্ষাৎ পাল্যে পুরিব বাসনা॥
বলগা বিশেষ বাক্য ভূপতির আগে।
বারাণসী নিবাসী সন্ন্যাসী ভিক্ষা মাগে॥
শুনিয়্যা সত্বরে [৩]শব্দ শুনালে[৩] রাজায়।
বাড়ী বারাণসী বুড়া যোগী ভিক্ষা চায়।
পারণা করিতে মাগে পরমান্ন ভাত।
তোমারে তৎপর বলে করিতে সাক্ষাৎ॥
রাজা বলে গবাক্ষ দুয়ারে দেখা পাই।
দূর কর সত্বর জঞ্জালে কাজ নাই॥
যোগীর জঞ্জাল নাহি ছাড়ে একতিল।
বাড়ী বারাণসী বলে যতেক জটিল॥
ভাল নয় ভিক্ষুকের বাড়াইলে আশা।
সময় সামগ্রী কার্য্য নাই বুঝে দশা॥

---

১ দুয়ারে ২—২ দোয়ারী গণে ৩—৩ বাক্য শুনান

ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ সংবাদে নাই কাজ।
বল যেয়্যা মহলে নাহিক মহারাজ॥
তবে যদি সহসা প্রবেশ করে পুর।
দ্বার দিয়া দূর কর ছোবায়্যা কুকুর॥
শুনিয়া সত্বরে আসি বলিল্যা বিনয়।
নিকেতনে নরপতি নাহি মহাশয়॥
জগন্ময় যোগী বলে যাব অন্তঃপুরে।
দূত মুখে ভোটা রাজা বস্যা থাকে ঘরে॥
দূতগণ বলে যোগী বড় না কুটিল।
রাজপুরে কাজ কিরে পাগল জটিল॥
নিষেধ না শুনে কোপে চলিল ঠাকুর।
দ্বারে দাবাইল্য দুষ্ট ছোবাল্য কুকুর॥
ছোবাইতে কুকুর কুটিল কোপে ধায়।
বেড়াবেড়ি কর্য্যা শিব ঠাকুরে ঠেকায়॥
চারিদিকে চন্দ্রচূড় চাহিয়া চঞ্চল।
দূরে থেকে পার্ব্বতী হাসেন খল খল॥
শঙ্করসেবক হয়্যা করে এতদূর।
অতি কোপে অভিশাপ দিলেন ঠাকুর॥
গ্রাম্য পশু কুকুরে নাশিলি মোর আশ।
বনজন্তু বিশেষে তোমার সর্ব্বনাশ॥
বিধি বাম হল্যা বুঝি যায় রসাতল।
লাউসেন বলেন মনের মত ফল॥
হেন পাপে অভিশাপ অবশ্য উচিত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥

বিবরিয়া বলিল রাজার অভিশাপ।
তারপর শুন কিছু বাঘের বিলাপ॥
গৌরীর গমন গড়ে জানিয়া শার্দ্দুল।
মনে চিন্তি ভাবে রাঙ্গা চরণ রাতুল॥
কোথা মা করুণাময়ী কমলনয়নী।
অভিশাপ অবশেষে কয়্যাছ আপনি॥

বিপত্তি স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার।
তবে কেন জননী গো এ গতি আমার॥
দেবতা দানব কিবা পশুপক্ষ ফণী।
তুমি গো তারিণী তিন লোকের জননী॥
কিবা বা পণ্ডিত মূর্খ স্বজন দুর্জ্জন।
বালকে মায়ের দয়া না ছাড়ে কখন॥
বাস্থকী বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ॥
মহিমা না জানে অষ্টলোকপাল বসু।
কি জানি মহিমা আমি বনজন্তু পশু॥
বাঘের বদনে স্তুতি শুনিয়া পার্ব্বতী।
শঙ্করে কহেন মাতা শুন প্রাণপতি॥
ভাব ভক্তি বুঝে এল্যা ভক্ত ভূপতির।
মোর ভক্ত আছে এক শার্দ্দূল শরীর॥
বিপত্তে পড়িয়া সে স্মরণ মোরে করে।
আজ্ঞা দিলে দণ্ড দুই দেখে আসি তারে॥
ঠাকুর বলেন চল যাব ওই পথ।
পরিপূর্ণ করিব বাঘের মনোরথ॥
ঈশ্বরী বলেন তবে পরম মঙ্গল।
[১]রাখিতে চলিলে[১] দোঁহে বাঘ কামদল॥
পিঞ্জর নিকটে দেবী পশারিতে পা।
বাঘ বলে বিপত্তিনাশিনী এল্যা মা॥
ভবানী বলেন ভয় না ভাবিহ মনে।
এসেছি অখিলগুরু ঈশ্বরীর সনে॥
শব্দ শুনি সানন্দিত শার্দ্দূলনন্দন।
পিঞ্জরে বন্দিলে হরগৌরীর চরণ॥
দেবী কন দুঃখ এত কিসের কারণে।
বাঘ বলে বিজ্ঞ[২] বটে তোমার চরণে॥

১—১ দেখিতে আইল্যা ২ সিদ্ধ

আমারে জন্মালে মাতা খল জন্তু করি।
জেতের স্বভাবদোষ পাসরিতে নারি॥
ঈশ্বরী কহেন সেই রাজা নিজ পাপে।
আজি পেল্যা অভিশাপ ঈশ্বরের তাপে॥
বুঝিবা তোমার হাতে পরাভব ভূপ।
এত বলি মহামায়া ঘুচাল্যা কুলুপ॥
দুর্গতি করিয়া দূর দেবী দিলা বর।
বল বুদ্ধি বিক্রমে হইবে স্বতন্তর॥
দৈবদোষে দিবস দশেক গেল দুখে॥
অজি হত্যে আমার আশীষে থেক সুখে॥
বর পেয়ে বারি হল্য বাঘা বীরবর।
বাড়িল বিক্রম কোপে করে গরগর॥
শঙ্কর বলেন দেবী থেক্য সাবধানে।
বৃকাসুর[১] বিক্রম সদাই পড়ে মনে॥
অনেক দিবস উগ্র তপস্যা করিয়া।
বর মাগে অসুর আমারে ভুলাইয়্যা॥
(বলে) আজি হত্যে আমি যার শিরে দিব হাত।
অবনীমণ্ডলে তার অবশ্য নিপাত॥
না বুঝিয়া বর দিয়া ঠেকিলাম বিপাকে।
পরীক্ষা করিতে চায় আমার মস্তকে॥
তাড়াইয়্যা তিন লোকে করাল্যা ভ্রমণ।
আপনি বৈকুণ্ঠনাথ রাখিল্যা জীবন॥
সেইরূপি বর পায়্যা বাঘা বলবান।
বলিতে বলিতে শিহরিল লেজখান॥
শঙ্করের সাজ দেখি তাড়াইয়্যা যায়।
কাঁকালি ভাঙ্গিল্য দেবী বামপদ ঘায়॥
তথাপি বিক্রম করে ধরিবার আসে।
তিরোধান হরগৌরী গেলেন কৈলাসে॥

---

১ বৃত্রাসুর

হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

চারিদিগে চেয়্যা দেখে কেহ কোথা নাই।
কোপে তাপে ভোখে রোখে করে হাঞি হাঞি।
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর গোটা চারি।
শব্দ শুনি গর্ভের বালক হয় বারি॥
নগরে প্রেবেশ করে লাগি যারে পায়।
বলে ছলে ধর্য়্যা ধর্য়্যা ঘাড় ভাঙ্গে খায়॥
আশা বৃদ্ধি হল্য বাঘা ভ্রেমে নাছে নাছে।
তরাসে তরল লোক প্রাণ ওড়ে পাছে॥
যুবতী ধরিয়্যা খায় যুবকের কোলে।
শিশু কান্দে জননী ছাড়িয়্যা কোথা গেল্যে॥
রমণী রাখিয়্যা কার ধর্য়্যা খায় পতি।
কোথা গেলে প্রাণনাথ ফুকারে যুবতী॥
কেহ কান্দে মামা মেসো খুড়া জ্যাঠা ভাই।
হাপুতির পুত্র খাইল সাধের জামাই॥
এইরূপি ঘরে ঘরে বাঘের ভাঙ্গন।
দেখ্যা শুনে ভয়ে উড়ে রাজার পরাণ॥
কোপে তাপে সেজে এল্যা ধরিতে শার্দ্দুল।
অভয়া আশীষে বাঘা করিল্যা নির্ম্মূল॥
রাজারে সংগ্রামে জিনি সহরে প্রেবেশে।
ঠাড় মোড় হল্য লোক তরাসে হুতাশে॥
হাটিনা বাজার কান্দে কাবারি কুজুড়া।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে কিবা বাল্য বুড়া॥
প্রাণ লইয়্যা কেহ কেহ পলাইতে চায়।
সকলে ছাড়িয়্যা আগে তাকে ধর্য়্যা খায়॥
তরাসেতে তাঁতির তনয় তাঁত গাড়ে।
লুকাইতে লাফ দিয়া বাঘা ধরে ঘাড়ে॥

কামার কুমার মালী তাম্বূলী বাউড়ী।
[1]বীরদাপে লাফে লাফে সভারে সংহারি[1] ॥
মীর মিয়া মোগল মহলে দিল দাগা।
বান্দী বলে ফতেমা বিবি ফুফায় খেলে বাঘা ॥
আই উই থারাপে পাছে এস্তা অন্তঃপুরে।
দেখ ভেয়্যা গাজী মিঞা বাঘটা কত দূরে ॥
বলিতে বলিতে বাঘা দেখা দিল গিয়া।
লেজটা নাচায়্যা লম্ফ লাফসাট দিয়া ॥
ভেয়া বাবু মিয়া কত হুঠারে হুতাশে।
বোবা হল্য তোবা তোবা কেহ কহে ত্রাসে ॥
হায় মা আদম বাবা খোদার কদম।
হুতাশে একিদা হয়্যা হারাল্য বেদম ॥
প্রাণভয়ে ভাবুকে পালাল্য কত লোক।
শেষে বাঘা ভূপতিমহলে দিল্য শোক ॥
বীরগণে বাড়ী বেড়ে বেষ্টিত রাজার।
সিফাই পদাতি ঢালী আছে একাকার ॥
হেন কালে উপনীত বাঘা কামদল।
তরাসে তরল যত ভূপতির দল ॥
তুয়ারী প্রহরী ধরি করি খণ্ড খণ্ড।
মাহুত সহিত ধরে মাতঙ্গের মুণ্ড ॥
এইরূপি কোপে তাপে সভারে সংহারি।
ভিতর মহলে চলে মালসাট মারি ॥
রাজপুরে প্রেবেশি রাজার পরিবার।
দাসদাসী আদি যত করিল্য সংহার ॥
পালঙ্কে বসিয়া খায় রাজার যুবতী।
ভূপতি পালাল্য পেয়্যা প্রবল তুর্গতি ॥
শঙ্করের শাপে শীঘ্র সংশয় সঙ্কটে।
অভয়া আশীষে বাঘা রাজা হল্য পাটে ॥

১—১ বিশেষ সজ্জন যত অপর আগুরি

হাথে প্রাণ করিয়্যা পালাল্য নৃপবর।
প্রবেশ করিল্যা রায় গৌউড় সহর॥
বারভূঞ্যা বেষ্টিত বসিয়্যা নরপতি।
হেনকালে কাতর ভূপতি কৈল্যা নতি॥
আছাড় খাইয়া পড়ে মুখে নাই রা।
কাছে বসাইল্যা রাজা তোলাইয়া গা॥
রাজা কন কি কারণে কহ মনকথা।
সর্পতুল্য দর্প কেন করে মহীলতা॥
জাল্লাল শিখর কহে ছাড়িয়্যা নিশ্বাস।
প্রতিপাল্য শার্দ্দুল কর‍্যাছে সর্ব্বনাশ॥
সকলি সংহারি সেই রাজ্য হৈছে পাটে।
বৃদ্ধকালে এত দুঃখ আছিল্য ললাটে॥
এত শুনি ভূপতি বলেন হায় হায়।
দারুণ [1]দৈবের দোষে[1] দয়া নাহি তায়।
বিধাতার শেল বাক্য বড়ই আশ্চর্য্য।
দূর কর মহারাজা[2] মন কর ধৈর্য্য॥
কেবা কার জননী জনক জায়া বেশ।
যত কিছু দেখ মন সবে দিন দশ॥
এত বলি প্রবোধ করিল্যা মহারাজ।
দড়দড় হুকুম করিলা সাজ সাজ॥
শার্দ্দুল শিকারে যাব নবলক্ষ দলে।
শুনিয়া সিপাই সব সাজে বীর বলে॥
হরিগুরু চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥

শার্দ্দুল শিকারে সাজে সাহসে সত্বর।
তাজি বাজি তুরকী টাঙ্গনে করে ভর॥
আগুদলে মাতোয়ারা মাতঙ্গের যুথ।
শমন সমান সাজে রাহুত মাহুত॥

১—১ দেবের দাগা ২ মিছা মায়া

তিনলক্ষ তাজা তাজি তুরকী তুরঙ্গ ।
ঊনলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার ।
চতুরঙ্গ দলে চলে যম অবতার ॥
নিনাদে হাথির কান্ধে দগড় দামামা ।
গজপৃষ্ঠে [1]ভূপতি সিন্ধু যে তার মামা[1] ॥
আগে পিছে ধানুকী বন্দুকী ধায় ঢালী ।
তড়বড়ি গমনে গগনে উড়ে ধূলি ॥
পার হল্য ভৈরবী পশ্চাৎ গোলাহাট ।
প্রেবেশে জলন্দা ভূমি ভূপতির ঠাট ॥
নগরে না শুনে [illegible] । মনুষ্যের শব্দ ।
বাঘের বিক্রম সত্য বুঝে[2] হল্য স্তব্ধ ॥
প্রতাপে সহর গড় বেড়িল্যা ভূপাল ।
উ[illegible] আং সন্ধান বুঝিয়্যা পাতে[3] জাল ॥
তাড়া দিতে তথাপি তরাসে তনু কাঁপে ।
[4]বেড়িলা বা[illegible]ার ঠাট প্রবল প্রতাপে[4] ॥
বন বেড়া বড় গোলা বন্দুকে ছোটে গুলি ।
ধুম দাম শুনে শব্দ বাঘা খায় তালি ॥
হেনকালে মদমত্ত মাতঙ্গে যুঝায় ।
বেগে বাঘা বিষ্ণুপদে ফলঙ্গে এড়ায় ॥
চৌদিগে [5]চাহিয়্যা চলে চতুরঙ্গ দলে[5] ।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে[6] বাঘা কামদলে ॥
টাঙ্গি শেল সঘনে সিফাই সব কোপে ।
অভয়া আশীষে বাঘা উভ উভ লোফে ॥
নবলক্ষ সেনা দেখ্যা নাহি মানে হেট ।
বাঘা বলে বাসুলী বাড়ায়্যা দিলা ভেট ॥

১—১ সেজে চলে ভূপতির মামা

২ শুনে ৩ এড়ে ৪—৪ সবে মনে করে আসে বাঘা পাছে ঝাঁপে

৫—৫ চঞ্চল-চাপি চতুরঙ্গ বলে ৬ বৃষ্টি করে

কোপে তাপে উলটি পালটি মারে লম্ফ।
বাঘের বিক্রম দেখি রাজা হল্য স্তম্ভ॥
হাউ হাউ হাঁফাল্যা [১]ধরিতে যায় ঘাড়ে[১]।
কামড়ায়্যা মাহুত সহিত ভূমে পাড়ে॥
এইরূপি কত কত তুরঙ্গ মাতঙ্গ।
[২]নখাঘাতে লস্কর নিগড্যা[২] দিল্য ভঙ্গ॥
করিযুথ হরিবৃন্দ দেখিয়্যা বাঘায়।
হতাশে হট্যা ভূঞে পড়ে ঠায় ঠায়॥
বড় বড় বীর পড়ে খেয়্যা থাবা থোবা।
হিন্দু স্মরে হরি হরি যবন তোবা তোবা॥
একা বাঘে রাজসেনা দেখে কত লক্ষ।
[৩]তার বীজ[৩] বাসলি দেবী পক্ষ॥
বাঘের বিক্রমে বুক করে দুর দুর।
সাপিনী সম্মুখে যেন সভয় সালুর॥
ঘালি খায়্যা ঘরমুখে পালায় লস্কর।
দূরে থেক্যা ভর নাই ডাকে নৃপবর॥
ঐমনি উঠিয়া বাঘা দিলেক দাঁদাল।
ভূপাল পালাল্যা পিছে ফেলাইয়া ঢাল॥
ভাবুকী লাগিল্য সবে পালাইয়্যা যায়।
হতাশে হট্যা ভূমে পড়ে ঠায় ঠায়॥
কেহ কেহ তরাসে তখনি ত্যজে তনু।
থালি খেলে ঘরে যেয়ে কেহ মল অনু॥
ভয় ভাবি ভাবুকে ভূপতি দিল্য ভঙ্গ।
জানিল্যা এসব যত রক্ষিণীর রঙ্গ॥
শার্দ্দুলের জন্মকথা কহিল সংক্ষেপে।
অভয়া আশীষে বাঘা আছে এইরূপে॥

১—১ হাতির ঘাড়ে চড়ে
২—২ নখে দাঁতে রাজার লস্কর
৩—৩ ভাব বুঝি

অতেব না যাব দাদা বাঘে পাছে গিলে।
করতলে কত ধন পরান বাঁচিলে ॥
লাউসেন কন নই জাল্লাল শিখর।
মোরে অভিশাপ নাহি করিল্যা শঙ্কর ॥
গৌড়পতি নহি যে পলায়্যা যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর।
কর্পূর কহেন সব স্বপ্ন হেন বাণী।
আমি ত না যাব এই সঙ্কট সরণি ॥
আমার সহিত তুমি সত্য কর আগে।
মোরে থুয়্যা লুকাইয়া বধ যায়্যা বাঘে ॥
হাসিয়া কহেন সেন ভাল মোর ভাই।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপই চাই ॥
ভাল এস জলন্দা নিকটে জানি তত্ত্ব।
তবে তব বচন পালিব এই সত্য ॥
এতক্ষণে প্রাণ পেয়ে কহেন কর্পূর।
ভাল কালি যেও দাদা আছেন ঠাকুর ॥
এত বলে আনন্দে উত্তরে সেই গ্রামে।
সমাদরে বেদ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের ধামে ॥
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥

॥ ইতি গৌড়যাত্রা পালা সমাপ্ত ॥

কামদল বধ পালা

মুখ ভরি বল হরি ধর্ম্মের সভায়।
বিফল বাসনা বশে বৃথা জন্ম যায়॥
আশী লক্ষ যোনি আগে করিয়া ভ্রমণ।
পশ্চাৎ মানব দেহ কৃষ্ণের সাধন॥
পেয়েছ প্রচুর পুণ্যে আর পাবে নাই।
ধর্ম্মপথে রাখ মতি ভুলনা রে ভাই॥
রাতুল চরণ রুচি অরুণ প্রভাত।
নিরখিয়া লজ্জায় মলিন নিশানাথ॥
উড়ুগণ পলাইল প্রাণপতি সঙ্গে।
যতি সতী জনার হইল নিদ্রাভঙ্গ॥
শিরসি সহস্রদলে ভাবি গুরু ব্রহ্ম।
সরোবরে স্নান পূজা সারি নিত্যকর্ম্ম॥
ধর্ম্ম ধ্যান করি পুন বান্ধিয়া কোমর।
শার্দ্দূল শিকারে চলে সাহসে সত্বর॥
হাতে প্রাণ করিয়া কর্পূর পিছে ধান।
তরাসে চঞ্চল চিত্ত চারি পাশে চান॥
গড়ের নিকটে কিছু কন করপুটে।
পুনঃ পুনঃ বলি শুন যেও না সঙ্কটে॥
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘা পাছে এসে গিলে।
করতলে কত নিধি পরান বাঁচিলে॥
লাউসেন কয় ভায়া ভয় ভাব কিসে।
সঙ্গে এস বধি বাঘা ধর্ম্মের আশীষে॥
প্রত্যয় না হয় মনে বেড়েছে বিরাগ।
প্রতি ঝাড়ে ঝোড়ে বলে দাদা ওই বাঘ॥
বায়ে যত উড়ায় পথের ধূলা বালি।
তা দেখে তরাসে বলে বাঘ খায় তালি॥
কাঁকালি ধরিয়া পথ চলে কাছে কাছে।
তরাসে তরল তনু প্রাণ উড়ে পাছে॥

শুখান শালের শাখা উড়ে মন্দ বাতে।
দেখে বলে এল ঐ নিতে হাতে হাতে ॥
কত দূরে হুতাসে হুটারে পড়ে ভুমে।
চেতন করাল সেন জল দিয়া মুখে ॥
হেসে বলে হুসার হুঁসার বট ভাই।
বিদেশে ভরসা ভাল এইরূপ চাই ॥
কতেক কাতর উক্তি কহেন কর্পূর।
কালি সত্য করে কেন আজি কর দূর ॥
মহারাজ দশরথ সত্যের কারণে।
ত্রিলোকের নাথ রামে পাঠাইল বনে ॥
বিভীষণ স্থগ্রীবের রাজত্ব সত্য পালি।
কোথা গেল দুর্জ্জয় বানররাজ বালী ॥
বলি যে পাতালে গেল প্রমাণ পুরাণ।
হেন সত্য করি দাদা কেন কর আন ॥
এই বনে বড় বৃক্ষে রাখ লুকাইয়া।
বাঘা যেন নাহি দেখে আড়ি উড়ি দিয়া ॥
বুঝি সময়ের গতি শিমূলের গাছে।
কর্পূরে রাখিল বান্ধি বাঘ দেখে পাছে ॥
চক্ষু জুড়ি অঙ্গে দিল আচ্ছাদন শাখা।
পাণ্ডবের অস্ত্র যেন গাছে ছিল ঢাকা ॥
যে কালে অজ্ঞাতবাসে লুকাইয়া বেশ।
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িল নিজ দেশ ॥
বৎসর বঞ্চিতে গেলা বিরাটের ঘরে।
বন্ধনে রাখিয়া অস্ত্র বৃক্ষের উপরে ॥
সেইরূপ বন্ধনে যতনে রাখি তায়।
বাঘ অন্বেষণ করে লাউসেন রায় ॥
তখন কর্পূর কিছু লাউসেনে কয়।
সাবধানে যেও বনে বাঘটায় ভয় ॥
মোরে মাত্র ভাল করি বান্ধি থুইও গাছে।
শুনিলে বাঘের সাড় পড়ে মরি পাছে ॥

শুনে হাসি কন রায় ভাল আছ ভেয়ে।
ভাল যে ভরসা দিলে বাঘ বধি যেয়ে ॥
এত বলি বিজয়ী বাঘের অন্বেষণে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরামে ভণে ॥
গহনে গহনে গড় ভ্রমি বার তিন।
দেখিতে না পান রায় শার্দ্দুলের চিন ॥
ঝোপ ঝাপ কানন কুহর বুলি চেয়ে।
চঞ্চল চরিত্র বড় বাঘেরে না পেয়ে ॥
সন্ধান করেন পুনঃ প্রবেশি সহর।
ধর্ম্মের আশীষে ফেরে বুকে নাহি ডর ॥
দাঁড়ায়ে দণ্ডেক দেখে নগরের ঠাট ॥
সুচারু চত্বর কুলি পরিসর বাট ॥
ঘর বাড়ী নগর সকলি সৌধময়।
কত দেখে দেউল দেহারা দেবালয় ॥
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে সহর শোভা পায় ॥
এ হেন সহরে নাই মনুষ্যের সাড়া।
সহর করেছে নষ্ট বাঘে দিয়া তাড়া ॥
দেবতা না চলে বাট জলন্দার পথে।
মন্দগতি পবন পরাণ লয়ে হাতে ॥
দানবে দহিছে যেন দেবতার পুর।
সত্য মানে যত কথা কহিল কর্পূর ॥
উপর গগন গড়ে নাহি উড়ে পক্ষী।
বাঘ বড় বলবান মনে নিল সাক্ষী ॥
তথাপি কাতর নহে বীর বিনা শ্রমে।
বাঘের উদ্দেশে ফেরে বিষম বিক্রমে ॥
সহর বাজার পাড়া তাড়া দিয়া ফেরে।
শার্দ্দুলে না পেয়ে চিন্তা বাড়িল অন্তরে ॥
প্রতি ঘরে প্রবেশি সন্ধান নাহি পায়।
রাজপাটে শুয়ে বাঘা সুখে নিদ্রা যায় ॥

যখন হইল দেবাসুরের সমর।
দেবমানে পরিপূর্ণ শতেক বৎসর॥
প্রবল মহিষাসুর দৈত্যের ঠাকুর।
প্রতাপে জিনিল যত দেবতার পুর॥
অসুর হইল ইন্দ্র দেবতা পালান।
পশ্চাতে পার্ব্বতী হাতে পায় পরিত্রাণ॥
সেইরূপ জলন্দা জিনিল কামদল।
দনুজ দলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল॥
হেন বাঘা উদ্দেশে উদ্বেগে পেয়ে রায়।
অন্তরে অনাদি পদ একান্ত ধেয়ায়॥
ইষ্টদেব স্মরণে সন্তাপ গেল দূর।
নিদ্রাভঙ্গ হোলো বাঘা ত্যজে রাজপুর॥
জল খেয়ে পুনরপি কদম্বতলায়।
অচেতন হয়ে পড়ে সুখে নিদ্রা যায়॥
অবনী লুটায়ে অঙ্গ আগে দুটা কুলা।
নাকের নিশ্বাসে উড়ে নগরের ধূলা॥
সমীর সঞ্চার বিনা সমাকুল রেণু।
সেন বড় সুবুদ্ধি সন্ধান করে অণু॥
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘে প্রাণ যায় উড়ে।
কাননে পত্রের যেন কিরাতের কুঁড়ে॥
প্রবল গায়ের লোম প্রাদেশ প্রমাণ।
গোঁফ দুটা গোটা ঝাঁটা লোটা দুটা কান॥
বিটকাল বদন বড় বিকট দর্শন।
নাটা পারা দুটা আঁখি তারার বরণ॥
গোটা দশ বার হাত লেজটা দীঘল।
দেখিয়া চিন্তেন সেন দেবতার বল॥
সাহসে সম্মুখে সেন দর্প করি কন।
ওঠ রে পাপিষ্ঠ দুষ্ট হারাতে জীবন॥
তোর তরে কতেক পেয়েছি দুখচয়।
আজি তোরে বধিয়ে ঘুচাব দেশে ভয়॥

বীরদর্পে বাঘেরে বলেন বাক্য যত।
উত্তর না দেয় বাঘা আছে নিদ্রাগত ॥
ফলা ঠেলা দিয়া যত চিয়াইতে চান।
কাঁচা ঘুমে ঘোর আঁখি না মিলে নয়ান ॥
লেজ ধরি পাক মারি ফিরাইল পাশ।
উলটি ঘুমায় ঘোরে সঘনে নিশ্বাস ॥
উপরে মালক ছাড়ে করি বীরদাপ।
তথাপি না উঠে হেন ছার জন্তু পাপ ॥
সুচিন্তিত লাউসেন ভাবে মনে মনে।
কেমনে হানিব চোট জীব অচেতনে ॥
এ বড় প্রবল পাপ পাছে ঘটে আমা।
এই ঠেকে ঠেকিল ঠাকুর অশ্বত্থামা ॥
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ছিল নিদ্রাগত।
কুরুবংশে কার্য্য সাধে তারে করি হত ॥
এই পাপে ঠেকে গেল অর্জ্জুনের হাতে।
হাতে গলে বান্ধি দিল দ্রৌপদী সাক্ষাতে ॥
একে সে ব্রাহ্মণ তাহে গুরুর নন্দন।
দ্রৌপদী ইহার হেতু রাখিল জীবন ॥
ব্রাহ্মণে উচিত নহে শরীরের দণ্ড।
দেশ হতে দূর কর মুড়াইয়া মুণ্ড ॥
তথাপি অর্জ্জুন শোকে কোপে কম্পমান।
মুড়াইতে মস্তক কাটিল অর্দ্ধখান ॥
অপর প্রমাণ তার পেয়েছি পুরাণে।
মুচুকুন্দ মহারাজ জিনি দৈত্যগণে ॥
দেবতা আশীষ লয়ে পর্ব্বত গুহায়।
চিরকাল নরপতি সুখে নিদ্রা যায় ॥
কালযবনের ভয়ে আপনি শ্রীহরি।
রণে ভঙ্গ দিয়া প্রভু প্রবেশিলা গিরি ॥
পিছে পিছে আছে কালযবন দুর্জ্জয়।
মুচুকুন্দে মারি লাথি হোলো ভস্মময় ॥

যার ভয়ে যতুপতি জলে করে বাস।
নিদ্রাভঙ্গ করি হেন জনের বিনাশ ॥
যোগনিদ্রা এলো যবে প্রলয়ের জলে।
দুই দৈত্য জন্মিল বিষ্ণুর কর্ণমূলে ॥
মধু তার কৈটভ দানব দুরাশয়।
চারিদিকে চেয়ে দেখে সব জলময় ॥
নাভিপদ্মে বিষ্ণুর বিধাতা করে বাস।
তাঁরে দেখে যায় দুষ্ট করিতে বিনাশ ॥
ত্রাস পেয়ে প্রজাপতি প্রণতি প্রার্থনা।
করিতে পার্ব্বতী প্রতি খণ্ডাল যন্ত্রণা ॥
হেন নিদ্রাতুর বাঘ এসব প্রসঙ্গ।
ভাবিতে ভাবিতে হেথা হোলো নিদ্রাভঙ্গ ॥
অঙ্গ ঝাড়া দিয়া উঠে বাঘা কামদল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

শ্রীধর্ম্মসভায় সভে বল হরি হরি।
পাপরাশি নাশি সবে সুখে যাবে তরি ॥
অসার সংসার তায় ব্যাপক মায়ায়।
তত্ত্ব ত্যাজি চিত্তে কেন সদা মত্ততায় ॥
কর্ম্মফলে কপালে সুখ দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥
কান্ধে করি বহে কেহ কেহ চাপে কান্ধে।
যত কিছু শুভাশুভ সব কর্ম্মফান্দে ॥
লাভ আশে আসি মূল নাশি যায়।
তরি যাবে ভবসিন্ধু করহ উপায় ॥
নিদ্রাভঙ্গ হোলো বাঘা আলস্য এড়াই।
অঙ্গমোড়া হুহুঙ্কার ঘন ছাড়ে হাই ॥
চারিদিকে চঞ্চল লোচনে ফিরে চায়।
সাক্ষাৎ শমন সম সেনে দেখা পায় ॥
দেখি অভয়ার অসি অস্থির অন্তর।
বিশেষ বুঝিল এই রঞ্জার কোঙর ॥

দেখিল সংসার চিত্র ফলার উপর।
বাম হোলো বাসুলি বুঝিল বাঘবর ॥
শান্তমূর্ত্তি দেখি সেনে শার্দ্দুলনন্দন।
বলে পৃথিবীতে পরম পুরুষ এই জন ॥
সাধুসঙ্গ সাক্ষাতে সকল সিদ্ধি লাভ।
ভাবিতে ভাবিতে ভুলে জাতির স্বভাব ॥
লেজ কাণে সাটে সে পাকল দিঠে চায়।
লাউসেন বলে তোর প্রাণ নিব ঠায় ॥
শার্দ্দুল কহেন রাজা জাল্লাল শিখর।
বারে বারে মোরে কত বধেছ বিস্তর ॥
নব লক্ষ দল বলে গৌড়ের ভূপাল।
প্রাণ লয়ে পলাল পশ্চাতে ফেলে ঢাল ॥
বুঝেছি সবার বল এইখানে থাকি।
সবাই বধেছে মাত্র তুমি আছ বাকি ॥
এত শুনি লাউসেন দর্প করি কয়।
আমি নহি জাল্লাল শিখর ভয়াসয় ॥
গৌড়পতি নহি যে পলায়ে যাব দূর।
ত্রিলোকের নাথ ধর্ম্ম আমার ঠাকুর ॥
তোরে বধে ঘুচাইব পথের কণ্টক।
জগতে জাগিয়া যেন রয়ে যায় সক ॥
বাঘা বলে তোমার বুঝিব বীরপনা।
এখন পলাও প্রাণ লইয়া আপনা ॥
বর দিতে এসে মোরে বুঝে গেল রুদ্র।
শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র ॥
আহার যোগাল ভাল দেবী সর্ব্বজয়া।
তোমার মনের দুঃখ দেখে লাগে দয়া ॥
অনেক দিবস আমি আছি এই গড়ে।
অভয়া আশীষে তিনকাল মনে পড়ে ॥
তোমার মায়ের দুঃখ শুন মন দিয়া।
ভেয়ের বচনে যার জরজর হিয়া ॥

বন্ধ্যাবাদ দিল বার বৎসরের কালে।
তোমা পুত্র লাগি রম্ভা ভর দিল শালে॥
তপস্বিনী হয়ে শালে ত্যজিলা জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিল তারে তোমা পুত্র ধন॥
পাসরে সে সব দুঃখ তোমা মুখ চেয়ে।
প্রাণ দিতে এলে কেন কার যুক্তি লয়ে॥
অন্ধের নয়ন তুমি দরিদ্রের হীরা।
ধর্ম্মপথে ছেড়ে দিহ ঘর যাবে ফিরা॥
সেন বলে একথা কহিলি কোন লাজে।
তোর যত ধর্ম্মভয় বুঝা গেল কাজে॥
হেদে রে পাপিষ্ঠ জন্তু দুরন্ত শার্দ্দুল।
পোষ্য হয়ে পোষ্টাবরে করিস নির্ম্মূল॥
পুত্রের অধিক তোমা পালিল ভূপতি।
ভারতে না থুলি তার বংশে দিতে বাতি॥
এখন আমার আগে এত অহঙ্কার।
জীবন হারায়ে যাবি যমের দুয়ার॥
অহঙ্কারে কে কোথা বেড়েছে সর্ব্বকাল।
কোথা গেল হিরণ্যকশিপু শিশুপাল॥
কোথা গেল কুরুবংশ কেশী কংসাসুর।
অহঙ্কার অধিকে অধিক দর্পচুর॥
এইরূপে সকল দানব দুরাচার।
মুনিগণে দিত দুঃখ বিবিধ প্রকার॥
সূতে বধ করিয়া ঠাকুর বলরাম।
তীর্থযাত্রা করিয়া চলিল অবিশ্রাম॥
মুনি সব বিশিষ্ট বলিল বলরামে।
বধিয়া দুরন্ত বন্তে রাখহ আশ্রমে॥
দুরন্ত অনন্ত তারে করিল সংহার।
এইরূপে বেড়েছিল তার অহঙ্কার॥
আজি আমি তোরে বধে রাজধানে যাব।
পথের নিশান তোর লেজ কাটি নিব॥

শুনিতে শুনিতে শিহরিল লেজ কান।
কপালে কুটিল আঁখি কোপে কম্পমান ॥
অবনী কাঁপায় কোপে আছাড়ি লাঙ্গুড়ে।
বিশাল বদন দেখি দূরে প্রাণ উড়ে ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে কোপে দেয় পাক।
ঘূর্ণিত লোচন যেন কুমারের চাক ॥
কোপে করে বিকট দশন কড়মড়।
লেজসাটে নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড় ॥
দর্প করি কহে কিছু কশ্যপনন্দনে।
ঘাড় ভেঙে রক্ত খাব রাখে কোন জনে ॥
লাউসেন বলে বাঘা আপনা সামাল।
মরণ নিকট তোর কোলে দেখ কাল ॥
বাঘ বলে বধ রণে বুঝি বীরবর।
বলিতে বলিতে কোপে করিছে গর্গর্ ॥
বচনে বচন বাড়ে বিবাদের মূল।
অমনি উঠিয়া রায়ে রুষিল শার্দ্দুল ॥
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

কোপে বাঘবর করিছে গর্ গর্
ফর্ ফর্ করিয়া গুম্ফ।
কড়মড় দন্ত করে বেগবন্ত
দুরন্ত মারিছে লম্ফ ॥
আগুলিয়া বাটে লেজ কাণ সাটে,
লাফায়ে ঝাঁপায়ে তাড়ে।
প্রতাপে পতঙ্গ মারিয়া ফলঙ্গ
ফলায় ফেলিল ঝেড়ে ॥
দেখায় ফাপরি থাবা দিয়া ধরি
লাফায়ে ঝাঁপায়ে যায়।

মালকে সামালি ফিরি যায় চালি
শার্দ্দুলে রুষিল রায় ॥
চৌদিকে চঞ্চল ঢালি চালে ঢাল
বিক্রমে বিশাল বীর।
আড়ম্বর করি বুলে ফিরি ফিরি
শার্দ্দুল না রহে স্থির ॥
তবে বীরবর বায়ে করি ভর
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল তায়।
ফিরি ফলা সারি হুঙ্কারে হাঁকারি
হটে চোট হানে রায় ॥
চমৎকার চোটে লম্ফ মারি উঠে
দপটে না টুটে বল।
কোপে তাপে লাফে থাবা মারি ঝাঁপে
লাউসেনে কামদল ॥
বলবন্ত রায় হেলায় বাঘায়
ফলায় ফেলায় ঝেড়ে।
উলটি দাদলি অসিতে হাঁফালি
সেন পুন ফেলে তেড়ে ॥
ঘালি খেয়ে তায় ঘায়ের জ্বালায়
ঘুরে ঘুরে পড়ে ধোঁকে।
ভর করি বায় তেড়ে আসে রায়
ফলা হানে তার বুকে ॥
লোটাইয়া লেজ হোলো হত তেজ
নখে অবনী আঁচড়ে।
বিপদনাশিনী তখন তারিনী
দেবী তার মনে পড়ে ॥
হেন কালে রায় চোট হানে তায়
মাথাটা লোটে অবনী।
কাটা মাথা ডাকে দয়াময়ী মাকে
বলে রক্ষ দাক্ষ্যায়ণী ॥

মরিল শার্দ্দুল স্মরণে ব্যাকুল
কৈলাসে দেবীর প্রাণ।
গুরুপদ দ্বন্দ্ব ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গান॥

সর্ব্বাণী স্মরণে যদি মরিল শার্দ্দুল।
কৈলাসে পার্ব্বতী চিত্ত হইল ব্যাকুল॥
পার্ব্বতী কহেন শুন পদ্মাবতী দাসী।
এবে কেন অমঙ্গল অতি ভয় বাসি॥
কেন বা বসিতে শুতে খেতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ॥
চিন্তিয়া পার্ব্বতী পদে পদ্মাবতী বলে।
ইন্দ্রের নর্ত্তকে তুমি অভিশাপ দিলে॥
বাঘকুলে জন্মাইল জলন্দার বনে।
রঞ্জার নন্দন তার প্রাণ নিল রণে॥
এই হেতু কাটা মাথা করিল স্মরণ।
দেবী কন অভিশপ্ত বটে দুইজন॥
রঞ্জার নন্দন সেই কশ্যপ বালক।
মোর অভিশাপে সেই ইন্দ্রের নর্ত্তক॥
বাঘের শাপান্ত আছে সাধু হস্তে মরি।
অল্প দিনে মুক্ত হয়ে পাবে সুরপুরী॥
ধর্ম্মের সেবক সেই রঞ্জার নন্দন।
অবশ্য তাহার হাতে বাঘের মরণ॥
কিন্তু বাঘে আপনি করেছি অঙ্গীকার।
বিপত্তে স্মরণে তোরে করিব উদ্ধার॥
এত বলি পদ্মার সহিত সিংহরথে।
অভয়া উরিল মরা বাঘের সাক্ষাতে॥
সর্ব্বকাল শার্দ্দুলে দেবীর আছে দয়া।
কাটা মুণ্ড স্কন্ধে দিয়া কান্দেন অভয়া॥

পরাণ ত্যজেছে বাঘা বার করে জি।
তা দেখে ব্যাকুলে কহে হেমন্তের ঝি॥
উঠ শিশু সাধের শার্দ্দুল কামদল।
পড়েছে বাঘাই যে পাথর জগদল॥
তা দেখে মায়ের আঁখি করে ছলছল।
বাঘের মরণে মাতা হইল বিকল॥
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা জিয়াইব বাঘে।
করিব কামনা সিদ্ধ যে বর এ মাগে॥
পদতলে কন কিছু পদ্মাবতী দাসী।
দুর্জ্জনে এ সব যুক্তি দিতে ভয় বাসি॥
বচনে বাড়ায়ে যাবে হবে বিপরীত।
দেখে শুনে পাসরিলে রাবণের রীত॥
বর পেয়ে রাবণ যে করিলেক কাজ।
কত দুঃখ নাহি দিলে কংস দৈত্যরাজ॥
কি করিল মত্ত মহী দুর্য্যোধন রায়।
বৃত্রাসুর বিক্রম বলিতে হাসি পায়॥
তুমি হর হরি বিধি দেবী দেবরাজ।
বচন বজ্রের রেখা বুঝি কর কাজ॥
জননী বলেন যদি জীয়ে নাহি দিব।
পতিতপাবনী নাম কিরূপে রাখিব॥
কাটা মুণ্ড কাননে ডাকিল উচ্চৈঃস্বরে।
কিছু বল কহ পদ্মা বাঁচাব উহারে॥
এত বলি বাঘে দেবী দিলেন জীবন।
প্রাণ পেয়ে বন্দে বাঘা চণ্ডীর চরণ॥
নিশুম্ভনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নরসিংহনিস্তারকারিনী নারায়ণী॥
শুভানি সর্ব্বাণী শান্তিরূপে সর্ব্বভূত।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবী নমোস্তুতে॥
বাসুকি বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিবরে বলিতে নারে গুণ॥

মহিমা না জানে অষ্ট লোকপাল বসু।
কি জানি জননী আমি বনজন্তু পশু ॥
বাঘের বন্দন স্তুতি শুনি হর্ষযুতা।
বলেন অমর বিনা বর মাগ সুতা ॥
বাঘ বলে তোমার হাতের খড়্গখান।
দেখে মাতা থর থর কাঁপে মোর প্রাণ ॥
অতঃপর মাগি বর চরণকমলে।
না মরিব অস্ত্রশস্ত্র অনল গরলে ॥
তথাস্তু বলিয়া মাতা কৈলাসে উপনীত।
পদ্মাবতী বলে মাতা এই সে উচিত ॥
মায়ায় ভুলালে ভাল ভগবতী বাঘে।
প্রহ্লাদ পিতার পারা বাঘ বর মাগে ॥
জলে স্থলে অনলে পর্ব্বতে চরাচরে।
দানব মানব হাতে সৃষ্টির ভিতরে ॥
অস্ত্র শস্ত্রে দিবায় নিশায় মৃত্যু নাই।
তুষ্ট হয়ে হেন বর দিলেন গোসাঁই ॥
নিদানে নিধন কালে নরসিংহ রূপে।
এইরূপে বর দিয়া আইলা চুপেচুপে ॥
কংসরাজে যেমন ভাঁড়াল ত্রিপুরারী।
রাবণে ব্রহ্মার যেন বচন চাতুরী ॥
হেন বর পেয়ে বাঘা অতিশয় মত্ত।
আড়ম্বরি করিয়া সেনের করে তত্ত্ব ॥
কর্পূরে আনিতে সেন গিয়াছিল বনে।
বাঘ বড় বিক্রমে বিস্ময় বাড়ে মনে ॥
আসিয়া বুঝিল বড় দেবতার বল।
রাবণ সমান শক্তি ধরে কামদল ॥
কাটা মাথা কান্ধে লাগি বলে মারমার।
চঞ্চল হইয়া সেনে লাগে চমৎকার ॥
করতারে ভাবিয়া ভরসা বাড়ে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে ॥

বাঘা অতি কোপে আসি আগুলিল বাট।
বদন বিস্তার করি মারে মালসাট ॥
কোপে ছুটা কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।
দর্প করি কয় কিছু লাউসেন বীরে ॥
বলি শুন এখনো অভয় দিহু দান।
ঘরে যা রাজার বেটা রক্ষার পরাণ ॥
নতুবা দেবীর প্রীতে প্রাণ তোর লব।
চিবাব মাথার খুলি ঘাড়ের রক্ত খাব ॥
লাউসেন বলে দুষ্ট গর্ব্ব কর দূর।
এক দণ্ডে মুণ্ড নিব দর্প হবে চুর ॥
রুষিয়া শার্দ্দূল ঘন তা দেয় গোঁফে।
নিশুম্ভ সমান দর্প লম্ফ মারে কোপে ॥
ডাক ডাকে ডাগর ডাগর চমৎকার।
শব্দ ভেদে আকাশ পাতাল বলিহার ॥
দেবতা সকলে শুনে করে অনুভব।
কোথা হতে অবনীতে উঠিল দানব ॥
দর্প দেখি দারুণ দুরন্তে নাহি ভয়।
সাহসে সংগ্রামে বীর স্থির হয়ে রয় ॥
বাঘা দিল বীরাঙ বিস্তার করি মুখ।
ফলা ফরকাইয়া বীর হইল সম্মুখ ॥
থাবা দিয়া চলিল গরগর করি কোপে।
হাফালিয়া ঝাঁপাইতে লাফাইয়া লোফে ॥
ফলা ঝেড়ে অমনি ফেলায় কতদূরে।
ছুটা আঁখি কুমার চাকের প্রায় ঘুরে ॥
বাসুকি ঝাড়িতে ফণা যেন ভূমিকম্প।
আড়ম্বরি করি কোপে উঠে মারে লম্ফ ॥
রুষিয়া শার্দ্দূল সেনে মারিল হাফাল।
সবল সাধিয়া শূন্যে এড়াল ভূপাল ॥
বিশাল বিক্রমে বাঘে দিলেন দাবড়।
দাদালে দুরন্ত দন্ত করে কড়মড় ॥

রুষিয়া যতেক চোট হানে বীর দাপে।
বাঘ রণপণ্ডিত এড়ায় লাফে লাফে॥
চারিদিকে চঞ্চল ফিরিয়া চালি ঢাল।
উভ পাশে মারে চোট মারিতে হাঁফাল॥
একে দুষ্ট জন্তু তায় দেবতার বর।
ভাবকি দেখায় ফিরে করে গরগর॥
যোগী যারে যোগবলে জপে অবিরত।
হেন দেবী বাড়াইল বাঘের মহত্ত্ব॥
যাঁর বলে পাতালে প্রবল হৈল মহী।
যেই শক্তি সাধিয়া ধরণী ধরে অহী॥
হেন দেবী করুণা করিল কামদলে।
বেড়েছে বিক্রম বড় বাসুলির বলে॥
তাড়া দিয়া তিনদিকে আড়ি উড়ি চায়।
থাবা দিয়া থোবনা ভাঙ্গিল ফলা যায়॥
ঘালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে বাঘা বান্ধে রিষ।
ফুলিয়া ফলঙ্গ মারে দশ বিশ ত্রিশ॥
অমনি উঠিয়া লম্ফ উলটি পালটি।
লাফায়ে কাঁপালো কোপে কুড়িহাত মাটি॥
হাঙ্ হাঙ্ হাঁফালে ধরিতে যায় ঘাড়ে।
সমরপণ্ডিত রায় রয় ফলা আড়ে॥
ফিরাইতে ফলাখানা ফেরে কোপে তাপে।
লুপ করে ঝাঁপ দিয়া ঝুপ করে ঝাঁপে॥
ভাবকি লাগিল সেনে ভেড়ি হইল পা।
হুতাশে হুঠারে পড়ে মুখে নাই রা॥
ধূলায় ফলায় ঢাকা পড়ে ধরাতলে।
ধর্ম্মপুত্র দেখিয়া ধরণী ধরে কোলে॥
ঠেলা দিয়া ফলা তুলে ফেলাইতে চায়।
অধিক অচলগিরি গোবর্দ্ধন প্রায়॥
বাঘ বলে মহীতলে শুথাইয়া মর।
ফলায় রহিব আমি দ্বাদশ বৎসর॥

এখন ছাড়িয়া দিব দাঁতে কর কুটা।
বলিতে বচন বাঘা নহে বলটুটা ॥
লাউসেন বলে মিছা প্রতাপে কি কাজ।
বধিব দুরন্ত দণ্ড চারি কর ব্যাজ ॥
মুখে মাত্র প্রতাপ অন্তরে নাই সুখ।
বিদেশে বিপত্য বড় বিধাতা বিমুখ ॥
সুখময় অনাদি অনন্ত নিরঞ্জনে।
একান্ত ভাবেন দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥
মনে মনে নিরঞ্জনে ধ্যান করি রায়।
কান্দেন কাতর হয়ে ধূসর ধূলায় ॥
অনাথবান্ধব ওহে কর পরিত্রাণ।
বিদেশে বাঘের হাতে হারাই পরাণ ॥
মা মোর কাতর হয়ে কয়েছিল যত।
সঙ্কট সংঘটে এই আর আছে কত ॥
নিষেধিলা সঙ্গের সর্ব্বস্ব সেই ভাই।
কর্পূরের কথা কাটি কত কষ্ট পাই ॥
দুর্জ্জয় দেবীর দাস বাঘ কামদল।
দনুজদলনী দুর্গা দেবী পক্ষবল ॥
ধূলায় ফলায় ঢাকা ঠেকেছি বিষম।
উপরে দুর্জ্জয় বাঘ করে পরাক্রম ॥
ভকতবৎসল প্রভু পেয়েছি প্রমাণ।
কুন্তীসঙ্গে জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ ॥
অনলে গরলে জলে শৈলে যে প্রমাদে।
দনুজতনুজ ভক্তে রাখিল প্রহ্লাদে ॥
সমরে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
তার পিতা ফেলে তপ্ত তৈলকুণ্ড মাঝে ॥
চতুর্ভুজ তুমি তারে রেখেছো গোসাঁই।
ধ্রুবে যে দিয়াছ পদ যারপর নাই ॥
যুধিষ্ঠিরে পাশায় হারায়ে দুর্য্যোধন।
দ্রৌপদীরে সভামাঝে করে বিবসন ॥

বস্ত্ররূপী হয়ে লজ্জা রেখেছ হে তাতে।
পুনরপি বনবাসে দুর্ব্বাসার হাতে ॥
তারা সব ভক্ত তুমি ভক্তবৎসল।
অনাথবান্ধব নামে ভরসা কেবল ॥
মোরে বাঘা ধরে খায় না করি বিবাদ।
পতিতপাবন নামে পাছে পড়ে বাদ
অতেব কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
দনুজারি দুঃখহারী দেব দীনবন্ধু ॥
সঙ্কটে সেবকে স্তুতি জানিয়ে কারণে।
ডাকিয়া পাঠান প্রভু পবননন্দনে ॥
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসংগীত।
শ্রবণে পাতক দূর পুলকিত অঙ্গ ॥

শ্বেতমক্ষীরূপে আসি দেখা দিল হনু।
পরিচয় দিলা প্রেমে পুলকিত তনু ॥
পদতলে প্রণতি করিতে পুনঃপুনঃ।
বীর বলে ভয় নাই বলি যা তা শুন ॥
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥
তোমা হেতু হেন প্রভু হোলো ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে আসি আমি উপস্থিত ॥
যে তুমি আমার শিষ্য আমি মন্ত্রগুরু।
কি করিতে পারে তার কেশী কংস কুরু ॥
কোন ছার শত্রু তার বিপিনের বাঘ।
ভর দিহ ভুজেতে ভাবনা কর ত্যাগ ॥
এতবলি বসিল সেনের বাহুমূলে।
বীরদর্পে কেড়ে ফেলে দুরন্ত শার্দ্দূলে ॥
উলটি বিক্রমে বাঘা তাড়া দিয়া যায়।
কোপে তাপে লাফে লাফে কাঁপাইতে চায় ॥
দন্ত করি লম্ফ মারি খেদে লাউসেনে।
ফিরাইয়া ফলা উড়ে উপর গগনে ॥

তপন তনয়ে যেন রুষিল অর্জ্জুন।
সেইরূপে বাঘে বড় বীর নিদারুণ॥
পাশে পাশে ফিরাফিরি বল কষাকষি।
উভ উভ উড়ি ফলা অধ অধ অসি॥
হেঁটে ঢাল পেতে ওতে খুঁচে মারে খোঁচা।
মাথায় মারিতে চোট কাণ হইল বোঁচা॥
কোপে বুথা কামদল কামড়ায় ভুঞে।
বীরদর্পে সেন পুন চোট হানে মুঞে॥
চোট খেয়ে লাফায়ে থাবাইয়া ধরে উরু।
কি করিতে পারে যার হনু মল্লগুরু॥
যম ইন্দ্র কুবের বরুণ হুতাশন।
পবন প্রভৃতি দেবে জিনিল রাবণ॥
হেন জন ঘুরে যায় খেয়ে এক চড়।
অচেতন হয়ে ভূমে করে ধড়ফড়॥
হেন মহাবীর হনুমান অনুকূলে।
প্রতাপে হানিল রায় দুরন্ত শার্দ্দূলে॥
কাটা মাথা জোড়া লাগে বাসুলির বরে।
রাবণের প্রায় বাঘা দৈববল ধরে॥
গোঁফে তা দিয়ে কোপে করে গরবর।
বলরামে রোষে যেন দ্বিবিদ বানর॥
দ্বারিকা দলিল দুষ্ট দারুণ দুরন্ত।
বিক্রমে বধিল তারে ঠাকুর অনন্ত॥
সেইরূপ বাঘের বিক্রম বুঝি বাড়া।
আড়ম্বরি করি পুন সেনে দেয় তাড়া॥
কাণে কাণে সেনে তবে কন হনুমন্ত।
বাসুলির বরে খড়্গে না মরে দুরন্ত॥
যেমন যাইয়া আমি পাতাল নগরে।
বধিনু মহীর পুত্রে অহী নিশাচরে॥
পাষাণে পরাণ নিনু মারিয়া আছাড়।
সেইরূপ শার্দ্দূলের চূর্ণ কর হাড়॥

উপদেশ পেয়ে বন্দে বীরের চরণে।
রুষিল যেমন ভীম কীচকের রণে॥
তাড়াতাড়ি পাছাড়ি আছাড়ি ফেলে ভূমে।
মাথায় মারিতে মুষ্টি রক্ত উঠে মুখে॥
উপর গগনে ঘন ঘুরাইয়া পাক।
পাষাণে আছাড় মারি বলে ধর্ম্ম রাখ॥
খসিয়া পড়িল যেন পর্ব্বতের চূড়া।
ভাঙ্গিল মাথার খুলি হাড় হল গুঁড়া॥
শাপে মুক্ত হল সেই দিব্য দেহ ধরি।
বিমানে চাপিয়া গেল সুররাজপুরী॥
শার্দ্দূল সংহার করি সেনের আনন্দ।
বীরগুরু হনুর বন্দিল পদদ্বন্দ্ব॥
নিশুম্ভ পড়িতে কিবা জম্ভের তনয়।
শুম্ভের নিধনে যেন দেবতার জয়॥
সেইরূপ অবনী হইলা সুপ্রকাশ।
সেন বলে প্রভু কর ক্ষণেক আশ্বাস॥
কর্পূর আনিগে যেয়ে করুণ প্রণতি।
মহাবীরে রাখি রায় গেলা লঘুগতি॥
বাঘে কিবা পায় পায় পেয়ে পত্র সাড়া।
দাদাকে খাইয়া মোরে দিতে এল তাড়া॥
দৈববল লয়েছি রয়েছি আমি পাছে।
বলিতে চলিতে রায় আইল তার কাছে॥
কি কর কর্পূর ভায়া দেখসিয়া আগে।
বধেছি একান্ত হে দুরন্তবন্ত বাঘে॥
চক্ষু ছাড়ি আড়ি উড়ি সেনে দেখে চেয়ে।
অল্প বুদ্ধি গেল তবু কন ভয় পেয়ে॥
বাঘ বধ সত্য হয় শিরে হাত দেও।
কিরা করি গিরা তবে আলাইয়া লও॥
প্রবোধ করিয়া নিল আলাইয়া গাছে।
মুখানি মুছায়ে বলে এস কাছে কাছে॥

তথাপি চলিতে নারে পরাণ চঞ্চল।
আগে দেখে মৃততনু বাঘ কামদল॥
তথাপি তরাস তার প্যছে দেয় তাড়া।
আড়ি উড়ি দিয়া চিন্তে শার্দ্দুলের সাড়া॥
নাসিকা বয়ান বাটে না বহে অনিল।
তবু ভূমে হাঁটু পেড়ে উভ হানে কিল॥
কিলিয়া বধিনু বাঘে দেখসিয়া ভাই।
সেন বলে ভাই তোর বলিহারি যাই॥
ভাল হোলো মেলে বাঘে সম্প্রতি সাক্ষাৎ।
গুরুদেব পাদপদ্মে হই প্রণিপাত॥
দেখি ব্যস্ত সমস্ত প্রণতি করি তায়।
করপুটে কন সব তোমার কৃপায়॥
দাদা মাত্র উপলক্ষ আপনি বধিলে।
দয়া করি দুই দাসে দরশন দিলে॥
বীর কন সকলি ত করেন গোসাঁই।
অতঃপর বিদায় বিলম্বে কাজ নাই॥
আমি কহি যাই কোনো চিন্তা কর পাছে।
স্মরণ করিবা মাত্র দেখা পাবে কাছে॥
কেটে লও নখ লেজ শার্দ্দুলের কাণ।
খুলে দেহ আমারে গায়ের ছালখান॥
পথের নিশান তুমি দিবে রাজপুরে।
আসন যোগাব আমি লইয়া ঠাকুরে॥
দ্বীপিচর্ম্ম ধর্ম্মহেতু খুলে দিল রায়।
প্রণতি করি রায় ধূলায় লোটায়॥
আশীর্ব্বাদ করি হনু হোলো তিরোধান।
কহিল যে কিছু হনু পুন বিদ্যমান॥
শুনিয়া ভক্তের জয় দেখি দ্বীপিচর্ম্ম।
বাঘে বিপরীত বুদ্ধি করিলা শ্রীধর্ম্ম॥
বাঘের নিশান কাটি বিন্ধিয়া ফলায়।
কর্পূরে কহেন কিছু লাউসেন রায়॥

নির্ভয় হইল পুরী পরম মঙ্গল।
তৃষ্ণায় আকুল বড় এনে দেহ জল ॥
শুনিয়া কর্পূর চলে জল অন্বেষণে।
তরুতলে শ্রমে রায় রহিল শয়নে ॥
মুদিত নয়ন তাঁর উদিত প্রচণ্ড।
সূর্যতেজ বারণে বাসুকি ধরে দণ্ড ॥
নিদ্রা হোলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥

কর্পূর কাতর মনে সরোবর অন্বেষণে
চারিপানে চাহিয়া চঞ্চল।
বিরাটতনয় মুখে উড়ে পক্ষ ঝাঁকে ঝাঁকে
বহে মন্দ বাত সুশীতল ॥
তা দেখি প্রসন্নচিত অনুভবে উপনীত
ত্বরাতরি তারা দীঘিতীর।
দীঘির দক্ষিণ ঘাটে দেখিয়া রজক পাটে
প্রাণ কাঁপে ভাবিয়া কুম্ভীর ॥
শ্যামল কমল ভব লহরী নিকর সব
হেরিতে বয়ান প্রীতিময়।
বিপুল কমলদলে জলবিন্দুচয় দোলে
গরল ভরমে ভাবে ভয় ॥
নীল পীত শ্বেত রক্ত সলিলে সরোজ ব্যাপ্ত
হেলিছে দুলিছে মন্দ বাতে।
কি ফণা ধরেছে ফণি এত মনে অনুমানি
তরাসে পরাণ হোলো হাতে ॥
দীঘি জুড়ে যতো সাপ কি হোলোরে ওরে বাপ
জানিলে কে বাড়াইত পা।
পরশে পরাণ যেতো কুম্ভীরে ধরিয়া খেতো
কোথা বা রহিত বাপ মা ॥

কালিদহে এই মত আভীর বালক হত
হয়েছিল বিষজল পানে।
গোবিন্দ করুণাসিন্ধু জিয়াইতে সব বন্ধু
ঝাঁপ দিল দুষ্টের দমনে॥
সেইরূপ হলাহল দীঘি জুড়ে যত জল
ফল নাই এখানে আমার।
এত বলি বেগে ধায় ভয়ে ফিরি ফিরি চায়
লাউসেনে দিতে সমাচার॥
নিকটে আসিয়া দেখে বাসুকী পঙ্কজ মুখে
দণ্ড করি তপনের তাপে।
কেন্দে শোকে কন দুখে বাঁচিয়া বাঘের মুখে
দাদারে পেয়েছে কালসাপে॥
যে সর্প দেখিনু জলে অভাগ্য কর্ম্মের ফলে
সেই সর্প দাদার নিকটে।
যখন বিধাতা লাগে দূর্ব্বা বলি ধরে বাঘে
অশেষ আপদ আসি ঘটে॥
কর্পুর কাতর রবে নিদ্রাভঙ্গ হোলো তবে
লাউসেন উঠিয়া চেতনে॥
কর্পুরে জন্মিল ত্রাস সর্প গেল নিজ বাস
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে॥

লাউসেন কন কেন কান্দিয়া কাতর।
কর্পূর কহিল দাদা রাখিল ঈশ্বর॥
সলিল সন্ধানে গেনু তারাদীঘি তীর।
ভবনে ভুজঙ্গ ভয় ঘাটেতে কুম্ভীর॥
দেখিনু দীঘির জল কেবল গরল।
পলাইয়া প্রাণ পেনু ছিল পুণ্যবল॥
সেই সর্প দেখেছিনু তোমার বয়ান।
দেখি যত পেনু পীড়া ঈশ্বর প্রমাণ॥

শুনে লাউসেন মনে না করে প্রতীত।
দোঁহে আসি দীঘির দক্ষিণে উপনীত॥
রজকের পাট কালো কমল তরঙ্গ।
দেখাইয়া বলে এই কুম্ভীর ভুজঙ্গ॥
তাড়া দিলে পালালো প্রবল পেয়ে ত্রাস।
সেন বলে ভাগ্যে ভায়া না করিল গ্রাস॥
রজকের পাঠ দেখে কুম্ভীরের ভ্রম।
শ্যামল কমল অঙ্গ ভুজঙ্গের সম॥
পদ্মপাতে দেখি জল বলিলে গরল।
না বুঝে এতেক কেন তরাসে তরল॥
স্নান পুজা উচিত অবশ্য এই স্থলে।
চিন্তিয়া চয়ন করে কমল কমলে॥
পাঁচ পিণ্ড পরিহরি মৃত্তিকা দীঘির।
স্নান হেতু সলিলে প্রবেশে মহাবীর॥
নির্ম্মল করিল অঙ্গ করিয়া মার্জ্জনা।
মাস পক্ষ তিথি গোত্র করে বিবেচনা॥
নিজ নাম তীর্থ কাম ধর্ম্ম আবাহন।
বৈদিক তান্ত্রিক স্নান করি সমাপন॥
কমলে কেবল পুজা করিল সাত্ত্বিক।
উপচার অপারক দিল মানসিক॥
পুজা জপ করি মন্ত্র সমাপিলা রায়।
হেন কালে দারুণ কুম্ভীর ধরে পায়॥
কি কি বলি চঞ্চল চরণে ফেলে ঝেড়ে।
কুপিয়া কুম্ভীর পুন সেনে ধরে তেড়ে॥
ঝেড়ে ফেলে উঠিতে আড়ায় তেড়ে ধরে।
ঝাঁপ দিয়া জলে লয়ে আড়ম্বর করে॥
দাদলে দপটে নক্র পায়ে ধরে ঝাঁকে।
আড়ম্বরি করি লেজ নামাইল পাঁকে॥
পরাক্রমে চলে জলে যুঝে দুই বীর।
বিক্রমে তরঙ্গ বাড়ে পাড়ে পড়ে নীর॥

মাড়নে মরিল মৎস্য দীঘির সলিলে।
সফরী লাফাতে নেচে লুপে লয় চিলে॥
হুড়াহুড়ি কমলে কমল হল কাদা।
কূলে কান্দে কর্পূর কি হোলো ওগো দাদা॥
কালীনাগে কৃষ্ণে যেন করেছিল গ্রাস।
সেইরূপ কর্পূর কুম্ভীরে ভাবে ত্রাস॥
তুল্য রণে জলে মত্ত যুঝে দুই বীর।
কখন সবল সেন কখন কুম্ভীর॥
অস্ত্র বিনে জলে যুদ্ধ জলজন্তু সনে।
কুম্ভীর ব্যাপক বড় বধিব কেমনে॥
বাঘে মারি নক্রবর করে বা ভক্ষণ।
বিপদে স্মরেণ সেন গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ঋষি ছিলো যে নরেন্দ্র।
অগস্ত্যের অভিশাপে হইল গজেন্দ্র॥
গিরিবর ত্রিকূট সুখদ সরোবরে।
পরিবার সহিত সলিলে খেলা করে॥
হুহু নামে গন্ধর্ব্ব ঠেকিয়া নিজ পাপে।
কুম্ভীর হইয়াছিল দেবলের শাপে॥
কোপে সে কুম্ভীর ধরে কুঞ্জরের পায়।
দুইজনে জলযুদ্ধে বহুকাল যায়॥
জলে টানে কুম্ভীর কুঞ্জর টানে স্থলে।
কাতর হইল হস্তী হোলো হীনবলে॥
পরিণামে পদ্মনাভ পঙ্কজলোচনে।
চিন্তেন গোবিন্দ গতি গরুড়বাহনে॥
বিষ্ণু বিনে বিপদে বান্ধব নাহি অন্য।
ভাবিয়া একান্ত ভক্তি করিল অনন্য॥
শুঁড়ে ধরি শতদল করী কোকনদে।
আরাধিলা অনন্ত রাতুল বিষ্ণুপদে॥
বিপদে গোবিন্দ গজে দিলা দিব্য গতি।
এই ধ্যান স্মরেণ সেন করিয়া ভকতি॥

পাইল প্রবল শক্তি প্রভুর কৃপায়।
বীরদাপে কুম্ভীর সহিত উঠে রায়॥
আড়ায় আছাড় মারি বেগে ফেলে ছুড়ে।
হতমান হয়ে পড়ে কতদূর যুড়ে॥
খড়্গে খণ্ড খণ্ড করি বার করি আঁত।
যত্নে নিল নক্রের নিশান নখ দাঁত॥
সাধুহস্তে মরে মুক্ত হইল কুম্ভীর।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

॥ ইতি কামদল বধ পালা সমাপ্ত॥

জামতি পালা

কুম্ভীর বধিয়া বীর লাউসেন রায়।
শীঘ্রগতি ভূপতি ভেটিবা হেতু যায়॥
কত দূরে জামতি নগর দেখে আগে।
চালে চালে বসতি অসতী অনুরাগে॥
আম জাম পলাশ পিপুল থরে থরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে॥
কর্পূর কুমারে সেন করিল জিজ্ঞাসা।
আগে কোন গ্রামে চল করি গিয়া বাসা॥
কর্পূর বলেন শুন ময়নার ঠাকুর।
জামতি নগর নষ্ট নাবড়ির পুর॥
কায়েস্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য বিশেষ সজ্জন।
ঐ পুরে নাই যায় সব নীচে মন॥
অরুণ মুদিত কাল ত্বরান্বিত নিশা।
কর্পূর কহেন এই পুরী ধর্ম্মনাশা॥
প্রকৃতি প্রবল যায় পুরুষ পাগল।
[১]জামতি নগর এই যেয়্যা নাই ফল[১]॥
ওপথ বিপথ যত নাবড়ের পুর।
লাউসেন বলে ভায়া শুনহ কর্পূর॥
আপনি হইল সৎ অসতে কি করে।
ভয় নাই ভায়া চল ভাবি মায়াধরে॥
রাজা বলে ধর্ম্মপদপঙ্কজপিঞ্জরে।
মনোরাজহংস বন্দী কি করিতে পারে॥
জোড় করে কর্পূর কহেন পুনঃ পুনঃ।
এদেশের বিশেষ বারতা বলি শুন॥
নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।
লাজ খেয়ে নগরে নাগরে বুলে চেয়ে॥

১—১ কুহকে কামিনী করে কন্দর্পের বল

না যাব জামতি যায় যুবতী প্রবলা।
পথিক পুরুষ পেলে পায় পদ্মমালা॥
দেখিয়া তোমার তায় রূপের প্রকাশ।
ভুলিয়া ভুলাবে দাদা বলিয়া খালাস॥
সেন বলে শুন যদি মন হয় দড়।
নারীর লাবণ্য জন্য ভয় নয় বড়॥
কর্পূর কহেন দাদা যা বল সে বটে।
পাছে জানি বিশেষে বিপদ আসি ঘটে॥
রসবতী যুবতী রভস অনুকূলে।
মৃদুহাস্যে কটাক্ষে মুনির মন ভুলে॥
ইহাতে প্রমাণ পরাশর মহামুনি।
মোহিলা যাহার মতি ধীবর নন্দিনী॥
মীনগন্ধা সঙ্গে সম্ভোগ হল রতি।
যাহাতে জন্মিল বেদব্যাস মহামতি॥
ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
একযোগে থাকিলে অবশ্য করে বল॥
কৃষ্ণের ভগিনী দেখি ভুলিল অর্জ্জুন।
তাকে চেয়ে দাদা তুমি কত ধর গুণ॥
মোহিনী দেখিয়া কেন মোহিত শঙ্কর।
দেবতা দানব যবে মথিলা সাগর॥
দেখে শুনে ভরসা না হয় একতিল।
বল দেখি কি দোষে ঠেকিল অজামিল॥
জনক জননী অন্ধ জায়া ধর্ম্মশালা।
ঘর ত্যজি দারীসঙ্গে মন মজাইলা॥
সেন বলে শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ ভায়া॥
মন হংস প্রভু পদ পঙ্কজ পিঞ্জরে।
রেখে চল চিন্তা নাই যাব জামতিরে॥
আখড়ার ঘরে যবে জগতের মাতা।
জেনে গেল মোর মতি আনে কোন্ কথা॥

ঘুচাব পথের কাঁটা রেখে যাব সক।
মুখে বলে ভাল চল মনে দগদগ॥
যামার্দ্ধ থাকিতে দিবা প্রবেশে জামতি।
হেনকালে জলে চলে যতেক যুবতী॥
বাঁধা ঘাট পাষাণে বিচিত্র পরিসর।
দেখিল দক্ষিণ দিকে দিব্য সরোবর॥
চারি ঘাটে শোভা করে চম্পক বকুল।
সরোবর কমলে গুঞ্জরে অলিকুল॥
বকুল বৃক্ষের ছায়া সুশীতল বায়।
বিশ্রামবাসনাবশে বসিল ছায়ায়॥
বসিতে বকুল তলে লাউসেন রায়।
দশদিক শোভা করে অঙ্গের আভায়॥
কাঁচা সোনা বরণ বদন পুর্ণশশী।
দেখিয়া মোহিত হল যতেক রূপসী॥
জলের গাগরী কাঁখে নাগরী সকল।
মনোহর মূর্ত্তি দেখি মদনে পাগল॥
কামবাণে সবার অন্তর জরজর।
মদনে মজিল চিত পাসরিল ঘর॥
পরস্পর নারীগণ করে অনুমান।
রাজপুত্র হবে মূর্ত্তি দেবের সমান॥
অনুপম সুঠাম নাগর দেখি দুই।
মনে করে রাত্রি দিন হিয়া মাঝে থুই॥
বলিতে বলিতে বাড়ে মদনতরঙ্গ।
লাজ ত্যজি বলে কেহ যাই ওর সঙ্গ॥
কেহ কহে হায় হায় বঞ্চিলা বিধাতা।
আইবড় কালে হেন বর ছিল কোথা॥
খাইয়া চক্ষের মাথা পিতামাতা অরি।
বেঁটে বরে দিল বিয়া লোকলাজে মরি॥
পরস্পর পতিনিন্দা করে নারীগণে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে॥

2/11/92

দেখি রূপছটা যতেক কুলটা
পরস্পর কহে মর্ম্ম।
চিত্তে অধোগতি নিন্দা করে পতি
ত্যজে লোকভয় ধর্ম্ম॥
এক ঠাঁই বলে মোর কর্ম্মফলে
পতি অতিশয় বুড়া।
দুর্দ্দিনের কালে ফেলাইল জলে
চিপেশোকা মোর খুড়া॥
শয়নের কালে স্বামী কাঁপে হালে
মোর কি এ দুখ টুটা।
যদি কিছু বলি করয়ে ব্যাকুলি
দশনে ধরয়ে কুটা॥
ভজিব নাগরে কিবা পাপ ঘরে
স্বামীটা জীয়ন্তে মরা।
কহে চন্দ্রকলা শুন গো বিমলা
আমার ঐ নায়ে ভরা॥
করি কাটাকাটি বেটি দিয়া মাটি
রাখিল আমার বাপ।
স্বামীটা দুঃশীলে প্রাণ গেল কালে
তার বুকে থাক সাপ॥
সাধুর নন্দিনী বলে সাঙ্গাতিনী
স্বামীটা বিদেশী মোর।
সে যে থাকে দূরে তবে নাকি মোরে
লোকে বলে ভাতারখোর॥
তুমি আছ ভালে পতি পাবে কালে
বলে কলাবতী নারী।
সেবি স্বামী অন্ধ সদা করে দ্বন্দ্ব
ভোজন কালে খুমারি॥
রান্না ঝোল ঝালে পরিপূর্ণ থালে
অন্ন এনে দিই কোলে।

কাছে থাকে পড়ে হাতাড়ে হাতাড়ে
চারিপানে খুঁজে বুলে ॥
শীলা বলে ফুল বরঞ্চ ও ভাল
মোর দুখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ পায়ে কুড়া গোদ
অনেক দুঃখেতে কই ॥
দশন পনের তৈল লাগে মোর
খরচ কি এক গোদে।
ঘটি বাটি থালা বন্ধকে বিকিলা
কলুর কড়ির শোধে ॥
এনে কোথা জ্বর কাঁপে থর থর
সদা করে কাঁজি কাঁজি।
এ নব নগরে পেলে পাপ ঘরে
আগুন লাগাব আজি ॥
হীরা বলে অবা হাবা গোবা বোবা
বিধাতা ঘটাল মোরে।
সেবি সেই স্বামী বোবা হই আমি
কথা কহি ঠারে ঠোরে ॥
অধিক অবুঝ পিঠ ভরা কুঁজ
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ জুড়ে ভূমে যায় গড়ে
মিনসে রাজ্যের কু ॥
কেহ কহে আলো তোর ভর্ত্তা ভাল
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া কালা কাণা খোঁড়া
খেপা চিপেশোকা তায় ॥
বামা বামী রটে স্বামী যুবা বটে
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।
না করে পরশ অলসে অবশ
ভাবে ভামুরের পারা ॥

অশেষ বিশেষ করি নাসবেশ
ফিরিয়া না চায় কাণা।
করিয়া চাতুরী বারুয়ের নারী
নয়ানী করিছে মানা॥
নিজ পতি সোনা মহা গুরুজনা
নিন্দ দেখি পরবেটা।
এত নহে ভাল জল লয়ে চল
লোকে শুনি করে ঠাটা॥
প্রকারে সবারে তাড়ায়ে নাগরে
আঁখি ঠারি গেল ঘরে।
মনে কুতুহলী যৌবনের ডালি
সাজায়ে দিব নাগরে॥
মথুরা নগরী দেখিয়া শ্রীহরি
যেমতি মজালে মন।
তেমতি জামতি যতেক যুবতী
ঘনরাম বিরচন॥

কলসী রাখিয়া রামা পিয়ে পুষ্প মৌ।
নয়ানী শিবাই দত্ত বারুয়ের বৌ॥
বিরচিয়া বিরলে বিবিধ চিত্রপাটী।
নাগর ভুলাতে নানা বেশ করে ঠাটী।
আঁচড়িয়া চাঁচর চিকুর চিত্রবেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁদিকে টালনী॥
কবরী রচিয়া দিল চন্দনের রেখ।
মেঘমালা তড়িত জড়িত পরতেক॥
গলায় লম্বিত মাল্য মনোহর ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রিমা কোলে কজ্জলের ছবি॥

তায় চিত্র গোরোচনা চন্দনের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥
আরোপে অলকা কোলে মুকুতার পাঁতি
সীমন্তে রচিয়া দিলা সুবর্ণের সিঁথি
অঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলঙ্কার।
প্রবালে পুরট পাঁতি গজমতি হার॥
দোস্থতি তেস্থতি মতি হেম কণ্ঠমাল।
গোরা গায় গজমতি গর্ব্ব করে ভাল॥
নাসায় বেশর পরে করিয়া লাবণ্য।
পরের পুরুষে ভ্রষ্টা ভুলাবার জন্য॥
কাণে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
সহজে সুন্দরী তায় বেশ করে বড়ি॥
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।
নাগর ভুলাতে চায় দিয়ে হাতনাড়া॥
পরিল পুরট টাড় বিবিত্র বাউলী।
কটিতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলী॥
অপর যে পদভূষা পাতা গোটা মল।
গরবগমনে কত পুরুষ পাগল॥
ফুরাইল লাসবেশ মদনে ব্যাকুলি।
বসিয়া ভক্ষণ করে কর্পূর তাম্বুলী॥
রসের দর্পণে রামা মুখ দেখে চেয়ে।
মনে হলো নাগরে মোহিব মাত্র যেয়ে॥
চলিতে চলিতে কুচযুগ যাবে দুলে।
তিন ছেলের মা মাগী কাঁচুলী বান্ধে তুলে॥
মুখে মাথে তৈলপড়া নয়নে কজ্জল।
চাহিতে চক্ষের কোণে পুরুষ পাগল॥
গায়ে দিল চর্চ্চিত চন্দন চারু চুয়া।
বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া॥
খিড়কী দুয়ার দিয়া বাড়ি হলো বারি।
লাবণ্য দেখিয়া দারী স্মরে মনোহারী॥

বাহুনাড়া দিয়া চলে গমন মন্থরা।
জিতেন্দ্র ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা ॥
যান যেন গোপিনী গোবিন্দ সম্ভাষণে।
অভিমত যায় রামা চঞ্চল চরণে ॥
কান্দিতে কান্দিতে শিশু পাছু পাছু ধায়।
মদনে মাতিয়া মাগী ফিরে নাহি চায় ॥
ধেয়ে যেয়ে কেন্দে ছেলে ধরিল কাপড়।
কোপে তাপে বলে মাগী গালে মারি চড় ॥
ফিরে যারে সাপেখেকো বাপের মাথা খাগা।
হেথা কি আসিস্ মোর আশে দিতে দাগা ॥
চড়ের চোটে ভূমে ভ্রমে লোটায়ে ধূলাতে।
ফিরে নাহি চেয়ে গেল নাগর ভুলাতে ॥
পাগল পুরুষ যত রূপ হেরে বাটে।
বিকালো সবার মন যৌবনের হাটে ॥
সেনের নিকটে রামা উত্তরিল গিয়া।
রূপ হেরি অভাগী ধরিতে নারে হিয়া ॥
আগে কিছু নাহি কয় করিয়া চাতুরী।
মনে করে কটাক্ষে করিব মন চুরি ॥
অসতী মেয়ের মতি এইরূপই ছুটে।
মনে পূর্ণ অভিলাষ মুখ নাহি ফুটে ॥
বিচলিত করে বায়ে কুচের বসন।
লাসবেশ লাবণ্যে হরিতে চায় মন ॥
নাভিদেশ দেখায় উদরবস্ত্র ঝাড়ে।
মহাশয় তথাপি না চান চক্ষুআড়ে ॥
কহিছে কুলটা কামে কাতর হইয়া।
সূর্পণখা রাক্ষসী শ্রীরাম সম্ভাষিয়া ॥
বচনে মিশাল মধু মন্দমন্দ বলে।
কোন্ দেশে ঘর বঁধু কেন তরুতলে ॥
এসো এসো আমার মন্দিরে উত্তরিবে।
যে কিছু বাসনা কর সকলি পাইবে ॥

আপনি করিব সেবা শোয়াইয়া খাটে।
রাখিব রভস রসে যৌবনের হাটে ॥
শুনি রাম শব্দে সেন কাণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার সখা রঘুনাথ ॥
নয়ানী কহিল কেন কাণে হাত দিলে।
লাউসেন বলে রামা তুমি কি কহিলে ॥
কুলবতী হয়ে কেন কুলটার কথা।
ঘরে যেয়ে পূজ পতি পরমদেবতা ॥
নয়ানী বলিছে নাথ কি আর কহিতে।
তোমারে মজিল মন আর নাহি চিতে ॥
কুলবতী বটি কিন্তু শীল স্বতন্তরা।
না করি নিয়ম প্রাণ পীরিতিতে মরা ॥
রায় বলে ত্যজ তানা তনু মোর ক্ষীণ।
কাম কোপ লোভ মোহ হিংসা দম্ভহীন ॥
মোরে মন ত্যজহ ভজিবে কোন্ গুণে।
ভাল যেয়ে ভজ ভব্য পুরুষ তরুণে ॥
পরনারী সহিত আলাপ নাহি করি।
আপনার ঘরে যাও পরম সুন্দরী ॥
নয়ানী বলিছে তুমি বিজ্ঞ বট রায়।
যুবতী যাচিঞা হলে দোষ নাহি তায় ॥
নিদারুণ নয়ো নাথ নিকেতনে চল।
মোর মাথা খাও যদি আর কিছু বল ॥
তবে যদি নাহি যাও আমার বাসর।
আজি হতে আমি হে ছাড়িনু বাড়ি ঘর ॥
আজ্ঞা কর এখনি তোমার সঙ্গে যাই।
ঘর দ্বার ভাতার পুতের মুখে ছাই ॥
একথা শুনিয়া সেন বলে রাম রাম।
না জানি কি গতি তোর হবে পরিণাম ॥
পরের পুরুষ আশে নিন্দ নিজ পতি।
যা শুনি ত্যজিল প্রাণ শিবজায়া সতী ॥

যে কারণে দক্ষযজ্ঞ হইল বিনাশ।
নয়ানী বলিছে সব জানি ইতিহাস ॥
স্বামী যে না দিল সুখ সে মৈলে কি দুখ।
তুমি মাত্র প্রাণনাথ না হয়ো বিমুখ ॥
হেঁটমাথা কর কেন মোর মাথা খেয়ে।
খানিক খোঁপার রূপ দেখ না হে চেয়ে ॥
ছেলেপিলের মা বলে না হয়ো অসন্তোষ।
বয়স বিস্তর নয় বৎসর ষোড়শ ॥
প্রেম কর পরশ পরম প্রীতি পাবে।
অর্দ্ধদণ্ডে এখনি অক্ষয় স্বর্গ যাবে ॥
দ্বিচারিণী মেয়ের কথায় কত ছলা।
কহিতে কহিতে করে কতগণ্ডা কলা ॥
লাউসেন বলে শুন অবলা অবোধ।
আমি কি তোমায় দিব এ কথার শোধ ॥
প্রবোধ বচন বলি শুন যায় ভাল।
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম বৃথা কেন টাল ॥
স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি ॥
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায় ॥
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল ॥
অপরঞ্চ শুন সতী সাবিত্রীর কথা।
যম তারে আপনি আসিয়া বরদাতা ॥
নিকট দেখিয়া তার পতির মরণ।
প্রথমে প্রখর দূত পাঠালে শমন ॥
নিকট না হয় দূত সাবিত্রীর ডরে।
যমরাজ আপনি আইল তারপরে ॥
তথাপি না পারে নিতে সাবিত্রীর পতি।
তুষ্ট হয়ে দিল বর শতপুত্রবতী ॥

অতেব স্ত্রীলোক সবে করে আশীর্ব্বান।
পুত্রবতী ভব সতী সাবিত্রী সমান ॥
অপর ভারতকথা কর অবগতি।
বকভস্ম নামেতে ভিক্ষায় এক যতি ॥
উপনীত হল পতিব্রতার বাসরে।
হেনকালে তার প্রাণপতি এল ঘরে ॥
পতির সেবায় হল সতীর বিলম্ব।
যতির হইল ক্রোধ অভিমান দম্ভ।
শেষে আমি সেবিতে যতির হল কোপ।
সতীরে সম্পাত দিতে নিজ ধর্ম্ম লোপ ॥
ধর্ম্মব্যাধ নিকটে পশ্চাৎ পেলে জ্ঞান।
হেন পতিব্রতা ধর্ম্ম কেন কর আন ॥
যার আশীর্ব্বাদে হয় পৃথিবীর ভূপ।
অভিশাপে আপনি ঈশ্বর শিলারূপ ॥
তোমার সহিত কথা কহা অনুচিত।
তবু আমি অনেক বুঝানু ধর্ম্মনীত ॥
কুলবধূ কুলটা চরিত্র ত্যাগ করি।
সংসারসাগর তর স্বামীসেবা করি।
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

এত শুনি নয়ানী হাসিয়া বলে হায়।
এই রসে সংসারে মজিয়া গেছ রায় ॥
বুঝালে বিস্তর বটে পুরাণপ্রসঙ্গ।
বুঝে দেখ তার কাছে আছে কত রঙ্গ ॥
কুন্তীসম সংসারে সুন্দরী কেবা সতী।
অবিবাহ কালে কেন হল গর্ভবতী ॥
বিধুমুখী বধূ তার ভজে পাঁচ পতি।
বুঝে দেখ মন্দোদরী কিবা তার গতি ॥
কি কর্ম্ম করিল নাথ অজামিল মুনি।
মেয়ে হয়ে কহিনু পণ্ডিত মুখে শুনি ॥

সংসার সবার বটে ঐ নায়েতে ভরা।
বিশেষ আমার প্রাণ পীরিতিতে মরা॥
যুবা হয়ে কেন বল বুড়ার বচন।
যুবতীযৌবন লুঠ উঠ প্রাণধন॥
দিনে দিনে যৌবনবিলাস যায় বয়ে।
ভুঞ্জহ সংসারসুখ কতকাল রয়ে॥
বৃদ্ধ হলে বনে বসে জপ হরি হরি।
তোমার পায়ের কিরা যদি মানা করি॥
রতিরঙ্গ অনঙ্গ আবেশে রবে সুখে।
আপনি সাজিয়া পান তুলে দিব মুখে॥
কামিনী কোমল কথা শ্রবণমধুর।
অন্তর কঠিন বড় খরশান খুর॥
সেন বলে দূর কর ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ॥
অনুচিত এখানে থাকিতে এক তিল।
আমি নই তেমন পুরুষ ভ্রষ্ট শীল॥
বুঝাহ যতেক তায় পাষাণ দরবে।
পুরুষপাগলী তবু মতি দিস পাপে॥
পরের পুরুষ পিতা পুত্র সম মানি।
অপরঞ্চ পরজায়া যেমন জননী॥
পরনারী পরের পুরুষে যার মতি।
হেন নরনারী করে নরকে বসতি॥
কি আর ওসব ভাব তুমি মোর মা।
কাজ নাই ওসব কথায় ঘর যা॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া ধেয়ে যেয়ে ঐরূপে।
পুত্রে এনে পাপিনী ডুবায়ে মেলে কূপে॥
কলা করি কুলটা কান্দিছে উভরায়।
শুনিয়া নগরলোক উভমুখে ধায়॥
ভয় পেয়ে কর্পূর পালায়ে রয় বনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রঞ্জার নন্দনে॥

নির্ম্মমতা মাগী মিছে শোকে কেঁপে কয়।
হেদে ও শালার বেটা বধিলে তনয়॥
একা পোয়ে পেয়ে পথে বল করে ও।
ডাক দিতে কূপেতে ডুবালে মোর পো॥
রায় বলে ঐ মেরে মিছা করে রোল।
নগরে নাবড় লোক না বুঝিল বোল॥
কূপ হতে তোল মৃত নয়ানীর সুত।
সহসা সেনেরে বান্ধে যেন যমদূত॥
নাথা নোথা কিল গুঁতা লঘুতা করিয়া॥
রাজার নিকটে সেনে লইল ধরিয়া॥
অবিচারে নরপতি দিল কারাগার।
ভাল মন্দ কিছু নাহি করিল বিচার॥
কলা করি কান্দে মাগী কোলে মরা পো।
রাজ আজ্ঞা হল লয়ে কারাগারে থো॥
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে।
সেনেরে বন্ধন দিয়া রাখিল কোটালে॥
হাতে পায়ে বন্ধন নিগড় গলে তোক।
ধর্ম্মধ্যান করি লাউসেন করে শোক॥
তখন নয়ানী নারী বলে আঁখিঠারি।
কথা রাখ এখনো ছাড়ায়ে দিতে পারি॥
বেটা মলো তোমার বালাই লয়ে গেল।
বঁধু হে ছাড়াই যদি নিকেতনে চল॥
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥

হরি হরি এই ছিল আমার ললাটে।
মিছা অপবাদে প্রাণ কত সহে অপমান
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে॥
মায়ের নিষেধ বাণী বেদ আজ্ঞা নাহি মানি
বিদেশে বিধাতা দিল দুখ।

এই তাপে পোড়ে হিয়ে পুনরপি দেশে যেয়ে
না দেখিব মা বাপের মুখ ॥
শালে হয়ে খানি খানি তপস্যাতে ত্যজি প্রাণী
আমা পুত্র কোলে পেলে মা।
আমি অভাগিয়া তার কিছু না শোধিনু ধার
দরিয়ায় ডুবানু ভরা না ॥
কাতর হইয়া কত কর্পূর কালের মত
জামতির যত ব্যবহার।
কহিয়া করিল মানা না শুনি সে সব তানা
কঠিন বন্ধন কারাগার ॥
অর্জ্জুনসারথি হরি সেইরূপ মায়াধারী
কর্পূর প্রাণের মোর সাথী।
সঙ্গের দোসর মোর ভয়ে ভায়া করে ডর
কোথা বা রহিল এত রাতি ॥

কান্দে সেন রঞ্জার কুমার।
দারুণ বন্ধনে পড়ে প্রাণ মোর যায় ছেড়ে
ওহে প্রভু করহ উদ্ধার ॥
তুমি হে অনাদি ধর্ম্ম পরাৎপর পরম ব্রহ্ম
অভাগা আনিবে কোন বলে।
দীন হীন ক্ষীণ মতি তাহাতে মানব জাতি
বিশেষ জনম কলিকালে ॥
চারি বেদে অনুপম পতিতপাবন নাম
শুনিয়া ভরসা আছে মনে।
পতিত আমার সম কেবা আছে নরাধম
কেন না উদ্ধার নামগুণে ॥
প্রহারে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসীর পুত্র মিছা বাদে মলো মাত্র
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে ॥

করিতে এতেক স্তুতি জানিয়া অখিলপতি
জামতির যত বিবরণ।
হনুমান মহাবীরে পাঠাইল জামতিরে
রক্ষা হেতু রঞ্জার নন্দন ॥
প্রভু এত আদেশিতে অবিলম্বে অবনীতে
মহাবীর করিল পয়ান।
প্রবেশিতে কারাগার খসিল বন্ধনভার
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

বন্ধন খসিতে প্রেমে পুলকিত তনু।
ধ্যানবলে বুঝিলা আইল বীর হনু ॥
তনু লোটাইয়া রায় করে দণ্ডবৎ।
কৃপা করি কোলে বীর করিল ভকত ॥
বীরবরে বিবরে বলিছে পুনঃপুনঃ।
হনু বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন ॥
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ ॥
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত ॥
যার দর্পে কম্পমান রাজা লঙ্কেশ্বর।
কোন তুচ্ছ শত্রু তার রায় গদাধর ॥
আগে আমি রাজাকে স্বপনকথা কয়ে।
না হয় যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে ॥
এত বলি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়রে স্বপন কন কাল নিশা ভাগে ॥
অবিচারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর ॥
অপরাধ বিনা বান্ধ বুকে নাই ডর ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে চাঁদে।
ভক্তে বান্ধ ভ্রষ্টা নারী বচনের ফাঁদে ॥

ছেড়ে দেহ তৎকাল বিলম্বে নাই ফল।
স্বপন শুনিতে তনু তরাসে তরল ॥
এত বলি বীর হনু হল তিরোধান।
ভূপতি পোহাল নিশা হাতে করে প্রাণ ॥
বার দিল প্রভাতে করিয়া রাজঘটা।
বিপ্রগণ সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্যছটা ॥
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু বসেছে বেষ্টিত।
ভূপতি পুরাণ শুনে প্রকাশে পণ্ডিত ॥
বাণকন্যা সঙ্গে রঙ্গে কামের নন্দন।
অনিরুদ্ধ ঊষার হইল আলিঙ্গন ॥
স্বপ্নে হলো সম্ভোগ তৎপর নিদ্রাভঙ্গ।
শুনিলা সবাই এই পুরাণ প্রসঙ্গ ॥
ঊষরে বিষাদ পরে পেলে প্রাণনাথে।
বাণ পরাজয় যুদ্ধে অনিরুদ্ধ হাতে ॥
নাগপাশে শেষে বন্দ হল অনিরুদ্ধ।
এই হেতু হরি হরে হৈল মহাযুদ্ধ ॥
স্বপ্নে ঊষাহরণ যে কিছু বিবরণ।
শুনিতে স্বপন কথা হইল স্মরণ ॥
পাড়ি এই প্রসঙ্গ পণ্ডিত পুথি রাখে।
রাজা বলে বন্দীকে হাজির কর তাকে ॥
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিয়া দিল আগে।
শুভ বাক্যে তারে রাজা পরিচয় মাগে ॥
লাউসেন কন আমি নষ্ট ভ্রষ্ট জন।
মোর পরিচয়ে আর কোন্ প্রয়োজন ॥
বিচার করিয়া আগে দোষ বুঝ মোর।
পিছে পাবে পরিচয় কিবা সাধু চোর ॥
এত শুনি কোটালে কহেন ত্বরমাণ।
শিবদত্ত বারুই বধূর সনে আন ॥
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল সেইরূপ।
সভা সম্বোধিয়া বলে জামতির ভূপ ॥

প্রবাসী পুরুষ এই পতিযুক্ত মেয়ে।
বুঝহ বিচার সবে ধর্ম্মপানে চেয়ে ॥
সবে বলে জ্ঞানগম্য করিব বিচার।
আগে দত্ত শিবায়ে সুধান সমাচার ॥
দত্ত বলে কোন তত্ত্ব আমি নাহি জানি।
শ্বশুর করিয়া পাছু এগুলা নয়ানী ॥
লাজ খেয়ে বলে মাগী পথে পেয়ে একা।
হেদেরে শালার বেটা জেতে দিল ডাকা ॥
গা কাঁপে তরাসে তবে ডাকি তোমার দূতে।
কুয়ায় ডুবায়ে মেলে মোর সোনার পুতে ॥
মিছা বলি ও কথা লুকাইতে নাই পথ।
নয়নে নিশান এই চেয়ে দেখ যত ॥
এত বলি মৃত শিশু ফেলায়ে সভায়।
আছাড় খাইয়া মাগী কান্দে উভরায় ॥
নয়ানীরে প্রবোধ করিয়া সভাজন।
লাউসেনে সুধান বিশেষ বিবরণ ॥
সবারে কহেন সেন সব কথা মিছা।
আপনি মারিয়া ছেলে দোষে মোর পিছা ॥
বাহু পসারিয়া মাগে আলিঙ্গন দান।
আশাভঙ্গ হেতু এত করে অপমান ॥
বচনে প্রত্যয় নয় বলে সভাজন।
সেন বলে তবে সাক্ষী দেব নিরঞ্জন ॥
সবে বলে ধর্ম্ম সাক্ষী কিরূপেতে রটে।
রায় বলে বলাইব বালকের ঘটে ॥
প্রাণ দিয়া তার মুখে প্রমাণ বলাই।
রাজা বলে শত্রুমুখে তবে পড়ে ছাই ॥
আপন ইচ্ছায় তার কাট নাক কান।
সবাই বিস্ময় ভাবে মরা পাবে প্রাণ ॥
গান দ্বিজ ঘনরাম অনাদিমঙ্গল।
চিন্তি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের কুশল ॥

কূপতটে কাপড়ে কাণ্ডার করি রায়।
বারুয়ের মৃত শিশু শোয়াইল তায়॥
স্নান পুজা করি রায় হয়ে শুদ্ধমতি।
ধ্যানে সমর্পিয়া ধর্ম্মপদে করে স্তুতি॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু আগম পুরাণে।
নাম শুনে প্রতিজ্ঞা করেছি রাজধানে॥
কয়েছি সভার আগে দেব ধর্ম্মরাজ।
বালকে বলাব সাক্ষী প্রভু রাখ লাজ॥
প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা বচন রক্ষা করি।
দেখা দিল ফটিকে নৃসিংহ রূপ ধরি॥
সংগ্রামে করিল পণ সুধন্বা অর্জ্জন।
দোঁহাকার প্রতিজ্ঞা রাখিলে নিদারুণ॥
রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোসাঁই।
দিয়াছ ঐশ্বর্য হেন যার পর নাই॥
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন॥
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত শিশুশিরে।
অর্ঘ্যদান দিতে প্রাণ আইল শরীরে॥
গায়ে হস্তে বুলাইতে তপস্যার বলে।
উঠে শিশু লোটায় সেনের পদতলে॥
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হরিধ্বনি উঠে বাদ্য বাজিছে বিজয়॥
শুনিয়া কর্পূর রায় আইল নিকটে।
লাউসেন বলে ধর্ম্ম রাখিল সঙ্কটে॥
কান্দিয়া কর্পূর সেনে করেন জিজ্ঞাসা।
কালি কোথা ছিলে ভাই হায় কিবা দশা॥
কর্পূর বলেন যবে বন্দী হল ভাই।
রাতরাতি গৌড় গিয়াছিনু ধাওয়াধাই॥
রাজারে আন্দাশ করি জামতি লুঠিতে।
লয়ে আসি লক্ষ সেনা পথে আচম্বিতে॥

পথে শুনি বিজয় বিদায় দিনু ভাই।
লাউসেন বলে তোরে বলিহারি যাই ॥
যেমন সাহসে মেলে কামদল বাঘে।
সেইরূপ গৌড় গিয়াছিলা নিশাভাগে ॥
কিছু হক্ মুখ দেখে দুঃখ গেল নাশ।
এত শুনি উপজে মধুর মন্দ হাস ॥
সেনের চরিত্র দেখে চিন্তিত সবাই।
এখনি আছিল এক হলো দুই ভাই ॥
সাধু সাধু বলে সবে করে দিব্যজ্ঞান।
শিশু দেখে শুখাইল নয়ানীর প্রাণ ॥
বালকে বলাতে সাক্ষী বৈসে ঘটা করি।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥
সূর্য্যমুখে রয় শিশু সভায় বেষ্টিত।
বালকে বুঝান ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ॥
সাবধানে শুন শিশু এই ধর্ম্মসভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা ॥
গোবিন্দ গণ্ডকী শিলা গব্য গঙ্গাজল।
সম্মুখে তুলসীতলা তাম্র তীর্থস্থল ॥
ব্রাহ্মণ বিগ্রহ এই দেখ বিষ্ণু অংশ।
সভামাঝে বল মিথ্যা হবে কুল ধ্বংস ॥
যুধিষ্টির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায় ॥
অশ্বথামা হত ইতি গজ বলে শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল কার্য্যদোষে ॥
সপ্ত পিতৃ তোর ভয়ে আছে ভাব্য মতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিম্বা অধোগতি ॥
সুপুত্র হইলে হয় গোত্রের উদ্ধার।
সূর্য্যবংশ ভগীরথ প্রমাণ ইহার ॥
মা বলে যে মিথ্যা বল মনস্তাপ পাবে।
সত্য কথা কহিলে সংসারে তরে যাবে ॥

বল বাপু কে তোরে ডুবায়ে মেলে কূপে।
ধর্ম্মসাক্ষী করি শিশু কহেন স্বরূপে ॥
বুঝান সবার ঘটে বসি মায়াধর।
সরস্বতী শিশুর বদনে করে ভর ॥
বারুই বালক বলে শুন সত্য ভাষা।
জননী জগতে মোর জাতিকুলনাশা ॥
বিদেশী কেবল ধর্ম্ম পুরুষ প্রধান।
কুলটা মায়ের কথা কব কোন খান ॥
লাসবেশ লাবণ্যে মাগিল আলিঙ্গন।
না চান নয়নকোণে তুই তপোধন ॥
বুঝান বিশেষ যত জ্ঞান ধর্ম্মবাণী।
শুনিয়া না শুনে কাণে পুরুষডাকিনী ॥
পুণ্যবান পুরুষ না ভুলে কোনরূপে।
তবে মাগী আমারে ডুবায়ে মেলে কূপে ॥
হাঁপানে হারাহু প্রাণ দণ্ড দুই বই।
ধর্ম্মময় মহাশয় ভ্রষ্টা মাগী অই ॥
এত শুনি হরিধ্বনি জয় জয় রোল।
আনন্দে বিভোল সবে বাজে জয় ঢোল ॥
বিচার করিতে নৈল বিদেশীর দোষ।
ঘনরাম ভণে যার গুরুপদ কোষ ॥
সাধু সাধু বলি সবে লাউসেনে কয়।
কেহ কয় কুমার মনুষ্য মেনে নয় ॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবন্ত পুরুষ যে প্রাণী।
সাপেখেকো মিছে কয় কহিছে নয়ানী ॥
পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাক লো হারামজাদী ॥
মাগী বলে মিছামিছা মজায়ে মোর জাতি।
তাপে তবে কর্পূর কুপিয়া ধরে কাতি ॥
রাবণভগিনী যেন শ্রীরামের পাশে।
রূপসী রাক্ষসী এলো সম্ভোগের আশে ॥

নাক কাণ কাটে তার লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেইরূপ করে তারে করে দিল দূর॥
রায় গদাধর বলে ঐ বটে মোর বাপ।
মনের মত হলো শাস্তি ঘুচলো মনের তাপ॥
সে সব রঙ্গের মেয়ে শুনি নিদারুণ।
ভয়েতে হইল যেন জোঁকের মুখে চুণ॥
নাছে বাটে ঘরে ঘাটে স্ত্রীলোকের তান।
আই আই হরের মায়ের একি অপমান॥
কেহ বলে ভাল হলো মনের গেল দুখ।
ছেলে মেরে পথিক বান্ধে মাগীর এত বুক॥
সব দিন ছিল মাগীর ঐ মতিটা আস্ত।
পরপুরুষের পীরিতরসে পরকিতাটা খাস্ত॥
গর্ব্বিনী সে গরবখাকী তিন ছেলের মা।
পরের পুরুষ দেখে ধরিতে নারে গা॥
তেমন সুজন স্বামী ছোঁড়া লাজে না বেরোয়।
যত ছেলে ডাকে তাকে খেন্দীর ভাতার যায়॥
আই আই অভাগী মাগী কি করিল কাজ।
এক মেয়ের লাজ হলে সকল মেয়ের লাজ॥
এইরূপ নারীগণ কতখান কয়।
হেথা লাউসেন নৃপতি সুধান পরিচয়॥
কোন দেশে নিবাস কহিবে তপোধন।
কি নাম তনয় কার কোথায় গমন॥
সেন বলে পরিচয় শুন নরাধিপ।
ময়নানগর বাড়ী সাগর সমীপ॥
পিতা মহাশয় মোর কর্ণসেন রায়।
রঞ্জাবতী জননী মোর ধর্ম্মের কৃপায়॥
নাম মোর লাউসেন কর্পূর অনুজ।
অর্জ্জুনসারথি যেন দেব চতুর্ভূজ॥
মাতামহ বেণু রায় নিবাস রমতি।
মামা মোর মহাপাত্র মেসো গৌড়পতি॥

সম্প্রতি গৌড়েতে যাব রাজার সাক্ষাৎ।
শুনিয়া ভূপতি কন করি জোড়হাত ॥
শুনেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম অবতার।
সাক্ষাতে দেখিনু জন্ম সফল আমার ॥
পদরজ পরশে পবিত্র হলো পুর।
শুনি সবিনয়ে কন লাউসেন কর্পূর ॥
তুমি ধন্য ধার্ম্মিক ধরণীপতি রাজা।
মোর নিবেদন দেশে কর ধর্ম্মপূজা ॥
পুরীশুদ্ধ ধরালে ধর্ম্মের আরাধনা।
দূর গেল পাপ তাপ জঞ্জাল যন্ত্রণা ॥
ঘরে ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের প্রতি ভাব।
দেশ নষ্ট নাবড় লোকের হল দাব ॥
জগতে জাগিল যশ জিনিয়া জামতি।
লঘুগতি যান দোঁহে ভেটিতে ভূপতি ॥
ডানি বামে পিছে রাখে যত গ্রাম বাট।
অনুপাম সুঠাম সম্মুখে গোলাহাট ॥
তা দেখিয়া কর্পূরে সুধান গুণধাম।
অবন্তী নগর সম আগে কোন্ গ্রাম ॥
সারি সারি নারিকেল রামরম্ভা গুয়া।
নিজ বোলে ডাকে পিক পড়ে সারীশুয়া ॥
সৌধময় সকলি সহরময় জুড়া।
দেউলে ধবল ধ্বজা কলধৌত চূড়া ॥
সুচারু চত্বর কুলি পরিসর বাট।
কর্পূর কহেন দাদা ঐ গোলাহাট ॥
এ বড় বিষম বাট বামে রাখ দূরে।
নারী রাজা দারী তায় বৈসে ঐ পুরে ॥
নানা গুণগ্রাম জানে জানে নানা যোগ।
নাটগীতে লক্ষের বিলাস করে ভোগ ॥
কামরূপে কামনা করেছে সিদ্ধপীঠে।
সংসার মোহিতে পারে চেয়ে দিঠে দিঠে ॥

তার চেড়ী স্থরিক্ষা মুনির মনমজা।
গুয়াপানপড়ায় পুরুষে করে অজা ॥
কোন জনে করে অধি রবি যতক্ষণ।
প্রকাশে যামিনীযোগে যেমন মদন ॥
কল্যাণ কুশল কৃষ্ণ কেশব কিঙ্কর।
ক্ষেমানন্দ নগেন্দ্র ঘোষাল খগেশ্বর ॥
গঙ্গাধর গোবিন্দ গঙ্গেশ গঙ্গারাম।
ঘরবাস ঘোষাল ঘসীরাম ঘনশ্যাম ॥
চাস চতুর্ভুজ চণ্ডীচরণ চম্পতি।
চন্দ্রচূড় চৈতন্যচরণ চূড়া ভাতি ॥
ছক্কুরাম ছকড়ি ছাওয়াল সিংহ ছয়।
জয় হরিজীবন জানকীরাম জয় ॥
ঝাড়া বাব ঝাপড়া ঝাকড়া বিমোচন।
ঈশ্বর ঈশ্বরীদাস ইন্দ্রনারায়ণ ॥
অকিঞ্চন অনন্ত অচ্যুত অভিরাম।
দৈবকীনন্দন দুর্গাদাস শুভারাম ॥
তুলসী তিলক তুলা রাম শব্দ অন্ত।
অর্জ্জুন অযোধ্যারাম অদিতি অনন্ত ॥
চৈতন্যচরণ চতুর্ভুজ চক্রপাণি।
ভবভীতি ভীমরায় ভরতভাবিনী ॥
মুরারী মাধব মধুস্থদন মুকুন্দ।
ঔষধের গুণে দিবা কেহ রাত্রে অন্ধ ॥
কত কব ছকুড়ি নাগর একে একে।
পশুপতি পার্ব্বতী প্রভৃতি রয় ঠেকে ॥
নাগর সবার দাদা কি কব আদর।
মাহিনা বিহনে নিত্য নটীর নফর ॥
ছড়া ঝাঁটি দেয় কেহ কেহ জল বয়।
অজা অজী রাখে কেহ কেহ রাখে হয় ॥
পাগল হইয়া কেহ রয় কাছে কাছে।
তাল মান গানেতে নাচায় কেহ নাচে ॥

তাম্বূল যোগায় কেহ কেহ চাপে পা।
কেহ কেহ চামরে করিছে মন্দ বা ॥
পরম স্থন্দর পেলে নানা দ্রব্য ঠাটে।
আপনি স্থরিক্ষা সেবে স্থবর্ণের খাটে ॥
পরম স্থন্দর তুমি এইবেলা বলি।
সে পাছে কমল হয় তুমি হও অলি ॥
ফিরে চল ফের পথে রাখিয়া মর্য্যাদা।
দারীর দরবার গিয়া কাজ নাই দাদা ॥
সেন বলে দারীর দর্শনে মহাফল।
দেখে যাব দারীর কেমন দলবল ॥
চিত্তেতে চিন্তিলে ধর্ম্ম কোন চিন্তা নাই।
শুন তার পুরাণে প্রমাণ কত ঠাঁই ॥
তার সাক্ষী নরনারায়ণ মহাঋষি।
যার উরুদেশ হতে জন্মিল উর্ব্বশী ॥
উগ্র তপ দেখে যার ইন্দ্র পাইল ভয়।
পাছে আসি ইঙ্গিতে অমরাবতী লয় ॥
তপভঙ্গ হেতু ইন্দ্র পাঠাল অপ্সরা।
নাটে গানে লাবণ্যে মুনির মনোহরা ॥
যোগবলে যত তত্ব জানি মহাঋষি।
স্থজিল অপ্সরা কত প্রধানা উর্ব্বশী ॥
বার করে দিল ঋষি উরুদেশ চিরে।
ইন্দ্রের অপ্সরা যত লাজে গেল ফিরে ॥
উর্ব্বশী পাঠাল ঋষি ইন্দ্র আগে ভেট।
দেখিয়া মোহিত সবে মাথা করে হেঁট ॥
পাপাধীন স্বধর্ম্মবিহীন যত লোক।
যুল গুরু না মেনে না হয় পুণ্যশ্লোক ॥
সে সব জনার কাছে বেশ্যার বড়াই।
স্বধর্ম্মে রাখিলে মতি গতি সর্ব্ব ঠাঁই ॥
কর্পূর বলেন দাদা যে বল সে সত্য।
বুঝা নাহি যায় কিছু এ দেশের তথ্য ॥

হেদে মাগী হয়ে গৃহস্থের বউ ঝি।
নয়ানী তেমন করে আনে কব কি ॥
ও জানি কালান্ত বটে লাজ ভয় খেয়ে।
কিরূপে গড়েছে বিধি এ দেশের মেয়ে ॥
সেন বলে কি করিল তার সে নাপান।
ধর্ম্মবলে জিনে এলে কেটে নাক কাণ ॥
কতবার এপথে আসিতে যেতে চাই।
ঘুচাব পথের কাঁটা সঙ্গে এস ভাই ॥
কর্পূর বলেন ভাল চল মহাশয়।
আমার ভরসা আছে পালাব না হয় ॥
সভয় সরস ভাষ শুনি সেন হাসে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥

॥ ইতি জামতি পালা সমাপ্ত ॥

গোলাহাট পালা

অবনী লোটায়ে অঙ্গ অখিল উজ্জ্বল।
বন্দিব চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল ॥
জগতে জন্মিয়া যত জীবের উদ্ধারে।
করিলা করুণাসিন্ধু গৌর অবতারে ॥
কাল কলুষ কালকূট কলিকাল সর্প।
হরিনাম মন্ত্রেতে হরিলা তার দর্প ॥
তপ জপ যাগ যজ্ঞ যত কিছু কৈল।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় হরিনামে মতি হৈল ॥
ইহা জানি আপনি অধম উদ্ধারিতে।
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু এলেন অবনীতে ॥
ভবব্যাধি খণ্ডাইতে ঔষধ হরিনামে।
ভক্তরূপী ভিক্ষা ছলে এলেন আশ্রমে ॥
বিষম সংসারে সন্তাপ সিন্ধু ঘোর।
হরিনাম তরণী কাণ্ডারী প্রভু মোর ॥
আপনি অখিল গুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগন্নাথ ভ্রমে দেশে দেশে ॥
অধিক আনন্দ মনে নিত্যানন্দ সঙ্গে।
ভক্তিরস সুধাসিন্ধু প্রেমের তরঙ্গে ॥
গৌরাঙ্গ গোবিন্দ গানে গদগদ হয়ে।
সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য ভক্তিবিন্দু লয়ে ॥
হরি বলি বাহু তুলি আনন্দে বিভোল।
নাচিয়া নাচিয়া জীবে যেচে দেন কোল ॥
যে নাম জপিয়া যোগী দেব পঞ্চানন।
শুকদেব সনক সনন্দ সনাতন ॥
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ঐ হরিনাম ধন।
প্রকাশিলা মহাপাপ নিস্তার কারণ ॥
খণ্ডাতে জগতে যত জীবের যন্ত্রণা।
গোবিন্দ কীর্ত্তন নাম রচিল রসনা ॥

সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদবুদ্ধি নাই।
দীনদয়াল আমার ঐ চৈতন্য গোসাঁই ॥
ভারতে মনুষ্যজন্ম করহ সফল।
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল ॥
ধন জন যৌবন জনক পুত্র জায়া।
যেন জোয়ারের জল সব মিছা মায়া ॥
শচী ঠাকুরাণী বন্দি মিশ্র পুরন্দর।
কেশব ভারতী বন্দি অভেদ ঈশ্বর ॥
অদ্বৈত গোসাঁই বন্দি আচার্য্য ঠাকুর।
যাহার প্রসাদে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥
দ্বাদশ গোপাল বন্দি চৌষট্টি মোহন্ত।
প্রভু সঙ্গে যেই সব ভ্রমে অবিশ্রান্ত ॥
সদানন্দে বন্দি শত সনাতন রূপ।
ভাগবত বন্দি আর ভক্ত রসকূপ ॥
বিপ্রবন্ধ বৈষ্ণব জগতে যত জন।
অবনী লোটায়ে বন্দি সবার চরণ ॥
কৃপাকর প্রভু হে চৈতন্যচন্দ্র হরি।
দ্বিজ ঘনরাম মাগে চরণমাধুরী ॥
প্রবেশ করিলা সেন মধ্য গোলাহাটে।
প্রথমে মালিনী সঙ্গে দেখা রাজবাটে ॥
সুরিক্ষা ভেটিতে যায় লয়ে মালা ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল ॥
অস্ত যেতে আদিত্য আছিল দণ্ড তিন।
হেনকালে পথে দেখা হইল মালিন ॥
রূপরাশি অসীম দেখিয়া দুই জনে।
কতখান অনুমান মালিনীর মনে ॥
জন্মে জন্মে ভক্তিভাবে ভজি মায়াধরে।
কোন্ পুণ্যবতী পুত্র ধরেছে উদরে ॥
মোহ করে মালিনী মলিন দেখি মুখ।
পরিচয় মাগে সেনে হইয়া সম্মুখ ॥

মালিনী বুঝিয়া সেন অতি ধর্ম্মশীলা।
সদয় হৃদয়ে নিজ পরিচয় দিলা ॥
পরিচয় পেয়ে শেষে বলে প্রিয়ভাষী।
এস বাপ লাউসেন আমি তোর মাসী ॥
ব্রতদাসী আমার ভগিনী রঞ্জাবতী।
সখীভাব ছিল যবে নিবাস রমতি ॥
মনেতে বুঝিল রায় মালী শুদ্ধ জাতি।
পুত্রভাব ছিল তায় ধর্ম্মের সেবাতি ॥
মথুরা গমনে যবে কৃষ্ণ বলরাম।
দেখিতে চলিল মালী নবঘনশ্যাম ॥
সাজি শুদ্ধ দিল যত ছিল মালা ফুল।
সেই হেতু মালাকারে কৃষ্ণ অনুকুল ॥
এত ভাবি দোঁহে গেলা মালাকারপুরে।
মালিনীর মনের মালিন্য গেল দূরে ॥
আদরে আসন দিয়া যোগাইল জল।
মালী বলে এত কালে জনম সফল ॥
পরিবার সহিত সেবকরূপে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে ॥
পরিপাটী ভোজন করালে ছয় রসে।
দুই চারি বচন বলেন ভক্তিবশে ॥
কপালে চন্দন দিলা চাঁদমালা গলে।
দূর হতে ভাজন বুড়ী দেখে আন্ ছলে ॥
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
দেখিয়া বুড়ীর প্রাণ করে লক্‌পক্ ॥
মনে করে সাজিতে সামাল যদি পাই।
এখনি ইঙ্গিতে চেয়ে নাগরে ভুলাই ॥
মায়া করি মালিনী এনেছে ভুলাইয়া।
কেমনে আনিব তার চক্ষে ধুলা দিয়া ॥
কুলে ভুলাইতে পারি যদি দেখে শোভা।
ভজিতে ভাজন বুড়ী ভাবে হল যুবা ॥

লাসবেশ নাপান করিতে চায় মন।
কামানলে দহে তনু হাতে নাই ধন॥
হেনকালে এল তথা মালাকার নারী।
বুড়ী বলে এস এস বস মা ঝিয়ারী॥
কোথা পেলে এমন নাগর অনুপাম।
মালিনী বলিছে আই বল রাম রাম॥
বেণু রায়ের নাতি ছুটি রঙ্গা দিদির পো।
গ্রামের সম্বন্ধে মোর হয় বহিন্‌পো॥
বুড়ী বলে ঝিয়ারী জুড়াহু তোর বোলে।
অষ্ট আভরণ তবে গড়ে দেহ শোলে॥
তবে আমি নাতিরে যাইয়া মাত্র ভেটি।
বিশেষ ব্যাকুল চিত্ত ব্যাজ নাই বেটি॥
শুনিয়া মালিনী এত হাসে মনে মনে।
এ ছার মাগীকে কেন পাসরে শমনে॥
আজ কাল মধ্যে বুড়ী যাবে যমঘরে।
এখন এমন সাধ নাগরের তরে॥
বিশেষ বুঝিয়া কেন করি আশাভঙ্গ।
দেখি না এ বুড়ী মাগী করে কত রঙ্গ॥
মালিনী বলেন যদি মোরে দিলে ভার।
দশ বুড়ি পেলে করি দিব অলঙ্কার॥
বুড়ী বলে বাড়া বেটী দিল বুকদাপ।
মা বাপের পুণ্যে কিছু কড়ি কর মাপ॥
ভুলায়ে রাখিতে যদি পারি যুবরাজে।
আখেরে আসিবে তোর বৌ ঝিয়ের কাজে॥
মোর ভাড়া ভাঙ্গা পাথর জল খাই ভাঁড়ে।
বিশাশয় বৎসর বয়স গেল রাঁড়ে॥
বান্ধা দিয়া আনি কড়ি চরকা খাউই।
মালী বলে পাঁচ গণ্ডা ছাড়িনু মাউই॥
ভাল বলি চরকা খাউই ভাড়া পুঁজি।
মজাইতে চলিল ভাজন বুড়ী কুঁজী॥

এত দিনে বুড়ীরে বিধাতা হৈল বাম।
মিছা মরে ভাজন বুড়ী ভণে ঘনরাম॥
নিরখিয়া নাগরে পাগল হল বুড়ী।
স্থতা কাঁথা বেচে পেলে তের বুড়ি কড়ি॥
চরকা খাউই বান্ধা কেহ নাহি লয়।
প্রতিবাসী বণিকের যুবতীরে কয়॥
দুই দ্রব্য রেখে কড়ি দাও তিন পণ।
তবে রাখি ভুলাইয়া নাগর দুজন॥
অনেক তোমারে দিব ভুলে যদি যায়।
কড়ি দিব বলিয়া ধরিল বুড়ীর পায়॥
এস এস মোর দশা সব জান তুমি।
জীয়ন্ত ভাতারে বাড়ী যেন শবভূমি॥
নিরখিয়া নাগরে পাগল এ যে বুড়ী।
শাঁখা কাঁথা বেচে পেলে কড়ি চৌদ্দ বুড়ি॥
ন বুড়ি বুড়ীর করি মজিল শোলায়।
দেড় বুড়ি দিয়ে ধরে ধুবিনীর পায়॥
নিজ বিবরণ কয়ে নিল মুড়া সাড়ী।
তৈল চুয়া চন্দনে ফুরাল সব কড়ি॥
ফুরাল সকল হাট বসে করে বেশ।
হাতে নিল চিরুণী মাথায় নাই কেশ॥
নাপানে রচিল কেশ কালি মেখে শোনে।
সাজিল পিশাচী যেন ছিল কেয়াবনে॥
পরিল শোলার শঙ্খ অষ্ট আভরণ।
তুলিয়া তোবড়া গাল রচিল দশন॥
সিন্দুর অভাবে পরে পাটকেল গুঁড়ি।
দুই চক্ষু কোটরে কাজল দিল বুড়ী॥
কালি চুণ দিয়া মরা আঁতটা পুরায়।
কুঁজের ভরে উজন চলে প্রাণবেগে ধায়॥
মালিনী বলেন সাজ হয়ে গেল আচ্ছা।
উলুবন হতে যেন বার হল পেঁচা॥

মালিবাড়ী নিকটে বকুলবৃক্ষতলে।
বাতাসে বসিয়া রায় বুড়ী হেন কালে॥
নাগর নিকটে গেলা মনে অভিলাষী।
কর্পূর বলেন দাদা শ্মশানপিশাচী॥
ঐ দেখ চেয়ে দাদা চল যাই উঠে।
তখন সকল কথা বুড়ী কয় ফুটে॥
আইস বলি ইঙ্গিত করিলে বটে নাতি।
সমাচার তোমার শুনিনু এত রাতি॥
তুমি যদি রঞ্জাবতী ঝিয়ারীর বেটা।
তবে কেন মোরে ছেড়ে অন্য ঘরে লেঠা॥
না জেনে যা হবার হল এখন এস নাতি।
শিখে যাবে রতিরস রয়ে এক রাতি॥
এত শুনি লাউসেন হাসে মনে মনে।
এ ছার মাগীকে কেন পাসরে শমনে॥
আজ কাল মধ্যে বুড়ীর মাথা ভাঙ্গে যমে।
বুড়ী বলে কেন দুঃখ বাড়াও মরমে॥
বয়স বলিয়া বাড়া ঠেলো না হে রায়।
কত নব যুবতী নিছনি মোর পায়॥
সেন বলে ত্যজ বুড়ী পাপ অভিলাষ।
সময় উচিত বলি কর গঙ্গাবাস॥
যাহাতে সগরবংশ তরে ব্রহ্মশাপে।
হেন গঙ্গা পরশে পবিত্র হবে পাপে॥
তুলসী কাষ্ঠের মালা গেঁথে পর গলে।
গোবিন্দ গরিমা গুণ গাও গঙ্গাজলে॥
অসার সংসার মিছা তায় শেষ দশা।
সকল ছাড়িয়া কর গোবিন্দ ভরসা॥
বুড়ী বলে ধরম করমে নাহি মন।
অক্ষয় যে স্বর্গ হয় দিলে আলিঙ্গন॥
এস নাতি এক রাতি রতিরসে থাকি।
সেন বলে দূর বুড়ী অধম নারকী॥

হেসে হেসে ধরে তবু সেনের কাপড়।
কুপিয়া কর্পূর তার গালে মারে চড়॥
চড়ের চোটে রক্ত উঠে দশন গেল দূর।
খসে পড়ে শোলার শাঁখা ভেঙ্গে গেল ভুর॥
কান্দিয়া চলিল বুড়ী সুরিক্ষা সাক্ষাৎ।
বিনয় বচনে বলে বুকে জোড় হাত॥
প্রবাসী পথিক তুই স্বরূপ দেখিয়া।
ভুলিয়ে ভোলাতে গেনু আপনা খাইয়া॥
অকালের ভাড়া পুঁজি মজাইলাম হায়।
ভুলাইতে নারিলাম ভুলায়ে সেই যায়॥
মনে ছিল তোমায় নাগর দিব ডালি।
মনের সাধ মনে রৈল মুখে হৈল কালি॥
সুনাগর সংবাদ শুনিয়া শশীমুখী।
দাসীরে পাঠায়ে দিল পরম কৌতুকী॥
চলিল গুরিক্ষা চেড়ী সুরিক্ষা আদেশে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥

লাসবেশ পান ফুলে সাজায়ে পসরা।
সহচরী সঙ্গে বসে ভিতর বাজরা॥
কৃষ্ণ আশে কুঞ্জ যেন শোভে গোপিকার।
সেইরূপ সারি সারি দারীর পসার॥
বিদায় মাগিল সেন মালাকার বাসে।
বিদায় বলিতে মালী সবিনয়ে ভাষে॥
ঘর দ্বার পরিবার সকল তোমার।
নিজ পুণ্যে অবশ্য আমার লাগে ভার॥
যাতায়াতে অবশ্য অতিথি হবে রায়।
লাউসেন বলে মাসী নহে অন্যথায়॥
এত বলি বিদায় হইল করপুটে।
গুরুগতি উত্তরিল গুরিক্ষা নিকটে॥
কপালে চন্দন শোভে গলে চাঁদমালা।
অঙ্গের আভায় দশ দিক করে আলা॥

কটাক্ষ করিয়া মাগী ডাকিছে সম্ভ্রমে।
এস এস মহাশয় বৈস পথশ্রমে॥
মুক্তা সম বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ইন্দুমুখে।
দেখে দয়া লাগে রায় বৈস এস সুখে॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল বসে খাও।
তরুণ তপনতাপে খানিক জুড়াও॥
কহিতে কহিতে কলা করে কত তানে।
ধর্ম্মের সেবক সেন কি করে নাপানে॥
সেন বলে শরীর ধরিলে সব সয়।
কার্য্যবশে যাই রামা কিবা রৌদ্রভয়॥
বিশ্রাম বাসনা হলে বৃক্ষতলা আছে।
বসিতে উচিত নয় যুবতীর কাছে॥
গুরিক্ষা বলেন রায় দোঁহে যদি রাজী।
কি করিতে পারে তবে মীর মিঞা কাজী॥
[১]কর্পূর বলেন দাদা শুন ঐ তানা।
অতেব এ পথে যেতে করেছিনু মানা॥[১]
এখন এমন হল আর কত আছে।
ধর্ম্ম বিনা মনে নাই চিন্তা কর পাছে॥
গুরিক্ষা বলেন শুন নাগর রসিক।
তোমারে মজেছে মন কি কব অধিক॥
নিকেতনে চল নাথ নিবেদন করি।
সুরিক্ষা হইবে দাসী দেশের ঈশ্বরী॥
আজি হতে অতিথি প্রভাতে যেও যথা।
সেন বলে ছাড় নটী পরিপাটী কথা॥
জগতে না দেখি জন্মে যুবতীর মুখ।
কি কাজ ও সব কথা আমার সম্মুখ॥
পথ ছাড় পাপের প্রসঙ্গ কর দূর।
লাউসেন এত যদি কহিল নিঠুর॥

১—১ এখন এমন হল কত আছে আর।
সেন বলে তরাইবে প্রভু করতার॥

গুরিক্ষা বলেন কেন সাধিব বিশেষ।
পড়া পান পরশে আপনি হবে মেষ ॥
মনোহর মালা পর মলয়জ মাখ।
মন কথা নাহি রায় মোর কথা রাখ ॥
রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুনাথ ॥
থাক বা না থাক বসে খাও গুয়া পান।
নারীর বচন বলে না কর হেয়জ্ঞান ॥
মেয়ে মুক্তি জগতজননী যারে লিখ।
বিজ্ঞ বট ও কথা আপনি বুঝে দেখ ॥
লাউসেন রামাকে করিল নিবেদন।
কি কাজ ওসব কথা ছেড়ে দেও গণ ॥
গুরিক্ষা বলেন রায় কথা মিথ্যা নয়।
এ পথে পথিক এলে পসারীর ব্যয় ॥
কোন দ্রব্য নাহি নিলে নিন্দা হয় দেশ।
অন্য মত করিলে পথে পাবে বড় ক্লেশ ॥
এত বলি হাসি হাসি ঘেঁসে বসে কাছে ॥
সেন ভাবে পাপিনী পরশ করে পাছে ॥
[১]পায়ে ভর করিতে আগলে বেড়া বেড়ী।
চারি চক্ষু চাপিয়ে চঞ্চল চায় চেড়ী ॥[১]
[২]বুঝিয়া দারীর মতি মহামতি রায়।
বাজারে বালক ডাকি পসরা লুটায় ॥[২]
দোহাই দাবড়ি দারী দেয় দড় দড়।
রাজপথ আগুলি প্রমাদ পাড়ে বড় ॥
দেখরে সকল লোক বিদেশীর তান।
সহস্র কাহন ধন লুটালো দোকান ॥

১—১ এ কথা বুঝিয়া কোপে লাউসেন রায়।
বাজারে বালক ডেকে পসরা লুটায় ॥
২—২ লুটয়ে দোকান সব শিশু হয়ে জড়।
দোহাই দাবড়ি দারী দেয় দড় দড় ॥

বেশ্যার বচন বুক মুখ নয় খাট।
সেন বলে কেমন ভাড়ায়ে যাই ঝাট॥
দড় দড় বিবাদ বাধাল যদি চেড়ী।
রায় বলে পথ ছাড় বুঝে দিব কড়ি॥
লুটা গেল তোমার যতেক পান ফুল।
গণে দিব দ্বিগুণ উচিত বল মূল॥
এত শুনি পঞ্চাশ কাহন চায় দারী।
দারীরে ভুলান সেন করিয়া চাতুরী॥
কড়া পাঁচ কাণা কড়ি করিয়া কল্পনা।
ধর্ম্মবলে করিলা কেবল কাঁচা সোণা॥
গুরিক্ষার হাতে দিল পসরার মূল।
দেখিতে ভুলিল দারী ধর্ম্ম অনুকূল॥
ধরিতে যুগল হাতে জোড় লাগে তায়।
কত গুণগ্রাম করে ছাড়া নাহি যায়॥
বিনয় বচনে নটী পরাজয় মাগে।
সেন বলে ছেড়ে যাবে সুরিক্ষার আগে॥
শুনিয়া গুরিক্ষা গেল সুরিক্ষা সাক্ষাৎ।
বিনয় বচনে বলে বুকে জোড় হাত॥
এত দিনে এদেশের আদর গেল দূর।
দেশ ভাঁড়ি যায় তুই নাগর চতুর॥
পুর্ব্বাপর পরের পুরুষ প্রাণপ্রভু।
এ হেন নাগর বর নাহি দেখি কভু॥
আগে করে ভাজন বুড়ীর অপমান।
তোমার আজ্ঞায় গেনু লুটাল দোকান॥
দড় দড় তোমার দোহাই দিতে দৌড়ে।
কাঞ্চনের কড়া কড়ি করে দিল মোরে॥
দুহাত পাতিয়ে নিতে হাত হলো জড়।
সুরিক্ষা বলেন বঁধু গুণবান বড়॥
কামখ্যার পদ সেবি ছাড়াইতে কর।
খসে পড়ে কাণা কড়ি দেখিল ফাঁপর॥

বাড়া বাড়া গুণ বুঝি বাড়িল বিস্ময়।
মনে করে কেমনে নাগর ভুলে রয়॥
দেখে যদি না থাকে ত জনমাবচ্ছিন্ন।
কাজে কাজে পরিচয় পুরুষার্থ চিহ্ন॥
ফিরায়ে রাখিতে বড় বাড়িল বাসনা।
নাগর সাজিল সঙ্গে বিশাশয় জনা॥
থমক থঞ্জনী বীণা পিনকের তানে।
লাসবেশ নাপান স্থগান তান মানে॥
অবিলম্বে আপনি নাগর সঙ্গে চলে।
অর্দ্ধপথে আগুলিয়া প্রথমে চলে ছলে॥
অভিনব মদনমোহন মূর্ত্তি দেখি।
অচল চঞ্চল চিত্ত চেয়ে চাঁদমুখী॥
অতি দীর্ঘ নহে অঙ্গ নহে অতি খর্ব্ব।
রূপ দেখি অনুভব করিল গন্ধর্ব্ব॥
অথবা দেবতা দুই দানবের ডরে।
মানবমূরতি লয়ে মহীতলে ফিরে॥
তবে যদি মনুষ্য অবশ্য শাপভ্রষ্ট।
ইন্দ্রের নন্দন কিবা ছিল মুনিশ্রেষ্ঠ॥
রসময় রসিক নাগরবর দুই।
ভবানী ভুলান যদি হিয়ামাঝে থুই॥
কহিলে কোমল কথা পাছে করে হেলা।
এত ভাবি বচন বলিছে কাঠচেলা॥
হেদের লুটাতি তোর কোন্ দেশে ঘর।
বিদেশে বিক্রম এত বুকে নাই ডর॥
পসারি লুটায়ে কর জুয়াচুরিপনা।
যুবতীর হাত জোড় কড়ি কর সোনা॥
কোথা গুরু সেবে এত হলে গুণবান।
ভাল এস দুজনে বুঝিব গুণজ্ঞান॥
জগতে জাগিবে যশ জিনে যাও যদি।
পরাজয়ে পাবে পীড়া পরাণ অবধি॥

গোলাহাট দিয়া বাট না চলে দেবতা।
বলে ছলে জিনে যাবে বড় না যোগ্যতা ॥
তবে যদি যাবে রায় মোর কথা রাখ।
না কর নিবাস যদি দিন দশ থাক ॥
নতুবা পসরা লুটে পীড়া পাবে বাড়া।
লাউসেন বলে রামা ছাড় হাতনাড়া ॥
বচনের দোষ লুটে গেল পান ফুল।
তবু দিনু হিসাবে হাজার গুণ মূল ॥
তথাপি আমারে তুমি দোষ দাও কি।
সোনার নিয়ম বলি শুন নটীর ঝি ॥
দশবান সোনা সেই সতীহস্তে থুলে।
কাণা কড়ি রূপ হয় ভ্রষ্টা নারী ছুঁলে ॥
শুনিয়া স্বরিক্ষা বলে ধরে লয়ে চল।
শুনি সেনে বেড়ে যত নাগর সকল ॥
কর্পূর বলেন দাদা হলো কোন্ কর্ম্ম।
সেন বলেন চিন্তা নাই আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥
বৃথা কেন বিবাদ বাড়াব মধ্যবাটে।
প্রভু পার করিবে প্রমাদে গোলাহাটে ॥
এত বলি স্বরিক্ষা সহিত দুই রায়।
নাগরে বেষ্টিত নটী নিকেতনে যায় ॥
মনে আশা করে বাসা দিব অন্তঃপুরে।
সেনের সরস হৈল উত্তরিব দূরে ॥
বাহির বৃহন্দে বাসা দিল এত শুনি।
আদরে আসন জল যোগায় আপনি ॥
ফল নাই জলে কিছু বলে লাউসেন।
গুরুগতি গৌড় যাব গৌণ এতক্ষণ ॥
বুঝে লও আপন বিষয় বেলা যায়।
স্বরিক্ষা বলেন বসে সব পেন্থ রায় ॥
দরশন দিয়া দিলে দশ লক্ষ টাকা।
ভস্মে যাক দেখে যেবা মুখ করে বাঁকা ॥

করপুটে বিশেষ বিনয় বাণী বলে।
কবিরত্ন ভণে মহারাজার কুশলে ॥
সুরিক্ষা বলেন রায় করি নিবেদন।
পাঁকে পোত যত কিছু চাতুরী বচন ॥
শুনেছিনু যত গুণ জানা গেল এবে।
মোরে জেনে থাক ভাল না জান জানিবে ॥
অল্প লোক সহিত আলাপ নাহি করি।
দারী হয়ে দেবতা সমান দর্প ধরি ॥
কাজে কাজে বিশেষ বিষয় বুঝা যায়।
নিবেদন নিকটে নিদান করি রায় ॥
যদি তুমি আমার মন্দিরে কর বাস।
আমি দাসী ছ কুড়ি নাগর তব দাস ॥
গুণবতী গুরিক্ষা তোমার ভেয়ের যোগ।
কিবা কাজে গৌড় যাবে বসে কর ভোগ।
সাদরে সেবিব সদা শোবে স্বর্ণ খাটে।
নানা সুখ সম্পদে থাকিবে গোলাহাটে ॥
তবে যবে যাবে রায় খোব বৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধরে ॥
লাউসেন বলে ত্যজ ও সব প্রলাপ।
দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহাপাপ ॥
শ্মশানকুসুম সম বর্জ্জনীয়া বেশ্যে।
নটী বলে এখনো চাতুরী আমা ঘেঁসে ॥
উর্ব্বশীকে অর্জ্জুন ঐরূপ কথা কয়ে।
বৎসরেক বঞ্চেছিল নপুংসক হয়ে ॥
আর দেখ অজামিল মুনির নন্দন।
বেশ্যা ভোগ করি অন্তে পেলে নারায়ণ ॥
রেণুকা বেশ্যার সহ পঞ্চাশ বৎসর।
বিশ্বামিত্র তপস্যা ত্যজিয়া কৈল ঘর ॥
মনে কর এ ছার অধম জাতি মেয়ে।
গগনে গণিতে তারা শক্তি আছে চেয়ে ॥

এ সব সংবাদে সেন সায় নাহি দিলা।
ঠেকিল হুড়ির হাতে গণ্ডকীর শিলা॥
কাণে কাণে সেনেরে কর্পূর কিছু বলে।
সাবধানে সব কথা কবে বাক্ছলে॥
তোমারে ভেবেছে বড় বলিয়া চতুর।
চাতুরী করিতে যাও যে করে ঠাকুর॥
শঠে শাঠ্য করিতে অধর্ম্ম নাই তায়।
জরাসন্ধ বধে তার সাক্ষী পাওয়া যায়॥
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ভীম ব্রাহ্মণের বেশে।
রাজাকে মাগিল ভিক্ষা চাতুরী বিশেষে॥
অঙ্গীকার করিতে মাগিল মহাযুদ্ধ।
অঙ্গীকার অপালনে স্বর্গ হয় রুদ্ধ॥
এই হেতু ভীমের সহিত কৈল রণ।
কৃষ্ণের মন্ত্রণা বশে হয়েছে নিধন॥
সুচাতুরী সুমন্ত্রণা উপায়ে শত্রু জিনি।
প্রমাণ কীচক বধে দ্রুপদনন্দিনী॥
কুচাতুরী কুমন্ত্রণা আপন অকার্য্য।
কৈকয়ী করালে যেন ভরতের রাজ্য॥
কৈকেয়ীর বুদ্ধিবশে কৈল সর্ব্বনাশী।
বলিতে বিদরে বুক রাম বনবাসী॥
সঙ্কটে সারথি নাই সুমন্ত্রণা বিনে।
বলে যারে নারে তারে মন্ত্রণাতে জিনে॥
মন্ত্রণায় অর্জ্জুন জিনিল কুরুসৈন্য।
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতি থাক অন্য॥
লাউসেন বলে ভায়া এই যুক্তি বটে।
দেখ কত চাতুরী সঙ্করে মোর ঘটে॥
সেন বলে সুরিক্ষা শুনহ সত্যকথা।
ভোজন করাতে পার ভজিব সর্ব্বথা॥
যে হয় সে হবে আজি অন্ন পেলে খাই।
হর্ষ হয়ে বলে নটী রন্ধনেতে যাই॥

সেন বলে রন্ধনেতে নিয়ম দড় দড়।
নটী বলে আমার অসাধ্য নয় বড় ॥
আজ্ঞা কর যে কিছু করিব উপস্থিত।
সুরিক্ষা সাহস দেখি সেন সচিন্তিত ॥
চাতুরী কহেন ধর্ম্মপদ ভাবি ভেলা।
রন্ধনে ইন্ধন চাই জলের শেয়ালা ॥
সুথান বালির চুলা নূতন নির্ম্মাণ।
উদূখল এরণ্ডে ভাঙ্গিবে উড়ি ধান ॥
কাঁচা কুম্ভ কেবল কুমার চাকে লবে।
তারা দীঘি গমনে দাড়ুকা পায়ে দেবে ॥
সাতথানি পরে কানি ঝাঁট আন জল।
পার কি না পার মোর বসে নাই ফল ॥
রন্ধন করিতে লবে নব আমা হাঁড়ি।
রাত্রি মধ্যে রান্ধিলে অতিথি তোর বাড়ী ॥
এ সব নিয়মে অন্ন পাইব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায় ॥
সুরিক্ষা বলেন সব অসম্ভব রায়।
সেন বলে সব তবে বাসাকে বিদায় ॥
তুমি বল দেবতা সমান দর্প ধরি।
তবে কোন্ ছার ভার এই কর্ম্ম হরি ॥
দৈববল হইতে কোন্ কার্য্যের অসাধ্য।
এই সুখে আমাকে করিতে চাও বাধ্য ॥
বাজিল বচনবাণ সুরিক্ষার বুকে।
দেবীপদকোকনদ ভাবে হেঁট মুখে ॥
ভয় গেল ভাবিতে ভরসা বাড়ে মনে।
পুরিল সকল সাধ সেনের চরণে ॥
এই সে নিয়মে অন্ন যোগাব নিশায়।
সেন বলে প্রভাত হইলে নাহি দায়।
ভাল বলি ভবানী পুজিতে রামা যায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

লয়ে শত কোকনদ প্রেমে অঙ্গ গদগদ
সুরিক্ষা কামাক্ষ্যা পদ পুজে।
মনে হয়ে মহোৎসবা চন্দনাক্ত রক্তজবা
ভক্তিযুক্ত দেন পদাম্বুজে॥
কুমুদ কমলকলি চারু চুয়া চন্দ্রমালী
মল্লিকা মালতী জাতী যুথী।
চন্দনে চর্চ্চিত চাঁদ মালা মনোহর ফাঁদ
দিয়ে প্রেমে পুজিল পার্ব্বতী॥
নানাবিধ উপচার অপূর্ব্ব আমান্ন আর
উপহার মনোহর ফুল।
খাসা মধু ক্ষীরখণ্ডা বিমধু অমৃত মণ্ডা
চাঁপাকলা চিনি গঙ্গাজল॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া কর্পূর তাম্বুল গুয়া
ধূপ দীপ ধুনা ধৌতবাসে।
পূজা করি কুতূহলী দিলেক দ্বাদশ বলি
জয় হুলাহুলির উল্লাসে॥
শেষে জপি মহামন্ত্রে সমর্পিতে হেমযন্ত্রে
উপলক্ষে উরিলা ঈশ্বরী।
লাউসেন লাভকামা অবনী লোটায়ে রামা
স্তুতি করে সুরিক্ষা সুন্দরী॥
গোপিনী রুক্মিণী রমা তোমা সেবি সত্যভামা
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা . অনিরুদ্ধে পেলে উষা
মৃত পতি রতি পেলে কোলে॥
জন্মালে বেশ্যার বাসে পরের পুরুষ আশে
বহু যত্নে পেয়েছি নাগরে।
যায় অপমান করে বলে ছলে থুহু ঘরে
ভোজন করালে ভজি তারে॥
ভক্ষণ সম্বল যত সব অসম্ভব মত
নাগরের ছল যত বাক।

ভেরেণ্ডা ছোয়ায় উড়ি ধান্য ভানি আমা হাড়ি
বালির তিহড়ি তায় পাক ॥
পায়ে বেড়ি পরে কানি আনিব দীঘির পানি
কাঁচা কুম্ভ কাঁকে করে মা।
অন্ন এই রাত্রিকালে জলের শিয়ালা জ্বালে
অতেব স্মরণ রাঙ্গা পা ॥
শুনি কিঙ্করীর কথা হাসিয়া কহেন মাতা
ভয় ভাব কোন্ ছার ভারে।
অশেষ আপদ খণ্ডি হাতে হাতে সঁপি চণ্ডী
দুই নায়িকারে দিলা তারে ॥
যখন যে কিছু চাই নায়িকা যোগাবে তাই
আমি যাই নাথ নাই বাসে।
এত বলি গেলা দেবী ভাবি গুরুপদছবি
কবিরত্ন গায় অভিলাষে ॥

উপলক্ষ সুরিক্ষা নায়িকা সব আনে।
বৈশাখে ভেরেণ্ডা ছেয়া উড়ি দিল ভেনে ॥
সাতখানি পরে কানি চরণে নিগড়।
কাঁকে কাঁচা কলসী গমনে বহে ঝড় ॥
ত্বরাত্বরি উপনীত তারাদিঘী ঘাটে।
সেন বড় সচিন্তিত ঠেকিয়া সঙ্কটে ॥
জগতে জানেন ধর্ম্ম সবাকার মূল।
সঙ্কটে সকল দেব তার অনুকূল ॥
ধর্ম্মের সেবক সেনে দেখিয়া চিন্তিত।
বরুণ বাড়ালে বাদ বেশ্যার সহিত ॥
ঠেকাইল কচ্ছপ কুম্ভে কুম্ভীর হেঁড়াল।
তা দেখি দেবীর দাসী আশু হইল টাল ॥
তথাপি তরঙ্গ বাড়ে ভাঙ্গিতে কলসী।
গর্জ্জিয়া বলিছে কিছু অম্বিকার দাসী ॥

মনে নাহি পড়ে কি হে মহিষাসুর বধে।
নিজ পাশ দিয়া যার পড়েছিলে পদে ॥
তার দাসী সাধি আমি সুরিক্ষার কাজ।
এত বলি নিল জল দিয়া মহা লাজ ॥
পবনের পুত্র হনু তার শিষ্য দুটি।
মাঝপথে পেয়ে তারে দুখ দিল লুটি ॥
পথ মাঝে পবন প্রলয় করে ঝড়।
উড়াতে আশয় করে অঙ্গের কাপড় ॥
ধূলা বালি অবনী আকাশ একাকার।
নিবারে নায়িকা সব দাসী চণ্ডিকার ॥
হাসিতে হাসিতে আসি উপনীত নিশা।
এগুল দেবীর দাসী পথ করে দিশা ॥
সেনের নিকট দিয়া প্রবেশিল পুরী।
কর্পূর কহেন দাদা ভাঙ্গিল চাতুরী ॥
অতি অসম্ভব সব হলো প্রায় সারা।
গোলাহাটে জাতিকুল মজাইনু পারা ॥
সেন বলে চিন্তা নাই ধর্ম্ম বড় ধন।
বিপত্তি সাগরে নৌকা আছে সেই জন ॥
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞা বশে বিশ্ব যতেক দেবতা ॥
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য জয়।
উপস্থিত হলে অন্ন তবু হবে লয় ॥
এত বলি বৈসে রায় ভাবি নিরঞ্জন।
সুরিক্ষা নায়িকা সাধি কৈল আয়োজন ॥
নির্ম্মাণ বালির চুলা চাপাইল হাঁড়ি।
দেবীর দোহাই দিয়া জ্বালিল তিহড়ি ॥
মনে ছিল ব্রহ্মার করিব সব ধ্বংস।
নায়িকা বসিল কাছে ঈশ্বরীর অংশ ॥
শুনিলে করিবে ক্রোধ ভকতবৎসলা।
অতেব জ্বলিছে কাঁচা জলের শিয়ালা ॥

নায়িকা যোগান নটী করিছে রন্ধন।
কবিরত্ন ভণে সীতা সতীর নন্দন ॥

রন্ধনে বসিল মনে ভবানী ভাবনা।
প্রথমে রান্ধিল শাক সূপ মুগ চণা ॥
জলের শিয়ালা জ্বালে জ্বলে চুর চুর।
ব্যঞ্জন রন্ধনে জিরা মরিচ কর্পূর ॥
সুরসাল দিয়া ঝাল হেম থালে ঢালে।
তবে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে ॥
মন্দ মন্দ জ্বালে ঝালে বসে ভাজে ভাজা।
কদলী পটল ওল ব্যঞ্জনের রাজা ॥
কুটে রাখে নায়িকা লবণ মাখি থালে।
নির্জ্জল করিয়া রামা তপ্ত ঘৃতে ঢালে ॥
কল কল সম্বরে ঘৃতের শুনি সাড়া।
নীরস করিয়া ভাজে দিয়া নাড়া ঝাড়া ॥
মানকচু কুন্দরকী হবিষ্যান্ন সব।
ফল মূল ভাজে কত ঘৃতে জব জব ॥
ভাজিল বেগুন শিম নিম দিয়া ফোড়।
মূল আদা বটিকা করলা গর্ভ থোড় ॥
নারিকেল অপক পনস পানিফল।
বিশেষ যতির ভক্ষ্য হবিষ্য নির্ম্মল ॥
ফুল মূল অপর অনেক ভেজে তোলে।
তিক্ত রসে সুক্তা রামা রান্ধে ঝালে ঝোলে ॥
বার তিন তিক্ত হাঁড়ি ধুয়ে সীমন্তিনী।
আমের অম্বল রান্ধে দিয়া দধি চিনি ॥
সঝাল বকাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া ॥
উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা ॥
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥

পরিপাটী পাঁচ রস করিয়া রন্ধন।
স্নান করি সেনে আসি করে নিবেদন॥
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসসিন্ধু॥
এসো রায় ক্ষুধায় অনেক পেলে দুখ।
মরি মরি মলিন হয়েছে চাঁদমুখ॥
উঠে এস অপর বিলম্বে নাই ফল।
শুনি কর্পূরের হত হৈল বুদ্ধি বল॥
কিছু নাহি কন সেন বড়ই লজ্জিত।
হেনকালে মন্ত্রণা হইল উপস্থিত॥
সেন বলে শুন রামা তেঁতুলের পাত।
সিঞাইয়া সকল দিবস খাই ভাত॥
প্রবাসে বিশেস পালি এ সব নিয়ম।
দারী বলে আমারে দ্বিগুণ দিলে শ্রম॥
তখনি করিলে আজ্ঞা হৈত সেই কালে।
হওয়া ভাতে দণ্ড দুই মিছা দুঃখ পেলে॥
এত বলি গেল রামা নায়িকার আগে।
নিবেদন করিতে যোগাল নিশাভাগে॥
সূক্ষ্মতর তৎপর আনিয়া খড়িকা।
হাতাহাতি পত্র সিঞে সুরিক্ষা নায়িকা॥
হেনকালে মহাঝড় করিল পবন।
উড়াইতে পত্রপাত উপর গগন॥
আনিয়া অপর পত্র স্তম্ভ করি বাত।
দর্পেতে দেবীর দাসী বসে সিঞে পাত॥
দেখে শুনে ভয়যুক্ত লাউসেন রায়।
অন্ধকারে অর্দ্ধনিশা দিশা নাহি পায়॥
তারা দেখে তখন তরাসে দুই জনে।
এখন দুপর রাতি গোঁয়াব কেমনে॥
কর্পূর কহেন দ্রৌপদীর লাজ ধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ভাব সেই ব্রহ্ম॥

প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রাখিয়াছে যে।
তিন লোকে তারিতে অপর আছে কে॥
এত শুনি ভেয়ে সেন সাধুবাদ দিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া॥
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি ধর্ম্মপদপঙ্কজ পঞ্জরে॥
স্তুতি করে নমো নিরাকার নিরঞ্জন।
প্রভু পরাৎপর পুণ্য পতিতপাবন॥
জ্যোতির্ম্ময় জগতপ্রধান জগৎপতে।
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিদান নমোস্তুতে॥
করিয়া প্রণতি স্তুতি নিবেদন রটে।
অনাথ অখিলবন্ধু উদ্ধার সঙ্কটে॥
পতিতপাবন নাম করিয়া প্রকাশ।
রাখহ নটীর হাতে হয় সর্ব্বনাশ॥
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

সঙ্কটে শুনিয়া দেব সেবকের স্তব।
হনুমানে কন কিছু অনাথবান্ধব॥
গৌড় যেতে রঞ্জার নন্দনে মধ্যবাটে।
বল করে সুরিক্ষা গণিকা গোলাহাটে॥
ভেঁড়ে যেতে যতেক মন্ত্রণা করে রায়।
সুরিক্ষা কাটিল সব দেবীর কৃপায়॥
চাতুরী অশেষ রামা করিয়া বিশ্বাস।
রন্ধন করিয়া দিল লাউসেনে ত্রাস॥
মোর ভক্ত জনে কি বেশ্যার অন্ন রুচে।
রজনী প্রভাত হলে সব দুঃখ ঘুচে॥
অতেব আপনি বাপু অবিলম্বে চল।
সূর্য্যদেবে এখনি উদয় দিতে বল॥
তোমা বই বিপদে বান্ধব নাই আন।
রাম অবতারে তার পেয়েছি প্রমাণ॥

সমুদ্র লঙ্ঘিয়া কৈলে সীতার উদ্ধার।
স্বর্ণপুরী লঙ্কারে করিলে ছারখার॥
সিন্ধু বন্ধ করি ধন্ধ দশস্কন্ধে দিলে।
লক্ষ্মণের প্রাণ শক্তিশেলে বাঁচাইলে॥
বীর বলে বনের বানর বৈ ত নই।
আমার ভরসা সব পাদপদ্ম ঐ॥
যত কিছু পরাক্রম প্রভু তার মূল।
এত বলি বন্দে চলে চরণ রাতুল॥
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে যেয়ে হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
বিনয় বচনে সূর্য্যে বলিল সকলি॥
রাত্রিমধ্যে ভারতে উদয় দেহ পাটে।
ধর্ম্মের সেবক রক্ষা পায় গোলাহাটে॥
সূর্য্য বলে অকালে উদয় দিতে নারি।
বীর বলে তবে পূর্ব্ব পরাক্রম ধরি॥
যখন আমার দশা ছিল অতি ছেলে।
প্রভাতে তোমাকে পাকা তেলাকুচা বলে॥
ধরে খেতে যেতে পথে ইন্দ্র হল হতা।
তুমি কোন্ না জান সে সব পূর্ব্ব কথা॥
পড়ে কি না পড়ে মনে রাবণের রণে।
শক্তিশেলে যখন লক্ষ্মণ অচেতনে॥
ঔষধ আনিতে যেতে পথে মোর সঙ্গ।
মনে বুঝে দেখ দেখি হৈল কোন রঙ্গ॥
সেই হনুমান আমি এখন বাঁচাই।
সূর্য্য বলে কার্য্য নাই চল বাপু যাই॥
এত বলি সূর্য্যদেব বিমান ফিরায়।
সুরিক্ষা নটীর পত্র সিঞা হলো সায়॥
পরিসর পাত্রের রচিল দুই থাল।
খুরি বাটি ব্যঞ্জন যোগাতে ঝোল ঝাল॥
নানা চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ পরিপাটী।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজে শতাধিক বাটি॥

অন্নে মাখে ঔষধ ব্যঞ্জনে পড়ে মন্ত্র।
পরপুরুষে ভ্রষ্টা নারী করিছে কুতন্ত্র॥
বেষ্টিত ব্যঞ্জন বাটি পাতে ঢালে ভাত।
তারাগণ বেড়ে যেন শোভে নিশানাথ॥
আসন ঈষৎ আগে ডানি ভাগে ঝারি।
রচিত তেঁতুল পত্রে পরিপূর্ণ বারি॥
সাধিয়া সকল কর্ম্ম মনে অভিলাষী।
বিদায় হইয়া গেল চণ্ডিকার দাসী॥
প্রণতি করিয়া তারে করিয়া বিদায়।
সেনে সবিনয়ে বলে উঠে এসো রায়॥
কত কষ্টে নিঞা গেল তেঁতুলের পাতা।
আর কেন কর ব্যাজ খেয়ে মোর মাথা॥
উপস্থিত অন্নে কেন মিছা দুঃখ পাও।
আর কিছু ভেব না হে মোর মাথা খাও॥
পাখালিতে পদযুগে যোগাইল জল।
লাউসেন ভাবে ইষ্ট দেবতার বল॥
হেনকালে অরুণ উদয় অনুকূল।
ধন্য ধর্ম্মসেবায় সকল সুপ্রতুল॥
দেখি প্রেমে পুলকিত সেনের শরীর।
ঘুচিল চঞ্চল চিত্ত মন হৈল স্থির॥
সত্য সত্য সংসারে কেবল করতার।
এত ভাবি উঠে সেন ব্যাজ নাহি আর॥
চল রামা ভোজন করিব দুই জনে।
উথলে আনন্দ অতি সুরিক্ষার মনে॥
কোলে দিল জল ঝারি পাখালিতে পা।
হেনকালে কপোত কোকিল করে রা॥
লাউসেন কহে নিশা হইল প্রভাত।
সুরিক্ষা কহেন কিছু করি জোড়হাত॥
কোকিল কপট কাল পেচকের জাতি।
নিতি রয়ে রয়ে ডাকে সারা রাতি॥

বিশেষ বসন্ত কালে কোকিলের সাড়া।
ভোজন করহ রায় রাত নয় বাড়া॥
নিবড়িয়া সাত ঘটি বৈসে মাত্র আটে।
ভোজন করিয়া সুখে শোও স্বর্ণখাটে॥
সাজিয়া যোগাই পান বসিয়া শিয়রে।
দাসী হয়ে সেবা করি তুই সহোদরে॥
সেন বলে খাব অন্ন রাত্রি যদি থাকে।
কহিতে কহিতে কাক ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
তথাপি তখন বলে রাত্রি আছে রায়।
আড়ি উড়ি দিয়া নটী পূর্ব্বদিকে চায়॥
আচ্ছাদিত অরুণ কিরণ অতি রাঙ্গা।
অনুমান তরুণী কপাল ভাবে ভাঙ্গা॥
বলিতে বলিতে রবি উঠে রথভরে।
দেখিয়া সুরিক্ষা নটী হেঁট মাথা করে॥
রেন্ধে বেড়ে যত দুঃখ হলো অসার্থক।
সেন বলে তবে আর কিসের আটক॥
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥

সুরিক্ষা বলেন রায় ভেড়ে গেলে বটে।
কিন্তু নিবেদন এক তোমার নিকটে॥
তুমি বড় নাগড় চতুর শিরোমণি।
বলি কিছু হেঁয়ালি সমস্যা বল শুনি॥
জিনে যেতে পার ত মাগিব পরাজয়।
নয় যে পশ্চাৎ হবে পাবে পরিচয়॥
লাউসেন বলে রামা বচনের ফাঁদে।
কে কোথা রেখেছে ধরে আকাশের চাঁদে॥
বৈস বেনে বিফল বিলম্ব নাহি সয়।
সুরিক্ষা বলেন ওহে সে হবার নয়॥
কর্পূর কহেন কহ আছে যত শিক্ষা।
ভবানী ভাবিয়া বলে গণিকা সুরিক্ষা॥

কটিতে ঘাঘর ঘন রুণু ঝুনু বাজে।
কান্ধে চাপি শিকার সন্ধানে নিত্য সাজে॥
সুরিক্ষা বলেন রায় শুনে লাগে ধান্দা।
আপনি প্রবেশে বনে জট থুয়ে বান্ধা॥
বন বেড়ে পড়ে বেগে শিকার সন্ধানে।
অনেক পুরুষ তার জটে ধরে টানে॥
সুরিক্ষা কহেন কহ হেঁয়ালির সন্ধি।
বিরল বাটে বন পালাল জলজন্তু বন্দী॥
কর্পূর কহেন এই ধীবরের জাল।
ভাঙ্গিল নটীর ভ্রম বুকে বাজে শাল॥
অপর বলিছে নটী বচন প্রবন্ধ।
যতন করিয়া জীব গৃহ করে বন্ধ॥
গৃহস্থজনার মৃত্যু গৃহ সাঙ্গ হলে।
তসর গুটীর কৃমি লাউসেন বলে॥
কমলে কমলরিপু জন্ম লয়ে উঠে।
দেবতার মাথার মুকুটে বৈসে ছুটে॥
সেন বলে সিন্ধুভব সেই অর্দ্ধচাঁদ।
কাটিল নটীর বক্র বচনের ফাঁদ॥
যার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া॥
বাসি না সম্বল রাখে দরিদ্র লক্ষণ।
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ॥
সবার সে হিত করে নয় তুষ্ট ঠক।
কর্পূর কহেন এই জলন্ত পাবক॥
সুরিক্ষা কহেন শুন পুনঃ ওহে রায়।
জীবজন্তু নহে কিন্তু তপ্ত তপ্ত খায়॥
না পাইলে শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে।
খেতে দিলে কান্দে শিশু পরিত্রাহি ডাকে॥
পেটের ভরে বমন করে গুজে নাকে মুখে।
নারীগুলা গলায় গেলায় বসে বুকে॥

যদি তায় নাহি খায় করয়ে প্রহার।
কর্পূর কহেন অবীরার কণ্ঠহার ॥
নাস্তি মুখ মস্তকাদি নাস্তি হস্ত পা।
নাস্তিতু আকার ভূমে নাস্তি বাপ মা ॥
নহে সেই জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মনুষ্যের রক্ত ॥
কর্পূর কহেন রামা এই চিন্তানল।
বারে বারে হারি নটী বলে বাক্‌ছল ॥
খায় সে সহস্র মুখে পাক নাহি পায়।
উদরে আহার ভরে অস্থিরে বেড়ায় ॥
তার প্রহারের ঘায় পরিত্রাহি ডাকে।
আহার উগরে ফেলে তবে ছাড়ে তাকে ॥
তাঁতির তাঁতের সানা লাউসেন বলে।
হেঁট মাথা করে নটী হারি বাক্‌ছলে ॥
ভাঙ্গিয়া বেশ্যার ভ্রম ছেড়ে যান সেন।
সুরিক্ষা তথাপি বলে রবে এক ক্ষণ ॥
কর্পূর কহেন রামা এখনও চাতুরী।
বাকী কিছু থাকে বল প্রাণপণ করি ॥
বিষম বচনবাণে জর জর হিয়া।
সমস্যা বলিছে রামা ভবানী ভাবিয়া ॥
বল দেখি আদিরস অঙ্গনার অঙ্গে।
কোন্‌খানে বৈসে ধাতু সুরতি প্রসঙ্গে ॥
সর্ব্বকাল থাকে কোথা ধরে কোন্ গুণ।
শুনি সচিন্তিত সেন বচন দারুণ ॥
রতিকলা নাহি জানে লাউসেন রায়।
কর্পূর সহিত যুক্তি ভেবে নাহি পায় ॥
মন দেখি অপর মলিন মুখচাঁদে।
মনে করে গণিকা পেড়েছে মায়াফাঁদে ॥
দর্প করে কহে নটী ওহে নাগরচাঁদা।
বলিতে বিলম্ব কেন বুঝি রবে বাঁধা ॥

সেন বলে দূর কর বচনের ছলা।
অনেক বলেছি এক নাহি গেল বলা॥
নটী বলে এই কথা সকলের সার।
বল ভাল নতুবা বন্ধন কারাগার॥
কপালে ঘটালে তোরে হেমন্তের ঝি।
কর্পূর কহেন দাদা তবে হবে কি॥
নটী বলে শুন কথা সব পুঁতি পাকে।
যদি কেহ এখন আমার কথা রাখে॥
ঠাকুরালী করিয়া থাকহ দিন দশ।
রতিরঙ্গ সন্ধান শিখাব পাঁচ রস॥
তবে সে যখন যাবে থোব বৈ করে।
না করিলে নিবাস রাখিতে নারি ধরে॥
বুঝিতে সেনের মতি কহেন কর্পূর।
সঙ্কট দেখিলে দোষ না লবে ঠাকুর॥
যে বাগে পড়য়ে জল সেই বাগে ছাতা।
ধরিয়া সুবুদ্ধি লোক রক্ষা করে মাথা॥
বিদেশে বন্ধন পীড়া বুঝ মহারাজ।
সেন বলে চিন্তা নাই চিন্ত ধর্ম্মরাজ॥
বিষম বন্ধন ভয়ে বিষ চাও খেতে।
ধর্ম্মকর্ম্ম জাতি কুল শীল মজাইতে॥
কর্পূর কহেন দাদা তুমি ধর্ম্মময়।
জগতজননী যার পেলে পরিচয়॥
মায়ের নিষেধ বেদ আজ্ঞা নাহি মানি।
বিদেশে বেশ্যার হাতে হারাই পরাণি॥
আপনি অভয় দিলে গৌড় আগমনে।
প্রথমে রাখিলে ব্যাঘ্র কুম্ভীর বদনে॥
জামতিতে রাখিয়াছ মিছা অপবাদে।
গোলাহাটে বুক ফাটে প্রভু হে প্রমাদে॥
অপরাধ বিনা এই বেশ্যা হাতে বন্দী।
বলিতে না পারি ধাতু বিবরণ সন্ধি॥

ভকতবৎসল তুমি শুনেছি সংসারে।
পেয়েছি প্রমাণ তার প্রহ্লাদ উদ্ধারে॥
বিষ বহ্নি জলে শৈলে রক্ষা কৈলে যার।
যার লাগি প্রভু হে নৃসিংহ অবতার॥
সমরে সাজিতে শীঘ্র সুধন্বার ব্যাজে।
পিতা হৈয়া ফেলে পুত্র তপ্তহৈতল মাঝে॥
বেদবহ্নি জলে কুণ্ড অধিক উথলে।
ফেলাইতে প্রভু হে আপনি নিলে কোলে॥
জৌঘরে পাণ্ডবে পঞ্চ কুন্তীর সহিত।
তুমি প্রভু প্রাণদাতা পুরাণে বিদিত॥
সে সব তোমার ভক্ত তুমি হে তাহার।
ভজন পূজন লেশ নাহি অধিকার॥
মন্দমতি মানব দারুণ দীন দশা।
পতিতপাবন নাম কেবল ভরসা॥
বিদেশে বন্ধন ভয়ে না করি বিষাদ।
পতিতপাবন নামে পাছে পড়ে বাদ॥
অতেল কাতরে কৃপা কর কৃপাসিন্ধু।
দনুজারি দুঃখহারী দেব দীনবন্ধু॥
সেবক স্মরণে প্রভু হইলা অস্থির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥
সঙ্কট সরসে ভাসে বুঝিনু সাহস।
নটী বলে ভাল থাক বুঝিব পৌরুষ॥
ধাতুতত্ত্ব কয়ে যা প্রবাসী ভণ্ড দুই।
নতুবা বন্ধন দিয়া কারাগারে থুই॥
সেন বলে কে জানে ধাতুর বিবরণ।
বলে ছলে উঠে নাহি উপায় লক্ষণ॥
ছকুড়ি নাগরে নটী কহে আঁখি ঠারে।
লঘুতা করিয়া বেন্ধে রাখ কারাগারে॥
এত শুনি ছকুড়ি নাগর হয়ে জড়।
দুই ভায়ে দারুণ বন্ধন দিল দড়॥

ঘোর অন্ধকার ঘরে থুল নিয়া বান্ধে।
কারাগারে কর্পূর কাতর বড় কান্দে ॥
লাউসেন বলে ভায়া নাহি কান্দ আর।
এখনি অনাথবন্ধু করিতে উদ্ধার ॥
আগম পুরাণ বেদে বুঝে দেখ চিতে।
তিন লোকে কেবা আছে অধীনে তরাতে ॥
বিপত্তে সাহস বিনা বিষাদ বিফল।
একান্ত চিন্তেন চিত্তে ভকতবৎসল ॥
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কান্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥

সঙ্কটে শুনিয়া কিছু সেবকের স্তব।
হনুমানে কন তবে অনাথবান্ধব ॥
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন সেন মনে মানভঙ্গ ॥
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাহি সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥
যোগ বলে পদতলে বলে হনুমান।
লাউসেনে সুরিক্ষা করিছে অপমান ॥
ভাদুরে পাঠায়ে মান ভেঙ্গেছ তাহার।
ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসি বন্ধেছে পুনর্ব্বার ॥
ঠাকুর কহেন থাক্ সেবকের দায়।
আমি নাহি জানি ইহা কি হবে উপায় ॥
ধাতুতত্ত্ব আপনি অমর সভামাঝে।
সুধান সকল দেবে সেবকের কাজে ॥
দেবতা সকল কহে শুন ওহে প্রভু।
জানিতে বিলম্ব আছে শুনি নাই কভু ॥
তখন নারদ ফুটে কয় হনুমানে।
একথা ঈশ্বরী বিনে অন্যে নাহি জানে ॥
প্রভু কন তবে তত্ত্ব কেবা যেয়ে জানে।
নারদ দেখান ঠারে শঙ্করের পানে ॥

ঠাকুর কহেন শুন দেব সর্ব্বেশ্বর।
ধাতুতত্ত্ব জানিতে আপনি যাও ঘর॥
জিজ্ঞাসি জগতমায়ে আসিবে ত্বরায়।
ভক্ত রক্ষা পায় যেন তোমার কৃপায়॥
শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে।
ভরসা না দিতে পারি খল জাতি মেয়ে॥
এত বলি উপনীত আপন ভবনে।
হর হৈমবতী হর্ষে বৈসে একাসনে॥
কত যোগ আগম নিগম তত্ত্ব কয়ে।
অপর সরস রস কত গেল বয়ে॥
সব শেষে শঙ্কর শুধান পার্ব্বতীরে।
কোন্‌খানে বৈসে ধাতু নারীর শরীরে॥
এ কথা আমারে আজি অবশ্য কহিবে।
শুনিয়া ইঙ্গিতে দেবী আরম্ভিল শিবে॥
কার শক্তি এখানে একথা কওয়া যায়।
এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী পাড়ায়॥
বুড়া ছেড়ে যুবা হও পেলে যার সঙ্গ।
সেইখানে এই কথা উচিত প্রসঙ্গ॥
হর বলে এই হেতু হইনু বৈরাগী।
কখন কথায় সুখ নাহি দিল মাগী॥
এসব ইঙ্গিতে খোঁটা সকল কথায়।
এ ঘর করিতে চিতে মোরে না জুয়ায়॥
বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয় গারি॥
দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয়।
ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয়॥
ঈশ্বরী কাঁপেন শিব অভিমান ক্রোধে।
অমর অর্চ্চিত পদ ধরিয়া প্রবোধে॥
ক্ষমহ দাসীর দোষ ধাতুতত্ত্ব কই।
শঙ্কর কহেন তবে আরো দুটা সই॥

ত্রিলোকতারিণী তারা তুমি সে চণ্ডিকা।
লিখেছে আগমে বেদ পুরাণের টীকা॥
কি আর অধিক কব তোমার সাক্ষাত।
দেবী কন অসাধ্য কি তুমি যার নাথ॥
শুন নাথ বৈসে ধাতু নারীর নয়নে।
পুরুষে পাগল করে কটাক্ষ সন্ধানে॥
রতিকালে পতির সহিত হয় মেলা।
শুনিয়া সত্বর শিব দেবসভা গেলা॥
কহিলা সকল তত্ত্ব ধর্ম্মের গোচরে।
ঠাকুর কহিলা হনুমান বীরবরে॥
আজ্ঞা দিল অবিলম্বে চল মোর বাপ।
ভক্ত মুক্ত হৈলে মোর ঘুচে মনস্তাপ॥
প্রভু পাদপদ্ম বন্দি বীর হনু হাটে।
উপনীত ইঙ্গিতে অবনী গোলাহাটে॥
অন্ধকার কারাগার প্রবেশিতে হনু।
খসিল বন্ধন প্রেমে পুলকিত তনু॥
ধ্যানযোগে জানিলা আইলা হনুমান।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান॥
করপুটে প্রণতি করিতে পুনঃপুনঃ।
বীর বলে ভয় নাই বলি কিছু শুন॥
শিব শুক সনকাদি স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥
হেন প্রভু তোমার লাগিয়া ব্যস্তচিত।
অতেব এখানে বাপু আমি উপস্থিত॥
জেনেছি কারণ তার এনেছি সন্ধান।
ধাতুর নিবাস নিত্য নারীর নয়ান॥
রতিকালে কতগতি প্রাণপতি সঙ্গ।
এই কথা কয়ে তার কর মান ভঙ্গ॥
আমি আছি তাবৎ লুকায়ে নিজবাসে।
অপমান মাগীর দেখিয়া যাব শেষে॥

পরম মঙ্গল প্রভু লাউসেন বলে।
পোহাইল রজনী কোমর বেন্ধে চলে॥
হনুপদে পরার্দ্ধ প্রণতি করে রায়।
প্রবেশে দারীর সভা ঘনরাম গায়॥

দ্বারদেশে দারীর বাজালে জয়ঘণ্টা।
শুনিয়া বেশ্যার বড় বুকে বাজে জাঠা॥
দূতগণে দেবে বলে কোন্ ভেড়ের ভেড়ে।
দুই বন্দী বিদেশী বিটলে দিলি ছেড়ে॥
কহিতে কহিতে কোপে আইলা বাহিরে।
কর্পূর চাতুরী কিছু কন ধীরে ধীরে॥
পিতৃ পুণ্যে ছেড়ে দেহ শুন নিবেদন।
দারী বলে দিব পুনঃ দ্বিগুণ বন্ধন॥
সেন বলে যার যে কপালে থাকে হবে।
কহিলে ধাতুর তত্ত্ব বুঝে কেবা লবে॥
আমি যত জিনিনু সকল হৈল নাস্তি।
এক কথা না কয়ে এতেক পেনু শাস্তি॥
অন্য কথা কহিতে উচিত নহে আর।
প্রতিজ্ঞা করহ আগে সাক্ষাৎ সভার॥
পরাজয়ী হই যদি দ্বিগুণ বন্ধন।
জয়ী হই কেটে লব নাসিকা লোচন॥
সুরিক্ষা কহেন সত্য প্রতিজ্ঞা সর্ব্বথা।
সভামাঝে সেন কন ধাতুতত্ত্ব কথা॥
নারীর বদন বিধু মদন আলয়।
তথা নিত্য নয়ন যুগলে ধাতু রয়॥
রতিকালে পতি সনে গতি যায় কত।
শুনে করে হেঁট মাথা মান হৈল হত॥
প্রাণ লয়ে পালাতে পদ্ধতি খুঁজে বুলে।
তাপে তবে ত্বরিত কর্পূর ধরে চুলে॥
কাটিল লোচন নাক ঘষাড়িল ভূঞে।
দয়ার ঠাকুর সেন জল দিল মুঞে॥

স্থর্পণখা সমান মলিন হয়ে রয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়॥
হর্ষ হৈল হনুমান অপমান দেখে।
যশ কীর্ত্তি জগতে সেনের গেল লিখে॥
শ্রীধর্ম্মে কহিল গিয়া আনন্দে বাধাই।
গোলাহাট ভাঁড়ায়ে চলিল দুই ভাই॥
বন্দীগণে মুক্ত করে দিলেন অভয়।
রাজ আজ্ঞা ফিরে বাদ্য বাজিছে বিজয়॥
নটীর লোচন নাক বান্ধিয়া ফলায়।
লঘুগতি ভূপতি ভেটিবা হেতু যায়॥
প্রবেশে ভৈরবী গঙ্গা কত দূর যেয়ে।
বিনা করে সমাদরে পার করে নেয়ে॥
কর্পূর কহেন দাদা চল এক দৌড়।
আগে ঐ রমতি নগর ঐ গৌড়॥
দেখ ঐ সারি সারি গুয়া নারিকেল।
কদম্ব কুসুম চাঁপা বকুল শ্রীফল॥
আম জাম পলাশ পিপুল তরুবরে।
সারি সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে॥
পক্ষীগণ বদনে সঘনে সুধারব।
নিজ ভাষ ত্যজে করে কৃষ্ণ মহোৎসব॥
হস্তিনা নগর হেন হয় অনুমান।
পরিসর পাষাণে রচিত পুরীখান॥
মঠ কোঠা মন্দির সহর সৌধময়।
কত ঠাঁই দেউল দেহারা দেবালয়॥
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
ঐ দেখ পতাকা উড়িছে মন্দ বায়॥
মাতুল মন্দির যেতে ডানি ভাগে পথ।
সেন কন কি কাজ উদ্দেশে দণ্ডবত॥
যে মামা মায়েরে মোর দিল বন্ধ্যা বাদ।
হেন মামা মন্দিরে গমনে নাহি সাধ॥

দেখা পাই ঈষৎ মেসোর বাটী আগে।
পাও কি না পাও দেখা চাও ভানিভাগে॥
বলিতে বলিতে বেলা হইল অবশেষ।
রমতি নগরে এসে করিল প্রবেশ॥
দৈবগতি লাউদত্ত কর্ম্মকার সনে।
প্রবেশ করিতে পুরী দেখা হইল গণে॥
অতি অনুপম মূর্তি দেখে দোঁহাকার।
কতখান অনুমান করে কর্ম্মকার॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব ছাড়িয়া নিজ দেশ।
বঞ্চিলা বিরাট বাসে লুকাইয়া বেশ॥
সেইরূপ এই দুই দেবতাতনয়।
ভূতলে ভ্রমেন দোঁহে ভাবি দৈত্যভয়॥
বিশেষ বিশাই ফলা অভয়ার অসি।
তা দেখি বুঝিল মনে স্বর্গপুরবাসী॥
যদি বা মনুষ্য দুই রাজার কুমার।
কোন্ দেব দয়া করি দিয়াছে হেতার॥
কৃপা করে এ হেন অতিথি পুণ্যফলে।
সেবি চতুর্বর্গ ফল পাই করতলে॥
অপর অধিক নিত্য করি কর্ম্ম শিক্ষা।
এই খড়্গ ফলা মোর হৈল গুরুদীক্ষা॥
জিজ্ঞাসিল পরিচয় বিনয় বচনে।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥
গোলাহাট প্রসঙ্গ সম্প্রতি হৈল সায়।
হরি হরি বল সবে শ্রীধর্ম্মসভায়॥

॥ ইতি গোলাহাট পালা সমাপ্ত ॥

হস্তীবধ পালা

সুশীল সজ্জন সত্য বুঝি কর্ম্মকারে।
পরম পীরিতে পরিচয় দিল তারে॥
ময়না নগর বাটী সাগর সমীপ।
পিতা মহাশয় মোর যার নরাধিপ॥
পিতামহ ঠাকুর কণক সেন রায়।
যার যশ কীর্ত্তি হে জগত জুড়ে গায়॥
ধন্য পিতা কর্ণসেন রায় নৃপমণি।
মহা সাধ্বী মাতা মোর ধর্ম্ম তপস্বিনী॥
সন্ন্যাসে শরীর ত্যজেছিল শালভরে।
মোর জন্ম সেই রঞ্জা জননী জঠরে॥
ধর্ম্মের কিঙ্কর আমি লাউসেন নাম।
এই মোর অনুজ অবনী অনুপাম॥
গৌড়পতি মেসো মোর যাব তার ঘর।
শুনি কর্ম্মকার কহে করি জোড় কর॥
আমি পরিচয় করি শুন সুমহত্ব।
কর্ম্মকারকুলে জন্ম নাম লাউদত্ত॥
এত শুনি মিতা বলি রায় দিল কোল।
নত হয়ে কহে দত্ত আনন্দে বিভোল॥
শুনেছি সংসারে তুমি পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ॥
কৃপা করি আমারে করিলা তুমি মিতা।
গুহকে চণ্ডালে যেন অখিলের পিতা॥
পুরুষে পুরুষে পুণ্য করিয়াছি কত।
সে ভাগ্যে পেলাম দেখা কহেন প্রণত॥
জোড়হাতে কহে কালি যেয়ো রাজপুরে।
কৃপা করি আজি এস আমার মন্দিরে॥
সংসার সফল হোক তরি ভবসিন্ধু।
সেন বলে তুমি মিতা মোর মহাবন্ধু॥

অতিথির ভাবে সেন গেলা তার বাস।
স্বগোষ্ঠী সহিত বলে পুর্ণ অভিলাষ॥
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে॥
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে।
দুই চারি বচন শুধান ভক্তিবশে॥
দক্ষিণ দলুজে দিব্য আসন উপরে।
বার দিল বেষ্টি দুই ভেয়ে যত নরে॥
যেন কৃষ্ণ বলরাম দর্শন আশায়।
মথুরার লোক যত উর্দ্ধমুখে ধায়॥
অপর অন্ধক চলে গোবিন্দ দেখিতে।
সেইরূপে ধায় সবে সেনের সাক্ষাতে॥
রাজসভা হতে পাত্র ধায় নিজ ধামে।
সহর বাজার পাড়া রয় ডানি বামে॥
শুনে চলে চঞ্চল চাহিয়া চারিভিতে।
কর্ম্মকার পুরে দৃষ্টি হৈল আচম্বিতে॥
দিব্যদেহ দুই ভাই দলুজে দেখি বসি।
দেবদত্ত সম্মুখে বিচিত্র ফলা অসি॥
কুহোর তামসী যায় পুর্ণিমার ভ্রম।
ফলাচিত্রে দেবকর্ম্মীর রয়েছে বিক্রম॥
কত কাঁচা কাঞ্চন করিয়া কুচিকুচি।
করেছে কতেক চিত্র মনোহর রুচি॥
লিখেছে ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে থাকিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে॥
বলক্ষ লোহিত পীত সিত বর্ণভেদে।
দশ অবতার লেখা অনুমানি বেদে॥
বাল্মীকি গোস্বামী গ্রন্থ অনুভব দেখা।
রামলীলা ফলার উপরে গেছে লেখা॥
মিথিলায় বিভা করি রাম এল দেশে।
রাজা হবে হরিষে বিষাদ লেখে শেষে॥

কান্দিতে কান্দিতে বুঝি করেছে প্রকাশ।
সীতা রাম লক্ষ্মণ সহিত বনবাস ॥
লিখিতে না পারে বুঝে যত দুঃখ তার।
লিখেছে রাবণবধ সীতার উদ্ধার ॥
শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান।
বলিতে বিদরে বুক ব্যাকুল পরাণ ॥
জানকী হরণ দুঃখ লিখিতে নারিয়া।
সীতার উদ্ধার লেখে রাবণ বধিয়া ॥
লিখিয়া রাজাধিরাজ রত্ন সিংহাসনে।
উঠেছে আনন্দ কত রাবণের মনে ॥
এইরূপে কৃষ্ণলীলা লিখিল কতেক।
একদৃষ্টে একে একে দেখে পরতেক ॥
চন্দ্রসূর্য্যবংশ যত রাজা ছিল কালে।
পুরাণে শুনেছে যত দেখে চিত্রে ঢালে ॥
যুধিষ্ঠির আদি দেখি পাণ্ডব বিজয়।
কুরুবংশ ধ্বংস আর যদুবংশ ক্ষয় ॥
গুণিগণ কলা দেখে করে গুণশিক্ষা।
কত কত কর্ম্মীর হইল গুরুদীক্ষা ॥
কবিগণ দেখে করে কর্ম্মের সন্ধান।
দেখি পণ্ডিতের বাড়ে পুরাণের জ্ঞান ॥
কলা দেখে ভাবুক সকল করে ভাব।
অধর্ম্মতা কেবল পাত্রের হইল লাভ ॥
পুণ্যের উদয় যায় পাপ তাপ হরে।
এত চিত্র নাই ধরে পাত্রের অন্তরে ॥
বিশেষ বিষয় মদে মত্ত যেই হয়।
কোন কালে নাহি তার ভক্তির উদয় ॥
একে এক দেখি সব অবনীমণ্ডল ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ গৌড় উৎকল ॥
গৌড় মহীমণ্ডলে দেখিল গৌড়পতি।
বৃদ্ধ পিতা বেণুরায় নিবাস রমতি ॥

ময়নানিবাসী কর্ণসেন মহামুনি।
ধন্য সতী রঞ্জাবতী ধর্ম্ম তপস্বিনী॥
শালে ভর দিয়া তনু ত্যাগ করে রামা।
ঈশ্বরে আনায়ে কাছে হোলো সিদ্ধকামা॥
কোলে পেলে দুই পুত্র লাউসেন কর্পূর।
কি কর্ম্ম অসাধ্য যারে প্রসন্ন ঠাকুর॥
রমতি গৌড়তে যত নানা বন্ধু জনা।
দেখিল সকল লোকে না দেখে আপনা॥
অবশেষে কেলো ডোম ডোমনীকে লেখে।
পাত্রকে লিখেছে তার পদতলে রেখে॥
মুড়ান মস্তকে তার প্যাচ গোটা দশ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্॥
গাঁথিয়া জুতার মালা দিয়াছে গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখেছে ফলায়॥
এক গালে কালি তার আর গালে চুণ।
দেখি কোপে জলে যেন জলন্ত আগুন॥
দ্বিগুণ উথলে কোপ দেখিয়া ভাগিনা।
কলেবর কান্তি কত কলধৌত সোনা॥
কি কাজে মাহিনা খায় ইন্দে মেটে চোর।
এ দু ছোঁড়া অবশ্য ভাগিনা বটে মোর॥
চোর অপবাদে আজি বধিব পরাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥

নিজ অপমানে পাত্র হাতী হতে দেখি মাত্র
কোপে তাপে কাঁপে গাত্র তার।
দোঁহে দেখি বাড়ে আড়ি সঘনে মোচড়ে দাড়ি
ভাবে যুক্তি করিতে সংহার॥
জন্মিতে রঞ্জার বংশ চোর পাঠাইয়া ধ্বংস
করিতে নির্ব্বংশ কর্ণসেন।

সে দুষ্ট কিরূপে কালে বেঁচে মেলে মত্তমালে
পুনশ্চ এখানে আইসে কেন ॥
ভাঁড়ায়ে যেমন কংসে দৈবকী দেবীর বংশে
বসুদেব করেছিল বই।
সেই ভগ্নীবংশে কংস দৈত্যরাজ হোলো ধ্বংস
আমি পাছে সেইরূপ হই ॥
ভয়ে ভাবি এত উক্তি অসতে অসং যুক্তি
এসে উপস্থিত অকস্মাৎ।
চোর নহে যে যাব ভেড়ে ফলার অরিষ্ট ভেড়ে
দুর্ছোঁড়ারে বধিব সাক্ষাৎ ॥
এত বলি দ্রুতগতি হটে হাঁকাইয়া হাতী
বলে ছলে চলে মহামদ।
দেখে সবে বলে পাপ কারে দিবে মনস্তাপ
ফিরে আইল দেশের আপদ ॥
রাজার সম্মুখে দুখে যুড়ি জোড়হাত বুকে
কহে পাত্র পাপ অভিলাষী।
শুন নিবেদন মোর সাধুরূপে দুই চোর
সহরে সান্ধায়ে আছে আসি ॥
লঙ্কা প্রবেশিতে সীতা পাঠালে ত্রিলোকপিতা
রাক্ষসের মায়াবলে ছলে।
রাবণের পুত্র পঞ্চ মহী অহী অপরঞ্চ
বালি রাজা মৈল কি দুর্ব্বলে ॥
সেইরূপে চুপে চুপে সবে মৈল এইরূপে
পাছে ভূপে কোন বিঘ্ন ধরে।
বিদায় হইয়া যেয়ে শত্রুর সন্ধান পেয়ে
না কয়ে কেমনে যাই ঘরে।
সাবধানে বিনাশ নাই কুন্তী সঙ্গে পঞ্চ ভাই
পাণ্ডুরা জৌঘরে খণ্ডে ভয়।
রাজা বলে শুন তত্ত্ব শত্রু যদি হয় সত্য
দেখ পাত্র অধর্ম্ম না হয় ॥

রাজ আজ্ঞা উপলক্ষ কহিছে কুকর্ম্মদক্ষ
সহর কোটালে হাত নেড়ে।
প্রবাসী পুরুষ যার ঘরে পারে স্পষ্ট তার
মজাবে না হয় দেও তেড়ে॥
কাণে কাণে কয় তার দুই দুষ্ট দুরাচার
কামার মন্দিরে মোর অরি।
তাড়া খেয়ে তরুতলে থাকে যদি বলে ছলে
শিয়রে বান্ধিবে তার করী॥
হাতীচোর বলে এঁটে বুক যেন যায় ফেটে
বান্ধ কসে তারে কারাগারে।
ও যবে সূতিকা ঘরে বধিতে নারিলি তারে
কালি পাঠাইব যমদ্বারে॥
থেঁতালে না মারে হাতী যোগাইবি এক রাতি
কালি ছাতি ভাঙ্গিব নাথিতে।
এ কর্ম্ম সাধিলে মোর সম্মান বাড়াব তোর
আজ্ঞা করি চলিল হাতীতে॥
পাত্র গেল নিজ ধাম ভণে দ্বিজ ঘনরাম
রামচন্দ্র চরণকমলে।
ধার্ম্মিক ধরণী মাঝে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজে
রঘুবীরে রাখিবে কুশলে।

কোটাল বিশাল কাল ইন্দ্রজাল মেটে।
সহর বাজারে কয় হাঁক ডাক এঁটে॥
নাগরা বিশাল বাদ্য বাজায় সহরে।
প্রবাসী পুরুষ আজি পাব যার ঘরে॥
না দেখি নিস্তার তার রাজার হুকুম।
এত বলি নাগরা নিনাদে দুম দুম॥
যবনে মজাব জাতি ধন নিব লুটে।
বারে বারে এখন বাঁচায়ে বলি ফুটে॥

যদি থাকে তাড়ায়ে সীমানা কর পার।
সঘনে শিঙ্গার শব্দ হুসার হুসার ॥
বেড়িয়া কামার পাড়া বাড়া বাড়া হাঁকে।
শুনি লাউসেন ডেকে কহেন মিতাকে ॥
কাড়া সোরে কি কথা কোটাল কয় ফুটে।
তুমি কেন যাবে লুটে আমি যাই উঠে ॥
ঘর দ্বার তোমার মজাতে নারি মিছা।
পাত্তর পড়েছে বড়ো প্রবাসী পিছা ॥
অথিতে আশ্রয় দিলে এদেশের টুট।
পাছে রাজা থাকিতে কোটালে করে লুট ॥
অবিচারে পুরীতে রহিতে নারি ভাই।
ঐ শুন শিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই ॥
জুড়ি দুই হাত বুকে কহে কর্ম্মকার।
পত্রে লুটে লয় লক জাতি কুল আমার ॥
তথাপি তোমাকে আমি দিতে নারি ছেড়ে।
চরণ আশ্রিত জনে না ফেলিহ ঝেড়ে ॥
গৃহস্থ জনার ধর্ম্ম অতিথির সেবা।
যত ধর্ম্ম ইহাতে কহিতে পারে কেবা ॥
অতিথিসেবায় খণ্ডে অশেষ পাতক।
অনাদরে অতিশয় সঞ্চারে নরক ॥
যথাকালে অতিথি বিমুখ যায় যার।
নিজ পাপ দিয়া পুণ্য হরে লয় তার ॥
তোমার এমন আজ্ঞা আমা অভাগায়।
পাপের পাথারে পড়ে পরকাল যায় ॥
তোমার সাক্ষাতে কি কহিতে মোর শক্তি।
সেন বলে ঘাটি কি তোমার সেবা ভক্তি ॥
রেখেছ স্বধর্ম্ম কেন মিছা যাবে লুটা।
শুনি কর্ম্মকার কাঁদে দাঁতে করি কুটা ॥
জীউ যায় জাতি যদি যজায় জীবনে।
আমি না ছাড়িব তুমি ঠেলো না চরণে ॥

অশেষ বিশেষ ভাব বুঝিয়া আশয়।
কর্পূর কহেন দাদা ভুলিবার নয়॥
দুভাই চাতুরী চিন্তি চক্ষে চক্ষে চেয়ে।
কর্পূর কহেন দত্ত দাদা গেল রয়ে॥
তুমি যেয়ে যথা সুখে করহ শয়ন।
বিধুমুখী বধূ আছে চাহিয়া বদন॥
দত্ত বলে ও তত্ত্ব তোমার বটে ভার।
ঈষৎ হাসিয়া কন রঙ্গার কুমার॥
তোমার শ্রদ্ধায় বদ্ধ হয়ে রয়ে যাই।
পরিণামে প্রভু যা করেন হবে তাই॥
অমৃত বচন বশে গেল কর্ম্মকার।
সেন বলে অতঃপর কি করি বিচার॥
কর্পূর বলেন লাউদত্তে দিলে টেলে।
এই কালে চল পাছে আসে বা কোটালে॥
অনিবার অন্ধকার ঘন ঘোর নিশা।
বার হতে ঘরের প্রবেশে লাগে দিশা॥
শরচ্চন্দ্র দীপ্তিমান দিব্য অসি ফলা।
আগে আগে কর্পূর দেখায়ে চলে আলা॥
রমতি রাখিয়া গৌড়ে প্রবেশিলা রায়।
সত্বরে উত্তরে যেয়ে অশ্বত্থতলায়।
বৃক্ষমধ্যে অশ্বত্থ ঈশ্বররূপী শুনি।
পুরাণে কৃষ্ণের আজ্ঞা লেখে মহামুনি।
এমন উত্তম স্থলে বসে যাও রজে।
না যাব অন্যের বাড়ী গেলে পাছে মজে॥
সাধুর শরীর শুদ্ধ সত্যের উদয়।
পর পাছে পায় পীড়া এই বড় ভয়॥
ভূতলে বিছায়ে বস্ত্র করিল শয়ন।
নানা পুষ্প সুগন্ধি সঞ্চরে সমীরণ॥
নিদ্রা এলো মন্দ মন্দ বসন্তের বায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায়॥

যদি দোঁহে শয়ন করিল তরুতলে।
ইন্দ্রজাল কোটাল মাহুতে ডেকে বলে॥
শুন ওহে মাহুত মালিকরাজ হাতী।
প্রবাসী শিয়রে বান্ধ রাজার আরতি॥
হাতী যেন পদচোটে চোট নাহি মারে।
দুখ দিব চোর বান্ধি কারাগারে॥
শুনি গদা মাহুত মালিক পাট হাতী।
প্রবাসী শিয়রে বান্ধে নিশাবাগে রাতি॥
দুভেয়ে দেখিয়া হাতী পরমপুরুষ।
শিয়র ছাড়িয়া চলে না মানে অঙ্কুশ॥
লাউসেন কর্পূরে করিয়া প্রদক্ষিণ।
হাঁটু পাতি প্রণতি করিয়া বার তিন॥
সেনের শিয়র ছাড়ি রহে পদতলে।
মাহুত রাখিয়া হাতি কহিল কোটালে॥
শুনিয়া সব কোটাল মাহুতে মারে হাঁক।
সিঙ্গা কাড়া শব্দে সহরে পড়ে ডাক॥
জাগরে নগরে লোক নিশাভাগ রাতি।
রাজার মহলে হারা হৈল পাট হাতী॥
চোর আসি প্রবেশিল গৌড়ের সহর।
ধাঙ্ ধাঙ্ শব্দে সঘনে ধর্ ধর্॥
ডাক ডাকি কোটাল এতেক যদি কয়।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল সেনে শুনে করে ভয়॥
উঠে দেখে মহামত্ত সম্মুখে কুঞ্জর।
ভয়ে কাঁপে কর্পূর কুমার থর থর॥
লাউসেনে কন পন্থ অনলের ডরে।
বন ছাড়ি আশ্রয় করিনু সরোবরে॥
হিমরূপী সেই বহ্নি পোড়ায় কমলে।
সেইরূপ ফলিল আমার কর্ম্মফলে॥
ছাড়িনু মিতার ঘর মনে ভাবি ভয়।
পাইনু অম্বল ডরে তেঁতুল আশ্রয়॥

হেন কালে বেড়িলা কোটাল পঞ্চ ভাই।
ধর্ ধর্ বলিতে কর্পূর দিল ধাই॥
প্রাণ লয়ে পালাইল মদক ভবনে।
লুকাতে আশ্রয় খোঁজে অন্ধকার কোণে॥
মশক ভিতরে রহে শশকের পারা।
হুড় হুড় সাড়া শুনে তাড়া দিল তারা॥
তখন তরাসে বলে আমি নই চোর।
শরণ লয়েছি ভাই প্রাণ রাখ মোর॥
দারুণ দৈবের গতি দুর্দ্দশা আমার।
প্রভু যে করেন কালি পাবে সমাচার॥
কাতর উত্তর শুনি সবাকার মনে।
দেখিল উদয় চাঁদ আন্ধার ভবনে॥
রূপ হেরি দৈব বুদ্ধে রাখিল যতনে।
প্রমাদ পড়িল বড় রঞ্জার নন্দনে॥
হাতীচোর বলে হেথা কোটালের যুথ।
সহসা সেনের বান্ধে যেন যমদূত॥
সহর কোটাল ইন্দে দিলেক হুকুম।
সেনের উপরে কিল পড়ে দুমদুম॥
নাথি নোথা কিল গুঁতা ঠেঙ্গা নড়ি হুড়া।
অন্য কার হলে হাড় হয়ে যেত গুঁড়া॥
কোটালে কাতরে রায় করে নিবেদন।
প্রহারে পরাণ যায় রাখহ জীবন॥
শুন ওহে ইন্দ্রজাল আমি নহি চোর।
মনে জান মিছা কেন প্রাণ বধ মোর॥
পিতা মাতা দোসর সাক্ষাৎ বন্ধু ভাই।
অভাগার নাহি কেহ কব কার ঠাঁই॥
ভরসা কেবল ধর্ম্ম দেব চূড়ামণি।
তার সাক্ষী পাবে কাল প্রভাত রজনী॥
ইন্দ্রমেটে বলে হায় অপরূপ বাণী।
শোনরে চোরের মুখে ধরম কাহিনী॥

ইঙ্গিত করিয়া যতো হাতে গলে বাঁধে।
সিংহিকাতনয় যেন গরাসিল চান্দে ॥
যমদ্বার সম ঘোর অন্ধকার ঘরে।
নির্দ্দয় কোটাল লয়ে সেনে বন্দী করে ॥
দুপাশে করাত শেল শিলা দিল বুকে।
চুলে বেন্ধে চালে টাঙ্গে বিষ দিয়া মুখে ॥
ধর্ম্মের সেবক বন্দী এইরূপে রহে।
ভক্তজন পীড়া পায় প্রভু অঙ্গ দহে ॥
কাতর হইয়া কান্দে লাউসেন রায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥

হরি হরি এই ছিল আমার কপালে।
নাহি কোন অপরাধ মিছা চোর অপবাদ
অপমান করিছে কোটালে ॥
নাথা হুথা গুঁতা কিলে প্রহারে পরাণ নিলে
বেন্ধে থুলে শমনের বাটে।
নাড়িতে না পারি পাশ ফুটে শেল কাটে মাস
বিষম বন্ধনে বুক ফাটে ॥
তরিয়া বিপদ নদ জননী জনক পদ
দেশে যেয়ে না দেখিব আর।
প্রাণের পুত্তলি ভায়া বিপত্তে পলান ধায়া
হরি হরি কি হল আমার ॥
মোর কেহ নাহি বন্ধু পার করে শোকসিন্ধু
দীনবন্ধু ভরসা কেবল।
পড়িয়া সঙ্কট কূপে জন্ম যায় এইরূপে
রাখ প্রভু ভকতবৎসল ॥
চারি বেদে অনুপাম পতিতপাবন নাম
শুনি সদা সাধুর বদনে।
পতিত আমার সম কেবা আছে নরাধম
কেন না উদ্ধার নামগুণে ॥

প্রহারে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস চোর বাদে হলে নাশ
ধর্ম্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে॥
অতেব অনাথে আসি দয়া কর দুখ নাশি
ওহে ধর্ম্ম অখিল আধান।
করিতে এতেক স্তুতি ব্যাকুল বৈকুণ্ঠ পতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

সেবকের সঙ্কটে সন্তাপ পেয়ে মনে।
ঠাকুর কহেন কিছু বীর হনুমানে॥
দশনে অধর কাঁপে কাঁপে বাম অঙ্গ।
অমঙ্গল চিহ্ন দেখি মনে মান ভঙ্গ॥
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ॥
করপুটে বীর হনু কন ধ্যানবলে।
রঞ্জার নন্দন গৌড়ে বন্দী হল ছলে॥
কুমন্ত্রী পাত্রের বোলে হাতীচোর বলে।
প্রহার করিয়া সেনে বেন্ধেছে কোটালে॥
ঠাকুর কহেন তবে ঝাট আন রথ।
আপনি অবনী যাব রাখিতে ভকত॥
অপরাধ বিনা যদি সেনে করে বল।
বৃথা নাম ধরি তবে ভকতবৎসল॥
সুধন্বা রেখেছি তৈলে প্রহ্লাদ সাগরে।
সেইরূপ সেজে যাব সেনের উদ্ধারে॥
বীরহনু কন কিছু করিয়া প্রণাম।
তিনলোক তরে হে তোমার লয়ে নাম॥
সমুদ্র লঙ্ঘিনু আমি যে নামের তেজে।
বড় বড় পর্ব্বত বেন্ধেছি এই লেজে॥

নামগুণে সাগরে ভাসিল গুরু শিল।
যে নামে তারিল পাপী দ্বিজ অজামিল॥
প্রসাদে রাখিলে যবে ছাল এলে বলি।
বরঞ্চ সেকাল ভাল এবে হৈল কলি॥
আজ্ঞা দেহ আপনি সাজিবে কোন কাজে।
ঠাকুর কহেন তবে ফল নাই ব্যাজে॥
অবিলম্বে আপনি অবনী যাও বাপ।
ভক্ত মুক্ত হলে মোর ঘুচে মনস্তাপ॥
আজ্ঞা বন্দি বীরহনু করিল প্রণতি।
গৌড়মহীমণ্ডলে প্রবেশে বায়ুগতি॥
অন্ধকার কারাগারে করিতে প্রবেশ।
সেনের বন্ধন ঘুচে দূরে গেল ক্লেশ॥
ধ্যানবলে জানিলা আইলা হনুমান।
এস প্রভু বলি পদ নিকটে লোটান॥
সীতা শোকহন্ত যে লক্ষ্মণ প্রাণদাতা।
কোলে লয়ে কন কিছু নাহি মনে কথা॥
শিব শুক সনাতন স্বয়ম্ভু নারদ।
ভক্তিভাবে ভবানী ভাবেন যার পদ॥
হেন প্রভু পাঠাইলা তোমার কারণে।
অতেব এসেছি আমি চিন্তা ত্যজ মনে॥
আগে দেখি রাজাকে স্বপন কথা কয়ে।
না হয় যে হয় হবে কালি দেখ রয়ে॥
এত বলি উপনীত ভূপতির আগে।
শিয়রে স্বপন কন কাল নিশাভাগে॥
অবিচারে কারাগারে ধর্ম্মের কিঙ্কর।
অপরাধ বিনা বান্ধ বুকে নাহি ডর॥
সাধ করে সাক্ষাৎ করিতে এলো তোর।
রঞ্জার নন্দন ছুই নয় হাতীচোর॥
ভাল চাও ছাড়ি দেও ভক্ত লাউসেনে।
নতুবা ইহার ফল দিব এইক্ষণে॥

মহোদধি মহী অহি অক্ষয়কুমার।
রাবণ তখন তেজ জেনেছে আমার ॥
বলে যাই বিশেষ আমার নাম হনু।
স্বপন শুনিতে কাঁপে ভূপতির তনু ॥
নিদ্রাভঙ্গ হতে বীর হৈল তিরোধান।
ভূপতি পোহালে নিশা হাতে করে প্রাণ ॥
স্নান পূজা করিয়া প্রভাতে দিল বার।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি করতার ॥
বার দিয়া ভূপতি বসেছে ভব্য মনে।
নানা রত্ন বিরাজিত বিচিত্র আসনে ॥
অতুল রাতুল ভোট ভালে দিব্য ফোঁটা।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য বসে বিপ্র ঘটা ॥
ষোল পাত্র বৈসে বামে বুদ্ধে বিশারদ।
ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পাত্র মহামদ ॥
রায় রেঞা বারভূঞা বৈসে সারি সারি।
কোলে করি কাগজ যতেক কর্ম্মচারী ॥
মীর মিঞা মোগল পাঠান খোরসান।
বাহির মহলে বৈসে বিছায়ে সাহান ॥
রণদক্ষ ক্ষত্রিয় চৌহান রাজপুত।
রাজসভা বেড়ে বৈসে যেন যমদূত ॥
আঁটনি করিয়া বৈসে হাঁটু পাতি ভূঞে।
শিরে সরবন্দ টেড়ি চাপদাড়ি মুঞে ॥
তার কাছে তীরগুলি কামান বন্দুক।
বাম করে ধরে চাল আচ্ছাদিয়া বুক ॥
কনক বলয় করে গরদ গাদোলা।
কারুপট্য জরদ সাহান মোমঢালা ॥
রাজসভা বসন ভূষণে ঝলমল।
আগু যামে হংস যেন অংশুতে উজ্জল ॥
এইরূপে বসে বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত।
ভূপতি ভারত কথা শ্রবণে মোহিত ॥

প্রসেনে বধিয়া মণি হরে নিল হরি।
জাম্বুবান নিল বলে ধরিয়া কেশরী॥
স্থরঙ্গ সরণিমুখে পাতাল প্রবেশে।
মণিচোর মিথ্যাবাদ হৈল হৃষীকেশে॥
তার তাপে ত্রিলোক তারক ত্রিবিক্রম।
প্রবেশিয়া পাতালে প্রচুর পেল শ্রম॥
ভক্ত বড় ভল্লুক ভজনে রঘুবীর।
রণরক্তে সিক্ত করে কৃষ্ণের শরীর॥
স্মরণে যাহার নাম ত্রিলোকের জয়।
হেন প্রভু ভক্তের বিক্রমে পাইল ভয়॥
রামভক্ত জাম্বুবান বুঝি পরিণাম।
ধরিলা শ্রীরামমূর্ত্তি দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রণাম করিতে হস্ত হানেন মস্তকে।
প্রভু অঙ্গে আঘাত করিল বজ্রনখে॥
ঠাকুর কহেন কিছু না ভাবিহ ভয়।
আমি সে ভক্তের হাতে মাগি পরাজয়॥
শুনি স্যমন্তক মণি কন্যা জাম্ববতী।
কৃষ্ণে সমর্পণ করি করিল প্রণতি॥
মণি লয়ে মুকুন্দ সভায় দিল ডালি।
তবু মিথ্যা কৃষ্ণের কলঙ্ক রৈল কালি॥
মণিচোর মিছাবাদ পুরাণে প্রসঙ্গ।
শুনিতে স্মরণ হইল স্বপন তরঙ্গ॥
এ অধ্যায় পড়ে পুথি বান্ধিল পণ্ডিত।
ভূপতি সভার মাঝে কন আচম্বিত॥
কালি রাত্রে কেবা হাতি হরে নিল মোর।
কেবা বন্দি বিদেশী হাজির কর চোর॥
জোড় করে কয় ইন্দে নোয়াইয়া শির।
যে আজ্ঞা আনিয়া তারে করিব হাজির॥
আঁখি ঠারে দুরাচার পাত্র হেন কালে।
সঙ্কেত নাবুড়ি কিছু বলিছে কোটালে॥

ফলা অসি বসন ভূষণ ধন লুটি।
বর্ণচোরা করে চোরে ধরে আন ঝাটি॥
আঁখি ঠারে হুকুম বন্দিয়া আঁখি ঠারে।
শীঘ্রগতি সেনে যেয়ে ধরে কারাগারে॥
কেড়ে নিল বসন ভূষণ ফলা অসি।
মিশায়ে মসিনা তৈল মাখাইল মসী॥
মলিন করিয়া নিল রাজার সমাজ।
হাতীচোর হুজুরে হাজির মহারাজ॥
চোর শুনি ভূপতি চঞ্চল দিঠে চায়।
দ্বিজ নৃপ সভা বন্দি দাঁড়াইল রায়॥
সভাসদ সব কহে সেন মুখ দেখে।
এ নহে কদাচ চোর সাধু গেছে ঠেকে॥
রবির কিরণে ঘামে কাঁচাসোনা গায়।
গলিছে কালার ডোরা কত শোভা পায়॥
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
নিরীক্ষণ করে রাজা আপাদমস্তক॥
আজানুলম্বিত বাহু সুললিত অঙ্গ।
উপনীত অবনীতে আকার অনঙ্গ॥
পরিসর কপালে বিরাজে রাজদণ্ড।
নয়ন কমলদল প্রভাতে প্রচণ্ড॥
ধর্ম্মের শরণচিহ্ন শিরে শোভে অতি।
তখন স্বপন সত্য বুঝিলা ভূপতি॥
চোরের চরিত্র চিহ্ন চঞ্চল চাহনি।
কোন দোষ না দেখি সদয় নৃপমণি॥
তুষ্ট হয়ে ভূপতি মাগেন পরিচয়।
দ্বিজ কবিরত্ন গায় গুরুপদাশয়॥

লাউসেনে নৃপতি শুধান সবিশেষ।
কি নাম তনয় কার বাড়ী কোন দেশ॥
এ বেশ বয়সে এই এদেশে আসিয়ে।
কি সাহসে পাট হাতী নিলে চোর হয়ে॥

ঈষৎ হাসিয়া সেন কন করপুটে।
হাতীচোর না হলে কি এত দুঃখ ঘটে ॥
পাটে রাজা থাকিতে কোটাল লয় লুটে।
মুখে বৈসে সরস্বতী দুঃখ কয় ফুটে ॥
কলিকালে তুমি কর্ণ কুন্তীর কুমার।
অসাক্ষাতে কে জানে এতেক অবিচার ॥
পাত্র বলে বড়না আঁটুনি করে চোঁরা।
মরণ নিকটে বুঝি বাড়ে এত তোরা ॥
সেন বলে শুন পাত্র সব জানা যাবে।
কিবা সাধু চোর পিছে পরিচয় পাবে ॥
চোরা মোরা তোরা করি কি করিতে পারি।
ধর্ম্ম কিন্তু আছেন অখিল অধিকারী ॥
যে হবার সে হোলো এবে রাজার সাক্ষাত।
আর কার যোগ্যতা যে আমারে তুলে হাত ॥
পাত্র বলে পাপিষ্ঠ চোরের বড় বুক।
সেন বলে সব সত্য তোমার সম্মুখ ॥
হাতীটা করিয়া চুরি বান্ধিলা সিথালে।
সহরে ঘুমায় চোর সান্ধায়ে সকালে ॥
চোরের উচিত বটে এইরূপ কাজ।
পাত্র বড় পণ্ডিত পেয়েছ মহারাজ ॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা রাজ্যের ঈশ্বর।
তোমার মন্ত্রণাযোগ্য নহে নৃপবর ॥
ইঙ্গিত শুনিয়া এত পাত্র করে ক্রোধ।
স্বপ্ন ভাবি রাজা তারে করেন প্রবোধ ॥
কুমারে কহেন কও কত গেছে লুটা।
সেন বলে কি কাজ কথায় বাড়া টুটা ॥
সঙ্গী চোর সহরে আনিয়া দেখ সাজ।
সেই সব বসন ভূষণ মহারাজ ॥
অনুপমা অপর আনাও ফলা অসি।
কিরণে পূর্ণিমা ভ্রম কুহর তামসী ॥

সরবন্দ শিখরে সোনার মুখচিরা।
তাহে বান্ধা আছে অপর পঙ্কহীরা॥
অপর যে কিছু পাওয়া না যায় জানাবে।
ভূপতি বলেন বসে সব ধন পাবে॥
কোটালে কহেন পূর্ণ প্রবল প্রতাপে।
এনে দেরে যে কিছু পাত্তর চক্ষু চাপে॥
দেখি কোপে তাপে রাজা কন ইন্দ্রজালে।
কালে কালে বিশেষ বুঝিনু এত কালে॥
মফস্বলে আমার এইরূপ তজবিজ।
ভাল বলি এ সব আমার লোক নিজ॥
স্বপ্ন শুনি শঙ্কায় শরীর কাঁপে মোর।
বিশেষ না বুঝি বান্ধ কেবা সাধু চোর।
ভয় পেয়ে ভূপতি চরণে হয়ে নত।
এনে দিল ইন্দমেটে লয়েছিল যত॥
রাজা বলে কুমার সকল দেখে লও।
সেন বলে সব পেনু সঙ্গী চোর দাও॥
ভাল বলি ভূপতি কোটাল পানে চান।
সঙ্কেতে কোটালযূথ ধায় বেগবান॥
সহরে অভয় ঢোল বাজাইয়া হাঁকে।
প্রবাসী কুমার কোথা এসো বলি ডাকে॥
নৃপতি করেছে ভূষা তার ভব্য ভয়ে।
এত শুনি কর্পূর এগুয়ে এল ধেয়ে॥
কোটাল করিল লয়ে রাজার হুজুর।
দ্বিজ নৃপ সভা বন্দি দাঁড়াল কর্পূর॥
রাজার আজ্ঞায় পরি বসন ভূষণ।
দাঁড়াল যেমন তুই মাদ্রীর নন্দন॥
পুনঃপুনঃ পাবকে পুরট পায় দ্যুতি।
ততোধিক তনুরুচি কানে দোলে মতি॥
দেখিয়া ভূপতি অতি আনন্দে মোহিত।
ফলা অসি দেখি মজে সবাকার চিত॥

দুইজনে পরিচয় মাগে মহীনাথ।
কহিতে লাগিলা সেন জোড় করি হাত ॥
অবনী অনল অংশে উদধি সমীপ।
নিবসতি ময়না নগরে নরাধিপ ॥
রায় কর্ণসেন যায় স্থাপিত তোমার।
এই আভাগিয়া দুই তনয় তাহার ॥
মুখ্য হাতী চোর নাম লাউসেন মোর।
ছোট ভাই কর্পূর আমার সাঙ্গ চোর ॥
শালে যে শরীর ত্যজি পুজিল শ্রীধর্ম্ম।
সেই রঞ্জা জননী জঠরে মোর জন্ম ॥
মেস মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা।
সিদ্ধ হইল দুঃখ কিন্তু কপালের লেখা ॥
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল।
মোহে মহারাজার নয়নে বহে জল ॥
চিত্রের পুতলী যেন সভাজন রহে।
নফরে মোছায় মুখ নৃপতির মোহে ॥
দুভায়ে বসায়ে কাছে করিল সম্মান।
রজে বলে কহ বাপু বাড়ীর কল্যাণ ॥
পিতা মাতা দেশের মঙ্গল সব বল।
সেন বলে তোমার আশীষে সব ভাল ॥
দুভেয়ে ভূপতি অতি করিল আদর।
তা দেখি পাত্রের মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
ভণে কবিরত্ন মহারাজের কল্যাণ ॥
মূঢ়মতি মহামদ মনে মনে করে।
এ দু ছোঁড়া কেমনে যাইবে যমঘরে ॥
অধোমুখ করি এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি এল আচম্বিতে ॥
কথার প্রবন্ধে ছলে করে খোব থাট।
না হয় যুঝায়ে হাতী প্রাণ নিব ঝাট ॥

কুচক্র ভাবিয়া এত কোপে যায় উঠে।
অভিমান অনেক ইঙ্গিত কয় ফুটে ॥
মহারাজ বিদায় বাসায় দেখি কার্য্য।
এবে আশু অনেক আনন্দে কর রাজ্য ॥
দড় দড় যখন পড়িল পরমাদ।
রক্ষা পেত তখন আমার যুক্তিবাদ ॥
যেখানে পাত্রের কথা রক্ষা নাহি পায়।
ধিক থাক তাকে সেই রাজার সভায় ॥
পাত্র যত আক্ষেপ করিয়া যান ভূপে।
আপনি বসান রাজা উপরোধ রূপে ॥
অন্য যে পাত্তর হতো পেত খুব দাব।
কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব ॥
ভূপতি কহেন পাত্র মিছা কর ক্রোধ।
পাত্র বলে মহারাজ মনে দেহ বোধ ॥
আমার ভাগিনা হলে আমি নাহি চিনি।
সভাটা ভুলালো চোরা জানে কি মোহিনী ॥
রঞ্জাসুত সত্য যদি কহরে ত্বরিতে।
কোন পথে এলি গৌড়ে ময়না হইতে ॥
সেন বলে আসি ব্যস্ত হস্তিনার পথে।
একে একে বিস্তার করিয়া কব কতে ॥
বিরাটতনয়মুখে আরোহিয়া হয়ে।
অবিলম্বে বর্দ্ধমান পেহু দিন ছয়ে ॥
তারাদীঘি জালন্দা জামতি গোলাহাট।
ত্বরা আসি সঙ্কট এ সব দুর্গবাট ॥
পাত্র বলে ও কথা নিশ্চয় হোতো চোরা।
জালন্দার বাঘ যে তোমার হতো জোরা ॥
নব লক্ষ দলে যারে নাহি গেল আঁটা।
বৃথা বাক্য পাগল বুকের বড় পাটা ॥
কুলটা যুবতী যত জামতি নগরে ॥
তারা কেন ছেড়ে দেবে এমন নাগরে ॥

সুরিক্ষা ছাড়িবে কেন এই দুই সুন্দরে।
জুয়াচুরী কথায় ভুলালো নৃপবরে ॥
এত শুনি ভূপতি সেনের পানে চান।
কর্পূর যোগান আনি পথের নিশান ॥
সেন বলে শ্রীধর্ম্ম প্রভুর কৃপাবলে।
দেশে মারি মত্তমালে পথে কামদলে ॥
এত বলি মল্লডোর দিল বিদ্যমান।
অপরঙ্ক নখ লেজ শার্দ্দূলের কাণ ॥
জামতির বারতা বিবরে বলি রায়।
মৃত শিশু প্রাণ পেলে ধর্ম্মের কৃপায় ॥
গোলাহাটে যত দুঃখ করি নিবেদন।
দেন নাক লোচন নটীর নিদর্শন ॥
গড়ের নিশান কি দেখাব সভামাঝে।
রাজা বলে বাপু আর কত ফেল লাজে ॥
সারি সারি জয়চিহ্ন যত দিল ভেট।
সবে হরষিত দেখে পাত্র হয় হেঁট ॥
ধন্য ধন্য বলে রাজা পরম সন্তোষে।
পাত্র মহামদ বলে চোর চণ্ড পোষে ॥
মন্ত্রবশে চণ্ডেতে যোগায় এনে সাজি।
কত শত এমন ভোজের আছে বাজী ॥
তবে যে নিশ্চয় হয় রঞ্জার নন্দন।
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ ॥
সেন বলে হস্তী নরে রণ অসম্ভব।
পাত্র বলে চোরের চরিত্র শুন সব ॥
কৃষ্ণহাতে মৈল কেন কংসের কুঞ্জর।
সেন বলে এই বটে উচিত উত্তর ॥
আপনি ঈশ্বর তাহে অখিলের নাথ।
কোন ছার কুবলয় কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ॥
মাতঙ্গ মানবে যুদ্ধ বচন বিচিত্র।
পাত্র বলে পেলে রাজা চোরের চরিত্র ॥

দুর্জ্জয় দেবীর দাস বাঘ কামদল।
তাকে চেয়ে হাতীটা কতেক ধরে বল॥
এখনি বলিব বটে মেলে মত্তমাল।
জুয়াচোর বেটার সকল কথা গাল॥
তবু তুমি কি বুঝে চোরের কথা ধর।
ইহার উচিত শাস্তি এইখানে কর॥
ভুলিল ভূপতি ভব্য অভব্য বচনে।
আপনি বলেন রাজা যুঝ হাতী সনে॥
তবে চিত্ত প্রবোধে পরম প্রীতি পাই।
ধর্ম্ম ভাবি কন সেন ভাল চল যাই॥
তবে পাত্র যেয়ে কন মাহুতের কাণে।
মদমত্ত করি হাতী নিবি সাবধানে॥
বধিয়া পাপিষ্ঠ দুই দূর কর তাপ।
দ্বিগুণ মাহিনা দিব জান মোর বাপ॥
যো হুকুম বলিয়া জোহার করে জোড়া।
খাওয়াইল বারণে বারুণী বার ঘড়া॥
জ্ঞানহত হোলো হাতী ছুটিল সহরে।
হুসার হুসার পিঠে মাহুত ফুকারে॥
সট্ সট্ সঘনে শুঁড়ের শুনি সাড়া।
দুপাশে বাজার ভাঙ্গে লোক খায় তাড়া॥
একে মত্ত মাতঙ্গ মদিরামুখে মাতে।
বশ করি দশ দশ অঙ্কুশ আঘাতে॥
দুর্ দুর্ দুপাশে দেয়াল পাড়ে দাঁতে।
পরিসর স্থান নিল সেনেরে যুঝিতে॥
ঘুঁশ ঘুঁশ নাসিকা নিশ্বাসে বহে ঝড়।
বড় বৃক্ষ ডাল ভাঙ্গে শুনি মড়মড়॥
দেখিতে চলিল রাজা চতুরঙ্গ দলে।
আগে আগে ধর্ম্মের সেবক দুই চলে॥
হাহাকার করে সবে দেখি যুবরাজ।
কেহ বলে পড়ুক পাত্রের মুণ্ডে বাজ॥

এ হেন কুমারে মারে টোয়াইয়া করী।
কেহ কহে কুঞ্জরে কুমার হবে হরি॥
চারিদিকে কাঠগড়া মত্ত হাতী মাঝে।
তার মাঝে গেলা সেন ভাবি ধর্ম্মরাজে॥
বাহিরে বেষ্টিত রহে নবলক্ষ দল।
ভণে দ্বিজ কবিরত্ন শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

ধর্ম্মপদ ধ্যান করি লাউসেন রায়।
প্রবেশে হাতীর রণে রাজার আজ্ঞায়॥
মদমত্ত মাতঙ্গ মামার মতি জেনে।
ক্রোধে ধায় কোমর কসনি করে টেনে॥
উরু কর চরণে মাখিয়া বীরমাটি।
একে একে করিল প্রণাম পরিপাটি॥
প্রথমে বন্দিলা ধর্ম্ম বাঞ্ছাকল্পতরু।
তবে বন্দে হনুমান মল্লমহাগুরু॥
দ্রোণ কর্ণ অর্জ্জুনাদি মহাবীর বরে।
প্রণতি করিয়া বন্দে নৃপতি পাত্তরে॥
সম্ভাষি রাজার সভা জপি রাম নাম।
মালসাট উলটি মালকে ছুটে ঘাম॥
অন্ধ হৈল মহাপাত্র দন্ত দেখে দড়।
ভয় পেয়ে বলে পাত্র একে একে লড়॥
কলিযুগে জিনিতে অন্যায় যুদ্ধে যুঝে।
দুই মল্ল যেখানে কি করে এক গজে॥
আগে যুঝ আপনি রাখিয়া সঙ্গী ভাই।
কর্পূর বলেন মোরে রাখিল গোসাঁই॥
বিনা যুদ্ধে বাঁচে শ্রম যদি জিনে ভেয়ে।
তবে দাদা হারে ত পলাব পাছু ধেয়ে॥
পাত্রের বচন শুনি রাজা দিল সায়।
আপনি বলেন শুন লাউসেন রায়॥
ন্যায় যুদ্ধে জিনিলে জগতে জাগে যশ।
জরাসন্ধ বধে যেন ভীমের পৌরুষ॥

লাউসেন বলে ভাল এ কোন প্রমাদ।
কর্পূরে রাখিয়া রণে ছাড়ে সিংহনাদ ॥
হেনকালে মাহুতে হুকুম দিলে পাত্র।
জোহার করিয়া হাতী ঠেকাইবে মাত্র ॥
চালিয়া চঞ্চল শুঁড় ধাইল কুঞ্জর।
স্ববল সাধিয়া সেন শূন্যে করে ভর ॥
দুই বীরে বেড়া বেড়ি বার তিন যায়।
জ্ঞানহত হয়ে হাতী ছুটে পড়ে গায় ॥
অমনি এড়ায় রায় উভ উভ লাফে ॥
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
ধরিয়া হাতীর শুঁড়ে দিল মাথা ঠেলা।
হটে হাতী মাহুত হাঁকালো হেন বেলা ॥
দু বীরে বাড়িল বড় দড় দড় যুদ্ধ।
রণধূলি অবনী আকাশ কৈল রুদ্ধ ॥
শুঁড়ে করি সাপটি সেনের ধরে পায়।
বীরবলে ঝেড়ে ফেলে লাউসেন রায় ॥
কিল কুণি কুঞ্জরে কুপিয়া মারে সেন।
কোপে গরগর করী মুখে ভাঙ্গে ফেন ॥
বায়ুবেগে ধায় তবু বিদারিতে আঁত।
সাহসে সম্মুখে সেন ধরে দুটা দাঁত ॥
শুঁড়ে দিয়া মাথা ঠেস মেলে বজ্র লাথি।
ছাড়িয়া চীৎকার শব্দ পাছু হটে হাতী ॥
মাহুত ফিরায়ে রাখে অঙ্কুশের ঘায়।
রণে রুষে তেড়ে পুন প্রবেশিল রায় ॥
দুই বীরে বিবাদ বাড়িল দড় দড়।
মাতঙ্গ মাতিয়া মদে বলে হৈল শক্ত ॥
ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে রঞ্জার নন্দনে।
হাহাকার করে লোক শোক পেয়ে মনে ॥
আছাড় মারিতে ভূমে করে অঙ্গবন্ধ।
তা দেখিল বাড়িল বড় পাত্রের আনন্দ ॥

হেনকালে রঙ্কার নন্দন মহাবীর।
চরণে চাপিয়া গলা ধরিল হাতীর॥
তখন কাতর হয়ে লাউসেনে ছাড়ে।
কোপে পুনঃ ঘাড়ে মুড়ে শুঁড়ে বেড়ে তারে॥
পৃথিবীতে ফেলে পেটে প্রবেশিতে দন্ত।
হেনকালে স্মরণে সদয় হনুমন্ত॥
যার দাপে কাঁপে মহী অহি লঙ্কাপতি।
যে জন খণ্ডালে প্রভু রামের দুর্গতি॥
হেন হনু ভর করে ভকতের ভুজে।
বীরদাপে ঝেড়ে ফেলে মদমত্ত গজে॥
কোপে পুনঃ মত্ত করী অরিমুখে ধায়।
বজ্র চড় চাপড়ে চাপট করে রায়॥
মাতঙ্গ লঙ্ঘিয়া পড়ে মারিয়া ফলঙ্গ।
হুতাশেতে হুটারে মাহুত দিল ভঙ্গ॥
দড় দড় বিবাদ বাড়িল দুইদলে।
মহাযুদ্ধ মাতঙ্গ মানবে মহীতলে॥
দেবতা দানবে যেন দারুণ মহিম।
কুঞ্জর কীচক মাঝে লাউসেন ভীম॥
সাহসে সাপুটে সেন টিপে ধরে টুঁটি।
করীকুম্ভে কুপিয়া মারিল বজ্রমুটি॥
ভুক ভুক উঠে রক্ত ভেদি কুম্ভস্থল।
হতপ্রায় হলো হাতী হয়ে ক্ষীণবল॥
ছটফট করে হৈল ভূতলে নিপাত।
দূর করে সর্পেতে দন্তীর দুটা দাঁত॥
পর্ব্বতপ্রমাণ হাতী রণে হৈল ক্ষয়।
কৃষ্ণ হাতে যেমন কংসের কুবলয়॥
স্কন্ধে দন্ত হাতীর রুধির সর্ব্ব গায়।
কৃষ্ণ বলরাম যেন নাচিয়া বেড়ায়॥
সেইরূপ সেবক আনন্দে অনুকূল।
তনুরুচি রুধিরে যেমন জবাফুল॥

হরিষ বিষাদে রাজা ভাল ভাল বলে।
করীর উদ্বেগে অগ্নি অন্তরে উথলে ॥
ধন্য ধন্য বলে যত সভাসদগণ।
ঘনরাম ভণে সীতা সতীর নন্দন ॥
পাট হস্তী হৈল যদি সমরে সংহার।
সেনের গুণের মামা চিন্তে আরবার ॥
জিয়াতে বলিব হাতী অতি অসম্ভব।
এ কথায় অবশ্য হইবে পরাভব ॥
এইবার বধিব বলে আপদ হু ছোঁড়া।
মন্ত্রণা করিয়া বলে করী কর যোড়া ॥
পাত্র বলে মহারাজ নিবেদন এক।
এত কালে তোমার দারুণ দেখি ঠেক ॥
পুর্ব্বাপর প্রমাণ প্রবীণ লোকে গায়।
পাট হস্তী পড়িলে প্রবল পীড়া পায় ॥
কি করিলে কি হইল মরিল মাতঙ্গ।
হত হতে হাতীটা কংসের ছত্রভঙ্গ ॥
অশ্বথামা হাতী মল ভারতের রণে।
কোথা গেল কুরুবংশ বুঝে দেখ মনে ॥
সেইরূপই ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
শুনিয়া ভূপতি ভয়ে ভাবিয়া তরল ॥
রাজা বলে কেমনে বিপত্তে তবে তরি।
পাত্র বলে শুন ত মন্ত্রণা দিতে পারি ॥
জামতিতে শিবদত্ত বারুয়ের নাতি।
যে জন জীয়ালে মরা জীয়াইবে হাতী ॥
গজ জীলে যায় যত জঞ্জাল যন্ত্রণা।
রাজা বলে ধন্য পাত্র তোমার মন্ত্রণা ॥
সেনে পুনঃ বলে রাজা তোমার এই কর্ম্ম।
লাউসেন কন ভাল আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥
যে ভাবি মন্ত্রণা দিল মামা মহাশয়।
অপরাধী বিনা মেসো সে হবার নয় ॥

ভাল হাতী জীয়াইব ধর্ম্ম কৃপাবলে।
এত বলি স্নান পূজা করি গঙ্গাজলে॥
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি ধূলায় লোটান।
উদ্ধারহ দীনবন্ধু অখিল আধান॥
প্রহ্লাদে রেখেছ জলে অনলেতে শৈলে।
রাজপুত্র সুধন্ধা রেখেছ তপ্ত তৈলে॥
জৌঘরে আগুনে পাণ্ডবে প্রাণ দিলে।
বস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারিলে॥
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন॥
অনাথবান্ধব আর বাঞ্ছাকল্পতরু।
এই দুই নামের ভরসা করি গুরু॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেব ধর্ম্মরাজ।
হস্তীর জীবন দিব প্রভু রাখ লাজ॥
রাজধানে অপমানে নাহি করি ভয়।
কলিকালে ধর্ম্ম মিথ্যা লোকে পাছে কয়॥
করিয়া এতেক স্তুতি মৃত হাতী শিরে।
অর্ঘ্য দান দিতে প্রাণ আইল শরীরে॥
উঠ উঠ বলি হস্ত বুলাইতে গায়।
উঠিয়া সেনের পায় কুঞ্জর লোটায়॥
রাজ্যের সহিত রাজা হইল বিস্ময়।
হাতী পেলে পরাণ সেনের হোলো জয়॥
বাজিল বিজয় বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি।
কুমার করিল কোলে ভূপতি আপনি॥
সবে বলে রঞ্জার নন্দন ধর্ম্মরূপ।
স্বপ্নকথা তখন বিবরে কন ভূপ॥
শুনে সব সহস্র সেনের গায় গুণ।
পাত্র রহে লাজে যেন জোঁকের মুখে চুণ॥
চরণের ঘোড়া জোড়া রাজ আভরণে।
ভূপতি করিল ভূষা রঞ্জার নন্দনে॥

তা দেখি পাত্রের প্রাণ করে ধড়ফড়।
কেড়ে নিতে যুক্তি ভাবে গৌড়ের নাবড় ॥
মনে করে আণ্ডীর পাথর খেপা ঘোড়া।
বিচিত্র দেখিয়া তায় যদি লয় ছোঁড়া ॥
তবে না বিপাকে পড়ি হারাবে পরাণ।
কুচক্র ভাবিয়া ভূপে প্রকারে বুঝান ॥
আগু পাছু না ভাবি হয়েছে উগ্রদাতা।
আমার কি যাবে ইথেঁ আমি হব হতা ॥
ভাগ্নের সম্মান হলে আমার পৌরুষ।
জানি কিন্তু না কহিলে সকলি হয় তুষ ॥
মহেন্দ্রের কল্যাণে সবাই বাঁচে আছে।
পাট হাতী ঘোড়া দিলে রাজলক্ষ্মী ছাড়ে ॥
অঙ্গ শঙ্খ তুরঙ্গ মাতঙ্গ নিজাঙ্গনা।
কদাচ ইহার পাত্র নহে অন্যজনা ॥
ভাগিনা আপনি বেছে লউন অন্য হয়।
সায় দিতে উপস্থিত রঞ্জার তনয় ॥
রাজার আশয় বুঝি কহেন উত্তম।
আজ্ঞা দিলে বেছে লই অশ্ব মনোরম ॥
ভূপতি বলেন বাপু যদি হলে রাজী।
ভাল দেখে বেছে লও মনোহর বাজী ॥
আজ্ঞা বন্দি দুই ভাই চলে বাজীশাল।
কবিরত্ন বিরচিল সঙ্গীত রসাল ॥
গুরুপদ ধ্যান করি যান বাজীশালে।
অনুকূল বীর হনু হোলো এতকালে ॥
সেবকে সদয় হয়ে দিল উপদেশ।
আণ্ডীর পাথর আছে লুকাইয়া বেশ ॥
স্বর্গের সৈন্ধব সেই ছিল সূর্য্যরথে।
তোমার কারণে বাজী জন্মিল ভারতে ॥
সাত যে সিন্ধুজ শালে শেষে দেখ রায়।
অনাদরে অঘাসি ঈশান মুখে খায় ॥

তোমারে দেখিয়া বাজী জানাবে হেষাণি।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল আপনি ॥
হর্ষ পেয়ে হনুর আজ্ঞায় ধায় রায়।
একে একে বাজীশালা দৃষ্টি করি চায় ॥
দেখে কত তাজাতাজী তুরগী তুরঙ্গ।
কোথা বা টাঙ্গন টাটু ইরানী সুরঙ্গ ॥
কেহ পীত পিঙ্গলবরণ কার নীলা।
কাল ধল কত মত কুমুদ দেখিলা ॥
কোন হয় সেনের না হয় মনোহর।
প্রবেশে যেখানে বাজী আঙীর পাথর ॥
হেষাণি জানায় ঘোড়া সেনমুখ তাকি।
সেন বলে জীয় জীয় বাবারে এরাকি ॥
অনুপম ঘোড়ার বরণ গঙ্গাজল।
চরণ চপল চারি ঈষৎ পিঙ্গল ॥
ধলাপেট পিঠ নীলা লেজটি সুরঙ্গ।
কর্পূর বলেন দাদা এই যে তুরঙ্গ ॥
যেরূপ বীরের আজ্ঞা পাই এই চিন।
ঘোড়ারে বান্ধিল কত হয়ে প্রদক্ষিণ ॥
তুমি যদি কর কৃপা লয়ে যাই দেশে।
প্রসন্ন বদনে বাজী বলিছে বিশেষে ॥
ঘোড়া বলে সেন তুমি কশ্যপতনয়।
পেয়েছ বীরের বাক্যে মোর পরিচয় ॥
আমি জাতিস্মর হই সূর্য্যরথ বয়ে।
এখন রয়েছি আমি ক্ষেপা ঘোড়া হয়ে ॥
সুমেরু বেড়িয়া নিত্য ছিল যাতায়াত।
তোমা হেতু জগতে জন্মাল জগন্নাথ ॥
তথাপি চলিতে ভূমে নাহি ঠেকে খুর।
এখন করিল মনে স্বর্গ কতদূর ॥
কি আর বলিব আমি থাকি যার ঘর।
সিন্ধুজা সারদা সদা সুখী সেই নর ॥

অনেক দিবস আছি মুখ চেয়ে তোর।
চল যাব বলিতে কর্পূর ধরে ডোর ॥
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ছাড়াইয়া রায়।
গাখানি মাজিয়া নিল রাজার সভায় ॥
হয় দেখে কয় সবে এই ক্ষেপা ঘোড়া।
যার গুণে সর্দ্দার সিফাই সব খোঁড়া ॥
প্রবল পাপিষ্ঠ পাত্রে প্রীত পেল তায়।
মনে করে ভাগ্যে আজি যম ঘরে যায় ॥
রাজা বলে বাপু তবে আন অন্য হয়।
সেন বলে মহারাজ উপযুক্ত নয় ॥
আপনি করিতে খণ্ড আপনার কর্ম্ম ॥
কদাচ উচিত নহে সজ্জনের ধর্ম্ম ॥
আপনার কাজে লাজে রাজা বলে বটে।
পাত্র বলে ভাগিনার ধরেছে যম জটে ॥
রাজা বলে সাজ তবে অই অশ্ব দিন।
আজ্ঞা বন্দী নফর বাজীর বান্ধে জিন ॥
মলিয়া ঘোড়ার অঙ্গ মলা করে দূর।
বিনাল ঘোড়ার ঘাড়ে বিচিত্র চিকুর ॥
সপুরট পাট থোপা খুর তিন তায়।
রতন রঞ্জিত জীন পিঠে শোভা পায় ॥
মরকত রঞ্জন হিরণ্য হীরা চুণি।
বিচিত্র বাজীর জিনে জলে কত মণি ॥
ঘোর ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর মনোরম।
গাঁথিল গমনে যেন বাজে ঝমঝম ॥
কপালে কনক চান্দা বিচিত্র করালি।
সজোর উজোর ডোর মুখে মুখ নালি ॥
লম্বিত বাজীর গায় রূপার রিকিব।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জিব ॥
হেমযুক্ত বসনে ঢাকিয়া সব অঙ্গ।
বাড়াল যোগাল এনে সাজায়ে তুরঙ্গ ॥

গাত্র চিত্র বসন গজকা বান্ধা শিরে।
বাগ্‌ডোর খেঁচিতে খঞ্জন যেন ফিরে ॥
মামা মনে করে ভাগ্নে বধি অনায়াসে।
অন্তরে গরলপাত্র মুখে মধু ভাষে ॥
ঘোড়া চড়ি ভাগিনা বেড়ান পুরীখান।
জয়যুক্ত দেখি চেয়ে জুড়াবে পরাণ ॥
শুনিয়া পাত্রের কথা রাজা দিল সায়।
ভাল ভাল বলি উঠে লাউসেন রায় ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

দেবগুরুচরণ বন্দি বন্দিল ঘোড়ায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সত্বর হৈল রায় ॥
নাচয়ে চরণ চারু চেরাক ফান্দনী।
এগুল চরণ উভ জুড়িল হেষানি ॥
চরণে ইড়িক দিতে চলে ইশারাতে।
অবনী এড়ায়ে উঠি আকাশের পথে ॥
অন্ধকার অবনী আকাশে ধূলা উড়ে।
ভ্রমণ করিল গৌড় ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥
ঘোড়ার গমন যেন প্রলয় অনিল।
দড়বড়ি দুই দণ্ডে দরবার দাখিল ॥
দেখিয়া ভূপতি সভা হইল বিস্ময়।
কেহ কহে কুমার মনুষ্য মেনে নয় ॥
কেহ কয় এই দুই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ ॥
রাজা বলে ধন্য ধন্য রঞ্জার তনয়।
বাজপড়া বৃক্ষ হেন পাত্র যেন রয় ॥
সদাশয় নরপতি সদয় হইয়া।
দুভেয়ে রানীর কাছে দিল পাঠাইয়া ॥
পরিচয় দিয়া দোঁহে মাসীর চরণ।
বন্দিতে বলেন মাসী এস বাপধন ॥

কল্যাণ কুশলে থাক কুলের কমল।
ভাগ্যবতী রঞ্জার ভরসা বুদ্ধিবল ॥
শুনেছিনু লাউসেন কর্পূর দুভাই।
দেখে দূরে গেল দুঃখ চক্ষের বালাই ॥
কবে এলে কহ বাপু বাড়ীর কুশল।
বিবরে বলেন রায় বারতা সকল ॥
রাণী ভাষে আনন্দে পথের শুনি কথা।
গৌড়েতে ভেয়ের গুণ শুনি পায় ব্যথা ॥
মরুক মামার মতি মোহ নাই মনে।
(কংসের বিবাদ যেন দেবকীর সনে ॥)
এইরূপই অভাগা রঞ্জার নামে জ্বলে।
সেন বলে মাসী গো অধর্ম্ম হৈলে ফলে ॥
রাজভোগ সম্মানে পরম প্রীত বোলে।
দিন দশ দুই ভাই গোঁয়াল হালাহোলে ॥
অতঃপর রাজা আগে মাগেন বিদায়।
রাজা কন এবার উচিত বটে রায় ॥
এসেছ অনেক দিন যাবে বটে ঘরে।
মুখ না হেরিলে তোমার মা পাছে মরে ॥
এত বলি কত ভূষা বস্ত্র অলঙ্কার।
দুভেয়ে ভূপতি কত কৈল পুরস্কার ॥
হেন কালে ভাবে পাত্র রাখাব চাকর।
সঙ্কটে পাঠাব যেন যায় যমঘর ॥
মাহিনা করিয়া কিছু করে থোব বশ।
পাত্র বলে কর রাজা ভাগ্নের পৌরষ ॥
সেনে কর সেনাপতি সদর সর্দ্দার।
রাজা বলে সকলি বাপার বটে ভার ॥
শুন বাপু সদাই সম্পদে সুখে রবে।
বিপত্তে বারতা পেলে মোর তত্ত্ব লবে ॥
এত বলি নিজ হস্তে লিখিয়া পরয়ানা।
জায়গরি করি দিল দক্ষিণ ময়না ॥

পুরট জড়িত জোড়া জরি পট্টশাল।
সেনে দিয়া সম্মান বাড়াল ঠাকুরাল ॥
রাজার সম্মান ভূষা লিখন পরয়ানা।
বিদায় হইল শিরে করিয়া বন্দনা ॥
দ্বিজ নৃপ পাত্রের পায়ের লয় ধূলি।
কোন জনার সহিত কৈল কোলাকুলি ॥
প্রণাম জানায় কেহ জোহার জানায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সত্বর হৈল রায় ॥
পেরুল সহর গৌড় প্রবেশে রমতি।
পথে দেখা হৈল কালু ডোমের সংহতি ॥
যমের কিঙ্কর যেন ডোমের নন্দন।
কাল মোটা লোম গোঁপ ঘোর দরশন ॥
বীরবর বাঁটুলে বৃক্ষের পাড়ে ডাল।
সাক্ষাতে দেখিল রায় বিক্রমে বিশাল ॥
কালু ডোমে ডাকিয়া সুধান পরিচয়।
জোহার করিয়া কালু জোড়হাতে কয় ॥
রমতি আশ্রিত মোরা আছি ঘর তের।
বৃত্তি বেচে খাই হে চাকর নহি কার ॥
পাত্রের দুর্নীতি দেখে ভাল আছি আলু।
ডোমের নন্দন আমি নাম মোর কালু ॥
রায় কন যাও যদি আমার সংহতি।
রাখিব চাকর দূর করিব দুর্গতি ॥
যো হুকুম যাইব রাজার আজ্ঞা পাই।
অনুগত হলে নাম জগতে জাগাই ॥
যম দূর দোসর দলুই তের ডোম।
শাকা শুকা দুটি বেটা বলে নহে কম ॥
গৃহিনী সনকা লখে সমরসিংহিনী।
যে হই সে হই এই হুজুরে আপনি ॥
আজি হৈতে সকল সঁপিনু এই পায়।
বিপত্তে তোমার লাগি মাথা দিব রায় ॥

শুনিয়া সানন্দে সেন আশ্বাসিত বাণী।
সবে সাজে সত্বরে রাজার আজ্ঞা আনি॥
এত বলি গেলা রায় রাজ সন্নিধান।
কও কেন এলে পুনঃ ভূপতি সুধান॥
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোকজন চাই যদি রাখিতে চাকর॥
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপি দান।
বিদায় হইল পুনঃ হয়ে নতমান॥
হাসিয়া কালুর কাছে হল উপনীত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥

আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরয়না।
সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না॥
কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতাছাতি॥
পাত পেত বোমা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
কুক্কুর পায়রা হাঁসে সাজিল বাজরা॥
বাইশ হেতার বান্ধে কান্দে রয় ভার।
পরিবার সঙ্গে আসি করিল জোহার॥
রায় বলে কালুহে কিসের বোঝা ভার।
বীর বলে জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার॥
হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনাম মাহিনা দিব বাড়াব বিভব॥
বান্ধাব পুরট পাগ পরো পট্টধুতি।
দলুই সবার কানে দোলাইব মতি॥
ময়না পশ্চিম পাশে তুলে দিব বাড়ী।
নারীগণে তোমার পরাব পাটশাড়ী॥
কাটা কড়ি কঙ্কণ কনক কণ্ঠহার।
পরিবে থাকিবে সুখে ত্যজ দুঃখভার॥
শুনে বলে বাঁচালে কুক্কুট হংসবরা।
সেনের সঙ্কেতে চলে লয়ে পুত্রদারা॥

আক্কেটির হাটে পথে পরম যতনে।
সারী শুক পক্ষী নিল কড়ি বার পণে ॥
লঘুগতি নৃপতি রমতি রাখে দূর।
পার হোলো পদ্মাবতী পেলে শীতলপুর ॥
এড়াল অলকানন্দা স্নান পূজা করি।
বালিঘাট গোলাহাট রাখে ত্বরাতরি ॥
জামতি জলন্দা রাখি যান অবিশ্রাম।
দিনেক মঙ্গলকোটে করিল বিশ্রাম ॥
প্রভাতে সাজিয়া সেন আইসে ত্বরায়।
কালুতক কর্জ্জনা পশ্চাৎ করি যায় ॥
বর্দ্ধমান সহর বাজার ডানি বামে।
দামুদর রাখিল দিবস দুই যামে ॥
স্নান পূজা করিয়া প্রসাদ যবচূর্ণ।
দধিসিক্ত সিতা কলা খেয়ে চলে তূর্ণ ॥
উড়ের গড় এড়াল আসিলা উচালন।
রাঙ্গামেটে রাখি ধরে ময়না রঙ্গন ॥
মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে ॥
সেদিন সেখানে রন থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীজোড়া ॥
কুতবপুর রাখি দূর পরম সন্তোষ।
পদ্মমার বিল রাখে উভ ষোল ক্রোশ ॥
পেরিয়া কালিন্দী গঙ্গা প্রবেশে ময়না।
আনন্দ বাধাই শুনে ধায় সর্ব্বজনা ॥
সবে বলে শুভদিনে লাউসেন এলো।
শোকে অন্ধ রাজরাণী চক্ষুদান পেলো ॥
প্রভু রাম এলো যেন লঙ্কা করি জয়।
অযোধ্যার আনন্দ উথলে অতিশয় ॥
দুপাশে কদলী রোপে বেড়া বনমালা।
পরিপূর্ণ কুম্ভ কত সুলক্ষণ ডালা ॥

বাজিয়া মঙ্গল বাদ্য মধুর বাজনা।
রত্নমালা পতাকাদি গুরু গোরোচনা ॥
সর্ব্বজনা ধায় সেনে আগুয়ে আনিতে।
দূর হৈতে লাউসেন পাইল দেখিতে ॥
আগে দেখে বন্ধুঘটা ধর্ম্মের সেবক।
চরণে চরণ চলে রাখিয়া ঘোটক ॥
রাম রাম প্রণাম আশীষ নমস্কার।
যথাযোগ্য যে জনে করিল ব্যবহার ॥
দলুজে দলুই দিকে বাসা দিল রায়।
মহলে মায়ের পদযুগলে লোটায় ॥
আশীর্ব্বাদ করি রাণী দুই পুত্র তোলে।
চক্ষে বহে প্রেমধারা আনন্দে উথলে ॥
চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া শত শত।
হীরা মণি হিরণ্য নিছনি পেলে কত ॥
তবে যেয়ে সভায় পিতার পদ বন্দে।
এস এস বলে রাজা পরম আনন্দে ॥
অশেষ আশীষ করি উঠে দিল কোল।
পুলকে পূর্ণিত তনু আনন্দে বিভোল ॥
সভামাঝে শুধাইল কল্যাণ কুশল।
সেন বলে তোমার আশীষে সুমঙ্গল ॥
পথেতে সঙ্কট যত গৌড়েতেও তথা।
বিবরে বলিল যত পাত্রের দুষ্টতা ॥
সবে আনন্দিত শুনি সেনের বিক্রম।
পাত্রের চরিতে তারে বলে নরাধম ॥
রাজার সম্মান পান দেখি পরয়ানা।
শুনে হর্ষ হোলো সবে জায়গীর ময়না ॥
জড়পতি মণ্ডলাদি যত প্রজাগণ।
লাউসেনে ভেট আনি দিল নানা ধন।
ধর্ম্মের নির্ম্মাল্য মালা মনোহর লয়ে।
দ্বিজগণ দিল রায় নিল নত হয়ে ॥

গীত বাদ্য তাণ্ডব আনন্দ মহোৎসব।
ঘুচালে দেশের দুঃখ বাড়ালে বিভব ॥
ডোমগণে জনে জনে দিল পুরস্কার।
পরিধান বসন ভূষণ কণ্ঠহার ॥
পটুকা কোমরবন্দ সরবন্দ শিরে।
কনকের কাটা কড়ি সকল নারীরে ॥
বাউলি বেসর টাড় কাঁটি পুঁথি হার।
মাছুলি পাশুলি শঙ্খ কঙ্কণ সবার ॥
পরে দিল পরিধান চিত্র পাটসাড়ী।
পুরীর পশ্চিম দিকে তুলে দিল বাড়ী ॥
খেম খেতি ইনাম মাহিনা কত লয়ে।
আনন্দে রহিল সবে অনুগত হয়ে ॥
সহর কোটাল হৈল কালু মহাবল।
চারিদিকে চৌকি থাকে দলুই সকল।
যশকীর্ত্তি জগতে জাগালে পুণ্যবান।
দেশে দেশে প্রজা এসে শুনিয়া আসান ॥
লাউসেনে কর্ণসেন দিল রাজ্যভার।
কর্পূর হইল পাত্র অনুগত তার ॥
নিত্য নাট চিত্তের আনন্দ দিনে দিনে।
গড় বাড়ী প্রকাশ করেন ভাগ্যাধীনে ॥
চিন্তি মহারাজা প্রজা দেশের কুশল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায়।
হরি হরি বল সবে ধর্ম্মের সভায় ॥

॥ ইতি হস্তীবধ পালা সমাপ্ত ॥

কাণ্ডুর যাত্রা পালা

অবিচারে ভাঙে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥
কেবল কলির অংশে পাত্রের উদয়।
অধর্ম্ম বিহনে তার নাহি ধর্ম্মভয় ॥
কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি ॥
অসতে আদর নিত্য সংপথে কণ্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত ॥
রাজকর লোকের তেমনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হোলো দেশছাড়া ॥
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা ॥
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ ॥
পাত্রের প্রতাপে কেহ রাজাকে নাহি বলে।
দৈবগতি অধর্ম্ম অধিক হলে ফলে ॥
এক দিন আইল রাজা করিতে শিকার।
সম্মুখে সোনার পুরী দেখে ছারখার ॥
বাইশ রাজার আর বিশাশয় পাড়া।
বিশেষ সজ্জন লোক দেখে পুরী ছাড়া ॥
দেশের দুর্গতি দেখে দুঃখ ভাবে ভূপ।
পাত্রকে ডাকায়ে কিছু সুধান স্বরূপ ॥
দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জোর জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড়খানা ॥
দেখিয়া রাজার কোপ কাঁপে মহামদ।
এত কালে এসে মোরে ঘটিল আপদ ॥

তথাপি নাবড়ি করে লাউসেন লাগি।
পাত্র বলে ভাগিনা সহর গেল ভাঙ্গি ॥
আসান করিয়া কত ভুলাইয়া প্রজা।
নিজ দেশে লয়ে গেল লাউসেন রাজা ॥
অপর নাবড় বেটা বিশেষ বিটল।
মাগিতে রাজার কর করে গণ্ডগোল ॥
বকেয়া বিস্তর বাকী বেবাক না পাই।
চাহিতে উচিত কর উঠে দিল ধাই ॥
ঝিন্থকে আঁচড়ে অঙ্গ খেতে খায় ঘি।
লোক বড় নাবড় আমার দোষ কি ॥
সুখবাসী সকল সদাই করে মজা।
বেগারী বেতন পায় তবে আনে বোঝা ॥
কাহাকে না কই কিছু তবু কটু ভাবে।
কি কহিব মহারাজ তবু যদি যাবে ॥
রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি ॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর ॥
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে ॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার ॥
এত পীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন ॥
পাত্র বলে বেটারা সকল ঠক ঠেটা।
মুখে মুখে সম্মুখে চুকলি খায় বেটা ॥
বিশেষ প্রজার জাতি বুক পেলে মাতে।
পাত্র কোপে কি করে রাজার রস যাতে ॥
রাজা বলে সহর ভেঙ্গেছে এই পাপে।
এত শুনি সঙ্কটে পাত্রের প্রাণ কাঁপে ॥

কিছু নাহি কহে পাত্র ভয়ে কম্পমান।
তখন ত পাত্র করে প্রজার আসান॥
সহরে সকল প্রজা সুখে কর ঘর।
তিন সন অপর না লব রাজকর॥
এত শুনি সহরে সঘনে পড়ে ঢেঁড়ি।
রাজা দিল প্রমাদে পাত্রের পায় বেড়ি॥
তিন সন কাগজ বুজহ কালে কালে।
পাত্র হোলো ইন্দ্রজাল কোটাল হাওলে॥
সঙ্কটে পড়িল পাত্র না জানে কাগজ।
ভরসা ভাবিল ভীমাচরণপঙ্কজ॥
প্রমাদে পার্ব্বতীপদ পুজে প্রাণপণে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে॥

পুত্রে রাখি তুল বন্দি পাত্র মহামদ।
পুজিছে প্রমাদে পড়ি পার্ব্বতীর পদ॥
উপহারে অনেক ষোড়শ উপচার।
কণক কিঙ্কিণী হেম হীরা মণি হার॥
যাতি যুতি যোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালি।
চন্দনাক্ত রক্ত ওড়ে পুজে ভদ্রকালী॥
পদ্মফুল প্রচুর পুজার পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপুর্ণ পুরটের বাটী॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
ধূপ ধূনা প্রদীপ পুরট পদ্মমালা॥
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাশয়।
বলি দিয়া বলিছে বাসুলি জয় জয়॥
জপ করি মহামন্ত্র সারারাতি জাগে।
হেমঘটে ঈশ্বরী উরিলা নিশাভাগে॥
আনন্দে বিভোল পাত্র লোটাল ধরণী।
পুজা সমাপিয়া বলে রক্ষ মা ভবানী॥
নম নারায়ণী জয় যশোদানন্দিনী।
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভবের ভবানী॥

ভগবতী ভকতবৎসলা জয়যুতে।
রক্ষ মাতা জগতজননী নমস্তুতে ॥
পার কর পতিতপাবনী পাপীজনে।
জননী বলেন এত স্তুতি কি কারণে ॥
পাত্র বলে প্রমাদে পালালো যত প্রজা।
কালে কালে কতেক কাগজ চায় রাজা ॥
এতদূর নাহি পড়ি কে জানে কাগজ।
অতেব স্মরণ রাঙ্গা চরণপঙ্কজ ॥
বাসুলি বলেন তুমি বুদ্ধে বিশারদ।
রাজায়ে ভাঁড়ায়ে তব খণ্ডাব আপদ ॥
অন্য পর প্রসঙ্গে প্রসবে বুদ্ধিবল।
আপন বিপদে বুদ্ধি গেল রসাতল ॥
পাত্র এত বলিতে বাসুলি ব্যক্ত কন।
কামরূপে পরয়ানা পাঠাও বাপধন ॥
গৌড়পতি সংশয় বসিয়া যমবাটে।
আমি অনুগত আছি আসি বস পাটে ॥
সমাচার শুনিলে সে সাজিবে ত্বরিত।
শিয়রে সবল শত্রু শুনি সশঙ্কিত ॥
ভাবিতে ভূপতি ভয়ে করিবে সম্মান।
এত বলি ঈশ্বরী আপনি অন্তর্দ্ধান ॥
ঈশ্বরী আদেশ পাত্র করিয়া বন্দনা।
শীঘ্র লিখে কামরূপ পাঠায় পরয়ানা ॥
প্রথমেতে প্রবল প্রতাপ পৃথ্বীপতি।
পরে লিখে পরম পূজিত মহামতি ॥
কাঙুর অবনীপতি রাতুল চরণে।
মহামদ পাত্রের প্রণতি নিবেদনে ॥
অবধান করি শীঘ্র এসে বস পাটে।
গৌড়পতি সংশয় বসিয়া যমবাটে ॥
ললাটে তোমার রাজ্য ঘটালে গোসাঁই।
এখানে আপনি আছি অন্যমত নাই ॥

বিশেষ সাক্ষাতে কব শুনিবে স্বরূপ।
তারিখ লিখিয়া তায় করিল কুলুপ॥
বিশেষ বিশ্বাস বড় ভাট গঙ্গাধরে।
ভাটে পাতি দিয়া পাত্র পাঠান সত্বরে॥
কাঙুরে উত্তরে যেয়ে মোকামে মোকামে।
করিল রাজার দেখা দিবসার্দ্ধ যামে॥
হাতে দিয়া পরয়ানা করিল জয়গান।
পাতি পড়ে ভূপতি সাজেন ত্বরবান॥
সাজ সাজ সঘনে হুকুম হাঁক উঠে।
লঘুগতি বলে ছলে গৌড় নিব লুটে॥
শিঙ্গা কাড়া দগড় দামামা ঘোর রব।
শুনিয়া সত্বর সৈন্য সেজে এলো সব॥
গৌড়বাসী প্রবাসী কাঙুরে ছিল যত।
শুনে শীঘ্র এলো দেশে জ্ঞান হৈল হত॥
সমাচার শুনিতে সহর হুলুস্থুল।
পরস্পর প্রবেশে রাজার কর্ণমূল॥
ভয় পেয়ে ভূপতি ডাকালে মন্ত্রীগণে।
সুযুক্তি কহিতে শক্তি নাহি কোন জনে॥
তবে মহামদ পাত্র গৌড়ের ঠাকুর।
আনি করে সম্মান বন্ধন করি দূর॥
রাজা বলে ত্যজ পাত্র যত অভিমান।
তোমা বিনা বিপত্যে বান্ধব নাহি আন॥
দূর যাক কাগজ মন্ত্রণা চিন্ত ভাই।
সাম্প্রতিক শত্রু হাতে জাতি রক্ষা পাই॥
এত শুনি মহাপাত্র ভাবিয়া নাবুড়ি।
মনে করে রাজাকে করিব আঁটকুড়ি॥
পাঠাব কাঙুর রণে তার প্রিয় বেটা।
ভাগিনা যেন ভবানী খর্পরে যায় কাটা॥
অন্তরে আনন্দ পাত্র মুখে নাই ভাষ।
চাতুরী করিয়া কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥

পাত্র বলে ও যুক্তি ভেবেছি সারাদিনে।
না দেখি উপায় তার লাউসেন বিনে॥
কাঙুর মহিমে তারে দাও পাঠাইয়া।
মহাবল কর্পূর ধলে আনিবে বান্ধিয়া॥
ভয় গেছে ভারতে ভাগিনার গুণ দেখে।
রাজা বলে পরয়ানা পাঠাও তার লিখে॥
শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ॥

পাত্র লিখে পরয়ানা পরম প্রতিষ্ঠিত।
প্রথমে লিখিল স্তুতি সর্ব্বগুণান্বিত॥
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারুচরিত্রে।
পরম শুভাশীরাশি বিজ্ঞাপন পত্রে॥
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এখানে আনন্দ জয় পরন্ত সম্প্রতি॥
কামরূপভূপ বেটা দেয় মনস্তাপ।
আপনি উদ্বেগ আসি খণ্ডাইবে বাপ॥
পরন্ত পৌঁছিবে পাতি পড়িতে পড়িতে।
সেনা সব সঙ্গে বাপু আসিবে ত্বরিতে॥
অপর নিকটে সব কহিব শুনিব।
তোমার ভরসা বাপু যতকাল জীব॥
ত্বয়ায় অবশ্যাবশ্য কিমধিকমিতি।
তুলাতে ত্বরায় তত্ত্ব তের দিন স্থিতি॥
এতদূরে সমাপন রাজার লিখন।
আপনি হেকাতে লিখে বিরূপ বচন॥
এই পত্রে আমার আশীষ লবে রায়।
এখানে তোমার লাগি মোরে লাগে দায়॥
লক্ষের বিলাত লুটে বসে থাক ঘরে।
ভাল মন্দ দরবারে জবাব কেবা করে॥
গৌণ কর গমনে গঞ্জনা গুলা খাবে।
গোবিন্দ প্রমাণ যত অপমান পাবে॥

নতুবা কাঙুর গড়ে এসহ সত্বরে।
বাশুলি বিদায় দেন ফিরে এস ঘরে ॥
লিখিল তারিখ তবে সহি দিল ভূপ।
ভাট গঙ্গাধরে দিল করিয়া কুলুপ ॥
সেনেরে পাঠায়ে পাতি পাত্র পুনর্ব্বার।
কামরূপে পাঠান সঙ্কেতে সমাচার ॥
লাউসেন সেজে যান তোমার উপর।
সংগ্রামে সংহারি তারে আসিবে সত্বর ॥
স্ব মোর ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা।
বলিদানে দিয়া তারে পুজিবে কামাখ্যা ॥
রহে কামরূপপতি এত বার্ত্তা পেয়ে।
ময়না নগরে হেথা ভট্ট যান ধেয়ে ॥
পার হয়ে পদ্মাবতী পিছে রাখি গৌড়ে।
কোমরে জড়ায়ে জোড়া জোরে যায় দৌড়ে ॥
নদ নদী খাল বিল যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম ॥
স্নান পুজা ভক্ষণে কেবল মাত্র ব্যাজ।
দাখিল অনিল গতি ময়না সমাজ ॥
নগরের ঠাট দেখি ভাটে আনন্দিত।
মহারাজ ঈশ্বর আপনি সুবেষ্টিত ॥
সভা করি বসি সেন শুনেন পুরাণ।
সম্মুখে পণ্ডিত কবি সবিতা সমান ॥
বাম ভাগে কর্পূর দক্ষিণে বৃদ্ধ পিতা।
ইষ্টবন্ধু বান্ধব বেষ্টিত চারিভিতা ॥
কর্ম্মচারী চাকর অপর প্রজাগণ।
হরিষে শুনেন বস্থা হরিসংকীর্ত্তন ॥
সভা করি সত্বগুণে মজাইয়া মন।
হরিষে শুনেন রায় হরিসংকীর্ত্তন ॥
পুঁথি হাতে পণ্ডিত বুঝান সবাকারে
নারদ লাগালে ভেদ কংস দুরাচারে ॥

এইকালে আনায়া কৃষ্ণের দর্প কর চুর।
শুনিয়া গোকুলে কংস পাঠাল অক্রুর ॥
অক্রুরের আনন্দ গোবিন্দ দরশনে।
এই অধ্যা ভারত শুনেন একমনে ॥
পণ্ডিত পুস্তক বান্ধি হৈল অবসর।
হেন কালে দেখা দিল ভাট গঙ্গাধর ॥
হাতে দিয়া পরয়ানা সেনের গুণ গান।
শিরে বন্দি ভূপতি ভাটের করে মান ॥
প্রতি বর্ণে পত্র পড়ি বুঝিলা বিশেষ।
কাণ্ডুর মহিম মোর মেসোর আদেশ ॥
কামরূপে রণ শুনে কাঁপে রাজরাণী।
লাউসেন বলে কিছু পরিতোষ বাণী ॥
দশা দোষে দেব বড় দুঃখ দেন ঘরে।
শুভ দিনে হলে জয় সংশয় সমরে ॥
আশীর্ব্বাদ করি বসি পুজ নিরঞ্জন।
রণে বনে সঙ্কটে রাখিবে সেই জন ॥
কর্পূর কহেন পুণ্য প্রতাপে তোমার।
অর্জ্জুন সারথি করি করিবে উদ্ধার ॥
রাজরাণী শুনিয়া প্রবোধ পেল তায়।
কালুডোমে সাজিতে হুকুম দিল রায় ॥
যমদূত দোসর দলই তেরজনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে এল রণে ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ পিতা মাতার চরণে।
প্রণতি করিয়া যাত্রা করে শুভক্ষণে ॥
বান্ধিয়া বাজীর সাজ বারাণ যোগায়।
জয়ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ারি হৈল রায় ॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান।
মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রে করিয়া কল্যাণ ॥

সাজিয়া চলিল সেন গৌড়ের সহর।
বীর কালু তের ডোম যমের দোসর ॥

সদর নিশান শিঙা বাজে জোড়া জোড়া।
চঞ্চল চরণ চালে কাঁদে চলে ঘোড়া ॥
কর্পূর কুমার আর যত প্রজালোকে।
ছল ছল নয়ানে পশ্চাত চলে শোকে ॥
অযোধ্যা অস্থির যেন রাম যান বন।
কাতর কৌশল্যা রাণী করেন রোদন ॥
মায়ে ছাড়ি কোথা যাও কমললোচন।
তোমার বিহনে বাছা না রহে জীবন ॥
কার বোলে কি বলা হইলা বনচারী।
ক্ষণেক বিলম্বে যাও আগে আমি মরি ॥
কান্দে রাজা দশরথ আছাড়িয়া অঙ্গ।
পাপিনী কেকয়ী হতে হল্যা এত রঙ্গ ॥
রাখি রে অযোধ্যাবাসী রাম যান বনে।
ধূলায় লোটায়্যা কান্দে যত প্রজাগণে ॥
বড় মনে সাধ ছিল কন প্রজাগণ।
আমা সবাকার তুমি করিবে পালন ॥
ভরতে না দিব রাজ্য বলে প্রজাগণ।
পরিবার সহিত সবাই যাব বন ॥
কিবা বৃদ্ধ বাল্য কিবা যুবক যুবতী।
আমা সবা ছাড়ি কোথা যাবে রঘুপতি ॥
সেইরূপী কান্দে যত ময়না নগর।
রাজরাণী বন্ধুগণ কান্দিয়া কাতর ॥
প্রবোধ বচনে রাজা তুষিলা সবারে।
করে ধরি কন কিছু কর্পূর কুমারে ॥
প্রভুর পুজন আর পালন প্রজায়।
অতিথি কুটুম্ব পিতামাতার সেবায় ॥
সাবধানে সতত থাকিবে মোর ভাই।
কুশলে আসিব আমি কোন চিন্তা নাই ॥
নত হয়ে যত আজ্ঞা অঙ্গীকার করি।
কর্পূর প্রবেশে সেন লয়ে যত নারী ॥

কর্পূরে বিদায় করি কন বীরগণে।
গৌণ তেজি শীঘ্র কর গোউড় গমনে ॥
সায় দিয়া সেনের সহিত সবে যায়।
পার হৈলা কালিন্দী গঙ্গা লাউসেন রায় ॥
ধুলাডাঙ্গা পদ্মা পশ্চাতে রাখি দূর।
বেগে ঘোড়া কাশীজোড়া রাখে কৃষ্ণপুর ॥
মান্দারণ গড় বামে রাখে মহারাজ।
দারিকেশ্বর পার হলো দক্ষিণে জানাবাজ ॥
উচালন আমিলা মগলমারী মাঝে।
সকল সরাই সেন এড়াল অব্যাজে ॥
স্নান পূজা ভক্ষণ কেবল মাত্র ব্যাজ।
কিবা দিবা রজনী চলিলা মহারাজ ॥
সহর করিয়া পাছু সরাই কজ্জলা।
শ্রীধর্ম্মপদারবিন্দ মনেতে ভাবনা ॥
নদ নদী খাল বিল যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখ্যা চলে কত নিব নাম ॥
পদ্মাবতী পারায়্যা প্রবেশে গৌড়বিল।
দু দিন দ্বাদশ দণ্ডে দরবার দাখিল ॥
বাহিরে রহিল বাজী বেড়ি বীরগণে।
কালুর সহিত চলে চরণে চরণে ॥*

---

* পাঠান্তর—শ্রীধর্ম্ম স্মরণে সেন উত্তরে চলিলা।
রাঙ্গামেঠে উচালন এড়ালো আমিলা ॥
বারবক পুরখান রাখিল দক্ষিণে।
দামুদর দাখিল দিবস দণ্ড তিনে ॥
স্নান পূজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পার হোলো ত্বরিত তুরগ চলে কেন্দে ॥
বর্দ্ধমান কজ্জলা কাঙ্গুর গুক দিয়া।
প্রদোষে মঙ্গলকোটে উত্তরিল গিয়া ॥
বিরাম করিয়া নিশা চলিল প্রভাতে।
মোকামে মোকামে গৌড় এলো দিন সাতে ॥

ভাব্য মনে ভূপতি বসেছে সভা করি।
প্রজাগণ মনে করে কবে আসে অরি॥
সবিতা সমান শত সম্মুখে ব্রাহ্মণ।
বামে মন্ত্রী দক্ষিণে বসেছে বন্ধুগণ॥
হাত বুকে বেষ্টিত বসেছে বারভূঞা।
রায়রাঞা মোগল পাঠান মীরমিঞা॥
চৌদিক চাপিয়া চৌকি চতুরঙ্গ দল।
কাণকাণি কেবল কি করে কর্পূরধল॥
রাজসভা সহজে সদাই এই যুক্তি।
দূরে গেছে গোবিন্দ ভাবনা ভাব ভক্তি॥
সবে সায় সুযুক্তি পণ্ডিত সব কয়।
বিনা ধর্ম্মে মহারাজ বৃথা ভাবে ভয়॥
কে কোথা পেয়েছে পীড়া অপরাধ বিনে।
তবে সে অন্যায় যুদ্ধে মজে অল্প দিনে॥
শুন রাজা পুরাণে প্রমাণ তার কই।
ধর্ম্মবলে অর্জ্জুন ভারতে হই ভাই॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার।
বাড়িয়া অধর্ম্মবলে কিবা হোলে তার॥
পুণ্যবলে থাকিলে প্রসন্ন হৃষীকেশ।
পাঠ পড়ি এই অধ্যা বুঝান বিশেষ॥
অর্জ্জুন সারথি হরি অখিল ঈশ্বর।
তোমার একান্ত সেন ধর্ম্মের কিঙ্কর॥
কহিতে কহিতে এত উপস্থিত রায়।
পরম মঙ্গল ধ্বনি উঠিল সভায়॥
দ্বিজ নৃপ পাত্ররে প্রণতি করি রায়।
সম্ভাষি রাজার সভা সম্ভ্রমে দাঁড়ায়॥
জোহার করিল কালু নোয়াইয়া শির।
সেন কন পশ্চাৎ বাহিরে গেল বীর॥
এস এস বলি রাজা উঠে দিল কোল।
আসনে বসায়ে অতি আনন্দে বিভোল॥

দেখি এত আদর অধম পাত্র বলে।
মনে করি সঙ্কটে পাঠাই কোন ছলে॥
পত্র বলে শুন হে ভূপতি গৌড়েশ্বর।
উপযুক্ত অন্ত কালে অপেক্ষা আদর॥
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যাক সক।
না বুঝি নাবড় লোক বলে মোরে ঠক॥
বল দেখি কি কাজে আনালে লাউসেনে।
শিয়রে শমন শত্রু বস্থে ব্যাজ কেনে॥
ভাগিনা ভাবেন পাছে এই মনস্তাপ।
মেসো করে মমতা মাতুল দেন পাক॥
প্রাণতুল্য ভাগিনা আমার হিয়ামাঝে।
সেন বলে বটে মামা বুঝি কাজে কাজে॥
রাজা বলে শুন বাপু বিফল বিলম্ব।
কর্পূরধল ভূঞা বেটা করে বড় দম্ভ॥
নবলক্ষ সেনা সঙ্গে সাজি শীঘ্রগতি।
অবিলম্বে বান্ধি আন কাঙুর ভূপতি॥
পাত্র বলে সেথা গেলে কিজানি কি হয়।
গুপ্ত পথে আসিয়াছে রাজবাট নয়॥
শুনি সার যুক্তি ভূপতি দিলা সায়।
যে আজ্ঞা বলিয়া সেন হইল বিদায়॥
বিবিধ বিধানে বন্দে ব্রাহ্মণ চরণ।
মহাপাত্র বান্দিল অপর সভাজন॥
প্রণাম সেলাম করে রাম রাম দিয়া।
যাত্রা করি যথাযোগ্য চলে সম্ভাষিয়া॥
সবে দিল শুভাশী সমরে হও জয়।
মনে মনে করে পাত্র রণে হউক ক্ষয়॥
ধর্ম্মে ধ্যান করি অশ্বে আরোহিলা রায়।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

বীরগণ বেষ্টিত বাজির পৃষ্ঠে রায়।
আগে আগে বীর কালু বেগবন্ত ধায়॥

বাজে যোড়া কাড়া শিঙা সদর নিশান।
গুরুগতি পশ্চাৎ করিল গৌড়খান॥
বামে রাখে মালদহ দক্ষিণে গিলাবাড়ী।
মহানন্দ পেরুতে বিলম্ব হোলো বড়ি॥
দক্ষিণে রাখিলা বারকান্দা বীরবাট।
ঐ ভাগে রাজা রাখে আগে ঘোড়াঘাট॥
নায়ে পার হল নদী কবতার নীর।
যাহা হৈতে ফিরিলা পাণ্ডব যুধিষ্ঠির॥
শুভঘাট দক্ষিণে বাহিরবন্দর বামে।
সিনকোনা রাখিল দিবস দুই যামে॥
কোঁচের মুলুক যত থাকে ডানি ভাগে।
সিংহমারী সবাই সম্মুখে এল আগে॥
ধুবড়ি রাখিল নেতা ধুবিনীর পাট।
একে একে রাখিল চলিল সব বাট॥
নদনদী খাল বিল যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখ্যা চলে কত লব নাম।
মোকামেতে মোকামেতে ময়না মহীভূপ।
ব্রহ্মপুত্র পেলে যার পারে কামরূপ॥
কালু কয় কোমর কসিয়া কড়াকড়।
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রতাপে নিব গড়॥
এত যদি ব্যাপক বচন বলে বীর।
বিপক্ষ বিক্রমে বড় নাদে বাড়ে নীর॥
কুল কুল কুরব কমল কাণে কাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বান॥
ঘোর রবে ঘুরুনি ঘুরিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন॥
হুড় হুড়ুম হুড়ুম হুদিকে নদীর ভাঙে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল॥
বানে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরাসে তল তরি॥

আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন ॥
ভূপতি কহেন অতি দেখি অমঙ্গল।
কালু বলে মহারাজ জুয়ারের জল ॥
বেড়েছে বানের জল অতঃপর টুটা।
ফেলে দিতে বেগেতে ছুখানা হয় কুটা ॥
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়া চিনা।
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা ॥
তীরে কর বিশ্রাম দিবস দুই তিন।
না হয় যে হয় হবে, কে কার অধীন ॥
শতেক যে জন সিন্ধু বান্ধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধে সীতার উদ্দেশ ॥
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর ॥
ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁকালে হব পার।
কর্পূরধলে বেন্ধে দিব হুজুরে তোমার ॥
কালুর আশ্বাসে অতি আনন্দ হৃদয়।
বীরগণে বেষ্টিত বসিলা মহাশয় ॥
বিমল বরণ বাড়ী বিনোদ মন্দির।
পড়িল রাজার তাম্বু বেড়ে যত বীর ॥
বাঁ দিকে বান্ধিয়া বাজী বারান যোগায়।
এইরূপে মোকামে দিবস দশ যায় ॥
তবু অতি বেগবন্ত নদ নহে ক্ষীণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে লঙ্ঘে সংকেতের চিন ॥
দিনে দিনে দ্বিগুণ দরিয়া ভাঙ্গে আড়া।
কালু বলে দেখি রায় অমঙ্গল বাড়া ॥
সেন বল শুন সব ঈশ্বরের মায়া।
ইথে কিছু কারণ অবশ্য আছে ভায়া ॥
বীর বলে বিপত্তে বান্ধব বিশ্বপতি।
সেবায় সন্তাপ সিন্ধু তরহ নৃপতি ॥

হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ
পঙ্কজ পরম পরিসর।
সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান করি ধর্ম্ম রায়
ধরাতলে ধুলায় ধূসর॥
প্রভু পরাৎপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম
বিশ্ববীজ অখিল আধান।
সূক্ষ্ম শূন্য সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান।
তোমার মহিমা শেষ ভব বিধি হৃষীকেশ
সনক সনন্দ সনাতন।
না পেলে নিয়ম ভেদ আগম পুরাণ বেদ
তপ জপে যোগে যোগীগণ॥
আমি নিন্দ্য মন্দমতি: কি জানি ভকতি স্তুতি
কিবা মোর ভকতির দশা।
চারিবেদে অনুপাম পতিত পাবন নাম
শুনে সবে হয়েছি ভরসা॥
করিতে এতেক স্তুতি, ব্যাকুল বৈকুণ্ঠপতি
বীরবরে বলেন বিশেষ।
কেন বা আসম টলে কেবা বা অন্যায় বলে
আমার সেবকে দেয় ক্লেশ॥
কহে বীর যোগপতি মহিমে ময়নাপতি
কামরূপে করিছে সাজন।
ব্রহ্মপুত্র করে বল তরঙ্গে তরণী তল
কান্দিয়া কাতর একারণ॥
প্রভু কন হনুমান স্থির কর মোর প্রাণ
সেনে যেয়ে কহ উপদেশ।

যেরূপে টুটিবে জল বাশুলী দেবীর বল
বীরবরে বলিল বিশেষ ॥
শুনি ধর্ম্মপদরেণু বন্দি বীর বেগে হনু
বিপ্রবেশে সেনের সাক্ষাৎ।
দ্বিজ ঘনরাম ভণে ভূপতি ভকতি মনে
দ্বিজে দেখি হৈল প্রণিপাত ॥

দ্বিজ দেখি আদরে আসন জল দিয়ে।
কহেন কাতর কথা করপুট হয়ে ॥
কি কাজে গোসাঁই কোথা করিছ গমন।
মায়াদেবী বলে বাপু শুনহ রাজন ॥
কি কব জগত জুড়ে কত কাজ আছে
যে ডাকে কাতর হয়ে যাই তার কাছে ॥
দুই চারি সুযুক্তি সংকটে দিতে পারি।
সেন বলে প্রভু তবে নিবেদন করি ॥
অবোধ পাত্রের বোলে গৌড়ের ভূপ।
মেসো মোরে মহিমে পাঠালে কামরূপ ॥
এলে যদি মোর ভাগ্যে খণ্ডাতে বিপদ ॥
আজ্ঞা কর কিরূপে তরিব এই পদ ॥
মনে করে মায়াধারী নিজ কার্য্য অই।
শুন যদি সুধালে সংক্ষেপে সব কই ॥
এদেশে আছয়ে নিত্য গতাগত যার।
তরণী সরনি সুখে তাহা হয় পার ॥
শত্রুরূপে সাজিলে সংশয় সর্ব্বকাল।
নদে বাড়ে বিষম তরঙ্গ তিন তাল ॥
সেন বলে গোসাঁই ইহার হেতু কি।
দ্বিজ বলে যত কিছু হেমন্তের ঝি ॥
মহাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভুবন।
সিদ্ধপীঠ হোলো কেন শুন হে রাজন্ ॥

যে কালে করিলা যজ্ঞ দক্ষ প্রজাপতি।
নিমন্ত্রণ বিনা এলো শিবজায়া সতী॥
সেই যজ্ঞে পুজ্যমান যতেক দেবতা।
না দেখি শিবের অংশ কোপে জগন্মাতা॥
শুনিয়া স্বামীর নিন্দা দারুণ বচন।
জগতজননী যোগে ত্যজিলা জীবন॥
সেই মত সতীর শরীর লয়ে হর।
ভ্রমিলা সকল তীর্থ স্নেহে করি ভর॥
বিভোল দেখিয়া হরে প্রভু ভগবান।
সুদর্শনে শরীর করিল খান খান॥
সেই অঙ্গ খসিয়া পড়িল যে যে স্থানে।
মহাসিদ্ধ পীঠ বলে লিখিয়া পুরাণে॥
জ্বালামুখে মুখ ধায় ক্ষীরগ্রামে স্তন।
কামরূপে যোনি যায় সিদ্ধ যোগিজন॥
যোগে বসি নিশিদিশি ঋষিগণ যায়।
ভূপতি দুর্জ্জয় হৈল দেবীর কৃপায়॥
পুর্ব্ব পিতামহ যার পার্ব্বতীর দাস।
যার পুরে পার্ব্বতী পুরেণ অভিলায॥
করেছ দেবীর সেবা কায়মনচিত্ত।
জপ তপ যাগ যজ্ঞ জাগরণ নিত্য॥
কনক কুসুমাঞ্জলি মহাবলি লক্ষ।
দান দিতে দেবী হলো ভূপতির পক্ষ॥
তুষ্ট হয়ে অভয়া যাচেন তাঁরে বর।
নত হয়ে কহে রাজা করি জোড় কর॥
কোন কালে তুমি মা ছাড়িবে কামরূপ।
এদেশে আসিতে যেন নারে অন্য ভূপ॥
তবে যে সবল শত্রু আসে দুরাসদ।
তার প্রতি অলঙ্ঘ্য হইল এই নদ॥
তরঙ্গ তরাসে যেন ভঙ্গ দিয়া যায়।
এই বর মাগে রাজা বাসুলীর পায়॥

কৃপাময়ী কন বাছা দূর করো শঙ্কা।
ব্রহ্মপুত্র হোলো সিন্ধু কামরূপ লঙ্কা॥
অরি এলে ঐরূপ অপরে আসে সুখে।
অকস্মাৎ এই আজ্ঞা বাশুলীর মুখে॥
বুকে জুড়ি জোড় হস্ত লাউসেন রায়।
গোসাঁয়ে সুধান পুন ঘনরাম গায়॥
পুনরপি পুটপানি হয়ে কৃতাঞ্জলি।
তবে যে পেরুবে নদ তার যুক্তি বলি॥
যেরূপে দেউল ভাঙ্গে দেবী দিবে দৌড়।
শুন তায় সুযুক্তি আপনি যাও গৌড়॥
ধর্ম্মপাল রাজার রমণী ধর্ম্মশীলা।
সমুদ্র কাটারী ব্রহ্মকরজাপ্য মালা॥
বল্লভা রাণীর স্থানে গত মাত্র পাবে।
কাটারী পরশে জল স্থল হয়ে যাবে॥
তবে বল মহিমে নফর হবে জয়।
রাজার জামাতা হয়ে যাও নিজালয়॥
কামাখ্যা কৈলাসে যাবে করজাপ্য দেখা।
না হয় প্রতীতি বল দিয়া যাই লেখা॥
সেন বলে গোসাঁই শুনিনু সব কথা।
এসেছ আমার ভাগ্যে আপনি দেবতা॥
এক কথা অপর কহিতে করি আশ।
ঠাকুর বলেন বল যত অভিলাষ॥
সেন বলে প্রভু তবে কবে কৃপা করি।
এ দুই দেবীর দিব্য বল্লভা সুন্দরী।
কোন তপে কিরূপে পাইল সীমন্তিনী।
মায়াধারী বলে শুন অপূর্ব্ব কাহিনী॥
দ্বিজ বলে শুনে রাজা জোড় করি হাত।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুনাথ॥

পুনরপি পুটপানি বলেন বিনয় বাণী
দ্বিজে ধরি রাজা লাউসেন।
কি হবে ইহার সূত্র কেবা অই ব্রহ্মপুত্র
কে আনিল কোথা বা ছিলেন ॥
সগর রাজার কীর্তি ভগীরথ হয়ে প্রার্থী
আনে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হতে।
অভিলাষ করে দাস ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস
কহিব শুনহ এক চিতে ॥
শুনে সেন শত শত সাধুবাদ দিল কত
নদতত্ত্ব করে অচিরাৎ।
মনোহরা এক ধন্যা দেখি রূপবতী কন্যা
ব্রহ্মার হইল বীর্য্যপাত ॥
তেজবন্ত ব্রহ্মবীর্য্য অবনীতে অবতীর্য্য
তীর্থরাজ কুশরূপী শিলা।
ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ মাতৃহত্যা পাপ তাপ
যার জল পরশে খণ্ডিলা ॥
শুন তার পুর্ব্বকথা কাটিয়া মায়ের মাথা
পরশুরাম পিতৃআজ্ঞা পালি।
পাপে পূর্ণ কৃষ্ণকায় টাঙ্গি নাহি ছাড়া যায়
তবে তীর্থ ভ্রমিল সকলি ॥
তবু মুক্ত নহে পাপে হেঁট মাথা মনস্তাপে
এক বিপ্র গোশালা নিকটে।
থাকিয়া শুনিয়া উক্তি গাই বৃষ মাগে যুক্তি
কালি বিপ্র বধিব সঙ্কটে ॥
অতি উচাটন কালে বহিতে না পারি বলে
প্রহারে পরাণ পীড়া মোর।
গা বলে ত্যজ তাপ ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ
ইহাতে নিস্তার নাই তোর ॥
বৃষ বলে ব্রহ্মকুণ্ডে কত ব্রহ্মহত্যা খণ্ডে
পরশ করিবা মাত্র জল।

তা শুনি পরশুরাম বুঝিয়া সুসিদ্ধকাম
সেখানে রহিল মহাবল ॥
প্রভাতে বান্ধিয়া রিস ছলে বিপ্রে বধি বৃষ
বেগবন্ত ব্রহ্মপুত্র যান।
পাপে পূর্ণ কলেবর তা দেখিয়া ব্যস্ততর
দ্বিজবর পিছে পিছে ধান ॥
ব্রহ্মকুণ্ডে দিতে ঝাঁপ খণ্ডিল বৃষের পাপ
দেখি করে পরশুরাম স্নান।
খসে টাঙ্গি হাত হতে মাতৃহত্যা জন্য যাতে
মহাপাপে পাইল পরিত্রাণ ॥
দোঁহে হৈল নিরাপদ সেই হতে এই নদ
ভক্তি যুক্ত শক্তিতে অব্যাজে।
বৃষ শৃঙ্গে খুঁড়ে মাটি দ্বিজ টাঙ্গি চোটে কাটি
পৃথ্বী প্রকাশিল তীর্থরাজে ॥
অশোক অষ্টমী জন্য স্নানদানে মহা পুণ্য
প্রসঙ্গে প্রবল পাপনাশ।
সংক্ষেপে সকল সার কহিতে শকতি কার
এই ব্রহ্মপুত্র ইতিহাস ॥
শ্রবণে কীর্ত্তনে মনে স্মরণে শমন জনে
স্বপ্নে দরশনে নাই দায়।
রণে বনে রাজধানে শত্রু নাশি সুসম্মানে
পূর্ণমনে কল্যাণে কুলায় ॥
অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তার রাজ্যোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্রপ্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস ॥

পূর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড়পুরী।
ধর্ম্মশীলা রাণী যার বল্লভা সুন্দরী॥
বনবাসে আছিল তখন সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি॥
গৌড়পতি তোমার জনম নিলা হায়।
মহারাজ দুই দিব্য দান পেলে তায়॥
সেন বলে তবে কি বিজয়া গৌড়পতি।
কিবা দোষে বনবাস বল্লভা যুবতী॥
দ্বিজ বলে রাণী সতী রাজা সদাশয়।
যার কীর্ত্তি প্রসঙ্গে প্রবেশে পুণ্যচয়॥
তবে তার বনবাস দৈবের কারণে।
ত্রিলোকের মাতা সীতা কেন গেল বনে॥
দেবতাসম্ভোগে কি নারীর পাপ রায়।
ও কথা থাকুক রায় শুন কাজ যায়॥
এক দিন গেল রাজা করিতে শিকার।
বল্লভারে ব্রাহ্মণ সেবায় দিয়া ভার॥
আগে অন্ন অযুত ব্রাহ্মণে দিবে দান।
কৃষ্ণ পূজি পশ্চাৎ করিবে জলপান॥
অঙ্গীকার করি রাণী পাশা খেলে ভ্রমে।
দেখা দিল দ্বিজ আসি দিবা দুই যামে॥
পাশায় নেশায় চিত্ত নেত্র হৈল হারা।
দৈবদোষে ঠেকে গেল ভূপতির দারা॥
উদর ভরিলে যার অখিল জুড়ায়।
হেন সব ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় পীড়া পায়॥
খোঁজ করে দই কলা খই ক্ষীর খণ্ড।
কেহ বলে ভূপতি এমন কেন ভণ্ড॥
তিন যামে তপন তখন তত্ত্ব নাই।
তাপিত হৈল যত ব্রাহ্মণ গোসাঁই॥
ভূপতি ভবনে এলো বেলা অবসানে।
আপন অভাগ্য রাজা দেখিল নয়নে॥

অমনি অবনীতলে অবনত হয়।
কাতর হইয়া কিছু করপুটে কয় ॥
অপযশ অশেষ অধর্ম্ম অভাগার।
ক্ষমা কর প্রভু সব মাগি পরিহার ॥
মায়াশীল ব্রাহ্মণ কুটিল কভু নয়।
সভয় দেখিয়া ভূপে দিলে অভয় ॥
আপনি সেবিল দ্বিজ হয়ে নিজ দাস।
এই দোষে বল্লভারে দিল বনবাস ॥
কাননে পত্রের কুঁড়ে এড়ে এল তায়।
কান্দিয়া কাতর রাণী কপাল ধেয়ায় ॥
বনবাসে বিধুমুখী তবু পুণ্য ফলে।
নিতি নিতি যতি সতী অতিথি সকলে ॥
সেবা করে মহারাণী লয়ে মূল ফল।
পূর্ব্বকথা ভাবিতে নয়ানে বহে জল ॥
এইরূপে অরণ্যে আছয়ে কতকাল।
দৈবগতি আপনি আইল ধর্ম্মপাল ॥
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া সেন কয়।
এ বড় অপূর্ব্ব কথা কবে মহাশয় ॥
ঠাকুর বলেন বলি বসে শুন রায়।
নূতন মঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥
একদিন মৃগয়া করিতে রাজা আসি।
বনে বনে ভ্রমণে মলিন মুখশশী ॥
কুঁড়ের নিকটে এলো তৃষাযুক্ত হয়ে।
মহারাণী বার হোলো আসন জল লয়ে ॥
বিধুমুখী বন্দিল বদনে মধুবাক্।
রাজা বলে যুবতী জীবন মোর রাখ ॥
অন্য অভ্যাগত বলি জেনেছিল রাণী।
সুধাসিক্ত শরীর রাজার শব্দ শুনি ॥
আপনি আদরে রাজার পাখালিল পা।
সুগন্ধি চন্দন শ্বেত চামরের বা ॥

জাহ্নবী জীবন দিল সিতা সন্ত দধি।
স্বামীরে করিতে বশ চিন্তেন ঔষধি॥
স্বামীরে শীতল করি করায়ে শয়ন।
বনবধূগণে কৈল যত বিবরণ॥
শুন সবে সুন্দরী স্বামীর সঙ্গসুখে।
মদনে মাতিল মধু পিয়ে মুখে মুখে॥
নাগরী নাগরে যত নিবড় নাপান।
হাতে দিয়া ঔষধি কহিল কতখান॥
এই গুঁড়ি অন্নে মাখি দিবে মাব্বা ছয়।
ভোজনে ভূপতি ভব্য ভুলে যেন রয়॥
পড়ে দিয়া কজ্জল নয়ানে দিয়া চাবে।
তার সাক্ষী সহসা তখনি পাওয়া যাবে॥
পানের সহিত গুঁড়ি তুলি দিবে মুখে।
রাজা যেন সোহাগে সদাই রাখে সুখে॥
এক ছিটা ফেলে দিহ কাপড়ে কিঞ্চিৎ।
নাথ না ছাড়িবে সঙ্গ বাড়িবে পীরিত॥
এত শুনি ঔষধ লইয়া চলে বাসে।
পরিপাটী রন্ধন করিলা ছয় রসে॥
ঔষধ মাখিয়া অন্ন হেমথালে ঢালে।
বাটি বাটি ব্যঞ্জন বেষ্টিত ঝোলে ঝালে॥
অলসে অবশ রাজা সুখে নিদ্রা যায়।
উঠিতে অধর্ম্ম ভাবি প্রকারে চিয়ায়॥
চাপিতে চরণযুগ চেয়ে তোলে পা।
রাণী বলে বিনয়ে পাখাল প্রভু পা॥
পথশ্রমে ভ্রমে আগে না জানে রাজন্।
নিজ সীমন্তিনী বুদ্ধি হইল তখন॥
প্রবোধ বচন বলে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কালি রামা খণ্ডিব তোমার বনবাস॥
তুমি সতী পতিব্রতা আমি ভাল জানি।
তথাপি সহসা অন্ন খেতে নারি রাণী॥

চিরদিন তোমারে দিয়াছি বনবাস।
না বুঝি নাবড় লোক গাবে অপভাষ॥
ত্রিলোকের জননী জানকী যবে বনে।
সহসা শ্রীরাম তারে না নিল ভবনে॥
মহাপাপী তরি যার নাম করে দীক্ষা।
হেন সীতা নিল প্রভু করিয়া পরীক্ষা॥
কালি তোরে অবশ্য লইব নিকেতনে।
এত বলি গেলা রাজা বাজী আরোহণে॥
কান্দিয়া ঔষধ অন্ন ভাসালে গঙ্গায়।
তরঙ্গেতে সাগর সঙ্গম যেয়ে ধায়॥
দেখে অতি অপূর্ব্ব সমুদ্র সমাদরে।
অন্ন খেয়ে ব্যস্ত হইল বল্লভার তরে॥
মনোলোভো বল্লভা বলিয়া শীঘ্র ধায়।
রাণী অঙ্গ উজ্জ্বলে অরণ্য যেয়ে পায়॥
মনে করে পতি বিনে নাহি জানে সতী॥
এত বলি ধরে ধর্ম্মপালের মূরতি॥
বল্লভারে মাগে কোল পসারিয়া বাহু।
দেখিতে দেখিতে চাঁদে গরাসিল রাহু॥
সমাপন সঙ্গমে সুন্দরী পাইলে ভেদ।
প্রাণপতি নয় কে কাননে দিল খেদ॥
স্বামীর সংসর্গ সুখ সম্ভোগ বিফল।
হারা নাই নারীকে সে সব বুঝিবল॥
মনস্তাপে মহারাণী দিতে চাহে শাপ।
কোমর ধরিয়া কহে কে তুইরে পাপ॥
পরিচয় না দিলে করিব ভস্মরাশি।
এত শুনি সঙ্কটে শুধাল মুখশশী॥
সতীর সাপেতে সত্যে শিলারূপী হরি।
এত ভাবি কহে সিন্ধু নিবেদন করি॥
নিজ পরিচয় বলি শাপ ত্যজ তুমি।
সূর্য্যবংশে সগর রাজার কীর্ত্তি আমি॥

সমুদ্র আমার নাম দেব অংশে জন্ম।
আমার পরশে নাই তোমার অধর্ম্ম ॥
কর্ম্মফলে পেলে ধর্ম্মপালের মূরতি।
বড় ভাগ্য তোমার আমার সনে রতি ॥
যুধিষ্ঠির আদি দেখ পাঁচ সহোদরে।
দেবতা জন্মাল সতী কুন্তীর উদরে ॥
কেন বা সংসারে তারে করে ধন্য ধন্য।
বড় ভাগ্যবতী তুমি নাহি ভাব অন্য ॥
এত শুনি সুন্দরী লোটান ভূমিতলে।
পুনঃপুনঃ প্রণতি করিয়া কিছু বলে ॥
অপরাধ অশেষ করিবে মোরে ক্ষমা।
সিন্ধু বলে দিনু বর হৈবে সিদ্ধকামা ॥
তোর গর্ভে জন্ম নিল গৌড়ের ঠাকুর।
স্বামীর সৌভাগ্য হবে দুঃখ যাবে দূর ॥
দুই দিব্য অপর তোমারে দিনু দান।
ব্রহ্মকরজাপ্যমালা নিজ খড়্গখান ॥
কাটারী পরশে টুটে প্রলয়ের জল।
পার্ব্বতী পালান লাজে মালার এ ফল ॥
এত বলি তিরোধান হইল সাগর।
রাণীকে আনিল রাজা করি সমাদর ॥
এত দূরে এ সব প্রসংগ হৈল সায়।
গুরুপদ ভাবি দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥

অতঃপর ঈষৎ আপনি কর শ্রম।
উপায়ে যে হয় তায় কি কাজ বিক্রম ॥
আপনি অখিলপতি সিন্ধু বন্ধ করি।
পার হয়ে সবংশে সংহার কৈল অরি ॥
কিছু কিন্তু মনে পড়ে সে সকল কথা।
যোগবলে জানি যত যুগের বারতা ॥
শুনে শুনে সেনের শিহরে সব তনু।
ধ্যানবলে জানিলা ব্রাহ্মণ বীর হনু ॥

মায়াধারী মন্ত্রগুরু মহাশয় মোর।
প্রভু বট বলি অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥
হনু বলে হতে পারি রামের কিঙ্কর।
উঠ বাপু লাউসেন রঞ্জার কুমার ॥
আকুল তোমার লাগি অখিলের নাথ।
এত বলি অঙ্গেতে বুলান বজ্রহাত ॥
কয়ে গেছি এককালে কিছু মনে আছে।
ডাকিলে কাতর হয়ে দেখা পাবে কাছে ॥
কোন কালে আমার বচন নাহি নড়ে।
চিন্তা নাই অনায়াসে পার হৈবে তড়ে ॥
এত শুনি পদতলে ভূপতি লোটান।
আশীর্ব্বাদ করি বীর হলো তিরোধান ॥
ডোমগণে বিশেষ কহিলা সব রায়।
কালুকে কহিল মোর গৌড়কে বিদায় ॥
সায় দিলা বীর কালু কর করি জোড়া।
ধর্ম্মপদ স্মরি রাজা আরোহিলা ঘোড়া ॥
চঞ্চল চরণ চারি চতুর চলনি।
হ্রেষানি জুড়িয়া ঘোড়া জুড়িল ফান্দনি ॥
চরণ ইড়কি দিতে চলে ইসারাতে।
অবনী এড়িয়ে ওঠে আকাশের পথে ॥
ঘোড়া বলে রায় হে রিকাবে রাখ পা।
পার হব নদ নদী নাহি চাব না ॥
সেন বলে তবে ত দ্বিগুণ দিব দানা।
বেলা অবসানে পাইল গৌড়ের থানা ॥
রজনীযোগেতে রায় প্রবেশে রমতি।
রাজাকে না দেখা দিব ভাবিল যুকতি ॥
রাজা সম্ভাষিতে পাত্র না জানি কি বলে।
এত ভাবি উপনীত মাসীর মহলে ॥
আনন্দে বন্দিলা আসি মাসীর চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি মাসী জিজ্ঞাসে কারণ ॥

কামরূপে সাজে সেনা শুনে পাই ভয়।
সেন বলে মাসী গো কহিতে নাহি ভয়॥
তোমার শাশুড়ি বুড়ী কৃপাদৃষ্টে চায়।
ব্রহ্মপুত্র নদ তবে তড়ে পার যায়॥
বারে বারে বিবরে বলিতে লাজ বাসি।
চল চল সেইখানে সব কব মাসী॥
এত শুনি গেলা রামা শাশুড়ি সদনে।
মাসী পোয়ে পড়ে দোঁহে বল্লভাচরণে॥
আশীষ করিয়া এসো এসো বলে।
মা বাপ তোমার বাপু আছেন কুশলে॥
সেন বলে আপনি ঠেকেছি দৈববন্ধে।
তোমার আশীষে তাঁরা আছেন আনন্দে॥
রাণী বলে কি কারণে কও কি বিশেষ।
সেন বলে মেসো দিলা মহিমে আদেশ॥
থাকুক কাঙুর গড় জিনিবার দায়।
বেগবন্ত বৃহ্মপুত্র পেরাণ না যায়॥
ব্রহ্মকরজাপ্যমালা সমুদ্র কাটারী।
তুমি দিলে সঙ্কটসাগরে তবে তরি॥
রাণী বলে এ তত্ত্ব আপনি পেলে কোথা।
সেন বলে উপদেশ দিলেন দেবতা॥
শুনিয়া আদরে রাণী দুই দিব্য দিলা।
হাতে লয়ে লাউসেন আনন্দে বন্দিলা॥
বিদায় হইল বন্দি বল্লভার পা।
রাণী ভানুমতী বলে রক্ষা কৈলে মা॥
মাসীর মন্দিরে রাত্রি রহে তিনপর।
বন্দিয়া বন্দিত জনে বান্ধিল কোমর॥
জয় ধর্ম্ম বলিয়া সওয়ার হৈল রায়।
দেখিতে দেখিতে বাজী বেগবন্ত ধায়॥
আসিতে আসিতে আসে ব্রহ্মপুত্র তীর
ডোমগণ বিস্ময় বিশেষ কালুবীর॥

সেনে করে আদর আনন্দে নাহি ওর।
কাড়া পাড়া মৃদঙ্গ মাদল শব্দ জোর॥
কাটারী পরশে হৈলা জানুমাত্র জল।
লাউসেন বলে ধন্য দেবতার বল॥
ব্রহ্মপুত্র পেরুয়ে প্রভাতে দিল থানা।
বসে যুক্তি কিরূপে কাঙুরে দিব হানা॥
বেড়ে বৈসে ডোমগণ চড়া দিয়া চাপে।
আপনি বসিলা রাজা মহাবীর দাপে॥
সম্মুখে বান্ধিয়া বাজী বারাণ জোগায়।
পালা সাঙ্গ সঙ্গীত সম্প্রতি হৈল সায়।
শ্রীগুরুচরণারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভনে দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

॥ ইতি কাঙুর যাত্রা পালা সমাপ্ত॥

কামরূপ যুদ্ধ পালা

লাউসেন মহামতি সমরে সুধীর।
কামরূপে মহিমে মোকাম কৈল বীর ॥
কালু সঙ্গে সুযুক্তি জিনিব যেয়ে যায়।
বীর বলে বিনয় বচন শুন রায় ॥
সেজে যেতে সহরে সহসা করি মানা।
বসে কর বিরাজ শাখাকে সঁপে থানা ॥
আজ্ঞা কর আগে আমি আসি একবার।
জ্ঞাত হয়ে গলি গালি গড়ের দুয়ার ॥
মনে করি মায়াধারী ব্রহ্মচারী হই।
মালার মহিমা বল আগে বুঝে লই ॥
অন্যরূপে যেতে নারি ঘাটে ঘাটে থানা।
রাজার হুকুম নাই যতি যেতে মানা ॥
মায়াবলে বীর হনু ব্রহ্মচারীবেশে।
লঙ্কায় অশোক বনে ভুলালে রাক্ষসে ॥
প্রতাপে পশ্চাৎ পুরী কৈল লণ্ডভণ্ড।
স্বর্ণপুরী পোড়ালে কাঁপালে দশ মুণ্ড ॥
মায়াধারী শ্রীহরি অর্জ্জুন আর ভীম।
জয় কৈল জরাসন্ধ রাজার মহিম ॥
পার হয়ে সাগর প্রথমে পরাৎপর।
প্রভু কেন অঙ্গদে পাঠায়ে দিল চর ॥
রাজারে বিহিত নীত কব দুই চারি।
কি কাজ কোমর বেন্ধে যদি মাগে হারি ॥
না শুনে বচন যদি বাড়ায় বিবাদ।
কেবল কালুকে সেই কত পরমাদ ॥
দেবীকে করিব স্তুতি লোটায়ে অচলা।
কৃপা না করিলে পিছে আছে এই মালা ॥
দেখিলে দেউল ছেড়ে দেবী দিবে ধাই।
তবে সে বসিব গড়ে রণসাজে যাই ॥

কর্পূরধলে বেন্ধে আনি তোমার সমাজ।
সেন বলে বীর তবে অনুচিত ব্যাজ॥
শুনি সেনে শত শত করিয়া প্রণাম।
মায়াধারী ব্রহ্মচারী হলো অনুপাম॥
কুশাসন কোশাকুশি কুশ কমণ্ডলু।
বাঘছাল নখকেশ বেশধারী কালু॥
করে ব্রহ্মকরজাপ্য তনু মরকত।
দেখে সভাসদ সবে করে দণ্ডবত॥
গড়ে গড়ে থানায় রক্ষক যতজন।
প্রণাম করিয়া ছাড়ে পরিসরগণ॥
প্রবেশ করিয়া পুরী চেয়ে দেখ ঠাট।
সুচারু চত্বর কুলি পরিসর বাট॥
ঘরবাড়ী ঘটনা সকল সৌধময়।
কত ঠাঁই দালান দেউল দেবালয়॥
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে সহর শোভা পায়॥
রাজদূত মাহুত রাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত॥
কত ঠাঁই হাতী ঘোড়া উঠ গাড়ী থানা।
কালু বলে কিরূপে কাঙুরে দিব হানা॥
আপনি একক তায় হেতের বিহনে।
বুঝি বড় বিধাতা বিমুখ এত দিনে॥
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবাকার পাশে।
সেনের সাক্ষাতে মোর শত্রু পাছে হাসে॥
লঙ্কার সমান দেখি দুর্জ্জয় কাঙুর।
ঈষৎ কালুর বুক করে দুর দুর॥
মালার মহিমা বুঝে মনে ত্যজি ভয়।
কামাখ্যা কৈলাস গেলে কী হতে কি হয়॥
যে হয় সে হয় আজি সংগ্রাম একক।
পরাণ হারাই কিম্বা রেখে যাই সক॥

এত ভাবি চলে কালু অনুপম গতি।
কেহ কহে ধাম্মিক সাধক এই যতি॥
কেহ কেহ কহে এই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ার মানুষ॥
জিজ্ঞাসিল দেবীর দেউল কতদূর।
সবে বলে আগে দেখ ঐ যাও ঠাকুর॥
ভ্রমিয়া সহর গড় শেষে আসি বীর।
ব্রহ্মপুত্র ধারে পাইল দেবীর মন্দির॥
রঘুবীর চরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

আসিয়া ঈশ্বরী আগে ধরণী লোটায়।
প্রণাম করিয়া কহে পার্ব্বতীর পায়॥
তুমি জয়া জগতজননী জয়চণ্ডী।
উদ্ধারিলে অমরে অসুরদর্প খণ্ডি॥
যদুনাথে যখন যমুনা কৈলে পার।
লঙ্কায় করেছ প্রভু রামের উদ্ধার॥
হনুমানের হাতে হাতে পুরী স্বর্ণময়।
সঁপে গেলে কৈলাসে রামের হৈল জয়॥
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ লাউসেন রায়।
কামরূপে সেজে এলো রাজার আজ্ঞায়॥
অনুকূল ঈশ্বরী আপনি হবে মা।
জয় হৈলে সংগ্রামে সেবিব রাঙা পা॥
দিবসেক পুরী যদি ছাড়ো ভগবতী।
কলিকালে থাকে ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি॥
এত শুনি ক্রোধ কৈলা ভকতবৎসলা।
তবে বীর বারি করে বিধাতার মালা॥
দেউস দুয়ার দেশে দেবীর সম্মুখ।
করজাপ্য দেখাইতে ঈশ্বরী হেঁটমুখ॥
দুয়ার চাপিয়ে বসে দ্বীপিচর্ম্ম পেড়ে।
মালা দেখি দেউল ভেঙ্গে দেবী গেল ছেড়ে॥

ভাঙ্গিয়া পড়িতে চূড়া চমৎকার পড়ে।
প্রমাদ পড়িল বড় কাঙুরের গড়ে॥
শব্দ শুনি সকল সহর হুলুস্থুল।
ভূপতি ভাবিল ভয় ভাঙ্গিতে দেউল॥
নির্ঘাত শবদে কেহ বজ্রাঘাত কয়।
হুতাসে হুটুরে কেহ দিশাহারা হয়॥
ভয় পেয়ে ভাবে সবে ভবানীর পা।
রাজা বলে বুঝি বা বিমুখ হোলো মা॥
দূতে আজ্ঞা দিল আগে ঈশ্বরীর স্থান।
সহরে সত্বরে সত্য সমাচার আন॥
শুনি সবে সর্ব্বাণীসদনে শীঘ্র ধায়।
অদ্ভুত আকার বেশ বীর দেখা পায়॥
মালার মহিমা বুঝি মত্ত মহাবীর।
আনন্দে নাচিছে বেড়ে দেবীর মন্দির॥
হেন কালে এল যত কোটালের ঠাট।
দেখিয়া কুপিল কালু নিবারিল নাট॥
দেখিল দেউল ভাঙা দেবী নাই ঘরে।
দাঁড়ায়ে কোটাল সব অনুমান করে॥
ভেকধারী ভূতলে ভূতলে এই ভণ্ড।
প্রমাদ পেড়েছে পুরী করে লণ্ডভণ্ড॥
আগে কয় কেমন গোসাঁই তুমি কে।
বীর বলে আগু এসে পরিচয় নে॥
কর্পূরধল রাজার কেবল আমি কাল।
এত শুনি কোপে কিছু কহিছে কোটাল॥
বেশ দেখি বিমল বিশেষ এত সই।
বীর বলে তেমন ভিক্ষুক আমি নই॥
জানিবে যেমন হনু প্রবেশিয়া লঙ্কা।
জন্মালো রামের দূত রাবণের শঙ্কা॥
তার শিষ্য সংসারে বিজয়ী লাউসেন।
কাঙুর জিনিতে আইল করি শুভক্ষণ॥

মোকাম করিল রাজা ব্রহ্মপুত্রধারে।
কর্পূরধলে বেঁধে নিতে পাঠাইল মোরে ॥
সেনের নফর আমি নাম মোর কালু।
কান্ধে পাবি পরিচয় কথাগুলা আলু ॥
মায়াধারী ব্রহ্মচারী বেশ যে কারণে।
বুঝিবে দেউল ভাঙা দেবীর গমনে ॥
এখন রাজাকে তোর বুঝাগে বিশেষ।
কর দিয়া রাজায় রাখুক নিজ দেশ ॥
নতুবা লঘুতা হবে লয়ে যাব বেন্ধে।
শুনি কোপে কুটিল কোটাল কয় কেন্দে ॥
মাথার উপরে কেবা ধরে ছুটা মাথা।
এদেশে অপর আসি ধরাইবে ছাতা ॥
লোম বিনে নাপিত বেড়ায় ঝুলি ঝুলি।
আভার কান্ধে সভা মলো মাধার কান্ধে ঝুলি ॥
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
লম্পট ভূতলে বেটা করে দেখ তোরা ॥
পলারে পরাণ লয়ে পাপী উদাসীন।
বীর বলে তোতোকে তালাক তিন তিন ॥
পরাণ থাকিতে তুই ক্ষমা যদি দি।
জায়া তোর জননী জননী নিজে নিস্ ॥
কহিতে কহিতে কালু দিলেন দাদাল।
ঘনরাম ভণে ধর্ম্মসঙ্গীত রসাল ॥

বেশ ছাড়ি বীর কালু কোপে তাপে তেড়ে।
ঝুটিনাড়া দিয়ে নিল ঢাল খাঁড়া কেড়ে ॥
চমৎকার পড়িল চৌদিকে ধাওয়াধাই ॥
বাজে ঘোড়া কাড়া নাড়া টমক্ টেমাই ॥
সাড়া শুনি শীঘ্র সবে সমরে তৈনাত।
মজুত অযুত যূথ যুঝে হাতেহাত ॥
এক চাপে রোষ যত কোটালের ঠাট।
দামালে দুহাতে কালু জুড়ে এল কাট ॥

আর না পাসরে রণে কোটালের সেনা।
সাহসে কালুর সনে রণে দিল হানা॥
ঝুপ্ঝাপ্ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাড়ে গুলিশর।
ঢাল খাঁড়া বীর কালু বায়ে করে ভর॥
চৌদিকে চাপিয়া গুলি বাজে দুমাদুম্।
সামালি সমরে সেনা হানে দামদুম্॥
মণ্ডুকমণ্ডলী মাঝে মত্ত যেন সর্প।
কুঞ্জরনিকরে যেন কেশরীর দর্প॥
সেইরূপে সেনামাঝে বীর বান্ধে রিষ।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ॥
ঝন্ঝান্ ঝাঁকে খাঁড়া টান টান টাঙ্গি।
ঠন্ ঠান পড়ে মাথা পাগ বান্ধা রাঙ্গি॥
শন্ শান্ শুনি শুধু শরের শবদ।
একা কালু এক লক্ষ রণে বিশারদ॥
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায়॥
কাটা যেতে তখনি ত্রিভাগ হয় তনু।
যেবা ছিল অর্দ্ধেক মরিল তার অণু॥
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কান।
আঁতটা বেরুল কারু কেহ খাবি খান॥
বীরের বিক্রমে কেহ নাহি বান্ধে বুক।
কেহ বলে এতকালে ভবানী বিমুখ॥
তরাসে তরল কারু গায়ে এল তাপ।
হতাশে হুটুরে কেহ বলে বাপ বাপ॥
সবে খেলে বিরাড় বীরের খেয়ে তাড়া।
প্রমাদে পালালো সবে ফেলে ঢাল খাঁড়া॥
কেহ বা কাতর হয়ে দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেন্দে ছেন্দে ধরে বীরের পা দুটা॥
কোটালে কাতর দেখে কালু কৃপাবান।
পশ্চাতে পালালো সবে হাতে করে প্রাণ।

রাজার হুজুরে হয়ে শিরে হানে ঘা।
বিবরণ বলিতে বদনে বাধে রা॥
রাজা বলে ভয়হেতু হয়েছে হুতাশ।
দেহ চুয়া চন্দনাদি চামর বাতাস॥
আজ্ঞা মত সেবিতে হইল সচেতন।
ভূপতি সুধান তারে যতেক কারণ॥
জোড়হাতে কোটাল কহিছে সবিনয়।
মজুত অযুত সেনা রণে হোলো ক্ষয়।
একবেটা ব্রহ্মচারী মায়াধারী ভোজ।
মিছা খায় ক্ষীরখণ্ড খই কলা রোজ॥
বাড়া বাড়া বিরূপ বচন বেটা বলে।
কামরূপ মহীম জিনিব ছলেবলে॥
কেবা জানে লাউসেন ময়নাতে ঘর।
সে কি সাধিতে চায় কাঙুরের কর॥
ভেকধারী ভূতুলে বেটা তার নিজ দাস।
সমরে সকল সেনা করিল বিনাশ॥
যেরূপ বিরূপ বলে বলা নাহি যায়।
রাজা বলে বিধাতা বিমুখ বুঝি তায়॥
কোপে তাপে কর্পূরধল কালিকার সুত।
যুগান্তের যম যেন দেখিতে অদ্ভুত॥
সঘনে কম্পিত অঙ্গ পাসরে আপনা।
শত শত নয়নে নিকলে অগ্নিকণা॥
সেনের সহিত সন্ত শমনসদনে।
পাঠায়ে পার্ব্বতীপদে পূজা দিব রণে॥
তখন কোটাল কহে সমাচার শুন।
দেবীকে তাড়িয়ে বেটা জপে জনার্দ্দন॥
হুলুস্থুল সহর শুনিয়া সেই শব্দ।
এত অমঙ্গল শুনি রাজা হৈল স্তব্ধ॥
অর্জ্জুন ভারতভূমে ছিল মহাশূর।
গোবিন্দ গোলোক যেতে গর্ব্ব গেল দূর॥

সুরাসুর ত্রিলোক জিনিল রক্ষপতি।
যাবত লঙ্কায় তার ছিল ভগবতী॥
ভবানী ছাড়িতে পুরী হৈল লণ্ডভণ্ড।
কেবা নিল সম্পদ সে সব ছত্রদণ্ড॥
ভাবিতে ভাবিতে ভয় শরীরে সান্ধায়।
দেবীপদ ভাবি কান্দে কর্পূরধল রায়॥
কাতর কিঙ্করে ছেড়ে কোথা গেলে মা।
কি পাপে না পাই দেখা পরিসর পা॥
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে লোহ।
প্রবোধে পণ্ডিত সব পরিহর মোহ॥
কোন কালে কামাখ্যা না ছাড়িবে কাঙুর।
পুরাণে পেয়েছি তার প্রমাণ প্রচুর॥
বুক বান্ধ বিপদে বিবাদ বৃথা কেনে।
মনে লয় শুভ সাক্ষী শীঘ্র সাজ রণে॥
এত শুনি সাহসে সত্বর কোপবান।
কর্পূরধল রাজা সাজে কবিরত্ন গান॥

সাজিতে সেনাপতি আদেশে নরপতি
কোপে তাপে তা দেয় গোঁফে।
ঝিকি ঝিকি ঝিক্কেই ফিকি ফিকি ফিক্কেই
অসিটা উভ্ লোফে॥
করয়ে তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
রিপুগণ কম্পিত ডরে।
অরাতি পুরী মাঝ সঘনে সাজ সাজ
নিশানে নকীব ফুকারে॥
বাজে রণ দুন্দুভি কম্পয়ে সুরভূবি
হুড়্ হুড়্ হুড়ুম গোলা গাজে।
শুনি রণ ডিগ্‌ডিগ্ চমকে দশদিগ
বিবিধ বসনে বীর সাজে॥

কোমর কড়াকড়ি কসিয়া তড়বড়ি
তুরগী তুরগ তৈনাতে।
বারণে বীরবর যমদূত দোসর
চমকিত চাপি চলে তাতে॥
জোড়া কাড়া গগুর জাঠি ঝকড়া শর
সাঙ্গি শেল পরিমল চাপ।
ধাওয়াধাই ধরাতলে অনুচর দলেবলে
ধাইল ছাড়ি বীরদাপ॥
দামামা দড়মসা ধাঙ্সা ধাঙ্ ধাঙসা
ভাঙ্ ভাঙ্ রণশিঙা বাজে।
বেষ্টিত গজবাজী অষ্ট অযুত তাজী
ভূপতি চলিল গজরাজে॥
তড়বড়ি গমনে খুর ধূলি গগনে
ভুবনে একাকারময়।
আচ্ছাদে রবিপথ দিশায় না চলে পথ
রপটে রিপু ভাবে ভয়॥
ভূপতি গজরাজে গভীর গভীর গাজে
করিবর আগে আগে যায়।
ঢালি চঞ্চল চলে ঢালি পাক ফরিকালে
ধর্ ধর বলি বেগে ধায়॥
বড় গোলা বন্দুক হুড় হুড় দশ মুখ
চকিতে চমকিত শেষ।
অবনী টল টল কম্পিত কুলাচল
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ॥
মার মার কাট্ কাট্ বলিয়া যত ঠাট
কালুবীরে ধরিতে যায়।
কালু রণ সিংহজ দরপ দিগ্গজ
দৃকপাত নাহি করে তায়॥
আসিয়া চৌবেড়ে জাঠি ঝগড়া এড়ে
কোপে কালু করে বীরদর্প।

যথা গিরিশিখরে হরি করিনিকরে
শালুর সম্মুখে যেন সর্প ॥
বারণ ঘন ঘটা তরল তড়িতছটা
ধরাসম বরিষে গুলি তীর।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ সঙ্গীত বিরচন
যার জীবন রঘুবীর ॥
মার মার কাট্ কাট্ চৌদিগে চোট্ পাট্
চালিয়া চঞ্চল ঢাল।
বীর বাছি রিষ দশ বিশ ত্রিশ
হানিছে মারিছে হাঁফাল ॥
শর শেল গুলি আথালি পাথালি
সামালে সমরে কালু।
সেনাগণে হানে যেমন কৃষাণে
কাটে কলা ওল আলু ॥
মাহুতের মুড় মাতঙ্গের শুঁড়
হানিছে এক এক চোটে।
যতেক জাঙ্গড়া জড়াইয়া ঘোড়া
ঘোড়া সনে রণে লোটে ॥
তবু অকাতর নৃপতি লস্কর
দুস্কর সাহস করে।
অতি ঝাঁটাঝাঁটি করে কাটাকাটি
কালুর সঙ্গে সমরে ॥
একাকার ধূম হুড়ুম হুড়ুম
শব্দে ছোটে বড় গোলা।
রাজা বলে মার্ কামানে বেটার
হাড় মাস করে তেলা।
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে শার্ঙ্গী শেল রাখে
ঝপ ঝাপ্ রাখিছে শর।
তীর গুলি আদি ঢালেতে সমাধি
বীর বায়ে করে ভর ॥

সেনা সব সাথে দাদলি দু হাতে
কালু করে কাটাকাটি।
বীর দন্তে লম্ফে নৃপতির অম্পে
কম্পে কাঙুরের মাটী॥
পরের নিশান শুনি শন্ শান্
ঝন্ ঝান্ ঝাঁকিছে খাঁড়া।
টাঙ্গি টন্ টান্ হানিছে ঠন্ ঠান্
সেনাগণে দিয়া তাড়া॥
রাহুত মাহুত হানিছে যুথে যুথ
শ্রীযুক্ত কালু খণ্ডাতি।
ছাড়ে সিংহনাদ শুনি পরমাদ
হুতাশে হুটারে হাতী॥
বীর যমরাড় বুঝিয়া বিরাড়
বিপদে না বান্ধে বুক।
সবে দিলে ভঙ্গ যেমন ভুজঙ্গ
বিনতাসুত সম্মুখ॥
পিছে ফেলি ঢাল পালাতে ভূপাল
হাঁকাল মারিয়া বীর।
একই রপটে ভূপতির জটে
ধেয়ে ধরে কালু বীর॥
বিরাটের দ্রোহে দক্ষিণ গোগৃহে
নৃপতি সুশর্ম্মা বীরে।
জিনিয়া মহিম হাতে গলে ভীম
বেন্ধে দিল যুধিষ্ঠিরে॥
সেইরূপ বলে রাজা কর্পূরধলে
হাতে গলে নিল বেন্ধে।
ধনুকের হুলে কান্ধে লয়ে চলে
সব শোকাকুল কেন্দে॥
সেনে আসি বীর নোয়াইল শির
কহে লহ কর্পূরধলে।

শুনিতে আনন্দ সেন শরবন্দ
বীরে দিয়ে ধন্ত বলে ॥
জ্ঞানগম্যচিত শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত
দ্বিজ ঘনরাম ভাষে।
গানে নিরমল বাঞ্ছা সিদ্ধ ফল
স্মরণে পাতক নাশে ॥

অধোমুখে ভূমে পরে রাজা কর্পূরধল।
উপজে সেনের দয়া শরীর কোমল ॥
কালু কহে মহারাজ দিবে নাহি ছেড়ে।
বড় দুঃখ দারুণ দিয়াছে ভেড়ের ভেড়ে ॥
এত শুনি সবিনয়ে সেনের সম্মুখ।
কাতর হইয়া কহে কাঙুরের ভূপ ॥
যা ছিল ফলিল দুঃখ আমার ললাটে।
রাখ রায় বিষম বন্ধনে বুক ফাটে ॥
যা কিছু করিবে আজ্ঞা নবে অন্যমত।
বীর কালু বলে আগে নাকে দাও খত ॥
দয়াশীল সেন কহে না বলো নিঠুর।
বীর কালু রাজার বন্ধন করে দূর ॥
ঘুচাইয়া বন্ধন সম্ভাষে দুইজন।
লাউসেন বলে শুন শুন হে রাজন ॥
দূর কর অভিমান দৈবে সব করে।
ইন্দ্র কেন বন্দী হোলো রাবণের ঘরে ॥
দুর্য্যোধন সম কে সংসারে ধরে গর্ব্ব।
তবে কেন তারে বেন্ধে লইল গন্ধর্ব্ব ॥
দৈবগতি দশাদোষ নিদারুণ দুঃখ।
জরাসন্ধ কারাগারে কতেক ভুভুখ ॥
থাকুক সেসব শুন শেষ সমাচার।
এই ভূমে ভোগ ছিল কতেক রাজার ॥

কত কত যুগে যুগে যত মহাতেজা।
সাম্প্রতিক এই কালে কতো হোলো রাজা ॥
যুধিষ্ঠির জরাসন্ধ কুরু মহাবল।
উগ্রসেন আদি ধন্য পরীক্ষিত নল ॥
স্বর্গে গেল সবাই পালিয়া বসুমতী।
অবনীমণ্ডলে এবে রাজা গৌড়পতি ॥
প্রতাপে যতেক দেশ জয় করি ভূপ।
আজ্ঞা দিল আমারে জিনিতে কামরূপ ॥
কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর ॥
এত শুনি কন কিছু রাজা কর্পূরধল।
বুঝেছি বিশেষ যত ভূপতির বল ॥
বাহুবলে অর্জ্জুন বিজয়ী দেশে দেশে।
এদেশে আসিয়া কেন ফিরে গেল শেষে ॥
কাঙুর কেবল জান কৈলাস বিশেষ।
তুমি ভক্তজন তেঁই করেছ প্রবেশ ॥
অথবা আমার ভাগ্য আছিল অধিক।
পুরট পঙ্কজ হারে গাঁথিব মাণিক ॥
কি কব করের কথা জয়পত্র লিখে।
সঁপিনু সকল সৃষ্টি সদাশয় দেখে ॥
কলিঙ্গ কুমারী কন্যা কুলকমলিনী।
গুণবতী সুলক্ষণা ভুবনমোহিনী ॥
কাঁচাসোনা শরীর শরৎশশীমুখী।
তুমি হৈলে জামাতা সংসারে হই সুখী ॥
আজ্ঞা পেলে দান করি গুণবতী বালা।
বীর কালু বলে তবে দেহ বরমালা ॥
সেনের স্মরণ হলো হনুর ভারতী।
সবার স্বরূপ বুঝি দিল অনুমতি ॥
তবে রাজা মালা দিলা আনন্দে বিভোল।
নত হয়ে জামাতা শ্বশুরে দিল কোল ॥

ডোমগণ তখন নোয়াল আসি শির।
মোর দোষ মাপ কর বলে কালুবীর॥
রাজা বলে ধরণী ধরেছে তোমা ধন্য।
বিপদে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগণ্য॥
করেছ লুণের কর্ম্ম প্রভু আজ্ঞা পালি।
শুনি বীর কালু করে কৃতাঞ্জলি॥
তবে সবে বসিল পরম প্রীতি পেয়ে।
সেন কৈল সঙ্কেত কালুর পানে চেয়ে॥
চাহিতে বুঝিল কালু সচতুর রাজ॥
নৃপে কহে শুভ কর্ম্ম আর কেন ব্যাজ॥
শুভক্ষণ করি রাজা দান কর ঝি।
কর্পূরধল বলে তাহে অন্যমত কি॥
আগে কিন্তু বারেক বাড়ী হৈতে আসি।
অনুচিত এখানে সহসা শেষ ভাবি॥
সঙ্কেত কহেন কালু আমি যাই সঙ্গে।
সেন বলে অনুচিত এত মান ভাঙ্গে॥
চতুরে চতুরে কথা চক্ষে চক্ষে পেয়ে।
ভূপতি বিদায় হোলো মহা প্রীতি পেয়ে॥
প্রবেশ করিতে পুরী উঠে জয়ধ্বনি।
আনন্দে বিভোল সবে হলো দেখি শুনি॥
যেখানে বসিয়া রাণী কলিঙ্গা সহিত।
সেইখানে মহারাজ হলো উপনীত॥
আনন্দে বিভোলা রাণী নিরখিয়া ভূপে।
রাজা বলে শুন প্রিয়া এসেছি যেরূপে॥
শুনগো কলিঙ্গা বাছা বিবরিয়া বলি।
আজ্ঞা কর বলে বালা হয়ে কৃতাঞ্জলি॥
মায়ে ঝিয়ে বসে শুনে বলে নরপতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী॥
রাজা বলে বীর কালু লয়ে গেল বেন্ধে।
কলিঙ্গা বলেন বাপা শুনে মরি কেন্দে॥

কহ বাপা কিরূপে তরিলে তার পর।
রাজা বলে ছেড়ে দিল দয়ার সাগর ॥
লাউসেন মহামতি ময়নার ভূপ।
যার এক নফরে জিনিল কামরূপ ॥
রূপে গুণে অনুপম কুলে কলানিধি।
সেই পাত্রে তোমা কন্যা নিয়োজিল বিধি ॥
অঙ্গীকার করেছি আপনি দেহ সায়।
তবে ধন ধরণী ধরম রক্ষা পায় ॥
না কয় কলিঙ্গা কিছু লাজে অধোমুখী ॥
অন্তরে আনন্দ উঠে অতিশয় সুখী।
রাণী বলে কুলের পদ্মিনী ওই বালা।
না করো মাথায় নাথ কলঙ্কের ডালা ॥
এ বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ।
পরাজয় হয়ে কন্যা দিলো মহারাজ ॥
কলঙ্ক না করো কুলে কন্যা কর বই।
বরঞ্চ সকল ছেড়ে দেশান্তরি হই ॥
কোথাকার বরে তুমি দিতে চাও ঝি।
বাপ হয়ে জলে ফেলে আনে কব কি ॥
রাজা বলে হেদেরে অবোধ মাগী শুন।
কেবা ধরে সংসারে এমন রূপ গুণ ॥
দক্ষিণ ধরণী পতি ধর্ম্মশীল বড়।
মহারাজা কর্ণসেন কুলেশীলে দড় ॥
তার পুত্র লাউসেন ধর্ম্মের সেবক।
হেন বরে কন্যা দিলে রয়ে যায় সক ॥
দনুজারি তনুজ জিনিয়া রূপবান।
গুণে মহাগুণী ধনী কুবের সমান ॥
জাম্ববান পরাজয়ী যদুপতি রণে।
জাম্ববতী দিয়া কেন পড়িল চরণে ॥
কেবা না সংসারে ঘোষে তার পুণ্যবল।
পাত্র বুকে কন্যা দিলে কুলের উজ্জ্বল ॥

কলিঙ্গা বলেন তুমি কন্যাকর্ত্তা বট।
ঘাটী কর সম্বন্ধ সভায় হবে ঘাট ॥
কিন্তু বাপা আপনি করিলে যার নাম।
সত্যি যদি সে হয় সিদ্ধ মনস্কাম ॥
মায়েরে কহেন ত্যজ মনের বৈরাগ্য।
সে জন জামাতা কত পুরুষের ভাগ্য ॥
শালে যে শরীর ত্যজি পুজিল শ্রীধর্ম্ম।
সেই সাধ্বী জননী জঠরে যার জন্ম ॥
যার লাগি পুজি নিত্য ভবানী শঙ্কর।
কহিনু মনের কথা সেই প্রাণেশ্বর ॥
ময়নামণ্ডল পতি কিম্বা অন্যজনা।
বিশেষ বুঝহ বাপা করিয়া মন্ত্রণা ॥
ব্যাপক ঘটক করি কুলপুরোহিত।
প্রধান পণ্ডিত লহ বুঝাইতে নীত ॥
নিরানন্দ হইল দ্বন্দ্বে মনোবন্ধ সব।
বিবাহ মঙ্গল কার্য্য মহামহোৎসব ॥
অশৌচান্তে পৌষমাস করে শুক্রবৃদ্ধি।
অতিচারে বৃহস্পতি পরে কালাশুদ্ধি ॥
শ্রীহরিশয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।
বৎসরেক বিবাহ বিলম্ব কর রায় ॥
নতুবা ইহার কিছু কর প্রতিকার।
শুনেছি সংসারে তুমি ধর্ম্ম অবতার ॥
শুনিলে জিয়াবে সেনা যদি হয় সেন।
সেনা হলে এখানে না রবে একক্ষেণ ॥
এ সব লক্ষণ পেলে এনো সমাদরে।
রাণী বলে এত তেজ কন্যা কেবা ধরে ॥
আপনি অখিলপতি গোকুলে গোপাল।
বিষজলে মরেছিল জিয়াল রাখাল ॥
অপরঞ্চ রামলীলা রাক্ষসের বাণে।
মরে মাত্র প্রাণ পেলে যত পশুগণে ॥

তারা সব দেবতা বর্জিত বাল্য জরা।
কে কোথা মানুষ হয়ে জিয়াইছে মরা॥
কলিঙ্গা কহেন নয় সামান্য মানুষ।
ধর্ম্মের সেবক শুদ্ধ পরম পুরুষ॥
মতি যার ঈশ্বরে অসাধ্য তার কি।
রাণী বলে এত তত্ত্ব কোথা পেলে ঝি॥
কলিঙ্গা কহেন মাতা জানি সর্ব্বভাবে।
সংক্ষেপে কহিনু সার সাক্ষী তার পাবে॥
এত শুনি রাজরাণী আনন্দে উথলে।
ঘটা করি ভূপতি চলিলা হালাহোলে॥
আসিয়া সেনের কাছে হোলো উপনীত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥

সেনে সম্বোধিয়া কত কন রাজসভাসদ
প্রধান পণ্ডিত পুরোহিত।
দেশের পরম শ্লাঘ্য ধন্য ভূপতির ভাগ্য
এখানে আপনি উপনীত॥
শ্রবণে তোমার নাম লাউসেন অনুপম
গুণধাম ধর্ম্মের সেবক।
ধর্ম্মপুজা প্রকাশিতে এলে ধন্য ধরণীতে
স্বর্গ ত্যজি কশ্যপবালক॥
চক্ষু কর্ণে বিসম্বাদ ঘুচিল সে সব সাধ
সাক্ষাতে দেখিনু রূপসীমা।
অনন্ত ধর্ম্মের ভক্ত তুমি সে জীবনমুক্ত
কেবা শক্ত কহিতে মহিমা॥
প্রসঙ্গে পাতক ক্ষয় সাধু সাধু সদাশয়
পরম পুরুষ পরায়ণ।
শালে ভর দিয়া রাণী রঞ্জাবতী তপস্বিনী
কোলে তোমা পেলে সুনন্দন॥

এই কর্পূরধবল রাজা করিবে তোমার পূজা
কলিঙ্গা অঙ্গজা দিয়া দান।
বিবাহ মঙ্গলময় তাহে মহা দুঃখোদয়
মহাশয় কি করি বিধান ॥
জ্ঞাতি বন্ধু রণে নাশ অশৌচান্তে পৌষ মাস
অস্ত অতিচারি বৃহস্পতি।
শুক্র অস্ত বাল্যবৃদ্ধি গুর্ব্বদিত্য কালাশুদ্ধি
পরে মলমাস কাল গনি ॥
বৎসর বিরাম কর নহে নিবেদন ধর
কর কিছু ইহার উপায়।
প্রভু যার ধর্ম্মরাজ কি তার অসাধ্য কাজ
যুবরাজ রাখ এই দায় ॥
মৃতসেনা প্রাণ পায় তবে সে সুসিদ্ধ রায়
বিবাহে মঙ্গল মম কর্ম্ম।
শুনিয়া বিনয় বাণী সেন বলে পুটপাণি
ভাল প্রভু আছেন শ্রীধর্ম্ম ॥
অজ্ঞ অকিঞ্চন অতি দীনহীন ক্ষীণমতি
আমি কি করিব এই কাজ।
তোমা সবাকার পুণ্যে জিয়াব সকল সৈন্যে
আপনি ঠাকুর ধর্ম্মরাজ ॥
শুনিয়া সেনের কথা সবে ভাবে এ দেবতা
মরা যদি প্রাণদান পায়।
সবে হরিধ্বনি করি বিদায় হইল পুরী
প্রবেশিলা ঘনরাম গায় ॥

প্রাণ পাবে যতো সেনা রণে হলো ক্ষয়।
শুনিয়া সকল লোক ভাবিল বিস্ময় ॥
অতিশয় আনন্দে কলিঙ্গা হর্ষমনা।
রাজা লাউসেন হেথা করেন ভাবনা ॥

সেন বলে সভা মাঝে কহিনু বিষম।
কহ দেখি কালু হে কিরূপে রহে ভ্রম ॥
বিনয়ে বলেন বীর বুকে জোড়হাত।
কি তার অসাধ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম যার নাথ ॥
বিপদেতে দ্রুপদকন্যার লাজধর্ম্ম।
যে জন করিল রক্ষা ভাব সেই ধর্ম্ম ॥
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রক্ষা কৈল যে।
তিন লোকে তা বিনে তরাতে আছে কে ॥
ভক্তের বিবাহ শুনি আনন্দিত মন।
ঠাকুর বলেন তবে পবননন্দন ॥
অবিলম্বে আপনি অমরাবতী চল।
অভিলাষ আমার ইন্দ্রকে যেয়ে বল ॥
কামরূপে কেবল করিয়া কৃপাদৃষ্টি।
ক্ষণমাত্র রণভূমে কর সুধাবৃষ্টি ॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন।
ইন্দ্রকে যাইয়া কহে সব বিবরণ ॥
আজ্ঞা পেয়ে সুরপতি সাজিয়া সত্বরে।
করিল অমৃতবৃষ্টি অবনী কাঙুরে ॥
মার্ মার্ করে ওঠে যত রাজসৈন্য।
সবে বলে সাধু সাধু সেন ধন্য ধন্য ॥
ভূপতি পাইল সাক্ষী কলিঙ্গার কথা।
মনে করে কন্যা মোর কুলের দেবতা ॥
দোঁহে বুঝি দেবলোকে আছিল আলাপে।
এবে এই অবনী এসেছে অভিশাপে ॥
এত ভাবি রাজা রাণী আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে আনালে করিয়া চতুর্দ্দোল ॥
বাসা দিল বিচিত্র বরণ বাড়ী ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর ॥
উথলে আনন্দে অতি কলিঙ্গার মনে।
রাজরাণী বিভোল বিবাহ আয়োজনে ॥

মনের সন্তাপ তবু নাহি যায় দূরে।
দেবের দেবতা দুর্গা দেবী নাহি পুরে ॥
অভিষেক কত্তেক কঠোর তপে মাতা।
কৃপাময়ী ঈশ্বরে কাঙুরে অধিষ্ঠাতা ॥
মহাপূজা দিল রাজা বিবিধ বিধানে।
দেবী হৈল প্রসন্না কলিঙ্গা সম্প্রদানে ॥
নানা পন্থে বাদ্য বাজে মুরজাদ্য করে।
মঙ্গল মাদল ঢোল মৃদঙ্গ মন্দিরে ॥
দামাদামি দগড়ী দগড় জগঝম্প।
সানি সিঙ্গা করতাল কাঁসি বড়দম্ফ ॥
খমক খঞ্জরী বীণা পিণাকের তানে।
গুণিগণ গদগদ গোবিন্দ গুণগানে ॥
কোনখানে তালমানে নাচিছে নর্ত্তকী।
মনোহরা অপ্সরা সমান শশীমুখী ॥
কলিঙ্গার বিবাহে বিভোল সর্ব্বজনা।
রাজপুরে হুলাহুলি মঙ্গল বাজনা ॥
সখীগণ আনন্দে হরিদ্রা দেয় গায়।
সমাদরে কন্যাবর ক্ষীরখণ্ড খায় ॥
শুভক্ষণে ভূপতি বসিল অধিবাসে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে ॥

বিচিত্র চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া ফেলে সপ
প্রসন্ন পরম যতনে।
কুটুম্ব বন্ধুগণে আনায়ে নিমন্ত্রণে
বসাল বিচিত্র আসনে ॥
সুপন্থ বাজে বাদ্য মৃদঙ্গ মুরজাদ্য
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে যতেক সখীগণে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলি ॥

কলিঙ্গার বিবাহ উল্লাসে।
সবিতা সমছটা সম্মুখে দ্বিজঘটা
রাজা বৈসে অধিবাসে॥
আরোপি হেমঘটে প্রথমে পাণিপুটে
পূজা প্রণাম কৈল তুষ্টি।
হেরম্ব দিনপতি হরিহর হৈমবতী
প্রজাপত্যাদি গৃহষষ্ঠী॥
ব্রাহ্মণে বেদ রটে গন্ধাদি হেমঘটে
পরশ করি শেষকালে।
শুভাধিবাসনমন্ত্র বলিয়া যত বস্ত্র
ছোঁয়াল কন্যার কপালে॥
মঙ্গল মহী আদি প্রশস্ত পাত্রবিধি
সুশিলা ধান্য দূর্ব্বা ফল।
কুঙ্কুম ঘৃত দধি স্বস্তিক যথাবিধি
সিন্দুর সিন্ধুজ যে কজ্জল॥
সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপা সোনা
হরিদ্রাদি অলক্তক বাস।
দর্পণ সরষপে চামর ধূপ দীপে
করিলা মঙ্গলাধিবাস॥
মঙ্গল দ্রব্য যত বেদের বিধিমত
ছোঁয়ায়ে থুল হেম থালে।
করে মঙ্গল সূত্রে বন্ধন কৈল মাত্র
অপরূক ঝারা ভালে॥
মঙ্গলা নারীগণে লইল নিকেতনে
কন্যা সে কণক চন্দ্রিকা।
ভূরি সংকল্প নৃপ পুজিয়া গণাধিপ
গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা॥
বসুধারাদি সুখে করিয়া নান্দীমুখে
ব্রাহ্মণে দান কৈল পুজা।

সেনের এই বিধি যে কিছু মঙ্গলাদি
করিল লাউসেন রাজা ॥
বুঝিয়া শুভ লগ্ন আনন্দে হয়ে মগ্ন
জামাতা আনি পুরস্কার ।
বসন নানা রত্নে বরণ করি যত্নে
করিতে নিল স্ত্রীআচার ॥
শ্রীগুরু পদারবিন্দ বন্দিয়া সদানন্দ
ব্রাহ্মণ ঘনরাম গান ।
সবার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন প্রভু তূর্ণ
নায়কে হইবে কৃপাবান ॥

উল্লাস বাজনা চিত্র আসন উপরে ।
শশীমুখী সকল বরিতে আইল বরে ॥
কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই ।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই ॥
করভঙ্গী করিয়া ধরিছে কত তানে ।
বরের বদনবিধু বরে ঢাকে পানে ॥
মুখে দিয়া তাম্বূল সেনের সেকে গাল ।
সাতবার বরিল ঘুরায়ে হেমথাল ॥
সাজায়ে সাতাস কাটি সর্ব্ব সখী লয়ে ।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা ।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা ॥
দুহাতে ঘুরায় পান লাজে অধোমুখী ।
বসনে বরের মুখ ঢাকে যত সখী ॥
বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত ।
দুজনে বদলে মালা পাশরিয়া হাত ॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভ হাত তুলি ।
বরে ফেলাইয়া মারে সগুড় চাউলি ॥
চারি চক্ষে চঞ্চল চাহিল কন্যাবরে ।
কামিনী সকল তায় কত রস করে ॥

নারীর নাপান তান সদাই নূতন।
বিশেষে বিবাহ বাদ্যে বাড়ে দশগুণ॥
সোহাগে যোগাল এনে ঔষধের ডালা।
না করে আবেশ তায় ভূপতির বালা॥
মনে করে স্বামীর সেবায় সিদ্ধশালী।
কি কাজ ঔষধ আশা কলঙ্কের ডালি॥
সেবা ভক্তি সাধনে প্রবল পুণ্য যশ।
ঔষধে কি গোবিন্দে গোপিকা কৈল বশ॥
ভুলাতে নারিল যারে হেমন্তের ঝি।
হেন জনে ও সব ঔষধে করে কি॥
এত ভাবি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনির বেলা॥
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলিময়॥
শুভক্ষণে কন্যাবরে করিল ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর শব্দ উঠে জয়ধ্বনি॥
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়া জলধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রীআচার সারা॥
বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া॥
যৌতুক দক্ষিণা দান দিল নানা ধন।
রাজা হলো অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ॥
সায় হলো সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিন্দূর॥
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বাঁধে গাঁটছড়া॥
যেন লক্ষ্মী নারায়ণ শচী পুরন্দর।
স্বয়ম্ভু সাবিত্রী কিবা ভবানী শঙ্কর॥
বেদগান বিপ্রগণে বলে উচ্চস্বরে।
তেমতি কলিঙ্গা কন্যা লাউসেন বরে॥

স্বামীকে বশে রাখতে ঔষধের ডালি ... ২৭।

সর্বত্র প্রচলিত

সিঁথিতে সিঁদুর দে...

লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী॥
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে॥
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতমান রায়।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল বিভা হৈল সায়॥
পতিপুত্রবতী কন্যা ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়া জলধারা॥
ক্ষীরখণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে॥
আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হবো বাড়ী॥
অপর আপনি আইস রাজার সাক্ষাতে।
হালাহোল করিয়া আসিবে অচিরাতে॥
নরপতি হরিষ বিষাদে দিল সায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

নানা ধনে বিদায় করিল জামাতার।
বসন ভূষণ হেম হীরা মণিহার॥
যতনে রতন পেড়ি ভূপতির নারী।
সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ী নমস্কার॥
ভূপতি জরদ জোড় জরিপট্ট শাল।
নানা ধনে ডোমগণে করিল নেহাল॥
ব্রাহ্মণ নৃপতি নারী আরাধ্যা অপরে।
সবাকার চরণ বন্দিল কন্যাবরে॥
হেমহীরা রত্নমালা কেহ দিল দান।
ব্রাহ্মণ আশিস্ দিল শিরে দূর্ব্বাধান॥
বরকন্যা বিদায়ে বিভোল সর্ব্বলোক।
জননী পাসরে কোলে মৃত পুত্রশোক॥
পথ নাহি দেখে রাণী নয়ানের লোহে।
সকল সংসার কাঁদে কলিঙ্গার মোহে॥

মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী।
ছলছল করে দুটি কলিঙ্গার আঁখি ॥
কান্দিয়া কহেন আমি কোথা যাই মা।
মায়ায় মোহিত রাণী মুখে নাই রা ॥
প্রাণের পুতুলী গৌরী পাঠায়ে কৈলাসে।
মেনকা কান্দেন যেন শূন্য দেখি বাসে ॥
সেইরূপ রাজার রমণী করে শোক।
মায়ে ঝিয়ে প্রবোধে প্রবীণ যত লোক ॥
সুপুত্র হৈলে বৈসে সভার ভিতর।
সেই কন্যা ধন্যা যে স্বামীর করে ঘর ॥
প্রবোধ করেন সবে তবে নৃপবর।
রাজভেট দিল আর কাণ্ডুরের কর ॥
যাত্রা করে দেবীপদ করিয়া ভাবনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে হুর্হুর্ বাজনা ॥
দাসদাসী বেষ্টিত চৌদোলে কন্যাবর।
চতুরঙ্গবলে রাজা মাতঙ্গ উপর ॥
পার হলো ব্রহ্মপুত্র রাখে থানা ঘাট।
যে পথে এসেছে কালু ধরে সেই বাট ॥
প্রবেশ করিল গৌড় মোকামে মোকামে।
পড়িল কানাত তাম্বু রাজাগড় বামে ॥
রতন ভাণ্ডার তাহে বিনোদ মন্দির।
বাড়ী বেড়ে রহিল যতেক মহাবীর ॥
কলিঙ্গা রহিল তায় কিঙ্করী বেষ্টিত।
ভূপতি ভেটিতে গেলা শ্বশুর সহিত ॥
বাজে পঞ্চ কত বাদ্য বিজয় বিশাল।
চমকিত চঞ্চল সহর মহীপাল ॥
কোমর বান্ধিয়া রহে নবলক্ষ দল।
হেনকালে এল বার্ত্তা পরম মঙ্গল ॥
জয় করি লাউসেন আইল কামরূপ।
শুনিয়া সন্তাপে গেল বার দিল ভূপ ॥

শচীপতি শোভে যেন দেবতার মাঝ।
বারভূঞে বেষ্টিত বিরাজে মহারাজ॥
সেন হেন সময়ে আসিতে তাড়াতাড়ি।
রাম রাম প্রণাম ছেলাম হুড়াহুড়ি॥
বাহিরে বাহন রাখি গেল পদগতি।
ভূপতিচরণে আসি করিল প্রণতি॥
ধলনরপতি অতি হলো নতমান।
গলায় লম্বিত বাস সম্ভ্রমে দাঁড়ান॥
সম্মান করিয়া রাজা রঞ্জার নন্দনে।
এসো এসো বলি কাছে বসালে আসনে॥
রাজা বলে কও বাপু কাঙুর বিষয়।
সেন বলে তোমার প্রসাদে হলো জয়॥
সভয় সম্মুখে তব বুকে যোড়হাত।
এই কর্পূরধল রাজা কাঙুরের নাথ॥
এত শুনি আপাদমস্তক রাজা চায়।
ইহার প্রতাপ এতো শুনা যেতো রায়॥
ইহার উচিত আজি ঘোর বন্দীখানা।
লাউসেন বিনয় বচনে করে মানা॥
ধাম্মিক সরল রাজা শীল নহে বক্র।
যে কিছু শুনেছ কিছু কুচক্রীর চক্র॥
তবে যে করিল যুদ্ধ রাজব্যবহার।
তবু জয় হলো পুণ্য প্রতাপে তোমার।
সাম্প্রতিক ভূপতি তোমার বৈবাহিক।
যে হয় উচিত কর কি কব অধিক॥
এত বলি সম্মুখে রাখিল রাজভেট।
পাত্র মহামদ দেখি মাথা করে হেট॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত মনে।
এসো বন্ধু বলি রাজা বসালো আসনে॥

গৌড়পতি লাউসেন রাজা কর্পূরধল।
হাতাহাতি হালাহোল চলিল মহল॥
বাসাকে বিদায় হলো বারভূঞাগণ।
সেন আসি সম্ভাষিল মাসীর চরণ॥
আশিস্ করিয়া রাণী এসো এসো বলে।
সব সুমঙ্গল শুনি আনন্দে উথলে॥
মহারাণী বিধুমুখী কলিঙ্গা বধূরে।
আনন্দে বিভোল অতি আনে অন্তঃপুরে॥
নমস্কারি বহুমূল্য ধন দিলা বধূ।
নানা রত্ন ধন দিয়া দেখে মুখবিধু॥
বৈবাহিকে বিশেষ বাড়ালে বড় ভাব।
ভূপতি আনন্দে ভাসে পেয়ে বন্ধুলাভ॥
নানা ভোগ সম্মানে দিবস দুই যায়।
তৃতীয়ে কাঙুরপতি মাগিল বিদায়॥
পরিহাসে ভাসে রাজা বৈবাহিক সনে।
যুবতী জায়ার প্রেম পড়ে গেল মনে॥
ধলরাজ বলে তুমি বৃদ্ধ মহারাজ।
পরস্পর পরিহাসে সেন পেলে লাজ॥
নিকটে আসিয়া করে নৃপে নিবেদন।
সেনে কন্যা দিয়া তোমা নিলাম স্মরণ॥
গৌড়পতি কন ভাই স্মরণ সবার।
তুমি বৈবাহিক বন্ধু কুটুম্ব আমার॥
কালে কালে কিছু কিছু করি কর দিবে।
বিপত্তে বারতা পেলে তত্ত্ব মোর নিবে॥
শুনি অঙ্গীকার করে কাঙুরের ভূপ।
তবে রাজা সম্মান করিল কত রূপ॥
ভুবন ভরিয়া ভাসে ভূপতির যশ।
ধলরাজ হৈল তবে গৌড়রাজ বশ॥
লাউসেনে নৃপতি দিলেন পুরস্কার।
বিধুমুখী বধূরে বিবিধ অলঙ্কার॥

বারভূঞা = সামন্ত

সবারে বিদায় করি পরিতোষ মনে।
দম্পতি বন্দিল রাজা রাণীর চরণে ॥
প্রণাম আশিসে আর নমস্কার বোলে।
যথাযোগ্য জনে সনে করি হালাহোলে ॥
মোকাম মন্দিরে আসি রহিল প্রদোষে।
পরদিন প্রভাতে পরম পরিতোষে ॥
দেশে গেল ধলরাজা মোকামে মোকামে।
সন্তোষে আসেন সেন আপনার ধামে ॥
রাম শব্দ পূর্ব্বরাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে আনন্দ ॥
সদা চিন্তা করি মহারাজার কল্যাণ।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

চৌদলে চাপিল রায় দম্পতি সহিত।
দাসদাসী বীরগণ চৌদিগে বেষ্টিত ॥
লঘুগতি ভূপতি পেরুল পদ্মাবতী।
শুনিলা মঙ্গলকোটে রাজা গজপতি ॥
বিভা করি দেশে যায় লাউসেন রায়।
অমলা অঙ্গজা আমি সমর্পিব তায় ॥
রূপে গুণে অনুপাম ধর্ম্মের সেবক।
হেন পাত্রে কন্যা দিলে রয়ে যাবে সক ॥
এত ভাবি করিল অনেক আয়োজন।
অবিলম্বে আসে সেথা রঞ্জার নন্দন ॥
আসিতে মঙ্গলকোট দিনেকের বাট।
আনিতে পাঠালে পাত্র পুরোহিত ভাট ॥
ভট্ট আসি করিল সেনের গুণগান।
প্রণতি করিতে দ্বিজ দিল আশীর্ব্বাদ ॥
বিনয় বচনে সেনে বলিল বারতা।
তুমি হবে গজপতি রাজার জামাতা ॥
দুহিতা অমলা তার দ্বিতীয় ঊর্ব্বশী।
রূপরাশি অসীম বদন পূর্ণশশী ॥

শুনি রাজা কলিঙ্গার মুখপানে চায়।
শ্লেষ বুঝি সুন্দরী স্বামীরে দিল সায়॥
তবে রায় সায় দিয়া চলে রাজধানে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট বেলা অবসানে॥
আপনি আদরে রাজা অগ্র হয়ে নিল।
হালাহোলে করিয়া বিরলে বাসা দিল॥
বেদের বিধান মত অতি শুভক্ষণে।
অর্চিয়া অমলা কন্যা দিল লাউসেনে॥
দক্ষিণা যৌতুক দান কতেক সম্মান।
নানাধন ভূপতি ব্রাহ্মণে দিল দান॥
অষ্ট দিনে মঙ্গল আচরে কন্যা বরে।
বিদায় হইল রায় নবম বাসরে॥
বহুরত্ন বসন ভূষণ অলঙ্কার।
কলিঙ্গা রাণীর করে কত পুরস্কার॥
হাতে হাতে সমর্পিলা অমলা রূপসী।
বিনয় বচনে কহে রাজার মহিষী॥
সতিনী বলিয়া বাছা পাছে ছাড় দয়া।
রাণী বলে প্রাণতুল্য তোমার তনয়া॥
এত বলি দু সতীনে করিলা প্রণতি।
যথাযোগ্য জনে ধনে তুষিলা ভূপতি॥
দেব গুরু ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজারাণী।
সবারে বন্দিয়া চলে সেন মহাজ্ঞানী॥
দাসদাসী বেষ্টিত হরিষ হালাহোলে।
বরকন্যা চাপিয়া চলিল চতুর্দ্দোলে॥
পরম সন্তোষে সেন আসেন নিবাস।
বর্দ্ধমানে জানিল ভূপতি কালিদাস॥
বন্ধুগণে বেষ্টিত আসিয়া নৃপবর।
লাউসেনে আনাইল করিয়া আদর॥
দেখিয়া সেনের মুখ রাজা পড়ে ভুলে।
বরমাল্য সহসা সেনের দিব গলে॥

বলিল বিমলা কন্যা সমর্পিনু রায়।
শ্বশুর সম্ভাষ করি সেন দিল সায়॥
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজনে শয়নে সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে॥
প্রভাতে বিদায় হলো রঞ্জার কুমার।
জনে জনে ভূপতি করিল নমস্কার॥
কলিঙ্গা অমলা হাতে বিমলা সঁপিয়া।
রাজার রমণী দিল বিনয় করিয়া॥
দম্পতি সহিত সেন যথাযোগ্য জনে।
সম্ভাষি চৌদোলে চাপি চলে চারি জনে॥
আগে আগে ধায় বাজী আণ্ডীর পাথর।
হালাহোল করিয়া পেরুল দামোদর॥
সৈয়াদ মোকামে রাখি বাবুবকপুর।
আমিলা মগলমারি উচালণ দূর॥
জানাবাজে বিষ্ণুপুর দূরে রাখে রায়।
মোকামে মোকামে কত সরাই এরায়॥
কত দিনে এল সেন আপনার দেশে।
শুভ সমাচার পুরে পাঠাল বিশেষে॥
আনন্দ সাগরে ভাসে রঞ্জাবতী রাণী।
কর্ণসেন বিভোল বারতা শুভ শুনি॥
বিভা করি শ্রীরাম যেমত অযোধ্যায়।
শুনিয়া সকল লোক উভ মুখে ধায়॥
সেইরূপ ধায় যত পুরুষ রমণী।
আনন্দে অবধি নাই ময়না অবনী॥
সন্তোষে কর্পূর করে নানা আয়োজন।
দেখিতে দেখিতে রায় আইল নিকেতন॥
নানা পঞ্চ বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল।
বর কন্যা বরিতে সাজাল হেমথাল॥

পুত্রবধূ আনন্দে উথলে রঞ্জারাণী ।
ব্রাহ্মণ সকলে করে শুভ বেদধ্বনি ॥
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয় ।
মধুর মঙ্গলধ্বনি হুলাহুলিময় ॥
তাণ্ডবী তাণ্ডবে করে তাল মান গান ।
বরণ করিয়া রাণী নিছে ফেলে পান ॥
পুত্রবধূ মুকুটমণ্ডিত রত্নমালা ।
প্রধান মন্দিরে নিল দিয়া জলঝারা ॥
বধূর বদন হেরি পুলকিত প্রেমে ।
নিছনি করিল কত হীরামণি হেমে ॥
কনক অঞ্জলি কত মরকত মণি ।
মহারাজ কর্ণসেন করিল নিছনি ॥
পুত্রবধূ প্রণতি করিল পদতলে ।
রাজরাণী আশিস্ করিল কুতূহলে ॥
নমস্কারি নৌকতা যৌতুক যত ধন ।
দাসীগণ রাণীকে করিল সমর্পণ ॥
পাত্র মিত্র প্রজাগণ পরম কৌতুকে ।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল যৌতুকে ॥
ব্রাহ্মণ আশিস্ দিল শিরে দূর্ব্বা ধান ।
দম্পতি সহিত সেন হলো নতমান ॥
শেষে আসি কর্পূর লোটায়ে পড়ে পায় ।
উঠে আলিঙ্গন করে লাউসেন রায় ॥
নিরঞ্জন চরণ সরোজ আরাধনে ।
সুখাবেশে ভূপতি রহিলা নিকেতনে ॥
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ভণে ঘনরাম দ্বিজ ।
প্রভুপদ পঙ্কজে রাখিবে চিত্ত নিজ ॥
এত দূরে সম্প্রতি হৈল পালা সায় ।
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায় ॥

॥ ইতি কামরূপ যুদ্ধ পালা সমাপ্ত ॥

কানড়ার স্বয়ম্বর পালা

ধর্ম্মবলে লাউসেন জিনি কামরূপ।
নিজদেশে সুখাবেশে ময়নার ভূপ ॥
অন্তরে জানিলা প্রভু অখিলের পতি।
কলিকালে পুণ্য পারা হল্য বার্দ্ধতি ॥
হনুমানে [১]বলেন বচন[১] সম্বোধন।
পূজা প্রকাশিতে গেলা কশ্যপনন্দন ॥
এবে সে হইল মত্ত মায়ামোহপাশে।
ধন জন ধরণী রমণী রঙ্গরসে ॥
বিশেষ বিভব ভাব্য ময়নার পতি।
কলিযুগে পুণ্য পারা না হল বার্দ্ধতি ॥
হনু বলে পদতলে নিবেদন করি।
[৩]গৌড়কে পাঠায়্যা দেহ[৩] স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
তাণ্ডবে তুষিবে বুড়া ভূপতির চিত।
[৪]অনঙ্গে অবশ[৪] রাজা হইব মোহিত ॥
জরাকালে যুবক জনার মনোফল।
বিবাহ কারণ রাজা হইব পাগল ॥
[৫]অনুমতি দিব তায় মূর্খ মহামদ।
কানড়া বিবাহ হেতু করিব আপদ ॥[৫]
সর্ব্বকাল সেবে সেই শঙ্কর পার্ব্বতী।
কেবল কামনা করে লাউসেন পতি ॥

১—১ ঠাকুর বলেন
২—২ পাঠাও সাহস করি
৩—৩ অনঙ্গ আবেশে
৪—৪ অনুমতি দেবে তায় পাত্র মূঢ়মতি।
কানাড়া করিতে বিভা বাড়িবে দুর্গতি ॥
৫—৫ দুর্ব্বুদ্ধি বর্দ্ধিত পাত্র দিবে অনুমতি।
হরিপাল তনয়া আছেন রূপবতী ॥

[1]এই হেতু সেনে কত ঘটিব দুর্গতি।
তবে প্রচারিবে প্রভু পূজার পদ্ধতি ॥[1]
[2]এত শুনি আদেশিলা অখিল রমণী।
কনক পিতিমা হেন প্রবেশে কামিনী ॥[2]
ঠাকুর কহেন [3]তারে শুন[3] বিদ্যাধরী।
আজি কর তাণ্ডব অবনী অবতরি ॥
সুবেশা হইয়া শীঘ্র সাজ গৌড়পুরে।
মোহিতে রাজার মতি রতিপতি শরে ॥
যতনে রতনে রামা কর সাজ কাজ।
রাজা নয় যুবক বয়সে নাঞি গাছ ॥
লুল্যাছে[4] গায়ের মাংস নাঞি দন্ত লেশ।
সবে মাত্র ভরসা তোমার নাঙ্গবেশ ॥
শুনিয়া[5] অপূর্ব্ব বেশ ধরে দিব্যাঙ্গনা[6]।
খঞ্জনগঞ্জন চারু চঞ্চলালোচনা ॥
কটাক্ষ কামের বাণ কামধনু ভুরু।
মৃগরাজ জিনি মাঝা রামরম্ভা উরু ॥
মুনি মনোমোহিনী মদন মনোরমা।
অতুল[7] তরুণী তনু তুল্য তিলোত্তমা ॥
দাসীহস্তে দর্পণ দেখিছে মুখ ছায়া।
মনে করে মহীন্দ্রে[8] মোহিব মাত্র যায়া ॥

১—১ এই হেতু যতেক হইবে দুরাদুর।
সমাধিবে লাউসেনে শুনহ ঠাকুর ॥
সেনে যত সঙ্কটে পাঠাবে মূঢ়মতি।
উদ্ধারিয়া প্রচারিবে পূজার পদ্ধতি ॥
এত যদি বীরের বদনে বাক্য রটে।
ঠাকুর বলেন সার উপযুক্ত বটে ॥
২—২ এত শুনি আদেশিতে অখিলের নাথ।
ভুবনমোহিনী এলা প্রভুর সাক্ষাত ॥
৩—৩ শুন স্বর্গ ৪ লোলিত ৫ আজ্ঞায় ৬ বারাঙ্গনা
৭ নূতন ৮ কটাক্ষে

নব নিতম্বিনী সঙ্গে গমন মন্থরা।
অম্বর ছলিতে যেন চলিল অপসরা ॥
খমক খঞ্জরী বীণা পিনাকের তানে।
লাসবেশ নাপান সুগান তান মানে ॥
গজেন্দ্রগমনী ধনী পাল্য রাজধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
বারভূঞা বেষ্টিত বস্যাছে নরপতি।
সম্মুখে সাক্ষাৎ সূর্য্য ধরামর যতি ॥
পাত্র মিত্র চাকর[১] অপর বন্ধুগণ।
নৃপতি ভারতকথা করেন শ্রবণ ॥
সমুদ্রমন্থনে [২]যবে উপজিল[২] সুধা।
অসুর অমরে চায় নিবারিতে ক্ষুধা ॥
দেবতা দানবে দ্বন্দ্ব দেখি দনুজারি[৩]।
দৈত্যমন মোহিতে মোহিনী [৪]মূর্ত্তি ধরি[৪] ॥
অঙ্গভঙ্গ মৃদু হাস্য কটাক্ষ চাহনি।
সুবস্ত ভাজনে সুধা বাঁটেন আপনি ॥
কামে অচেতন হইয়া দৈত্য দেখে চায়া।
সুরগণে সব সুধা সমর্পিল খাইয়া ॥
রবি শশী সন্নিধান দেবতার বেশে।
বসেছিল একদৈত্য কাটা গেল শেষে ॥
অমৃত ভক্ষণ না মরিল এই হেতু।
দেবরূপী দুই গ্রহ হল রাহু কেতু ॥
একথা শুনিয়া শেষে শ্রীহরি সাক্ষাত।
দেখিতে মোহিনী মূর্ত্তি আইল ভূতনাথ ॥
কোন মূর্ত্তি মোহিনী মোহিল দৈত্যকুলে।
ঠাকুর কহেন পাছে দেখে পড় ভুলে ॥
তবে ত বাড়িবে লাজ ত্রিভুবন বই।
শিব বলে আমি ত তোমার পারা নই ॥

১ সগোত্র ২—২ যেন উথলিল ৩ দামোদর ৪—৪ গদাধর

আমা হইতে হতকাম তোমাতে[1] বিরাজে।
ঠাকুর কহেন ভাল জানা যাবে কাজে ॥
এত বলি হইল প্রভু ত্রিলোকমোহিনী[2]।
দেখিয়া মোহিত হইলা দেব শূলপাণি ॥
বিভোল হইলা শিব ভূমে লোটে জটা।
খস্তা পড়ে বাঘছাল ধাইল লাঙ্গটা ॥
ধর ধর বলিতে মোহিনী দিল ধাই।
খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই ॥
এই অধ্যা ভারত শুনেন মহারাজ।
হেনকালে আইল রামা রাজার সমাজ।*
নানা নৃত্য আরম্ভিল স্বর্গবিদ্যাধরী।
[3]বাজে মন্দিরা মাদল[3] খমক খঞ্জরী ॥
নাট পাক ঝাকে পাকে ফেরে ঠাক বই।
সখীগণে ধরে তাল তাথই তাথই ॥
সুতানে নাপানে গানে তালে মানে মিলি।
[4]তাল সই তাথই থই[4] দেই করতালি ॥
আড় আধ লোচনে চঞ্চল গতি চায়।
করভঙ্গী করে অঙ্গ অঙ্গুলী নাচায়[5] ॥

---

১ জগতে

২ হরমনোমোহিনী

* অতিরিক্ত পাঠ

বদলে দারুণ দুঃখ দেখি নারায়ণ।
সমাবেশে দাণ্ডাইল যত অসুরগণ ॥
ধরিলা মোহিনী মূর্ত্তি শ্রীমধুসূদন।
মোহিনীর মুখ হেরি দুষ্টগণ ॥
সুরগণে সব সুধা দেন দামোদর।
অমৃত হল্যান দেব গদাধর ॥
কীর্ত্তি সে পান শেষে দেব কীর্ত্তিবাস।
শুনিয়া সে সব কীর্ত্তি থাকিয়া কৈলাস ॥

৩—৩ মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ৪—৪ তাতা নাতা থেই থেই ৫ কাঁপায়

বিপুল নিতম্বভরে হেলে মধ্য দেশ।
বাতাসে বসন উড়ে বিকশতি[১] বেশ ॥
নিবিড় [২]নাপান তান[২] কটাক্ষ চাতুরী।
অঙ্গভঙ্গ মৃদু হাস্য মন করে চুরি ॥
কামে অচেতন[৩] রাজা দেখিয়ে [৪]না পান।
মোহ দিয়া মোহিনী অইখানে অন্তর্দ্ধান[৫] ॥
রাজা চায় চঞ্চল মোহিত হইয়া কামে।
[৬]সাজিতে সরস[৬] ছিল স্মরতি সংগ্রামে ॥
না দেখিয়া কামিনী যামিনী দেখে দিনে।
ভূপতি সুমতি ছাড়ি কুমতি অধীনে ॥
সভামাঝে[৭] সম্বোধি সরম খায়্যা কয়।
বিশেষ কামুক হইলে ত্যেজে লাজ ভয় ॥
ত্রিভুবনমোহিনী নাচনী[৮] গেল কোথা।
যে জন মিলায় তায় যে চায় সর্ব্বথা ॥
আদরে ইনাম পাবে রবে মোর মনে।
মহাপাত্র কয় কিছু প্রবোধ বচনে ॥
দারীর দর্শনে পুণ্য স্পর্শে মহাপাপ।
দূর কর মহারাজা ওসব প্রলাপ ॥
তোমার প্রবল পুণ্য পৃথিবী প্রকাশ ॥
এমন বয়েসে কেনে পাপে অভিলাষ ॥
তাকে চায়্যা বিভা দিব সুন্দরী অঙ্গনা।
রাজা বলে হেন কন্যা কে করে ঘটনা ॥

---

১ বিবসন
২—২ লাবণ্য জন্য
৩ বিমোহিত
৪ দেখিতে
৫ তিরোধান
৬—৬ সাধিবারে শূর
৭ সভাজনে
৮ না জানি

শ্রীগুরুপদারবিন্দ মনে করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥
পাত্র বলে কুলকন্যা কর‍্যাছি ঘটনা।
পদ্মমুখী পদ্মিনী বরণ কাঁচা সোনা॥
হরিপাল ভূপাল কন্যা সিমুল্যানিবাসী।
[১]শশীমুখী রামা কিবা অপ্সরা উর্ব্বশী[১]॥
এত শুনি হর্ষ হইয়া রাজা দিল সায়।
ভাট পুরোহিতে পাত্র সিমুল্যা পাঠায়॥
উপহার ভার দিল বিশাসয় বই।
লাড্ডু কলা চিনি ফেণী ক্ষীরখণ্ড দই॥
মজা মত্তমান মিছরি খাজা ক্ষীরখণ্ডা।
মনোহরা মতিচুর খাসামৃত মণ্ডা॥
পনস উত্তম আম্র নারিকেল গুয়া।
আমলকী সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া॥
কন্যার কারণে দিল কত অলঙ্কার।
হীরা মণি মুকুতা মণ্ডিত হেমহার॥
কনককিঙ্কিণী কত কঙ্কণ কেয়ূর।
সুচিত্র সুন্দর ধূপ সুরঙ্গ সিন্দূর॥
সারি সারি রহে ভারী ভার থরে থর।
ভাটে ডাকি আপনি কহেন নৃপবর॥
সাবধানে শুন অহে গঙ্গাধর রায়।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায়॥
বাড়াব সম্মান খুব সিদ্ধ হলে কাজ।
জোড় হস্তে বলে ভাট ভাল মহারাজ॥
এত শুনি রাজা পাত্র দিয়া হাতনাড়া।
বিদায় করিল ভাটে আরোপিয়া ঘোড়া॥
সুখদ শিবিকা চাপি রাজপুরোহিত।
চৌদিকে চলিল ভারী নফরে বেষ্টিত॥

১—১ কাঞ্চন বরণ যেন পূর্ণিমার শশী

পার হল্য ভৈরবী ভবানীপুর ধামে।
সিমুল্যা সমীপে আইলা মোকামে মোকামে ॥
পার হইয়া পুণ্যদা নদী গড় হইল পার।
সম্ভ্রমে সিমুল্যাপতি শুনি সমাচার ॥
সমাদরে সবারে বাসায় নিল রায়।
উপহার ভার যত ভাঁড়ারে যোগায় ॥
সম্মান করিয়া শেষে সুধান বারতা।
শ্লেষরূপে ভাট ভূপে কহে সর্ব্বকথা ॥
ঘটক ব্যাপক বড় ভট্ট জাতি তায়।
হাত নাড়া দিয়া বলে রাজার সভায় ॥
সিমুল্যা অবনীনাথ কর অবগতি।
সদাশয় সাক্ষাতে পাঠাল্যা গৌড়পতি ॥
সম্প্রতি বিবাহ ইচ্ছা হয়্যাছে তাহার।
কন্যা দিতে কত রাজা করে অঙ্গীকার ॥
সে সকল সম্বন্ধে রাজার নাহি সায়।
অতেব [১]এথানে আমা[১] উপস্থিত রায় ॥
তুমি মহামহিম মহেন্দ্র মহামতি।
নৃপকুল কমলে প্রকাশ দিনপতি ॥
বসুমতী বেষ্টিত তোমার কীর্ত্তিলতা।
গুণবতী সুলক্ষণা তোমার দুহিতা ॥
ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
কলিকালে কল্পতরু কুলে শীলে তাজা ॥
তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে।
প্রবল প্রতাপে যারে সংসার প্রশংসে ॥
কুমুদ বান্ধব বন্ধু পিতা সিন্ধু যার।
স্বধর্ম্ম ধরণী ধন কি কহিব তার ॥
রূপে গুণে অনুপাম কুলপদ্ম পূজা।
বারভূঞা ভূপতি ভুবনে যার ভূষা ॥

১—১ আপনি হেথা

হেন জনে কন্যাদানে প্রবল[1] পৌরুষ।
জয়যুক্ত জগতে জাগিয়া যায় যশ ॥
শুনিয়া সিমুল্যাপতি ভাবে সাত পাঁচ।
চিন্তামণি নিকরে মিশায় যেন কাচ ॥
বরের বয়েস বেশ আকার মূরতি।
না দেখিয়া কেমনে করিব অনুমতি ॥
বিরস বচন বলা উপযুক্ত নয়।*
রাজা বড় হঠিল বেদিল পাছে হয় ॥
এত ভাবি ভূপতি জায়ারে যায়্যা কয়।
কবিরত্ন সদা চিন্তে নায়েকের জয় ॥

জায়ারে যাইয়া যত বিবরিয়া বিধিমত
বলিল সম্বন্ধ বিবরণ।
শুনিয়া স্বামীর পদে রাজার রমণী বদে
প্রাণনাথ শুন নিবেদন ॥
সহসা কলঙ্ক ডালি না লও মাথায় তুলি
কানড়া কুমারী ইচ্ছাবতী।
জিজ্ঞাসা করহ ধন্যা কুলকামিনী[2] কন্যা
কামনা কর্য্যাছে কোন্ পতি ॥
এত শুনি নরপতি যাইয়া কন্যার প্রতি
কন বাছা শুন গো বিহিত।
তোমার বিবাহ[3] মনে গৌড়পতি নানা ধনে
পাঠাইল ভাট পুরোহিত ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে ধাম্মিক ধরণীতলে[4]
ভুবন প্রতাপ পুণ্য যশে।

---

১ পরম

* ইহার পর ভনিতা

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম কয়

২ কমলিনী ৩ সম্বন্ধ ৪ ধনে

উৎকল কোশল অঙ্গে কলিঙ্গ মগধ বঙ্গে
বারভূঞা বঙ্গে যার বশে ॥
এ সং সম্বন্ধ অতি যদি দেহ অনুমতি
বসুমতী বাস করতলে।
শুনিয়া পিতার বাণী অধোমুখ পুটপাণি
কানড়া কহেন কিছু ছলে ॥
নিতি নিতি রতি মতি প্রণতি ভকতি স্তুতি
সতত পার্ব্বতী প্রতি[১] মোর।
তার আজ্ঞা আছে অতি নির্ণয় করিয়া পতি
আপনি বিবাহ দিব তোর ॥
দেব আজ্ঞা শিরোধার্য্য বুঝিয়া করিব কার্য্য
আজি ধৈর্য্য হবে মহাশয়।
ভাল ভাল বলি রায় নিজ নিকেতন পায়
প্রভবে ভাবনা কত ভয় ॥
জ্ঞানবতী সতী সাধ্বী কন্যা নহে কারো বাধ্যি
কানড়া কুমারী জাতিস্মরা।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ গতি মনে আছে প্রাণপতি
লাউসেনে হব স্বয়ম্বরা ॥
তথাপি গৌড়ের পাত্র অভব্য হইবে মাত্র
ভাটের হইবে অপমান।
প্রবোধ পাইয়া মনে আনাল্য বেগারিগণে
[২]দ্বিজ কবিরত্ন রস[২]গান ॥

কানড়া কহেন দাসী শুন শশীমুখী।
মরি মরি বেগ্যারী সকল জন্মদুখী ॥
ভার বয়্যা ক্ষীণতনু মুখে নাঞি রা।
দেহ তৈল হরিদ্রা প্রসন্ন হক্ গা ॥

---

১ পদে

২—২ ঘনরাম কবিরত্ন

রূপেগুণে কুলে শীলে ধরা ধর্ম্ম ধনে।
রাজার তুলনা নাই ভারত ভুবনে॥
নূতন যৌবন শোভা শরীর সুঠাম।
কলেবর কান্তি কিবা কলধৌত দাম॥
সে বরে বরিব[1] যার ভাগ্য নহে ফাটা।
কানড়া কহেন ভাল [2]থাক রে ভণ্ড ভাটা[2]॥
আঁখি ঠার দিতে দাসী দিল ঘাড় নাথা[3]।
ভিজাল ঘোড়ার মুতে মুড়াইল মাথা॥
পাঁচ চুল্যা করে দিল পৈচ গোটা দশ।
মুখ বুক বয়্যা রক্ত পড়ে টস টস॥
গলায় গুড়ের মালা গালে চুন কালি।
দেখিয়া পালাল দ্বিজ পরাণ ব্যাকুলি॥
[4]ধুমসী যাইয়া বলে দ্বিজবর কৈ।
পৈতা লুকায়ে বলে আমি বামুন নই॥[4]
চড়[5] মারি তাড়াইয়া সহর করে পার।
দেখিয়া[6] সিমুল্যাপতি ভাবে চমৎকার॥
অপমানে ধায় ভট্ট শিরে হানে ঘা।
ডগমগী রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা॥
যাইতে যাইতে পথে কত ভাবে গঙ্গাধর।
ধিক থাকুক পরাধীন পরের চাকর॥
আজন্ম জঞ্জালে যায় জীব কতদিন।
[7]ধিক মিছা চাতুরী ঠাকুর পরাধীন[7]॥
ভাবিতে ভাবিতে এত পাল্য রাজধান।
ঘটা করি রাজা হেথা শুনেন পুরাণ॥
ব্রহ্মলোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ।
কৈলাস পর্ব্বতে আসি হারাইল পথ॥

---

১ বিবাহ   ২—২ থাক ভট্ট বেটা
৩ কাতা   ৪—৪ এই দুই ছত্র পুথিতে নাই
৫ চেলা   ৬ শুনিয়া   ৭—৭ ঈশ্বর করিল মোরে পরের অধীন

ঐরাবত উদ্দেশে অনেক করি স্তব।
বরদায় হয়্যা হাতী বলে অসম্ভব ॥
বিদারি পর্ব্বত গুহা করি দিব গণ।
গঙ্গা যদি আমারে করেন আলিঙ্গন ॥
কুবচন শুনি কান্দে রাজার কুমার।
আর না হইল আমার বংশের উদ্ধার ॥
[১]পতিতপাবনী গঙ্গা [১]বলেন তখন।
সহিতে পারিলে তেজ দিব আলিঙ্গন ॥
শুনিয়া আনন্দে হাতী বিদারি পর্ব্বতে।
বেগবতী ধান দেবী পৃথিবীর পথে ॥
এক ঢেয়ে শতেক যোজনে পড়ে করী।
ডুবু ডুবু করে হাতী বলে মরি মরি ॥
গঙ্গার তরঙ্গে তেজে[২] স্থির নহে পা।
হাতী বলে পতিতপাবনী রাখ মা ॥
এই অধ্যা শ্রবণে সবাই বিমোহিত।
হেনকালে ভট্ট আসি হল্য উপনীত ॥
চমকিত চাহে সবে অনিমিখ আঁখি।
পুথি কোলে পণ্ডিত অমনি রাখে ঢাকি ॥
ভাট অপমান দেখি ভূপতি চঞ্চল।
পাত্তর জিজ্ঞাসে ভাই সমাচার বল ॥
কপালে হানিয়া হস্ত ভট্ট বলে কই।
বিফল সকল কাজ লাজ দেশ বই ॥
সম্বন্ধ বিষয় শুনি সিমুল্যার রায়।
[৩]সানন্দ হৃদয়ে[৩] প্রায় দিয়াছিল সায় ॥
কেবল কানড়া কন্যা করে এত খান।
আমার এমন দশা ভারীর সম্মান ॥

১—১ বেগবতী ভাগীরথী

২ তার

৩—৩ হর্ষচিত্ত হয়ে

দাসী দিয়া জিজ্ঞাসিল বরের বারতা।
রূপগুণ যৌবন কহিনু হার গাঁথা॥
সে কোথা শুনিয়াছিল বর বড় বুড়া।
লঘুতা করিল মোর মাথা গেল মুড়া॥
অপরঞ্চ যে কিছু সভায় কব কিবা।
রাজা বলে ওহে পাত্র ভাল দিলে বিভা॥
কুচক্র ভাবিয়া পুনঃ বলে মহামদ।
বিরচিল কবিরত্ন ভাবি ধর্ম্মপদ॥

পাত্র বলে মহারাজা কর্যাছে সরস।
নতুবা করিবে[১] কেন ভারীর পৌরুষ॥
ভাটে বিপত্তি কোন বাক্যদোষ পাইয়া।
স্বভাবে সভয় দ্বিজ দেখ্যা আইল ধায়্যা॥
আপনি সিমুল্যাপতি কহেছে সর্ব্বথা।
কোনখানে গণি তবে কানড়ার কথা॥
যদি বা না করে রাজা কন্যা নাহি রাজী।
বলে ছলে বিভা দিব সে বা কোন পাজী॥
ভয় দরশন বিনে কেহ নাহি মানে।
লক্ষণা শাম্বের বিভা শুন্যাছ পুরাণে॥
রাজা বলে ছিল তায় কন্যার সরস।
কানড়ার কাজ কথা সকলি কর্কশ॥
সম্মতি না করে যদি স্বয়ম্বরা ঝি।
তবে তার বাপের বচনে করে কি॥
রুক্মিণী বিবাহে যেন বাড়িল জঞ্জাল।
সুতা হাতে অভব্য হইল শিশুপাল॥
শ্রীকৃষ্ণে মজিয়াছিল রুক্মিণীর মন।
কোথা রৈল তার জ্যেষ্ঠ ভায়ের বচন॥
কালি বটে পুরাণে শুনেছি এই কথা।
সেইরূপি হয় পাছে আমার অন্নতা[২]॥

---

১ এতেক ২ অন্যথা

ভাল কাজ নহে তবে হবে নিদারুণ।
বলিতে বলিতে বড় বাড়ে তমোগুণ ॥
ভাটে করি প্রবোধ মুচড়ে পাকা দাড়ি।
কানড়া করিতে বিভা বড় হইল আড়ি ॥
কোপে রক্তলোচন বচন বীরদাপে।
এত অহঙ্কার মোরে করে কার বাপে ॥
কিবা ছার হরিপাল ভূপাল মাঝে লেখা।
হাতে হাতে লুটে নিব যদি পাই দেখা ॥
ভূপতির কোপে কাঁপে সবার অন্তর।
সত্বরে হুকুম হইল সাজিতে লস্কর ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া পাত্র দিল হাত নাড়া।
সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় পড়ে সাড়া ॥
কাড়া পাড়া টমক থমক করতাল।
জগঝম্প ডম্ফ বাজে মাদল বিশাল ॥
রণভেরী মুহরি বিজয় ঢাক ঢোল।
শিঙ্গা কাড়া কাঁসর সঘনে শুনি রোল ॥
ঘন রণ দামামা দগড়ে পড়ে কাঠি।
তোলপাড় করে শব্দে সহরের মাটী ॥
ধাঙ ধাঙ ধাঙসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সবে[১] সাজে তড়বড়ি ॥
কেহ বা আছিল দূরে সমাচার পায়্যা।
রাজার হুকুম দড় সেজে আইল ধায়্যা ॥
রায় রাঞা বারভূঞা মীরমিঞাগণে।
তুরকী তুরঙ্গে কেহ এরাকী বারণে ॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিপাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক ॥
নব ঘন বরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজী ॥

---

১ সৈন্য

তিন লক্ষ তাজা তাজী তুরকী তুরঙ্গ।
ঊণলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদয়ে নবলক্ষ যম অবতার॥
রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি॥
সাজিয়া সুমার হল্য নব লক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুর দুর বাজনা॥
না বুঝি অবোধ পাত্র ভাবি সর্ব্বনাশ।
সেইখানে করাল্য রাজার অধিবাস॥
বর হয়্যা চলে রাজা সুতা বান্ধা হাতে।
বারভূঞা বেষ্টিত চলিল[১] সাথে সাথে॥
অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচিল।
শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্॥
কিচি কিচি কালপেঁচা ডাকে কাছে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে কপিগণ[২] গাছে॥
বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।
কেহ বলে না জানি কপালে আছে কি বা॥
সিমুল্যা করিল যাত্রা বিবাহের আশে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভাষে॥

নবলক্ষ দলে বলে চলে গৌড়পতি।
গতিধ্বনি ধমকে চমকে বসুমতী॥
ঘন বাজে রণঘোর দামামা দগড়।
হাতীর হ্রেষণি শুনি ঘোড়ার দাবড়॥
বড় গোলা বন্দুক নিনাদে দুরদুম।
অবনী আকাশে উঠে একাকার ধূম॥
ঢাল ঘুরাইয়া কেহ হাঁকে হান্ হান্।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান॥

---

১ পাত্তর ২ কপি দেখে

মেলাপাড়া মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
উভ লাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
[১]বাজীপৃষ্ঠে সকল রাউত বান্ধে বেশ[১] ॥
চলিতে চলিতে চলে উলটি পালটি।
লাফে লাফে কাঁপাইছে কত[২]হাত মাটী ॥
একাযুত বেগারী বেল্‌দার আগে ধায়।
উঁচু নীচু কুপথ সুপথ করি যায় ॥
খাল খানা নির্ঝর ঝাঁকার ঝোপ ঝাপ।
কাটা সাট্যা সরণি সমান করে সাফ ॥
তবে তাম্বু কানাত তৈনাত চলে ডেরা।
চলিল হাতীর পৃষ্ঠে নিশান নাগরা ॥
হাতী ঘোড়া রাউত মাহুত যুথে যুথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥
নবযানে ভূপতি বেষ্টিত বারভূঞা।
চৌহান রাজপুত কত নামজাদা মিঞা ॥
সবার গমন বেগে আগে আসোয়ার।
[৩]সামনে ধাই আছে[৩] কত ঢালী ফরিকার ॥
পিছে হাতী পদাতি পসারে পায়ে পায়।
একাকার ধানুকী বন্দুকী [৪]গায় গায় ॥[৪]
পারাল্য গৌড়ের গড় বেগবন্ত গতি।
ডান বামে কত গ্রাম রাখে[৫] মহামতি ॥
বামেতে ভবানীপুর[৬]ভৈরবীর ধার।
বিষম সঙ্কটে হল বড়গঙ্গা পার ॥
দিবস রজনী চলে নাহি হয়[৭] স্থির।
সিমূল্যা সমীপে আল্য[৮] বিমলার তীর ॥

১—১ দেখিয়া ভূপতি পাত্র মনে হরষিত
২ বুড়ি ৩—৩ সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে
৪—৪ আগে যায় ৫ রহে ৬ দেখিয়া চলে ৭ রহে ৮ গেলা

পারাল্য বিমলা নদী ভূপতির ঠাট।
তৈনাত হইল সেনা ষোল ক্রোশ বাট ॥
হেনকালে বলে পাত্র শুন মহারাজ।
সহসা সহরে কিছু সাজ্যা নাহি কাজ ॥
মলয় অনিল বহে সমীপে সরিৎ।
এইখানে মোকাম করিয়া বুঝি রীত ॥
না হয় যে হয় হবে আছে পরিণাম।
এত শুনি কয় রাজা করিতে মোকাম ॥
থাক্ থাক্ শব্দে কাঠি পড়িছে কাড়ায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ঠায় ঠায় ॥
আগে গাড়ে নিশান ধবল নীল লাল।
নানা চিত্র বসন উপরে মোম ঢাল ॥
কানাত পড়িল কত সিপায়ের ডেরা।
পরিসর আড়ে দীর্ঘে ষোল ক্রোশ জোড়া ॥
রাজার কানাত তাম্বু আগে করে শোভা।
নীল পীত পিঙ্গল ধবল রক্ত আভা ॥
নানা চিত্র চামর চৌদিকে শোভা পায়।
কলধৌত কলসে পতাকা উড়ে বায় ॥
মোকেদে মহল চৌকি থাকে রায় রায়্।
তার বামে পড়্যা গেল পাত্তরের তাম্বু ॥
বারভূঞা মোকাম করিল চারিপানে।
হাতী ঘোড়া থানায় রাখিল কাণে কাণে ॥
আগে আগে বেলদার বান্ধিল আড়কাথি।
চারিদিকে কাঠগড়া কোলে তার হাতী ॥
কত জাতি মোকাম করিল রাজসেনা।
ঘন বাজে রণঘোর[১] ভুর্‌ভুর্ বাজনা ॥
রয়ে রয়ে হুড় হুড়ুম শবদে গোলা ধায়।
হরিপাল ভূপতি ভয়ে কপাল ধেয়ায় ॥

---

১ রণভেরী

হায় বিধি কি হইল কানড়া হইল কাল।
মুড়ায়ে ভাটের মাথা বাড়াল্য জঞ্জাল॥
[১]পুনরপি কহে[১] যাইয়া কন্তার নিকটে।
মুড়াইয়া ভাটের মাথা বাড়াল সঙ্কটে॥
নবলক্ষ সেজ্যাছে বিপক্ষ দলবল।
তুমি বাছা আপনি আগুনে দেহ জল॥
স্বয়ম্বরে সায় দিলে সংসার জুড়ায়।
বর নহে বিরূপ বিশেষ বলি তায়॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥
রাজা বলে গৌড়পতি ভুবনে বিদিত।
রূপে গুণে কুলে শীলে অখিলে পুজিত॥
কলিকালে কর্ণসম দানে কল্পতরু।
নিত্য দান অখিলে অক্ষয় অন্নমেরু॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি উৎকল কোশল।
এসব দেশের রাজা খাটে যার তল॥
প্রজার পালনে রাম সুজন রসিক।
[৩]কেবা আছে[৩] ভাগ্যবতী তোমার[৪]অধিক॥
অনুমতি কর বাছা দেহ বরমালা।
তোমা কন্যা হইতে মোর কুল হায় আলা॥
কন্যা হতে হয় কত ধন ধর্ম্মধরা।
যশ কীর্ত্তি জগতে বিপত্তে যায় ত্বরা॥
এতেক বিশেষ যদি বুঝাল্যা ভূপতি।
কানড়া কহেন কিছু করিয়া প্রণতি॥
তুমি পিতা পরম তোমার পর নাঞি।
বুঝে যদি বেচিতে বিকাতাম সেই ঠাঞি॥
উচিত বলিতে বাপা লাজ ভয় কি।
কোন বুদ্ধে বুড়া বরে বিলাইবে ঝি॥

১—১ কহিতে লাগিল ২ ঠেকিনু ৩—৩ তোমা সম ৪ কে আছে

কেন কাঁচা কাঞ্চন মিশাতে চাও কাঁচে।
বড় ভাগ্যে ছয়মাস বৎসর বুড়া বাঁচে ॥
জরাতুর ভূপতি উঠিতে কাঁপে গায়।
বাম হইল বিধাতা বিমুখ বাপ মায় ॥
রাজা বলে ভুল না লোকের ভাগ্য মালী।
অকলঙ্ক কুলে লোক কত দেয় কালি ॥
থাকুক অন্তের কথা গৌরীর বিভায়।
বুড়া বর বলে কার মন নাঞি তায় ॥
কেহ বলে ভূতাল্য ভাঙ্গড় মাল বেদে।
কেহ বলে নারদ এসেছে বাদ সেধে ॥
[১]ভূষা ভস্ম ভাঙ্গড় ভিক্ষুক তায় বুড়া।
যোগ জটাধর যোগী চন্দ্রচূড় বুড়া ॥[১]
নিদানে সে সব কীর্ত্তি তিন লোকে আলো।
ভাল হইলে কপাল সকলি হয় ভাল ॥
তবে কদাচিৎ নহে নহে অনুমতি।
বলে ছলে লুট্যা লবে ঘটিবে দুর্গতি ॥
না হয় সম্প্রতি চল পলাইয়া যাই।
কন্যা বলে যাও বাপা রাখিয়া[২] বালাই ॥
কোপে কিছু কহিতে ঈষৎ ওষ্ঠ কাঁপে।
কোনখানে গণি ইন্দ্র চড়া দিলে চাপে ॥
কোমর বান্ধিলে কেবা বিধাতা বরুণ।
সাজে আল্যে সংহারিব সহস্র অর্জ্জুন ॥
মনের হরিষে আজি পূজিব বাসুলি।
নবলক্ষ বিপক্ষ সম্মুখে দিব বলি ॥
এতক্ষণ মনের মরম শুন তাত।
ময়নামণ্ডলপতি মোর প্রাণনাথ ॥
শেষ কথা শুন্যা রুট্যা উঠিল ভূপাল।
[৩]পড়িল দুর্ব্বার বেদ হানিয়া কপাল[৩] ॥

১—১ এই দুই ছত্র পুথিতে নাই ২ বিলায়ে ৩—৩ মনে করে কানড়া হল কাল

রজত কাঞ্চন হীরা রাজদণ্ড ছাতি।
সজল নয়নে কত রহে ঘোড়াহাতী ॥
পরিবার সঙ্গে রাজা নৌকা আসি চড়ে।
প্রাণ লয়্যা পলাইল বাসভিয়ার গড়ে ॥
সহরে সকল প্রজা হল্য হুলথুল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥
ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে খুলি কুড়্যা।
সভয় সকল প্রজা ষোল ক্রোশ জুড়ে ॥
মেষ গরু অজা অধি কেহ করে বই।
কেহ বলে তুরুক লস্কর আইল অই ॥
যত শুনি তত নয় কেহ কেহ কয়।
কেহ বলে রাজাকে প্রজার কিবা ভয় ॥
কেহ বলে ও সব উদ্বেগ ভাব মিছা।
কেবল কর্য়াছে রাজা কানড়ার পিছা ॥
কেহ বলে কি জানি কপালে আছে কি।
কেহ বলে কাল হল্য হরিপালের ঝি ॥
সন্তাপে সিমুল্যা হল্য[১] সোতের শিউলি।
কানড়া কুমারী কান্দে ভাবিয়া বাশুলি ॥
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥

পড়িয়া প্রমাদ ভারে ষোড় বিধি উপচারে
রত্নময় ঘটের উপর।
পুজিয়া পার্ব্বতীপদ প্রেমে অঙ্গ গদগদ
ধরাতলে ধূলায় ধূসর ॥
বিপদনাশিনী কোথা ভাই বন্ধু পিতা মাতা
পলাইল ফেলিয়া প্রমাদে।

---

১ ভাসে

দনুজদলনী চণ্ডী অশেষ আপদ খণ্ডি
রক্ষ রক্ষ বিপক্ষ বিবাদে ॥
গোপিনী রুক্মিণী রমা তোমা সেবি সত্যভামা
স্বামী কৃষ্ণ পাইল পুণ্যফলে।
পদরেণু করি ভূষা অনিরুদ্ধে পাইল উষা
মৃত পতি রতি পাইল কোলে ॥
সে সব তোমার ভক্ত আমি অতি পাপযুক্ত
তুমি কিন্তু পতিতপাবনী।
পাপিনী আমার পারা কে আছে তারিণী তারা
তবে কেন না তার জননী[1] ॥
পিতামহ সম বেশ নাহ্রি দন্ত কেশ লেশ
বয়েস বস্যাছে যম বাটে।
গৌড়পতি বুড়া বাদে আস্যাছে [2]বিভার আশে[2]
এই ছিল আমার ললাটে ॥
চতুরঙ্গ দলে বলে হাতে সুতা বান্ধা ছলে
পাগলে বেড়িল আসি পুরী।
বিপত্ত সাগরে ভাসি অভয়া উদ্ধার[3] আসি
দাসীরে উদ্ধার কৃপা করি ॥
কিঙ্করী কাতর উক্তি নতি স্তুতি দৃঢ় ভক্তি
বুঝি যুক্তি পদ্মার সহিত।
দাসীর দুর্গতি খণ্ডা কৈলাসে লোহার গণ্ডা
ছিল পুরে বিশাই নির্ম্মিত ॥
হেন গণ্ডা লইয়া সাথে ভর করি সিংহরথে[4]
পদ্মাসঙ্গে উরিলা পার্ব্বতী।
কানড়া লোটায় ক্ষিতি পরিতুষ্টা ভগবতী
দূর কৈল দাসীর দুর্গতি ॥

---

১ তারিণী ২—২ বিবাহ সাধে
৩ আপনি
৪ পুষ্পরথে

ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূল আপনি বান্ধেন চুল
কোলে করি মোছান বয়ান।
অভয়া বলেন দেবী শ্রীগুরুচরণ সেবি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

কানড়া করিয়া কোলে কহেন সদয়।
জগতে আমার জনে যম পরাজয় ॥
একান্ত তোমার আমি তুমি মোর ঝি।
কেন বাছা কানড়া তোমার চিন্তা কি ॥
কান্দিয়া কহেন কিছু অভয়াচরণে।
তরিব সন্তাপসিন্ধু তোমা দরশনে ॥
কিন্তু মোর[1] কামনা প্রমাণ ঐ পা।
তবে কেনে বুড়া পতি ঘটাইলে মা ॥
বাহুলি বলেন বাছা শুন প্রাণ জুড়া।
কোথা পাব যুবক আপনি ভজি বুড়া ॥
হেঁটমুখী কানড়া হাসেন হৈমবতী।
সংসার বিজয়ী বাছা তোর প্রাণপতি ॥
ধরণীমণ্ডলে ধন্য ধর্ম্মের সেবক।
লাউসেন মহামতি রসিক যুবক ॥
বলিনু বিশেষ বর বিধাতার লেখা।
চিন্তা নাই সঙ্কটে নিকটে পাবে দেখা ॥
পাছে ভাব দূরাদূর কে করে অবধি।
কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য আমার কৃপা যদি ॥
কৃষ্ণের নন্দন কোথা কোথা ছিল রতি।
কোথা বা আপনি কৃষ্ণ কোথা জাম্ববতী ॥
কোথা শত্রাজিতসুতা কোথা ছিল কান।
কোথা ছিল রুক্মিণী ভেটিল ভগবান ॥

---

১ সর্ব্বকাল

কোথা ছিল অনিরুদ্ধ কোথা ছিল ঊষা।
আমার চরণরেণু সবাকার[১] ভূষা॥
গোপীগণ গোকুলে গোবিন্দ পাইল কোলে।
যত কিছু দেখ শুন মোর কৃপাবলে॥
আমারে ভজিয়া যদি দুঃখ পাবে ঝি।
তবে আর[২] ভকতবৎসলা নাম কি॥
নব লক্ষ সেনা যেন জলবিম্ব ভঙ্গ।
উপায় অবধ্য[৩] করি বসে দেখ রঙ্গ॥
প্রবোধ পাইয়া পায়ে পড়িল কিঙ্করী।
দুর্ম্মুখা দাসীরে আজ্ঞা দিলেন ঈশ্বরী॥
লইয়া লোহার গণ্ডা চল্যা যাও ঝাট।
কহিতে বলিতে কিছু মুখে নয়্যা খাট॥
কিছু বা কোমল কয়ো কিছু বা দপটে।
রাজাকে কহিবে গণ্ডা হান এক চোটে॥
তবে দিব বরমালা কানড়ার আজ্ঞা।
শিশুকাল হতে বালা কর্যাছে প্রতিজ্ঞা॥
কি বলে কি কর তবে বুঝ্যা সুঝ্যা কয়ো।
আমার আশিসে তুমি বজ্রকায় হয়ো॥
বাড়া বাড়া কয় কিবা বিবাদ বাড়ায়।
বুকে না টুটিবে তুমি আমি আছি তায়॥
কুটিল কটাক্ষপাতে কিবা নব লক্ষ।
রক্তবীজ হত্যে রাজা রণে নয়[৪] দক্ষ॥
কি হইল নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
কেশী কংশ কুরুবংশ কোথায় বা রাবণ॥
আপনি বধ্যাছি কারে কারে কারো হাতে।
সুমতি কুমতি যত আমারি মায়াতে॥
[৫]এত বলি কন পুন লোহার গণ্ডায়[৫]।
বিপক্ষ রাজার দলে হবে বজ্রকায়॥

---

১ কার নয় ২ মোর ৩ অভয়া ৪ কত ৫—৫ গায়ে হস্ত বুলাইয়া কহেন গণ্ডায়

কাটা যাবে লাউসেন রাজার খড়্গ ঠেক্যা।
ঈশ্বরী আদেশ হল্য আগমের টীকা॥
এত শুনি রাজকন্যার[১] পরম[১] আনন্দ।
হেমথালে দিল মালা মলয়জ গন্ধ॥
চণ্ডিকাচরণ বন্দি বান্ধিয়া কোমর।
শকটে লোহার গণ্ডা নিকটে লস্কর॥
দুস্কর সাহসে আসি দাসী দিল দেখা।
রাজার লস্কর দেখি হল্য চিত্র লেখা॥
হাতী ঘোড়া চায়্যা দেখে শিহরিয়া কান।
নিয়ম না জানে কেহ করে অনুমান॥
[২]সঙ্কটে হস্তীর প্রায় নারি[২] হাটে হেট।
পাত্র বলে কানড়া পাঠাইয়া দিল ভেট॥
[৩]কহিতে বলিতে দাসী প্রবেশে নিকটে[৩]।
প্রণতি করিয়া কিছু কন করপুটে॥
বড় ভাগ্য ভূপতি আস্যাছ বর হয়্যা।
ভাগ্যবতী কানড়া পাঠাল্যে কিছু কয়্যা॥
সর্ব্বকাল দেবী পুজে ভূপতির বালা।
দরাতে না পারে কারে দিব বরমালা॥
কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা॥
সে হবে কানড়াপতি ঈশ্বরী আদেশ।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষ॥
এত বলি গণ্ডার গায়ের খোলে পট।
সম্মুখে বসাল দাসী করিয়া দাপট॥
অনুপাম গণ্ডার সংসারে নাঞি দেখি।
বারভূঞা চায়্যা দেখে অনিমিখ আঁখি॥

১—১ কানড়ার উথলে
২—২ হস্তীসম শকটে দাপটে
৩—৩ দুস্কর সাহসে দাসী লস্কর নিকটে

দৈবের ঘটনা সবে করে অনুমান।
দেখ্যা শুন্যা শুকাইল রাজার বয়ান[১] ॥
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায়।
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায় ॥
গান দ্বিজ ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী।
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দ্য অভিলাষী ॥

॥ ইতি কানড়ার স্বয়ম্বর পালা সমাপ্ত ॥

---

১ পরাণ

কানড়ার বিবাহ পালা

দাসী বলে মহারাজ শুভক্ষণ বেলা।
একচোটে হানি গণ্ডা লহ বরমালা ॥
শুভকর্ম্ম বিবাহ বিলম্বে নাহি ফল।
শুনিয়া রাজার মুখে শুখাইল জল ॥
হেনকালে পাত্র কিছু বলে হাত নাড়ি।
দূর কর গণ্ডা হানা অনুচিত আড়ি ॥
শুন বলি বিশেষে বুঝাও গিয়া তায়।
বড় ভাগ্য হেন বর বিধাতা জোটায়[১] ॥
বুড়া বলে বল যে লোহার গণ্ডা কাট।
বাসরে বুঝিবে বুড়া বলে নহে খাট ॥
দাসী বলে বচন বলিলে বাড়া বাড়া।
বলিলে বিরূপ হবে ছাড় হাত নাড়া ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম বয়েস বেশ বুঝি।
হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাহি খুঁজি ॥
কিবা রাজা কিবা পাত্র কিবা অন্য পর।
এক চোটে হানে সেই কানড়ার বর ॥
পাত্র বলে এমন কোথায়[২] শুনি নাই।
এত কেন বাড়া বাড়া মেয়ের বড়াই ॥
বর হৈয়া কেন এল সে বা কার ঝি।
এ দেশে পণ্ডিত নাই বুঝাইব কি ॥
হানিতে লোহার গণ্ডা কত বড় কাজ।
প্রতিজ্ঞা পুরণ বিভা দেশ জুড়ে লাজ ॥
দাসী বলে যত কিছু সকলি খণ্ডিত।
এদেশে সকলি মুর্খ তুমি যে পণ্ডিত ॥
অতেব এমন কালে বিবাহের সাজ।
হানিতে লোহার গণ্ডা পাবে বড় লাজ ॥

---

১ ঘটায়　　২ কখন

কখন শুনেছ মহাভারতের কথা।
কিরূপ প্রতিজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীর পিতা ॥
বল বুদ্ধি বিক্রম বুঝিতে দৈবাধীন।
আরোপিলা রাধাচক্র আড়ে তার মীন ॥
চক্র ভেদি যে জন বিন্ধিবে এক শরে।
ভুবনমোহিনী কন্যা দিব সেই বরে ॥
পুরিতে নারিল কেহ প্রতিজ্ঞা দারুণ।
এক শরে রাধাচক্র বিন্ধিল অর্জ্জুন ॥
[১]দ্রৌপদী করিল বিভা কত পাল্য[১] লাজ।
অপরঞ্চ শুন প্রভু শ্রীরামের কাজ ॥
হরধনু[২] পণ কৈল জানকীর পিতা।
[৩]ধনুক ভাঙ্গিয়া[৩] রাম বিভা কৈল সীতা ॥
[৪]আপনি অখিল গুরু[৪] তাঁর এই কাজ।
তুমি মাত্র গণ্ডা হেনে পাবে বড় লাজ ॥
তবে যে করেছ মনে সে হবার নয়।
রাজা বলে দাসীর স্বভাবে সব কয় ॥
এ কথার ইঙ্গিতে এখনি দিতাম শোধ।
অবোধ অবলা জাতি অনুচিত ক্রোধ ॥
দূর কর হেন ছার বিবাহ প্রসঙ্গ।
পাত্র বলে বিনা যুদ্ধে কেন দিবে ভঙ্গ ॥
হাতে সুতা বান্ধা যদি ফির মহারাজ।
এ বড় অবনী জুড়ে অতিশয় লাজ ॥
কোমর বান্ধিয়া গণ্ডা কর তুই খান।
না পার আপনি আছি হানিব নিদান ॥
তবে যে না গেল হানা বয়্যা গেল কি।
বলে ছলে বিভা দিব হরিপালের ঝি ॥

১—১ না জানি কলঙ্ক কত কত হলো ২ ধনুর্ভঙ্গ
৩—৩ ধনুর্ভঙ্গ করি
৪—৪ ত্রিলোকের গুরু তিনি

কিবা বা বড়াই করে কুমারী কানড়া।
এত বলি রাজাকে ধর্য়াল খর খাঁড়া॥
পাঁচ জনে ধরি তোলে বান্ধিয়া কোমর।
ভূপতি গণ্ডার হানে সভার ভিতর॥
লস্কর সকল দেখে দুস্কর সাহস।
কেহ বলে কদাচিৎ বুড়া করে যশ॥
অবনী আঁচিতে অসি উরু কর কাঁপে।
পাত্র হাঁকে হুঙ্কার হানিবে বীরদাপে॥
তাপে চোট হানিতে হাঁটুরে পড়ে ভূঞে।
দেখে দাসী হাসি ত রাখিতে নারে মুঞে॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥
না লাগে খাঁড়ার দাগ গণ্ডারের গায়।
বুড়া রাজা মূর্চ্ছা হল উঠে হায় হায়॥
চায়্যা চমৎকার ভাব ভূপতির ঠাট।
নিঃশব্দ হইল যত গীত বাদ্য নাট॥
মুখে জল দেয় কেহ মরিচের গুঁড়া।
দাসী বলে বড় পুণ্যে প্রাণ পায় বুড়া॥
কেহ বলে হায় হায় কি হল্য কি হল্য।
কানে কানে কয় কেহ রাজা পারা মল্য॥
কেহ বলে পাত্রবশে পাগল হল ভূপ।
কি কাজ ও সব কথা কেহ বলে চুপ॥
মনে মগ্ন মহামদ মুখে বলে ভাল।
কেহ বলে রাজার বদন হৈল কাল॥
কেহ বলে চিন্তা নাই চিত্র বসে কই।
চেতন পাইল রাজা দণ্ড দুই বই॥
শীতল চন্দন চুয়া চামরের বায়।
সবল হইয়া কহে গৌড়েশ্বর রায়॥
প্রাণ লয়্যা চল পাত্র আপনার দেশে।
এখনি এমন হল আরো আছে শেষে॥

শুভক্ষণে মোর হাতে বান্ধাইলে সুতা।
মরণ অধিক লাজ [১]মেয়ে নয় যুতা[১] ॥
পাত্র বলে এত কেন হলে অপমানী[২]।
পবনে পতন প্রায় পদ্মপত্রে পানি ॥
একচোটে আপনি হানিব গণ্ডাবর।
আজি তোমা কানড়া করিব একোত্তর ॥
এত অহঙ্কার করি হাতে নিল খাঁড়া।
খর্ব্ববপু মহামদ গর্ব্ব করে বাড়া ॥
উভহাতে নাহি পায় গণ্ডারের ঝোট।
মঞ্চের উপরে উঠে উভ হানে চোট ॥
চোটের সহিত হানে বিপরীত হুঁ।
অমনি হুঁটুরে পড়ে মুচুড়িয়া মু ॥
না টুটে গণ্ডার লোম প্রাণপণ চোটে।
খাড়া ভেঙ্গে পাত্রের ললাটে [৩]রক্ত ছুটে[৩] ॥
চমৎকার ভাবি সবে শিরে ঢালে জল।
দাসী মাগী তুষ্ট বড় হাসে খলখল ॥
ছটফট করে পাত্র দৈব প্রতিকূল।
তনুরুচি জামাজোড়া যেন জবাফুল ॥
দণ্ড ছয় ছিল পাত্র জ্ঞান হয়ে হত।
মনে মনে নাবড়ি ভাবিয়া উঠে কত ॥
পাত্রের বন্দন চেয়ে রাজা বলে ভাই।
ফুরাল বিবাহ সাধ চল ঘরে যাই ॥
পাত্র বলে মহারাজ মন কথা কি।
এখনি আনিয়া দিব হরিপালের ঝি ॥
দাসী দিয়া এই গণ্ডা পাঠাল কানড়া।
নফর হাসুক গণ্ডা পেয়ে থাকে সাড়া ॥
সায় দিতে ভূপতি পাত্তর কয় আঁটা।
নবলক্ষ সেনা আছে গল্যা দেহ কাট্যা ॥

১—১ মেয়ের লঘুতা ২ অভিমানী ৩—৩ যেয়ে উঠে

শুনিয়া সকল লোক হেঁট করে মাথা।
রাজা বলে ফুরাইল বিবাহের কথা॥
ঘর চল ঘোর দুঃখ ঘুচাল গোসাঞী।
তবু পাত্র বলে রাজা মন কথা নাই॥
না বুঝে করেছে পণ অবলার বোধ।
বলিতে বলিতে বড় বেড়ে গেল ক্রোধ॥
প্রাণ লয়ে পিতা তার পলাইল ধেয়ে।
এখন বড়াই করে সে কেমন মেয়ে॥
ইচ্ছায় না হল যদি ভূপতির দারা।
এখনি করিব তারে দ্রৌপদীর পারা॥
চুলে ধরি আনিল সভায় দুর্য্যোধন।
অপমান করিল কহিল কুবচন॥
বিবসন করিতে সরম রাখে হরি।
না করি তেমন যদি বৃথা নাম ধরি॥
বলে ছলে বিভা দিব কার বাপে রাখি।
তখন কহিছে দাসী ধর্ম্ম করি সাক্ষী॥
বারে বারে না চাই বচন মোর ধর।
এসব বড়াই বাড়া ঘরে গিয়া কর॥
বাড়া বাড়া কহেছ সয়েছি বার তিন।
এবার কহিলে যাবে হয়ে উদাসীন॥
গণ্ডার হানিতে যদি না হল যোগ্যতা।
ছলে বলে বিভা করে কার দুটা মাথা॥
কেবল দেখাও তুমি নবলক্ষ দল।
মোর আগে দণ্ড দুই ভেটের ছাগল॥
পাগল তুজুক এত কত বীর তু।
চুলে যে ধরিবি তার কোথা দেখি মু॥
[1]কানড়ার দাসী রে ধুমসী মোর নাম[1]।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাস সংগ্রাম॥

১—১ আমি কানড়ার দাসী ধুমসী ধরি নাম

হেনে দিলে গণ্ডার হব দাসীর দাসী।
মিছা অহঙ্কারী জনে ঘাস হেন বাসী॥
রায়রাঞা বারভূঞা ভূপতির[১] দল।
শুনিয়া সবার মুখে শুখাইল জল॥
কোপে পাত্র কহিছে ভূপতি বলে চুপ।
না জানি বিধাতা আজি করেন কিরূপ॥
দৈববল আছে কিছু ইহার সম্মুখ।
নতুবা সভার মাঝে এতেক তুজুক॥
হেনকালে বলে পাত্র মনে নাহি বায়।
দৈববলে বড় বীর[২] লাউসেন রায়॥
রাজা বলে সার যুক্তি পাঠাও পরানা।
শুনিয়া কানড়ার দাসী হল্য হরষমনা॥
এত শুনি সত্বর পত্তর লেখে পাতি।
দ্বিজ ঘনরাম গান মধুর ভারতী॥
প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত॥
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম সুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে॥
সদাই চিন্তিয়া সদাশয়ের কুশল।
এখানে আপনি [৩]আল্য আমার কুশল[৩]॥
পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা আস্ত রায়।
এখানে সকলি কর শুনিবে সভায়॥
অপর নাবড়ি কিছু লিখেন হেকাত।
নাম লিখাইয়া মোট লক্ষের বিলাত॥
যদিস্যাৎ গমনে সিমুলা কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ॥
ময়না সাধিব কর ঘোড়া লব কেড়ে।
এ কর্ম্ম ইঙ্গিতে না করে কোন ভেড়ে॥

১ মীরমিয়া   ২ দড়   ৩—৩ এলে পরম মঙ্গল

তবে লিখে তারিখ রাজার সই তায়।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল উভমুখে ধায়॥
সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
ডানি বামে পিছে রাখে কত লব নাম॥
কিবা দিবা রজনী বিশ্রাম নাঞি করে।
দাখিল অনিল গতি ময়না নগরে॥
পণ্ডিত মণ্ডিত সভা বান্ধবে বেষ্টিত।
ভূপতি ভারত কথা শ্রবণে মোহিত॥
রুক্মিণীর বিবাহে মোহিত সর্ব্বজনা।
ভীষ্মক সদনে বাজে উল্লাস বাজনা॥
এসেছে অনেক রাজা রাজ আমন্ত্রণে।
রুক্মিণীর বিবাহ সাধ সবাকার মনে॥
সুতা হাতে শিশুপাল হয়্যা উপনীত।
গোবিন্দে মজেছে হেথা রুক্মিণীর চিত॥
এই অধ্যা পড়ে পুথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দ্রজাল হল্য উপস্থিত॥
হাতে দিয়া পরানা প্রণতি করে রায়।
পাতি পড়ে সিমুলা মহিমা বুঝে পায়॥
মুখবার্ত্তা অপর কহিল ইন্দ্রজাল।
বিভা হেতু বুড়া রাজা বাড়ান জঞ্জাল॥
হানিতে লোহার গণ্ডা হল্যা বিপরীত।
তেকারণে তোমা প্রতি তলব ত্বরিত॥
হাসিয়া সবারে রায় শুনাইল পাতি।
কালুকে হুকুম হল সাজ হাতাহাতি॥
জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাঁই॥
যমদূত দোসর দলুই যত ছিলা।
কালু বীর সঙ্গে শীঘ্র সাজিল সিমুলা॥
সম্মুখে সাজায়া বাজী বারণ যোগায়।
ধর্ম্মজয় বলিয়া সয়্যারি হল্য রায়॥

আগে ধায় বীর কালু হাঁকে সিঙা জোড়া।
পারল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া ॥
কাশীজোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামুদর সম্মুখে দাখিল হৈল রায় ॥
একে একে পথের কতক লব নাম।
সিমুল্যা সমীপ আল্য রাজার মোকাম ॥
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে আস্থ বাপু পোহাল রজনী ॥
অমনি রাজার পায় নত হল্য রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায় ॥
হাতে ধরি কন রাজা বসায়ে নিকটে।
সম্প্রতি লোহার গণ্ডা হান একচোটে ॥
তবে বিভা করি হরিপালের দুহিতা।
তোমার পাগল মামা বান্ধায়েছে সুতা ॥
সেন বলে উপলক্ষ আমি শিশুমতি।
আপনি হানিবে গণ্ডা পাণ্ডব সারথি ॥
শুনিয়া সেনের কথা রাজা বলে ধন্য।
বিপত্যে বান্ধব তুমি বীর অগ্রগণ্য ॥
তুমি বাপু ভূপতিবংশের অবতংশ।
অবনী মঙ্গলে তুমি অবতার অংশ ॥
এত বলি করিল সেনের সমাদর।
শুনিয়া কহিছে কিছু কুপিত পাত্তর ॥
আগে হকু বিবাহ গণ্ডার যাকু হানা।
বাদে[১] করা নাচ তবে কে কর্য্যাছে মানা ॥
নফর চাকরে যদি এত বড় স্তুতি।
কেমনে রাজত্ব তবে করিবে ভূপতি ॥
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝি নাবড় লোক মোরে বলে ঠক ॥

---

১ কাছে

সদাশয় সেনের শরীর সত্ত্ব গুণে।
পাত্রের কুটিল কথা কানে[১] নাহি শুনে॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥
রাজার আদেশে নিল অভয়ার অসি।
সভা মাঝে হানে গণ্ডা ধর্ম্মের তপস্বী॥
ধুমসী কানড়া ভাবে ভবানীর পা।
আপনি আসিয়া খড়্গে ভর কর[২] মা॥
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
গণ্ডার হানিতে চোট হইল্য দুইখান॥
হরিষে অনুজ্ঞা[৩] দাসী হাতে হেম থালা।
বসন ভূষণ কত মলয়জ মালা॥
বরমালা দিয়া সেনে বলিছে মিনতি।
আজি হত্যে হল্যে তুমি কানড়ার পতি॥
শ্রীকৃষ্ণে মজিল যেন রুক্মিণীর মন।
পশুপতি পতি প্রতি [৪]পার্ব্বতীর মন[৪]॥
শ্রীরামে যেমন মন মজাইল সীতা।
কামের নন্দনে যেন বাণের দুহিতা॥
কামদেবে যেমন বাসনা কৈল রতি।
তেমনি তোমার প্রতি কানড়ার মতি॥
হৈমবতী যেই হেতু পাঠাল্য গণ্ডাবর[৫]।
সিদ্ধ হৈল রাজা হে কানড়া বিভা কর॥
সঙ্কেত সরস কিছু কথার লাবণ্য।
দাসী বলে রাজা হে কপাল তোমার ধন্য॥
সর্ব্বকালে শুক্ল ফুলে পুজেছ গোসাঁই।
তুমি কানড়ার পতি ঠাকুর জামাই॥
গুণবতী কানড়া রূপের নাহি সীমা।
কলেবর কান্তি কিবা কনক প্রতিমা॥

---

১ শুনে ২ কৈল ৩ আগুয়া ৪-৪ পার্ব্বতী যেমন ৫ গণ্ডার

বড় সুখে সংসার করিবে সমাদরে।
সর্ব্বকাল দাসী আমি থাকিব[১] বাসরে ॥
শুনিঞা দাসীর কথা সেন পাল্য লাজ।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনার কাজ ॥
না বুঝে সকল তুমি বল ধন্য ধন্য।
হেনেছে গণ্ডার বটে শুন তার জন্য ॥
দাসী সনে ছিল কিছু সঙ্কেতে সরস।
সঞ্চ জনে হানি চোট বাড়ালে পৌরুষ ॥
তবে জানি প্রমাণ চোথান যদি হয়।
লাউসেন বলে শুন মামা মহাশয় ॥
গণ্ডার উপরে গণ্ডা বসাইয়া দাও।
তোমার সাক্ষাতে হানি চারিথান[২] নেও ॥
শুনিয়া পাগল পাত্র ধরিল গণ্ডায়।
মড় মড় কাঁকাল ডাকে[৩] নড়া নাঞি যায় ॥
ঠেকে পড়ে পাত্তর ঠাকুর অনুকূলে।
আপনি তুলিল সেন ধনুকের হুলে ॥
একচোটে ঐমনি হেলায় দিল কাটা।
শিশু যেন সাধে কাটে ওল আলু আধা ॥
প্রণাম করিয়া কালু লাউসেন বীরে।
চারিখণ্ড একত্র [৪]করিয়া এক শরে[৪] ॥
দেখে চমৎকার লাগে ভূপতির দলে।
কাটা গণ্ডা লয়া দাসী চলিল মহলে ॥
দেখিতে দেখিতে পাল্য ভিতর মহল।
কানড়া [৫]জিজ্ঞাসে দাসী[৫] সমাচার বল ॥
পরিহাসে বলে কিছু কানড়ার চেড়ি।
সকলি কুশল বটে কিছুমাত্র ডেড়ি ॥
অবনী মণ্ডলে যত নৃপতির চূড়া।
এই গণ্ডা হেন্তে দিল গৌড়পতি বুড়া ॥

---

১ সেবিব 　 ২ চারিখণ্ড 　 ৩ করে 　 ৪—৪ বিন্ধিল এক তীরে 　 ৫—৫ বলেন বুন

ললাটের লিখন খণ্ডাতে পারে কেবা।
তব ভালে ছিল বুড়া ভাতারের সেবা॥
আছিল তোমার আজ্ঞা দিনু বরমালা।
শুনিয়া সংশয় ভাবে ভূপতির বালা॥
ভকতবৎসলা কোথা কি করিলে মা।
কি হল্য কপালে বল্যা শিরে হানে ঘা॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে পুন কানড়া রূপসী।
মোর মাথা খসিল বা হেদে বা ধুমসী॥
সত্য বল গণ্ডা কে করিল খণ্ড খণ্ড।
দাসী বলে লাউসেন প্রতাপ প্রচণ্ড॥
এই গণ্ডা [১]হেনে দিল করি অবলীলা[১]।
রূপে গুণে যশ কীর্ত্তি জগত মোহিলা॥
হেন জন সংসারে তোমার হৈল পতি।
কি কব কানড়া তুমি বড় ভাগ্যবতী॥
শুভ দিনে সেব্যাছিলে শিবানী শঙ্কর।
মহামায়া মিলাইল মনের মত বর॥
তথাপি প্রবোধ নাই পাব প্রাণনাথ।
মাথায় দিয়াল্য ধরা ধুমসীর হাত॥
তবে পাল্য প্রবোধ প্রসন্ন হল্য চিত।
মহাপাত্র লয়্যা কিছু শুন বিপরীত॥
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

পাত্র বলে মহারাজ বুঝিলে ভাগিনা কাজ
লাজ নাঞি হাতে বান্ধে সূতা।
কলিকালে ধন্য বল্য মাথার মুকুট হল্য
অপরূপ চরণের জুতা॥

১—১ হানিয়া অবনী কৈল আলা

চন্দ্র সূর্য্য গেল অস্ত খদ্যোৎ হইল ব্যস্ত
তিমির পতন অভিলাষে।
[১]হেন বুদ্ধি হয় হীনে সংসার আপনি হীনে[১]
অন্য জনে মনে না প্রকাশে॥
না বুঝি কালের মত নফর চাকরে এত
আপনি বাড়ায়ে দিল বুক।
কি কহিব মহারাজ এ ছার বেটার কাজ
সভামাঝে এতেক তুজুক॥
লক্ষের বিলাত লোটে আপন গরজে চোটে
কত সব চাকরের জ্বালা।
শুন দেখি অরে গণ্ডা[২] যদি বা হানিলি গণ্ডা
কোন লাজে নিলি বরমালা॥
[৩]সভা মাঝে যোগ্যগণ্য[৩] লোকে বলে ধন্য ধন্য
হেদে ভণ্ড ধর্ম্মের তপস্বী।
আমার ভাগিনা তায় হেন না বুঝিলি হায়
সম্বন্ধে কানড়া তোর মামী॥
চাকর কুকুর দূর বোলে যার ভাঙ্গে ভুর
তার কেন এত আশ বলে।
বলিতে বাড়িল জ্বালা কাড়্যা নিল বরমালা
পরাইল ভূপতির গলে॥
পাপিষ্ঠ পাত্তর যত করিল সম্মান হত
লাউসেন না দিল উত্তর।
সত্ত্বগুণে সদাশয় শরীরে সকল সয়
কোপে কালু [৪]কহিছেন গর[৪]॥
সহিতে না পারি বীর • ধরিল ধনুক তীর
কপালে কুটিল আঁখি ফিরে।

১—১ হেন বুদ্ধি হয় মনে সংসার আপনা বিনে
২ গুণ্ডা ৩—৩ হলি সভা অগ্রগণ্য
৪—৪ করে গর গর

বুঝি সময়ের গতি আপনি ময়নাপতি
বারণ করিল কালু বীরে ॥
দেখি সবে করে চুপ প্রমাদ ভাবিল ভূপ
কিরূপে করেন নারায়ণ।
গুরুপদে হয়ে যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
[১]বিরচিল্য শ্রীধর্ম্মের কীর্ত্তন ॥[১]

রাজা বলে চল হে বিবাহে কার্য্য নাঞি।
কি করিতে কি বা হলা কি করেন গোসাঞি ॥
কোন চিন্তা নাই বলে মামুদা পাগল।
[২]তরণ লাগিয়া[২] যুক্তি শুন হে বিরল ॥
ছায়ের কারণে পক্ষ আনিল আহার।
নাগিনী আহার করে ছায়ের সংহার ॥
ফল নাই এখানে রাখিয়া লাউসেনে।
বাসড়িয়া উহারে পাঠাও এই ক্ষণে ॥
হাতাহাতি হেথা সবে হানা দিব গড়ে।
ভয়ে যেন আসিয়া কানড়া পায়ে ধরে ॥
শুনিয়া ভূপতি এত নাই দিল সায়।
আপনি পাত্তর বলে শুন ওহে রায় ॥
বাস্থড়িয়া গড়ে গিয়া শীঘ্র দেও থানা।
হরিপাল আসিয়া পাছে দেয় রাতে হানা ॥
যদি জ্ঞান চাকর রাজার নুন খাই।
সাজ শীঘ্র না হয় বাড়ীকে দেহ ধাই ॥
রাজার সাক্ষাতে এত লাউসেন কয়।
কালু বলে একি কথা মোর গায়ে সয় ॥
যার যত জ্ঞান বল জানে দেশ জুড়ি।
কালুকে নিবারি সেন সাজে তড়বড়ি ॥

১—১ শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রস গান ২—২ তরল না হও

ঘন পড়ে সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
বীরগণ চৌদিকে চলিল ধাওয়া ধাই॥
কালচিতা কাল্য সোনা কুড়া ব্রহ্মকাল।
চোরমুড়া চান্দ চূড়া চায়্যা চাঁপাডাল॥
সাঁকামুখা তুর্ম্মুখা তুর্জ্জয় কালু ডোম।
যমদূত দোসর সোসর কেহ যম॥
তড়বড়ি গমনে গগনে উঠে ধূলি।
রাজসেন্য যায় যেন চিত্রের পুতলি॥
বিষম সঙ্কটে গড় ডান ভাগে দ্বারে।
তরিল তরণী গতি হাতে প্রাণ করে॥
বামে বন পর্ব্বত পাতাল পুর পুরে।
অনুমানি বাসড়িয়া দেখে কত দূরে॥
প্রবেশ করিল আসি পথ ষোল ক্রোশ।
মোকাম করিতে বেলা হইল প্রদোষ॥
বেড়ু বাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বার বান্ধা পাষাণ সম্মুখে দিল হানা॥
হানা দিতে হেথা হৈল পাত্রের হুকুম।
হাতীপৃষ্ঠে নাগরা নিনাদে দাম তুম॥
ঘন রণ দামামা দগড়ে দগয়।
সিমুল্যাতে পড়্যা গেল প্রলয়ের রায়॥
একাকার সিঙ্গা কাড়া টমক টেমাই।
যমদূত সম সব সাজিল সিপাই॥
রায়রাঞা বারভূঞা মীরমিঞা গণে।
তুরকী তুরগে কেহ একাকী বারণে॥
গজরাজে নরপতি ঘোড়ায় পাত্তর।
মার কাট শবদ সঘনে ধর ধর॥
ঢালী পাইক ধানুকী ধাইছে তড়বড়ি।
হাতীর হেসানি শুধু ঘোড়ার দাবড়ি॥
কুঞ্জর নিকটে যেন জলধর ঘটা।
সাঙ্গি শেল তরবার তড়িতের ছটা॥

ধাঙ ধাঙ ধাঙসা ধ্বনিতে ধরা কাঁপে।
হাতে হাতে সিমুলা বেড়িল বীরদাপে ॥
চারিদিকে গর্জ্জে গোলা হুড়ুম হুড়ুম।
অন্ধকারময় হল্য একাকার ধূম ॥
বেগারি বেলদার বল কাটিল শিমুল।
গড় ভাঙ্গি থুলে থানা করে সমতুল ॥
হাতী হাঁকড়িয়া পাড়ে গড়ের পাষাণ।
কানড়া ভবানীপদে ভাবিল নিদান ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

চিন্তি চণ্ডী চরণ রাতুল।
পড়িয়া প্রমাদ কান্দে কিঙ্করী কানড়া কান্দে
শোকাকুল নাহি বান্ধে চুল ॥
পিতামাতা ভাই বন্ধু পালাল্য প্রমাদ সিন্ধু
পাথরে পেলায়্যা মোরে মা।
কেবল ভরসা মোর তরিতে তারিণী তোর
অমর অর্চ্চিত ওই পা ॥
আপনি সদয় হয়্যা কোন চিন্তা নাই কয়্যা
প্রবোধিলা পতিতপাবনী।
কোথা মা করুণাময়ী রক্ষ রক্ষ রণজয়ী
জগন্ময়ী জগতজননী ॥
কুটিল কটাক্ষপাতে নবলক্ষ সেনা সাথে
হাতে হাতে নিতে এল ধরি।
বিপত্য সাগরে ভাসি [১]উদ্ধার আপনি[১] আসি
বিষপানে প্রাণ লব হরি ॥
কান্দে বালা এত ভাবি ভকতবৎসলা দেবী
আসি শত করেন সান্ত্বনা।

১—১ অভয়া উদ্ধার

ভয় ত্যজি দেখ রঙ্গ যোগিনী ডাকিনী সঙ্গ
এখনি আপনি দিবা হানা ॥
দেখিয়া আমার দম্ভ প্রচণ্ড নিশুম্ভ শুম্ভ
জম্ভাসুত হারাল্য পরাণ।
সমরে সাজিল কেবা যক্ষ রক্ষ সুর দেবা
কুটিল কটাক্ষে কম্পমান ॥
আমি যে তোমার পক্ষ কিবা তুচ্ছ নবলক্ষ
বিপক্ষে মানব মূঢ়মতি।
এত বলি নিজ সেনা চৌসট্টি যোগিনী দানা
হটে হাঁকরিল হৈমবতী ॥
বসনবিহীন কটি কেহ পরে বীরধটী
হাতে জাঠি বিকট দশনা[১]।
সাজিল শ্মশানবাসী ডাকিনী যোগিনী ভাসি
মুক্তকেশী দীঘল রসনা[২] ॥
উপটি পালটি হাঁটি বীরদাপে কাঁপে মাটি
ঝাটিপটি ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
উরিল ডাকিনী দানা দেখ্যা দেবী হর্ষমনা
কানড়া দাঁড়ান জোড় হাতে ॥
চণ্ডিকা চরণে নত জিজ্ঞাসে যোগিনী যত
কিবা আজ্ঞা ভকতবৎসলা।
দনুজদলনী ভণে মরতে মানব রণে
আজি সবে পর মুণ্ডমালা ॥
এত বলি দিল পান দানাগণ নতমান
ভবানী ভাবেন পুনর্ব্বার।
কোন উপলক্ষ বিনে কেমনে মানব রণে
আপনি পাতিব অবতার ॥
ধুমসীরে দড় দড় কোমর কসালে বড়
বেছ্যা বেছ্যা বত্রিস হে তার।

---

১ বদনা ২ দশনা

ধনু টাঙ্গি শূল শাল খরতর খাঁড়া ঢাল
কালমুখী হীরা বান্ধা ধার ॥
তরকচে তীরগুলি কোমরে কাটারি তুলি
বান্ধিয়া চলিল আগুদলে।
নিজ সেনা লয়্যা সঙ্গে ঈশ্বরী সমর রঙ্গে
আকাশে রহিলা আন্ ছলে ॥
মার মার ডাকে দাসী সম্মুখ সমরে আসি
রাজ সেনা হল্যা চমকিত।
গুরুপদে হয়্যা যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥

হান হান বলিয়া ধুমসী দিল হানা।
চমৎকার ভাবে যত ভূপতির সেনা ॥
ডাকাডাকি উঠিল চৌদিকে ধাওয়াধাই।
ঘন পড়ে সিঙ্গা কাড়া টমকে টেমাই ॥
সম্মুখ সমরে দাসী সিংহনাদ ছাড়ে।
হুহুঙ্কার হাঁকালে হটুরিয়া পড়ে ॥
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ বান্ধি রুষে রণে ডাকে মার মার ॥
বায়ে ভর করে দাসী লস্কর ভিতরে।
গুঞ্জরে সিংহিনী যেন কুঞ্জর নিকরে ॥
হান হান হাঁকারি হাতীর হানে শুঁড়।
হানিছে ঘোড়ার জাজিম মানুষের মুড় ॥
ডাক ছাড়ে মামুদা সঘনে মার মার।
চিন্তা নাই আমি আছি সাহেব সর্দ্দার ॥
চৌদিকে চাপিয়া যুঝে ভূপতির ঠাট।
দাদালে দুহাতে দাসী জুড়ে এল কাট ॥
কুড়াল করিয়া কাটে কুঞ্জরের স্কন্ধ।
সর্দ্দার সিপাই পড়ে শিরে সরবন্ধ ॥

দুষ্কর সাহসে তবু রায় নরভীম।
হাতাহাতি দড়বড় দাঁড়াল্য মহিম॥
হাতীর উপড়ে চড়ে কেহ বা ঘোড়ায়।
তুরকী ধানুকী ঢালী যুঝে পায় পায়॥
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে তীর সাঙ্গি তীরগুলি।
না লাগে দাসীর গায় রাখিল বাসুলী॥
ঢালী ঢালী সামালি হাঁকালে হানে ঠায়।
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়॥
অবনীতে আঁঠু পড়ি ধানুকী বন্দুকী।
আটনি করিয়া বিন্ধে ঢালে হয়্যা লুকী॥
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে বাজে গোলা দুড়ুম দুড়ুম॥
ধূম ধূম ধুমসী দুহাতে হাতী হানে।
কোদালে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণে॥
ঢাল ঢালী চঞ্চল চৌদিকে বেগে ধায়।
দুহাতে দাদালে হানে যার লাগে গায়॥
শন্ শন্ শুনি শুদ্ধ শরের শবদ।
হান্ হান্ হুকুম হানিছে মহামদ॥
প্রাণপণে রোষে রণে যত রাজসেনা।
রণরঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা॥
মীরমিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা॥
রাজা পাত্র বারভূঞা হাতে হাতে বেড়ে।
রক্ষ মা বাসুলী বলি দাসী ডাক ছাড়ে॥
রঙ্গিনী উরিলা রণে রুধিরলোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপিয়া চণ্ড দানা॥
জটিল হটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট দশন রক্ত জবা যেন ফুটে॥
মূলা-পারা দশন বসনহীন কটি।
কেহ বা কাঁচলি পরে কেহ বীরধটী॥

ঝটপটি ঝাপটি ঝাঁপিল ঝুপ ঝুপ।
চমকিত রাজসেনা ভয় ভাবে ভূপ॥
ঘনরাম কবিরত্ন ভাবি দীনবন্ধু।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত গান সুধারস সিন্ধু॥

মার মার বলি ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দুদলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিনী রণজয়ী দুন্দুভি বাজাই
ঘনঘোর গাজই দামামা।
রাজপুত মজবুত যৈছন যমদূত
সমমুখ যুঝে খানসামা॥
দাদালিয়া দলবল মহী মাঝে মাতল
মানব মহিমে দানা দম্ভে।
ধর ধর বলি ঘন ধাইল দানাগণ
ধমকে ধরাধর কম্পে॥
তবু অকাতর নৃপতি লস্কর
হুঙ্কর সমর মাঝে।
ঝটপট চোটপাট বলিছে হান কাট
মামুদা মারহ গাজে॥
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ ঝিকিছে লুপলুপ
লাফে লাফে লুকিছে দানা।
প্রেত ভূত পিচাশী ধায়া ধাই ধুমসী
ধুমসী রণে দিল হানা॥
ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে হত কত হুতাশে
গোলা গাজে দুড়ুম দুড়ুম॥
ঝকড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিকিছে হাঁকে হাঁকে
লাখে লাখে বরিষে তীর।

সামলিয়া হানিতে গজবাজী সহিতে
সমরে সিপায়ের শির ॥
করয়ে তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
তুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে যৈছন
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া।
ঝটপটি ছটপটি রণশির লটপটি
ভূতলে জড়ায়্যা জামাজোড়া ॥
টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ সঘনে সন্সান্
ঝন্ ঝান্ ঘন রণনাদ।
শুনিয়া বিপরীত ভূপতি চমকিত
মামুদা ভাবে পরমাদ ॥
বড় গোলা বন্দুক হুর্ হুর্ দশমুখ
চকিতে চমকিত শেষ।
অবনী টলটল কম্পিত কুলাচল
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥
ধুমসী পরদল হানিছে দলবল
হাঁকিছে বিপরীত রা।
বীরগতি চলিছে বাহু তুলি বলিছে
বলি লেহ বাসুলী গো মা ॥
ডাক ডাকি ডাকিনী রণ যুঝে যোগিনী
রঙ্গিণী দেখি রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ যথা দেখি মণ্ডুক
সমরে সবে দিল ভঙ্গ ॥
রঙ্গিণী জিনি রণে ডাকিনী যোগিনী সনে
সমরে করিল সুধা পান।
গুরুপদে যতন দ্বিজ কবিরতন
সঙ্গীত মধুরস গান ॥

প্রাণ লয়্যা ভূপতি পাল্যাল্যা মহানিশি।
পাত্তর পলাতে ধায়্যা ধরিল ধুমসী॥
খুমসি উপাড়ি দাড়ি ছাড়্যা দিল তায়।
প্রাণ লয়্যা পাপমতি পাত্তর পলায়॥
তরাসে তরল সবে[১]ধায় উভ[২] মুঞে।
হাঁক্যা কেহ হুতাশে হুটুরে পড়ে ভূঞে॥
ফিরে কেহ নাহি চায় ধায় তড়বড়ি।
পথে পড়ে ঢাল খাঁড়া মাথার পাগড়ি॥
ঘাল খায়্যা ঘুর্যা ঘুর্যা ঘায়ের জ্বালায়।
ঝোড়ে ঝাড়ে ঘোরে[৩] কেহ তরাসে লুকায়॥
ভায়া বাবু মিঞা কত সর্দ্দার সিপাই।
সমরে কাটায়্যা ঘোড়া সবে দিল ধাই॥
চায়্যা চারি চঞ্চল চরণে হাতী ধায়।
অবনী আকাশে ধূম ধরণী লোটায়॥
কত দূরে যেয়ে শিরে বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিলা বাসুলী বৈদ্যনাথ॥
কেহ বলে মুস্কিলে আসান হৈল পীর।
পরাণ হারাইয়াছিলাম পেটের খাতির॥
গলাগলি কান্দে কেহ করে কোলাকুলি।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি॥
কেহ বলে খুড়া মলো কেহ বলে জেঠা।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা॥
ভাই ভাই বলে কেহ ফুকারিয়া কাঁদে।
ধূলায় লুটায় কেহ বুক নাহি বাঁধে॥
বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা॥
জগমগি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা।
ফাঁফর হয়েছে কারো মুখে নাই রা॥

---

১ কেহ ২ ঊর্দ্ধ ৩ আড়ে

মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকুরি॥
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখভার।
পাট করি পরের পালিব পরিবার॥
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত॥
কতখানি ভাবে সবে হেথায় হেন বেলা।
রণভূক্রে ভবানী করে রক্তখেলা॥
পাতিল প্রেতের হাট পিশাচ পসারী।
নরমাংস রুধিরে পসরা সারি সারি॥
ফড়া ফড়া করে মড়া ডাকিনী যোগিনী।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাঁটে খানি খানি॥
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে গুণে।
কেহ চাখে কেহ ভখে কেহ বা অন্নে॥
রচিয়া হাতের ফুল কেহ গাঁথে মালা।
বয়া লয়া কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥
মনোরম মানুষ মাথায় লয়া ঘি।
যাচিয়া যোগায় জল যোগিনীর ঝি॥
খর্পর পুরিয়া কেহ নিবারিতে ক্ষুধা।
চুমুকে রুধির পিয়ে সম তার সুধা॥
কাচা মাস খায় কেহ ভাজা ঝোলে ঝালে।
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়।
মুয়া বলে মুয়ে ভরে মানুষের মুড়॥
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে।
লাফ দিয়া লুফে কেহ অমনি গরাসে॥
পরিয়া নাড়ির মালা কেহ করে নাট।
মড়া মাঝে মিছা শব্দ শুনি হান কাট॥
ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী চণ্ড দানা।
হাটে করে কেবল মাংসের বেচা কেনা॥

হেন হাটে হাকিম হৈল হৈমবতী।
করপুটে সম্মুখে ধুমসী করে স্তুতি ॥
সমর তরঙ্গ খেলা পরিহর মা।
কানড়া কামনা করে কেবল ঐ পা ॥
এত শুনি সমাপিয়া সমরের খেলা।
দাসীকে কহেন কিছু ভকতবৎসলা ॥
কানড়ারে কও কিছু চিন্তা করে পাছে।
স্মরণ করিলে মোর দেখা পাবে কাছে ॥
কৈলাস হইতে আসি দাসী যাও ঘর।
পাষাণে লিখন তার লাউসেন বর ॥
এত বলি ঈশ্বরী হইল তিরোধান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
জয় হৈল সংগ্রাম সঙ্কট গেল কাট।
ধুমসী মহলে চলে মারি মালসাট ॥
রণচিহ্ন লইল হাতীর দন্ত শুঁড়।
ধনুকে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড় ॥
রণধূলি রুধির ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস টস পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥
হাতে আছে অমনি লাগাম ঢাল খাঁড়া।
জোহার জানান যেয়্যা যেখানে কানড়া ॥
জয় হল মহিম যুগল হাতে কয়।
কানড়া কহেন কিছু ভাবিয়া সংশয় ॥
সমর বারতা বল সকল বারতা।
যেহেতু এতেক হৈল হেন নাথ কোথা ॥
দাসী বলে উপলক্ষ কেবল ভবানী।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে উরিলা রঙ্গিণী ॥
কিছুমাত্র দেখেছি পলাতে ভগ্ন সেনা।
সমর সফল প্রায় সংহারিল দানা ॥
বিবর্য়া বলিতে নারি এসব বারতা।
কানড়া বলেন তবে খেলি মোর মাথা ॥

সে জন পরাণ লয়ে পলাবার নয়।
সঙ্কট সময়ে বুঝি নাথ হলো ক্ষয় ॥
শোকাকুলি কান্দিয়া কঙ্কণ হানে শিরে।
কি বোল বলিলি দাসী বল দেখি ফিরে ॥
মনের বাসনা যত যদি হলো দূর।
কি কাজ কঙ্কণ শঙ্খ হার কর্ণপুর ॥
দূরে তেজি অপর অনেক আভরণ।
এলাইল কবরী কেশ গায়ের বসন ॥
অভিমানে কান্দে বালা লোটায়ে অচলা।
কৈলাসে জানিল মাতা ভকতবৎসলা ॥
বাছুর হারায়ে বনে ব্যগ্র যেন গাই।
যথায় কানড়া আছে এলো ধাওয়াধাই ॥
নেতের অঞ্চলে দেবী মুছান বয়ান।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা আপনি বুঝান ॥
কেন গো কানড়া তুমি কি কারণে কান্দ।
চঞ্চল চরিত্র কেন চুল নাহি বান্ধ ॥
কেন বা কনককান্তি কলেবর কালি।
নয়নে গলিছে ধারা গায়ে ধূলাবালি ॥
কেন শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কণ্ঠমালা।
ফেল্যায়ে পাগলি কেন পাতায়েছ কলা ॥
কালি বিভা দিব তোর কিছু নাহি ঠেক।
যুগে যুগে মোর কথা পাষাণের রেখ ॥
কেটে গেছে সঙ্কট কিসের দুঃখ মনে।
অভিমানে কয় বালা অভয়া চরণে ॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে আপনি সাজিয়ে।
সমরে সকলে যদি এলে সংহারিয়ে ॥
তবে আর প্রাণনাথ কেমনে বাঁচিল।
কি আর ওসব কথা কপালে যা ছিল ॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা।
দনুজদলনী শুনি সুখ মোক্ষ দাতা ॥

এ হেন ঈশ্বরী যার তার হেন খেদ।
মিছা তবে আগম পুরাণ স্মৃতি বেদ॥
সহমৃতা হব মাতা জ্বালাইয়া কুণ্ড।
এই ভিক্ষা আপনি আনিয়া দেহ মুণ্ড॥
ঈশ্বরী বলেন শুন সাধু সদাশয়।
কার শক্তি মারে তারে যমে করে ভয়॥
বিশেষ বৈষ্ণব বাছা তোর প্রাণপতি।
মহামতি রায় তায় মোর প্রিয় অতি॥
অভিমানে কান্দে তবু ফুকরি ফুকরি।
বড় না অবোধ বেটী বলেন ঈশ্বরী॥
সেই পতি বিনা তোর মতি নাই আন।
এত যে বুঝানু বেটী কোথা ছিল কান॥
আমার বচন বেদ পুরাণ আগম।
যে জন বুঝিতে নারে তার মনভ্রম॥
বিবাহ না দিয়া তোর যদি যাই ফিরা।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরা॥
যদি রাজা লাউসেন মরেছে সর্ব্বথা।
আনাব যমের ঘরে কত বড় কথা॥
ধুমসী পদ্মারে পুনঃ বলেন বসিয়া।
রণভূমে খুঁজে দেখি বুঝে এস গিয়া॥
মরা চিহ্ন দেখ যদি রাজা লাউসেনে।
প্রাণ দিয়া বিবাহ করাব এইক্ষেণে॥
কেন্দে কেন্দে কানড়া আছাড়ে সর্ব্ব গা।
বিবাহ না দিয়া যেতে সরে এক পা॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

দেবীর আদেশে খোঁজে বিরস বদনে।
শ্মশানে মড়ার মাঝে মহামতি সেনে॥
একে একে একান্ত খুঁজিয়া না পায়।
থানায় চিন্তিত হেথা লাউসেন রায়॥

সেন বলে শুন কালু মন কেন ছোটে।
মেসো বা মামার বুকে ঠেকিল সঙ্কটে ॥
শুনেছি বিষম শব্দ বড় গোলা নাদ।
মহিমে ধুমসী পারা পড়েছে প্রমাদ ॥
কালু বলে মনে নিল চল মহারাজ।
সেখানে বিপত্তি যদি এখানে কি কাজ ॥
এত বলি সত্বর সওয়ারি হইল রায়।
অগ্রে আগে বীর কালু বেগবন্ত ধায় ॥
রাজার বিপত্তে নাই চিত্তের সন্তোষ।
দিগদণ্ডে দাখিল সরণি ষোল কোশ ॥
না পেয়ে সেনের তত্ত্ব চলে গেল দাসী।
এমন সময়ে সবে উত্তরিল আসি ॥
রাজার মোকামে সবে দেখে শূন্যকার।
চীল উড়ে গগনে বাহির গড়পার ॥
হাহাকার করি ধায় ধর্ম্মের তপস্বী।
হাতী ঘোড়া মানুষ পড়েছে রাশি রাশি ॥
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্ম চীল।
মুড়ায়ে মড়ার মাঝে করে কিল বিল ॥
চুমুকে রুধির পিয়ে চক্ষু খায় খুলে।
ঠোঁট ঠুকরিয়া কেহ উভ উভ তোলে ॥
মানুষের মাথা কেহ গাছে খায় তুলে।
লাফে লাফে নাড়ীগুলা লুফে লয় চিলে ॥
কৌতুক করিয়া কেহ কার মুখ চাপে।
উড়ে যেতে আকাশে অমনি কেহ লুফে ॥
শৃগাল কুকুর যত করে কলরব।
মড়া গন্ধ মিশালে মাছির মহোৎসব ॥
দেখে কত বিস্ময় বাড়িল বীরভাগে।
সেন বলে বিপত্তে বিধাতা বামে লাগে ॥
যেমন শুনেছি মহাভারতের রণ।
যুধিষ্ঠির সমরে সাজিল দুর্য্যোধন ॥

কুরুসৈন্য সাজিল এগার অক্ষৌহিণী।
পাণ্ডবের পক্ষ প্রভু গোবিন্দ আপনি ॥
কুরুসৈন্য তথাপি সমরে হৈল পাত।
জয় হলো যার সখা ত্রিলোকের নাথ ॥
সেইরূপই গড়ে কেহ ধরে দেব বল।
হেনেছে জটিল হয়ে নবলক্ষ দল ॥
বল কালু উপায় কি করি ওরে ভাই।
এই শোক সাগরে কেমনে রক্ষা পাই ॥
বলিতে বলিতে মোহে চক্ষে বহে নীর।
কালু বলে মহারাজ মন কর স্থির।
ঠাকুর করেন যদি কাণ্ডুরের পারা।
বিবাহ করিবে তুমি জীবে যত মরা ॥
বসিয়া বাজীর পিঠে থাক দণ্ড চারি।
বুঝে আসি কে দেখি সমরে হয় বারি।
কে ধরে এমন বল এত সেনা হানে।
সেন বলে এস শীঘ্র যেও সাবধানে ॥
জোহার করিয়া সেনে গোঁফে দেয় তার।
কেপে তাপে ধায় বেগে হাঁকে মার মার ॥
ধর ধর বলি ধায় ধরিয়া ধনুক।
কে হেনেছে রাজসেনা কার এত বুক ॥
বীর বলে উলটী পালটী লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
শুনিয়া ধুমসী ধায় ধরে খাঁড়া ঢাল।
কালুকে দেখিয়া দাসী পরম পোসাল ॥
বুঝি সময়ের গতি দ্বারেতে চঞ্চলা।
লোহার কপাট দিল তামার তসলা ॥
ধেয়ে যেয়ে অমনি কহিল মহামায়।
বীর কালু এল গড়ে কি করি উপায় ॥
ঈশ্বরী বলেন তবে পরম মঙ্গল।
কালুর কল্যাণে সদা সেনের কুশল ॥

বলে ছলে প্রকারে কালুকে যেয়ে বাঁধ।
এখানে উদয় হবে ময়নার চাঁদ ॥
দাসী বলে জননী দেখিলে কাঁপে গা।
কালান্তক কালু বীরে কে বান্ধিবে মা ॥
কানড়া বলেন তবে বুদ্ধি তবে কি।
রুক্মিণী বলেন রঙ্গ বসে দেখ ঝি ॥
ভাজা ভুজা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পুরা ॥
ভিতরে গড়ের দ্বারে রাখ বসাইয়া।
বাড়ায়ে বীরের আশ এসো পাছুইয়া ॥
ভুলিয়া ভোজন করি হরিবেক জ্ঞান।
তবে যে বান্ধিবে তায় হবে সাবধান ॥
এখানে বসিয়া তবে লও লাউসেনে।
শুভ বিভা গোধূলি সময় শুভক্ষণে ॥
অভয়া আদেশে দাসী নানা আয়োজনে।
দুয়ারে সাজিয়া ভেট সেজে গেল রণে ॥
কপাট ঘুচায়ে গড়ে দেখে আড়ি উড়ি।
দাসী দেখে বীর বড় দিলেক দাবড়ি ॥
তড়বড়ি ত্বরায় পাথর গড় পায়।
মার মার বলি বীর তাড়াইয়া যায় ॥
বিপরীত গর্জ্জনে গমনে বয় ঝড়।
প্রাণ লয়ে ধূমসী লোহার পায় গড় ॥
সমর দুরন্ত কালু যায় তাড়াতাড়ি।
ধূমসী তামার গড়ে ধায় তড়বড়ি ॥
পাঁচ গড় পেরুল তথাপি দেয় তাড়া।
ধূমসী ধুমসী ফিরে ধরে ঢাল খাঁড়া ॥
দাবড়ি খাইয়া বীরে আড়ি উড়ি রয়।
দনুজ দোয়ারে কালু দেখে সুধাময় ॥
ঘটি ঘটি ঘোঁটা সিদ্ধি পিয়ে পোস্ত মদ।
ভাজাভুজা পেয়ে বলে পেলাম ইন্দ্রপদ ॥

ঘনঘটা ঘাঘর ঘুঙ্ঘুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল খেঁচি বাক্ ডোর॥
হেষণি ফান্দনি গতি কালিনি পাথরি।
দেখে জিয় জিয় কয় কানড়া সুন্দরী॥
বারাণ খোসাল হলো শাল পেলে সাজে।
ঈশ্বরী বলেন বাছা কাজ নাই ব্যাজে॥
প্রাণনাথে দেখ যেয়ে নয়ন ভরিয়া।
দলুজ দুয়ারে রাজা আছে দাণ্ডাইয়া॥
এত শুনি মায়ের পায়ের লয় ধূলা।
চড়িল ঘুঁড়ীর পিঠে শুভক্ষণ বেলা॥
আনন্দ সাগরে ভাসি শশীমুখী ধায়।
মহল দুয়ারে দেখে ময়নার রায়॥
কালঘুঁড়ী কানড়া কাঞ্চন কলেবর।
ভূষিত তড়িত যুথ যথা জলধর॥
সেনের সোনার কান্তি শরীর শোভিত।
রূপ হেরি দুজনারি মন বিমোহিত॥
লাউসেন ঘোড়ায় কানড়া ঘুঁড়ী পিঠে।
শুভক্ষণ সাক্ষাৎ মিলিল দিঠে দিঠে॥
লজ্জায় লম্বিতমুখী তাড়াইল বামে।
শশীমুখী রাধিকা সঙ্কেত যেন শ্যামে॥
দোঁহারূপ হেরি দোঁহে হইল মোহিত।
বিশেষ মজিল সেনে কানড়ার চিত॥
ঘুঁড়ী দেখি মদনে মাতাল হলো হয়।
ঘোঁড়ারে প্রবোধ করি ঘুঁড়ী কিছু কয়॥
লাউসেন কানড়া বিভা দৈবের অধীন।
জ্ঞানহত না হয়ো প্রসন্ন হবে দিন॥
কিরূপে বিবাহ হয় চেয়ে দেখ রঙ্গ।
রত্রি দিনে দুজনে থাকিব এক সঙ্গ॥
প্রবোধে পাইয়া ঘোড়া স্থির করে মতি।
কানড়া দেখিয়া মনে বুঝিল ভূপতি॥

সুধামুখী সুবেশে সংসার করে আলা।
এই বুঝি কানড়া ইহারি বরমালা॥
বরণে বনিতা বুদ্ধি বিশেষ সুধান।
কি হেতু এখানে কেন কি বা সাধ মান॥
এতেক বলিল যদি ময়নার নাথ।
খুঁড়ী পিঠে কানড়া জুড়িল ছুটি হাত॥
বার সাত অমনি চরণে দণ্ডবৎ।
বদনে বসন দূর করিল ঈষৎ॥
বলিতে লাগিল বালা বিনয় বচন।
শুন মহাশয় রায় মোর নিবেদন॥
হরিপাল দুহিতা আমি প্রমাদে পড়িয়া।
পিতা মাতা ভাই বোন গেল পলাইয়া॥
কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা॥
তোমার বনিতা আমি তুমি প্রাণনাথ।
এত শুনি সেন কন কর্ণে দিয়া হাত॥
মহারাজ মেসো তায় হাতে বান্ধা সুতা।
বিবাহ করিতে এল করেছে লঘুতা॥
অধিবাস করিলে অর্দ্ধেক বিভা হয়।
স্মৃতি বেদ বিদিত বিদ্বান সব কয়॥
তোমারে করিতে বিভা মোরে না জুয়ায়।
অপযশ অধিক অধর্ম্ম ভয় তায়॥
রাজাকে বিবাহ কৈলে তুমি হতে মাসী।
এত শুনি কন কিছু কানড়া রূপসী॥
গৌড়েশ্বরে কে বা হয়েছে বাক্যদাতা।
এসেছিল ভাট বটে মুড়াইছি মাথা॥
তায় অধিবাস সিদ্ধ যদি হয় রায়।
মনে মনে ইন্দ্রপদ কে বা নাহি চায়॥
আমার প্রতিজ্ঞা নাথ ঈশ্বরী সাক্ষাৎ।
যে জন হানিবে গণ্ডার সেই প্রাণনাথ॥

যদিস্যাৎ আপনি করেছ এই কর্ম্ম।
বিবাহ করহ রায় রক্ষা পাক ধর্ম্ম ॥
সেন বলে কদাচ আমার নহে কাজ।
অধর্ম্ম না হোক তবু দেশ জুড়ে লাজ ॥
গৌড়েশ্বরে বিভা কর ভুল না সুন্দরী।
রাজার মহিষী হবে রাজ্যের ঈশ্বরী ॥
বল যদি মহারাজে এখানে আনাই।
দেও বা না দেও-সায় লয়ে যেতে চাই ॥
কানড়া কয়েন নাথ না কয়ো নিষ্ঠুর।
গৌড়পতি পিতৃতুল্য পর্য্যায় শ্বশুর ॥
যদি দূরাদূর থাকে মনের বাসনা।
চেয়ে দেখ কি গতি পেয়েছে রাজসেনা ॥
সেন বলে কানড়া আমারও ঐ পণ।
বধেছ কেমন সেনা বুঝে লব রণ ॥
বলে ধরে তোমারে পাঠাব রাজধানে ॥
হারি যদি এখনি বিবাহ এইখানে ॥
ভবানী ভাবিয়া বালা বলে ভালো ভালো।
কোপে বিধুবদন ঈষৎ হলো কালো ॥
বলে ধরে নিতে পারে কার এত বুক।
বলিতে বলিতে কোপে ধরিল ধনুক ॥
এখন বাঁচাই নাথ অনুমতি দে।
না হয় দাসীর এক বাণ সয়ে নে ॥
মরিলে তোমার হাতে পাব অক্ষয় দাতা।
হানিলে তোমার শির হব সহমৃতা ॥
এত বলি দুইজনে হইল হানাহানি।
সঙ্কট বুঝিয়া মাতা উরিলা রঙ্কিণী ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

দুহাতে ধরিয়া ঘোড়া ঘুঁড়ীর লাগাম।
বলিতে লাগিল মাতা নিবারি সংগ্রাম ॥

জনম অবধি রায় যে যারে ধেয়ায়।
তারে কি এমন কর্ম্ম করিতে জুয়ায় ॥
কানড়া তোমার তুমি কানড়ার প্রাণ।
রণস্থলে আপনি করিব সম্প্রদান ॥
উদ্দেশ্যে যে জন সেবে চরণ আমার।
চতুর্ব্বর্গ ফল পায় করতলে তার ॥
জবাফুলে মোর পদ পুজেছে সাক্ষাতে।
তায় যে তোমায় পাবে এত তানা তাতে ॥
আপনি সকলি জান শুনহে রাজন।
তোমার প্রতিজ্ঞা রাখি কানড়ার পণ ॥
আসুরিক রণ ত্যজ হের আন হাত।
হাতাহাতি বল বুঝি আমার সাক্ষাৎ ॥
শুনিয়া প্রণতি করি সেন দিল সায়।
ভয় ভাবি কানড়া ভবানী মুখ চায় ॥
আঁখি ঠারে দেবী তার বাড়াইল বুক।
শঙ্করে আনিল মাতা দেখিতে কৌতুক ॥
সঙ্কেত করিল মাতা শঙ্করের প্রতি।
সেনে করি আশ্রয় বলিলা পশুপতি ॥
ভবানী করিলা ভর কানড়া উপরে।
বলবতী বাউতি রায়ের ধরে করে ॥
পরশে পরম সুখ যুবতীর হাত।
ছাড়ায়ে কন্যার কর ধরে মহীনাথ ॥
কলে বলে টানিতে হেলায় গেল ছাড়া।
পুনশ্চ রাজার হাত ধরিল কানড়া ॥
আপনি ভবানীমাতা ভর দিলা তায়।
কানড়া হইল গিরি গোবর্দ্ধন প্রায় ॥
ছাড়াতে নারিল রাজা কানড়ার হাত।
হরষিত হাসেন ভবানী ভূতনাথ ॥
কলে বলে কানড়া রায়ের টানে কর।
ঘোড়া হতে লাউসেনে তুলিলা শঙ্কর ॥

ধাতার নির্ব্বন্ধ নাহি ঘুচে কারো বোলে।
লাউসেন পড়ে আসি কানড়ার কোলে ॥
উথলে আনন্দ কত নাই পরিমিত।
হেনকালে নারদ গোসাঁই উপস্থিত ॥
হরষিত হৈমবতী হর হরিদাস।
রণস্থলে কন্যার করিল অধিবাস ॥
মহামুনি নারদ হৈল পুরোহিত।
ঈশ্বরী দিলেন বিভা বেদের সহিত ॥
যথোচিত লৌকতা যৌতুক নানা দান।
লাউসেনে দিয়া দেবী করিল সম্মান ॥
কানড়া সেনের হাতে করি সমর্পণ।
জগতজননী কিছু কহেন তখন ॥
গুণবতী কানড়া আমার প্রিয় ঝি।
তুমি হইলে জামাতা ইহার পর-কি ॥
পায়ে পায়ে হয় কত যুবতীর দোষ।
সকলি করিবে ক্ষমা পাছে কর রোষ ॥
তুমি যোগ্য জামাতা সজ্জন যুবরাজ।
কি কহিব সকলি তোমার লাজ কাজ ॥
অনেক সাধের মোর কিঙ্করী কানড়া।
তুমি হলে গণেশ কার্ত্তিক হতে বাড়া ॥
এত যে বিশেষ বাক্য বলিলা ভবানী।
দম্পতি পড়িল পদে লোটায়ে ধরণী ॥
ভোলানাথ ভবানী মুনির পদ বন্দে।
আশীষ করিল সবে পরম আনন্দে ॥
নারদে দক্ষিণা দেবী দিলেন কৌতুকে।
মহামুনি দিলা তবে সেনকে যৌতুকে ॥
কৃপাময়ী কন কিছু কানড়ার তরে।
আমি যাই কৈলাসে আপনি যাও ঘরে ॥
কোন প্রমাদে পুনঃ চিন্তা কর পাছে।
স্মরণ করিলে মোরে দেখা পাবে কাছে ॥

কান্দিয়া কানড়া ধরে ভবানীর পা।
পিতামাতা ভাই বন্ধু কোথায় রইল মা॥
ভগবতী ঠেকিয়া ভক্তের মায়াজালে।
পরিবার সহিত আনালে হরিপালে॥
উঠে সুখ সাগরে লহরী কত খান।
হর গৌরী মহামুনি হৈল তিরোধান॥
সেনে কত সম্মান করিল মহীপাল।
জননী জুড়ালো দেখে কানড়া কপাল॥
হরিষ বিষাদে বড় হলো হালাহোল।
বাজিছে বিজয় বাদ্য জয় জয় বোল॥
মনে মগ্ন মহারাজ আনন্দে বিভোল।
লাউসেনে ফিরাইল করি চতুর্দ্দোল॥
বাসা দিল বিচিত্র বরণে বাড়ী ঘর।
নানা ধনে লাউসেনে করিল আদর॥
ক্ষীরখণ্ড ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিলা কন্যাবরে॥
বিদায় হইল রাজা ময়না নগর।
হেনকালে মনে হলো রাজার লস্কর॥
একান্ত ধর্ম্মের পদ করিতে ভাবনা।
হইল অমৃত বৃষ্টি জীল যত সেনা॥
সেনে কত সম্মান করিল মহাভূপ।
জননী জুড়াল দেখে কানড়ার রূপ॥
সবাই বিদায় হলো আপনার দেশ।
হেনকালে করে রাজা কালুর উদ্দেশ॥
বীরে করি বক্সিস আনাল মহীপাল।
পুরট পাগড়ী জোড় জরি পট্টশাল॥
খোসাল করিল যত বাজে বীরগণে।
বরকন্যা বিদায় হইল নিকেতনে॥
কতদিনে নিজ দেশে প্রবেশিলা রায়।
সেনাগণ কহে আসি গৌড়ের রাজায়॥

বিভা করি দেশে গেলা ময়নার পতি।
পাত্র বলে বুঝ রাজা ভাগিনা দুর্ম্মতি॥
ভূপতি বলেন পাত্র সব কর্ম্মফল।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

॥ ইতি কানড়ার বিবাহ পালা সমাপ্ত॥

মায়ামুণ্ড পালা

নিজবাসে লাউসেন পরম আনন্দে।
কুবুদ্ধি চড়িল হেথা পাত্তরের স্কন্ধে॥
রাজধানে বসে মনে ভাবিছে নাবুড়ি।
কতদিনে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ী॥
চারি ছুঁড়ী বধুর আয়ত ঘুচে করে।
তালে ঘুচে ভাবন ভাগিনা যদি মরে॥
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নীবংশ হয়ে।
রোগ ঋণ রিপু শেষ দুঃখ দেয় রয়ে॥
অধোমুখ হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি এলো আচম্বিতে॥
কর্ণসেন আঁটকুড়া হয়েছে যেই পুরে।
ভাগিনায় পাঠাব সেই অজয় ঢেঁকুরে॥
ভাবিয়া ভূপতি পদে বলে মহামদ।
তোমার প্রতাপে রাজ্য হইল নিরাপদ॥
কেবল ঢেঁকুরে মাত্র অধিকার নাই।
ইছাই গোয়ালা বেটা বাড়ালো বড়াই॥
সর্ব্বদিন অধীন গোয়ালা সোমঘোষ।
আপনি বাড়ালে রাজা তার কিবা দোষ॥
গোঠে ছিল বসত অসত বড় বেটা।
বাজারে বেচিত বসে ওল আলু এঁটা॥
কি বুঝি বরিলে তারে ঢেঁকুরের সানা।
পড়ে কি না পড়ে মনে করেছিনু মানা॥
কতকাল আজ্ঞায় আসিত যেত সে।
বেটা তার ইছাই ইন্দ্রকে বলে কে॥
দেবীপদ সেবিয়া দুর্জ্জয় হলো গোপ।
কবে এসে করিবে তোমার সৃষ্টি লোপ॥
শিয়রে সবল শত্রু সাবধান চাই।
ভয়ে ভাবে ভূপতি উপায় চিন্তি ভাই॥

পাত্র বলে যেয়ে যে ঢেঁকুর গড় জিনে।
না দেখি এমন লোক লাউসেন বিনে॥
এত শুনি কন রাজা সভয় শরীর।
ওই গড়ে কর্ণসেন হয়েছে ফকির॥
শালে ভর দিয়া রঙ্কা পাইল যেই ধনে।
কেমনে পাঠাব ঢেঁকুরের রণে॥
রাজা এত বলিতে পাত্তর বলে হায়।
ভাগিনা জিনিবে রণে কত বড় দায়॥
ব্রহ্মপুত্র লঙ্ঘিয়া যে জিনিল কাণ্ডুর।
তারে কি দুর্জ্জয় বড় অজয় ঢেঁকুর॥
স্ত্রীর বশ পুরুষ পাত্রের বশ ভূপ।
রাজা কহে লিখ পাতি করিয়া কুলুপ॥
মনে মনে চিন্তি তবে সেনের আপদ।
হর্ষ হয়ে পত্র লিখে পাত্র মহামদ॥
প্রথমে লিখিল স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত॥
শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম শুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পত্রে॥
আগে চিন্তি চিরকাল তোমার উন্নতি।
এক্ষণে আনন্দ যায় পরন্তু সম্প্রতি॥
পত্রপাঠ সাক্ষাৎ সত্বর আইস রায়।
এখানে সকল কব শুনিবে সভায়॥
অপর নাবড়ি কিছু লিখিল হেকাত।
নাম লেখাইয়া খায় লক্ষের বিলাত॥
যদিস্যাৎ গৌড় গমনে কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ॥
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন তারিখ দিল তেরই কার্ত্তিক॥
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবারাতি॥

ত্বরায় আসিবি যাবি পাবি খুব চিরা।
শিরে বন্দি যায় ইন্দ্রা নাহি চায় ফিরা ॥
তরণী সরণি শীঘ্র সেবি শশীচূড়।
পার হৈল পদ্মাবতী পশ্চাৎ রহে গৌড় ॥
বেগবন্ত ধায় ইন্দ্রা দিবস যামিনী।
শীতলপুরে সত্বর পেরুল সুরধুনী ॥
কত কব যত গ্রাম রাখে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥
উড়েগড় এড়াল আমিলা উচালন।
মন্দারণ রেখে ধরে ময়নার গণ ॥
কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে গেল ময়না নগর ॥
ইন্দ্রার আনন্দ অতি প্রবেশি সহরে।
গীত বাদ্য আনন্দ উৎসব ঘরে ঘরে ॥
উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি রাজার কল্যাণ।
শ্রবণ জুড়াল শুনে নিরখি নয়ান ॥
সহরের শোভা দেখি স্বর্গ মনে লয়।
মহাজ্ঞান ইন্দ্রার আনন্দ অতিশয় ॥
মহী নহে ময়না মানুষ নয় সেন।
সাধু সঙ্গে সাক্ষাৎ সকল শুভক্ষেণ ॥
ভাবিতে ভাবিতে ভক্তি প্রসবে প্রচুর।
গোবিন্দ আনিছে যেন আদরে অক্রূর ॥
বার দিয়া বসেছে ময়না তপোধন।
প্রজা বন্ধু বান্ধব বেষ্টিত বিপ্রগণ ॥
জোড় হাতে বীর কালু হুজুরে হাজির।
হেন কালে দূত আসি নোয়াইল শির ॥
হাতে দিয়া পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায় ॥
পত্র পড়ি না পান বিশেষ বিবরণ।
ইন্দ্রজালে জিজ্ঞাসা করিল তপোধন ॥

ইন্দ্রজাল বলে শুন ময়না ঠাকুর।
বলিতে সঙ্কোচ বাসি বচন নিঠুর॥
ঢেঁকুর মহিমে তোমা পাঠাইবে ভূপ।
এত শুনি সঙ্কটে সবাই করে চুপ॥
দরবার ভাঙ্গি রাজা প্রবেশে মহল।
দ্বিজ ঘনরাম গায় শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

ঢেঁকুর মহিম কথা শুনি রাজরাণী।
নয়ানে গলিত ধারা গদগদ বাণী॥
কি শুনি আমার বাছা বচন নিঠুর।
তোমারে ভূপতি নাকি পাঠাবে ঢেঁকুর॥
এত শুনি ধরে রাণী পোয়ের গলায়।
কান্দিয়া কহেন কিছু কর্ণসেন রায়॥
পূর্ব্বাপর ছিল মোর ঢেঁকুর নিবাস।
গোঁয়ার গোয়ালা হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ॥
এ গড়ে মরেছে তোমার ছয় ভাই।
দুর্জ্জয় দেবীর দাস গোয়ালা ইছাই॥
সে সকল সন্তাপ সদাই মনে পড়ে।
না যেও নিষ্ঠুর পুরে ঢেঁকুরের গড়ে॥
রাণী বলে তুমি মোর কৃপণের কড়ি।
আন্ধার মাণিক তুমি অন্ধকের নড়ি॥
না দেখিলে তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরাণ পুত্তলি তুমি নয়নের তারা॥
তুমি বিনা সকল সংসার শূন্যাকার।
জীবন বিফল বাছা পুত্র নাহি যার॥
এক জন্ম মরে আমি তোমা পুত্র পেয়ে।
পাসরি সে সব দুখ চাঁদমুখ চেয়ে॥
প্রণতি করিয়া কিছু লাউসেন কয়।
তুমি কর আশীষ ঢেঁকুর হব জয়॥
কর্ণসেন বলে বাপু শুনে বুক ফাটে।
দেবতা দানব যার দাবে নাহি আঁটে॥

মহারাজ দশরথে ঘোষে তিনলোকে।
শ্রীরামে পাঠায় বাছা মলো পুত্রশোকে॥
খদ্যোৎ পতঙ্গ বাছা তুলনা না করি।
তোমা না দেখিয়া বাছা সেইরূপে মরি॥
আমার বচন শুন হয়ো না অবুঝা।
সমরে সাক্ষাৎ তার দেবী দশভুজা॥
কত কষ্টে নামটি ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাছা ছেড়ে যেতে বুড়া॥
নিতান্ত না যেয়ো বাপু রাজার সাক্ষাৎ।
লাউসেন কন কিছু করি যোড় হাত॥
রাজা রুষ্ট হয় বাপু নিবে রাজপুরী।
কাজ নাই পরাধীন পরের চাকুরী॥
তোমার কল্যাণে কোন ধনে নাই মরা।
যায় যাক ধরণী আপনি যাই ধরা॥
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে নরকে নাই ঠাঁই।
চিরকাল চাকর রাজার লুন খাই॥
(কুরু পাণ্ডবের রণে স্মরিয়া না লন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ॥)
সমরে না যাই যদি প্রাণভয়ে অতি।
তবু ত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি॥
(আজি মরি কিবা বা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে॥)
অসার সংসার সার ধর্ম্ম যেই পথ।
অদ্যাবধি ঘোষে লোকে সুধন্বা সুরথ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ অনুমতি।
রাজার আদেশে ধরি তোমার আরতি॥
(তুমি যার জননী জনক যার রায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায়॥)
তবে বল ইছায়ে ঈশ্বরী অনুকূল।
বুঝে দেখ সেই দেবী সবাকার মূল॥

স্বধর্ম্মে থাকিলের জয় অধর্ম্মে সংহার।
তার সাক্ষী বিভীষণ রাবণ লঙ্কার ॥
আপনি ঈশ্বরী যার আছিলা দুয়ারী।
তবে কেন সবংশে মজিল লঙ্কাপুরী ॥
তোমার কৃপায় আমি জিনিব ঢেকুর।
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য কর দূর ॥
প্রবোধ পাইয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখী।
আজি কর বিশ্রাম নয়ন ভরে দেখি ॥
কালি অতি শুভদিন গৌড়ে তুমি যাবে।
অভাগীর রন্ধন বাপু আজি তুমি খাবে ॥
শিরোধার্য্য করে রাজা মায়ের আরতি।
কলিঙ্গা সহিত তবে রাণী রঞ্জাবতী ॥
স্নান পূজা করি রাণী করিল রন্ধন।
শাক সূপ সঝোল সুকুতা সুখাসন ॥
বেসরে বেম্বর ঘণ্টে সুরসাল ঝালে।
পরিপাটী পাঁচ ভাজা পুরটের থালে ॥
আলু ওল পটল পনস পানফল।
কদলী করলা কিছু কুষ্মাণ্ড কমল ॥
মজাকলা ভাজা তৈলে ঘৃতে টস্‌টস্।
ক্ষীরখণ্ড পায়স পিষ্টক পাঁচরস ॥
কালিনী মায়ের প্রাণে যত ছিল মনে।
রন্ধন করিল রাণী পুত্র যাবে রণে ॥
চিন্তিয়া পরম পদ করি বহু যত্ন।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান দ্বিজ কবিরত্ন ॥

স্নান করি দাসী আসি আসন যোগায়।
দুদিকে দুই পুত্র বৈসে মধ্যে বৃদ্ধ রায় ॥
উত্তম আতপ অন্ন সুবর্ণ ভাজনে।
পরিপাটী বাটী বাটী পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ॥
আগে দিল প্রাণনাথ পিছে দুই পুত্র।
হরিষ বিষাদে আঁখি ছলছল নেত্র ॥

বেদবিধি ভোজন করিয়া বহুসুখে।
মুখশুদ্ধি করি রাজা বসিল কৌতুকে॥
হেনকালে রঞ্জাবতী মনে মনে করে।
বাছা মোর কেমনে ভুলিয়া থাকে ঘরে॥
বধূগণে বিরলে ডাকিল রঞ্জাবতী।
চারি রাণী আসি করে চরণে প্রণতি॥
জোড় হাতে জিজ্ঞাসেন আজ্ঞা কর কি।
বচনে বুঝান বড় মানুষের ঝি॥
অমলা বিমলা শুন কলিঙ্গা কানড়া।
তো সবার প্রাণনাথ অভাগীর ভাড়া॥
ইছাই সমরে যায় সাজিয়া ঢেঁকুর।
যার রণে মৈল ছয় তোমার ভাসুর॥
দেবতা অসুর যার রণে দেয় ভঙ্গ।
আমার দুর্জ্জয় ভাই করে এত রঙ্গ॥
রূপ দেখাইয়া রাখ লাগাইয়া লেঠা।
প্রাণ গেল সদাই ভাবিতে বেটা॥
যতনে রতনে সাজ নূতন যৌবন।
বয়সে তরল বটে পুরুষের মন॥
ভুবনমোহিনী বটে মদনমঞ্জরী।
মৃদুহাস্যে কটাক্ষে করিবে মন চুরি॥
তবে থাকে আয়ু মাথার রয় ছাতা।
তিন রাণী হেসে হৈল লাজে হেঁট মাথা॥
আইমা কি লাজ ঠাকুরাণী কন কি।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী কর্পূরধলের ঝি॥
বড় তাপে দুঃখের সাগরে কন ভাসি।
হেসোনা বিপত্তে বুন হাসি সর্ব্বনাশী॥
বর মাগ বিধাতা বঞ্চিতে দিল সুখ।
হাসিব খেলিব কত করিব কৌতুক॥
প্রবন্ধ করিয়া আগে রাখ প্রাণনাথ।
পতি বিনা যুবতী জনম এঁটোপাত॥

শুন বলি কানড়া আপনি কর যশ।
নব নব নাপানে নাগরে কর বশ॥
লাসবেশ বাসর বঞ্চিতে যাও হাসি।
কানড়া বলেন দিদি বড় ভয় বাসি॥
কিবা জানি কালি বিভা হয়েছে নিকট।
প্রথম স্বামীর সেবা নারীর সঙ্কট॥
মাতিবে মদন তায় বয়সের গা।
পায়ে পড়ি দিদিগো আপনি তুই যা॥
রাণী বলে যাও তবে অমলা বিমলা।
নানাকার করিল রাজার দুই বালা॥
কলিকা কুসুম কোলে কি করিবে অলি।
বিকশিত কমলে ভ্রমর করে কেলি॥
কানড়া কহেন পুনঃ এই যুক্তি সার।
বড় দিদি বিশেষ প্রভুর কণ্ঠহার॥
রানী বলে বুঝিনু সবার বুদ্ধি বল।
তরুণী হইয়া কেন তরুণে তরল॥
রাণী মন্দোদরী আদি প্রথম যৌবনে।
কেমনে বঞ্চিল রতি রাক্ষসের সনে॥
এত বলি আপনি করিল লাসবেশ।
দাসী শয্যা করিল কথার পেয়ে শ্লেষ॥
মনোহর মন্দিরে মাণিক করে আলা।
মেজে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা॥
বিচিত্র বন্ধনী কত রতন মিশাল।
যতনে ছাওনি চারি চামরের চাল॥
চারি ভিতে বিরাজে বিনোদ বনমালা।
পুরট পালঙ্ক মাঝে পাতিল প্রবলা॥
বিছাল বিচিত্র পাটি গুজরাটী ভোট।
লেপ তুলি পাটের পাছড়া তায় জোট॥
নানা চিত্র শোভে তায় মণিময় ঝুরি।
চারিদিকে লম্বমান দোলনা দোখরি॥

রচিল সুখদ শয্যা যেন পয়ঃফেন।
পরিমল খাসা তায় আচ্ছাদন দেন ॥
বসিল প্রসন্নমনে ময়নার পতি।
যতনে জ্বলিছে কত রতনের বাতি ॥
কানড়া করিছে হেথা কলিঙ্গার বেশ।
দ্বিজ ঘনরাম গান প্রভুর আদেশ ॥
কণক চিরুণী করে কানড়া আপনি।
বিরচিল চাঁচর চিকুরে চিত্রবেণী ॥
ফণি বলি গিলে পাছে গো গজবাহন।
ঝাট করি বাঁধে খোঁপা ভুবনমোহন ॥
রচিত কুন্তলে দিল কুঙ্কুমের রেখ।
মেঘমালা জড়িত তড়িত পরতেক ॥
কবরীমণ্ডিত মালা মল্লিকা বকুল।
মকরন্দ লোভে যেন মত্ত অলিকুল ॥
পিঠেতে পাটের থোপ তায় হেম ঝাঁপা।
অনুগত তায় কত গন্ধরাজ চাঁপা ॥
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি।
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের ছবি ॥
সুবেষ্টিত গোরচনা চন্দনের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥
কুচযুগ কঠিনে কনক লতাবলী।
সঙ্কেত প্রবন্ধে বান্ধে বিচিত্র কাঁচুলি ॥
হীরাবলী শোভে তায় মনোহর ফাঁদ।
কেবা ধরে ধৈরজ হেরিয়া মুখচাঁদ ॥
অঙ্গে পরে বিচিত্র অনেক অলঙ্কার।
হিরণ্য জড়িত হীরা হেম কণ্ঠহার ॥
দোস্থতি শোভিছে গলে গজমতি মাল।
কেয়াপাতা গলায় গরব করে ভাল ॥
কানে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
বউলি বেশর নাকে বেশ হইল বড়ি ॥

করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটী মাঝে।
রতন নূপুর পায়ে রুনুঝুনু বাজে ॥
চরণ ভূষণ পরে পাতা গোটামল।
গমনে গরব কত পুরুষ পাগল ॥
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ শঙ্খের উপর।
যেখানে যে শোভা করে পড়িল অপর ॥
বিচিত্র বসন পরে কমলা বিলাস।
সুন্দরী সহজ রূপে তিমির প্রকাশ ॥
রসের দর্পণে রামা চেয়ে দেখ মুখ।
কানড়া কতেক তায় করিল কৌতুক ॥
যাও দিদি বিধি আজি হবে অনুকূল।
মুখ হেরি প্রাণনাথ হইবে আকুল ॥
অশেষ বিশেষ রামা লাসবেশ করি।
কাটা গুয়া সাঁটা পান নিল বাটা ভরি ॥
দাসী হস্তে জল ঝারি মন্দ মন্দ গতি।
শচী যেন সাজিল সেবিতে সুরপতি ॥
সুবেশে শয়নশালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল রাজা দেখি মুখশশী ॥
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা আধ মুখ ঢাকে ॥
হাসি হাসি শশীমুখী তোষে প্রাণনাথে।
বামে বসে তাম্বুল যোগায় হাতে হাতে ॥
কত নব লাবণ্য বহিয়া গেল তায়।
রসবতী যুবতী রসিক তাহে রায় ॥
চাতুরি সরস কিছু রাজা কন শ্লেষ।
বড় না সুন্দরী আজি দেখি লাসবেশ ॥
আজি নাই শয়নে সে সব রঙ্গরস।
ঢেকুর করেছি যাত্রা না করো পরশ ॥
রাণী বলে এতেক ব্যাকুলি কেন রায়।
লুটি কেবা লুটায়ে পড়িতে গেছে পায় ॥

কি কহিব বিধাতা বিমুখ বড় সে।
নহে হেন সময়ে এমন করে কে ॥
জায়া পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।
বেদ বলে বিশেষ বনিতা অর্দ্ধ অঙ্গ ॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাতবাসে যদি।
তথাপি সতত সঙ্গে আছিল দ্রৌপদী ॥
বনবাসে কেন রাম সঙ্গে নিল সীতা।
যদি বল বনে যাব না ছোঁব বনিতা ॥
সুধন্বা সাজিল যবে অর্জ্জুনের রণে ॥
এক রাতি ভুঞ্জে রতি প্রভাবতী সনে।
পিতা তার না বুঝে ফেলিল তৈলকুণ্ডে।
কোলে করি শ্রীহরি রাখিল সেই দণ্ডে ॥
নিজ নারী পরশে পাতক হৈল রায়।
তবে কেন সুধন্বা সঙ্কটে রক্ষা পায় ॥
শুন নাথ সাক্ষাতে সরম খেয়ে কই।
ঋতুমতী আছি রাতি হৈল তিন বই ॥
না কৈলে অধর্ম্ম নাথ তুমি ধর্ম্মচারী।
শয়নে স্বামীর সঙ্গে হতে হয় দায়ী ॥
কহিতে কহিতে করে কতখান ছলা।
বিশেষ পুরুষ কোলে কামিনীর কলা।
বদনে বরিষে সুধা বচনে বচনে।
আলিঙ্গন মাগে রাজা মাতিয়া মদনে ॥
রাণী বলে আজ না খানিক নয় থাক।
সেন বলে সুন্দরী জীবন মোর রাখ ॥
বিকালো পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কতখান নাপান করিতে তায় খাটে ॥
রায় বলে আয় মেনে আলিঙ্গন দে।
রাণী বলে শয্যা সুখে নিদ্রা যাও হে ॥
পরশ না কর নাথ যাত্রা হবে ভঙ্গ।
বলিতে বলিতে বড় বাড়িল অনঙ্গ ॥

আলিঙ্গন মাগে রাজা পসারিয়া পাণি।
নানাকার করিয়া পেছয় পাটরাণী॥
অমনি ধরিয়া রাজা বান্ধে ভুজপাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে॥
পুলকাঙ্গে চাপেতে চঞ্চল চাঁদমুখী।
সুরতি সংগ্রাম মাঝে মদন ধানুকী॥
কটিতে কিঙ্কিণী ধ্বনি রতি জয়নাদ।
ছুটিল মদন বাণ ঘুচিল উন্মাদ॥
সমাদরে সম্ভোগ সময় শুভক্ষণে।
শুভ জন্ম নিল তায় রাজা চিত্রসেনে॥
স্নান করি শয়ন করিল মহাশয়।
পায়ে ধরি কলিঙ্গা তখন কিছু কয়॥
ঢেঁকুর না যেও নাথ অনাথা করিয়া।
যাক ধন ধরণী ধরিব তায় হিয়া॥
না হয় ঢেঁকুর কর ঘরে বসে দিলে।
কত নিধি পাব নাথ পরাণ থাকিলে॥
সেন বলে সুন্দরী সমরে কিবা ভয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয়॥
রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘিলে যমের হব বশ।
যায় যাক্ জীবন জগতে রক্ যশ॥
ধর্ম্ম যার ঠাকুর সহায় কালুবীর।
চিন্তা কি ঢেঁকুরে তার মন কর স্থির॥
তুমিত ত্রিবিধ তার পেয়েছ প্রমাণ।
কাঙুরে তোমারে কেন রাজা দিল দান॥
রাণী বলে প্রাণনাথ এই সত্য বটে।
অবোধ মেয়ের মনে কত কথা ওঠে॥
কহিতে শুনিতে নিশা হইল প্রভাত।
ঘনরাম ভণে যার গুরু রঘুনাথ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা স্মরি গুরু ব্রহ্ম।
গৌড়েতে করিল যাত্রা ধ্যান করি ধর্ম্ম॥

সম্মুখে আনিয়া বাজী বারণ যোগায়।
মনোহর হয় দেখি হর্ষ হলো রায়॥
নানা রত্ন বিরাজিত পৃষ্ঠে তার জিন।
লম্বমান বিচিত্র থোবনা থর তিন॥
ঘন ঘোর ঘাঁঘর ঘুঙ্গুর মনোরম।
ঝম্ ঝম্ ঝমকে বাজিছে ঝমঝম॥
চঞ্চল চরণ চারি চলনে চতুর।
চলে যেতে পৃথিবীতে নাহি ঠেকে খুর॥
ফিরে ফিরে ফান্দনি হেষনি কত গতি।
দেখে জিয় জিয় বলে ময়নার পতি॥
বারাণে খোসাল করি সাজেন বিশেষে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে॥
গায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণ কাদম্বিনী তড়িত জড়িত॥
কোমর কষনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পট্টকা তার কোলে॥
দুপাশে সুরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা॥
শিরে বান্ধে সবরন্দ স্বর্ণময় চীরা।
ইন্দু বিন্দু বামহাত মাঝে পঞ্চহীরা॥
একে একে হেতার বান্ধিল কষাকষি।
বিশাই নির্ম্মিত ফলা অভয়ার অসি॥
জননী জনক জায়া প্রজা বন্ধু ভাই।
বিদায় হইল রাজা সবাকার ঠাঁই॥
যমদূত দোসর দলুই সব সনে।
সমরের সিংহ কালু সেজে আইল রণে॥
বীর ধটী সাপটি সবার কটি আঁটা।
উরু চারু চলনে চহিতে বাজে ঘাটা॥
মাথায় পাগড়ি তেড়ি টেয়া বান্ধা তায়।
বীরধূলি রাঙা মাটি সবাকার গায়॥

জোড়া খাঁড়া খঞ্জল যুগল যমধার।
কাঁকালে যুগল টাঙ্গি পৃষ্ঠে ধনুঃশর ॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
সেনের সাক্ষাতে আসি নোয়াইল শির।
শ্রীধর্ম্ম বলিয়া উঠে লাউসেন বীর ॥
শুভক্ষণে ভূপতি ঘোড়ায় আসি চড়ে।
আগুীর শাথর বাজীর স্বর্গ মনে পড়ে ॥
উড়ে যেতে উঠে পদ আকাশের পথে।
চরণে ইড়িকি দিতে চলে ইসারেতে ॥
ঘন বাজে শঙ্খ কাড়া টমক টেমাই।
ডোমগণ চৌদিকে চলিল ধাওয়াধাই ॥
রাওয়ারাই রোদন উঠিল পুরীময়।
ঢেকুর সমর শুনি সবাকার ভয় ॥
নগর নিবাসী কিবা যুবা বৃদ্ধ জরা।
উৰ্দ্ধমুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা ॥
গোবিন্দ চলিল যেন ছাড়িয়া গোকুল।
গোপিনী সকলে যেন দেখিয়া আকুল ॥
সেইরূপে কান্দে যত ময়নার মেয়ে।
চিত্রলেখা সমান সেনের মুখ চেয়ে ॥
শ্রীরামে পাঠায় বনে রাজা দশরথ।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী নাহি দেখে পথ ॥
সেইরূপে কান্দে রাজা কর্ণসেন রায়।
কর্পূর মধুর বোলে প্রবোধে সবায় ॥
রায় হেথা সরিৎ সম্বোধে আধঘোড়া।
পেক্ষল কালিন্দী গঙ্গা বেগবন্ত ঘোড়া ॥
কাশীঘোড়া পশ্চাৎ পবনগতি ধায়।
দামোদর দাখিল দিবসমুখে রায় ॥
স্নান পুজা করিয়া কোমর চলে বেন্ধে।
পার হয়ে ত্বরিতে তুরগ চলে ফেন্দে ॥

সরিৎ সরাই কত খাল বিল গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত লব নাম॥
মোকামে মোকামে আসি প্রবেশিল গৌড়।
গৌড়ের ভূপতি হেথা সেবি শশীচূড়॥
বারভূঞা বেষ্টিত বসেছে বার দিয়া।
হেনকালে লাউসেন উত্তরিল গিয়া॥
বাজী রাখি পদব্রজে প্রবেশিতে রায়।
উথলে আনন্দ কত রাজার সভায়॥
প্রণাম করিল আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজারে প্রণাম করি দাঁড়াল সম্ভ্রমে॥
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরি নরপতি নিকটে বসায়॥
তাহাতে তাপিত হয়ে কহিছে পাত্তর।
উপযুক্ত অন্তকালে অপেক্ষা আদর॥
বল দেখি কি বুঝে আনিলে লাউসেনে।
সম্মুখে শমন শত্রু বসি ব্যজ কেনে॥
এত শুনি ভূপতি সেনেরে কিছু কয়।
বাপু তব প্রতাপে পৃথিবী হৈল জয়॥
কেবল ঢেকুর গড়ে গোয়ালা ইছাই।
চাকর বেটার বড় বেড়েছে বড়াই।
মহাবীর বিক্রমে এবার মোর বাপ॥
জয় কর ঢেকুর ঘুচুক মনস্তাপ।
সেন বলে মেসো মোর আছেন গোসাঁই।
পাত্র বলে বিদায়ে বিলম্বে কার্য্য নাই॥
এবার সিমুলা গড়ে বিভা করা নয়।
বীরপনা বুঝিব ঢেকুর হৈলে জয়॥
বসে খাও মাহিনা মহিম এইবার।
কালু বলে ওকথা সহিতে নারি আর॥
কোপে ওষ্ঠ কম্পিত প্রবোধ করে রায়।
ঢেকুর মহিমে সেন হইল বিদায়॥

হরিগুরুচরণে মজুক নিজ চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত ॥
বিদায় হইল রাজা ঢেকুর ভুবন।
ঠমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘন ॥
ডোমগণ মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
কালচিতা কেলেসোনা কুড়া ব্রহ্মকাল।
চোর মুড়া চন্দ্রচূড়া চৈয়ে চাঁপরাল ॥
শাথা শুখা দুর্ম্মুখা দুর্জ্জয় কালুডোম।
যমদূত দোসর সমরে কেহ যম ॥
ইছাই সমরে চলে হয়ে নিদারুণ।
সুধন্বা সমরে যেন সাজিল অর্জ্জুন ॥
রাখিল সহর গড় গৌড় থাকে দূর।
বড় গঙ্গা পৈরুল সম্মুখে সন্ধিপুর ॥
ডাহিনা সিমূলা থাকে রামবাটী বামে।
প্রবেশে অজয় তটে দিবা দুই যামে ॥
নিবেদন করে কালু প্রধান দলুই।
এই নদী অজয় দুর্জ্জয় গড় ওই ॥
বিষম ঢেকুর যাহে ইছাইএর পাট।
দেবতা দানব যার নামে ছাড়ে বাট ॥
ইছায়ে বাড়াল যেবা হয়ে অনুকূল।
ঐ দেখ শ্যামরূপা দেবীর দেউল ॥
দেখে শুনে আনন্দিত সেন সদাশয়।
ডোমগণে আজ্ঞা দিল পেরুতে অজয় ॥
প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেনকালে।
তরল তরঙ্গ তেজে দুকূল উথলে ॥
কুল কুল কুরব কমল কানেকান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ ॥
ঘোর রবে ঘুরলি উঠিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পারিল পুরে প্রলয় পবন ॥

হুড় হুড় হুড়ুম দুদিকে ভাঙ্গে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারি সমূল ॥
বানে বড় ব্যাকুল যেন বনে ব্যাঘ্র হরি।
তিন তাল তরঙ্গ তরাসে তল তরী ॥
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখি সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন ॥
তরিতে তরণি নাই তরঙ্গে তরল।
কালু বলে মহারাজা জুয়ারের জল ॥
বেড়েছে বেড়ের সীমা অতঃপর টুটা।
ফেলে দিলে বেগেতে দুখানা হয় কুটা ॥
চিন্তা নাই চেয়ে দেখ চরে দিয়া চিনা ॥
দেখিতে দেখিতে দেখ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা।
তীরে কর মোকাম দিবস দুই তিন।
যে হয় সে হয় হবে কে কার অধীন ॥
শতেক যোজন সিন্ধু বাঁধা গেল কিসে।
দুর্জ্জয় রাবণ বধ সীতার উদ্দেশে ॥
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘে রামের কিঙ্কর।
এ নদ লঙ্ঘিতে নারে তোমার নফর ॥
ভেলা বেন্ধে হেলায় হাঁফালে হব পার।
শুনিয়া বিশ্রাম আজ্ঞা হইল রাজার ॥
হুকুমে কানাতে তাম্বু তখনি তৈনাত।
মোকাম করিল তীরে ময়নার নাথ ॥
ডোমগণ উত্তরিল যমের দোসর।
যতনে যোগাল বাজী আণ্ডীর পাথর ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভূপতি নদীর পানে চান।
বীর কালু কন কিছু হয়ে নতমান ॥
বারমেসে কদলী কাঁঠাল আম্রফল।
টাবা নেবু নারেঙ্গা গুবাক নারিকেল ॥
ইছার আরাম ওই অজয়ের তটে।
আজ্ঞা দিলে দপটে দলুই সব লুটে ॥

অজয়ে মারিয়া মৎস্য গাছে বান্ধি ভেলা।
দেখি না এসব করে কি করে গোয়ালা ॥
হুকুম করিল রাজা পান দিয়া হাতে।
লুট শুনে সহজে চোয়াড় সব মাতে ॥
হাতাহাতি বাগান নিপাতে ডোমগণ।
কদলী কাঁঠাল লোটে কাটে গুয়াবন ॥
অজয়ে ভাসায়ে গাছ লণ্ডভণ্ড করি।
বীরদাপ করে শাখা সমরকেশরী ॥
কাটিয়া সরল গাছ সাজাইয়া মঞ্চে।
তাহে বসে দলুই বড়সী বায় সঞ্চে ॥
শাখা শুখা শিকারে শূকর করে লোপ।
পোড়ায়ে বঁড়সা মুখে জোগাইল টোপ ॥
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।
রোহিত মৃগাল বাটা ফলুই চিতল ॥
অমঙ্গল অশেষ ঢেকুরে গিয়া ঘটে।
দিবসে দুঃস্বপ্ন দেখে ইছাই ঘোষ উঠে ॥
স্বপনে আপন তনু দেখে অমঙ্গলে।
স্নান করে রুধিরে ওড়ের মালা গলে ॥
মৃগে আরোহণ করি পরি রক্তবাস।
গড় ছেড়ে শ্যামরূপা গেছেন কৈলাস ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে লোহাটা বজ্জরে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া মোর প্রাণ কেমন করে ॥
সাবধানে চৌদিকে চর্চ্চিয়া আইস ভাই।
শত্রু কে এসেছে গড়ে মনে সাক্ষী পাই ॥
শুনিয়া কোমর বান্ধে লোহাটার যুথ।
বিশাসয় সাক্ষাতে যেমন যমদূত ॥
লোহাটা বিদায় হইল যম অবতার।
পুরী গড় দেখি পাইল অজয়ের ধার ॥
একাকার বান দেখে না দেখে আরাম।
ওপারে দেখিতে পেলে সেনের মোকাম ॥

যমদূত দোসর দলুই মারে মাছ।
জলে ভাসে রামকলা কাটা গুয়া গাছ ॥
তড়বড়ি কুপিয়া সাজিল পাঁচ ডিঙ্গা।
ঘন বাজে টমক টেমাই কাড়া শিঙ্গা ॥
দর্প করে বলে ওরে মাছ মারে কে।
কালু বলে আগে এসে পরিচয় নে ॥
পূর্ব্বাপর ঢেকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
নিপাত করিতে এলো গোয়ালার সৃষ্টি ॥
মহারাজা লাউসেন ময়নার ভূপ।
ওই দেখ মোকামে সাক্ষাৎ রামরূপ ॥
ইছাই রাক্ষসরূপী তোরা যার চর।
বীরকালু নাম মোর সেনের চাকর ॥
ইছায়ে বুঝাগে তোরা থাকিবি কুশলে।
কেন্দে এসে কুঠারি বন্ধন করি গলে ॥
দোষ মেনে নিব আমি ভূপতির পায়।
লোহাটা কহিছে আর সহা নাহি যায় ॥
তারে জানি তোরে জানি অরে বেটা থাক।
লাউসেনে লয়ে তুঁ পলায়ে প্রাণ রাখ ॥
মহারাজা থাক মোর গোয়ালা ইছাই।
এই হাতে বধেছি রে সেনের ছ ভাই ॥
এবে হৈল লাউসেন বংশে দিতে বাতি।
কত বার হেরে গেছে গৌড়ের ভূপতি ॥
সংসার বিখ্যাত আমি লোহাটা বজ্জর।
যদি আইল লাউসেন যাবে যমঘর ॥
অধিকার এদেশে করিতে নারে জোরা।
কত তেজ ওরে কালু তোর এত তোরা ॥
যে না জানে বনেদ তোর তারে কস তুঁ।
কালু বলে চোরা ভেড়ে চেপে থাক্ মু ॥
আমারে সবাই জানে হেদেরে চণ্ডাল।
তোর পারা নহি চোর ডাকাত সিন্দাল ॥

কোপে কহে কোটাল বড়সি নে রে কেড়ে।
বীর বলে তো তোকে তালাক ভেড়ের ভেড়ে ॥
পরাণ থাকিতে রণে ক্ষমা যদি দিস্।
জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস্ ॥
দড় ডোম চণ্ডালে বাধিল গণ্ডগোল।
টমক টেমাই কাড়া বাজে জয় ঢোল ॥
মহারোল শুনে ধায় যত ডোমগণে।
কালু দিল কটু দিব্য যাস্ যদি রণে ॥
একা দেখ এখনি ইহার মাথা কাটি।
কবিরত্ন ভণে রণে হৈল আঁটাআটি ॥

লোহাটা বজ্জর কোপে ঘন তোলা দেয় গোঁফে
লোকে বীর চাপে দিয়া গুণ।
বিপরীত বিসম্বাদ কালু ছাড়ে সিংহনাদ
পরমাদ ভাবিল বরুণ ॥
আগে দেখি মারে তীর সামালি সংগ্রামে শির
স্থির হয়ে বলে বীরবর।
লোহাটা নিষ্ঠুর হাঁকে শরগুলি ঝাঁকে ঝাঁক
রাখে বীর কালুর উপর ॥
সামালিয়া খায় তালি কালুসিংহ মহাঢালি
সামালি চঞ্চল চালি ঢাল।
হাতে লয়ে গুলতাই ডেকে বলে ভাই ভাই
বুঝি বীর বারেক সামাল ॥
মার্ মার্ বলে ঠেটে বাঁটুল মারিল এঁটে
কেটে গেল কোটালের না।
অপর ডিঙ্গায় চড়ে লোহাটা বাজর লড়ে
মকে কালু নাহি নাড়ে গা ॥
সকল কোটাল মেলি দুড় দুড় শব্দে গুলি
একচাপে রাখে শাঙ্গী শূল।

দৈববলে বজ্রকায় না বাজে বীরের গায়
কালু পুনঃ ধরিল বাটুল ॥
যুগল বাঁটুল ধরে মারে বলে ফার করে
আর যত কোটালের ডিঙ্গা।
নেবে কোটালিয়া পড়ে হুতাশে পরাণ ছাড়ে
কালুবীর ছাড়ে জোড়া শিঙ্গা ॥
বিষম তরঙ্গ নদী তরণী ডুবিল যদি
মরিল যতেক অনুচর।
উঠে ডুবুচুব খেয়ে পলায় পরাণ লয়ে
পার হলো লোহাটা বজ্জর ॥
প্রাণভয়ে ধায় তটে ধেয়ে কালু ধরে জটে
টাঙ্গি চোটে কাটে তার শির।
মাথা আনি শুভক্ষণে ভেট দিল লাউসেনে
পুরস্কার পাইল মহাবীর ॥
সেন বলে কালুবীর এই লোহাটার শির
সতত শুনিতাম যার কথা।
এই সে এছাই তল যত কিছু বলাবল
এ রাখিত ঢেকুরের ছাতা।
ইহার বদলে ছাই ক্ষণেক বিলম্ব নাই
গৌড়কে পাঠিয়ে দেও মুড়।
জয়পত্র কাটামাথা আজ্ঞা পেয়ে কালচিতা
বেগে ধায় সেবি শশীচুড় ॥
একে একে রাখি পথ গৌড়ে আসি উপনীত
লয়ে কাটা কোটালের শির।
রাজধানে উপনীত ঘনরাম বিরচিত
নিজ নাথ যার রঘুবীর ॥

বারভূঞে বেড়ে বৈসে গৌড়ের ঠাকুর।
কৃষ্ণকথা শুনে রাজা কলিদর্প চুর ॥

কংসাসুর সংসারে হইল দুরাচার।
কৃষ্ণের প্রভাব হেতু টুটে অহঙ্কার ॥
ধেনুক অসুর তার অনুচরগণ।
কংসের আদেশে নিত্য রাখে তালবন ॥
একদিন রামসঙ্গে মদনগোপাল।
শ্রীদাম সুদাম আদি যত ব্রজবাল ॥
বসিয়া ভাণ্ডীর তাল করে নানা খেলা।
বালকে প্রকাশে নিত্য বলায়ের লীলা ॥
দেখিয়া রসাল তাল ছাওয়াল সকল ॥
বলরামে নিবেদিল দেহ এই ফল।
কিন্তু তায় দুরন্ত রাক্ষসগণ আছে ॥
তাল ফল আন যে সবার মন রুচে।
রাখিতে সখার প্রীত শ্রীদাম আদি সঙ্গে ॥
তালবন প্রবেশ করিল নানা রঙ্গে ॥
এক গাছে নাড়া দিতে নড়ে সব বন।
তাল ফল হরিষে কুড়ায় শিশুগণ ॥
পাড়িতে কুড়াতে কত বাড়িল কৌতুক।
কংস অনুচর কোপে ধাইল ধেনুক ॥
সমূলে বধিল তারে দেব সংকর্ষণ।
লণ্ডভণ্ড করিয়া ভাঙ্গিল তালবন ॥
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বাঁধিল পণ্ডিত।
হেনকালে কালচিতা হৈল উপনীত ॥
জোহার করিয়া কহে জোড় করি কর।
পড়িল প্রথম রণে লোহাটা বজ্জর ॥
পাগে ছিল জয়পত্র দিল কালচিতা।
হজুর করিল কাটা লোহাটার মাথা ॥
জয়পত্র শুনিয়া ভূপতি সদানন্দ।
দূতের বকশিস্ দিল জোড়া শরবন্দ ॥
দেখিয়া দুর্জ্জয় কাটা কোটালের শির।
সবে বলে ধন্য ধন্য লাউসেন বীর ॥

কেহ বলে দেবরূপী দেখিয়া প্রতাপ।
কেবল মামুদা পাত্র পেলে মনস্তাপ॥
মাথা দিয়া কালচিতা গেল নিজ থানা।
সেনে পীড়া দিতে পাত্র ভাবয়ে মন্ত্রণা॥
সেনের আকার করি লোহাটার মুড়া।
ময়না পাঠাব যেন শোকে মরে বুড়া॥
শ্রীরামের শোকে যেন দশরথ মৈল।
এত দিনে কর্ণসেনে সেই দশা হৈল॥
অগ্নি খেয়ে মরে যেন বৌ চারি যুবতী।
নাচে বাটে ঘাটে যেন কান্দে রঞ্জাবতী॥
এত ভাবি ভূপতি চরণে কিছু কয়।
ঢেকুরে লোহাটা বীর বড়ই দুর্জ্জয়॥
কর্ণসেনে ফকির করেছে এই বেটা।
ইহা হতে তোমার লস্কর গেছে কাটা॥
মাথাটা হুকুম কর হেন ঠাঁই স্থাপি।
যেখানে নীচের নিত্য লাথি খায় পাপী॥
না বুঝি হুকুম দিল রাজা গৌড়েশ্বর।
সঙ্গেতে লইয়া মাথা চলিল পাত্তর॥
রাজার প্রধান কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মা দাস।
আপনি কহিল তারে করিয়া বিশ্বাস॥
আশ্বাস করিল খুব করিব নেহাল।
অবিলম্বে এখনি এইখানে পাত শাল॥
ভাগিনা সেনের মাথা এই শিরে রচ।
দোকান পাতিল কর্ম্মী কর্ম্মে বড় সচ॥
পাখালি মুছিয়া মাথা তাতা মোম ঢালে।
চিয়াড়ে চৌদিকে মাঠে চৌরস কপালে॥
রাজদণ্ড রাখে পুনঃ প্রণামের চিহ্ন।
ভরিল বর্ণক ভেদ সেনের অভিন্ন॥
চাঁচর চিকুর চারু রচিল চামরে।
সাক্ষাৎ সেনের মাথা সঁপিল পাত্তরে॥

রচনা দেখিয়া মুণ্ড পরম আনন্দ।
কর্ম্মীবরে করিল বক্‌শিস্ শরবন্দ॥
তবে পাত্র আপনি ডাকিল ইন্দ্রজালে।
মায়ামুণ্ড সঁপি কিছু কন কুতূহলে॥
ময়না নগরে তুমি চল হে ত্বরিত।
রঘুনাথে যেমন ভাণ্ডিল ইন্দ্রজিত॥
মাথা দিয়া কর্ণসেনে সমাচার বলো।
শ্যামরূপা সমরে তোমার বেটা মলো॥
গৌড়পতি আপনি পাঠালে এই মাথা।
কি জানি রাণীরা যদি হয় সহমৃতা॥
অগ্নি খেয়ে মরে যদি সমাচার শুনি।
যে থাকে কপালে তার শুনিব তখনি॥
এখনি সম্প্রতি নেবে পথ হয়ে খাড়া।
এত বলি খসায়ে গায়ের দিল জোড়া॥
জোহার করিয়া ইন্দ্রা হাত দিয়া বুকে।
সত্বর বিদায় হলো পাত্রের সম্মুখে॥
তরণী সরণিমুখে সেবি চন্দ্রচূড়।
পার হলো পদ্মাবতী পশ্চাতে গৌড়॥
শীঘ্রগতি ধায় ইন্দ্রা দিবস রজনী।
শীতলপুরে সত্বরে পেরুল সুরধুনী॥
কত কব যত গ্রাম থাকে ডানি বামে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে॥
এড়াল উড়ের গড় আমিলা উচালন।
মান্দারণ রেখে চলে ময়নার গণ॥
কাশীজোড়া পার হইল পদ্মা পাছু রয়।
ময়না প্রবেশে আসি বেলা দণ্ড ছয়॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

প্রজাবন্ধু বেড়ে বৈসে বৃদ্ধ নরপতি।
বধূগণে বেষ্টিত বিরলে রঞ্জাবতী॥

বাল্মীকি গোসাঁই গ্রন্থ বেদ রামায়ণ।
সাদরে শুনেন সবে মজাইয়া মন॥
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রকাশে লঙ্কাকাণ্ড।
যবে রাজা রাবণ রচিল মায়ামুণ্ড॥
সীতারে দেখালে রামলক্ষ্মণের মাথা।
কান্দে শোকে ধূলায় লোটায় দেবী সীতা॥
দারুণ বচন তায় বলিছে রাবণা।
কি কাজ জানকী আর রাখি সতীপনা॥
পুঁথি হাতে পণ্ডিত প্রসঙ্গ পড়ি কান্দে।
শুনিয়া সবাই শোকে বুক নাহি বান্ধে॥
তবে দেখি জানকী জানিলা পরিণাম।
ভাই সঙ্গে কুশলে আছেন প্রভু রাম॥
মিছা মায়ামুণ্ড এই রাক্ষসের রঙ্গ।
শুনি আনন্দিত সবে এ সব প্রসঙ্গ॥
সেদিন সেখানে পাঠ রাখিল পণ্ডিত।
হেনকালে ইন্দে মেটে হইল উপনীত॥
সজল নয়ন ইন্দে নোয়াইল শির।
টেকুর মোকামে মৈল লাউসেন বীর॥
মাথা রাখি বলিল বিষম সমাচার।
হারা হৈল মাণিক উঠিল হাহাকার॥
কান্দে রাজা কর্ণসেন উথলিয়া তাপ।
কোথারে আমার বাছা কি হলোরে বাপ॥
বাছা বলে বার হইল খোনা দাই মা।
মাথা দেখি অমনি আছাড়ে পড়ে গা॥
বাছা কোথা আমার কোথা দুলালিয়া।
মরা মাথা লয়ে কান্দে মুখে চুম্ব দিয়া॥
শুনিয়া চঞ্চল হইল চারি রাজার ঝি।
কলিঙ্গা বলেন বুন বসে কর কি॥
অকালে ফুরাল হাট কপাল খেয়াও।
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও॥

হীরা মণি মাণিক মুকুতা হেম যায়।
কে কোথা রহিল পড়ে ফিরে নাহি চায় ॥
রাম নারায়ণ হরি স্মরিয়ে গোপাল।
সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল ॥
বিশাল বাজনা বাজে রসাল মৃদঙ্গ।
কাংস করতাল বাঁশি শশীমুখী শঙ্খ ॥
তেজিল সংসার ভ্রম মাথার বসন।
আম্রশাখা আনন্দে ফিরায় ঘনেঘন ॥
সদা হাস্যবদন বচনে সুধাধার।
হরিগুণে নাচে গায় জন্ম নাহি আর ॥
নিরবধি অন্তরে জাগিছে প্রাণনাথ।
মাথা দেখি প্রণতি করিল বার সাত ॥
মুণ্ড দেখি চৌদিকে রহিল সব সতী।
ইহা দেখি দ্বিগুণ ফুকরে রঞ্জাবতী ॥
সাধের সাধনা সব কোথা যাও মা।
বাছা কোথা গেল বলি আছাড়িছে গা ॥
কি পাপে পামর বিধি নিধি নিল হরে।
বাছা মলো অভাগিনী আছি প্রাণ ধরে ॥
বসাতে পাতিনু হাট কে হলোরে হাতা।
ও বাপ কর্পূর মোর লাউসেন কোথা ॥
এক জন্ম মরে পেনু ভর দিয়া শালে।
হেন বাপ কোথা গেলি কি হলো কপালে ॥
কর্পূর প্রবোধ করে ধরি দুটি পা।
বুক বান্ধ পাষাণে কি কাজে কান্দ মা ॥
কৃষ্ণ যার মাতুল অর্জ্জুন যার পিতা।
হেন মহারথী দেখ অভিমন্যু কোথা ॥
কেমনে ধরিল প্রাণ সুভদ্রা জননী।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী ঠাকুরাণী ॥
পাণ্ডব সমান কে সংসারে মহাবলী।
ধর্ম্মশীলা জায়া যার আপনি পাঞ্চালী ॥

শয়নে দ্রৌপদী ছিল কোলে পাঁচ পো।
গুরুর নন্দন হয়ে ত্যজে মায়া মো॥
এককালে পাঁচপুত্র করিল নিপাত।
অতেব ওসব কথা ঈশ্বরের হাত॥
সুধন্বা পড়িল যবে অর্জ্জুনের রণে।
তাহার জননী বুক বান্ধিল কেমনে॥
কি করিল মন্দোদরী মৈলে ইন্দ্রজিত।
প্রভুপদ ধেয়াও প্রবোধ কর চিত॥
কেন্দে যে বাঁচাতে পার তবে ভাব ব্যথা।
তিনি যে সমরে মৈল মোরা আছি কোথা॥
সবাকার সেই গতি তবে আগু পিছু।
তুমি বুঝ সকলি বুঝাতে নাই কিছু॥
দাদার মরণ মনে স্বপ্ন হেন মানি।
বুঝা নাহি যায় কিছু বিধাতার বাণী॥
কলিঙ্গা বলেন বৃথা কর মায়াযোগ।
সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সব কর্ম্মভোগ॥
সংসার অসার সব সার সেই পা।
গোবিন্দ গরিমা গুণ গাও গাও মা॥
ত্যজিল বিষাদ রাণী স্মরিয়া শ্রীহরি।
শ্রীমধুসূদন রাম মুকুন্দ মুরারী॥
গঙ্গা নারায়ণ হরি স্মরয়ে মাধব।
মুণ্ড বেড়ি স্মরণ করেন সতী সব॥
নগর নিবাসী যত যুবা বাল্য জরা।
উভ মুখে ধায় সবে চক্ষে বহে ধারা॥
শিরে ঘা হানিয়ে কেহ বলে হায় হায়।
কেহ বলে কোথা গেল লাউসেন রায়॥
সতী মুখে হেরি সবে সমাকুল শোকে।
মহারাণী আপনি প্রবোধে সব লোকে॥
বাণিজ্যে ভারত ভূমে এসেছি সবাই।
ফুরাল বাজার হাট নিজ ঘরে যাই॥

সবাই সম্পদ সুখে করহ সংসার।
বৃদ্ধ রাজা রাণীর সবার লাগে ভার ॥
কর্পূরে নাথের সম দেখিবে সবাই।
সবে কর আশীষ প্রভুরে যেন পাই ॥
কর্পূরে কহেন কিছু প্রসন্ন বদন।
পুরুষ পরেশ তুমি পাল প্রজাগণ ॥
করপুটে কর্পূর করিল অঙ্গীকার।
কলিঙ্গা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর ॥
দরিদ্র ব্রাহ্মণে কত বিলাইল ধন।
মুণ্ড কোলে চৌদোলে চলিল চারিজন ॥
বিপত্তি বিষম বিনা বিধাতার ছলা।
নানা রত্ন মিশাইয়া ছড়াল খই কলা ॥
গঙ্গা নারায়ণ গুরু গোবিন্দ গোপাল।
বিভোল সকল সতী ডাকিছে রসাল ॥
বেড়ে চলে প্রজা বন্ধু বান্ধব সকল।
কাছে যায় কর্পূর নয়নে বহে জল ॥
সঘনে বলিছে সবে হরি হরি বোল।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে রাখে চতুর্দ্দোল ॥
বৃদ্ধ রাজা রাণীরে রাখিল দাসীগণে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥

বিভোল হইয়া ভাবে সতী চারিজন।
গুণীগণ গান করে গোবিন্দ কীর্ত্তন ॥
গোপীগণে কুঞ্জবনে কৃষ্ণহারা হয়ে।
কাননে কাননে ফিরে কানুর লাগিয়ে ॥
না পেয়ে কান্দেন যত আহির অবলা।
কোথা গেল কি হইল নীলমণি কালা ॥
জগতে থাকিতে আর কার মুখ চাব।
হা নাথ হা নাথ নাথ কোথা গেলে পাব ॥
গোপিকা বিষাদ যত গায় গুণীজন।
শুনি প্রেমে গদগদ সতী চারিজন ॥

গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে।
কন কিছু কলিঙ্গা কর্পূর পানে চেয়ে॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি প্রভুর অনুজ।
দ্রৌপদী দেবীর যেন দেব চতুর্ভুজ॥
অভাগী উদ্ধার হেতু আপনি তৎকাল।
চিতা কর নির্ম্মাণ ঘুচুক মায়াজাল॥
অসকাল হয় পাছে পেতে চাই নাথ।
কর্পূর বলেন আজ্ঞা করি যোড় হাত॥
বেদের বিধান কুণ্ড করিল রচনা।
পাতিল চন্দন কাষ্ঠ পরিপাটী ধূনা॥
কলসে কলসে তায় ঢেলে দিল ঘি।
কর শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি॥
স্নান পূজা করি দিল সূর্য্য অর্ঘ্য দান।
ধরণীমণ্ডলে ধনী সূর্য্যকে ধেয়ান॥
ওহে প্রভু পতিতপাবন পরাৎপর।
পাপ পুণ্য নহে কিছু তোমা অগোচর॥
মহিমেতে নাথ যদি মরেছে সর্ব্বথা।
অভাগী উদ্ধার কর হব সহমৃতা॥
এত বলি প্রণতি করিলা প্রদক্ষিণ।
অন্তরে জানিলা ধর্ম্ম ভক্ত পরাধীন॥
গোলোক ছাড়িয়া প্রভু ভক্তের কারণ।
ব্রহ্মচারী হন হরি ব্রহ্মসনাতন॥
অনল ভেজায়ে কুণ্ডে বেড়ে চারি সতী।
হেনকালে উপনীত অখিলের পতি॥
প্রণত হইল সবে দেখি ব্রহ্মচারী।
আশীর্ব্বাদ করিল ঠাকুর মায়াধারী॥
পুত্রবতী হও সতী সাবিত্রী সমান।
জন্ম যাক আয়তে স্বামীর বাড়ুক মান॥
শুনিয়া বিনয় বোলে বলে পাটরাণী।
গোসাই হইয়া কেন অসম্ভব বাণী॥

রণে মৈল প্রাণনাথ কোলে সেই মাথা।
ফুরাল সংসার সুখ হব সহমৃতা॥
একালে বেটার বর কেমনে বাচাও।
গোসাঁই কেমন জাতি জানা গেল যাও॥
হাসিয়া কহেন প্রভু দিয়া হাতনাড়া।
স্বামী সঙ্গে তোমার আমার ভাব বাড়া॥
অতেব আসিয়া বলি ফিরা যাও ঘরে।
কদাচ সুন্দরী তোর স্বামী নাহি মরে॥
কার বোলে ঘুচাইলি হাতের আয়ত।
কুশলে আছেন বসে তোর প্রাণনাথ॥
প্রবোধ না যায় কেহ কেহ উপহাসে।
সাক্ষাতে স্বামীর শির তিমির বিনাশে॥
তুমি বল প্রাণনাথ আছেন কুশলে।
পাছে ভণ্ড তপস্বী তোমায় লোকে বলে॥
কানড়া বলেন দিদি জানিগো সর্ব্বথা
কোন কালে সত্য নহে ভিখারীর কথা॥
অধিক ইন্ধন অগ্নি উথলিছে কুণ্ড।
চল দিদি ঝাঁপ দিব গলে বেঁধে মুণ্ড॥
হরি হরি স্মরি পুনঃ করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব॥
প্রণতি করেন সবে সতীর চরণে।
আম্রডাল বুলায়ে আশীষে জনে জনে॥
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করি মুণ্ড লয়ে সতী।
সুমুখে প্রবোধে পুনঃ পাণ্ডবসারথি॥
শুনগো অবোধ সতী পতি তোর আছে।
তিন দিন আপনি আছিনু তার কাছে॥
কলিঙ্গা কহেন তবে করি যোড় হাত।
তোমার নিবাস কোথা কোথা প্রাণনাথ॥
নিবাস নিয়ম নাই বলেন ঠাকুর।
কতদিন আশ্রয় করেছি যাজপুর॥

গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকগিরি কাশী।
সম্প্রতি সেনের সাক্ষাৎ হইতে আসি॥
মোকাম অজয় তীরে আছে মহাবীর।
প্রথমে কাটিল কালু লোহাটার শির॥
গৌড়েতে পাঠাল মুণ্ড সমর সংবাদ।
সেই মুণ্ড লয়ে গাত্র পেড়েছে প্রমাদ॥
মায়ামুণ্ড পাঠাইল করিয়া রচনা।
কাননে সীতারে যেন কান্দালে রাবণা॥
হরিগুরুচরণ শরণ ভাব্য চিত।
দ্বিজ ঘনরাম গায় মধুর সঙ্গীত॥
শুনিয়া চঞ্চলচিত্ত চান চারি নারী।
কেহ বলে কেমন কি কন ব্রহ্মচারী॥
কেহ বলে একথা কেমন বালির বাঁধ।
তারা মাঝে আর কি উদয় হবে চাঁদ॥
মায়া ফাঁদ ত্যজি সবে মজ সত্ত্বগুণে।
চল দিদি ঝাঁপ দিয়ে পড়িগে আগুনে॥
এত যদি বলিল কলিঙ্গা পাটরাণী।
কানড়া বলেন দিদি ঐ সত্য বাণী॥
হরি হরি স্মরি পুনঃ করেন তাণ্ডব।
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে উঠে কলরব॥
ঠাকুরে বিদায় কিছু কাঞ্চন প্রচুর।
ভিক্ষা লয়ে যাও ভণ্ড তপস্বী ঠাকুর॥
যদি বলে শুন গো অবোধ সব সতী।
বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ বিশেষ আমি যতি॥
আমার বচনে যদি না হলো প্রত্যয়।
কোথায় রহিল তোর সত্ত্বের উদয়॥
সদয় বচন বলি ঘরে যা সুন্দরী।
হাত পাতি লহ আসি স্বামীর অঙ্গুরী॥
লোহাটা মারিতে রাজা বিলাইল ধন।
মাণিক অঙ্গুরী দিয়া পুজিল চরণ॥

কুশলে আছয়ে রাজা অজয়ের কূলে।
কার বোলে কাঞ্চন চিরুণি দিলি চুলে ॥
অঙ্গুরী বান্ধিল রাণী হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পাইল দেবী সীতা ॥
পুনশ্চ প্রবোধ বাক্য বলেন ঠাকুর।
অনলে তাতাও মুণ্ড মায়া যাক দূর ॥
লোহাটার মাথা হবে আপনি প্রকাশ।
কর্পূর শুনিয়া কথা করিল বিশ্বাস ॥
প্রবোধ পাইয়া মাথা তাতায় অনলে।
অগ্নিকুণ্ড নিবাইল কালিন্দীর জলে ॥
পদতলে তখন লোটায় সব সতী।
পরিচয় দেহ প্রভু কেবা তুমি যতি ॥
মোর পরিচয়ে গো তোমার কাজ কি।
সতী লয়ে ঘরে যাগো ধন রাজার ঝি ॥
কলিঙ্গা বলেন তবে ত্যজিব জীবন।
এত শুনি সদয় হইল নিরঞ্জন ॥
আমারে অখিলবন্ধু বলে দেবগণ।
সৃজন পালন আমি প্রলয় কারণ ॥
সংক্ষেপে কহিনু সার ঘরে যাগো রাণী।
কলিঙ্গা কহেন পুনঃ যোড় করি পাণি ॥
অবোধ অবলা জাতি বোল নাহি বুঝে।
জগন্ময় জানি যদি দেখি চতুর্ভুজে ॥
তবে সে জানিব তুমি ত্রিলোকের গুরু।
এড়াতে নারিল দায় বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
আঁখির নিমিষে হোলো সেই ব্রহ্মচারী ॥
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ শ্রবণে কুণ্ডল।
গলায় কৌস্তভমণি ভকতবৎসল ॥
নবঘনশ্যাম অঙ্গ গরুড়বাহনে।
কর্পূর দেখিল আর সতী চারিজনে ॥

ধরণী লোটায়ে সবে প্রেমে গদগদ।
অসার সংসার দেখে তুচ্ছ ব্রহ্মপদ॥
চরণকমলে করে মনোহর স্তব।
অনাদি অনন্ত ওহে অনাথবান্ধব॥
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদমুখে বিধি।
অনন্ত সহস্রমুখে না পাইল সীমা।
মানবী মানব মুখে কি জানি মহিমা॥
এত যদি কর্পূর সহিত কৈল স্তুতি।
পরিতুষ্ট আপনি বলেন বিশ্বপতি॥
ঘর যাও কর্পূর লইয়া রামাগণে।
জননী জনক শোকে আছে অচেতনে॥
এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্দ্ধান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

উথলে আনন্দ অতি কুশলে আছেন পতি
সতী সব গেল নিকেতনে।
বৃদ্ধ রাজা রঞ্জারাণী আনন্দ বাধাই বাণী
শুনি উঠে ছিল অচেতনে॥
বধূর বদন ইন্দু নিরখি আনন্দসিন্ধু
দীনবন্ধু দয়ায় উথলে।
কর্পূর অপর কত নগরনিবাসী যত
সমাগত ভাসে প্রেমজলে॥
মৃদঙ্গ মুরজ আদ্য বাজিছে সুপঞ্চ বাদ্য
স্বর্ণদানে পূজে দ্বিজগণে।
হায়রে হিরণ্য হীরা কৃপণ পাইল ফিরা
হেনরূপ হরষিত মনে॥
ঘুচিল বিপত্তি মোর সুখের নাহিক ওর
সবার হইল শান্তমতি।

পুত্রের কল্যাণ মানি দিবানিশি রঞ্জারাণী
ধর্ম্ম পুজে হয় শুদ্ধমতি ॥
সেনের যাত্রার পুর্ব্বে কলিঙ্গা রাণীর গর্ভে
শুভ জন্ম লয়েছে কুমার।
রাণীগণে কাণাকাণি হতে হতে জানাজানি
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভভার ॥
কুলাচার যথারীত পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত
রঞ্জাবতী দিল কুতূহলে।
এখানে অজয়তটে বীর কালু করপুটে
সেনে কিছু নিবেদন বলে ॥
চিরদিন বাড়ে নদী তড় না পাইল যদি
অবধি রহিবে কতকাল।
ঘোড়া যায় তোমা লয়ে যেতে পার পার হয়ে
মোরা তরি মারিয়া হাঁফাল ॥
শুনিয়া কালুর উক্তি মনেতে ভাবিয়া যুক্তি
ঘোড়ারে শুধান নৃপবর।
গভীর তরঙ্গ নদী পার হৈতে পার যদি
বল বাজী আণ্ডীর পাথর ॥
এবা নদী কোন তুচ্ছ লক্ষেক যোজন উচ্চ
সূর্য্যের সহিত রথ যায়।
অভিমানে বলে বাজী অবনী আসিয়া আজি
এত অভাজন হনু রায় ॥
মথুরা প্রয়াগ কাশী যামেকে ভ্রমিয়া আসি
তুমি মাত্র পিঠে হয়ো স্থির।
জিয় জিয় বলে রায় কবিরত্ন রস গায়
যাহার জীবন রঘুবীর ॥
বাজী যত বচন বলিল তমোগুণে
আবেশে অজয় নদী কান পেতে শুনে ॥
অহঙ্কার শুনি কোপে করিছে গরগর।
মনে করি থাক ভাল আণ্ডীর পাথর ॥

এখনি ইঙ্গিতে তোরে ওপরে যাওয়াব ।
কুম্ভীর মকরে তোর শরীর খাওয়াব ॥
তবে নাম সার্থক অজয় আমি ধরি ।
কুম্ভীর মকর আদি আনিল হাঁকারি ॥
নদী বলে যদি বট কদমী আমার ।
ওপার প্রবাহ অতি পরিসর ধার ॥
খনন কারণ শীঘ্র স্মরণ সবায় ।
অহঙ্কারে অশ্বটা লঙ্ঘিতে মোরে চায় ॥
পেরুতে আড়ুলি ভঙ্গি পড়ে যেন জলে ।
তবে তার বাহুতে বান্ধিব বলে ছলে ॥
ডোমগণ পেরিয়া উঠুক আগে তটে ।
দপটে উঠিতে ঘোড়া ঠেকিবে সঙ্কটে ॥
আজ্ঞা বন্দি আড়ুলি খুলিতে সবে যায় ।
কালুকে পেরুতে হেথা আদেশিল রায় ॥
গুবাক সরল গাছ নারিকেল কলা ।
ডোমগণ চড়িল সাজায়ে তাহে ভেলা ॥
তুলিল কানাত তাম্বু হেতের অম্বর ।
কালু বলে মহারাজা তুমি কর ভর ॥
হাতাহাতি ঘোড়ারে করিব সবে পার ।
বাজী বলে বয়ে যারে আপনার ভার ॥
কোন ছার অজয় পেরুব এক লাফে ।
জলচর শুনিয়া অধিক কোপে কাঁপে ॥
সেন বলে বীর কালু ছেড়ে দাও ভেলা ।
পেরুল সকল ডোম করে অবহেলা ॥
তীরে তাম্বু কানাত তৈনাত করে বীর ।
ভূপতি না হলে পার মন নহে স্থির ॥
বাচায়ে ভূপতি হেথা আরোহিল হয় ।
আণ্ডীর পাথর বাজী অভিমানে কয় ॥
পুনঃপুনঃ এত কেন আমারে ইঙ্গিত ।
পার হতে নারি যদি অজয় সরিৎ ॥

সহস্র জনম তোমার ঘোড়া হয়ে রই।
শুন রায় অপর প্রতিজ্ঞা কিছু কই॥
তবে আজি করিব তনুত্যাগ।
রাজা বলে দূর কর এত অনুরাগ॥
মহাভাগ্যবান তুমি বুঝেছি বিশেষ।
পবননন্দন যায় দিল উপদেশ॥
পার কর অজয় ওপারে এই থানা।
অবিলম্বে তোমারে দ্বিগুণ দিব দানা॥
এত শুনি হেষণি কান্দনি ফিরি ফিরি।
উড়িল গরুড় যেন পিঠে লয়ে হরি॥
এক লাফে অবনী উড়িয়া উঠে রায়।
রাজা বলে বাজী বা পেরিয়া স্বর্গে যায়॥
পার হয়ে অজয় অমনি খেচে ডোর।
দপটে ওতটে উঠে পায়ে বড় জোর॥
ঘোর বিম্ব দরায় আডুলি পড়ে ভাঙ্গি।
লেজ সাটে মকর ঘোড়ার হানে ডাঙ্গি॥
উঠিল জীবন যেয়ে রাজার জোড়ায়।
চমকিত হয়ে রাজা চারিপাশে চায়॥
ঘোড়া বলে অজয়ে আমার মৃত্যু ঘটে।
চিন্তা নাহি তবু তোমা তুলি দিব তটে॥
এত বলি লেজ সাটে কেটে যায় জল।
দারুণ কুম্ভীর আসি করে বড় বল॥
লেজ কাটে কুম্ভীর কচ্ছপ কাটে কাণ।
রাজা বলে অকালে অজয়ে ত্যজি প্রাণ॥
কি কব পণ্ডিত ঘোড়া মোর দশাকাল।
অহঙ্কার অরাতি কখন নহে ভাল॥
তথাপি বলিছে ঘোড়া হাঁকালে তরিব।
তোমারে অজয় আজি পার করি দিব॥
কুপিয়া অজয় বেগে ভাসাইল সোঁতে।
সেনে দেয় ভরসা আপনি ঘোঁড়া হোঁতে॥

রাজা বলে বাজী তুমি চিন্ত পরকাল।
মুখ ভরি গাও গঙ্গা গোবিন্দ গোপাল ॥
অকাল মরণ মোর কপালে লিখন।
বাজী বলে মহারাজ মোর নিবেদন ॥
মরণ সন্ধান মোর কেহ নাহি জানে।
মনকথা নাই শুন কই কাণে কাণে ॥
আট তোলা বিষে যে বাসুকী বলধর।
দংশিলে অবশ্য মৃত্যু নতুবা অমর ॥
শুনিয়া অজয় তত্ত্ব সেনেরে কহিতে।
পাতালে বাসুকী নাগে আনিল ত্বরিতে ॥
বিষপুঞ্জ সর্পরাজ দংশিল ঘোড়ায়।
পরাণ তেজিয়া বাজী সোঁতে ভেসে যায় ॥
কনক কমল যেন কমলে উদয়।
পাতাল লইয়া সেনে বান্ধিল অজয় ॥
মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবিকান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা ॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তার সুত ঘনরাম মধুরস গান ॥

পাতালে বান্ধিল যদি ময়নার চাঁদে।
একূলে আকুল হয়ে ডোমগণ কাঁদে ॥
কালীদহে কৃষ্ণ যেন ডুবিল মায়ায়।
আভীর বালক যত কান্দে উভরায় ॥
কেহ বলে হায় হায় কি হলে কি হলো।
রাখালের সখা কৃষ্ণ কোথা ছেড়ে গেল ॥
কাঁদিয়া কাতর শিশু মুখে বাক্য নাই।
হাম্বারবে গাভীগণ কাঁদে ঠাঁই ঠাঁই ॥
হাহারব শুনিয়া যশোদা এল ধেয়ে।
না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ পড়ে মূর্চ্ছা হয়ে ॥
কোথা রে পরাণধন ডাকে খোনা দাই।
শ্রীদাম সুদাম আদি ডাকেরে বলাই ॥

সেইরূপী কুলে সবে করে হাহাকার।
সেন হেথা কান্দেন ভাবিয়া করতার॥
কি হলো কি হলো হায় কি করিলে হরি।
বিষম বন্ধনে প্রভু বুক ফেটে মরি॥
কোথা হে অনন্ত বন্ধু ডাকে অকিঞ্চন।
অজয়ে অভাগা বন্দী অকাল মরণ॥
তোমারে ভজিলে হে অকাল মৃত্যু নাই।
পুরাণে পণ্ডিতমুখে শুনি সব ঠাঁই॥
তার সাক্ষী সুধন্বা রাখিলে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে অনলে জলে শৈলে॥
যবে অগ্নি জৌঘরে ভেজাল দুর্য্যোধন।
কুন্তী সঙ্গে রেখেছ পাণ্ডব পঞ্চজন॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ শুনি মহা মহোৎসব।
দুষ্টের অন্তক তুমি ভকতবান্ধব॥
তার সাক্ষী বিভীষণ ধরে দণ্ড ছাতা।
লঙ্কাপতি রাবণ দুর্জ্জয় গেল কোথা॥
কি গতি না পেলে প্রভু ধ্রুব মহাশয়।
তোমারে যে সেধে তার তিন লোকে জয়॥
না ভজিয়া অভাগা মজেছে মায়াকূপে।
মিছা জন্ম গোসাঁই গোঁয়ানু এইরূপে॥
কি গুণে কহিব প্রভু কর হে উদ্ধার।
সবে এক ভরসা ভেবেছি সারোদ্ধার॥
দীননাথ পতিতপাবন নাম ধর।
নিজ নামে আদরে অধমে পার কর॥
কোথা রৈলে জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম জায় জগতে যমের ঘর যাই॥
এত বলি কান্দে রাজা চক্ষে বহে জল।
অন্তরে জানিলা প্রভু ভকতবৎসল॥
ঠাকুর বলেন শুন মহাবীর হনু।
সেবক সঙ্কটে মোর স্থির নহে তনু॥

পাতালে হয়েছে বন্দী লাউসেন রায়।
তুমি যেয়ে কর মুক্ত ভক্ত রক্ষা পায় ॥
পার হতে বলে ছলে বেঙ্কেছে অজয়।
যাও শীঘ্র বিফল বিলম্ব নাহি সয় ॥
এত শুনি প্রভুপদে হয়ে নতমান।
প্রবেশে অজয়তটে বীর হনুমান ॥
আগে আসি অজয়ে অনেক কন ডেকে।
কোন সাধ সেধেছ সাধুরে বন্দী রেখে ॥
যার লাগি ঠাকুর আপনি ব্যস্তচিত।
অতএব এখানে এসে আমি উপনীত ॥
ত্বরিতে আনিয়া দেও রাজা লাউসেনে।
অহঙ্কারে আছে নদী শুনিয়া না শোনে ॥
তবে বীর বলিছে বচন নিদারুণ।
বড় না অজয় আজি দেখি তমোগুণ ॥
পবননন্দন ডাকে শুনে নাহি শুন।
তবে বলে অজয় কি কও পুনঃ পুনঃ ॥
শুন বলি সঙ্কটে সেনের নাহি ত্রাণ।
অহঙ্কারে অশ্বটা হয়েছে খানখান ॥
অপমান করে মোর লঙ্ঘে যায় জল।
বীর বলে তুমি ত দিয়াছ প্রতিফল ॥
অহঙ্কার করিলে অবশ্য বটে ফলে।
তবে আমি দুই দণ্ড দাঁড়ায়ে ডাকি কুলে ॥
ভক্তের কারণে আর ধর্ম্মের আরতি।
শুনিয়া না শুনে কানে এ সব ভারতী ॥
সেবকে সদয় থাকুক ডেকে কও তাতে।
এই অহঙ্কারে রে ফলাব হাতে হাতে ॥
কোন মুখে বলিলি সেনের নাই ত্রাণ।
তবে মিছা নাম ধরি বীর হনুমান ॥
যাও যাও জানিনু জঞ্জালে নাহি কাজ।
আন যেয়ে আদরে ময়নার যুবরাজ ॥

অজয় বলেন বীর সে হবার নয়।
তবে পুনঃ প্রতাপে পবনপুত্র কয়।
তুমি কি জানিবে মোরে জেনেছে সমুদ্র।
যার কাছে তোমার গণনা অতি ক্ষুদ্র॥
মোরে দেখ মূটে মভা মুরতি মর্কট।
কে রাখে আমার হাতে তোমার সঙ্কট॥
এখন বাঁচায়ে বলি ছেড়ে দেরে রায়।
বলিতে বলিতে বীর হলো মহাকায়॥
অজয় অধিক হয়ে বাড়ালে তরঙ্গ।
বীর বলে দেবতা সকলে দেখ রঙ্গ॥
লাফ দিয়া গগনমণ্ডলে উঠে বীর।
দেখিতে দেখিতে হলো প্রলয় শরীর॥
কোপে রক্তলোচন দশন কড়মড়।
ঝপ করি ঝাঁপ দিয়া অজয়ে পাতে কড়॥
অঙ্গ হেলাইয়া বীর পাতে কর্ণবলি।
তরঙ্গ সহিত কর্ণে ভরিল সলিল॥
এঁটেল মৃত্তিকা তায় তুলে দিল তালি।
নদী লঙ্ঘি যায় খন শশক শৃগালি॥
জলজন্তু সকল করিছে ছট্‌ফট্।
অর্দ্ধদণ্ডে অলক্ষ্য অজয় হৈল তট॥
সঙ্কটে ঠেকিয়া তবে অজয় সরিৎ।
হটিল হনুর হাতে হৈল বিপরীত॥
আদরে আনিয়া তবে ময়নার নাথে।
বীরে দিয়া বিনয় বলিছে যোড় হাতে॥
অতুল বিক্রম তব ধর মহাবল।
কোন কর্ম্ম কানে ভরা অজয়ের জল॥
হেলায় লঙ্ঘেছ শতযোজন সাগর।
তোমা হৈতে সবংশে মজিল লঙ্কেশ্বর॥
আপনি মহিমা গান অখিলের পিতা।
লক্ষ্মণে জীবন দিলে উদ্ধারিয়া সীতা॥

না জানি করেছি দোষ দিলা প্রতিফল।
উলঙ্গ হয়েছি বীর ছাড়ি দেহ জল ॥
এত শুনি বচন বলেন বীর হনু।
আভীর পাথর বাজী আগে পাক তনু ॥
সিন্ধুজ সহিত সেনে পার করে দাও।
সেন হল সওয়ারী সলিল তুমি লও ॥
এত শুনি অজয় আনিল নিজগণে।
আনাল ঘোড়ার অঙ্গ যে ছিল যেখানে ॥
লেজ কাণ চরণ জঘন আদি জোড়ে।
সম্মুখে বাসুকী বিষ তুলিল কামড়ে ॥
ঘোড়া পেলে পরাণ সাজিয়া দিল সেনে।
কহিল দৈবাৎ দুঃখ ক্ষমা দিবে মনে ॥
হনুরে বলিল শুন শুন রামসখা।
লাউসেন কারণে তোমার পেনু দেখা ॥
ঘুচিল হনুর হঠ হোল হালাহোল।
প্রণতি করিল রাজা বীর দিল কোল ॥
সওয়ারী হইয়া রাজা পেরুল অজয়।
জল ছেড়ে দিলা বীর পবনতনয় ॥
নিজ স্থানে যেয়ে হনু কহিল ঠাকুরে।
প্রতাপে মোকাম রাজা করিল ঢেকুরে ॥
এতদূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায়।
আসর সহিত প্রভু হবে বরদায় ॥

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিত্ত তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

॥ ইতি মায়ামুণ্ড পালা সমাপ্ত ॥

ইছাই বধ পালা

পার হৈল্য অজয় ঢেকুরে দিল থানা।
অরিরূপে ইছাই উপরে দিতে হানা॥
বীরবালা বান্ধে যত দলুই প্রতাপে।
ঘন ছাড়ে হুঙ্কার টঙ্কার দিয়া চাপে॥
জোড়া শিঙা ফোঁকে কালু হাঁকে মার মার।
শুনিয়া ইছাই ঘোষে লাগে চমৎকার॥
যেমন শ্রীরামের সঙ্গে শঙ্কিত লঙ্কাপতি।
তেমনি ইছাই ঘোষে ঘটিল দুর্গতি॥
হুতাশে সকল লোক হৈল হুলথুল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল॥
সবারে প্রবোধ করে গোয়ালানন্দনে।
পার্ব্বতী পদারবিন্দ পূজে প্রাণপণে॥
কমল কুসুম আদি কুমকুম কস্তুরী।
অগুরুচন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা॥
চন্দন এ ভক্তিযুক্ত রক্তজবা যুতে।
পার্ব্বতী পদারবিন্দ পূজে গোপসুতে॥
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাসয়।
বলি দিয়া বলিছে বাসুলী[১] জয় জয়॥
বাজিছে বিবিধ[২] বাদ্য জয় জয় রোল।
শিঙা কাড়া কাঁসর দগড় ঢাক ঢোল॥
কাঁসি করতাল বাঁশী মুরজ মাধুরী।
মৃদঙ্গ মাদল ডম্ফ জগঝম্প ভেরী॥
গমক থমক আদি শঙ্খ সপ্তসুরা।
মোহন মন্দিরা বাঁশী ভিণ্ডিম ঝাঝরা॥

---

১ ভবানী ২ বিজয়

সুপঞ্চ দুন্দুভি বাদ্য দেববাদ্য যত।
বেণু বীণা বিশাল বিনোদ[১] বাদ্য কত ॥
ঘোর ঘণ্টা করতাল সুরসাল বাজনি।
ডম্বুরীর শব্দ শিব শঙ্কর ভবানী ॥
আঁখি মুদি মহামন্ত্র জপিছে গোয়ালা।
কৈলাসে জানিলা মাতা ভকতবৎসলা ॥
বাছুর হারায়্যা বনে যেন ব্রজে গাই।
দয়ায় দেউলে দেবী এল ধাওয়াধাই ॥
[২]ইছাই আনন্দে জপে সমর্পিয়া তায়।
করিয়া প্রণতি স্তুতি অবনী লোটায় ॥[২]
নিশুম্ভনাশিনী নম নগেন্দ্রনন্দিনী।
নরসিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী ॥
শিবাণী সর্ব্বাণী শান্তি সর্ব্বরূপা ভূতে।
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী নমোস্তুতে ॥
কাতর কিঙ্করে ডাকে কৃপা কর মা।
কেবা নাঞি পার পেল পুজি ঐ পা ॥
অকালে আপনি বিধি করিলা বোধন।
তোমা পুজি রাম রণে বধিলা রাবণ ॥
আগম পুরাণ বেদে শুনি সব ঠাঞি।
তোমা বিনে তাপিত তরাতে কেহ নাঞি ॥
ভক্তিযুক্ত কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
বিপক্ষ বিবাদে পক্ষ রক্ষ দাক্ষায়ণী ॥
স্তুতি শুনি কন কিছু হেমন্তের ঝি।
এত পরিপাটী পুজার প্রয়োজন কি ॥
মুখানি মলিন কেন মনে মগ্ন পাই।
[৩]পদতলে বলে কিছু গোয়ালা ইছাই[৩] ॥

---

১ বিবিধ

২—২ অবনী লোটায়ে অঙ্গ আনন্দে বিভোর।
স্তব করে গোয়ালা ভাগ্যের নাহি ওর ॥

৩—৩ শুনি দেবী পদতলে বলিছে ইছাই

তুয়া পদপঙ্কজ প্রতাপে পূর্ব্বাপর।
দেবতা দানবে কারে নাহি করি ডর॥
কাতর হয়্যাছি বড় মানবের হটে।
কর্ণসেনের বেটা এস্যা ঠেকাল্য সঙ্কটে॥
প্রথমে লোহাটা বীরে মেলে কালু ডোম।
সেই হৈতে সেনেরে সাক্ষাৎ দেখি যম॥
[১]প্রমাদ হইল[১] বড় কি করিব মা।
এই হেতু স্মরণ তোমার রাঙ্গা পা॥
সেনের ভারতী শুনি ভকতবৎসল।
ঢেকুর হইল যেন পদ্মপত্রে জল॥
ভবানী ভরসা দেন ভয় নাস্ত্রি বাপু।
মোর আগে লাউসেন কত বড় রিপু॥
যার দম্ভে কম্পমান যতেক দেবতা।
হেন শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্য গেল কোথা॥
সাজি শীঘ্র সমরে সাহসে দেহ দেখা।
চিন্তা নাই ইছাই আপনি আছি সখা॥
দৈববলে রণে যদি রাজা হয় দক্ষ।
আপনি যুঝিব রণে তুমি উপলক্ষ॥
যুগে যুগে জেনেছি যাহার যত বল।
যখন দৈত্যের ভয়ে দেবতা তরল॥
থাকুক সেনের কথা কি করিব আনে।
বামদেব বিধাতা বিমুখ মোর বাণে॥
আপনি ধরিব ধনু যদি আস্সে ধর্ম্ম।
কহিতে কহিতে কোপে মুখে ছোটে ঘর্ম্ম॥
নিজ তূণ হইতে তুলিলা তিন বাণ।
হাতে হাতে ঈশ্বরী ইছায়ে দিলা দান॥
এই বাণে বীর কালু এই বাণে হয়।
এই বাণ মেলে মরে রম্ভার তনয়॥

১—১ বিষমে পড়িনু

এত বলি ঈশ্বরী হইলা অনুকূল।
ইছাই লোটায়ে বন্দে চরণ রাতুল ॥
অতুল প্রতাপ করি সেজে চলে রণে।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম ভণে ॥
বীরধটী আঁটি কটি উলটি পালটি।
লম্ফ দিয়া মহামল্ল মাখে বীরমাটি ॥
ভূতলে আছাড়ে ভুজ মারে মালসাট।
সাজিল সমরে যেন সাক্ষাৎ যমরাট ॥
[১]অর্জ্জুন সমরে যেন সুধন্বার পণ[১]।
সাজিছে রাবণ কিবা বধিতে লক্ষণ ॥
সেইরূপ সাজন করিছে তড়বড়ি।
দড় দড় কোমর কসিছে কড়াকড়ি ॥
পেটি আঁটি বান্ধিল বত্রিশ বেড় পাগে।
কসিতে কুরঙ্গ ছাল বার গজ লাগে ॥
ডান ভাগে বান্ধিল যুগল যমধার।
খরতর জোড়া খাঁড়া বান্ধে দুই থর ॥
দুদিকে যুগল টাঙ্গি যম অবতার।
ছোরাছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার ॥
কসে বান্ধে কাঁকলি কালিকা করি জপ।
যার মুখে আগুন নিকলে[২] দপ দপ ॥
চকচক চিয়াড়ে পাটন পাঁচ শির।
করকচে তুলে বান্ধে তের শত তীর ॥
শিরেতে সোনার টোপ টয়্যা বান্ধা তায়।
রাতুল বরণরুচি বীরমাটি গায় ॥
তড়িতে জড়িত যেন জলধর জ্যোতি।
হারামণি হার গলে কানে গজমতি ॥
ধনুক বন্দুক আদি আচ্ছাদিত ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্তিমান কাল ॥

১—১ বিরাট সমরে যেন সুশর্ম্মার রণ ২ উগারে

রণশিঙ্গা কাড়া পড়ে টমক টেমাই।
শ্যামারূপা পদ সেবি[১] চলিল ইছাই ॥
ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি।
চলিতে চলিতে ঢালে কত রব শুনি ॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে ॥
প্রতাপে প্রাধান্য পুরি ঢেকুরের ভূপ।
সেনে দেখে মোকাম সাক্ষাৎ রামরূপ ॥
একদৃষ্টে চেয়্যা দেখে আপাদমস্তক।
ধন্য ধন্য সাধু সাধু ধর্ম্মের সেবক ॥
শান্তি মূর্ত্তি দেখিয়া সঞ্চারে ভক্তি ভাব।
সাধুসঙ্গে সাক্ষাতে সকলি সিদ্ধিলাভ ॥
মনে হইল মরণ মহৎ হাতে মোর।
রাখিতে নারিবে কেহ কাটে কর্ম্মডোর ॥
সাধুসঙ্গে সংগ্রাম সঙ্কটে বহু ভাগ্য।
অর্জ্জুন সমরে যেন সুধন্বার শ্লাঘ্য ॥
যেখানে অর্জ্জুন রথী সারথি গোবিন্দ।
নয়নে দেখিব কৃষ্ণ চরণারবিন্দ ॥
মরিব [২]মুকুন্দ আগে[২] মহৎ সংগ্রামে।
সেইরূপে ইছাই গণিল পরিণামে ॥
সঙ্কটে পড়িলে সেন সখা হবে ধর্ম্ম।
অতঃপর আমার কি আর আছে কর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম আগে মল্যে[৩] মনের অভীষ্ট।
হেনকালে ইছাই সেনের হল্য দৃষ্ট ॥
শমন সমান সাজ সমরে সাহস।
দেখি মহারাজা কত বাড়াল্য পৌরুষ ॥
শ্যামারূপা সেবি গোপ দ্বিতীয় রাবণ।
[৪]রামরূপী প্রভু বিনে না হব নিধন[৪] ॥

---

১ ভাবি ২—২ গোবিন্দ দেখি ৩ মোর মৃত্যু ৪—৪ রামরূপ ধরি প্রভু করহ নিধন

আপনি ইছাই রণে রাজা যান সাজি।
কালু কয় গোসাঞি গোয়ালা কোন পাজি ॥
নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যদি কি কাজ কুঠার ॥
নফরে সহায় করি রঘুবংশ নাথ।
সবংশে রাবণ রাজা করিলা নিপাত ॥
[১]আজ্ঞা দিতে প্রভু রাম করি অবলীলা।
বানরে বান্ধিল সিন্ধু দিয়া গাছ শিলা ॥[১]
রামের প্রতিজ্ঞা শুন্যা[২] রাবণ নিধনে।
অতেব্ লঙ্কায় হনু না মেল্য রাবণে ॥
তেমনি ইছাই বধে সাধ থাকে রায়।
আমি না মারিব বল বেন্ধে আনি তায় ॥
মহাশয় হাসেন কালুর শুনি কথা।
সাজি শীঘ্র সমরেতে জানাও যোগ্যতা ॥
গোয়ালা সমরে কালু সাবধান হবি।
সমরে সহায় তার শ্যামরূপা দেবী ॥
শুনিয়া সেনের পায় লোটাইল শির।
প্রবেশে প্রথম রণে কালু মহাবীর ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥
কালান্তক সমান সাজিল পরমাদ।
রাবণনন্দন যেন রোষে মেঘনাদ ॥
দু বীরে হইল দেখা দিবা অর্দ্ধযামা।
কালু বলে গোয়ালা দেখিব যে তোমা ॥
বীর কালু নাম মোর ময়নাতে ঘর।
চিরকাল মহামতি সেনের নফর ॥

১—১ আজ্ঞা দিতে প্রভু রাম আঁখির নিমিষে।
শতেক যোজন সিন্ধু বান্ধা গেল কিসে ॥

২ ছিল

পূর্ব্বাপর ঢেকুরে ঠাকুর যার গোষ্ঠী।
[1]সে নিপাত করিতে এল্য[1] গোয়ালার সৃষ্টি ॥
শুন বলি বচন বিলাস কর মুখে।
কর লয়্যা এস্য মহারাজার সম্মুখে ॥
কোন দুঃখে কথন ঠেকিবে নাই ভাই।
বড় সে বড়াই বেটা বলিছে ইছাই ॥
ছ বেটা কাট্যা যার বাপ হৈছে দূর।
সে যদি এসেছে তবে যাবে যমপুর ॥
ভঙ্গ দিল গৌড়পতি মোরে ভাবি জোরা।
কত তেজ ওরে কেলো তোর এত ত্বরা ॥
মনুষ্য নহেন তিনি অখিলের পতি।
তার প্রতি শুদ্ধমতি কেশরী সন্ততি ॥
তার প্রিয় সিদ্ধ শিশু সেন মহাশয়।
তার হাতে বুঝি তোর মরণ নিশ্চয় ॥
ইছাই বলিছে বীরে করি সম্বোধন।
সিংহের পৃষ্ঠেতে দেখ যার আরোহণ ॥
সেই দেবী সদা মোরে করেন স্নেহতা।
তার কৃপাবলে সেনে মারিব সর্ব্বথা ॥
তমোগুণে কোপযুক্ত রক্ত দুটা আঁখি।
কোথারে রঙ্কার বেটা রণে আয় দেখি ॥
কালু বলে [2]যদি এইখানে কাটি মাথা[2]।
মহাশয় সহিত[3] সাক্ষাৎ হবে কোথা ॥
গোঁয়ার [4]গোয়ালা গোপ[4] গরু রাখে গোঠে।
তার বেটা [5]হয়্যা তবে এত মন ছোটে[5] ॥
হঠে হবি পাটে রাজা মনে কর সাধ।
শৃগাল হইয়া কর সিংহ সনে বাদ ॥

১—১ সে জন নাশিতে এল   ২—২ আমি যে কাটিব তোর মাথা
৩ তোমারে   ৪—৪ তোমার বাপ   ৫—৫ হয়ে কেন এত মুখ ছোটে

বহু সুখে বিলাস করিলি বটে বেটা।
বিধাতা বিমুখ আজি মোর সঙ্গে লেঠা ॥
এখন অভয় পাবি অবনত হয়্যা।
সেনের শরণ নেগা রাজকর দিয়া ॥
নতুবা বিধাতা আজি তোরে হবে বাম।
তু হলি রাবণরূপী লাউসেন রাম ॥
কুপিল ইছাই বীর প্রতাপে পতঙ্গ।
মার মার রণে রোষে মারিয়া ফলঙ্গ ॥
ভঙ্গ নাহি দেয় কালু প্রবেশে সংগ্রাম।
মালসাট উলটি পালটি ছোটে ঘাম ॥
আগে বাণ হান বলে গোয়ালা নন্দন।
বুক পসারিতে কালু ছাড়িল পাটন ॥
সরল সাধিয়া শূন্যে ঘুরাইয়া ঢাল।
বাণ ঘা সামালিয়া বলে মোর ঘা সামাল ॥
কালমুখী বাণ গোটা গরল মিশাল।
মার বলি ছাড়িতে দলুই উড়ে ঢাল ॥
ফলাসাট মারিয়া ফলঙ্গ মারে বীর।
[১]গোয়ালা উপরে যেন সেন গুণি তীর[১] ॥
শরে শরে শরীর হইল জরজর।
তথাপি গোয়ালা রণে যুঝে অকাতর ॥
এবার অনেক ভাগ্যে হয়্যা সাবধান।
ধরিল সংহাররূপী ঈশ্বরীর বাণ ॥
লুফিতে বাণের মুখে নিকলে আগুন।
ডেক্যা বলে গোয়ালা হেদেরে কেলো শুন ॥
এবার[২] পরাণ যাবে পলাইয়া যা।
কালু বলে নড়ি যদি লখ্যা মোর মা ॥
প্রাণশক্তি হান বাণে ক্ষেমা যদি দিস।
জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস্ ॥

১—১ ইছাই উপরে এড়ে হীরাধার তীর ২ এ বাণে

[১]কোপে বীর বাণ ছাড়ি হাঁকে[১] হান হান।
বিপরীত গগনে গর্জ্জিয়া চলে বাণ॥
তোর বৃথা গেল বাণ মোর বাণ ধর।
ধনুকে জুড়িল বীর ঈশ্বরীর শর॥
চমকিত ইন্দ্র চন্দ্র বিধাতা বরুণ।
প্রাণ হাতে নিল যত দেবতা দারুণ॥
দারুণ দেবীর বাণ দলুইয়ের বুকে।
ফার কর‍্যা ফির‍্যা চলে পার্ব্বতী সম্মুখে॥
[২]সাহস সমরে তবু হাঁকে[২] মার মার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার॥
ধেয়্যা এস্যা কন সেন গোয়ালা নন্দনে।
আজি যাও বাড়ীকে বিজয় হৈল রণে॥
দুজনে বেহানে কালি বুঝ্যা যাবে বল।
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল॥
রণ জিন্যা ঘরে গেলা গোয়ালানন্দন।
লক্ষ্মণে বধিয়া যেন রাজা দশানন॥
পূজা দিল দেবীকে হাজার বলি দান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥

কাতর হইয়া পড়ি কালু সিংহ[৩] গড়াগড়ি
ধড়ফড়ি ধূলায় লোটায়।
শোকে ভাসে আঁখিজলে সখা সখা করি কোলে
কান্দে বীর লাউসেন রায়॥

এই ছিল আমার ললাটে।
বাণে বিদারিয়া বুক উঠে রক্ত ভুক ভুক
মুখ হেরি হিয়া মোর ফাটে॥

১—১ কালু বীর বলিছে হাকিয়া
২—২ তথাপি সাহসে কালু বলে ৩ বীর

প্রথমে অজয় নদী প্রবেশ করিলাম যদি
দুঃখের অবধি নাহি তায়।
তাহে প্রভু করতার যদি বা করিলা পার
আর দুঃখ বিধাতা ঘটায়॥
রাবণের শেল খেয়্যা পড়িল লক্ষ্মণ ভায়্যা
শোকে প্রভু কান্দেন শ্রীরাম।
সেইরূপী তুমি সখা আর না হইল দেখা
বিদেশে বিধাতা হৈল্য বাম॥

কান্দে সখা করি অনুতাপ।
দুটি ভাই ছোড় হয়্যা [১]দেশে যাব কি করিয়া[১]
বিদেশে ছাড়িয়া গেল বাপ॥
তেরাট দলুই তারা শোকে হয়্যা জরা জরা
কান্দে সবে আছাড়িয়া গা।
সবার বদন চায়্যা কালু কর্ম্ম ধেয়াইয়া
কর তুলি শিরে হানে ঘা॥
মুখে না নিঃসরে রা ধরিয়া সেনের পা
সঙ্কটে সঁপিল দুটি পোয়ে।
শাকা শুকা যত লোক উথলে সবার শোক
মহারাজ ছল ছল লোয়ে॥
গঙ্গা নারায়ণ গুরু গোপাল গোবিন্দ চারু
নাম ডাকে যত ডোমগণে[২]।
সম্মুখ সমরে স্থির শরীর[৩] তেজিল বীর
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে॥

সেন বলে শাকাশুকা শোক তেজ বাপু।
দলুই পরাণ পাবে সংহারিব রিপু॥

১—১ ঘরে যাব কি বলিয়ে

২ বীরগণে ৩ পরাণ

সেন বলে শাকাতুকা শোক অকারণ।
ধৈর্য্য হয়্যা ধ্যান কর ধর্ম্মের চরণ ॥
যম ইন্দ্র রবি চন্দ্র বরুণ বিধাতা।
যার আজ্ঞাবলে বিশ্ব যত্তেক দেবতা ॥
যাহার কৃপায় সৃষ্টি প্রলয় পালন।
আগম পুরাণ বেদে অভেদ লিখন ॥
সেই পরাৎপর ব্রহ্ম ধর্ম্ম সত্য হয়।
দলুই পরাণ পাবে রিপু হবে ক্ষয় ॥
এত বলি ডোমগণে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া ॥
মনোহর মহাপূজা মানসিক করি।
স্তুতি করি মুখে নয়নে বহে বারি ॥
উদ্ধার হে দীনবন্ধু দেব ধর্ম্মরাজ।
রেখেছ দুর্ব্বাসা হাতে দ্রৌপদীর লাজ ॥
রাজপুত্র সুধন্বা রেখেছে তপ্ত তৈলে।
প্রাণ দিলে প্রহ্লাদে গরল[১] জলে শৈলে ॥
যবে অগ্নি জৌঘরে ভেজাল্য দুর্য্যোধন।
কুন্তী সঙ্গে রেখেছে পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ত্রিলোক গোসাঞি।
ধ্রুবে যে দিয়াছ পদ যারপর নাই ॥
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন ॥
অনাথবান্ধব নাম প্রকাশ করিয়া।
ঢেকুরে ঠাকুর মোরে লেহ উদ্ধারিয়া ॥
গোয়ালা দুর্জ্জয় বড় ভবানী ভজনে।
বিপত্য সাগরে ভাসি কালু মল্য রণে ॥
একান্ত হইয়া এত স্তুতি করে রায়।
ধর্ম্মের আসন টলে দেবতা সভায় ॥

---

১ অনলে

বীর হনুমানে প্রভু সুধান বচন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ॥
কেন বা বসিতে থাত্যে শুতে নাঞি সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ॥
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বামতনু।
ধ্যানবলে পদতলে বলে বীর হনু॥
মহিমে ময়নাপতি এসেছে ঢেকুর।
সমরে সঙ্কটে সেন ঠেকেছে ঠাকুর॥
প্রধান দলুই কালু পড়্যাছে প্রথমে।
তোমারে ধেয়ান সেন লোটাইয়া ভূমে॥
বলে ছলে ঢেকুরে ইছাই হৈল্য রাজা।
সমরে সহায়[১] তার দেবী দশভুজা॥
পূজা করি যখন যুঝিতে হয় বার।
দেবতা দানব দেখে দূরে মানে হার॥
পরাজয়ে ইছায়ে আপনি[২] হল ঢাল।
কি করিব প্রজাপতি পুরন্দর কাল॥
দেবতা সকল বলে ঐ[৩] সত্য বটে।
ঠাকুর চঞ্চল[৪] হল্য চণ্ডিকার হঠে॥
করপুটে কন কিছু পবননন্দন।
পাতালে দুর্জ্জয় মহি লঙ্কায় রাবণ॥
সে হেন দুর্জ্জয় মল্য অন্তে আছে কি।
পরিণামে রাম তারে হেমন্তের ঝি॥
পাপে পূর্ণ হৈলে প্রভু রণে রক্ষা নাই।
বিধাতা বলেন সত্য চলহে গোসাঞি॥
সঙ্গেতে সবাই যাব সাজিয়া ঢেকুর।
পরম মঙ্গল বলি চলিলা ঠাকুর॥
রতনে রঞ্জিত রথ সবে অনুগামী।
ঢেকুর নিকটে এল্য অখিলের[৫] স্বামী॥

---

১. সাক্ষাৎ ২ ঈশ্বরী ৩ জয়ী ৪ চিন্তিত ৫ ত্রিলোকের

স্তুতি করি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
হেনকালে ঠাকুর উড়িলা রথ ভরে॥
মায়ায় মোহিত যত রহে ডোমগণে।
কেবল দেখিল মাত্র রঙ্কার নন্দনে॥
জীবন সফল মানি করে দণ্ডবৎ।
করপুটে কন কিছু কি জানি মহৎ॥
তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি নিরাকার ধর্ম্ম॥
কর্ম্মফলে পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে।
বিপত্য সাগরে ভাসি কালু মল্য রণে॥
এত বলি কান্দে পুন লোটায়ে ধরণী।
বাঞ্ছাকল্পতরু কোলে তুলিলা আপনি॥
প্রবোধিয়া আপনি অঙ্গের ঝাড়ে ধূল।
যতেক দেবতা দেখ তোর অনুকূল॥
জেন্যাছে কারণ তার কয়ে নাই ফল।
এত বলি কালুর বদনে দিলা জল॥
[১]প্রাণ পেয়্যা উঠে কালু[১] ডোমের নন্দন।
[২]মায়াবেশ ধরিল যতেক[২] দেবগণ॥
শ্রীরাম গোপাল রাম গোপাল গোবিন্দ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিলা আনন্দ॥
ঘনরাম ভণে সীতা সতীর নন্দন।
বদন ভরিয়া হরি বল বন্ধুগণ॥

আরামে অজয় তটে দেবতা সকল।
ইছাই বধের যুক্তি চিন্তেন বিরল॥
কেহ বলে কিরূপে ইছাই যাবে হানা।
দেবগণে বধিতে বিধাতা করে মানা॥

১—১ পরাণ পাইল কালু ২—২ মায়ারূপ ধরে থাকে যত

কেহ বলে শ্যামারূপা সমরে বিবাদী।
কেহ বলে দেবীকে দেউলে গিয়া সাধি॥
ঠাকুর বলেন কেন এত চিন্তা কি।
দেখি কত অনুকূলা হেমন্তের ঝি॥
না হয় পাঠাব পাছু পবন নন্দনে।
কেহ বলে সম্প্রতি লাউসেন যান রণে॥
শুনিয়া কহেন সবে ঐ যুক্তি সার।
হেনকালে[১] কন কিছু পবনকুমার॥
নিবেদন করি কিছু অখিল আধান।
ইছায়ের তূণে আছে ঈশ্বরীর বাণ॥
লাউসেন নাশিতে দিলা হেমন্তের ঝি।
ঠাকুর বলেন তবে তার যুক্তি কি॥
ইন্দ্র বলে ইঙ্গিতে করিতে পার সব।
প্রলয় পালন সৃষ্টি বৈরাগ্য বিভব॥
মায়ায় মোহিত যার বিধাতা[২] আপনি।
মূঢ়মতি মরতে মানব কিসে গণি॥
মাল্যে সে দেবীর বাণ লাউসেন মরে।
মায়ায় ভুলায়্যা রাখ গোয়ালা কুমারে॥
সমরে সংহর বাণ হারি হউক তার।
ঠাকুর বলেন ভাল ঐ যুক্তি সার॥
[৩]করতার ভারি হেত্যা সাজিল ভূপতি।
দড় দড় হেত্যার বান্ধিল হাতাহাতি॥[৩]
ধর্ম্মপদ ধিয়াইয়া ধনুকে দিল গুণ।
সুধন্বা সমরে যেন সাজিছে অর্জ্জুন॥
ধরিল বিশাল ফলা অভয়ার খাঁড়া।
ঘন বাজে টমক টেমাই জোড়া কাড়া॥

---

১ করপুটে ২ দেবতা
৩—৩ ঈশ্বর ভাবিয়া তবে সাজেন নৃপতি।
দড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতি॥

জোড়া শিঙ্গা ফুঁকে কালু হাঁকে মার মার।
গোয়ালা সাজিয়া আইল বুঝি সমাচার ॥
দু বীরে হইল দেখা দিবা অর্দ্ধ যাম[১]।
গোয়ালা কহিছে সেনে দিয়া রাম রাম ॥
পরিণাম না বুঝি সমরে আইলে ভাই।
বাম হবে বিধাতা বিমুখ দেহ ভাই ॥
ছ ভাই তোমার মল্য[২] আমার সমরে।
বাঁচিতে বাসনা থাকে ফিরে যাও ঘরে ॥
তোমারে [৩]মারিতে আমার[৩] দয়া লাগে রায়।
শালে ভর দিয়া রক্ষা পেয়াছে তোমায় ॥
আমারে [৪]সুন্দর রীতে[৪] জানে তোর বাপ।
রাজা[৫] বলে দূর কর কথার প্রলাপ ॥
কাজ কথা কহি কিছু কান পেত্যা শুন।
সংসারে জেন্মাছ[৬] কত মরেছে দারুণ ॥
দশ দিন দস্যুর দলন বৈ নয়।
কেশী কংস কুরুবংশ কেনে হল্য ক্ষয় ॥
আজি আমি ইছাই তোমার হৈনু যম।
জীবন বাসনা থাকে ত্যজ মনভ্রম ॥
রাজকর গৌরবে গৌরবে এনা দে।
ইছাই বলিছে দিব কর নিবে কে ॥
প্রাণ লয়্যা পালায় রে গৌড়ের ভুভুক।
কত তেজে এত বড় কে ধরে ভুজুক।
সম্মুখ সমরে সদা সংহারিব তায়।
কুপিল গোপের বোলে লাউসেন রায়।
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

---

১ দুই যামে ২ মৈল ৩—৩ বধিতে বড়
৪—৪ উত্তমরূপে ৫ সেন
৬ জন্মিয়া

বধি রণে বলি বীর বায়ে করি ভর[১]।
ঢাল মুড়ি উড়ে পড়ে গোয়ালা উপর[২] ॥
ঘন ছাড়ে হুঙ্কার টঙ্কার বিপরীত।
ঠাকুর লক্ষ্মণে যেন রোষে ইন্দ্রজিৎ ॥
চমকিত হৈল সবে দেখি নিদারুণ।
ছুটিল দোঁহার[৩] বাণ উগারি আগুন ॥
নিবারিতে নৃপতি লাফায়্যা রাখ্যা[৪] বাণ।
মধ্যখানে বাণে বাণে হানে ঠনঠান ॥
শন্ শন্ শবদে সেনের বাণ ছোটে।
ফলাসাটে নিবারি লাফায়্যা গোপ উঠে ॥
দপটে আঁটুনি করি বিন্ধে হাঁটু পেড়ে।
মার মার গোয়ালা হাঁকিছে বাণ ছেড়ে ॥
ঝেড়ে ফেলি ফলায় ফলঙ্গ মারে বীর।
ইছাই উপরে এড়ে হীরাধার তীর ॥
শরে শরে শরীর হৈল জর জর।
তথাপি গোয়ালা রণে যুঝে অকাতর ॥
নিনাদে নিষ্ঠুর বাণ তারা যেন ধায়।
কিছু বা সামালে সেন কিছু ফুটে গায় ॥
গোপে হৈল দৈবাৎ দেবীর বাণ হারা।
কর্ম্মফলে ধর্ম্মভক্ত হাতে যাবে মারা ॥
তথাপি দু বীরে দ্বন্দ্ব বহে নিদারুণ।
ফুরাল সকল বাণ হারা হল্য তূণ ॥
মার মার বলিয়া ধরিল ঢাল খাঁড়া।
হান হান শবদে সঘনে মেলা পাড়া ॥
ঝন ঝন শবদে ফলার টনটান।
দু বীরে তুমুল যুদ্ধ সমান সমান ॥
উভ উভ উড়ে ফলা অধঃ অধঃ অসি।
পাশে পাশে ফিরাফিরি রণ কসাকসি ॥

---

১ তর ২ কোঙর ৩ ইছার ৪ এড়ে

হাতাহাতি হানাহানি হাঁকিছে হাঁকালে।
লাউসেন চোটাতে ইছাই ওড়ে ঢালে ॥
দাদালি এমনি ফিরে চোট হানে গোপ।
ঢাল ঢালি সামালি সেনের বাড়ে কোপ ॥
[১]ফলাসাট মারে বীর মারিয়া[১] ফলঙ্গ।
অচলাঅচল[২] কাঁপে পাতালে ভুজঙ্গ ॥
ভঙ্গ নাহি দেয় তবু রণে কালান্তক।
মহিমেন্দ্র[৩] যেমন ভীমে রুষিল কীচক ॥
তেমনি ইছাই অতি সেনের অরাতি।
দড় দড় মহিম[৪] বাধল্য হাতাহাতি ॥
চোট পাট শবদ সঘন কাট কাট।
বীরগতি চলিতে চৌদিকে চোটপাট ॥
ফিরি ফিরি ফুলিয়া ফলঙ্গ দেয় তেজে।
লাফায়্যা ভূপতি তার চোট হানে ভুজে ॥
তবু অকাতরে যুঝে উভে মারে লম্ফ।
বাসুকি ছাড়িতে ফণা যেন ভূমিকম্প ॥
হাফালিয়া হানিতে দম্পতি উড়ে ঢাল।
গোয়ালা মালক দিতে উড়ে হেন কাল ॥
সেন তা সামালি শূন্যে ফির্য়া হানে চোট।
পড়িল ইছার মাথা ভূমে যায় লোট ॥
কাটা মাথা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ব্রহ্ম রা।
কোথা মাতা শ্যামারূপা রণে রক্ষ মা ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

দেবী পরিত্রাহি করি ডাকিল ইছাই।
দেউলে শুনিয়া দেবী এল্যা ধাওয়াধাই ॥
গোয়ালা তেজেছে প্রাণ বারি করি জি।
তা দেখি আকুল শোকে হেমন্তের ঝি ॥

১—১ মার মার বলি বীর মারিল ২ অষ্টকুলাচল ৩ সমরে ৪ বিবাদ

এক ঠাঞি পড়েছে মুণ্ড আর ঠাঞি কায়া ।
ভক্ত মরা মোহিত মোহেতে মহামায়া ॥
ছল ছল নয়ানে বয়ানে হায় হায় ।
কি দুঃখ দিয়াছে দুষ্ট লাউসেন রায় ॥
সকান্তা সোনার খাটে নিদ্রা যেতে সুখে ।
সে বাছা ধূলায় পড়ে জাঠা মোর বুকে ॥
উঠ উঠ বলি মাতা অনুগ্রহ বোলে ।
ভকতবৎসলা মাতা তুলে নিল কোলে ॥
স্কন্ধে মুণ্ড জননী জোড়ান মন্ত্রযুতে ।
বদনে জীবন দিতে প্রবেশে পঞ্চভূতে ॥
গায়ে হস্ত বুলাইতে উঠিল গোয়ালা ।
অভয়াচরণ বন্দে লোটায়া অচলা ॥
[১]দুর্গতিনাশিনী দুর্গে দেবের দেবতা ।
দানবদলনী দীন দয়াময়ী মাতা ॥[১]
নমো জয়া যশোদানন্দিনী জয়যুতে ।
জগন্ময়ী জগতজননী নমোস্তুতে ॥
শুনিয়া প্রণতি স্তুতি পরিতুষ্টা মতি ।
বর মাগে বাঞ্ছিত বলেন ভগবতী[২] ॥
তুমি বাপু বিশেষ বেন্ধেছ ভক্তিবলে ।
তোমার লাগিয়া আমি পশিব পাতালে ॥
বর মাগি লহ বাছা মনে আছে যা ।
গোপ বলে অন্য বরে কাজ নাই মা ॥
রণে যদি পড়ে মাথা পৃথিবী উপর ।
স্কন্ধে যেন জোড় লাগে মাগি এই বর ॥
[৩]সমরে পড়িলে যেন যোড় লাগে মাথা[৩] ।
ভবানী বলেন ভাল[৪] দিলাম সর্ব্বথা ॥

১—১ নিশুম্ভনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী ।
নরসিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী ॥

২ পার্ব্বতী ৩—৩ সমরে অমর প্রায় কাটা গেলে মাথা ৪ বর

আজি ঘরে যাও বাছা উচাটন বেলা।
বীরে করি বিদায় দেউলে দেবী গেলা॥
গড়ে গেলা গোয়ালা ছাড়িয়া সিংহনাদ।
দেবতা সকল ভয়ে[১] গণিল প্রমাদ॥
ইছায়ে বাঁচায়ে যদি দেবী দিলা বর।
গড়ে হৈল্য গোয়ালা দ্বিতীয় লঙ্কেশ্বর॥
পুরন্দর প্রভৃতি অমর প্রজাপতি[২]।
সভামাঝে সুযুক্তি করেন যুগপতি॥
দেবী যদি সমরে সদাই তার সখা।
বিষম ইছাই বধ লাউসেন রাখা॥
এবে কে আঁটিবে আর[৩] ইছায়ের আগে।
বিধাতা বলেন যদি মনে যুক্তি লাগে॥
ভূমেতে ফেলিলে মাথা জোড়া লাগে বরে।
হানা যেত্যে হনু যদি অন্তরীক্ষে ধরে॥
এমনি পাতালপুরে ফেলে সেই মাথা।
এত দূরে ফুরাইল ইছায়ের কথা॥
কিন্তু মাতা ভবানী অন্তরে পাবে দুখ।
আগে যায় হনুমান দেবীর সমুখ॥
বিনয় কহিবে আগে প্রকাশিয়া ভক্তি।
তবে যে বিমুখ হন শেষে এই যুক্তি॥
শুনি সার সুযুক্তি সন্তোষ সবাকার।
ঠাকুর বলেন শুন পবনকুমার॥
কালে কালে উপকার কর্য্যাছ কতেক।
রাম অবতারে যত পাষাণের রেখ॥
*অরি সংহারিয়া সীতা উদ্ধার করিলে।
তোমা হৈতে মৈল মহি দুর্জ্জয় পাতালে॥*

---

১ হেথা ২ সুরপতি ৩ রণে

— উদ্ধার করিলে সীতা সংহারিয়া অহি।
তোমা হতে মৈল পাতালে দুর্জ্জয় মহি॥

সিন্ধু বন্ধ করি স্কন্দ দশস্কন্ধ দিলে।
[১]অনুজ লক্ষ্মণে[১] শক্তিশেলে বাঁচাইলে ॥
সব ঠাঞি জয়যুক্ত যেখানে পাঠাই।
লাউসেনে রাখ অন্ত বধিয়া ইছাই ॥
বীর বলে যত কিছু প্রতাপের মূল।
কেবল ভরসা ঐ চরণ রাতুল ॥
এত বলি প্রভুপদে করি প্রণিপাত।
প্রবেশে পবনপুত্র পার্ব্বতী সাক্ষাত ॥
প্রণতি করিয়া বলে করপুট বাণী।
শুন জয়া জগন্ময়ী জগতজননী ॥
দনুজদলনী দুর্গা দেবের দেবতা।
কেন বাছা এত স্তুতি কন জগন্মাতা ॥
বীর বলে বার্ম্মতি ধর্ম্মের করি পুজা।
প্রকাশ করিতে এল্যা লাউসেন রাজা ॥
নর রূপে লাউসেন কাশ্যপ কুমার ॥
গোয়ালা ইছাই ঘোষ বধ্য বটে তার ॥
তোমার কিঙ্কর কিন্তু করেছে কুকর্ম্ম।
হয়্যাছে বিশ্বাসঘাতী এ বড় অধর্ম্ম ॥
কর্ম্মফলে হৈল যত দেবতার দণ্ডী।
অতেব ইছাই বধে খেমা দিবে চণ্ডী ॥
এন শুনি কোপে জলে হেমন্তের ঝি।
কোন যুক্তে তু বেটা বদনে কৈলে কি ॥
ভাল বলি প্রধান পুরুষ ধর্ম্মরাজে।
সবাই বিকল বটে আপনার কাজে ॥
বাড়াবে আপন পুজা বধি মোর জনে।
এমন উদার কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
প্রিয় পুত্র ইছাই কার্ত্তিক হতে বাড়া।
ধর্ম্ম এলে আপনি ধরিব ঢাল খাঁড়া ॥

১—১ লক্ষ্মণের প্রাণ

বীর বলে একথা উচিত নয় মা।
দেবী বলে গৌরবে বানরা বেটা যা ॥
কেবা সে এমন আছে বধে মোর জনে।
কোপে কয় কপিরাজ দেবীর চরণে ॥
সবংশে বারণ তোমার পুজেছিল বেড়্যা।
তবে কেন আপনি তাহারে এল্যা ছেড়্যা ॥
পাতালে দুর্জ্জয় মহী অহি তার পো।
বধিলাম[১] তোমার আগে তায় নৈল মো ॥
এখনি ইছায়ে সেনে করিব সংহার।
শুনি কোপে শ্যামারূপা হাঁকে মার মার ॥
সমাচার শুনি গোপ রণে আইল সাজি।
ঘন ছাড়ে সিংহনাদ দেবীপদ পুজি ॥
যুঝিতে পুজিয়া ধর্ম্ম সেজে আল্য রায়।
মায়াবলে বীর হনু রহিলা তথায় ॥
দেখাদেখি দুই বীরে দারুণ বহে রণ।
ঘনরাম ভণে সীতা সতীর নন্দন ॥

দুবীরে দারুণ করে মহারণ
দ্বন্দ্ব বহে ঘোরতর।
দোঁহে দড় দম্ভে ধরাধর কম্পে
লম্ফে বায়ে করে ভর ॥
মার মার কাট কাট চৌদিকে চোটপাট
ঝটপট বহিতেছে রণ।
উর্ব্বী টলটল বাসুকী চঞ্চল
ত্রাসে তরল ত্রিভুবন ॥
টনটান ঠনঠান ঢালে ঢালে ঢনঢান
ঝন ঝান ঘন রণনাদ।
কীচক মহিমে রোষে যেন ভীমে
কিবা বালী সুগ্রীবের বাদ ॥

---

১ বধেছি

হান হান হাঁকিতে হানে হেন দেখিতে
অমনি ভর করে রায়।
ঢাল মুড়ি মালকে ইছাই ঘোষ লাফে
হানে বীর লাউসেন রায়॥
হানিতে প্রবন্ধে ভূমে লোটে স্কন্ধে
পুনরপি জোড় লাগে মুণ্ড।
শ্রীরামের যুদ্ধে যদি বটে বধ্যে
তথাপি যেন দশমুণ্ড॥
হানিছে কতবার তবু লাগে সংহার
বার বার জোড় লাগে শির।
দেখি কোপে কম্পে হনু মহা দম্ফে
হানিতে মাথা লোফে বীর॥
তনু লোটে ভূতলে মাথা লয়্যা পাতালে
বেগে ফেলে বীর হনুমান।
নর শির পাইয়া নাগগণ আসিয়া
ভুঞ্জে রতি পরিমাণ॥
জয় করি মহিমে রাজা গেলা মোকামে
আরামে এল্যা মহাবীর।
যদি মল্য দুর্জ্জয় মঙ্গল জয় জয়
সুরগণ নিনাদে গভীর॥
ইছায়ের মরণে উচাটিত পরাণে
ভবানী রণভূমে ধায়।
গুরুপদ যত্ন দ্বিজ কবিরত্ন
সঙ্গীত মধুরস গায়॥
মনে অমঙ্গল সাধি ঘন নাচে ডান আঁখি
ঈশ্বরী[১] আইল ধাওয়াধাই।
দেখি মাতা দেবাধীন কাটা স্কন্ধ মাথাহীন
ভূমে পড়ে গোয়ালা ইছাই॥

---

১ ভবানী

তা দেখিয়া শোকাকুলি কাটা স্কন্ধ কোলে তুলি
ধূলা ঝাড়ে নেতের আঁচলে।
কান্দিয়া কহেন কত কুচক্রী দেবতা যত
অন্তরীক্ষে মাথা নিল ছলে॥
কার্ত্তিক গণেশ শেষ ইন্দ্র আদি ত্রিদিবেশ
অশেষ আমার যদি আছে।
ত্যজিয়া সকল কাজ মরতে মানব মাঝ
স্মরণে আইসি যার কাছে॥
সে বাছা ধূলায় কাটা অন্তরে মেরেছে জাঠা
এত বা বুকের পাটা কার।
কন মাতা অনুরাগে বাছারে বাঁচাই আগে
আজি তারে করিব সংহার॥
কত করি পরিবন্দ পদ্মারে সঁপিয়া স্কন্ধ
মুণ্ড খুঁজে ভ্রমেন ভূতলে।
এ মোর ঝঙ্কার দুর্গে গহণ কানন স্বর্গে
না পাইয়া প্রবেশি পাতালে॥
বাসুকিরে যত কথা বিশেষ কহিলা মাতা
দেবতা সকল হয়্যা বাদী।
মোর ভক্তে করি খণ্ড পাতালে ফেলেছে মুণ্ড
দান দিয়া তার দুঃখনদী॥
শুনিয়া দেবীর বাণী বাসুকি যুগল পাণি
আনি যত নাগেরে সুধাই।
সুধাতে সবার প্রতি সবে বলে রতি রতি
পেয়্যা মুণ্ড খেয়্যাছি গোসাঞি॥
নাগলোকে করি দণ্ড রতি রতি রচি মুণ্ড
বাসুকি দেবীরে দিলা দান।
নাগলোকে লয়্যা পুজা তুষ্ট হয়্যা দশভুজা
আসিয়া ইছায়ে দিলা প্রাণ॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ
আনন্দ হৃদয়ে ঘনরাম।

[১]কবিরত্ন ঘন ভাষে[১] শ্রবণে পাতক নাশে
স্বপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥

মহাবীর ইছাই উঠিল প্রাণ পায়্যা।
অভয়াচরণ বন্দে অবনী লোটায়্যা ॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হোক বলেন ভবানী।
কাল-পুর্ণ কহে গোপ বিপরীত বাণী ॥
কি কারণে কেন মা কেমন করে চিত।
তব ব্রহ্মবাক্য আর না হয় উচিত[২] ॥
উচিত বলিতে পাছে ক্রোধ কর মাতা।
তোমা পুজি সবংশে রাবণ গেল কোথা ॥
মহিরাজা আজন্ম[৩] তোমার নাম জপি।
খণ্ডাতে নারিল কেনে বিধাতার লিপি ॥
পরিণামে[৪] আপনি হইলে তাতে বাম।
মো বুঝি রাবণরূপী লাউসেন রাম ॥
পরিণামে মুক্তিপদ মনে অভিলাষ।
এত শুনি শ্যামারূপা ছাড়িলা নিশ্বাস ॥
মোরে অবিশ্বাস ফল অমঙ্গল অতি।
বুঝিবা বিনাশকালে বিপরীত মতি ॥
বাছারে বাঁচাতে বুঝি [৫]না পারিব[৫] আর।
দেবী বলে কেন বাছা তুলিলে[৬] অসার ॥
মনে ত্যজ অহি মহীরাবণের কথা।
[৭]আমি কি বল্যাছি রামের হর্য়া আন সীতা[৭] ॥
প্রভু যোগী আপনি যোগিনী যার নামে।
বলিদান দিতে তুষ্ট এনেছিল রামে ॥
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য হয় ক্ষয়।
বিধাতার লিখন বিশ্বের বশ নয় ॥

১—১ শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত রসে ২ প্রতীত ৩ যতনে ৪ অবশেষে ৫—৫ নারিলাম
৬ গণিলে ৭—৭ আমি কি করেছি তারে হরে নিতে সীতা

চিন্তা নাই চিত্তের চঞ্চল[1] ত্যজ দূর।
কী হতে কি হয় আমি থাকিতে ঢেকুর॥
তোমাকে বাঁচালাম[2] বাছা প্রবেশি পাতাল।
আজি রণে আপনি ধরিব খাঁড়া ঢাল॥
সেনে নাহি বধে যদি রণে আসি ফিরে।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরে॥
দেখি না কেমন ধর্ম্ম রাখে নিজ ভক্ত।
খর্পরে ধরিয়া খাব লাউসেন রক্ত॥
কহিতে কহিতে কোপে কাঁপে কলেবর।
রুধির লোচন হৈল্য বচন প্রখর॥
বিকট বদনে দেবী বলে কাট কাট।
দেবতা সকল ভয়ে হারাইল বাট॥
নাট বাদ্য নিবাদ্য[3] হইল বেদবাণী।
প্রমাদে পৃথিবী হৈল পদ্মপাতে পাণি॥
কাণাকাণি করে যুক্তি যত দেব গণে।
এ কোপে কেমনে রক্ষ কাশ্যপ নন্দনে॥
বিধাতা বরুণ বসু বসিয়া বাসব।
এক যুক্তি সবাই করেন অনুভব॥
লাউসেন নাশিতে হল্য দেবীর প্রতিজ্ঞা।
ইছাই বধিতে হেথা ঈশ্বরের আজ্ঞা॥
দুই রক্ষা যেমতে এমন চাই যুক্তি।
সুধন্বা অর্জ্জুনে যেন নিদারুণ উক্তি॥
পার্থ বলে "সুধন্বা বধিব এই বাণে[4]।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ কৃষ্ণ বিদ্যমানে[5]॥
সুধন্বা বলেন যদি না কাটি এই বাণ।
কৃষ্ণ বিমুখ হৈলা হারাই পরাণ॥
আপনি রাখিলা কৃষ্ণ দুজনার পণ।
সেইরূপ সুযুক্তি করেন দেবগণ॥

---

১ চাঞ্চল্য ২ বাঁচাসু ৩ নিবৃত্ত ৪—৪ সুধন্বাকে না বধিয়া বাণে ৫ সন্নিধানে

স্তুতিভাবে ঠাকুরে আপনি কন বিধি।
তুমি কর্ত্তা কারণ করণ গুণনিধি[১] ॥
তিনলোক মোহিত তোমার মায়াবলে।
কাশ্যপ কুমারে যদি রাখিবে কুশলে ॥
দেবীর দারুণ পণ[২] পাষাণের রেখ।
সেনের আকার[৩] মূর্ত্তি স্বজহ জনেক ॥
সেই মূর্ত্তি কাটি যেন দেবী রক্ত পিয়ে।
তবে সে ইছাই মরে লাউসেন জীয়ে ॥
বিশেষ বিষয় বুদ্ধি সবাকার মূল।
মায়ামূর্ত্তি স্বজিলে সকল সুপ্রতুল ॥
তার সাক্ষী সন্ধ্যা নামে সূর্য্যের যে নারী।
বিষম স্বামীর তেজ সহিতে না পারি ॥
পিতার মন্দিরে গেল রাখি নিজ ছায়া।
বিহার করিল সূর্য্য বলি নিজ জায়া ॥
যার গর্ভে জন্ম নিলা মহাগ্রহ শনি।
থাকুক অন্যের কথা ভুল্যাছ আপনি ॥
যবে দুষ্ট রাবণ হানিল মায়া সীতা।
আপনি অস্থির হল্যে অখিলের পিতা ॥
ঠাকুর বলেন ভাল ঐ যুক্তি বটে।
ভক্ত উদ্ধারিতে তবু পারিলাম সঙ্কটে ॥
হটে যে রহিলা গড়ে হেমন্তের ঝি।
বারেক বাঁচাল্য জানি পুনর্ব্বার কি ॥
গিরিজা থাকিতে গড়ে গণ্ডগোল পণ।
মহামুনি নারদ তখন কিছু কন ॥
সেই মূর্ত্তি [৪]দেখি যখন[৪] দেবী রক্ত খাব।
কাছে কয়ে কুকথা কৈলাসে লয়্যা যাব ॥
ইছায়ে বধিয়া হেথা দিবে মুক্তিপদ।
প্রভু কন সার যুক্তি বল্যাছ নারদ ॥

---

১ কৃপানিধি ২ কথা ৩ সমান ৪—৪ বধি যবে

নারদে প্রশংসা করি প্রকাশিলা অতু।
সেনের আকার মূর্ত্তি সবিশেষ তনু ॥
দেখি হরষিত হল্য যত দেবগণে।
প্রভু তারে আজ্ঞা দিলা ইছায়ের রণে ॥
সেনেরে লুকায়ে থুল দেবতা সমাজে।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম ভাবি ধর্ম্মরাজে ॥

মার মার ডাকি বলে[১] ছায়ারূপ[২] রায়।
ঢাল মুড়ি মালকে ইছাই ঘোষ ধায় ॥
বায়ে ভর করি দোঁহে উলটি পালটি।
লাফাঝ্যা কোপাল্য[৩] কোপে ঝুড়ি হাত মাটি ॥
ঝটপট এমনি যুঝিছে বীরবলে।
ফণিরাজ ফণায় অবনীখান টলে ॥
দুজনে দারুণ দ্বন্দ্ব[৪] ছাড়ে সিংহনাদ।
যেমন সুগ্রীব বালী বিষম বিবাদ ॥
প্রমাদ ভাবিল যত অসুর দেবতা।
কাট কাট করি [৫]ধায় ঘোরমূর্ত্তি মাতা[৫] ॥
অতিদৃষ্টে লাউসেন ইছায়ে[৬] দিল তাড়া।
হান হান হাকে দেবী হাতে ঢাল খাঁড়া ॥
মার মার ডাকে রণে ছায়ারূপী রায়।
ঢাল মুড়ি উড়ে পড়ে গোয়ালার গায় ॥
প্রায় তায় হাঁকালে হানিতে হেনকালে।
উভ অসি চোটাতে ভবানী ওড়ে ঢালে ॥
গোপে রক্ষা করি কোপে শ্যামরূপা ছোটে।
তাড়ায়ে সেনের মাথা কাটে একচোটে ॥
হটে হৈমবতী যে হানিলা তার শির।
খর্পরে ইছাই যেয়্যা ধরিল রুধির ॥
ভূতলে শরীর তার করে ছটপট।
গান করে গড়ে গোপ ঘুচিল সঙ্কট ॥

---

১ রণে ২ মায়ামূর্ত্তি ৩ কাঁপাল ৪ যুদ্ধ ৫—৫ কোপে ধায় জগন্মাতা ৬ সাহসে

মায়ে দিল রুধিরে মিশায়ে চিনিকলা।
নারদ বলেন মোর আর কোন বেলা॥
অন্তরে ভাবনা ভব[১] ভবানীর পদ।
কুকথা কহিতে মুখে চলিলা নারদ॥
সম্ভ্রম করেন মাতা মুনি পানে চায়্যা।
মুনি বলে কি কর লাজের মাথা খায়্যা॥
মামী হৈতে মামার মজিল জাতি কুল।
ও মাগী ডাকিনী তারে করিলি বাতুল॥
বেদে বলে সদাশিব দেবের দেবতা।
তুমি ত ত্রিপুর তন্ত্রে ত্রিলোকের মাতা॥
পরম বৈষ্ণবী নাম পুরাণে বলাও।
আড়ে ওড়ে বৈষ্ণবের ঘাড় ভেঙ্গ্যা খাও॥
শুষ্কতনু[২] লাউসেন তপস্যার যোগে।
[৩]ঐ আসে[৩] ইছাই বেড়েছে রাজভোগে॥
কেট্যা যাও রুধির[৪] পীরিত পাবে বড়ি।
দেবী বলে দূর বেটা কোন্দল ধুকুড়ি॥
কড়মড় দশন কুপিয়া ধরে খাঁড়া।
হান হান শবদে নারদে দিল তাড়া॥
প্রাণ লয়্যা মহামুনি যান রড়ারড়ি।
পিছে পিছে শ্যামরূপা যান তাড়াতাড়ি॥
মুখেতে ছুটেছে ঘাম ঘন বহে শ্বাস।
শিব সন্নিধানে মুনি পাইলা কৈলাস॥
যোগবলে যত তত্ত্ব জানিয়া শঙ্কর।
নারদে লুকায়্যা থুল্যা হেথা তারপর॥
ক্রোধবশে ঈশ্বরী কৈলাসে উপনীত।
শঙ্কর নিকটে যাত্যে হইলা লজ্জিত॥
হেঁটমুখ দেখি তার হাতে ধরি হর।
বাম উড়ে বসায়্যা সুধান সমাচার॥

---

১ করি ২ ক্ষীণতনু ৩—৩ কাছে কাছে ৪ উহাকে

মোরে ছেড়ে কোথা ছিলে গণেশের মা।
কথার কৌশলে কত পুলকিত গা॥
বুড়া বলে ছাড়িতে উচিত নয় তোর।
দেবীকে বান্ধিলা দড় দিয়া প্রেমডোর॥
নাথের বচনে ভাষে মহামায়া হাসে।
হর হৈমবতী হর্ষে রহিলা কৈলাসে॥
ইছাই বধিতে হেথা প্রভু আজ্ঞা দেন।
মার মার বলিয়া[1] চলিলা লাউসেন॥
সেজ্যা এল্যা ইছাই ধরিয়া খাঁড়া ঢাল।
কাছে ডাকে কাল পেঁচা কোলে দেখে কাল॥
প্রমাদ গুণিল[2] গোপ গড়ে নাজ্ঞি মা।
অমঙ্গল অশেষ এল্যায়া পড়ে গা॥
রাবণে সঙ্কটে যেন ছাড়িলা ভবানী।
তেমতি ঘটিল তবু করে হানাহানি॥
মার মার শবদ সঘনে কাট কাট।
ঢালাঢালি চঞ্চল চৌদিকে চোটপাট॥
হাতাহাতি দড় দড় বাড়িল্য মহিম।
ইছাই কীচক রণে লাউসেন ভীম॥
গোয়ালা হানিতে চোট সামালিয়া বীর।
অমনি উলটি হানে ইছায়ের শির॥
অন্তরীক্ষে মাথা লয়্যা বীর হনুমান।
ফেলাতে প্রভুর পদে পাইলা নির্ব্বাণ॥
নির্ভয় হইল পুরী জয় হৈল্য রণ।
পরম পীরিত পেল্য প্রভু নিরঞ্জন॥
ভক্তের মরণে [3]মনে উচাটিত[3] হয়্যা।
ধেয়্যা আইলা শ্যামরূপা কৈলাস ছাড়িয়া॥
গোয়ালা নিধন দেখি হাহাকার করি।
কাটা স্কন্ধ কোলে করি কান্দেন ঈশ্বরী॥

---

১ শব্দে ২ ভাবিল ৩—৩ উচাটিত চিত্ত

হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
ঘনরাম ব্রাহ্মণ সঙ্গীতরস গান॥
ইছাই আমার বাছা কি হল্য কি হল্য।
বিপাক বন্ধনে পড়ে বাছা মোর মল্য॥
মনোহর মহাপূজা মহীমাঝে আর।
সুরপুর ত্যেজিয়া সংসারে নিব কার॥
আর না শুনিব স্তুতি ও চাঁদবদনে।
কান্দেন করুনাময়ী অঝোর নয়নে॥
আর নাহি বাছা রে বসিবি রাজপাটে।
না হেরি বদনবিধু বুক মোর ফাটে॥
নারদ বিবাদী মোর প্রমাদ করিল।
হাতে নিধি দিয়া বিধি হর্‍্যা মোর নিল॥
আপনি বুঝিলাম[১] যার হয়ে অনুকুলা।
সে বাছাকে নিল মোর চক্ষে দিয়া ধূলা।
মনেতে কুমতি পদ বাড়িল যখন।
তখন জানিলাম[২] বাছার নিকট মরণ॥
পাতালেতে পশিলাম[৩] যাহার লাগিয়া।
সে বাছাকে নিল মোর [৪]চক্ষে ধুলা দিয়া[৪]॥
প্রবোধেন পদ্মাবতী মুছায়ে বদন[৫]।
কেন্দ না জননী গোপ বড় ভাগ্যবান॥
নির্ব্বাণ পেয়্যাছে মুক্তি তোমা পদ সেবি।
প্রিয় পদ্মা প্রবোধে প্রবোধ পাইলা দেবী॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ অভিলাষী।
ভণে [৬]বিপ্র কবিরত্ন[৬] কৃষ্ণপুরবাসী॥
প্রিয় মোর[৭] গোয়ালা ভজ্যাছে ভক্তিবলে।
আপনি ইছার অঙ্গ জ্বালালে অনলে॥

---

১ বুঝিনু ২ জানিনু ৩ পশিনু ৪—৪ হিয়া বিদারিয়া ৫ নয়ান
৬—৬ দ্বিজ ঘনরাম
৭ ভক্ত

পদ্মা সনে অজয় তটেতে উপনীতা।
চন্দন কাষ্ঠেতে চারু বিরচিল চিতা॥
পাতায়্যা চামর তায় [১]ঢেল্যা ঢেল্যা ঘি[১]।
শুয়ায়্যা ইছাই অঙ্গে [২]ঢেলা দি[২]॥
দাহন করিল মাতা বেদের বিধানে[৩]।
অস্থি পাঠাইলা গঙ্গাসাগর সঙ্গমে॥
দশপিণ্ড পূরক পার্ব্বতী দিলা দান।
ইছার মন্দিরে গেল অঝোর নয়ান॥
হীরা মণি মাণিক মুকুতা কত ঠাঞি।
সকল রয়্যাছে সবে বাছা মোর নাঞি॥
এখানে করিত স্নান এখানে ভোজন।
এই স্বর্ণখাটে বাছা করিত শয়ন॥
এই রাজপাটে বাছা বসিত দরবারে।
এই রত্ন সিংহাসনে সেবিত আমারে॥
পদ্মা প্রবোধয়ে পুন ধরিয়া চরণে।
পার্ব্বতী বলেন পদ্মা পাশরি কেমনে॥
একদিন আমি গো কৈলাস হৈতে আসি।
এইখানে খেলে পাশা পাঠশালে বসি॥
মুখে ডাকে দশ দশ মনে মোর জপ।
মহা সিদ্ধ জ্ঞানী বাছা বয়সে অলপ॥
[৪]কি করিব তিলে তিলে তাই মনে পড়ে[৪]।
পাশরিতে নারি পদ্মা পরাণ আঁচড়ে॥
দাসী বলে শোকে যে সদাই দিলে মন।
জন্মিলে মরণ কেন কর্য়াছ সৃজন॥
মহারথী অর্জ্জুন যে দ্রোণ কর্ণ দাতা।
সম্মুখ সমরে মা সুধন্বা গেল কোথা॥

১—১ হেমন্তের ঝি

২—২ ঢেলে দিল ঘি ৩ নিয়মে

৪—৪ কি করি পাশরি বল সদা মনে পড়ে

মহীমাঝে মানব ইছাই ঘোষ কিবা।
ইন্দ্র আদি অমর সেবকে লও সেবা॥
অনেক যতনে পদ্মা রাখিলা প্রবোধে।
শোক ত্যজি মহামায়া ভর কৈল ক্রোধে॥
এখন কে রাখে দেখি লাউসেন মৈলে।
মায়ামূর্ত্তি দিয়া জানি বারেক বাঁচালে॥
নাশিব সকল আজ্জি মোর কথা নড়ে।
এত শুনি পদ্মাবতী পায়ে ধরে পড়ে॥
আগম পুরাণ বেদে তোমার বচন।
নিধন হয়্যাছে গোপ বিধির লিখন॥
দেবী কন বিধি কি আমার নহে বাধ্য।
[1]দাসী বলে[1] কি করিবে সব কর্ম্ম সাধ্য॥
নির্ম্মুক্ত হয়্যাছে গোপ জন্ম নাহি আর।
কি হেতু করিবে তবে সেনের সংহার॥
তোমার কৃপার পাত্র সে বা কেন নয়।
হাতের হেতার যারে দিয়াছ অভয়॥
কানড়াকে বিভা দিয়া কর‍্যাছ স্থাপিত।
এত নিদারুণ তারে হওয়া অনুচিত॥
শান্ত হয়্যা কন দেবী প্রবোধ বচনে।
ভাল কৈলা পদ্মাবতী এত কার মনে॥
রাজা সঙ্গে মিছা মাত্র গণ্ডগোল সারা।
পাছে পদ্মাবতী গো দুকুল হই হারা॥
না গেলে রহিতে নারি কানড়ার কাছে।
ঋষি মোর এই কথায় গঞ্জনা দেয় পাছে॥
দাসী সঙ্গে দেউলে দেবীর এত ভাষ।
শুনিয়া দেবতাগণের ঘুচিল হুতাশ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গান॥

১—১ বিধি বশে

ঠাকুর বলেন শুন দেবতা সকল।
দেবী যে সরল হল্য পরম মঙ্গল॥
এখন উচিত সবে লাউসেনে লয়্যা।
সবে যাও দেউলে বিদায় এস হয়্যা॥
এত শুনি দেবগণ দেবীর সম্মুখে।
গলায় লম্বিত বাস জোড়হস্ত বুকে॥
প্রণতি করিয়া কন বিনয় প্রচুর।
এই লহ লাউসেনে পাঠালেন[১] ঠাকুর॥
তোমার কৃপায় পাত্র কর যে উচিত।
মুখ হেরি হৈমবতী হইলা লজ্জিত॥
কৃতাঞ্জলি করি রাজা করিছে প্রণতি।
অজ্ঞান বালকে দোষ ক্ষেম ভগবতী॥
দোষগুণ সকল প্রমাণ ঐ পা।
ক্ষেমা না করিবে যদি [২]প্রাণ লেহ[২] মা॥
এই অস্ত্র আপনি দিয়াছ হাতে তুলি।
এই লহ এখনি এখানে দেহ বলি॥
এত শুনি কন দেবী কানে দিয়া হাত।
প্রিয় ঝি কানড়া মোর তুমি তার নাথ॥
দৈবাৎ যে কিছু হল্য ক্ষেমা দিবে মনে।
এত শুনি লাউসেন পড়িল চরণে॥
দেউলে দেবীর পুজা দিলা দেবগণ।
সান্ত্বনা করিয়া পুন করিলা স্থাপন॥
হর্ষ হয়্যা হৈমবতী করিলা বিদায়।
প্রভুপদে আসি রাজা অবনী লোটায়॥
দেবতা সকলে পুন করিলা বন্দনা।
সাধুবাদে সেনে সবে করিলা সান্ত্বনা॥
আনন্দে অবধি নাই ঢেকুর ভুবনে।
নিজ স্থানে লয়্যা প্রভু গেলা দেবগণে॥

---

১ পাঠাল   ২—২ প্রাণে বধ

ইছাই পড়িল গড়ে[১] উঠিল ঘোষণা।
পিতামাতা আদি সবে কান্দে বন্ধুজনা ॥
সান্ত্বনা করিয়া রায় করিল আসান।
গড়ে গাড়ে গৌড়পতি রাজার নিশান ॥
বাজিল বিজয় বাদ্য ফিরাল্য দোহাই।
সোমঘোষে ডোমগণ ধরে ধাওয়াধাই ॥
পরিত্রাহি করিয়া সেনের ধরে পায়।
অনাথার অশেষ দোষ খেমা কর রায় ॥
প্রসন্ন হইল ঘোষে সেন দয়াশীল।
সঙ্গে লয়ে সাত দিনে গৌড়েতে দাখিল ॥
প্রবেশ করিতে সভা উঠে জয়ধ্বনি।
রাজা বলে এস্য বাপু পোহাল্য রজনী ॥
অমনি রাজার পায় অবনত রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সভায় ॥
ঘোষে দেখি রোষে রাজা দিতে চাহে শূলী।
মহাশয় সেন কন করি কৃতাঞ্জলি ॥
ইছাই পড়িল গড়ে[২] আছিল কুটিল।
তোমা ভক্ত মহারাজা[৩] বুড়াটি সুশীল ॥
শুনি রাজা শান্ত হৈলা সেনের বচনে।
রায়ে কন সম্ভ্রমে বসায়ে একাসনে ॥
নবলক্ষ দলে যারে নাহি গেল আঁটা।
কহ বাপু সে বেটা কেমনে গেল কাটা ॥
বিনয়ে বলেন সেন বুকে জোড় হাত।
উপলক্ষ অনুকূলে অখিলের নাথ ॥
নিপাত করিলা তারে প্রভু কতবার।
শ্যামরূপা সেবায় সে জিনেছে সংসার ॥
প্রবল প্রতাপ তার বিক্রমে বিশাল।
পরাজয়ে পার্ব্বতী যাহার[৪] ধরে[৪] ঢাল ॥

---

১ রণে   ২ রণে   ৩ সোমঘোষ   ৪—৪ ধরেন খাঁড়া

মাথা কেটে ভূমেতে ফেলিলাম[১] কতবার।
স্কন্ধে জোড় লাগে উঠে যুঝে পুনর্ব্বার ॥
অন্তরীক্ষে কাটা মাথা ধরি হনুমান।
পাতালে ফেলিতে দেবী দিলা প্রাণ দান ॥
নির্ব্বাণ পাইলা পুন প্রভু পদতলে।
হেন জনে কি করিবে নবলক্ষ দলে ॥
শুনি প্রেমে পুলকিত কন ধন্য ধন্য।
দেবতা তনয় তুমি বীর অগ্রগণ্য ॥
তুমি বাপু ভূপতি বংশের অবতংস।
অবনীমণ্ডলে তুমি অবতার অংশ ॥
কেহ কেহ বলে এই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥
প্রসন্ন সংসার মাত্র পাত্র পীড়া পায়।
অতঃপর লাউসেন মাগেন বিদায় ॥
রাজা বলে গমনে উচিত হয় ত্বরা।
ঘরে তব পিতামাতা জীয়ন্তেতে মরা ॥
ঐ গড়ে কর্ণসেন হয়্যাছে ফকির।
সন্তাপে শরীর [২]ক্ষীণ প্রাণ নহে স্থির[২] ॥
এত বলি মহামূল্য বসন ভূষণে।
[৩]সেনে দিল বকশিস সম্মান ডোমগণে[৩] ॥
[৪]লেখ্যা আন করি খত ছেড়্যা দিল ঘোষে[৪]।
বিদায় হইল সেন পরম সন্তোষে ॥
হরিষে প্রবেশে দেশে রাজা লাউসেন।
প্রবেশ করিল পুরী পেয়্যা[৫] শুভক্ষণ ॥
সবে বলে লাউসেন শুভ দিন আইল।
শোকে অন্ধ রায় রাণী শুনি প্রাণ[৬] পাইল ॥

---

১ ফেলাস্থ   ২—২ তার সদাই অস্থির   ৩—৩ বিদায় করিল রাজা হরষিত মনে
৪—৪ সেনের আশ্বাসে রাজা ছেড়ে দিল ঘোষে
৫ দিন   ৬ চক্ষু

প্রভুপাদপদ্মে আসি করিলা প্রণাম।
পূর্ণ হইল সবার প্রসন্ন মনস্কাম॥
ব্রাহ্মণে প্রণাম করি পাইল আশীর্ব্বাদ।
দেবগণে মাল্য মলয়জ দূর্ব্বাধান॥
নতমান হইল মাতাপিতার চরণে।
হর্ষ হয়্যা আশীষ করিল দুইজনে॥
প্রেম আলিঙ্গনে তোষে প্রণত[১] কর্পূরে।
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে॥
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ সদাসুখ।
হাস্ত হৈল প্রজাগণ দেখি চাঁদমুখ॥
আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধ মনোভীষ্ট।
পুত্র চিত্রসেন তার হইল ভূমিষ্ঠ॥
শুভগ্রহ সুদৃষ্টে অরিষ্ট গেল নাশ।
সহ[২] পঞ্চ বাদ্য বাজে মঙ্গল উল্লাস॥
পুত্রের কল্যাণে রাজা বিলাইল ধন।
সুশস্য ধরণী ধান্য গোধন কাঞ্চন॥
সদানন্দে নৃপতি রহিলা নিজপুরে।
পালা সাঙ্গ সম্প্রতি হইল এত দূরে॥
[৩]ভণে দ্বিজ ঘনরাম ভাবি মায়াধরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যায় ঘরে॥[৩]

॥ ইতি ইছাই বধ পালা সমাপ্ত ॥

---

১ প্রাণের ২ নানা
৩—৩ শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দঅভিলাষী
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

অঘোরবাদল পালা

হর্ষচিত্ত হয়ে হরি বল বন্ধুজনা।
এড়াবে যতেক জীব যমের যন্ত্রণা ॥
দুর্ল্লভ মানব দেহ ইহা নহে নিত্য।
অনিত্য সংসার ঘোরে অখণ্ডিত চিত্ত ॥
সুখ বিত্ত বিনা চিত্ত নিত্য নাহি যায়।
ভজ হরি ভবসিন্ধু তরিতে উপায় ॥
নিজদেশে লাউসেন ভজে করতার।
প্রমাদ গণিছে গুরু গৌড়ের গোঁয়ার ॥
কংসরাজে ধ্বংস কৈল ভগ্নীবংশ হয়ে।
রোগ ঋণ রিপুশেষ দুঃখ দেয় রয়ে ॥
ভাগিনা দুরন্ত রিপু দেখে দর্প টুটে।
কেমনে বধিব মনে কতথান উঠে ॥
সঙ্কটে পাঠাহু তারে ঢেকুরের গড়ে।
শ্যামরূপা সর্ব্বাণী আপনি যায় লড়ে ॥
জয় করে যেন এল দুর্জ্জয় ঢেকুর।
ধর্ম্মপূজা প্রতাপে প্রভাব এত দূর ॥
ততোধিক হতে পারি যদি পূজি ধর্ম্ম।
তমোগুণে চিন্তে পাত্র সাত্ত্বিকের কর্ম্ম ॥
পূজিলে অমর বর হাতে হাতে নিব।
অভিশাপে প্রতাপে বা ভাগিনা বধিব ॥
রঞ্জাবতী হাপুতি হইল এত কালে।
কার লেগে মলো মিছে ভর দিয়ে শালে ॥
আপনি কেবল যদি করি ধর্ম্মপূজা।
শুনে অভিমান পাছে করে মহারাজা ॥
এত ভাবি রাজারে বুঝায়ে কিছু কয়।
করপুটে বিরলে বিশেষ সবিনয় ॥
ধর্ম্মপূজা কর রাজা ধরণী মণ্ডলে।
আদরে অমর বর পাবে করতলে ॥

ইন্দ্র হন সুরপতি করি ধর্ম্মপূজা।
পেয়েছে দ্বিতীয় স্বর্গ হরিশ্চন্দ্র রাজা॥
পুত্র কাটি পূজা দিল তেজি মায়া মো।
ধর্ম্মের গাজনে পুন পেলে সেই পো॥
বিপত্তি সাগরে তরি লভেছে সম্পদ।
মহারাজা যুধিষ্ঠির পুজি ধর্ম্মপদ॥
শ্রীযুক্ত মরুত আদি দিল ঘরভরা।
এখন প্রমাণ তার পুরাণ দেহারা॥
থাকুক অন্যের কথা চাকর তোমার।
লাউসেন ভাগিনা মানব কোন ছার॥
তার এত প্রতাপ পৃথিবী করে জয়।
ধর্ম্মপূজা বিনা কিছু অন্য তেজ নয়॥
যদি মনে করে তবে গৌড়ে হবে রাজা।
রাজা পাত্র অতেব ধর্ম্মের করি পূজা॥
রাজা বলে আগে তো আনাই লাউসেনে।
সুধায়ে বিধান বুঝি পুজি শুভক্ষণে॥
পাত্র বলে পূজাবিধি মোরে নাই হারা।
আগেতে ত্বরিতে তুলি ধর্ম্মের দেহারা॥
রাজা বলে লহ তবে ভাণ্ডারের ধন।
পাত্র বলে কোন্ কর্ম্ম কিবা প্রয়োজন॥
এত আলি হুকুম উচিত আজি নয়।
বুঝে দেখ কত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়॥
তোমার দারুণ দান দিনে দশ ধেনু।
দিগ্‌বাণ সুবর্ণ দক্ষিণা তার অণু॥
হাতী ঘোড়া চাকরে খরচ লক্ষ সাত।
একা লাউসেন লুটে লক্ষের বিলাত॥
ভরণ ভূষণভাবে খরচ অযুত।
কোথা হৈতে এত ধন করিব মজুত॥
কত আছে দান ধর্ম্ম অপরঞ্চ দায়।
ভাণ্ডার করিলে শূন্য ভাল নহে রায়॥

হুকুমে দেহারা তুলি মিছা কেন ব্যয়।
রাজা বলে কর যে তোমার মনে লয়॥
তবে পাত্র কোটালে হুকুম দিল দড়।
বেগারি কোদাল ঝুড়ি এনে কর জড়॥
পাত্রের হুকুম পালে বন্দি ইন্দ্রজাল।
বেগারি বিষয়ে বড় বাড়াল জঞ্জাল॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥

দ্বাদশ কোটাল সঙ্গে ইন্দ্রজাল ধায়।
সহরে বেগার ধরে লাগি যার পায়॥
তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কাহু কামার কুমার॥
বাইতি বেগারি বেণে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কান্ধে বেগারি বিজই॥
কেহ বা পলাতে পথে দূতে ধরে তেড়ে।
হুড়া মারি হাতাহাতি রাখিয়াছে সাজুড়ে॥
আড়ে ওড়ে কেহ ঝোড়ে তাড়া খেয়ে বনে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন ভয়ে লুকাইল কোণে॥
ব্রহ্মচারী ভিখারী ফকিরে করে মজা।
বাটে ধরি বেগারি বাঁটিয়ে দেয় বোঝা॥
সুচারু চত্বর বান্ধে তোলাইয়া মাটী।
তায় তোলে দেয়াল তেত্রিশ বড় পাটি॥
কত কাষ্ঠ কাটে তক্ষ বেগারী কামিলা।
করাতে কাটিয়া কাষ্ঠ বরগা তুলিলা॥
আরোপিলা স্তম্ভ কত চিত্রপাটি সাঙ্গা।
বিবিধ ইন্ধন যত মূর্ত্তিমান রাঙ্গা॥
সুরঙ্গ সরল সলা আচ্ছাদিয়া কাঠ।
বিচিত্র বেতের তায় বিরাজিত সাট॥
গঙ্গাজল চামরে ছাইল চারি চাল।
মাঝে মাঝে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ভাল॥

কলধৌত কলসে পতাকা দিল সেজে।
কাঁচঢালা কাঞ্চন বরণ করে মেজে॥
পাষাণে রচিত পীড়া দ্বার চিত্রময়।
দেখিতে মন্দির চান্দা চিত্ত বান্ধা রয়॥
অতি মনোহর হইল ধর্ম্মের দেহারা।
সমুখে টাঙ্গাল চান্দা মণিময় ঝারা॥
পণ্ডিত আনায়ে তবে জিজ্ঞাসিল ভূপ।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপুজা বিধান কিরূপ॥
প্রধান পুরুষে কবে সমর্পিব ঘর।
করে শুভ গাজন আরম্ভ তার পর॥
গোসাঁই বলেন পঞ্চগব্য গাভী গুয়া।
চারি চিত্র চামর চন্দন চাই চুয়া॥
আসন অঙ্গুরী মালা মলয়জ বাসে।
সবারে চরণ চাই মন অভিলাষে॥
প্রধান পণ্ডিত চারি অপরক কত।
বারজন মুখ্য আর বালা ভক্ত যত॥
ষোল উপচার দিব্য লহ নৃপবর।
ধূপ ধূনা ধৌত ধান্য ধবল চামর॥
কিসের অভাব রাজা তুমি পুণ্যবাণ।
যখন যে চাই লব পদ্ধতি প্রমাণ॥
বাড়ি বাড়ি চাল হাঁড়ি দেহ নিমন্ত্রণ।
সহর সহিত সেব ব্রহ্মসনাতন॥
গায়েন বায়েন সব গাজনের মূল।
হরি হয় দেখ আলি আস্তের ধুমুল॥
পাত্র বলে পার্থিব পুজনে কিবা তত্ত্ব।
কারে চাল হাঁড়ি দিবে কে এত মহত্ত্ব॥
গৌড়ের যতেক প্রজা আছে বন্দীশালে।
সবারে কোটাল যেয়ে কবে এক কালে॥
সকলে আসিয়া যেন লয় ধর্ম্মটীকা।
রাজা বলে একথা আমারে লাগে ফিকা॥

পণ্ডিতের আজ্ঞা ব্রহ্ম ধর্ম্মপূজা চার্য্য।
তোমার বিধান রাখি যবে রাজকার্য্য ॥
ভাল ভাল বলে পাত্র শুনি এত বোল।
তবে রাজা সহরে ফিরাল জয়ঢোল ॥
বিধিমত নিমন্ত্রণে আনি নানা পূজা।
শ্রীধর্ম্মের বার্ম্মতি আরম্ভ করে রাজা ॥
পুরট অঙ্গুরী পট্ট বসন ভূষণে।
পণ্ডিতে বরণ করি বরে জনে জনে ॥
বলাভক্ত বারাশা আমিনি বিশাশয়।
ধর্ম্মের গাজনে ধ্বনি উঠে জয় জয় ॥
ধর্ম্মরাজে দিল আগে সমর্পিয়া ঘর।
রাজ্যের সহিত রাজা পূজে পরাৎপর ॥
ঠাকুর পরমানন্দ কৌশল্যার বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তার সংসারে প্রশংসে ॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত।
তার সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥

ধর্ম্ম পূজে গৌড়পতি শুদ্ধমতি হয়ে।
ভক্তি যুক্তি মুক্তি আশে ভক্তগণ লয়ে ॥
প্রমাণ প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচান্ত আসনশুদ্ধি বাহ্য বুদ্ধিন্যাসে ॥
মাস পক্ষ তিথি গোত্র উচ্চারিলা নাম।
প্রভুর পরমপদ প্রাপ্তি মনস্কাম ॥
ভাগ্নের মরণ মাত্র পাত্রের কামনা।
মনে মনে মহামদ করিল রচনা ॥
ষোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধূনা ধবল আসন ধৌত বাসে ॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমাণ প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥

কনক কুসুমাঞ্জলি প্রভুপদাম্বুজে।
সমর্পিয়া সাত্বিক ভাবেতে রাজা পুজে ॥
তিন সন্ধ্যা গীতবাদ্য অনাদ্যসঙ্গীত।
ধর্ম্ম পুজে নরপতি মজাইয়া চিত ॥
উপরে যুগল পদে অধ লোটে শির।
ধূলা অগ্নি করে করে বদনে রুধির ॥
বেত হাতে নাচে গায় ডাকে ধর্ম্মজয়।
উর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পায়ে রয় ॥
ন দিনে নিবড়ে পুজা দিয়ে নানা নিধি।
দশমে গামার কাটে পণ্ডিতের বিধি ॥
একাদশ দিবসে বিশেষ অনাহার।
জপ তপ যাগ যজ্ঞে পুজে করতার ॥
কাটারি শয্যায় কেহ করেছে শয়ন।
উরসি উজ্জ্বল করে জ্বালে হুতাশন ॥
কেহ বিন্ধে কপালে উজ্জ্বল জ্বলে দীপ।
একান্ত হইয়া চিত্তে পুজে নরাধিপ ॥
মন্দমতি মহামদা পুজে তামসিক।
ধর্ম্মপাটা ধরি ধূর্ত্ত বলায় ধার্ম্মিক ॥
অনাদি অনন্ত প্রভু জানিয়া অন্তরে।
গৌড়পতি একান্ত আমার পুজা করে ॥
ওরে বাপু হনুমান শুনহ কৌতুক।
মুর্খ পাত্র পুজে মোরে ভক্তে দিতে দুঃখ ॥
মনে করি রাজারে হইব বরদায়।
প্রকট পূজক পাত্র কেমনে পলায় ॥
হেন জনে হিংসে যে আমার প্রিয় তনু।
এত শুনি পদতলে বলে বীর হনু ॥
আজ্ঞা কর আপনি আনাই ইন্দ্রদেবে।
চারি দণ্ড প্রলয়ে সবারে ঘরে লবে ॥
তবে যদি থাকে রাজা হবে সাবধান।
পুরিবে মনের আশা হয়ে কৃপাবান ॥

সার যুক্তি শুনিয়া আনায় মঘবানে।
ঠাকুর কহেন ইন্দ্র শুন সাবধানে॥
গোকুলে আকুল যেমন করেছিলে গোপে।
গৌড়ে যেয়ে প্রমাদ পাড়িবে সেইরূপে॥
সত্বগুণে পুজে মোরে গৌড়ের ঠাকুর।
তামসিক ত্রিপণ্ডে তাড়ায়ে কর দূর॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

আজ্ঞা বন্দি সঘনে গগনে গৌড় বেড়ে।
সঘনে ঈশান কোণে চিকুর আঁছাড়ে॥
দড় দড় শব্দ ঘোর ঘন উল্কাপাত।
বিপরীত বিদ্যুৎ বিষম বজ্রাঘাত॥
নির্ঘাত শবদ শুদ্ধ শিলা বরিষণ।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন॥
মড় মড় শব্দে ঝড়ে পড়ে কত গাছ।
কত পীড়া উঠানে আছাড় খায় মাছ॥
হুড় হুড় হুড় হুড় কুলকুল রব।
শুনিয়া চঞ্চল চিত্ত চমকিত সব॥
দারুণ ঝনঝনা শব্দ শঙ্কায় অমনি।
শব্দ শুনি স্মরে কেহ জৈমিনি জৈমিনি॥
কেহ কৃষ্ণ কংসারি কেশব কৃপাসিন্ধু।
ঘোর বিঘ্ন ঘটেছে ঘুচাও দীনবন্ধু॥
বিপত্তি বিষম বুঝি ডাকে কোন নর।
শ্রীমধুসূদন হরি রক্ষ গিরিবর॥
হতাশে হুঁটুরে পড়ে পুরে যত প্রজা।
গোকুলে আকুল যেন ছাড়ি ইন্দ্রপূজা॥
মানভঙ্গ দেখি মঘবান কোপদৃষ্টি।
ঘোর বৃষ্টি শিলাজলে বিনাশিল সৃষ্টি॥
গোকুল আকুল যেন গোপ গোপীগণ।
গোবিন্দ বদন হেরি ব্যাকুল গোধন॥

গোপগণ কন নন্দনন্দন কানাই।
কোথা গোবর্দ্ধন হে গোকুলে রক্ষা নাই॥
গোপাল ছাওয়াল বুদ্ধে মজালে সকল।
কৃপাদৃষ্টি করি কৃষ্ণ ভকতবৎসল॥
হেলায় ধরিল হরি গিরি গোবর্দ্ধন।
রক্ষা পেল গোপ গোপী গোকুলে গোধন॥
পাপী পাত্র প্রয়োজনে এখানে প্রমাদ।
পুণ্যবন্ত বিনা না ঘুচিবে অবসাদ॥
ঘন ঘোর অন্ধকার বিষম বৃষ্টিধারা।
হারা হলো দিবানিশি রবি শশী তারা॥
ধ্যানচিত্তে আছে রাজা না জানে সঙ্কট।
প্রমাদে পাত্রের প্রাণ করে ছটফট॥
ভাঙ্গিল সবার ধ্যান কাঠি দিয়া ঢাকে।
রাজা বলে পুন পাত্র পরিত্রাহি ডাকে॥
তথাপি না মেলে আঁখি তবে চাপে অঙ্গ।
পাপী পাত্র পরশে হইল ধ্যানভঙ্গ॥
পাত্র বলে আর মিছা পূজায় কি কার্য্য।
বর থাকুক বিপদে বেড়িল সর্ব্ব রাজ্য॥
কুবুদ্ধি পাত্রের বোলে সবে পূজা হেলে।
পুঁথিটা পণ্ডিত কোপে আছড়িয়া ফেলে॥
পূজা ত্যজে প্রমাদে পালাল সবে ঘর।
সবে মাত্র রহিল বাইতি হরিহর॥
নিতি নিতি বাড়ে বড় অঘোর বাদল।
খাল খানা বাট বাটী একাকার জল॥
দড় দড় শব্দে কত ভাঙ্গিছে দেয়াল।
বিষম বানের বলে জলে ভাসে চাল॥
ভূপাল কপাল হানে না বুঝি বিশেষ।
গৌড়ে মাত্র বাদল প্রসন্ন সর্ব্বদেশ॥
কিবা অপরাধ হলো প্রভুর পূজায়।
ভক্ত লাউসেন বিনা না দেখি উপায়॥

পাত্র বলে কি ভাব আনি লাউসেনে।
পাতি লিখে কোটালে সঁপিল সেইখানে ॥
আজ্ঞা দিল শীঘ্রগতি যাবি রে আসিবি।
বুঝে সুঝে সেখানে খরচ খুব নিবি ॥
পদব্রজে আনিবি রাখিয়া অশ্বরাজ।
যেমতি লিখিছি পাতি না করিবি ব্যাজ ॥
শিরে বন্দি পাতি ইন্দ্রে পাগে লয়ে বান্ধে।
যাত্রা করে যোগিনী পশ্চাৎ আগু চান্দে ॥
তরণী সরণি মুখে সেবি শশীচূড়।
পার হল পদ্মাবতী পশ্চাতে গোউড় ॥
দিবারাতি অতি বেগে গতি অতি শ্রমে।
দামোদর দাখিল দিবস দুই যামে ॥
পার হয়ে পীরের পায় প্রণতি প্রচুর।
এড়াল উড়ের গড় বাবরকপুর ॥
আমিলা মোগলমারি উচালন রাখি।
অবিলম্বে ধায় দূত যেন বাজপাখী ॥
স্নান পূজা ভক্ষণে কেবল ব্যাজ করে।
দাখিল অনিলগতি ময়না নগরে ॥
রাজ্যের সহিত রাজা মজি সত্ত্বগুণে।
গোবর্দ্ধন ধারণ গোবিন্দগুণ শুনে ॥
লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রের পূজা ব্রজের নন্দন।
পূজাল গোয়ালাগণে গিরি গোবর্দ্ধন ॥
গোকুল নাশিতে ইন্দ্র কৈল কোপদৃষ্টি।
গিরি ধরি গোবিন্দ রাখিল সব সৃষ্টি ॥
এই অধ্যা পড়ে পুঁথি বান্ধিল পণ্ডিত।
হেনকালে দূত আসি হইল উপনীত ॥
হাতে দিয়ে পরয়ানা প্রণতি করে পায়।
এস এস বলি তারে পরিতোষে রায় ॥
পাতি পড়ে মৃদুস্বরে শুনাল সবারে।
অকাল বাদল গৌড়ে তলব আমারে ॥

এত শুনি সবার হুতাশ ঘুচে মনে।
কর্পূর বলিল দাদা যাব তোর সনে॥
ভূপতি বলেন ভাল চল না হে ভাই।
নাই যুদ্ধ বিসম্বাদ বিপদ বালাই॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দ্য অভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥

ধর্ম্ম পূজে সাজে রাজা রজনীপ্রভাতে।
অনুগত কর্পূর চলিল সাথে সাথে॥
হাতে হাতে সমর্পিল রাণী রঞ্জাবতী।
মা বাপে প্রণতি করি চলিল ভূপতি॥
সঙ্গে সব নফর অপর দুই ভাই।
আগে আগে ইন্দা মেটে চলে ধাওয়াধাই॥
পার হল কালিন্দী পাদ্মমা পাছুয়ান।
মহামতি যতি রাজা অতি বেগে যান॥
সহর সরাই নদী খাল বিল যত।
একে একে রাখে গ্রাম নাম লব কত॥
আসি গৌড় নিকটে প্রবেশে মহাশয়।
গৌড় বেড়ে দেখে ঘোর অন্ধকারময়॥
নির্ঘাত ঝন্‌ঝনা শব্দ শিলা বরিষণে।
গভীর গর্জ্জনে গুরু ভয় পাইল মনে॥
সঘনে গগনে রাজা চারিপানে চান।
ঐরাবতে সেন তবে দেখিল মঘবান॥
বুঝিয়া ভাবনাযুক্ত ভক্ত লাউসেন।
ঘোর বৃষ্টি বাদল ঘুচাল সেইক্ষণে॥
দশ দণ্ড আকাশে সূর্য্যের বীর্য্য আভা।
ঘুচিল প্রমাদ দেশে বসে রাজসভা॥
গড় পার হয়ে রাজা দেখে বিদ্যমানে।
সহর বাজার কুলি একাকার বানে॥
থানা নদী খাল বিল ডহর কি ডাঙ্গা।
যোল ক্রোশে কত সেতু স্রোতে গেছে ভাঙ্গা॥

কুল কুল শব্দে বান কত দিকে ছুটে।
তরল তরঙ্গ তায় কত রঙ্গ উঠে॥
মার্জ্জার মূষিক শিবা শশক শার্দ্দূল।
গলাগালি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুল॥
ফণির ফণায় চেপে চলিছে মণ্ডূক।
বিপাকে কাকের হাসি দেখিতে কৌতুক॥
কর্পূর কহেন দাদা দেখ অসম্ভব।
সেন বলে শুনহে সময়ে করে সব॥
এত বলি চলি গেলা সঙ্কেত সরণি।
প্রবেশে রাজার সভা উঠে জয়ধ্বনি॥
অমনি রাজার পায় নত হৈল রায়।
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়॥
সমাদরে ভূপতি আপনি নিল কাছে।
তোমা বিনা বিপত্তে বান্ধব কেবা আছে॥
আগমনে গেল গুরু গড়ের দুর্গতি।
শুনি কোপে কয় কিছু পাত্র মূঢ়মতি॥
নিয়ম অষ্টম দিনে ঘুচিল বাদল।
এত মিছে বড়াই বাড়ায়ে কোন ফল॥
মাঝে মাঝে গত তায় কত আট দিনে।
বুঝিতে না পারে কেহ ধর্ম্মমায়াধানে॥
পাত্র বলে দুই দণ্ডে খণ্ডে যদি বান।
তবে সে তোমার কথা বুঝিব প্রমাণ॥
রায়ের বদন রাজা চান এত শুনি।
ঈশ্বর আছেন ভাল কন সত্ত্বগুণী॥
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
দেখিতে দেখিতে দূর হৈল দেব বান॥
সাধু সাধু বলে সেনে সকল সংসার।
মনে মাত্র পায় পীড়া পাত্র দুরাচার॥
মনে করে এবার বধিব মন্ত্রণাতে।
যমের দোসর কালু ডোম নাই সাথে॥

আগুীর পাথর নাই পালাবার পথ।
বুঝিব কেমন বেটা ধর্ম্মের ভকত॥
মনে মনে ভাবনা করিল মন্ত্রীবর।
অপূর্ব্ব ধর্ম্মের মায়া বিশ্ব অগোচর॥
পশ্চিম উদয় পূজা বার্শ্বতির চূড়া।
যায় পাত্র আপনি হইবে আঁটকুড়া॥
এত যুক্তি ঠাকুর ঘটাল তার ঘটে।
পূজা প্রকাশিব ভক্ত ঠেকায়ে সঙ্কটে॥
করপুটে কহে পাত্র রাজার সম্মুখ।
ভাল চিন্তা করিতে ভাগিনা ভাবে দুখ॥
আরম্ভিলা মহাপূজা না হইল সাঙ্গ।
অশেষ পাতকী হলে ব্রত হলো ভঙ্গ॥
সেই হতে কি হলো হয়েছে দশা হীন।
অমঙ্গল অশেষ প্রসবে প্রতিদিন॥
মহামারী মহার্ঘ মড়ক মহীমাঝে।
ভাগিনা রক্ষা করুন মানায়ে ধর্ম্মরাজে॥
শুনিয়া মলিন হইল রাজা পুণ্যবন্ত।
পাত্র বলে আছে রাজা প্রলয়ের অন্ত॥
এক যোগে রবি শশী বসে যে নিশায়।
পশ্চিমে দ্বাদশ দণ্ড সূর্য্যোদয় তায়॥
দরশনে পালায় এই পাতক দুর্গতি।
লাউসেন বলে সব অসম্ভব অতি॥
শুনি রাজা আপনি সেনের ধরে করে।
প্রবেশিলা গাজন ধর্ম্মের পুজাঘরে॥
এই দেখ বাপু রে পূজার আয়োজন।
না জানি কি পাপে বাম হলো নিরঞ্জন॥
অরে বাপু লাউসেন এই বার বার।
ব্রতভঙ্গ বিপত্তিসাগরে কর পার॥
সূর্য্যবংশ ধ্বংস হলো ব্রাহ্মণের শাপে।
উদ্ধারিল ভগীরথ হেন মহাপাপে॥

পশ্চিম উদয় তুমি দিবে মোর বাপ।
তবে খণ্ডে আমার অশেষ পাপ তাপ ॥
পাত্র বলে উচিত কহিতে আমি ঠক।
কোপেতে যুগল আঁখি জ্বলন্ত পাবক ॥
হাতে ধরে হাকিম হুকুম কাটে কে।
ঘরে বসে লক্ষের বিলাত লোটে যে ॥
জিনেছি সকল রাজ্য এই আছে বাকী।
গৌড়ে রাজা হতে বুঝি আরম্ভিল ঠকি ॥
পশ্চিমে উদয় দিয়া কিবা গুরু শ্রম।
বন্দীশালে বান্ধয়ে আপনি ভাঙ্গ ভ্রম ॥
সেন বলে মার কাট বান্ধ মহাশয়।
সহসা বলিতে নারি পশ্চিম উদয় ॥
আজ্ঞা কর একান্ত ধর্ম্মের করি সেবা।
পাত্র বলে বচনে প্রতীতি করে কেবা ॥
মা বাপ আনিয়ে আগে বন্দীশালে থুবি।
তবে পাবি খালাস উদয় দিতে যাবি ॥
রাজা বলে এই কর্ম্ম না করিলে নয়।
শেষ বুঝি সেনে বন্দী করিল নির্দ্দয় ॥
দুপাশে করাতে শেল শিলা দিল বুকে।
চুলে ধরে টানে টাঙ্গে বিষ দিয়া মুখে ॥
ধর্ম্মের সেবক বন্দী এইরূপে রায়।
ভক্তগণ পীড়ায় প্রভুর অঙ্গদায় ॥
হাতে গলে বন্ধন নিগূঢ় পায়ে তোক।
মুখ হেরি কর্পূর কুমার করে শোক ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

লাউসেন বলে ভাই এ গতি আমার।
দুখিনী মায়েরে গিয়া কহ সমাচার ॥
যার লাগি মলে তুমি ভর দিয়া শালে।
সে জনে যমের ঘর ঘটিল কপালে ॥

শুনিয়া কর্পূর বুক না পারে বান্ধিতে।
ধাইল ময়নামুখে কান্দিতে কান্দিতে ॥
অতি বেগে দিবারাত্রি সারথি ঠাকুর।
ময়না মায়ের কাছে প্রবেশে কর্পূর ॥
কর হানি কপালে কাতরে কয় কেন্দে।
মূঢ়মতি মামা গো দাদারে থুলো বেন্ধে ॥
ধর্ম্মপূজা গাজনে রাজার ব্রত ভঙ্গ।
পশ্চিম উদয় দিতে বলেন পতঙ্গ ॥
অঙ্গীকার না করে ঘটেছে কারাগার।
তোমরা দুজনে গেলে দাদার উদ্ধার ॥
হাহাকার শব্দ উঠে এত কথা শুনি।
সবারে প্রবোধে তবে রঞ্জাবতী রাণী ॥
সুব্রগুণী সিদ্ধ বাছা সাধিবে সে কর্ম্ম।
কত সাধ্য সদয় উদয় দিবে ধর্ম্ম ॥
কর্ম্মফলে চল নাথ গৌড়ে বন্দী থাকি।
পুত্র হেতু বসুদেব যেমত দেবকী ॥
বীর কালু কয় কিছু নোয়াইয়া মাথা।
আজ্ঞা কর এইখানে গৌড়ের আনি ছাতা ॥
না হয় সেখানে রাজা হও মহারাজ।
সেন বলে ইহা অতি অনুচিত কাজ ॥
লঙ্ঘিলে নরক গতি নৃপতির নোন।
কি করিল কৃপাচার্য্য ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ ॥
প্রাণ হারাইল কেন দুর্য্যোধন লাগি।
সুখ দুখ নহে কেহ কপালের ভাগী ॥
ধন জন দেশ কালু দিনু তোর হাতে।
জোগাইবে দিবারাত্র রক্ষা পায় যাতে ॥
জাতি কুল ধন রক্ষা সমর্পি লখায়।
প্রবোধ করিল পুরে সকল প্রজায় ॥
বিবরিয়া বিশেষ বলিল প্রজাগণে।
চুম্বন করেন চিত্রসেনের বদনে ॥

চরণে পড়িয়া কান্দে চারি রাজার ঝি।
রঞ্জা বলে উঠ বাছা মন কথা কি॥
কাটিয়া সঙ্কট সব হইবে সদয়।
অবশ্য দেবেন প্রভু পশ্চিম উদয়॥
সবারে প্রবোধবোলে করিলা সান্ত্বনা।
শ্রীধর্ম্ম একান্ত মনে করেন ভাবনা॥
নিরঞ্জনে পুজিয়া চলিলা রাজা রাণী।
কাছে কাছে দুই দাসী মালিকা কল্যাণী॥
পিছে পাঁচ নফর কর্পূর আগে দৌড়ে।
মোকামে মোকামে আসি উপনীত গৌড়ে॥
আছিল পাত্রের চর কহে গিয়া তারে।
অমনি রাজারে কয়ে বান্ধে কারাগারে॥
পোয়ের প্রহার দেখি বিষম বন্ধনে।
পৃথিবী বিদার মানে মায়ের ক্রন্দনে॥
করপুটে মা বাপে কুমার কিছু কন।
বুক বাঁধ বিপত্তে বিষাদ অকারণ॥
কি বিধানে পুজিলে প্রসন্ন হবে প্রভু।
পশ্চিমে উদয় সূর্য্য শুনি নাই কভু॥
রঞ্জাবতী বলে বাপু মোর কথা নাই।
রমাই পণ্ডিত লয়ে মানাবে গোসাঁই॥
সামুলা সুন্দরী দিদি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
সব উপদেশ দিবে লও সঙ্গে করি॥
হরিহর বাইতি সঙ্গে করি লবে।
চিন্তা নাই হাকণ্ডে পশ্চিম উদয় হবে॥
কারাগারে এত কথা কহিতে শুনিতে।
রাজ আজ্ঞা এল এক লাউসেনে নিতে॥
মোচন হইল রায় বিপদ বন্ধনে।
প্রণতি করিল পিতামাতার চরণে॥
করে ধরি কর্পূরে কহেন তপোধন।
আমি বড় অভাগিয়া অতি অভাজন॥

আপনি বন্ধন দিহু জননী জনকে।
আমার নিস্তার দেখি আর মা নরকে ॥
ধর্ম্মসেবা হেতু আমি দেশান্তরে যাই।
মাতা পিতা ধর্ম্ম বন্দী বসে সেব ভাই ॥
পৃথিবীতে পুত্রের পরম এই ধর্ম্ম।
পিতামাতা সেবার সমান নাই কর্ম্ম ॥
যে কর্ম্ম করিলে ভাই সব ঠাই জয়।
তোর পুণ্যে হয় যেন পশ্চিমে উদয় ॥
এত শুনি কর্পূর হইল প্রণিপাত।
প্রবোধিয়া গেল রায় রাজার সাক্ষাত ॥
রাজা বলে পশ্চিম উদয় যেয়ে দেও।
পাত্র বলে আগেতে প্রতিজ্ঞাপত্র লও ॥
বারুই বৈশাখ নিশা বার দণ্ড কুহু।
তায় দিবে উদয় বাচাই মুহুর্মুহু ॥
এইরূপ প্রতিজ্ঞা লিখিয়া দিয়া রায়।
হাকন্দ উদয় দিতে হইল বিদায় ॥
সত্যবতী সামুলা বাইতি হরিহরে।
বিনয়ে বিশেষ বাণী বলে জোড় করে ॥
সঙ্গে নিল অপর পণ্ডিত মহামতি।
ময়না নগরে আসি প্রবেশে ভূপতি ॥
জয়পতি মণ্ডলাদি যত প্রজাগণে।
নিজ দুঃখ নৃপতি জানান জনে জনে ॥
বন্ধনে রহিল মাতা পিতা মহাশয়।
যাবৎ না দিবে প্রভু পশ্চিমে উদয় ॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥

প্রজাগণ কন রায় তুমি ধর্ম্মময়।
যেয়ে যে উদয় দিবে সে কথা নিশ্চয় ॥
তাবত অভাগা সব কার মুখ চাব।
বীর কালু বলে নাথ সঙ্গে আমি যাব ॥

না দেখি বদনবিধু বাঁচিব কেমনে।
সবারে তুষিল রায় মধুর বচনে॥
চিন্তা নাই চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ দূরে।
একান্ত সেবিবে সবে শ্রীধর্ম্মঠাকুরে॥
আশীষ করিবে আজ পূজা সাঙ্গ করি।
সেই পুণ্যে বিপত্তি সাগরে যেন তরি॥
শুন ভাই বীর কালু তোর হাতে হাতে।
সঁপিনু রাজ্যের ভার রক্ষা পায় যাতে॥
দলুই সকলি সাথে থাকিবি মুকেদ।
কোনরূপে কেহ যেন নাহি পায় ভেদ॥
নিশার কোটাল তুমি দিনে হবে রাজা।
পরম পীরিতে পেলো পুরবাসী প্রজা॥
পরের যুবতী যেন জননী সমান।
তোর হাতে সঁপিনু জাতি কুল প্রাণ॥
যদি কোন অজ্ঞান আদরে আসে অরি।
সভয় না হবে তারে দিবে দূর করি॥
এত বলি হাতে হাতে দিল পান ফুল।
মাথায় পাগড়ী পাচ পুরটের মূল॥
লখের দিলেন দিব্য জোড়া পেড়ে সাড়ী।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কানে কাটা কড়ি॥
জীবন ভূষণ ধন জাতি কুল প্রাণ।
সাকার জননী গো তোমার সম্প্রদান॥
যাবত না আসি দেশে দশা থাকে হীন।
তাবত করিবে রক্ষা রাজ্যে রাত্র দিন॥
শুনিয়া ডুমনি ডোম সেনের সম্মুখে।
আজ্ঞা অঙ্গীকার করে জোড়হাত বুকে॥
শেষে যেয়ে সকল শুনালে রাণীগণে।
কলিঙ্গা কহেন কিছু লোটায়ে চরণে॥
বেদে বলে বিশেষ বনিতা বাম অঙ্গ॥
পশ্চিমে উদয় দিতে আমি যাব সঙ্গ॥

জায়ার সহিত ধর্ম্ম সাধন সফল।
সেন বলে সুন্দরী দুর্গম অস্তাচল॥
অনুপমা পরম সুন্দরী তুমি তায়।
নিরখিতে বদন মদন মোহ পায়॥
থাকুক অন্যের কথা ত্রিলোকের নাথে।
ঘটেছে দারুণ দুঃখ সীতা লয়ে সাথে॥
ঘরে বসে পুজ ধর্ম্ম পাল প্রজাগণে।
সান্ত্বনা করিবে সবে মধুর বচনে॥
রাজা তুমি তাবত যাবত নাহি আসি।
অমলা বিমলা লো কানড়া তব দাসী॥
ধুমসী দাসীকে রাখিবে নিজ করি।
ধরে সংহারিণী মূর্ত্তি সংহারিতে অরি॥
ঢাল খাঁড়া কানড়া যুবতী যদি ধরে।
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের কাঁপে ডরে॥
নরসিংহ বীর কালু লখে তো সিংহিনী।
হুকুমে রাখিবে রাজ্য দিবস রজনী॥
আপনি হাকণ্ডে যাই উদয় উদ্দেশে।
কোন চিন্তা নাই তুমি ধর্ম্ম পুজ দেশে॥
উপদেশ অশেষ আমার এই শুন।
মা বাপের তত্ত্ব মোর লবে পুনঃপুনঃ॥
প্রতিমাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভবে যে হন বাপা দানে বড় সচ॥
অতিথি অথবা অন্ধ অকৃতি আতুরে।
কেহ যেন অভুক্ত না থাকে মোর পুরে॥
যারে যে উচিত সেন বুঝান সবায়।
শুনি সব সুন্দরী লোটায়ে পড়ে পায়॥
মুখ হেরি চিত্রসেন হাসে খলখল।
চুম্বন করিল মুখে আঁখি ছলছল॥
থাক বা বিদায় বাক্য কেহ নাই রটে।
মায়া তেজি গেল রাজা সামুলা নিকটে॥

সামুলা বলেন বাপু ব্যাজ অনুচিত।
শুভকর্ম্মে বহু বিঘ্ন সাজহ ত্বরিত॥
পণ্ডিত পুরাণ দেখে দিল যত বিধি।
ধর্ম্মপুজা হেতু রাজা নিল নানা নিধি॥
পণ্ডিত আপনি আর বার ভক্তা আনি।
বিধিমত বরণ করিল নৃপমণি॥
হরিহর বাইতি আর ছাড়ি ইছা রাণা।
হাকণ্ডে উদয় দিতে করিল অর্চ্চনা॥
আরম্ভিল মহাপুজা দিয়া জয়জয়।
নারীগণ ধর্ম্মের নিয়মে সব রয়॥
আপনি ধরিল রাজা যোগপাটা গলে।
দ্রব্যজাত সকল নৌকায় নিল তুলে॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর পুরট পদ্মমালা॥
ধূপ ধুনা ধুনচী ধবলাসন ধুতি।
চন্দন অঙ্গুরী অর্ঘ্য হেন পুষ্পযুতি॥
নৃপতি তুলেন লায়ে বেলা শুভক্ষণে।
ধর্ম্মের পাতুকা তুলে স্বর্ণসিংহাসনে॥
সবৎস কপিলা আর পক্ষী সারী শুক।
সংঘাত সহিত লায়ে চলিলা তুতুক॥
নয়জন নাবিকে নৃপতি নিল লায়।
বাটুয়া কুকুর কেন্দে গড়াগড়ি যায়॥
আমি আছি নিয়মে উদয় দিতে যাব।
তব পুণ্যপ্রভাবে প্রভুর দেখা পাব॥
পরিণামে আসিব অনেক উপকারে।
এত শুনি সাদরে নৃপতি কন তারে॥
রাজা বলে দারুণ দুর্গম দূর দেশ।
তপস্তা করিতে যাই পেতে মহাক্লেশ॥
তুমি শ্বান শরীর বিশেষ বুঝি সব।
কেমনে এমন বাক্য বল অসম্ভব॥

বেটে বলে বিশেষ বুঝিনু নৃপবর।
সবে পাপ প্রচুর কুক্কুর কলেবর ॥

জুড়ি জোড় পাণি বাটুয়া বলে বাণী
প্রণামি ধর্ম্মসভায়।
মোর পূর্ব্বজন্ম শুন কি কুকর্ম্ম
কারণে কুক্কুর কায় ॥
পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম ভূস্বামী
সদা সেবি সদাশিব।
দেব ত্রিলোচন শুন কি কারণ
করিলা পাপিষ্ঠ জীব ॥
শিবে সমর্পিত প্রসাদ যে ঘৃত
নখকোণে মোর ছিল।
ভোজনের কালে উষ্ণ অন্ন থালে
গলিত ঘৃত ভূঞ্জিল ॥
এই দোষ ক্ষুদ্র পেয়ে মহারুদ্র
করাল কুক্কুর দেহ।
অতি উপকার করিব তোমার
সংহাত্ত সঙ্গেতে লহ ॥
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান যত
রায় আমি সব জানি।
এই জাতিস্মর তপস্যার পর
সবে সেবি শূলপাণি ॥
তায় উপকার যে কিছু তোমার
করিব বুঝিবে কালে।
ব্রহ্ম সনাতন প্রভু দরশন
আগে আছে মোর ভালে ॥
তবে পরাৎপর দেব মায়াধর
সঙ্গে অমর সকল।

হইয়া সদয় দিবেন উদয়
প্রভু ভকতবৎসল ॥
শুনি শ্বান ভাষ করিল বিশ্বাস
প্রকাশ করিল চিত।
ঘনরাম ভণে শ্রীধর্ম্মচরণে
নূতন মঙ্গলগীত ॥

॥ ইতি অঘোরবাদল পালা সমাপ্ত ॥

পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা

তরিবারে তুলি ভরা কর্ণধারে দিল ত্বরা
ত্বরিতে তরণী চলে বেয়ে।
ধায় ধর্ম্মপদদ্বন্দ্ব মনোহর মন্দ মন্দ
মলয় মারুত মুখে চেয়ে॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি নাবিক বাহিছে তরী
করিছে হরির গুণগান।
দক্ষিণে ময়না দূর রামনারায়ণপুর
বামে রাখি বায়ুবেগে ধান॥
রাখিল কালিন্দী গঙ্গা নদী কত সুতরঙ্গা
আগে গঙ্গাসাগর সঙ্গম।
কোমল নির্ম্মল ইন্দু সুবায়ে বহিছে সিন্ধু
দীনবন্ধু ভাবি মনোরম॥
তবে রাজা কন মাসী কোথা প্রবেশিনু আসি
ভাসে ডিঙ্গা স্থল নাহি পায়।
সগর রাজার কীর্ত্তি মনেতে হইল স্মৃতি
সামুলা কহেন শুন রায়॥
ক্ষত্রিকুল অবতংসে বীর্যবন্ত সূর্য্যবংশে
সগর নৃপতি মহাশয়।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস প্রকাশিল ইতিহাস
তার ষাটি সহস্র তনয়॥
রাজা করে অশ্বমেধ ইন্দ্র পেয়ে মহা খেদ
যজ্ঞঘোড়া লইল হরিয়া।
পাতালে কপিল মুনি যোগাসনে সত্ত্বগুণী
তার পিছে রাখিল বান্ধিয়া॥
সগর সন্ততি যত অশ্ব খুঁজি অবিরত
পাতালে পদের চিহ্ন পায়।
ধরিয়া কোদালী পেলে এ ষাটি সহস্র ছেলে
কাটিতে সাগর হইল রায়॥

আসয়ে মুনির পাশে অশ্ব দেখি উচ্চ ভাষে
হেদে চোরা সালাইছে ঋষি।
বলিয়ে তপস্বী ভণ্ড শরীরে করিতে দণ্ড
কোপানলে হল ভস্মরাশি॥
শেষে অংশুমান আসি স্তবনে মুনিরে তুষি
চিন্তে ধ্বংস বংশের উদ্ধার।
অশ্ব দিয়ে কন মুনি ব্রহ্মলোকে সুরধুনী
গঙ্গা বিনা না দেখি নিস্তার॥
এত শুনি নত হয়ে ত্বরিতে তুরগ লয়ে
যজ্ঞ সাঙ্গ করিলা সকলি।
গঙ্গা উপাসনা ব্রতে মরিল পুরুষ যতে
গোত্রে দিতে নাই জলাঞ্জলি॥
দুর্ব্বাশা আশীষ যোগে দুই নারী ভগে ভগে
রতি ভোগে জন্মিবে কুমার।
খ্যাতি ভগীরথ নামে গঙ্গা আনি ব্রহ্মধামে
তিন লোকে করিবে উদ্ধার॥
কেবল গঙ্গার জলে বারাণসী জলে স্থলে
মরিলে শুদ্ধতি এই ক্রম।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সাগরসঙ্গম পক্ষে
মোক্ষপদ লভে বিহঙ্গম॥
এই সিন্ধু ঐ গঙ্গা করিবর দর্পভঙ্গা
ত্বরিত তরঙ্গা ভাগীরথী।
সাগরসঙ্গম দেখি জনম সফল লেখি
সবার প্রসন্ন হয় মতি॥
সাগরসঙ্গম তত্ত্ব শুনে যে বা সুমহত্ত্ব
প্রভুত্ব বাড়াল ভগবান।
গুরুপদ সরসিজ ভাবি ঘনরাম দ্বিজ
নূতন মঙ্গল রস গান॥

স্নান পূজা করি গঙ্গাসাগর সঙ্গমে।
করিল কতেক দান কপিল আশ্রমে॥

বিশ্রাম করিয়ে নিশি তরী যান বেয়ে।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গেয়ে॥
মহা বাত তরঙ্গ ভঙ্গা দেখি লাগে শঙ্কা।
আপনি ধর্ম্মের তরী চলে নিরাতঙ্কা॥
মনে ভাবি মুকুন্দ মগরা হল পার।
দুর্গম জঙ্গম বামে জাহ্নবীর ধার॥
তরণী উজান চলে তরঙ্গ সম্মুখ।
রাখিয়া হুগ্বরাপোতা ফিরিঙ্গী মুলুক॥
ঘনকে কয়াল বায় মনে ভাবি ত্বরা।
বেগবতী সম্মুখে জাহ্নবী তিন ধারা॥
প্রবেশে নির্গম বেণী দক্ষিণ প্রয়াগ।
যার জলে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মহাভাগ॥
ঋষি ঘাটে স্নান পূজা করি নরপতি।
বেগবতী বাণ গঙ্গা বামে সরস্বতী॥
সপ্তগ্রাম রাখি বামে অম্বিকার ঘাট।
পলকে দেখিলা প্রভু শ্রীরামের পাট॥
ডানি বামে কত গ্রাম জাহ্নবী সমীপ।
অনুপাম সুঠাম সম্মুখে নবদ্বীপ॥
সামুলা বলেন বাছা এই মহাস্থান।
যায় শচী জঠরে জন্মিল ভগবান॥
ভক্তরূপী সংসারে সন্ন্যাসী চূড়ামণি।
সর্ব্বজীবে সমভাব ভেদ নাহি গণি॥
কলিকাল সর্পের করিতে দর্পচুর।
জন্মিল চৈতন্যচন্দ্র দয়ার ঠাকুর॥
আপনি অখিল গুরু অকিঞ্চন বেশে।
জীব লাগি জগতে ভ্রমেন দেশে দেশে॥
মহাপাপ তাপের তাপিত যত জীবে।
হরিনাম মহামন্ত্রে সবারে তারিবে॥
গোবিন্দ গরিমাগুণ গাইয়া বিভোল।
যাচিয়ে জগতে যত জীবে দিল কোল॥

শুনি প্রেমে পুলকিত লাউসেন রায়।
উদ্দেশে প্রণাম করি তরী মুখে ধায়॥
কাটোয়াতে এক নিশি করিল নিবাস।
যেখানে চৈতন্যচন্দ্র করিল সন্ন্যাস॥
প্রকাশ হইল রবি বেয়ে যান না।
অনুকূল বহে মন্দ মলয়ের বা॥
পৌর্ণমাসী প্রভাতে প্রবেশ পদ্মাবতী।
যাহাতে ফিরাল ধারা দেবী ভাগীরথী॥
সেই ঘাটে ভূপতি করিলা স্নান দান।
বড় গঙ্গা তরঙ্গিণী বহিছে উজান॥
ডানি বামে কত গ্রাম নাম নিব কত।
একে একে রেখে চলে মহাস্থান যত॥
বারাণসী প্রবেশে সেবিলা শশীচূড়।
এক পক্ষ বয়ে এলো পশ্চাৎ গৌড়॥
সামুলা বলেন এই মহাস্থান কাশী।
সেন কন তীর্থের মহিমা শুনি মাসী॥
ব্রত দাসী বলে বাপু ইথে মলে জীব।
আপনি আসিয়ে ব্রহ্মনাম দেন শিব॥
দ্বিতীয় কৈলাস এই পৃথিবীর পর।
যাহাতে আসেন নিত্য ব্যাস মুনিবর॥
শুনিয়া আনন্দচিত্ত হইল বিশ্বাস।
তিন দিন ভূপতি করিলা কাশীবাস॥
তবে তরী বাহিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
কত দিনে প্রয়াগে প্রবেশে মহামতি॥
সামুলা বলেন বাছা দেখরে উত্তম।
সূর্য্যসুতা সরস্বতী গঙ্গার সঙ্গম॥
মণ্ডনে খণ্ডন যায় যমের যন্ত্রণা।
সঙ্গম বেণীর ঘাটে কর দেবার্চ্চনা।
শুনিয়া সানন্দে রাজা স্নান পূজা করি।
হাকন্দ উদ্দেশে পুন ধেয়ে চলে তরী॥

হরিদ্বার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
যেখানে করিলা লীলা শ্রীমধুসূদন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন কত দেখিলা নয়ানে।
ভরসা ভাবিয়ে যান প্রভু ভগবানে॥
কত দ্বীপ পর্ব্বত রহিল ডানি বাম।
সহর সরাই কত নদনদী গ্রাম॥
দুর্গম কানন কত এ ঝোড় ঝঙ্কার।
পালে পালে চলে হস্তী মহিষ গণ্ডার॥
আর যত জলজন্তু বিহরে জঙ্গম।
জলদ নিনাদে যায় সিংহের বিক্রম॥
আগে ঐ অস্তগিরি সূর্য্য অস্ত যায়।
সামুলা বলেন দেখ লাউসেন রায়॥
অনেক দিবসে রাজা সংঘাত সহিত।
হাকন্দে আনন্দ স্কন্ধে হলো উপনীত॥
হাকন্দ নদীর জল অতুল রাতুল।
দুকূল কানন ঘাটে চিহ্নিত দেউল॥
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সে কালে সেবিলা সবে পুণ্য সনাতন॥
নির্ম্মল হইলা যার পরশিতে জল।
ব্রহ্মপদ বিশেষ বাঞ্ছিত করতল॥
উথলে আনন্দ সিন্ধু সবার অন্তরে।
ধর্ম্মজয় ভক্তগণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
সামুলা বলেন এই আস্তের দেহারা।
কানন কাটায়ে কর গাজনের ত্বরা॥
প্রকাশ করিয়ে ঘাট বাঁধাও জগধি।
পূজিবে পশ্চিমে সূর্য্য উদয় অবধি॥
জিজ্ঞাসিতে রমাই পণ্ডিত দিল সায়।
ইছা রাণা হাড়িকে তখন কয় রায়॥
পরিসর কানন কাটিয়ে কর স্থল।
যথাবিধি যজ্ঞকুণ্ড জগতে নির্ম্মল॥

যো হুকুম বলি হাড়ি কোদাল কুঠার।
করে নিল কালামুখী হীরাবাঁধা ধার॥
গহন গমনে মনে ভয় ভাবে ভরা।
শুনিয়া শার্দ্দূল সিংহ শূকরের সাড়া॥
তবে ইছা উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ধর্ম্মজয়।
শব্দ শুনে পশু পক্ষী স্তব্ধ হয়ে রয়॥
বন্দি বনস্পতিগণে বনে হানে চোট।
পশু পক্ষ ভূমে পড়ে ভয়ে যায় লোট॥
সিংহ সনে কুরঙ্গ মাতঙ্গ দিল ভঙ্গ।
ভক্ষ্য ভেক ভয়ে ধায় ভুজঙ্গের সঙ্গ॥
শঙ্খচান সহিত পক্ষ লক্ষ লক্ষ উড়ে।
বাসা ডিম্ব রেখে কেহ ওত করে ঝোড়ে॥
শশক শার্দ্দূল শিবা শত শত ধায়।
বিপত্তে ব্যাকুল কেহ ফিরিয়ে না চায়॥
কেহ কারে নাহি হিংসে তরাসে তরল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

নির্ভয় হইয়া হাড়ি পরিসর স্থান জুড়ি
বন কাটে ধর্ম্ম অনুকূল।
কাটিল পেয়াল কাল পালিতা পলাশ শাল
ক্ষুদ্র তাল তমাল তেঁতুল॥
করঞ্জা করন্দা সাঁড়া খেঁদে কেয়া কালা কাড়া
কালকাসন্দা কণ্টকী কাঁটাকুল।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাঁটি সাঁই শর সিজ কাঠি
কোদালে উপাড়ে তার মূল॥
বৈঁচি বাবলা বেনা বনবেত্র বনসোনা
অপামার্গ আকন্দ আকল।
কাটিয়ে রাখিল লম্বা আম জাম রামরম্ভা
বটবৃক্ষ বকুল শ্রীফল॥

রাখে নানা পুষ্প শোভা জাতি যূথী জোড় জবা
চাঁপা চন্দ্রমালতী মল্লিকা।
পুজিতে পরমানন্দ করবীর অরবিন্দ
তুলসী বকুল টগরিকা॥
তৃণ লতা আদি কাটি কোদালে চালিয়ে মাটি
পরিপাটি প্রকাশিলা স্থল।
চঞ্চল চরণ ভরে কোদালে কৰ্দ্দম করে
কলসে কলসে ঢালে জল॥
বেদের বিধান খণ্ড জগধি যজ্ঞের কুণ্ড
গঠিয়ে গোময় দিল গুলে।
প্রকাশ করিয়ে ঘাট পরিসর স্থান বাট
হর্ষে হাড়ি নাচে হাত তুলে॥
দেখিয়ে আনন্দ মনে ভূপতি অনেক ধনে
পরিতোষে হাড়িদের মন।
পণ্ডিত তখন সেনে কহেন উত্তম ক্ষণে
স্নান পুজা কর আরম্ভন॥
সামুলা দিলেন সায় শুনে আনন্দিত রায়
ঢাকে কাঠি দিল হরিহরে।
ধর্ম্মের পাদুকা মাথে নাচে সবে বেত্র হাতে
ধর্ম্মজয় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
ধর্ম্মপদ করি ধ্যান বৈদিক তান্ত্রিক স্নান
তর্পণ তরণী অর্ঘ্যদান।
হাকন্দ নদীর জলে নিত্যকৃত্য কুতূহলে
সমর্পিয়ে পুজে ভগবান॥
চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয় তাহার তনয়দ্বয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥
ধর্ম্মপদ পঙ্কজ পুজিতে পূর্ব্বমুখে।
ভক্তসব মধ্যে সেন বসিলা কৌতুকে॥

সামুলা সেনের মাসী আদ্যের আমিনী।
আয়োজন সবিশেষে বসে সীমন্তিনী ॥
প্রণাম প্রয়োগে পূজা পণ্ডিত প্রকাশে।
আচান্ত আসন শুদ্ধি বাহ্যবুদ্ধি নাশে ॥
তাম্রপাত্রে সজল তুলসী নিল কুশে।
সঙ্কল্প করিয়ে স্মরে পরম পুরুষে ॥
ষোল উপচারে পূজে পরম উল্লাসে।
ধূপ ধুনা ধবল আসন ধৌত বাসে ॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরিমল প্রচুর পুরট পদ্মমালা ॥
উপহার অপর অনেক পরিপাটী।
ঘৃত দধি মধুপূর্ণ পুরটের বাটি ॥
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী মনোহর।
করবী কাঞ্চন কুন্দ তুলসী টগর ॥
এইরূপে অনেক দিবস অনাহার।
ভকত সকল পূজে দেব করতার ॥
কঠোর করিয়া কেহ জ্বালায় পাঙ্গলা।
কেহ মনে মহামন্ত্র জপে বর্ণমালা ॥
দিন প্রতি তিন লক্ষ তুলসী যোগায়।
একমনে একমণ ধুনা পোড়ে গায় ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি কেহ এক পায়ে রয়।
সংঘাত সহিত সবে ডাকে ধর্ম্মজয় ॥
ধূলায় লোটায়ে বেটা ধর্ম্মজয় ডাকে।
বায়েন বিভোল নাচে কাঠি দিয়ে ঢাকে ॥
নিঠুর ঠাকুর তবু নহে বরদায়।
অবশেষে স্তুতি করি অবনী লোটায় ॥
ওহে প্রভু উদ্ধার অধম অভাগায়।
পাত্রবশে পশ্চিমে উদয় রাজা চায় ॥
পিতা মাতা দুঃখ পায় গৌড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জ্ঞান কৃষ্ণ অবতারে ॥

মায়ায় মায়ের গর্ভে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দারুণ বন্ধন॥
বসুদেব দেবকী দেবীর দিলা পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায়॥
মো বড় পাপী যে প্রভু পড়েছি পাতকে।
আপনি বন্ধন দিলা জননী জনকে॥
এইবার উদ্ধার মোরে অনাথবান্ধব।
সুধন্বা রাখিলে তৈলে জৌঘরে পাণ্ডব॥
প্রহ্লাদের প্রতিজ্ঞা বচন রক্ষা করি।
দেখা দিলে ফটিকে নৃসিংহ রূপ ধরি॥
রেখেছ ধ্রুবের পণ আপনি গোসাঁই।
দিয়াছ ঐশ্বর্যপদ যার পর নাই॥
না করি তুলনা তার তোমার সে জন।
আমার ভরসা নাম পতিতপাবন॥
যোগী তোমা যোগবলে জপে নিরবধি।
পঞ্চমুখে পশুপতি বেদমুখে বিধি॥
অনন্ত সহস্রমুখে না পাইল সীমা।
আমি মূর্খ মতিভ্রান্ত কি জানি মহিমা॥
পতিতপাবন নাম প্রকাশ করিয়ে।
পার কর পশ্চিম উদয় বর দিয়ে॥
নতুবা মাতুল মোর মজাইবে সৃষ্টি।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি॥
এইরূপে পূজা ভক্তি স্তুতি করে রায়।
হেনকালে পড়ে বজ্র পাত্রের মাথায়॥
রাজসভা মাঝে বসে ভাবিল নাবড়ি।
কতদিনে রঞ্জাকে করিব আঁটকুড়ী॥
চারি ছুঁড়ি বধূকে করিব রণ্ডিকা।
ময়না মজায়ে পিছে পূজিব চণ্ডিকা॥
ভাগিনা পাঠাছু ভাল মরণের পথে।
আমি গিয়ে ময়না লুটিব ভালমতে॥

কি করিবে অবলা অপর কালুডোম।
নব লক্ষ সেনা সঙ্গে সেজে যাব যম॥
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য দক্ষিণ ময়না।
রাজারে ভুলাতে এত ভাবিল মন্ত্রণা॥
পাত্র বলে মহারাজ বাড়িল জঞ্জাল।
ভাগিনা উদয় আসে গেলা চিরকাল॥
গণ্ডারে ভাঙ্গিল রাজ্য ময়না সহর।
প্রজালোক পলালো ফেলিয়ে বাড়ী ঘর॥
বীর কালু আদি যত হল মহীলতা।
জন্তের তনয় দন্তে যেমন দেবতা॥
অবলা কেবল থাকে অনুচিত তায়।
প্রাণের অধিক নাতি চিত্রসেন রায়॥
রাজা কন শিকারে সাজিয়ে তবে যাই।
সেন এলে পিছে পাছে অনুযোগ পাই॥
এত শুনে মহাপাত্র হল চমকিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥
মন্ত্রণা ভাবিয়ে পুন রাজার সাক্ষাত।
মহাপাত্র কয় কিছু জোড় করি হাত॥
দূরাদূর দুরন্ত শিকারে কাজ নাই।
এইরূপে সত্রাজিত ভূপতির ভাই॥
প্রসেন সিংহের হাতে হারাল পরাণ।
কৃষ্ণের কলঙ্ক যায় পুরাণে প্রমাণ॥
শান্তনু রাজার সুত সাজিয়ে শিকারে।
মরেছে যক্ষের হাতে বিদিত সংসারে॥
তুমি কত শত্রুর করেছ মানভঙ্গ।
কি জানি কে কোথা এসে করে কোন্ রঙ্গ॥
অমঙ্গল অশেষ ছাড়িলে রাজপাট।
আমারে হুকুম দেহ নবলক্ষ ঠাট॥
বিরাট রাজার শালা আছিল কীচক।
কোন্ কার্য্যে কোথা নাই রেখে এল সক॥

নফরের সাধ্য কেন ঠাকুরের ভার।
নখে কাটা যায় যাহা কি কাজ কুঠার॥
বিশেষ কাঞ্চন কাচে অনেক অন্তর।
পদরজ তুল্য অর্থ নফর চাকর॥
সিংহাসনে বসিয়ে বিরাজে মহারাজ।
রাজা বলে পাত্র তবে অনুচিত ব্যাজ॥
সেনা সব সঙ্গে শীঘ্র সাজ সাবধান।
গণ্ডা বধে খড়্গা খান আনিবে নিশান॥
আসান করিবে যত ময়নার লোকে।
সেনের সন্তাপে সবে সমাকুল শোকে॥
কালু বীরে সহর সঁপিবে হাতে হাতে।
কহিবে রাজার আজ্ঞা রক্ষা পায় যাতে॥
মহলে মুকুন্দ যেন লখে ডোম্‌নী থাকে।
পুরস্কার করিয়া আপনি কবে তাকে॥
বধূগণে বিবিধ বসন অলঙ্কার।
চিত্রসেনে কনক কাবাই কণ্ঠহার॥
লৌকিক করিয়ে কবে প্রবোধ বচন।
চিন্তা নাই নিকটে আসিব তপোধন॥
অঙ্গীকার করি পাত্র নত হয়ে চলে।
যেতে যেতে নাবড়ি অমনি ফিরে বলে॥
দেশে নাই ভাগিনা নায়ক শিশু নারী।
কালুডোম কেবল করতা কর্ম্মচারী॥
দেখি কিছু অবিচার অধর্ম্মের ধারা।
কালু কিম্বা করে যদি ইছায়ের পারা॥
তবে কি সহিতে পারে নবলক্ষ দল।
এত বলি চঞ্চল চরণে করে বল॥
যেয়ে যত পাপিষ্ঠ করিবে দূরাদূর।
প্রকারে রাজার কাছে জন্মাল অঙ্কুর॥
পাত্র দিল হুকুম সাজিতে সেনাগণে।
টমক টেমাই কাড়া বাজে ঘনে ঘনে॥

সাজ সাজ সত্বর শিঙ্গায় শুধু সাড়া।
ডিগি ডিগি দগড়ি সঘনে পড়ে কাড়া॥
ধাও ধাও ধামাসা দামামা দাম দুম।
শিকারে ময়নামহী সাজিতে হুকুম॥
নিসানে নকীব এত ফুকারে সহরে।
সাজ সাজ উঠে শব্দ সকল লস্করে॥
শুনিয়ে সত্বরে সবে করিছে সাজন।
রায়রেঁয়ে বারভূঁঞে মীরামিঞাগণ॥
হাতী ঘোড়া উট গাড়ী সিফাই ফরিক।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী পাইক পদাতিক॥
নবঘনবরণ বারণগণ সাজি।
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত বাজি॥
তিন লক্ষ তাজাতাজি তুরকী তুরঙ্গ।
ঊনলক্ষ রণদক্ষ যুঝারু মাতঙ্গ॥
অপর টাঙ্গন টাটু ঢালী ফরিকার।
সমুদায়ে নবলক্ষ যম অবতার॥
পাত্র আগে দাখিল হইতে তড়বড়ি।
রাম রাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি॥
সাজিয়ে সুমার হল নব লক্ষ সেনা।
কুঞ্জর উপরে উঠে দুড় দুড় বাজনা॥
কাড়া পাড়া জোড়া শিঙ্গা দামামা দগড়।
হাতীর হেষণি শুদ্ধ ঘোড়ার দাবড়॥
দুড় দুড় বন্দুক গোলার হুড়াহুড়।
কামানী কামান ছাড়ে কাঁপায়ে গউড়॥
ঢাল মুড়া হয়ে কেহ ডাকে হান হান।
হানে হেন দেখিতে অমনি সাবধান॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়ে লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥
উভলাফে উঠে কেহ হাত দশ বিশ।
পাত্র মহামদ দেখে পরম হরিষ॥

একাকার হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত॥
আপনি সাজিয়ে শেষে চলিল পাত্তর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর॥

চতুরঙ্গ দলে বলে চৌদিকে চাপিয়ে চলে
আগুদলে রণরঙ্গ রায়।
একাকার ঘোড়া হাতী চলে মান্ধাতার নাতি
সঙ্গতি সংগ্রামে সিংহ ধায়॥
রণসিংহ রমাপতি রঞ্জয় রঞ্জিত রথী
গজপতি ভূপতির মামা।
রণভীম মহামতি তিনলক্ষ সেনাপতি
গজপৃষ্ঠে বাজে যার দামা॥
ভগবতী ভগবান ভুঞ্জ ভুঞ্জে চন্দ্রবান
চোহান প্রধান নরপতি।
চতুরঙ্গ বলে ধায় রূপসেন রাম রায়
গজসিংহ গজেন্দ্র নৃপতি॥
রঙ্গদেশী রঙ্গরায় সুরঙ্গে তুরঙ্গে ধায়
মাতঙ্গে নিশান যার আগে।
তুরগ হাজার ত্রিশে করিবর শত বিশে
সেজে চলে যত বীরভাগে॥
গোয়ালাভূমের ভূপ সাজিল সজ্জন গোপ
কুঙর কুলীন রাজবংশ।
ঘোষ পাল কলে পান সভামাঝে যার মান
গোয়ালা কুলের অবতংস॥
চলে ভট্ট গঙ্গাধর পুরোহিত দ্বিজবর
কুঞ্জর উপরে করি ভর।
পর্ব্বতীয়া তাজা তাজি আরোহী সহর কাজী
মুর মাঝি সাজিল সত্বর॥
শিরে তাজ পায়ে মোজা মাতিল মোগল খোজা
শিকার শুনিয়ে রণবুধ।

ঘন বাজে ঘোর দামা সাজিল সেনের মামা
খানসামা খোসাল মামুদ ॥
শেখ সুজা সাকিবাকি সৈয়দ মামুদ তাকি
তুরগী এরাগি পৃষ্ঠে ধান।
হাসান হুসন মিঞা অপরক বারভূঞা
মার মিঞা মোগল পাঠান ॥
রণভূঞা মল্লভূঞা মগধ মাগধ মিয়া
এক লক্ষ সেনা সঙ্গে ধায়।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী রায়বেঁশে ফরিকালি
রাহুত মাহুত সমুদায় ॥
কুলীন কায়স্থ বৈদ্য আইস আঘুরি আদ্য
বিজয় জাইগিরি যার গাঁ।
যম সম ডোম কামু রামু চামু সামু নিমু
সাজিল বণিক দামুর দাঁ ॥
বাজে রণজয় ঢোল ঘাটিশত সাজে কোল
বিভোল ভবানী ভেবে সাথে।
উলটিপালটি হাটি বীরদাপে কাঁপে মাটী
তিন কোটী তীর ধনু হাতে ॥
তাঁতী তেলি জেলে মালী ষোলশত সাজে ঢালী
বনমালী তাম্বুলী সামিল।
চুড়া চাঁদা চাঁপা ডাল কালচিতা বেড়া কাল
ইন্দ্রজাল কোটাল কুটিল ॥
সমুদায়ে নবলক্ষ চলিল পাত্রের পক্ষ
বীরদর্পে চতুরঙ্গ দল।
গগনে ভুবনে মেলি একাকার ধূলাবালি
ধমকে ধরণী টলমল ॥
রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব বন্দিয়ে ত্রিপদী ছন্দ
আনন্দ হৃদয় ঘনরাম।
কবিরত্ন রস ভাষে শ্রবণে পাতক নাশে
সুপ্রকাশে পুরে মনস্কাম ॥

চলেরে পাত্র মহামদ মাত্র
মজাতে আপনা।
নাশিতে সেনাগণ তুষিতে দানাগণ
ভাঙ্গিতে ভাগিনার ময়না॥
আগে ধায় ধানুকী ঢালিগণ বন্দুকী
করিবর এরাকি রাজে।
তাজি বাজী টাঙ্গনে সেনাগণ বাহনে
বারণে মহামদ মাঝে॥
চলিল দলবল উটগাড়ী পাওদল
জুড়িয়ে ষোল কোশ বাট।
নাগরা ধাও ধাও রণশিঙ্গা ভাঁও ভাঁও
ভয়াকুল ভূপতির ঠাট॥
আগে আগে ছোলদার বেগারি বেলদার
সরণি সমতুল করে।
যোজনেক জুড়িয়ে লোকজন ছাড়িয়ে
পালাল বেগারের ডরে॥
গুড়ায়ে দলবল সাজে সবে সম্বল
বেগারিগণ আগুসার।
আরোহিয়ে তরণী তরল তরঙ্গিণী
পদ্মাবতী হল পার॥
কিবা দিবা রজনী বেগে ধায় সরণি
পাত্র দেয় রহিতে বাধা।
আগে যে দলবল তারা খায় ভাল জল
পাছুদল পায় তার কাদা॥
সরাই শত শত পার হল সেনা যত
কত নদী নগর গ্রাম।
ময়নার আপদ মনেতে মহামদ
ভাবিয়ে চলে অবিরাম॥
স্নান পূজা ভক্ষণ কেবল বিলম্বন
নতুবা না রহে এক তিল।

গুরুতর গমনে রজনীর বদনে
প্রবেশে পদ্মমার বিল ॥
সম্মুখে ক্রোশ আধ ময়না মহামদ
দেখিয়ে করিল মোকাম ।
অতিশয় মনসা গুরুপদ ভরসা
ভণয়ে দ্বিজ ঘনরাম ॥

॥ ইতি পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা সমাপ্ত ॥

জাগরণ পালা

প্রদোষে পদ্মমা আসি প্রবেশে পাত্তর।
নকিবে হুকুম দিল রাখিল লস্কর॥
রহ রহ নকিব নিশানে হেঁকে কয়।
নবলক্ষ দলবল অচল হয়ে রয়॥
থাক থাক শব্দে কাটি পড়িছে দামায়।
হাতী ঘোড়া অমনি রহিল ধায় ধায়॥
হেনকালে পাত্র কিছু কহিছে প্রতাপে।
দূর কর শিঙাকাড়া থাক চুপচাপে॥
তবে যদি কেহ করে আপন ওয়ালী।
তার রক্তে পুজিব রঙ্কিণী ভদ্রকালী॥
নাক কান চুকর কাটিয়া কর ঠুঁটা।
ঘরবাড়ী সব(ই) তার দেশে যাবে লুটা॥
এত খদি পাত্রের প্রতাপে পড়ে কাড়া।
অন্য থাক হাতীঘোড়া নাই দেয় সাড়া॥
মোকাম করিতে পাত্র বলে বারবার।
তবে তাঁবু কানাত পড়িল একাকার॥
নীল পীত পিঙ্গল অসিত সিত মিশা।
উত্তরিল মহাপাত্র উপনীত নিশা॥
তখন মনের কথা পাত্র কয় ফুটে।
মহিমে ময়নামহী সবে লও লুটে॥
ভাগিনা দিয়াছে দুঃখ বিবিধপ্রকার।
আজি আমি ময়না করিব ছারখার॥
অন্তরের শেল মোর সবে কর দূর।
পশ্চাৎ গণ্ডার বধে পাবে নিজ পুর॥
সুযুক্তি সবাই শুন নবলক্ষ দল।
সহসাৎ সহরে সাজিয়া নাহি ফল॥
ভেদ যেয়ে জনেক জানিয়া এস আগে।
কে কোথা প্রহরী জাগে কাল নিশাভাগে॥

কোন পথে সান্ধায়ে সহরে দিব হানা।
বুঝে এস বীর কালু কোথা দেয় থানা॥
এইরূপ অসুর অমর নরভাগে।
সেজে যেয়ে শত্রুর সন্ধান জানে আগে॥
আপনি অখিলবন্ধু রাম সিন্ধু পারে।
প্রথমে পাঠালে চর বালির কুমারে॥
বিবাদ বাড়ালো শেষে বুঝিয়া বিশেষ।
জেনে এলে সেইরূপে করিব প্রবেশ॥
এত বলি সভামাঝে পাত্র এড়ে পান।
কে যাবে তৎকাল যাও বাড়াব সম্মান॥
ঘোড়া যোড়া হাতি ক্ষিতি করিব ইলাম।
দ্বিগুণ মাহিনা দিয়ে জাগাইব নাম॥
এ কথা শুনিয়ে কারো মুখে নাহি রা।
অমঙ্গল শুনে কাঁপে সবাকার গা॥
ক্ষেম ক্ষিতি মাহিনা ইলামে নাহি ফল।
কত ধন পরাণ বাঁচিলে করতল॥
জন্মে যদি জগতে না ধরি কোন গুণ।
প্রকারে পালির পেট করিয়ে বেগুণ॥
যমদূত দোসর দলুই তের ডোম।
দুর্ম্মুখা ধূমসী লখে রণে নয় কম॥
দেখিলে পরাণ নিবে নাহি দিবে ছেড়ে।
জানিলে এমন তত্ত্ব আসে কোন ভেড়ে॥
না হয় এদেশ ছেড়ে হতাম দেশান্তরী।
ধিক্ থাক্ পরাধীন পরের চাকুরী॥
রাজার সাক্ষাতে কথা রাখিতে সহর।
এখানে লুঠিতে চায় পাপিষ্ঠ পাত্তর॥
এইরূপে যত সেনা করে অনুমান।
গৌণ দেখি কহিছে পাত্তর কোপবান॥
সভামাঝে দিনু আমি কোন ছার তার।
এই মুখে বড়াই শুনেছি সবাকার॥

দেশ লুটে খেতে আছে সবার যোগ্যতা।
করিতে কুড়ার কার্য্য করো হেঁট মাথা॥
ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে॥
এত শুনি লাজে ভয়ে সবাই চিন্তিত।
সাগর লঙ্ঘিতে যেন বানর লজ্জিত॥
যে কালে করিতে দেবী সীতার উদ্দেশ।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কা করিতে প্রবেশ॥
বড় বড় বানরের পুঁড়া পারা পেট।
পবননন্দন বিনা মাথা করে হেঁট॥
সেইরূপে লাজে ভয়ে সবে ভাব্যমান।
হেনকালে ইন্দ ।মেটে উঠাইল পান॥
যে হুকুম বলিয়া চলিল ইন্দ্রজাল।
পাত্র বলে যাও খুব করিব নেহাল॥
বেড়েছে ইন্দের আলা এসে একবার।
হয়েছে নিন্দাটি দিয়া রঞ্জার কুমার॥
মনে করি সেইরূপই করিব প্রবেশ।
ভাবিল ভবানী পদ-ভরসা বিশেষ॥
উপহার অপর অনেক আয়োজনে।
পুজিতে পার্ব্বতীপদ পরম যতনে॥
কালিন্দী গঙ্গার ঘাটে হলো উপনীত।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত॥

অধিক আনন্দে ইন্দা উগ্রচণ্ডা দেবী।
পুজিলে প্রমাদ খণ্ডে যার পদ সেবি॥
আতপ তণ্ডুল চিনি কুঙ্কুম কস্তরি।
অগুরু চন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী॥
উপহার অপরূপ পক্ক উপহার।
ঘৃতের প্রদীপ ধুনা ধুপে অন্ধকার॥
জাতি যূথী জোড় জবা চাঁপা চন্দ্রমালী।
চন্দনাক্ত রক্ত ওড়ে পুজে ভদ্রকালী॥

কাল ধল যুগল ছাগল দিল বলি।
বাহু তুলি নাচে গায় জয় জয় বাশুলী ॥
হেনকালে কৃপায় উঠিলা কাত্যায়নী।
স্তুতি করে ইন্দা মেটে লোটায়ে অবনী ॥
নৃসিংহনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নৃমুণ্ডমালিনী নমো খর্পরধারিণী ॥
করালবদনা কালী কৃপা কর মা।
কেবা নাহি পার হলো পুজে রাঙা পা ॥
অকালে আপনি বিধি করিলা বোধন।
তোমা পুজি রাম রণে বধিল রাবণ ॥
অমর অধিপ ইন্দ্র আরাধ্য ওপদ।
প্রলয়ে খণ্ডালো মহা ব্রহ্মার বিপদ ॥
পুরাণে পণ্ডিত মুখে শুনি সর্ব্বঠাঁই।
তোমা বিনা পতিতপাবনী কেহ নাই ॥
শুনে তুষ্ট ত্রিলোকতারিণী যাচে বর।
ইন্দে মেটে কয় কিছু করি যোড় কর ॥
ময়না চর্চ্চিতে মোরে মহামদ কয়।
প্রবেশে পরের পুর প্রাণে পাই ভয় ॥
নগরে নিদাটী দিব তুমি কর ভর।
ভবানী বলেন ভাল দিলাম ঐ বর ॥
লখেকে কেবল কিন্তু হবে সাবধান।
এত বলি ত্রিলোকতারিণী তিরোধান ॥
তবে ইন্দা পার হয়ে প্রবেশি সহরে।
পড়িছে ইন্দুরমাটি ধরি উভ করে ॥
জাগ জাগ জাগ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে এস নিদ্রাঘোর ॥
আগম ডাকিনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ লাগ নিদাটী ॥
লাগ লাগ নিদাটী নগর জুড়ে লাগ।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥

খাটে ভোটে ভূমে পড়ে যে জন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা ধর যেয়ে তায় ॥
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদাটী নয়নে তার লাগে ॥
চৌদিকে প্রহরী জাগে আগে লাগ তায়।
কাঙুরে কামাখ্যা দেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে সহরে সবার উঠে হাই ॥
যেখানে যেরূপে যেবা আছিল কথায়।
নয়নে নিদাটী লেগে পড়ে ঠায় ঠায় ॥
হাটীরা বাজারু কান্দু কাবাড়ি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বাল্য বুড়া ॥
সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদাটী লেগে নিদ্রায় কাতর ॥
জীব জন্তু আদি যত অচেতন পড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে ॥
মন্দগতি সহরে সান্ধায়ে বুঝে সাড়া।
প্রবেশে ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থের পাড়া ॥
দেখিল সকল লোক অচেতন ঘুমে।
কেহ খাট পালঙ্ক শয্যায় কেহ ভূমে ॥
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ ॥
ইন্দার আনন্দ অতি নিদাটীর ফলে।
পাড়া পাড়া সাড়া বুঝে সবার মহলে ॥
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিড়ায়।
অনাথমণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায় ॥
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন ॥
বাঁ হাতে পাঁজের গোছা ডান হাতে কাটি।
কাটুনী পড়েছে ঢুলে লেগেছে নিদাটী ॥

রজনী জাগিত যারা মদনজ্বালায়।
হেন যুবা যুবতী বিয়োগে ঘুম যায়॥
এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপা ফুল গা।
স্বনব নাগরী কিবা ছেলেপিলের মা॥
গর্ব্বিত ভরম ভয় সব গেছে দূর।
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর॥
পিড়া ঘরে ঝারি পুরী ঘটা বাটি থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা॥
নিদ্রা যায় দোকানী দোকান নাহি তুলে।
ঘোর ঘুমে তাঁতগাড়ে তাঁতী পড়ে ঢুলে॥
জঘনে জঘন যুগ্ম বদনে বদন।
নাগরী নাগর কোলে নিদ্রায় মগন॥
রন্ধনী রন্ধনশালে নিদ্রা যায় পড়ে।
পুরীশুদ্ধ নিন্দাটী করেছে ঘুমগড়ে॥
বীর কালু চৌকির উপরে ছিল বসে।
ঢুলে ঢুলে মাথায় পাগড়ি গেল খসে॥
দূরে পড়ে ঢাল খাঁড়া শাঙ্গি শেল তীর।
ভূমে পড়ে ফুঁফায়ে ঘুমায় মহাবীর॥
কালুর কাটারি ছড়ি মস্তকের চিরা।
বিজয় নিশান লয়ে ভয়ে চায় ফিরা॥
যমদূত দোসর দলুই তেরজন।
চারিদিগে চৌকির উপর অচেতন॥
শালুর শিকার মুখে ঘুমায় ভুজঙ্গ।
শশক শার্দ্দুল শিবা শূকরের সঙ্গ॥
জলেতে ঘুমায় মৎস্য পক্ষীগণ গাছে।
জড়গুলি কুক্কুর ঘুমায় পড়ে নাছে॥
এইরূপে সহরে সবাই নিদ্রা যায়।
সবে মাত্র জাগে লখে ধর্ম্মের কৃপায়॥
সকল চচ্ছিয়া শেষে ফিরে ডোমপাড়া।
লখে ডোমনী পেলে তার চরণের সাড়া॥

তাড়া দিল বীরের বনিতা বীরদাপে।
তরাসে তরলতনু ইন্দে মেটে কাঁপে॥
না হোল বিপত্তি কোন কালীর কৃপায়।
পার হয়ে কালিন্দী পাত্রের সভা পায়॥
দেখিয়া চঞ্চল হোলো নবলক্ষ দল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

নবলক্ষ দলে পাত্র আছিল বসিয়া।
হেনকালে ইন্দে মেটে উত্তরিল গিয়া॥
লঙ্কাপুরী চষ্চি যেন বালির নন্দন।
রাবণের মাথার মুকুট নিদর্শন॥
মহাবীর অঙ্গদ আনিয়াছিল বলে।
সেইরূপী কালুর পাগড়ি নিল ছলে॥
পাত্রে আগে দিয়ে মাথা নোয়াল কোটাল।
কহিতে লাগিল গড় বেড়গে তৎকাল॥
নিদাটী দিয়াছি আমি কালিকা সাধনে।
মৃত্যুতুল্য সবারে রেখেছি অচেতনে॥
যে সব ডোমের ডরে যম যায় ফিরে।
হেন কালু বীরের মাথার লও চিরে॥
দেখিয়া খোসাল পাত্র দিল খাসা জোড়া।
বরাত রাখিল পিছে পাবি খুব ঘোড়া॥
হুকুম হাঁকারে উঠে গৌড়ের নাবড়।
গড় বেড় বেড় শব্দ উঠে তড়বড়॥
অছিল কোমর বাঁধা নবলক্ষ দল।
গজবাজী চড়ে কেহ পায়ে করে বল॥
তরবড়ি তড়ে নদী পার হয়ে চলে।
মাড়নে মুড়ান মৎস্য কালিন্দীর জলে॥
কুল কুল কালিন্দী কমল কাণে কাণ।
পাত্তর পেরুল নদী ভাবি কত খান॥
পার হয়ে পাত্র কয় প্রধান সেনায়।
মান্ধাতার নাতি শুন রণসিংহরায়॥

অপর সবারে বলি না করিবে শঙ্কা।
বানরে বেড়িল যেন স্বর্ণপুরী লঙ্কা॥
সেইরূপে সবে যেয়ে গড় বেড় আগে।
চারিদিকে থানা দেহ যত বীরভাগে॥
যো হুকুম বলিয়া চলিল সব সেনা।
গড় বেড়ে চৌদিকে চঞ্চল দিল থানা॥
পূর্ব্বদিকে পীরজাদা হাসান হুসন।
সেথ শুজা সাকি বাকি মীর মিঞাগণ॥
খানসামা মীর মিঞা মোগলের খোজা।
জামা জেবে হেবা রুটি পদতলে মোজা॥
রণভীম রায় আদি সামন্ত শেখর।
থানার দক্ষিণ দিকে রাখিল পাত্তর॥
ভঞ্জ ভূঁয়া ভূতুথ ভবানীচন্দ্র ভান।
পশ্চিমে পাঠান আদি যাহার পুস্তান॥
পশ্চিম থানায় থাকে মান্ধাতার নাতি।
ধলমল্ল বরাহ ভূপতি যার সাথী॥
যমের দোসর সঙ্গে নিজ নিজ সেনা।
মহাপাত্র উত্তরে আপনি দিল থানা॥
কালুর সোদর কামু ভাট গঙ্গাধর।
দক্ষিণ হাজরা হবি উত্তর কুঙর॥
পাত্র বেড়ে রহিল অপর যত বীরে।
চৌদিগে চঞ্চল চৌকি ইন্দা মেটে ফিরে॥
ঝোপ ঝাপ কানন কাটিয়া রাখে থানা।
ওত পেতে বীর কালু পাছে দেয় হানা॥
আগে আগে বেলদার বান্ধিল আড়কাঁথি।
চারিদিকে কাঠগড়া কোলে তার হাতী॥
কাণে কাণে রাউত পশ্চাৎ ঘোড়া রাখে।
ঢালী পিছে ধানুকী বন্দুকী বাকি থাকে॥
কাঁথি আড়ে কামানী কামান ধরে রয়।
তবু পাত্র ভাবে মনে ধূমসীর ভয়॥

পাত্র বলে সাবধানে সবে রাখ থানা।
দণ্ড দুই দেখি তবে দিব রাত্রে হানা॥
এত বলি গড় বেড়ে রহিল পাত্তর।
বিপত্তিসাগরে ভাসে ময়না নগর॥
অন্তরে জানিল ধর্ম্ম অখিল আধান।
ময়ূরভট্ট বন্দি দ্বিজ কবিরত্ন গান॥

দুষ্টের দুরন্ত কর্ম্ম ভক্তের বিপত্তি ধর্ম্ম
ব্যাকুল হইয়া বিশ্বপতি।
বিপত্তিসাগরসেতু ময়না নিস্তার হেতু
হনুমানে কহেন আরতি॥
লাউসেন নাই ঘরে হাকণ্ডে কামনা করে
অনাহারে আমার সেবায়।
গৌড়ের নাবড় ছলে নবলক্ষ দল বলে
মহামদা ময়না মজায়॥
শ্যামাপদ আরাধিয়া নগরে নিদাটী দিয়া
সবারে রেখেছে অচেতনে।
সেই দেবী পুজা করি রাখিতে বলগে পুরী
কালুবীরে নিশির স্বপনে॥
প্রভু পদে নতশির আজ্ঞা বন্দি মহাবীর
বায়ুবেগে ময়না প্রবেশে।
বিপক্ষে নগর নাশে শিয়রে স্বপন ভাষে
কালু বীরে কন উপদেশে॥
চিয় চিয় মহাবীর পদ পুজি পার্ব্বতীর
প্রমাদে রাখ রে পুরীখান।
স্বপ্ন শুনে নিদ্রাভঙ্গ ত্রাসযুক্ত তোলে অঙ্গ
মহাবীর হলো তিরোধান॥
চৌদিকে চঞ্চল চায় কারে না দেখিতে পায়
উঠে বীর ভাবে মনে মনে।

তরিতে বিপদনদ পূজিতে পার্ব্বতীপদ
কেবা মোরে কহিল স্বপনে ॥
অনুমানি চলে মনে আনিতে বান্ধবগণে
দেখে সবে ঘুমে অচেতন।
সবে মাত্র জাগে লখে কালু তারে কহে ডেকে
যে কিছু স্বপন বিবরণ ॥
বিপত্তে বাসুলী বিনে মন্দমতি অতি হীনে
কেবা আছে করিতে উদ্ধার।
যথাবিধি দিয়া বলি পূজিব শ্রীভদ্রকালী
তোরে লাগে ময়নার ভার ॥
কৌকুসাবী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান।
তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা
তার সুত ঘনরাম গান ॥

লখে বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন।
আমারে সঁপিতে চাও ময়না ভুবন ॥
অবলা কেবল আমি কিবা বল ধরি।
কালু বলে ছাড় কলা কোলে কাল অরি ॥
তোর যত বল বুদ্ধি মোরে নাই হারা।
লখে কয় নাই শক্তি সেকালের পারা ॥
যে করিতাম যুবাকালে রক্ষা পেত তা।
এখন হয়েছি বহু ছেলেপিলের মা ॥
প্রসবে প্রসবে টুটে অবলার বল।
পুরুষে ওসব কথা বুঝিতে বিরল ॥
এখন(ও) ওসব ভার আর নাকি সয়।
বীর বলে মোর দশা তোর দোষ নয় ॥
বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে বিপদে নয় সঙ্গ ॥

বলিতে বলিতে বাড়ে অভিমান ক্রোধ।
চরণে ধরিয়া লখে করিছে প্রবোধ॥
কেন নাথ কি কারণে কর মনোব্যথা।
পূজ যেয়ে ভদ্রকালী কুলের দেবতা॥
তোমার প্রসাদে পুরী রাখিব প্রতাপে।
কোমর বান্ধিলে লখে লঙ্ঘে কার বাপে॥
শুন নাথ বলিতে বড়াই হয় বাড়া।
কেশরী ধরিতে পারি যদি দিই তাড়া॥
আইবড় কালের কথা কহিব বিপাক।
হাতী ধরে বাঁহাতে ঘুরাতাম সাতপাক॥
শিশুকাল অবধি পেয়েছি বীরনামা।
তবুত তরুণী তের তনয়ের মা॥
এখন সংগ্রামে নাথ আমি নই বুড়া।
প্রতাপে পাড়িতে পারি পর্ব্বতের চূড়া॥
যম ইন্দ্র বরুণ কুবের হুতাশন।
সেজে এলে সম্মুখে সমরে দিব রণ॥
বীর বলে তোর বাক্য বুঝিতে বিরল।
বচনে ভাসালি শিলা ডুবাইলি যোল॥
কাজ বিনা কেবল কথায় কি করে।
যোল যাণ্ডের শিলা আছে আখড়ার ঘরে॥
এক শরে বিঁধে যদি করে দিস ফার।
তবে সে প্রবোধি চিত্ত সঁপে যাই ভার॥
পূজা জপে তপে তবে দৃঢ় থাকে মন।
সম্প্রতি বিপত্তি হলে রাখে কোন জন॥
ডোম এত বলিতে ডোমনী পুরে সায়।
আড় লাফে আখড়া উত্তরে বীর যায়॥
হাতের ধনুক কালু দিল হাতে হাতে।
ডোমনী বলে ভরাই বলিতে প্রাণনাথে॥
বিন্ধিতে পাষাণ যদি মোরে দিলে ত্বরা।
নাথ হে তোমার ধনু মোর তূণ ফোরা॥

এত বলি ঈষৎ আবেশে বাঁশ গোটা।
টানিয়া টঙ্কার দিতে পিঠে উঠে চটা ॥
তবে ধনী আপন ধনুক আনে ধেয়ে।
চড়া দিতে অবনী বিদরে ভয় পেয়ে ॥
বাঁ হাতে ধনুক লুফে লখে মারে লম্ফ।
কহিতে লাগিল কিছু করে বীরদম্ভ ॥
পাথর ধরিয়া নাথ তুমি কর সোজা।
এক শরে বিন্ধে দিব কিবা ভার বোঝা ॥
কোমর বান্ধিয়া কালু ধরিল শিলায়।
মড় মড় কাঁকালি নড়ে নড়া নাহি যায় ॥
লাজ পেয়ে বলে বীর বচনের ছলা।
আমি যে পাষাণ তুলি তোর কি মহলা ॥
বিন্ধিতে শকতি থাকে আগে কর সোজা।
লখে বলে নাথ হে সকলি গেল বোঝা ॥
ধরিয়া ধনুক ছলে দারুণ পাথরে।
ঝিকে ফেলে আকাশে লুফিছে বাম করে ॥
রাখিতে নিশান কালু দিল চুণ ফোঁটা।
হাঁটু পেড়ে ডুমনী টানিছে বাঁশ গোটা ॥
সন্ধান পুরিয়া মার মার বলি ছাড়ে।
ফার করে পাষাণ সাগরে যেয়ে পড়ে ॥
ধনুর টঙ্কার আর শরের নিস্বন।
শুনিয়ে সঙ্কোচে পাত্রের হাতে হল প্রাণ ॥
কালু বলে সাবাসি তোকে শাকাশুথার মা।
শুভক্ষণে সেবেছিলে ওস্তাদের পা ॥
এক বাণে পাষাণে নিশান হানে সিঁদ।
বুঝিলাম পুজিব দেবী চরণারবিন্দ ॥
এত বলি হাতে হাতে পুরী সমর্পিয়া।
দলুই সকলে কালু নিল জাগাইয়া।
নিশিযোগে দেখেছি অনেক বিভীষিকা।
ময়না রাখিতে বলে পুজিয়া চণ্ডিকা ॥

খণ্ডাব পুরীর বিষ্ণ রাজা নাই পাটে।
পুজিব পার্ব্বতী পদ সাটী দীঘির ঘাটে ॥
সাজি সবে আনন্দে অনেক আয়োজনে।
সুরা হেতু গেল সবে শুঁড়ির সদনে ॥
উঠ শিবা ভাল মদ দেরে ঝাড়ি কুড়ি।
ঘন ডাকে ঘোর ঘুমে বারি হোল শুঁড়ি ॥
জোহার করিয়া বলে ছেড়েছি ও পদ।
বাঁধা সাঁদা নাই বীর কোথা পাব মদ ॥
যত দিন অবধি ভূপতি নাই পাটে।
ছেলে পিলে সকল সদাই খেতে খাটে ॥
কোপে কম্পবান কালু দর্প করে কয়।
কথা কাটে শুঁড়িবেটার বুকে নাহি ভয় ॥
প্রমাদে পুজিব দেবী দেখেছি স্বপন।
মদ যোগাইবে কোন কায়স্থ ব্রাহ্মণ ॥
ধূর্ত্ত বেটা শুঁড়ির করিব অপমান।
ঘর দ্বার লুটিব কাটিব নাক কান ॥
দেশে হতে দূর কথা দিয়া পেলা লাথি।
শুনিতে শুখাল শুঁড়ি নিশাভাগ রাতি ॥
মনে করে মদ্যপ মজায় বুঝি জেতে।
এত ভাবি কয় শুঁড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে ॥
গাড়া মদ মাটিতে পুরাণ সাত ঘড়া।
আজ্ঞা কন এনে দিব অকালের ভাড়া ॥
শুনিতে শীতল কালু বলে মোর ভাই।
আন মাত্র বলিতে জোগাল ধাওয়া ধাই ॥
মদ দেখে বীর কালু পরম খোসাল।
শুঁড়িকে অনেক ধনে করিল নেহাল ॥
সাজিয়া সানন্দে সবে সাটীদিঘী পায়।
স্নান করে দেবী পুজে ঘনরাম গায় ॥

ঘটা করি ডোমগণে নানাবিধ আয়োজনে
দেবী পুজে আগম বিধান।

আবাহন তন্ত্রমন্ত্রে পূজা করি হেমচন্দ্রে
হৈমবতী হোল অধিষ্ঠান ॥
সবে হয়ে সদানন্দ অভয়া চরণ বন্দ
অর্চ্চিলা চন্দন গন্ধ দিয়া।
ঘৃতের প্রদীপ পঙ্ক ধূপ ধূনা অপরঙ্ক
উপহার আমায় মিশিয়া ॥
বাতি যুগী জবা জোড় চন্দনাক্ত রক্ত ওড়
মল্লিকা চম্পক চন্দ্রমালী।
কেতকী কাঞ্চন কুন্দে করবীর অরবিন্দে
সদানন্দে পূজে ভদ্রকালী ॥
আতপ তণ্ডুল চিনি ক্ষীরখণ্ড ছেনা ননী
পায়স পিষ্টক দধি ঘৃত।
সারি সারি পরিপাটী পূরিয়া পুরট বাটী
মধু রাখি মদে মজে চিত ॥
সুরাগন্ধে সরে জি কালু বলে করি কি
এস সবে মদ খাই সুখে।
এত বলি অন্তঃসর্গ মদ খায় ডোমবর্গ
দেখে দেবী হাত দিল নাকে ॥
ক্রোধমতি ভগবতী কহেন পদ্মার প্রতি
দেখ দেখ মাতালের কাজ।
মোরে আনি আবাহনে পূজা লোটে ডোমগণে
এ বড় অবনী যুড়ে লাজ ॥
পুরুসে পুরুষে ভজে আজি কালু মদে মজে
যেমত নাশিলি মোর আশ।
তেমত তৎকালে বেটা সবান্ধবে যাবি কাটা
আজি তোর হবে বংশনাশ ॥
কালু কৈল মহাপাপ জন্মাল দেবীর তাপ
নষ্ট হেতু ময়না ভুবন।
অমৃতে গরল উঠে কিবা নিবারিব মুঠে
যত কিছু দৈবের কারণ ॥

বীরে অভিশাপ করি গেলা মা কৈলাসগিরি
ঘটিল অশেষ অমঙ্গল।
গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল মধুর মঙ্গল ॥

মদমাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত ॥
ভাই ভাই বেহাই বেহাই বন্ধু বলি।
কোলাকুলি করে কেহ লয় পদধূলি ॥
ঠেলাঠেলি মাতালি মাটিতে মাথা পড়ে।
মদগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মুখে মাছি ওড়ে ॥
অমঙ্গল অশেষ অভয়া অভিশাপে।
কালুবীরে বিশেষ ফলিল নিজপাপে ॥
পুনরপি শুঁড়ি বাড়ি লাগাইয়া লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা ॥
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে ॥
হাঁহা হাঁহা করিতে হাঁফালে ঢোকে বাড়ি।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় সব শুঁড়ি ॥
ধেয়ে যেয়ে তরাসে শুঁড়িনে মাগে কোল।
দৌড়রে দৌড়রে দড় ওঠে গণ্ডগোল ॥
রাজ্যের রক্ষক হয়ে করে অবিচার।
বাপরে বিপত্তি বড় দোহাই রাজার ॥
কি কি বলি ধায় লখে ডোমনী চঞ্চল।
শুঁড়ি বলে বীর কালু জেতে করে বল ॥
চুপ চুপ বলিয়া ডোমে ধরিল ডোমনী।
বীর বলে ছেড়ে দেরে হেদে রে ঢেমনী ॥
কাঁচলী কচটে করে মুখে পিয়ে মধু।
লাজ পেয়ে পালায় শুঁড়ির বেটি বধূ ॥

কোলে নিল প্রাণনাথে বান্ধি ভুজপাশে ।
লঘুগতি এলো রামা আপনার বাসে ॥
গালে গলে গরল গোঙ্গানী গায়ে তাপ ।
লখে বলে কেন ওহে শাকাশুখার বাপ ॥
মুখে নাহি উত্তর উত্তরে পড়ে ঢুলে ।
কাঁদে লখে কপালে কঙ্কন হানে তুলে ॥
উত্তরে প্রবাসে বিনা আপনার বাসে ।
ননেছি শাস্ত্রের আজ্ঞা শুনে সর্ব্বনাশে ॥
পুর্ব্বশিরে প্রশস্ত শ্বশুর বাসে যদা ।
দক্ষিণ লক্ষণযুক্ত নিজ গৃহে সদা ॥
কদাচ উচিত নহে পশ্চিমে হেলনা ।
উত্তরে ঢলিল নাথ মজিল ময়না ॥
কি ক্ষণে পুজিতে গেলা পার্ব্বতীর পা ।
কোন অপরাধে বুঝি বাম হোলো মা ॥
কালিন্দী গঙ্গার জলে করাইব স্নান ।
বুঝিবা পরাণনাথ তবে পান জ্ঞান ॥
এত বলি প্রাণনাথে শোয়াইয়া খাটে ।
কলসী লইয়া গেল কালিন্দীর ঘাটে ॥
পার হয়ে এল যত নবলক্ষ দল ।
দেখিল কেবল কাল কালিন্দীর জল ॥
আঘাসি আখের গোড়া ঘোড়া হাতী নাদ ।
জলে ভাসে দেখি লখে ভাবে পরমাদ ॥
চঞ্চল চরিত্র চিত্র চারি পানে চায় ।
তস্কর লস্কর আলা দেখিবারে পায় ॥
হাতী ঘোড়া দলবল দেখি কানেকান ।
গড়ের উপরে উঠে করে অনুমান ॥
পৃথিবীতে প্রতাপে সেনের শত্রু নাই ।
শাসিল সংসার সব স্বধর্ম্মে গোসাঁই ॥
তবে কেন হেন বেশে কেবা বেড়ে গড় ।
অনুমানে বুঝি বেটা গৌড়ের নাবড় ॥

সেই সবে আঁটকুড়া আজন্ম দুঃখ দেই।
শুধিব সেনের ধার শক্র যদি সেই ॥
ভয় নাই ডোমনী ডাকর ডেকে কয়।
কেরে ও বেড়েছে গড় লয়ে হাতী হয় ॥
কারো সনে বিবাদ বাসনা নাহি করি।
তবে কেন হেন বেশে কেবা আসে অরি ॥
রাজা নাই দেশে বলি কে করে প্রতাপ।
একাই অদ্ভুত আছে শাকাশুখার বাপ ॥
যমদূত দোসর দলুই যত জাগে।
থাকুক সে সব বীর একা মোর আগে ॥
ভয়ে কাঁপুক কুবের কোমর কেবা বাঁধে।
কেবা বা বামন হয়ে হাত বাড়ায় চাঁদে ॥
বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম।
বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম ॥
পরিচয় কর কেবা কোথাকার ভূপ।
নিজ বিবরণ বোল বলিবে স্বরূপ ॥
পাত্র বলে শুন লখে সামন্ত ঝকড়।
তোমার বদন চেয়ে বেড়ে আছি গড় ॥
দ্বিতীয় ভূপতি বলে সবে মোরে কয়।
পাত্র মহামদ আমি দিনু পরিচয় ॥
অন্তরে কুপিল লখে দিল সমাচার।
মুখে বলে মহাপাত্র জোহার জোহার ॥
কও কোন কি কার্য্যে এখানে আগমন।
পাত্র বলে শুন লখে বিশেষ কারণ ॥
বলিতে বিষম বাক্য বুকে মেলে চির।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবীর ॥
পাত্র বলে শুন লখে শুনি অমঙ্গল।
শিশিরে শুকাল নাকি কুলের কমল ॥
মামা হয়ে একথা কেমনে কহা যায়।
অনাহারে কঠোরে হাকণ্ডে মোল রায় ॥

শোকে মোল কর্ণসেন ভগিনী রঞ্জাবতী।
অতেব রাখিতে রাজ্য আসি শীঘ্রগতি॥
সহসা সংশয় ভাবে সমাচার শুনি।
পশ্চাৎ সকল মিথ্যা বুঝিল ডোম্‌নী॥
এইরূপ (ই) মায়ামুণ্ড দিয়া একবার।
ময়না মজাতে ধর্ম্ম করেছে উদ্ধার॥
কোনরূপে না পেয়ে মজাতে এল পুরী।
বুঝিল কুচক্রী যত পাত্রের চাতুরী॥
লখে বলে শুন পাত্র সর্ব্ব লোকে গায়।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অপায়॥
ইহার প্রমাণ পাত্র প্রহ্লাদ ঠাকুর।
পিতা যার হিরণ্যকশিপু দুষ্টাসুর॥
বিষ্ণুভক্ত দেখি পুত্রে বধে দুরাচার।
অনলে গরলে জলে কি করিল তার॥
উত্তানপাদের পুত্র পঞ্চম বৎসরে।
অভিমানে অরণ্যে অনেক অনাহারে॥
মহামতি ধ্রুব অতি উগ্রতপ করি।
দেখিলে অখিলবন্ধু চতুর্ভুজ হরি॥
আজন্ম একান্ত যেবা ঈশ্বরের দাস।
কোন মূর্খ বলে সে হাকণ্ডে হোলো নাশ॥
ধর্ম্ম পুজি পশ্চিমে উদয় দিয়া রায়।
দেখ দেখ আজি কালি আসিবে ত্বরায়॥
কেবা করে চাতুরী লখের আগে আঁটে।
যত কয় পাত্তর ডোম্‌নী সব কাঁটে॥
তবে পাত্র দর্প করি কহিছে বিশেষ।
কালুবীরে ডেকে আন দিয়ে যাই দেশ॥
প্রতিজ্ঞা করিল যেন রাম রঘুবর।
বিভীষণে লঙ্কায় করিল দণ্ডধর॥
রাজধানী মন্দোদরী রাবণমহিষী।
বিভীষণ রাজার করিয়া দিব দাসী॥

সে সব সকলি কিছু মিথ্যা নয়।
অভিমত আছে মনে আমার আশয় ॥
কালুকে করিব রাজা ময়না নগরে।
শত্রু যেন সন্তাপে সদাই ফেটে মরে ॥
পাটরাণী পাঁচের প্রধানা তুমি হবে।
চারি ছুঁড়ি চেড়ি হয়ে তলে তোর রবে ॥
তবে যে সতিনী বলে মনে ভাব ভয়।
হাসান হুসনে বলে লুটাই না হয় ॥
এত শুনি সম্ভ্রমে ডোমনী কাটে জি।
কোপে কয় কেমনে বদনে কৈলি কি ॥
ডোম হলো আপন ভাগিনা হলো পর।
এই বুদ্ধে এতকাল রাজার পাত্তর ॥
ঠাকুরাণী সকলে বিরূপ বল বাড়া।
হেন বুঝি লখেকে ধরাবি ঢাল খাঁড়া ॥
পাত্র বলে তোমার ভালোর লাগি বলি।
নতুবা কে কোথাকারে যাচে ঠাকুরালী ॥
হের এস আগিয়ে অভয় পান লও।
কোনো চিন্তা নাইগো কথায় সায় দেও ॥
মনে কর এসব আশ্বাস বুঝি মিছে।
ধিক থাকুক নাই যার বচনের পিছে ॥
সমান কথায় কাজে আমি নই ভণ্ড।
বীরে ডাক আপনি ধরিব ছত্র দণ্ড ॥
তবে যবে এসে সেন আমি তাকে আছি।
লখে বলে কি বলো দুহাত তুলে নাচি ॥
ধিক থাক জীবনে লাজের মাথা খেয়ে।
এখনও ওসব কথা আমা পানে চেয়ে ॥
কুলাঙ্গার কলঙ্ক করিলি দেশ বই।
প্রাণ লয়ে পলারে এখনও আমি কই ॥
বায়স কেমনে হবে বিনতার সুত।
শৃগাল হইবে হরি এ বড় অদ্ভুত ॥

খদ্যোতে কেমনে হবে সবিতা সমান।
যারে যা জানিহু পাত্র তোর যত জ্ঞান॥
ধর্ম্মময় মহাশয় লাউসেন রায়।
মোর মতি থাকে যদি ভূপতির পায়॥
জাতি কুল প্রাণধন দেশ হাতে হাতে।
সঁপিলা সকল রাজ্য রক্ষা পায় যাতে॥
ইহা না করিলে নাই নরকে নিস্তার।
নিদানে নৃপতি আগে হব গুণগার॥
তবে পাত্র কুটিল বদনে কটু কয়।
জেতের স্বভাব লখে তোর দোষ নয়॥
চেটা ঝাঁটা ঝুড়ি পেড়া বেচা হবে সার।
লখে বলে জাতি রত্তি ভূষণ আমার
ভাগিনাবৌকে মোগলে লুটাতি নারি মোরা।
পাত্র বলে বড় না ইঙ্গিত দেখি তোরা॥
দণ্ডে লণ্ডভণ্ড হবি ছত্রদণ্ড ছেড়ে।
লখে বলে তোতোতে তালাক ভেড়ের ভেড়ে॥
পরাণে পারিস যত ক্ষমা যদি দিস।
জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস॥
ঘাস হেন বাসি পাত্র তোর পারা বাদী।
পাত্র বলে থাকলো ভাল ডোম্‌নী হারামজাদী॥
ডোম রাঢ় চুয়াড় শ্যালীর শুন ডাক।
শ্যালীর ভাতার শালা মুখ সামলে থাক॥
জাতি রাঢ় আমি রে করমে রাঢ় তুঁ।
ভালরে সাজিয়া আসি কোথা থাকে মু॥
এত বলি চঞ্চল চরণে করি ভর।
কবিরত্ন ভণে যার নাথ রঘুবর॥
মহামদে দম্ভ করি এক লম্ফে লখে।
গড়ের ভিতরে পড়ে পুরী যায় দেখে॥
গলি বাট নগর চত্বর ফিরে চায়।
না শুনে শ্বানের সাড়া পাড়া পাড়া ধায়॥

সবাই আতুড় ঘরে ঘুমে হয়েছে মাটি।
লখে বলে লড্ড বেটা দিয়াছে নিদাটী ॥
যদি যাই জাগায়ে জঞ্জাল জেগে যাবে।
লুঠাতি লস্কর দেখে লোক ভয় পাবে ॥
তাঁতি তেলি তামুলি মদক মালি জেলে।
তরাসে তরল হবে হারাবে হাটীলে ॥
সুখবাসী সকলে শুনিলে দিবে ধাই।
সহর বিগাড় হলে বাড়িবে বালাই ॥
যা সবারে জাগালে জাগিল জমকাল।
মদ মাসে মাতাল সে সব ডোম ডাল ॥
একাকী রাখিব পুরী রণে দিব হানা।
একা যুদ্ধে জিনে যেয়ে জাগাব ময়না ॥
এত ভাবি ডোমনী জাগায় চারি দ্বার।
পতি পড়ে প্রমাদে প্রসঙ্গ নাই তার ॥
আগে আসি উত্তরে ঈশ্বরী উগ্রচণ্ডা।
আরাধিল অভয়া অমর বিঘ্নখণ্ডা ॥
জাগ জাগ জগৎজননী জয়চণ্ডী।
অশেষ আপদে রাখ অপরাধ খণ্ডি ॥
বিপক্ষে না দিবে দ্বার রণে হবে পক্ষ।
হাতী ঘোড়া নরবলি দিব একলক্ষ ॥
দ্বারদেশে দিল দড় দারুণ কপাট।
ত্বরিতে তসলা দিল শুনি কটকাট ॥
পুজিতে প্রচণ্ডা পদ প্রবেশে পশ্চিমে।
পুজা জপ করে বলে রক্ষ মা মহিমে ॥
কুলাচল কপাটে কঠিন দিল খিল।
থাকুক অন্যের গতি অচল অনিল ॥
দ্বারদেশে বাসুলি দক্ষিণ দ্বারদেশে।
জাগাইয়া পূর্ব্বদ্বার ডোমনী প্রবেশে ॥
যতনে যোগাদ্যা পদ জবাফুল জলে।
পুজিয়া প্রার্থনা করে চরণকমলে ॥

অরাতি অভাগা আজি অধোগতি যায়।
মামুদা মনের মত মনস্তাপ পায়॥
লোহার কপাট দড় দুয়ারে হেলায়।
তামার তসলা তিন তুলে দিল তায়॥
চারি দ্বারে জাগায়ে পূরিল মনোরথ।
পিপীলিকা পবন প্রবেশে নাই পথ॥
আঁধি সাঁধি রোধি রামা রঙ্কিণীর পা।
সার করি সমরে শাকার সাজে মা॥
বীরধটি আটি পটী উলটি পালটি।
লম্ফ দিয়া সাজে লখে সোনা ডোমের বেটী॥
কটি পরে সাপটি পরিল পাট সাড়ী।
বিপরীত হুহুঙ্কার দাঁতের কড়মড়ি॥
তড়বড়ি কোমর কসিল কড়াকড়।
বেড়িল বাইসে বেড় বিচিত্র কাপড়॥
উপরে কষনি করে কুরঙ্গের ছালে।
পেট আঁটি পুরট পটুকা পট্টশালে॥
বুকে বান্ধি কাঁচলি কবচ টানে গায়।
সোনার টোপর শিরে টেয়ে বাঁধা তায়॥
একে একে হেতার হুদার থরথর।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জন যুগল যমধর॥
কষে বাঁধে কাঁকালি কালিকা করে জপ।
যার মুখে আগুন উগারে দপ্ দপ্॥
ছোরা ছুরি কাটারি কুটিল হীরাধার।
তরকোচে তীরগুলি তেত্রিশ হাজার।
বামকরে ধরে ঢাল কালমুখী ফলা।
টঙ্কারি ধনুক নিতে কাঁপিল অচলা॥
চণ্ডিকা চলিলা যেন চণ্ডমুণ্ড রণে।
কলঙ্কে লঙ্ঘিল গড় সজোর চরণে॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥

সম্মুখ সমরে আসি সিংহনাদ ছাড়ে।
হুহুঙ্কারে হুতাসে হুটারে হাতী পড়ে ॥
চমৎকার চৌদিকে চঞ্চল চৌকিখানা।
ডাকাডাকি উঠিল ডোম্‌নী দিল হানা ॥
বাজে জোড়া কাড়া শিঙ্গা টমক টেমাই।
তড়বড়ি লস্করে পড়িল ধাওয়াধাই ॥
ঘন রণ দামামা নিনদে দামত্থম।
মার মার মহিমে মহামদের হুকুম ॥
হাতাহাতি হাঁফালে হেত্তের কেড়ে নে।
সমরে শ্যালীকে ধরে দূর করে দে ॥
বলিতে বলিতে বড় বাধিল লস্কর।
তড়বড়ি সাজনি তাজনি ধর্‌ ধর্‌ ॥
হাতী হয় রাহুত মাহুত যুথে ধায়।
ঢালী পাইক পদাতি পসারি পায় পায় ॥
ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলাসাটে ॥
অড়ে অড়ে ধানুকী বন্দুকী কাণে কাণ।
হুড়্‌ হুড়্‌ হুড় হুড় রণে ছুটিল কামান ॥
বীরদাপে কোপে তাপে লাফে লাফে লখে।
ঢাল চালি সম্মুখ সমরে আইল হেঁকে ॥
ঢামারিয়া ডোম্‌নী ডাগর ডাক ছাড়ে।
বিশ বাণে বাইশ বারণ বিন্ধি পাড়ে ॥
বাণ দেখি বথের নক্ষত্র যেন ছুটে।
গুরুগিরি গরিমা গজের গর্ব্ব টুটে ॥
শরে শরে ঘোড়া হাতী জোড়া পাঁচ সাত।
সিফাই সহিত করে সমরে নিপাত ॥
তুস্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ্‌ বেন্ধে রোষে রণে হাঁকে মার মার ॥
আগুদলে আগুলিল উত্তরের আনি।
ভঞ্জভুঁঞা চন্দ্রবচন ভুভুথ ভবানী ॥

রামরায় রঞ্জয় রঞ্জিত রামসিঙ্গা।
দক্ষিণে দাবাল ঘোড়া ধড়ায়ের ফিঙা॥
প্রবল প্রতাপ পূর্ব্ব পরাণ ঘোষাল।
চন্দ্রপতি চূড়া চুয়া চাঁপাডাল॥
সৈয়দ সাহেব স্থজা মুজা শেখ সাদী।
রহরহ মহিমে মৎভাগে হারামজাদী॥
অপর রুষিল রণে কত বড় বীর।
ডোমনী উপরে এড়ে হীরাধার তীর॥
ঝুপ ঝুপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিঁকে শরগুলি।
সমরসিংহিনী লখে ঝিঁকে ঢাল চালি॥
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
ডোম্‌নী আঁটুলি করি বিঁধে ঠায় ঠায়॥
রক্তে লোটে গজ বাজী সিফাই জাঙ্গড়া।
খাসা জোটে স্বরদ জড়ায়ে জাম জোড়া॥
শন শন শরের শবদ শুধু শুনি।
একা রণে এক লক্ষ ডামারে ডোম্‌নী॥
দর্প দেখি দারুণ পাত্রের প্রাণ কাঁপে।
মুখে মিথ্যা মহমদা ডাকে বীরদাপে॥
ডাগর ডাগর ডাকে হাঁকে মার মার।
চিন্তা নাই আমি আছি সিফাই সর্দ্দার॥
সমরে সিফাই ধর্ম্মবলে নাই টুটি।
আজি যুদ্ধে জগতে জাগায়ে যাব রুটি॥
এত শুনি প্রাণপণে রোষে যত বীর।
ডোম্‌নী উপর এড়ে শাঙ্গি শর তীর॥
আগুদলে আগুয়ে চঞ্চল ঢাল চালি।
লখের সমরে যুঝে ষোলশত ঢালী॥
হাসন হোসেন হাজি হান হান হাঁকে।
ডোম্‌নী উপরে শর রাখে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
লখের নিষ্ঠুর বাণ বাজে যার গায়।
জ্বালায় জীবন যায় জল খেতে চায়॥

বিশকাঁড় বিষম বিদরে যার বুক।
ভূমে পড়ে মুখে রক্ত উঠে ভুক্‌ভুক্‌॥
ভূতলে ভবানী ভূঞা করে ছটফট।
শোকে তাপে কোপে কেহ না মানে সংকট॥
শরগুলি সকল লখের গেল ঝাড়া।
সার হোলো ধনুক ধরিল ঢাল খাঁড়া॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥
ধর্ম্মপদসরসিজে কবিরত্ন গায়।
পার কর প্রভু হে বিকাহু রাঙ্গা পায়॥
মন্দমতি মহামদ হাঁকে মার্‌ মার্‌।
হান্‌ হান্‌ হাঁকে লখে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
হাতাহাতি বেড়ে যত ভূপতির ঠাট্‌।
ডামারে ডোমিনী তাকে জোড়ে এল কাট॥
মালক মারিয়া কত মাহুতের মুড়।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড়॥
ভূমে লোটে গজবাজী সিফাই জাঙ্গড়া।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামা যোড়া॥
দুষ্কর সাহসে তবু লস্কর রাজার।
রিষ বেঁধে রোষে রণে হাঁকে মার্‌মার্‌॥
আপনা পাসরে রণে ধায় রণভীম।
ডোমিনী সহিত বড় বাধাল মহিম॥
হাঁফালে হেতের করে ডোম্‌নীর সনে।
রুষিল রাজীব রায় রিষ্‌ বাঁধি রণে॥
মহিমে মাতিল মিঞা মগধের ভূপ।
ঝাঁকে ঝাঁকে তীরগুলি রাখে ঝুপ্‌ঝুপ্‌॥
সিফায়ের শরগুলি সামালিয়া চালে।
এমনি হানিল চোট মারিল হাঁফালে॥
ঢাল চালি চঞ্চল চরণে করে বল।
ঢালী পাকী পদাতি পায়ের পড়ে তল॥

সালুরসমূহে যেন সামান্ত সাপিনী।
কুঞ্জরনিকরে কিবা গুঞ্জরে সিংহিনী॥
তেমতি ডোমনী রামা রণে বাঁধে রিষ্।
হাঁফালে হাঁফালে হানে দশ বিশ ত্রিশ॥
ঢাল ঢালি চঞ্চল চৌদিকে বেগে ছোটে।
বড় বড় হাতী ঘোড়া হানে এক চোটে॥
অন্ধকার নিশা তায় একাকার ধূম।
চারিদিকে গর্জ্জে গোলা ভুড় ভুড় ভুড়ুম॥
খুম খুম্ ডোম্‌নী দুহাতে হানে হাতী।
ধানুকী বন্দুকী ঢালী সিফাই পদাতি॥
হাতাহাতি হত হলো হাজার তিরিশ।
তথাপি রাজীব রায় রণে বাঁধে রিষ্॥
ঢালী পিছে ধনুকী বন্দুকী পাঁচ সাত।
দড়দড় মহিম বাঁধাল হাতে হাত॥
রাম্বা কাম্বা চাম্বা ডোম্ সাম্বা অবসান।
দক্ষিণে হাজার হরি হাঁকে হান্ হান্॥
ঢাল মুড়াইয়া লড়ে গঙ্গাধর ভাট।
মার মার শব্দে লখে জুড়ে এল কাট॥
লাফে লাফে লপটি নাগলি পায় যায়।
হাতী ঘোড়া সনে রণে ঠায় ঠায়॥
গজরাজে যুঝে কেহ কেহ বা ঘোড়ায়।
ঢালী পাকী পদাতি পসারে পায় পায়॥
ঠায় ডোম্‌নী সবারে ধরে কাঁধে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলাসাটে॥
ঝন্‌ঝন্ ঝিঁকে খাঁড়া টন্‌টন টাঙ্গি।
ঠনঠান পড়ে মাথা পাগবাঁধা রাঙ্গি॥
চটাচট্ চৌদিকে চাপিয়া হানে চোট।
ভূতলে সেফাই সব পড়ে খায় লোট॥
কোদালে কদলী যেন কাটিছে কৃষাণ।
তেমতি লখের রণে হাতী হতমান॥

সঙ্কট সমরে সবে হলো হুলুস্থূল।
খাসা জরি রুধিরে যেমন জবা ফুল ॥
কত হিন্দু যবন সৈয়দ শেকজাদা।
মারা গেল মহিমে রুধিরে মহাকাদা ॥
দিশা নাহি পায় কেহ নিশা সাতঘটী।
কেবা কোথায় কার সঙ্গে করে কাটাকাটি ॥
অন্ধকার দারুণ দারুণ ধোঁয়া তায়।
আপনা আপনি সবে পরাণ হারায় ॥
মামুদা সামাল বলে মারিতে হাঁফাল।
পাত্তর পালাল পিছে ফেলাইয়া ঢাল ॥
বিড়ার খাইল সবে নাহি বান্ধে বুক।
ভুজঙ্গ সম্মুখে যেন পলায় মণ্ডুক ॥
তরাসে তরল কেহ তড়বড়ি ধায়।
হতাশে হুটুরে ভূমে পড়ে ঠায় ঠায় ॥
ঢাল খাঁড়া ফেলে কেহ দাঁতে করে কুটা।
কেহ কেঁদে ছেঁদে ধরে লখের পা দুটা ॥
ওড়ে আড়ে থাকে কেহ করে চুপ চুপ।
কালিন্দী গঙ্গার জলে পড়ে ঝুপঝুপ ॥
খালি খেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘায়ের জ্বালায়।
পার হতে কেহ কেহ পরাণ হারায় ॥
লখের তরাসে কারো মুখে নাহি রা।
কেহ বলে পাত্তর পুত্রের মাথা খা ॥
হাতে প্রাণ করি কেহ পার হোলো নদী।
কাটা গেল কত সেনা কে করে অবধি ॥
দণ্ডেক দাঁড়ায়ে লখে চেয়ে দেখে রঙ্গ।
কবিরত্ন ভণে সবে রণে দিল ভঙ্গ ॥
পার হয়ে মাথে কেহ বুলাইছে হাত।
কেহ বলে রাখিল বাসুলী বৈদ্যনাথ ॥
কেহ বলে মুস্কিলে আসান কৈল পীর।
পরাণ হারায়েছিনু পেটের খাতির ॥

গলাগলি কাঁদে কেহ কেহ কোলাকুলি।
কেহ কারো লুটায়ে পায়ের লয় ধূলি ॥
কেহ বলে খুড়া মলো কেহ বলে জেঠা।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা ॥
ভাই বলে ফুকারিয়া কেহ কেহ কাঁদে।
বিধাতা বিমুখ বড়ো বুক নাহি বাঁধে ॥
বলিতে বদন বাধে কেহ হৈছে বোবা।
তখন তরাসে কেহ স্মরে তোবা তোবা ॥
মরি মরি বলে কেহ স্মরে হরি হরি।
কেহ বলে কাজ নাই এ ছার চাকরী ॥
বিধি যদি কপালে লিখেছে দুঃখভার।
পাটী করে পরের পালিব পরিবার ॥
ভূমে হাঁটু পাতি কেহ নাকে দেয় খত।
বেঁচে গেলে এবার বিষয়ে দণ্ডবত ॥
ভরণে ভরসা ভিক্ষা ভাবে ভদ্র ভায়া।
কেহ বলে বেরুণে পালিব পুত্রজায়া ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত যোগে কর ভর।
অখিল ঈশ্বর কর্ত্তা নাম বিশ্বম্ভর ॥
সম্পত্তি সময়ে সদা সুখে মত্ত জীব।
বিশেষ বিপত্তিকালে স্মরে সদাশিব ॥
কেহ বলে ঢাল খাঁড়া দূরে তুলে থুই।
ভিক্ষা মেগে ভাত কি কাজ বিষয়ী ॥
মিঞাগণ বলে যদি যেতে পারি টেলে।
দুনিয়ায় ফকীর হবে গলে খিলকা ঢেলে ॥
হাতে প্রাণে করে কত সেবিব দুর্জ্জনে।
এইরূপ অনুমান অনেকের মনে ॥
পলাতে পরাণ লয়ে পথ খুঁজে বুলে।
হেনকালে দৈব ধরে পাত্তরের চুলে ॥
সর্দ্দার সিকাই প্রতি পাত্র ডেকে কয়।
মোর বিদ্যমানে কেহ না ভাবিহ ভয় ॥

প্রথমে পাছায়ে আসি বাড়াইয়াছি আশ।
সেজে গেলে এবারে করিব সর্ব্বনাশ॥
আছিল লখের ভয় সবাকার মনে।
বিধাতা বিমুখ হলো এতক্ষণে॥
এক বাণ এমন মেরেছি আমি এঁটে।
ঘরে গিয়ে ডোম্‌নী মরেছে রক্ত উঠে॥
সবে শূর সমরে সাজিত সেই শ্যালী।
শাকাশুকা তের ডোম কোন ছার ঢালী॥
কালুকে কেবল কিন্তু কিছু করি ভয়।
সকল সংহার হলে তা হতে কি হয়॥
ইন্দ্রজিত অতিকায় অপর মহাবীর।
তারা মলে কোথাবা বাঁচিল লঙ্কাপতি॥
দশ দিন দস্যুর দলন বই নয়।
কেশি কংস কুরুবংশ কেন হলো ক্ষয়॥
কালু মলে ও পুরে অপর নাই বীর।
কদাচ না ভাব ভয় সবে হও স্থির।
তবে যদি কেহ করে আপনওয়ালি।
তার রক্তে পুজিব রঙ্কিণী ভদ্রকালী॥
তখনো লখের ভয়ে ঘুচে নাই ঘৃণা।
তথাপি মামুদা বেটা মুখে মারা ফণা॥
হুকুমে নকিব হাঁকে হুঁসার হুঁসার।
ঢালী পাকী ধানুকী বন্দুকী আসোয়ার॥
চিন্তা নাই কোমর বান্ধিয়া রাখ থানা।
না হলে মহিমজয় ঘরে যেতে মানা॥
পলালে পরাণ যাবে পাত্রের হুকুম।
এত বলি নাগারা নিনাদে দামদুম॥
শুনিয়া সকল সেনা স্তব্ধ হয়ে থাকে।
যে যত করিল যুক্তি পোতা গেল পাঁকে॥
পদুমাতে মোকাম করিল রাজঠাট।
রণ জিনে লখে হেথা মারে মালসাট॥

কাটা গেল হেথা যত হাতী ঘোড়া নর।
ছট্‌ফট্‌ করে কেহ গেছে যমঘর ॥
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কাণ।
আঁতটা বাহির করি কেহ খাবি খান ॥
শেল বুকে মোর কেহ কাটা গেছে আধা।
রণভূমি রুধির রপটে মহী কাদা ॥
সৌরভে সকল শিবা মরাগন্ধে ধায়।
কেহ ফড়া টানে কেহ আঁত খুলে খায় ॥
ওতে আঁতে রেতে কেহ বৈ করে থোয়।
কেহ বা মানুষ মাংস সমর্পিছে পোয় ॥
নিজ বাসে নিতে কেহ করে অনুবন্ধ।
সারা রাত্রি শৃগাল কুকুরে রহে দ্বন্দ্ব ॥
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্মচীল
আসিতে না পায় দিশা নিশা অর্দ্ধশীল ॥
ভূত প্রেত পিশাচ প্রেতিনী অবতার।
কাটা স্কন্ধে নাচে মাথা ডাকে মার মার ॥
চুমুকে রুধির পিয়ে ডাকিনী যোগিনী।
রণ জিনে রণ চিহ্ন হইল ডোমিনী ॥
দুহাতে হাতীর দাঁত দাঁতে ধরে শুঁড়ে।
ধনুকে বান্ধিয়া নিল মানুষের মুড়ে ॥
রণধূলি রুধিরে ভূষিত সর্ব্ব গা।
টস্‌ টস্‌ পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥
স্বামীর সাক্ষাতে আসি দিল দরশন।
ঘরে দেখে ঘোর ঘুমে নাথ অচেতন ॥
সচেতন করিতে প্রবন্ধ কত করে।
দ্বিজ ঘনরাম গান ভাবি মায়াধরে ॥

নাথ চিয় চিয় হে মাথায় হুত্তর।
ময়না বেড়িল পাপ গৌড়ের নাবড় ॥
অভিশাপে বীর কালু অচেতন ভূমে।
মুখেতে গরল ভাঙ্গে বিবসন ঘুমে ॥

কান্দে লখে অবলা একক অভাগিনী।
কেমনে রাখিব রাজ্য এ কাল রজনী॥
নিদ্রাগত জনেরে জাগান অনুচিত।
না জাগালে মজে পুরী শক উপস্থিত॥
এত ভাবি রণচিহ্ন রাখি ঠায় ঠায়।
চতুরা চরণ চাপি প্রকারে চিয়ায়॥
তথাপি ডোমের বেটা নাহি নাড়ে গা।
চন্দন চর্চ্চিত করে চামরের বা॥
তবু নাহি দিল সাড়া কালু মহাবীর।
পাখালিল বয়ান নয়ানে দিল নীর॥
যুবতী পরশ তার চামরের বা।
সুখে নিদ্রা যায় কালু মুখে নাহি রা॥
না পেরে নিদানে বলে বচন বিষাদ।
চিয় চিয় প্রাণনাথ পড়েছে প্রমাদ॥
নাড়াচাড়া দিয়ে ডাকে তবু নাহি নড়ে।
লখে বলে প্রাণনাথে চিয়াব চাপড়ে॥
বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমরা থাক সাক্ষী॥
চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী॥
এত বলি বাঁ হাতে চাপড় মারে ধরি।
ঘুচে গেল ঘোর ঘুম ঘুরে বলে মরি॥
চাপড়ের চোটে কালু বারি করে জি।
লখে বলে এ আবার কপালে হলো কি॥
তরাসে তরল হয়ে জল দিল মুখে।
কতক্ষণে দেখে ডোম ডোম্‌নী সম্মুখে॥
উঠে রুঠে অমনি লখেকে দিল তাড়া।
কোপে তাপে কয় কিছু দিয়া ঝুঁটি নাড়া॥
হেদে লো ডুম্‌নী শ্যালী ধাউতালী ঠাটী।
কে রাখে রাখুক দেখি নাক চুল কাটি॥
সংসারে বিখ্যাত আমি কালু মহাবল।
এবে হনু চেড়ি তোর চাপড়ের তল॥

লখে বলে কাটিলে রাখিতে আছে কে।
প্রাণপতি গতি সতী যুবতীর দে॥
শুন নাথ দেশের বারতা কিছু বলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সোঁতের সিউলি॥
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বর রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা॥
আমাকে সঁপিয়া পুরী তুমি যাও ঘুম।
নরকে নিস্তার নাই নাড়িলে হুকুম॥
এত ভাবি সমরে হানিনু লক্ষ তিন।
পার করে দিয়া নদী হইয়াছি ক্ষীণ॥
নিদাটী দিয়াছে গড়ে লোক নিদ্রাগত।
চারিদণ্ড চিয়াই চরণ চেপে কত॥
তথাপি না পাই সাড়া শত্রু এসে গড়ে।
অপরাধ ক্ষম নাথ চিয়ানু চাপড়ে॥
কোন কালে নই নাথ ঠাটী ধাউতালী।
হুজুরে হাতীর মাথা দেখ রণডালি॥
সত্য দেখি সকলে ব্যাকুল করি তাপে।
বুঝি বড় বিপাক বীরের বুক কাঁপে॥
বীর বলে বউলো বচন বলি শুন।
বল দেখি সংসারে না ধরি কোন গুণ॥
ঝুড়ি বেড়ি চুপড়ি ধুচুনি কুলা ডালা।
বৃত্তি বেচে বরঞ্চ করিব পেট পালা॥
শিঙ্গা তার বনে চল পালাইয়া যাই।
হেন সুখ সম্পদ সম্মান মুখে ছাই॥
কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।
শুনিয়া ডোমনী ডোমে বলিছে আঁটিয়া॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গান॥
লখে বলে নাথ বড় ঠেকে গেছ দুখে।
এখন ওসব কথা বার কর মুখে॥

বৃত্তি বেচা ব্যবসা বিস্মৃত কেন হবে।
সেনের সম্পত্তি বিনা দানদার কবে॥
পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ়॥
মাটির পাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়েঘর।
তখন তেমন দশা এক লক্ষেশ্বর॥
কখন চিনিতে তৈল তামাক তাম্বূল।
লখে কোন না জানে নাথের আন্তমূল॥
ঘুষিলে ছ পণ কড়ি নাই ছিল নাম।
এখন আপনি কত বিলাই ইনাম॥
বলাও দলুইরাজ কানে দোলে মতি।
তখন পরিতে টেনা এবে পট্টধুতি॥
ভূমে হাঁটু পাতি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর॥
সম্প্রতি ভোজনকালে কোলে থাল গাড়ু।
সুখে খেতে খুঁদকুঁড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু॥
বেজার হয়েছে বুঝি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি॥
যা হতে ঘুচিল দুঃখ সুখে নাই ওর।
তার পুর মজায়ে পলাতে যুক্তি তোর॥
বীর বলে একথা অনেক দুঃখে কই।
সদাই সেনের শত্রু সাজে দেশ বই॥
অবিরত অষ্টপর অতি আঁটাআঁটি।
কত বেন্ধে কোমর করিব কাটাকাটি॥
কোন দিন কপালে কি জানি আছে কি।
গঞ্জিয়া বলিছে লখা সোনা ডোমের ঝি॥
এত কেন ওহে নাথ পরাণে কাতর।
কোন ছার পাত্তর অপর কারে ডর॥
একা লখে লক্ষ তিন রণে এলো হেনে।
তোমার দাসীর দর্প পাত্র নিল মেনে॥

কেন রণ বিক্রম বিপত্তে হলে হারা।
সিংহ হয়ে কও কেন শৃগালের পারা॥
জাতি কুল জীবন ভুবন ধন জন।
হাতে হাতে মহারাজা কৈল সমর্পণ॥
চিরকাল চাকর রাজার লুণ খাও।
প্রমাদে ফেলায়ে পুরী পলাইতে চাও॥
কেমনে এমন বোল বেরুল বদনে।
সে সব সেনের সত্যে তরিবে কেমনে॥
নিত্য যে পুরান শুন চিত্ত থাকে কোথা।
কালি কি শুনিলে কুরু পাণ্ডবের কথা॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব অজ্ঞাতবাস যবে।
উদ্ধারিল বিরাট রাজার পরাভবে॥
বিরাটে বান্ধিয়া নিল সুশর্ম্মা নৃপতি।
ভীম পরাক্রমে তার করে অব্যাহতি॥
ষড়রথী জিনিয়া আনিয়া রাখে গাই।
বৎসরেক আশ্রমে আছিল পঞ্চ ভাই॥
বিরাট কৃতার্থ হলো যার আলাপনে।
সে জন মেনেছে লুণ কি কয় আপনে॥
রণে কেন প্রাণ দিল ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
সমরে শুধিল কেন কৌরবের লুণ॥
কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।
রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার॥
অধর্ম্ম আচরি বল কতকাল জীবে।
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ নিবে॥
জন্মিলে মরণ আছে এড়াবার নয়।
পাছে বল এ মাগী নিষ্ঠুর কথা কয়॥
আয়ুর্ব্বয় না থাকিলে ঘরে বসে মরে।
সংসার স্বধর্ম্মশীল সব ঠাঁই তরে॥
বীর হয়ে ঘরে থাকে রণে ভয়মতি।
তবে ত মরণ আছে কিন্তু অধোগতি॥

আজি মর কিবা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে ॥
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে ॥
বীর হয়ে কে কোথা বিপত্তি কাল পেয়ে।
মদ মেরে মেতে থাকে যুঝে যেয়ে মেয়ে ॥
কালু বলে হেদে লখে আমি তোকে হারি।
কত না বুঝাও তবু রণে যেতে নারি ॥
না হয় যে হয় হবে আছি শেষকালে।
আপনি কাটাব মাথা যা থাকে কপালে ॥
আগে আমি সাজিলে সবার ভাঙ্গে ভ্রম।
শাকাশুকা সনকা সমরে নয় কম ॥
ডেকে নেগা তের ডোম যম অবতার।
মোর মাথা খাস যদি কিছু কস আর ॥
না হয় বলিস তুই এখানে সে নাই।
লখে বলে যা না কেন রাজ্যের বালাই ॥
জীয়ন্ত থাকিতে লখে কৃতান্তের সনে।
নিতান্ত করিবে রণ কিবা অন্য জনে ॥
এত বলি কপাল ধেয়ানে ধনী ধায়।
নগরে যতেক লোকে ডাকিয়া জাগায় ॥
জাগ রে নগরে লোক যামিনী বিষম।
রাতে হানা দিল গড়ে গৌড়ের অধম ॥
ডরে না ডরাও কেহ ডেকে ডেকে কই।
এ কারণে তাড়ায়ে করেছি নদী বই ॥
না জাগে নগরে কেহ নিদাটীর ফল।
অমঙ্গল ভাবে লখে চক্ষে বহে জল ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল সতিনীর পাশ।
প্রভু পূর্ণ কর নিত্য নায়কের আশ ॥
কবিবর গৌরীকান্ত সুত ঘনরাম।
কবিরত্ন বলে প্রভু পুর মনস্কাম ॥

সনকা সম্মুখে লখে ডাকে অবিশ্রাম।
জাগো জাগো ওগো দিদি বিধি হলো বাম॥
ঘুচিতে ঘুমের ঘোর সম্বোধে ডোম্নী।
কে ডাকে রে আরে মোর দিদি সোহাগিনী॥
লখে বলে আমি গো তোমার নিজ দাসী।
সনকে কহিছে কেন কি মোর হিতাষী॥
লখে বলে হানা দিল গোড়ের নাবড়।
পার করে দিনু নদী বেড়েছিল গড়॥
বীরে বড় বিভোল করেছে কাল ঘুম।
তুমি রক্ষা কর প্রাণনাথের হুকুম॥
চল যেয়ে দু বুনে করিগে কাটাকাটি।
সনকা বলিছে তোর লাজ নাইরে ঠাটি॥
কাজ বুঝে কস কারে কেবা তোর দিদি।
কার কি ভাসিল বাণে তোর বাম বিধি॥
বিষম বচন বাণে বুক করে কার।
তু তার সোহাগের মাগ সে তোর ভাতার॥
বিবাহ বাসরে সবে স্বামী বলে জানি।
দুখে গেল গতর গায়ের রক্ত পানি॥
ভাল মন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত।
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ী বুনিতে গেল হাত॥
মোর গায়ে উড়ে খড়ি তোর গায়ে চুয়া॥
দাসীতে জোগান পান গালে পোটা গুয়া॥
সব সুখ সম্পদে ভাতার পুতে মেতে।
তুমি কর ঘরবাড়ী আমি বেচি পেতে॥
সখী সাধে সিঁথার সিন্দুর দিয়ে বল।
কোন কালে দিয়েছিলি পলা এক জল॥
চেড়ি চাপে চরণ চামরে করে বা।
পতি সঙ্গে ধামানি ধরিতে নার গা॥
সে সব সম্পদে তুমি স্বামীর সোহাগী।
বিপত্তে এমন কারে করাইবি ভাগী॥

কোমর বাঁধিলে যদি ইন্দ্র কাঁপে ডরে।
তবু না যাইব রণে বীর যদি মরে॥
তোর ঔষধের গুণে ভাতার ভাস্থর।
গা জলে গরবথাকী হেথা হতে দূর॥
সতিনের বিষম বচন বাজে বুকে।
কাঁদিতে কাঁদিতে লখে চলে হেঁটমুখে॥
বড় বেটা শাকায় জাগায়ে কয় কিছু।
সমাচার শুনায়ে সাজিতে বলে পাছু॥
রিপু জিনি রাখ বাপু ভূপতির রাজ্য।
লাউসেন রাজার লুণের কর কার্য্য॥
শাকা বলে সংগ্রাম শুনিতে বুক হেলে।
লখে বলে তুমি ত বাপের রোগে গেলে॥
মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি॥
যুবতী যৌবন রসে জীবনের আশ।
জননী বিকল কাঁদে মনে নাই ত্রাস॥
গর্জ্জিয়ে চলিল কেঁদে সোনাডোমের ঝি॥
ময়ুরা বলেন নাথ তুমি কৈলে কি॥
দেশের বিপত্তি এই শ্বশুরের সেই।
শাশুড়ি বিকল কাঁদে শত্রুদেশ লেই॥
মহাগুরু বচন রাজার লুণ ঠেলে।
পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে॥
জগতে জাগাবে যশ যদি জিন যেয়ে।
মরত মুকুন্দ পাবে মুক্তিপদ পেয়ে॥
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ প্রাণনাথ।
জীবন মরণ কথা ঈশ্বরের হাত॥
শাকা বলে সীমন্তিনী ধন্য তোর জ্ঞান।
করেছিনু পাতক করালি সাবধান॥
এত বলি পড়ে যেয়ে মায়ের চরণে।
বিষাদ না কর শাকা সেজে যায় রণে॥

এত বলি সাহসে সম্মুখে বুক পাতে।
কালুকে দেবীর শাপ ফলে হাতে হাতে ॥
শেল চালি চলে মুড়াইয়া ঢাল।
হান বলে হাঁকে ঘন শাকারে সামাল ॥
কালমুখী বাণগোটা মিশাল গরল।
ভ্রমণ করয়ে শূন্য সন্ধানি প্রবল ॥
ছাড়িতে ছুটিল শেল সাঁধাইল আঁতে।
চূড়া বলে মেরেছি মেরেছি নাই জীতে ॥
শেল ঘায়ে শাকা বীর বলে চমৎকার।
অবশ হইল অঙ্গ উঠে হাহাকার ॥
শিঙ্গাদার সত্বর খসাল শেল ধরি।
বসনে বান্ধিয়া বুক রণে হলো হারি ॥
হাঁকালে হানিল হেঁকে তাম্বুলির শির।
শেষে সব সংসার অসার দেখে বীর ॥
অবশ হইল অঙ্গ অবনী মণ্ডলে।
পড়িতে পড়িতে শিঙ্গাদার কৈল কোলে ॥
তা দেখিয়া মহাপাত্র হলো হরষিত।
শাকা বলে শিঙ্গাদার দেখি হলো বিপরীত ॥
কোথা রৈলে জননী জনক বন্ধু ভাই।
জন্ম গেল জগতে যমের ঘর যাই ॥
শুন শুন শিঙ্গাদার সব শেষকালে।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু ডাকরে গোপালে ॥
সাধু সাধু শিঙ্গাদার সম্বোধে শাকায়।
গুরু গঙ্গা গোবিন্দ গরিমা গুণ গায় ॥
মায়ায় কাঁদিয়া শাকা পুন কিছু কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরু পদাশ্রয় ॥

শিঙ্গাদার ওরে ভাই এই ছিল আমার কপালে।
নিশায় নিধন রণে পিতা মাতা বন্ধুগণে
দেখিতে না পেনু শেষকালে ॥

গলায় কবচ মোর শিঙ্গাদার ধর ধর
দিহ মোর যেথানে জননী।
নিশান অঙ্গুরী লয়ে ময়ুরার হাতে দিয়ে
কয়ো তুমি হলে অনাথিনী ॥
তারে মোর মায়ের হাতে হাতে।
সঁপে সমাচার বলো অকালে অভাগা মলো
অভাগিনী রাথে সাথে সাথে ॥
শুকায় স্বর্ণ ছড়া বাপেরেও ঢাল খাঁড়া
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।
রণে অকাতর হয়ে শত্রু শির সংহারিয়ে
সম্মুখ সমরে শাকা মলো ॥
কাণের কুণ্ডল ধর শিঙ্গাদার তুমি পর
ছুরী তীরে তুষ বীরগণে।
শুনি শোকে শিঙ্গাদার চক্ষে বহে জলধার
বহে লোহ শাকার নয়নে ॥
কেঁদে কহে পুনর্বার অপরাধ অভাগার
খণ্ডাইবে মা বাপের পায়।
প্রণতি অসংখ্য বার দেখা নাহি হলো আর
অল্পকালে অভাগা বিদায় ॥
মরমে রহিল শেল হেথা জন্ম বৃথা গেল
মুখে না বলিহু রাম নাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা জনক জননী সেবা
না করিহু বিধি হলো বাম ॥
কহিতে কহিতে তনু ত্যজিল তাহার অণু
শিঙ্গাদার কাটি নিল শির।
লখে স্বর্গে উপনীত কবিরত্ন বিরচিত
নিজ নাথ যার রঘুবীর ॥

শিঙ্গাদারে একা দেখি দূরে প্রাণ উড়ে।
আকাশ ভাঙ্গিল লখে ডোম্‌নীর মুড়ে ॥

আকুল হইয়া বলে কোথা ওরে শাকা।
শিঙ্গাদার বলে মা বিধাতা দিল ডাকা॥
কাটা মাথা কোলে দিতে ডাকে উভ রা।
অমনি পড়িল লথে আছাড়িয়ে গা॥
বাছা কোথা আমার আমার দুলালিয়া।
মড়ামাথা নিয়ে কাঁদে মুখে মুখ দিয়া॥
অভাগিনী আপনি ডাকিনী হনু বাছা।
যেহেতু ভাবিনু ভয় তাই হল সাঁচা॥
কে মারিল আমার সোনার শাকাবীর।
কি পাপে মায়ের প্রাণ না হয় বাহির॥
খোনা দাই ডাকে রে ডোমের শিরোমণি।
শুনিয়া ধাইল কেঁদে ময়ুরা ডোমিনী॥
শাশুড়ি চরণে ধরে ফুকারিয়া কাঁদে।
ধুলায় লোটায় রামা বুক নাহি বাঁধে॥
মায়ামোহ ময়ুরা মাথায় মারে হাঁড়ী।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শাশুড়ি বহুড়ী॥
কাঁদিয়া ময়ুরা বলে কোথা হে গোসাঁই।
তোমা বিনা অভাগীর আর কেহ নাই॥
শিঙ্গাদার বলে শুন শাকায়ের মা।
সংসার অসার সবে সার সেই পা॥
গোবিন্দ পদারবিন্দে সমর্পিয়ে শোকে।
রাজার বিপত্তি রাখ রক্ষা পাক লোকে॥
কেঁদে যে বাঁচাতে পার তার ভাব সুথা।
সে জানি সমরে মলো মোরা আছি কোথা॥
গোবিন্দ মাতুল যার পিতা ধনঞ্জয়।
হেন অভিমন্যু কেন রণে হলো ক্ষয়॥
সুভদ্রা জননী তার কি করিল কেঁদে।
কেমনে কর্ণের শোকে কুন্তী বুক বাঁধে॥
কি করিল মন্দোদরী মলো ইন্দ্রজিত।
বলিতে চলিতে রামা নিবারিল চিত॥

ময়ূরার মুখ মুছি বলে মোর মা।
কেঁদোনা গো লিখন কপালে ছিল যা॥
যতদিন জীব বাছা থোব বুকে বুকে।
প্রবোধিয়ে চুম্বয় শাকার চাঁদমুখে॥
মরা মুখে চুম্ব দিয়ে ডেকে কয় কাণে।
অবোধ মায়ের প্রাণে বোধ নাহি মানে॥
শোয়ায়ে সোনার খাটে শাকায়ের শির।
ছোট পো শুকায় ডাকে চক্ষে বহে নীর॥
শুকা ছিল শয়নে সজাগ হলো ডাকে।
নত হয়ে সকল শুধায়ে নিল মাকে॥
শুকা বলে শুন মা সমরে সেজে যাব।
শক্রতো সংহারি রণে ভাই কোথা পাব॥
যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ।
হেন শেল বুকেতে বাজিল বজ্রাঘাত॥
এত বলি কাঁদে শুকা লখে দেয় বোধ।
শোক তেজে সমরে ভেয়ের ধার শোধ॥
কে রাখে বিপত্তে বাপু তোমার বিহনে।
শুনিয়া শাকার শোকে শুকা সাজে রণে॥
তের ডোমে ডোমিনী ডাকিয়ে দিল সাথি।
তড়বড়ি কোমর বান্ধিছে হাতাহাতি॥
বীরধটি পরি কটি করিল আঁটনি।
করিল কুরঙ্গ ছালে কোমর কসনী॥
পেটে আঁটে পুরট পটুকা পট্টবাসে।
জোড়া খাঁড়া খঞ্জর যুগল দুই পাশে॥
জোড়া সাঙ্গি বান্ধিল যুগল যমধর।
বাঁহাতে ধনুক ঢালে পিঠে তূণ শর॥
কাদম্বিনী কবচে ঢাকিল সব গা।
বাঁধিল পাগড়ী টেড়ী শিরে বেশ বা॥
নীল পীত পিঙ্গল বরণ কারো গোরা।
বামভাগে টালনি দক্ষিণে তার তোরা॥

ঢালেতে ঘুঙ্গুর ঘণ্টা চরণে নূপুর।
অমর সমরে যেন চলিল অসুর॥
পার হয়ে সরিত সমরে দিল হানা।
চমৎকার চৌদিকে চঞ্চল চৌকি থানা॥
ঢাল মুড়ে মালক মারিয়া লাফে লাফে।
বীরদাপে চলিতে চরণে মহী কাঁপে॥
মার মার বলে বীর দুহাতে দাঁদালি।
গজবাজী সনে রণে হানে ঢাল চালি॥
শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।
সামালি সংগ্রামে সেনা হানে ঠায় ঠায়॥
তা দেখে দাবাড়ে ঘোড়া রায় রণ ভীম।
বারভূঞে মিঞাগণ বাধালো মহিম॥
ভঙ্গ ভূঞে চন্দ্রভাল চোহানা প্রধান।
ডোমগণে বেড়ে রণে হাঁকে হান হান॥
হাতাহাতি মহিম বাধালো চোটপাট।
দাদালে দুহাতে ডোম জুড়ে এল কাট॥
হান হান হাঁকারি হাতীর হানে শুঁড়।
ধনুকী বন্দুকী ঢালী পদাতির মুড়॥
রণে রোষে রণসিংহ দাবাইয়া বাজী।
মান্ধাতার নাতি আর খানসামার কাজি॥
সিকায়ের শরগুলি সামালিয়ে ঢালে।
অমনি হাঁকিয়া চোট মারিল হাঁফালে॥
হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত সনে কাটে।
যমদূত সম ডোম কেহ নাহি আঁটে॥
রায়রাঞা বারভূঞা পাঠান মোগল।
প্রাণ লয়ে পলাইল পড়িল ভগল॥
রণ জিনে ডোমগণ মারে মালসাট।
প্রবেশ করিল আসি কালিন্দীর ঘাট॥
অস্ত্রশস্ত্র রাখি সবে জলক্রীড়া করে।
ঝোড়ে ছিল গোদা পাইক লুকাইয়া ডরে॥

হরিষে হরিল তের ডোমের হেথার।
পাত্র আগে দিয়ে কয় করিয়ে জোহার ॥
তের ডোমের হাতের হেথার নিল্থ কেড়ে।
কালিন্দী কমলে ফেলে কাট যেয়ে তেড়ে ॥
মহাপাত্র আজ্ঞা দিতে যায় যত বীর।
ডোমগণে বেড়ে এড়ে শর গুলি তীর ॥
ফাঁফর হইল সবে হেথার বিহনে।
সঙ্কটে সকল বীর প্রাণ দিল রণে ॥
প্রাণ লয়ে জনেক হইল নদীপার।
কহিল লখের আগে সবার সংহার ॥
হাহাকার করে লখে কান্দে উভরায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

নয়নে বিশ্রাম নীর নহে একতিল।
শোকের উপরি শোক বুকে বসে শিল ॥
কান্দিয়ে পড়িয়ে লখে কালুর চরণে।
উঠ হে পরাণনাথ কি আর জীবনে ॥
কি কাল তোমার ঘুমে সর্ব্বনাশ হলো।
শাকাশুকা তের ডোম রণে যুঝে মলো ॥
কি লয়ে সংসারে আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥
রণে মলো অভিমন্যু অর্জ্জুনের পো।
প্রাণপন করে ত্যজে সংসারের মো ॥
পুত্রশোকে জয়দ্রথে বধিলা অর্জ্জুন।
তোর সম পিতা নাথ না দেখি দারুণ ॥
পুত্রশোকে প্রাণ ত্যজে রাজা দশরথ।
সকলি মজিল নাথ রাখ ধর্ম্মপথ ॥
সেনের সংসার রাখ সত্যে হবে পার।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একবার ॥
সবে ধর্ম্ম অধর্ম্ম কেবল যান সাথে।
বলিতে বলিতে উঠে নিলা টাঙ্গি হাতে ॥

পুত্রশোকে দাদালে চলিল মহাবীর।
গড় পার হয়ে পেলে কালিন্দীর তীর ॥
অনুমান করে আগে স্নান পুজা করি।
ঈশ্বরী সহায় হলে সংহারিব অরি ॥
জলে প্রবেশিলা কালু খুলিয়া কোমর।
সমাচার পাত্রকে জানালে যেয়ে চর ॥
পাত্তর কাতর হলো কালু এলো রণে।
কাণাকাণি পড়িল সকল সৈন্যগণে ॥
পুত্রশোকে এল কালু কেবা হবে স্থির।
সংগ্রাম থাকুক শুনে কাঁপে শত বীর ॥
পাত্র বলে যে আনিবে কালুর মস্তক।
ময়না ইলাম পাবে রেখে যাবে শক ॥
এখনি পরুক জোড়া ঘোড়া পাবে এলে।
সেনাগনে অনুমানে প্রাণে মোলে মিলে ॥
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পান।
সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ ॥
বানর কাতর যেন লঙ্ঘিতে সাগর।
সেইরূপ সব সেনা না দেয় উত্তর ॥
পাত্র বলে লুটে খেতে রাজার মুলুক।
সবার বড়াই বড় কাজে হেঁটমুখ ॥
ভালরে বুঝিব থাক দেশে যেতে দে ।
করিব ইহার শাস্তি মনে আছে যে ॥
হেন কালে কাম্বা ডোম উঠাইল পান।
কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান ॥
থাকুক অন্যের কথা নব লক্ষ দলে।
বলে না আঁটিবে কেহ মাথা আনি ছলে ॥
যেমন বলির পিতা বিরোচন দৈত্যে।
বধিল দেবতাগণে বন্দি করি সত্যে ॥
সেইরূপী মায়ায় ভায়ার মাথা আনি।
দূর করে দেহ মোরে করে অপমানি ॥

এত যদি বলিল কালুর ভাই কেমো ।
পাত্রের হুকুমে মাথা মুড়াইল রেমো ॥
পাচ চুলে করে পেঁচ দিল গোটা দশ ।
মুখ বুক বেয়ে রক্ত পড়ে টস্ টস্ ॥
গালে দিল চুণকালি গলে গাঁথা জুতা ।
আগে আগে বাজে ঢোল পিছে মারে গুঁতা ॥
কাণা কুঞ্জরের পিঠে নদী করে পার ।
দূরে থেকে দেয় ডোম দোহাই দাদার ॥
শরণ লইলাম দাদা রক্ষা কর প্রাণ ।
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান ॥
কৃপাময় কালু কয় কেন ওরে ভাই ।
কাম্বা বলে দাদা হে নিকটে আগে যাই ॥
হাতী হতে উত্তরি কালুর পদতলে ।
লুটায়ে পড়িতে কাম্বা কালু করে কোলে ॥
গলাগলি কাঁদে দোঁহে চক্ষে বহে জল ।
বীর বলে বিশেষ বারতা ভাই বল ॥
কাম্বা বলে দাদারে বাজিলে বুকে জাঠা ।
সে হেন গুণের শাকা শুকা গেল কাটা ॥
দেখিতে ফাটিল বুক করিনু বিষাদ ।
তাহাতে অধম পাত্র দিলে অপরাধ ॥
কালুর সোদর কাম্বা তার অনুচর ।
এই বেটা কাটাইল রাজার লস্কর ॥
দূর করে দিল দাদা হলাম অপমানি ।
চল যেয়ে দুই ভায়ে সব সেনা হানি ॥
পূর্ব্ব কথা ভাবি পাছে মনে ভাব পর ।
বীর ডোমের বুন হতে ভেঙ্গেছিস ঘর ॥
তোমার নফর আমি সব দিবে ক্ষমা ।
কালু বলে প্রাণের সমান তুমি কামা ॥
মুখে বলে ঘাটি নাহি তোমার কৃপায় ।
মনে করে ভাল ভায়া ভুলিল মায়ায় ॥

দুই ভেয়ে পরম প্রেম প্রীতিভাব বাড়ে।
দূরে থেকে দেখে লখে এসে বসে আড়ে॥
অন্তরে গরল কাম্বা মুখে মধুময়।
কপট চাতুরী কিছু কালুবীরে কয়॥
তুমি না করিলে কৃপা হতাম বৈরাগী।
অনুগত দাস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি॥
সত্য কর তবে যে প্রত্যয় হয় মনে।
কালু বলে ওরে কাম্বা কোন ছার ধনে॥
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব আনে আছে কি।
গঞ্জিয়া বলিছে লখে সোনা ডোমের ঝি॥
ভুল না ভুল না নাথ ডুবাইব মদে।
ভাই নয় ভণ্ড ভেড়ে পাত্তরের খেদে॥
সেই কাম্বা কুলাঙ্গার জান পূর্ব্বাপর।
ঘরভেদে সবংশে মজেছে লঙ্কেশ্বর॥
কাম্বা বলে দাদারে ঘুচেছে সব যুক্তি।
বসত না হতে শুনি কুন্দুলের উক্তি॥
সে জানি অধর্ম্মে মোল হরেছিল সীতা।
মাগের বচনে কেন শ্রীরামের পিতা॥
মহারাজ দশরথ কি না হোলো তার।
বীর বলে থাক রে অধর্ম্ম মেয়ে ছার॥
দুঃখ সুখ দুভাই বিরলে কই কথা।
কি তোর যোগ্যতা শ্যালী হতে এলি হাতা॥
অমনি ধরিল ধেয়ে করিয়া দাপট।
বেণা ঝোড়ে জড়ায়ে লখের বাঁধে জট॥
প্রতাপে লখেরে বাঁধে কাহার যোগ্যতা।
আপনি বন্ধন নিল লখে পতিব্রতা॥
ধর্ম্মপদ ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে॥
লখেকে বান্ধিয়া দড় কালু সত্য করে।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে॥

পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য।
যে কিছু মাগিব তাই দিব তথ্য ॥
ইথে অন্য মত করি ঈশ্বর প্রমাণ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পরাণ ॥
ব্রহ্মহত্যা আদি যত মহাপাপ ঘটে।
ফলিল দেবীর শাপ দৈব ধরে জটে ॥
বল কানু কি দিব কহিছে কালু বীর।
দূরে থেকে কান্না বলে কেটে দাও শির ॥
দধীচি মুনির সম দাদা হলে দাতা।
নিজ দেহ নিয়ে মুনি তুষিল দেবতা ॥
কালু বলে ওরে দুষ্ট কি করিলি কাজ।
ইহার কারণে তোর এত বড় সাজ ॥
নিষেধ করিল লখে তোর শীল জেনে।
অভাগা মজিল তার কথা নাহি মেনে ॥
ভুলায়ে বিশ্বাসঘাতী মাথা লয়ে যাবি।
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি ॥
অবিশ্বাসী জনারে বিশ্বাসে এই ফল।
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছল ছল ॥
কালু বলে দাদারে করেছ অঙ্গীকার।
মাথা ছাড় মহাশয় সত্য হয় পার ॥
পশ্চিমে উদয় যদি হয় দিবাকর।
ফুটে যদি পদ্মফুল পর্ব্বত উপর ॥
অগ্নি যে শীতল হয় প্রচলে পর্ব্বত।
তথাপি সজ্জন বাক্য নহে অন্যমত ॥
যে বচন পালিতে পাতালে গেল বলি।
জরাসন্ধ প্রাণ দিল অঙ্গীকার পালি ॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা পুরাণে প্রমাণ।
সত্য পালি সংসারে দাঁড়াতে নাই স্থান ॥
সপ্তদীপ দান দিল দক্ষিণার তরে।
বনিতা বালক বন্দী ব্রাহ্মণের ঘরে ॥

আপনি হইলা রাজা চণ্ডালের দাস।
অঙ্গীকার বচনে লঙ্ঘনে ভাবি ত্রাস॥
অপর বলির পিতা বিরোচন দৈত্য।
অকাতরে প্রাণ দিল করেছিল সত্য॥
এখনি করিলে সত্য গঙ্গাজল হাতে।
এ কোন বিচার দাদা গৌণ কর তাতে॥
সত্য পাল শতেক পুরুষ স্বর্গ লও।
নরক না কর দাদা মাথা কেটে দাও॥
সত্য না লঙ্ঘিবে দাদা আপনি মহৎ।
জন্মিলে মরণ আছে রাখ ধর্ম্মপথ॥
কালু বলে চণ্ডালে ধার্ম্মিক বড় তুঁ।
দেখিতে উচিত নয় তোঁ ছারের মু॥
কি করিব কোথা হতে পরকাল মজে।
এ পাপে পরশে পাছে সেন মহারাজে॥
এ পাপে না হয় পাছে পশ্চিম উদয়।
সেনের কঠোর সেবা পাছে ব্যর্থ হয়॥
সত্য না লঙ্ঘিনু আমি ইহার কারণ।
অতেব অধম তোর বাঁচিল জীবন॥
হেতা না ধরি মেলাম গৌড়ের অধমে।
তুঁ হলি চণ্ডাল দুঃখ রহিল মরমে॥
যে ছিল কপালে কাঙ্গা ফলিল আমার।
এক চোটে মাথা কেটে সত্যে কর পার॥
কি জানি ডোম্‌নী পাছে এসে হয় হাতা।
বলিতে বলিতে কাঙ্গা কেটে নিল মাথা॥
সত্বর কুঞ্জর পিঠে উঠে করে ভর।
দেখে পরাক্রম লখে বলে ধর ধর॥
মেলা টাঙ্গি ফেলায়ে কাঙ্গার হানে শির।
মাথার সহিত নিল স্বামীর শরীর॥
মৃত পতি কোলে লয়ে কান্দে উভরায়।
শুনে পাট পড়শি পাড়ার লোক ধায়॥

বিশেষ শুনিল সবে যতজন মৈল।
নিজ নিজ শোকে সবে সমাকুল হৈল॥
কিবা চেটো বউড়ী ঝিউড়ী বুড়ী ঠাড়ী।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ী॥
প্রমাদ পড়িল বড় ডোমের পাড়ায়।
গড়াগড়ি দিয়া সবে কান্দে উভরায়॥
কেহ বলে কোথা গেল অভাগীর বাছা।
করিল স্বপন সত্য সাক্ষী পেন্থ সাঁচা॥
কেহ খোঁড়ে কপাল কঙ্কণ হানে শিরে।
অবনী ভিজিল কারো নয়ানের নীরে॥
হরে ডোমের বেটী কান্দে নিরা ডোমের বউ।
বীরা ডোমের বুন কান্দে শোকে হয়ে জউ॥
চাপাড়ায় ডোমের বেটী ডোম্‌নী ডামানী।
কান্দিয়া কাতর বড় যৌবন নতুনী॥
কেহ কান্দে কাম্বার বাপ কোথা গেলে হে।
অভাগিনী কান্দে নাথ সঙ্গে করে নে॥
কুড়ানী ডোম্‌নী কান্দে চূড়াডোমের খুড়ী।
জামাতার শোকে কান্দে শুকার শাশুড়ী॥
লখে কান্দে শাকা শুকা তুকা মারি বুকে।
কান্দিতে অনেক রাত্রি ক্ষীণ কথা মুখে॥
হীরা জিরা দু সতীনে করে অনুতাপ।
কেমন করে কাটা গেল কুড়া চূড়ার বাপ॥
রমণী ডোম্‌নী কাঁদে পতনি রহিল।
সাজান তাম্বুল প্রাণনাথে নাহি দিল॥
সতী যুবতীর গতি পতি বিনা নাই।
ময়ূরা কর্পূরা কাঁদে কোথা হে গোসাঁই॥
এইরূপে কান্দে সবে করে হায় হায়।
চকিত চমকে লখে শত্রু বুক পায়॥
সবারে প্রবোধ করে কি কারণে কাঁদ।
যে কিছু হবার হোল সবে বুক বাঁধ॥

সব জাগ সবে চিন্ত সেনের কল্যাণ।
উদয় সদয় হয়ে দিলে ভগবান॥
তবে কি এ দুঃখ কারো রবে একক্ষণ।
সব সুপ্রসন্ন হবে দেশে এলে সেন॥
সবে মেলি সংপ্রতিক চিন্তহ উপায়।
সংহারি সেনের শত্রু দেশ রক্ষা পায়॥
চল মোরা রাজার মহলে যেয়ে কই।
শোক ত্যজি সবে বলে সার যুক্তি ঐ॥
লঘুগতি ভূপতি মহল সবে পায়।
না মানে প্রবোধ প্রাণ কাঁদে উভরায়॥
শয়নে সজাগ ছিল চারি রাজার ঝি।
বার হয়ে বলে লখে সমাচার কি॥
কাঁদিয়া কহিছে লখে কলিঙ্গার পায়।
পার কর প্রভুপদে কবিরত্ন গায়॥
লখে বলে ঠাকুরাণী কি আর সুধাও।
তুমি মামাশ্বশুর শ্যালার মাথা খাও॥
নব লক্ষ দলে বলে বেড়িল সহর॥
হাতে হাতে নিতে পুরী রাখিল ঈশ্বর॥
নদী পার করে দিনু হেনে লক্ষ তিন।
তার পর কি জানি কি হল দশা হীন॥
শাকা শুকা তের ডোম যুঝে মোল রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে॥
কি হবে উপায় বল বীরগণ মোল।
পাটরাণী বলে তবে সর্ব্বনাশ হোল॥
এ কথা শুনিয়ে সবে শোক তুলে কাঁদে।
কলিঙ্গা সবার মন প্রবোধিয়ে বাঁধে॥
শুন সবে দুঃখ পেলে সেনের দশায়।
সবে কর আশিস উদয় দিয়া রায়॥
ত্বরায় আসুন দেশে জীবে যত শূর।
চিন্তা নাহি চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজ দূর॥

পেয়েছি প্রমাণ তার আমার বিভায়।
কামরূপে মৃতসেনা জিয়াইলা রায় ॥
শুনিয়া সন্তোষ সবে শোক গেল দূর।
রাণীগণ বলে হায় কি হোলো ঠাকুর ॥
দূরে গেল প্রাণনাথ প্রভুর পুজায়।
শ্বশুর শাশুড়ি বন্দী দেশ লুটে যায় ॥
কলিঙ্গা কহেন সবে করে দশাহীনে।
কত না প্রমাদ পাব প্রাণপতি বিনে ॥
কে আছে বান্ধব আর কার মুখ চাব।
শুন বুন কানড়া আপনি সেজে যাব ॥
কানড়া বলেন দিদি যদি আজ্ঞা দাও।
মামাশ্বশুরের মাথা ঘরে বসে নাও ॥
কানড়া থাকিতে দাসী সাজিবে আপনে।
প্রবোধে কলিঙ্গা রাণী মধুর বচনে ॥
নতুনী যৌবন তুমি কাঁচা সোনা গা।
মো হই হাজার তবু ছেলেপিলের মা ॥
ছোট নারী বিশেষ স্বামীর প্রাণতুল্য।
যৌবন তুলনা দিতে তোমার অমূল্য ॥
তুমি যদি কদাচ নিধন হও রণে।
না জীবে পরাণনাথ তোমার বিহনে ॥
আপনি সমরে যাব যা থাকে কপালে।
হুকুম হইল বাজী সাজাতে বারালে ॥
কিঙ্করী সকল বেড়ি পরম যতনে।
রচিল রাণীর বেশ নানা রত্ন ধনে ॥
কানড়া বলেন দিদি সময় উচিত।
সাজ কর শক্র দেখে করিবে ইঙ্গিত ॥
তায় মামাশ্বশুর বিবাদী দুষ্টমতি।
কি জানি কি হবে দিদি দেশে নাই পতি ॥
রাহুতের বেশ ধর রণে যাবে যদি।
ঘোড়া জোড়া নাথের হেতের বাঁধ দিদি ॥

মামাশ্বশুরের সনে নানা বেশ ধরি।
মিলনে বাসনা থাকে মানা নাহি করি।
বিরসে সরস ভাষে হাসে পাটরাণী।
আপন মনের মত বলিলে বুহিনী॥
মনে নিল সার যুক্তি বলিলে কানড়া।
কিন্তু বুন কখন না পরি জামাজোড়া॥
কোমর বান্ধিয়া যাব রাহুতের বেশে।
আপনি যেমন জান সেজে যাও শেষে॥
এত বলি বসন ঈষৎ পরে কাল।
যখন যেমন দশা সেই সাজ ভাল॥
শিরে বাঁধে সরবন্ধ সুবর্ণের চিরা।
বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঞ্চ হীরা॥
বুকে বাঁধে কাঁচুলী কবরী মাত্র কেশে।
তড়বড়ি কোমর কষুনি করে শেষে॥
পরিসর পুরট পট্টুকা পট্ট শালে।
পেটি আঁটি কষে কৃষ্ণ কুরঙ্গের ছালে॥
পাশে বাঁধে যুগল খঞ্জর যমধর।
শাঙ্গি শর যোড়া খাঁড়া ঘোড়ার উপর॥
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজির পিঠে বাঁধিল করাল॥
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দুর।
নারীর নিশান রাখি বেশ করে দূর॥
গায়ে দিল উড়ানী পুড়নি রৈল মনে।
কেমনে বাঁচিবে বাছা অভাগী বিহনে॥
চলিতে চঞ্চল চিত্ত নাহি চলে পা।
পাছু ডাকে চিত্রসেন কোথা যাও মা॥
মায়া ত্যজি মহারাণী মহিমের মনে।
কানড়াকে পুত্র সঁপে বিনয় বচনে॥
সমরে চলিনু ছাড়ি সংসারের মো।
বাছারে না বেসো বুন সতিনীর পো॥

চঙ্কে চঙ্কে থোবে বাছায় খাওয়াবে মাথাবে।
মা বলে কাঁদিলে তুমি আপনি পেতাবে ॥
অমলা বিমলা সনে প্রীতিভাবে রয়ো
প্রভু এলে পব্রার্দ্ধে প্রণতি মোর কয়ো ॥
দেখা নৈল মরমে মরমে রৈল দুখ।
ছল ছল নয়নে কানড়া মুছে মুখ ॥
মায়া ত্যজি চলে রাণী মহলের পার।
রণে রোসে যুবতীর লাজ নাহি আর ॥
বলিতে বারাল বাজী সম্মুখে যোগায়।
সওয়ার হইতে দ্বার ঠেকিল মাথায় ॥
কিচি কিচি কালপেঁচা কাছে কাছে ডাকে।
অচল হইল বাজী থমকিয়া থাকে ॥
অমঙ্গল না বুঝি চাবুক মারে ঘোড়া।
গড় নদী পার হলো রণমুখী ঘোড়া ॥
রামপদ কোকনদ সম্পদাভিলাষী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী ॥

মহারাণী দরশনে চমকিত সেনাগণে
অনুমানে রণে এলো কে।
ডেকে বলে মহামদ সমরে সত্বর ধর
আগে দেখে পরিচয় নে ॥
বলিতে শুনিল রাণী গর্জ্জিয়া বলিছে বাণী
শুন ওরে দুরাচার বলি।
পরিচয় কিবা কাজে মামাশ্বশুরের লাজে
আজি মোরা দিলাম জলাঞ্জলি ॥
শুন দুষ্ট নরাধম ভাঙ্গিলি আপন ভ্রম
আমি কর্পূরধবলের দুহিতা।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কই তোর ভাগিনাবধূ হই
সেন মহাশয়ের বনিতা ॥

কেমনে খাইলি লজ্জা অবলা উপরে সজ্জা
চূনকালি দহে দিলি ঝাঁপ।
বল দেখি কোন্ হীনে বেটি বধূ নাই চিনে
কে কোথা করেছে হেন পাপ॥
ধিক ধিক কুলাঙ্গার হাড়ি ডোমে হেন ছার
কুকর্ম্ম করেছে কোথা কে।
শুনে পাত্র কোপে জ্বলে হাসন হেসে নে বলে
সমরে শ্যালীর জানি নে॥
যুবতী যবন মাঝে সেজে আসে কান্ কাজে
বুকেতে নাহিক কুলভয়।
সবে মিলি ধর ধর যে যার বাসনা কর
ও মোর ভাগিনাবধূ নয়॥
কহে রাণী মহারুষ্ট হেদে রে চণ্ডাল দুষ্ট
কি কহিলি কথা পাপরুচি।
এত বলি রোষে রণে রাহুত মাহুত সনে
হাতী ঘোড়া করে কুচিকুচি॥
রুষিল রাজার ঠাট চৌদিকে চোট পাট
হাতাহাতি করে হানাহানি।
শাঙ্গি শেল শর গুলি ঢালটা চঞ্চল চালি
সামালি সংহারে মহারাণী॥
একাকার উঠে ধূম দুড় দুড় দুড়ুম দুম্
গভীর গর্জনে ছোটে গোলা।
মার্ মার্ হাঁকে পাত্র সমরে শ্যালীর গাত্র
হাড় মাস কর রতি তোলা॥
সামালি সংগ্রামে ছোটে গজবাজী রণে লোটে
ছোটে ঘোড়া কাটে ঠায় ঠায়॥
দেখি যত বীরগণে কোপে তাপে প্রাণপণে
চৌদিকে চাপিয়া বেগে ধায়॥
জাঙ্গড়া যবন যতে বেড়ে আসি হাতে হাতে
তায় পাত্র বলে ধর ধর।

অনুমানি মহারাণী যবনে বজায় আনি
অভিমানি হানিল জঠর ॥
সবে বলে ধন্য ধন্য কোপে ঘোড়া কত সৈন্য
পদাঘাতে সংহারিয়া ধায় ।
গমনে যেমন ঝড় পার হোলো নদী গড়
দ্বারে আসি হেষনি জানায় ॥
মহারাণী মলো রণে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে
মনে ভাবি গুরু পদদ্বন্দ্ব ।
যে জন গাওয়ায় গায় যেবা শুনে ধর্ম্মরায়
সবাকার বাড়য়ে আনন্দ ॥

ঘোড়ার হেষনি শুনি কানড়া যুবতী ।
দাসী হস্তে জলঝারি ধায় শীঘ্রগতি ॥
মনে হলো মহিম জিনিয়া এলো দিদি ।
নিকটে আসিয়া দেখে বাম হৈল বিধি ॥
মলিন বয়ানবিধু নয়ান মুদিত ।
অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্র বাজী রুধিরে ভূষিত ॥
কাঁদিয়া কলিঙ্গা কোলে করিল কানড়া ।
বুক ফেটে আছাড়ে পরাণ ছাড়ে ঘোড়া ॥
শোকে রাণী আকুল দুকূল নাহি চায় ।
কপালে কঙ্কণ হানে কাঁদে উভরায় ॥
কোথা গেলে সাধনীর স্বামীসোহাগিনী ।
উত্তর না দেহ কেন ডাকে অভাগিনী ॥
কানড়া কিঙ্করী কোথা গেলে গো ছাড়িয়া ।
মজে ধন ধরণী ধরিতে নাহি হিয়া ॥
দিদিগো বিদরে বুক মুখ দেখি তোর ।
সদাই সোহাগ আর কে করিবে মোর ॥
কি বলে বোঝাব বাছা মা বলে কাঁদিলে ।
কি বলে প্রবোধ দেব প্রাণনাথ এলে ॥

এলাল কবরী কেশ ধূলায় লুটায়।
মুখানি মুছায়ে দাসী দুর্ম্মুখা পেতায়॥
কেঁদ না সুন্দরী শুন উঠ বুক বেঁধে।
মরিলে কে কোথাকারে প্রাণ দিল কেঁদে॥
শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে ত্যজি শোক ত্যজ দূরে॥
কানড়া বলেন বুন কেমনে পাসরি।
সেরূপ এরূপ হলো আহা মরি মরি॥
কেমনে সাজিব বল বুদ্ধি হলেম হারা।
দাসী বলে সৃষ্টি তবে মজাইবে পারা॥
তুমি কোন না জান পাত্রের বুদ্ধি বল
সিমুলাতে সেজেছিল সেই সে পাগল॥
তোমার বিবাহ মনে হাতে বেঁধে সুতা।
বুড়া বরে এনেছিল খেয়ে গেছে গুঁতা॥
সে জন সমরে কেন এত বড় ভয়॥
পূজগে পার্ব্বতী পদ রণে হবে জয়॥
যে পদ সম্পদপ্রদ বিপদবিনাশা।
হরিহর হিরণ্যগর্ভের জয় আশা॥
অমর অধিপ ইন্দ্র আরাধি যে পদ।
প্রলয় খণ্ডালে মহা ব্রহ্মার বিপদ॥
যে পদপঙ্কজ পূজে ত্রিলোকের নাথ।
শ্রীরাম রাবণে রণে করিল নিপাত॥
সে পদপঙ্কজ রজে মজে চিত্ত যার।
চতুর্ব্বর্গ ফল বল করতলে তার॥
ভগবতী ভকতি মুকতি গতিদাতা।
দুরগতি কুমতি অরাতি ভয়ত্রাতা॥
প্রধান সাধিকা তুমি আমি কব কি।
ভবানী ভাবিনী ভব্য ভূপালের ঝি॥
শুনি ধনি আনন্দিত পুলকিত অঙ্গ।
শোক ত্যজি বাড়ে প্রেম পুলকে তরঙ্গ॥

ধন্য ধন্য বার দশ দাসীরে সম্ভাষে।
পূজিছে পার্ব্বতীপদ পূর্ণ অভিলাষে॥
ঘৃতে ভাজি জাগাইল সতিনীর কায়া।
ষোল উপচারে রামা পুজে মহামায়া॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম সুমধুর গান॥

প্রেম অঙ্গ গদগদ প্রমোদে পার্ব্বতীপদ
পঙ্কজ পরম পরিসর।
পড়িয়া পাত্রের হটে আরাধিল হেম ঘটে
রত্নসিংহাসনের উপর॥
ষোল উপচারে রামা সেবে শত্রু নাশ রামা
কনক কমলাসন দিয়া।
পাদ্য অর্ঘ মধুপর্ক ধান্য দূর্ব্বা দ্রোণ অর্ক
কুসুম কুঙ্কুম মিশাইয়া॥
মনে হয় মহোৎসবা চন্দনাক্ত রক্তজবা
ভক্তিযুক্ত শক্তি পদাম্বুজে।
কুমুদকলিকা কুন্দে করবীর অরবিন্দে
যাতি যুথী জবা জোড়ে পুজে॥
চুয়াচিত্র চাঁদমালা চন্দনে চর্চ্চিত কলা
চাঁপা চন্দ্রমল্লিকার হার।
ঘৃতের প্রদীপ পঞ্চ ধূপ ধুনা অপরঞ্চ
কলধৌত কত অলঙ্কার॥
উত্তম আতব অন্ন পাঁচ রূপ পরমান্ন
উপহার অনেক বিধান।
খাসা দধি ক্ষীরখণ্ডা ঘি মধু অমৃত মণ্ডা
চিনি চাঁপা কলা মর্ত্তমান॥
পরিপাটি পাঁচরসে পূজা করি ভক্তিবশে
ভবের ভাবিনী ভগবতী।

সমর্পিতে জপ পুজা দেখা দিল দশভুজা
কহিছে নতিস্তুতি ॥
নমো মাতা জয়চণ্ডী উদ্ধার আপদ খণ্ডি
জগজ্জননী জয়যুতে ।
নমো নারায়ণী নিত্যে নন্দিনী আনন্দ চিত্তে
নিশুম্ভনাশিনী নমোস্তুতে ॥
তুমি শচী তুমি উমা সত্যবতী তিলোত্তমা
সাবিত্রী সিন্ধুজা শিবা সতী ।
তুমি ত্রিলোকের মাতা শক্তি ভক্তি মুক্তিদাতা
ব্রহ্মার জননী বিশ্বপতি ॥
প্রলয় পালন সৃষ্টি এসবে তোমার দৃষ্টি
তুমি মতি তুমি গতি গো সবার ।
তারিণী ত্বরিতে তার তাপিত তনয়া তোর
তো বিনা স্মরণ লব কার ॥
অসুর অমর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর ।
যোগীগণ যে পদ ধেয়ায় ।
সে পদসরোজে সদা কিঙ্করী কানড়া মুদা
নতবতী ধূলায় লোটায় ॥
দেখিয়া প্রণতি স্তুতি পরিতুষ্টা ভগবতী
কৃপা করি কহেন ত্বরিত ।
কেন বাছা এত স্তব কোথা গেলে পরাভব
বর মাগ যে হয় বাঞ্ছিত ॥
চণ্ডীপদ সন্নিকটে কিঙ্করী কানড়া রটে
করপুটে সঙ্কটসকল ।
গুরুপদ ভাবি যত্ন ঘনরাম কবিরত্ন
বিরচিল মধুর মঙ্গল ॥

কাঁদিয়া কানড়া কয় করি কৃতাঞ্জলি ।
কাতর কিঙ্কর কুলে কৃপা কর কালী ॥

খলে খণ্ড খণ্ড কর খর খড়্গ ধরি।
খলে খেদ খণ্ডাতে অখিলে খড়্গেশ্বরী ॥
গৌরী গো গণেশমাতা গোবিন্দভগিনী।
গম্ভীর গরিমা গুণে উদ্ধার আপনি ॥
ঘোর ঘটা ঘোড়া হাতী নিশা ঘনঘোর।
ঘোররূপা ঘুচাও ঘটেছে বিঘ্ন মোর ॥
উর উগ্র বিনাশিনী উগ্রচণ্ডা মা।
উদ্ধারের বীজ উমা সার সেই পা ॥
চণ্ডরূপা চণ্ডিকা চঞ্চল চিত্ত নাশি।
চণ্ডবতী চামুণ্ডা চরণে রাখ দাসী ॥
ছলরূপা ছায়াবতী ছাড়ি ছল বাস।
ছায়ায় ছাওয়াল রাখ ছাড়িয়া কৈলাস ॥
জপ যজ্ঞ যোগ যন্ত্র জয় জগন্ময়ী।
জগতজননী জয়া রণে কর জয়ী ॥
ঝকঝকি ঝগড়া বিবাদবাদ বিনে।
কি বলিয়া ঝটিতে ঝম্পিয়ে উর রণে ॥
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া ঈষৎ ইঙ্গিতে।
ইদানী ইন্দ্রানী রাখ নয়নভঙ্গীতে ॥
টল টল মহী যবে আসুর টাননে।
টঙ্কারে টুটালে ভার টানি দুষ্টগণে ॥
ঠক ঠক ঠেকেছি মা ঠকের ঠকিতে।
ঠকরূপা ঠাকুরাণী ঠক সমাধিতে ॥
ডগমগী রুধিরে মজিল ডোমপাড়া।
ডরে ডরাইয়া ডাকে কিঙ্করী কানড়া ॥
ঢল ঢল সুর যবে অসুরের রণে।
ঢাল খাঁড়া ধরিয়া ঢলালে দুষ্টগণে ॥
তারিণী ত্বরিতে তার তাপিত তনয়া।
ত্রিলোকের ত্রাণ হেতু তুমি মা অভয়া ॥
থর থর কাঁপে প্রাণ স্থির নহে চিত্ত।
স্থিতিরূপা স্থল দিয়া কর মা স্থাপিত ॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবের দেবতা।
দানবদলনী দুঃখ দারিদ্র্যদংশিতা॥
দয়াময়ী দয়া কর দুঃখিনী দাসীতে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী দেবী নমোস্তুতে॥
ধরণীধারিণী ধাত্রী ধনদাত্রী ধন্যা।
ধরাধর ধাতার ধামিনী শৈলকন্যা॥
নিশুম্ভনাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী।
নরসিংহ নিস্তারকারিণী নারায়ণী॥
পাপিনী প্রমাদে পড়ে পাপপদ্মে কয়।
পুরীতে পাপিষ্ঠ পাত্র পড়েছে প্রলয়॥
ফাঁফর হয়েছি ফেরে ফিরে চাও মাতা।
ফলাফল বিফল ফলিল ফলদাতা॥
বাসুকী বাসব বিষ্ণু বিধাতা বরুণ।
বামদেব বিধাতা বলিতে নারে গুণ॥
বিশেষ বালিকাবুদ্ধি বিকলচেতনি।
বিশ্বমাতা বৈষ্ণবী বিভব কিবা জানি॥
ভবানী ভৈরবী ভীমা ভবের ভবানী।
ভকতবৎসলা ভক্তভয়বিনাশিনী॥
মহামদা ডোম হোল যমগণ লয়ে।
মহারাণী মলো মা মহিমে মগ্ন হয়ে॥
যার ভয়ে যদুপতি জলে করে বাস।
যবন দুর্জ্জন হেন করে জাতিনাশ॥
যদি যুবতীর জাতি যবনে যজায়।
যথার্থ জননী জিউ দিব তোর পায়॥
রক্ষ রক্ষ রঙ্গিনী রঙ্গিনী রণমাঝে।
রণ রণ রবে উরি রাখ দশভুজে॥
লীলায় মোহিত জিহ্বে লোলিত লোচনে।
লয় কর লাজহীন লম্পট দুজনে॥
বিবাদ বাসনা বিনা বিধি বড়ো বাম।
বিপত্তে বান্ধব দেবী তুমি পরিণাম॥

শুভানী সর্ব্বাণী শান্ত শঙ্করগৃহিণী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিণী সনাতনী ॥
সহসা সাহস নাই সাজিতে সমরে।
সংশয় সমরে শিবা স্মরণ তোমারে ॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
হরজায়া হৈমবতী হবে অনুকূল ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাময়ী ক্ষম অপরাধ।
ক্ষয়ঙ্করী ক্ষয় কর বিপক্ষ উন্মাদ ॥
ঘনরাম বলে বাম না হইবে মা।
জীবণ মরণে গো ভরসা রাঙা পা ॥
অভয়া বলেন বাছা ভয় ত্যজ দূর।
দানবদলনী মোরে জানে সুরাসুর ॥
বধেছি নিশুম্ভ শুম্ভ জম্ভের নন্দন।
রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড ধূম্রলোচন ॥
অপর বধেছি কত দুস্তর দানব।
কোন ছার মূঢ়মতি মামুদা মানব ॥
সাহসে সমরে শীঘ্র সাজ সীমন্তিনী।
তুমি রণে উপলক্ষ্য যুঝিব আপনি ॥
মহীমাঝে মহারণ মানুষের সনে।
আপনি সাজিতে নারি উপলক্ষ্য বিনে ॥
সাজ শীঘ্র কানড়া বিলম্ব নাহি সয়।
অমা অনুকূলে খণ্ডে ত্রিলোকের ভয় ॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে সংহারিব যেয়ে।
রাণী বন্দে ঈশ্বরী আশ্বাসবাক্য পেয়ে ॥
পুনঃ পুনঃ কহে অঙ্গ লোটায়ে অবনী।
শুনেছিলাম সত্য নাম পতিতপাবনী ॥
করিয়ে প্রণতি স্তুতি করযুগ যুড়ি।
বারালে হুকুম দিল সাজ কর ঘুঁড়ী॥
শুনিয়ে বারাল বেগে বাজিশালে ধায়।
আগাড়ি পাছাড়ি দড়ি ঘুঁড়ীর এলায় ॥

যতনে গাথানি মাজি করিল নির্ম্মল।
বিনালো বিচিত্র ঘাড়ে ঘুঁড়ীর কুন্তল॥
মুখানি মণ্ডিত মণি মুকুতার পাতি।
মরকত রজত রাজিত কত ভাতি॥
কপালে কাঞ্চন চাঁদ কনক কাড়ালি।
সজোরে উজোর জোড়ে মুখে মুখ নালি॥
গায়ে ঢালে পাখর গজকা বান্ধে শিরে।
বাগ্‌ডোর খিচিতে খঞ্জন যেন ফিরে॥
শর গুলি ধনুক বন্দুক খাঁড়া ঢাল।
তুলিয়া বাজীর পিঠে বাঁধিল বারাল॥
ঘন ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙ্গুর ঘন ঘোর।
কানড়ার কাছে নিল ঘেঁচি বাগ্‌ডোর॥
হাসনী কাঁদনী গতি কালিনী পাখরী।
দেখে জীয় জীয় বলে কানড়া সুন্দরী॥
রাণী কন ঘুঁড়ী তু মুখের ঘুচা কালি।
বলবান শত্রু এসে করিল ব্যাকুলি॥
দানা দিব দ্বিগুণ দলন কর অরি।
ভারতে ভরসা তোর সর্ব্বকাল করি॥
হেষনি জানায়ে খুরে অবনী আঁচড়ি।
কানড়ার কথা শুনি কিছু কয় ঘুঁড়ী॥
কি কার্য্যে কল্যাণী কেন কারে কর ভয়।
জয় দুর্গা জপে চলো রণে হবে জয়॥
চঞ্চল চরণ চোটে চাটে কত সেনা।
সংহার করিব আমি তুমি দিবে হানা॥
তুর্ম্মুখা ধূমসী দাসী আছে উপলক্ষ্য।
ত্রিভুবনে ভয় কি ভবানী যার পক্ষ॥
মোরে এত বিশেষ বুঝায়ে ফল কি।
সমরে সত্বর সাজ শুন রাজার ঝি॥
ঘুঁড়ীর বচনে অতি আনন্দে বিভোলা।
আপনি উঠিয়া যত্নে দিল রত্নমালা॥

ঘুঁড়ীর আশ্বাসবাক্য শুনি বাড়া বাড়া।
দাসীরে সাজিতে আজ্ঞা করিল কানড়া॥
সাজনি করিল দাসী পেয়ে আজ্ঞা পান।
শিরসি শঙ্করী পদ সদা করি ধ্যান॥
গায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িতে জড়িত॥
কোমর কসনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পটুকা তার কোলে॥
দুপাশে স্বরঙ্গ পট্ট পরিমল খাসা।
উরুদেশে লম্বিত গমনে শুনি ভাষা॥
শিরেতে সোনার টুপি টেয়া বাঁধা তায়।
সাজ করে সীমন্তিনী রাণীকে সাজায়॥
তড়বড়ি সাজে রামা রাহুতের বেশে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধোদেশে॥
পরাল শ্যামল জোড়া জড়িত কাঞ্চন।
ভূষিল তড়িতযুত যথা নবঘন॥
কাকালি কষণি করে কড়াকর করি।
পাঁচবেড় পটুকা উপরে বাঁধে জরি॥
পরিপাটী পেটী আঁটি পাগ পরিসরে।
সম্মুখে সাজায়ে বস্ত্র দাসী ধরে করে॥
শিরে বান্ধে সরবন্দ স্থবর্ণের চিরা।
বিন্দু ইন্দু বাণ হেম মাঝে পঙ্ক হীরা॥
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ কপালে সিন্দুর।
নারীর নিশান রেখে বেশ করে দূর॥
সেই ক্ষণে মায়ের পায়ের লয়ে ধূলা।
চড়িলা ঘুঁড়ীর পিঠে শুভক্ষণ বেলা॥
দড় দড় কোমর কষিয়া কড়াকড়ি।
আগুদলে ধূমসী আইল রড়ারড়ী॥
বেঁধেছে হেথের যেন মূর্ত্তিমন্ত কাল।
বাঁহাতে ধরেছে খাঁড়া ডানি হাতে ঢাল॥

মুড়ায়ে মালক মেরে চড়া দিয়ে চাপে।
ধেয়ে যেতে ধূমসী ধমকে ধরা কাঁপে ॥
পেরুল সহর গড় কালিন্দী সরিৎ।
হান হান হুঙ্কার হাঁকিছে বিপরীত ॥
চমকিত রাজসেনা দেখে ভয় পেলো।
কেহ বলে শ্রীযুত লাউসেন এলো ॥
রায় নয় রাণী এলো কেহ কেহ বলে।
করে শঙ্খ কঙ্কণ কিঙ্কিণী দেখি ভালে ॥
সতিনীর শোকে এলো হরিপালের ঝি।
আজি রণে কি জানি কপালে আছে কি ॥
তুর্ম্মুখা দাসীরে দেখে লখা এলো রণে।
অনুমানি ভাবি ভয় কবিরত্ন ভণে ॥

সেনের আকার বেশ অঙ্গ আভা সবিশেষ
কানড়া দেখিয়া পাত্র কয়।
নিজ দেশে ছিল লুপ্ত বৃহন্নলাসম গুপ্ত
রণে এলো রঞ্জার তনয় ॥
কোথা বা হাকন্দ নদ কোথা পুজে ধর্ম্মপদ
ওবা কোথা লুকাইয়া ডরে।
কে জানে এমন সন্ধি মা বাপে রাখিয়া বন্দী
পশ্চিম উদয় সাধে ঘরে ॥
লীলাখেলা রঙ্গরসে যুবতী যৌবন বশে
নিজদেশে ছিল লুকাইয়া।
বিরূপ করিয়া ধর্ম্ম হেন ছার হীন কর্ম্ম
করে মোর ভাগিনা হইয়া ॥
দেখ দেখ সর্ব্বলোকে যুবতী জায়ার শোকে
আপনি সাজিয়ে এলো শেষে।
সবাই প্রমাণ রও রাজা জিজ্ঞাসিলে কও
লাউসেনে দেখে এলাম দেশে ॥

কহিছে কানড়া রাণী গর্ব্বিত গঞ্জনাবাণী
শুনিয়া পাত্রের দুষ্ট ভাণ।
ময়না মণ্ডলপতি কারে কৈলি মূঢ়মতি
স্ত্রীপুরুষ নাহি পরিজ্ঞান॥
মামাশ্বশুরের লাজ মাথায় পড়ুক বাজ
শুন পাত্র পরিচয় করি।
সিমুলাতে যার চেড়ী উপাড়িল তোর দাড়ি
সেই আমি কানড়া কুমারী॥
আপনি অধর্ম্ম কূপ সবে সেই দেখ রূপ
নাথে বল লুকায়ে ভবনে।
ধর্ম্মময় মহাশয় সাধিয়া পশ্চিমোদয়
আজি কালি আসে নিকেতনে॥
ধিক ধিক মহাপাত্র কলঙ্ক করিলি মাত্র
অবলা উপরে করি সজ্জা।
তো হতে কি হয় কার পেয়ে যাবি তিরস্কার
তবু ত ছারের নাই লজ্জা॥
অভিমানী মহারাণী মরিল জঠরে হানি
তায় তু বাড়িল বটে বুক।
শুনি পাত্র জ্বলে কোপে ঘন তা দেয় গোঁফে
মার মার হাঁকিছে দুর্ম্মুখ॥
দুর্ম্মুখা ধুমসী দাসী আগুদলে ধরে আসি
হান হান হাঁকিছে কানড়া।
দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ধুমসী সম্মুখ রণে
দুহাতে হানিছে হাতী ঘোড়া॥
মার মার হাঁকিছে মামুদা মূঢ়মতি।
হান হান হাঁকে রাণী কানড়া যুবতী॥
হাতাহাতি মহিম বাধিল চোটপাট।
দাঁদালে দুহাতে দাসী যুড়ে এলো কাট॥
ঢাল মুড়ে মহিমে মাতিল মহারাণী।
হান কাট হুঙ্কারে হাঁকারি হানাহানি॥

মালক মারিয়া কত মানুষের মুড় ।
এক চোটে অমনি হাতীর হানে শুঁড় ॥
ভূমে লোটে গজরাজ সিপাহী জাঙ্গড়া ।
খাসা জরি জরদ জড়ায়ে জামাজোড়া ॥
দাঁতে ধরে লাগাম দুহাতে ধরে খাঁড়া ।
সেনাগণে হানে রাণী রণে দিয়া তাড়া ॥
সাহসে সম্মুখে আসি বাধাল মহিম ।
ভল্লভূঞা ভুতুক ভবানী রণভীম ॥
হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে রাখে শরগুলি ।
সমরসিংহিনী রাণী ঝিকে ঢাল চালি ॥
সাঙ্গি শেল ঝকড়া কানড়া কলা সাটে ।
সামালিয়া সাহসে সমরে সেনা কাটে ॥
দড়বড়ি বিবাদ বাধিল হাতাহাতি ।
ধূমসী সম্মুখে যুঝে মান্ধাতার নাতি ॥
হাতী ঘোড়া সনে রণে হানে ঠায় ঠায় ।
শরগুলি আখালি পাথালি তালি খায় ॥
ধূমসী তামসী রণে পড়ে ধুন্ধুমার ।
হাতী ঘোড়া সিফাই পড়িছে একাকার ॥
এক চাপে রুষিয়া চঞ্চল ঢাল চালি ।
ধূমসী সম্মুখে যোঝে যোল শত ঢালি ॥
ঢাল আড়ে এঁটে বিঁধে হাঁটু পেতে ভূঁয়ে ।
গরদ গাদোলা গায়ে চাঁপদাড়ি মুঞে ॥
সমরে সিফাই যত দাবাইল ঘোড়া ।
মজুত অজুত মাঝে হাজার জাঙ্গড়া ॥
কানড়া দপটে কাটে পেয়ে বীর বা ।
বলিছে বাসুলি জয়া বলি লও মা ॥
ঝট্‌পটি শবদ খাঁড়ার ঝনঝন ।
চটাচট্ট চৌদিকে চাপিয়া টন টান্ ॥
ঠন ঠান্ সমরে সিফাইর পড়ে শর ।
ঝুপ ঝাপ ঝাঁকে ঝাঁকে ঝিকে গুলি তীর ॥

শন শন শুনি শুধু শরের শবদ।
হান হান হুঙ্কারে হাঁকিছে মহামদ॥
প্রাণপণে যুঝে রণে যত রাজসেনা।
রণ রঙ্গ রণরায় রণে দিল হানা॥
মীর মিঞা মোগল পাঠান খানসামা।
মান্ধাতার নাতি আর ভূপতির মামা॥
সাঁকি বাঁকি এরাকি উপরে অস্ত্র এড়ে।
বারভূঞা মিঞাগণ হাতে হাতে বেড়ে॥
দেখে কতো তরাসে তরল হল রাণী।
হেন কালে নানা মূর্ত্তি উরিলা রঙ্গিণী॥
খড়্গিনী শূলিনী কেহ গদিনী চক্রিণী।
শঙ্খিনী চাপিনী ঘোরা নৃমুণ্ডমালিনী॥
কেহ ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণা।
কালী কপালিনী কেহ করালবদনা॥
বাম হাতে অসি কারো ডাহিনে খর্পর।
বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর॥
ঘোর মূর্তি ভয়ঙ্করী ঘূর্ণিতলোচনা।
চারিদিকে চঞ্চল চাপিল চণ্ডদানা॥
জটিল হটিল তেজা তারা যেন ছুটে।
বিকট বদনে রক্তজবা যেন ফুটে॥
মুলা পারা দশন বসনহীন কটি।
কেহ রাঙ্গা চেল পরা কেহ বীরধটী॥
ঝট্‌পটি ঝাপটে ঝাঁপিয়া উর রণে।
মার মার ডাকে দেবী কবিরত্ন ভণে॥

মার মার বলে ডাক ছাড়েন ভবানী।
সেনাগণ দানাগণ সমরে নিদারুণ
দুদলে করে হানাহানি॥
রঙ্গিণী রণ জয়ী দুন্দুভি বাজই
ঘন ঘোর গাজই দামা।

রাজপুত মজবুত বৈছন যমদূত
সমযুত বুঝে খানসামা ॥
দাদালি দলবল মহী মাঝে মাতল
মানব মহিমে মহা দম্ভে।
ধর ধর বলে ঘন ধাইছে দানাগণ
ধমকে ধরাধর কম্পে ॥
তবু তো অকাতর নৃপতি লস্কর
দুস্কর সমরের মাঝে।
ঝটাপটি চোট পাট বহিছে হান কাট
মামুদা মার মার গাজে ॥
ঘুঁড়ী পিঠে কানড়া ঝাঁকে ঝকড়া
ঝাপটা ঝিকে ঝুপ ঝুপ।
না মানিয়া সংশয় রণজিৎ রণজয়
রোষে বীর রণভীম ভূপ ॥
সাঙ্গি শেল ঝুপ ঝুপ রাখিছে লুপ লুপ
লাফে লাফে লুফিছে দানা।
প্রেত ভূত পিশাচী ধাওয়াধাই ধূমসী
খুসমী রণে দিল হানা ॥
হাঁকে হাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে
আকাশে একাকার ধূম।
দিশাহারা দিবসে হত কত তরাসে
গোলা গাজে দুড় দুড় দুড়ম্ ॥
করয়ে তর্জ্জন ঘোরতর গর্জ্জন
দুর্জ্জন দানাগণ দর্পে।
সংগ্রামে সেনাগণ সংহারে বৈছন
ক্ষুধিত খগপতি সর্পে ॥
বড় গোলা বন্দুক দুড় দুড় দশমুখ
চকিত চমকিত শেষ।
অবনী টলাটল কম্পিত কুলাচল
ত্রাসে তরল ত্রিদিবেশ ॥

ধূমসী পর দল হানিছে দলবল
হাঁকিছে বিপরীত রা।
বীরগতি চলিছে বাহু তুলি বলিছে
বলি লও বাস্থলী গো মা॥
টন্ টান্ ঠন্ ঠান্ ঢাল চালে ঢন্ ঢান্
ঝণ ঝান ঘন রণনাদ।
দেখিয়া বিপরীত চৌদিকে চমকিত
মামুদা ভাবে পরমাদ॥
কেহ খেয়ে মুটকী কেহ দেখে ভাবকী
ভাবকে মলো কত সেনা।
দাদালিয়া দাবড়ে চাটি চড় চাপড়ে
কামড়ে হাতী পাড়ে দানা॥
কেহ বা ঝোড়ে ঝাড়ে লুকাতে আড়ে ওড়ে
ঘাড়ে ধেয়ে ধরিছে চণ্ড।
রক্ত চুমুকে পিয়ে চুষে মাথার ঘিয়ে
চোয়ালে চিবাইছে মুণ্ড॥
নরশির ছিঁড়িয়া কেহ ফেলে ছুঁড়িয়া
লাফায়ে লোফে কোন দানা।
কেহ বর বারণে শুঁড়ে ধরি সঘনে
গগনে ফিরাইছে তানা॥
ডাক ডাকি ডাকিনী রণে যুঝে যোগিনী
রঙ্গিণী দেখে রণরঙ্গ।
তক্ষক সম্মুখ যথাবিধি মণ্ডুক
সমরে সবে দিল ভঙ্গ॥
মামুদা মূঢ়মতি পলাতে দ্রুতগতি
ধূমসী পিছে পিছে ধায়।
গুরুপদ যত্ন দ্বিজ কবিরত্ন
সঙ্গীত মধুরস গায়॥
প্রাণ লয়ে পাপমতি পলায় কাতর।
ধাওয়া ধাই ধূমসী বলিছে ধর ধর॥

তরাসে তরলতর ফাঁকর হইয়ে।
আথবাড়ী গুড়ি গুড়ি লুকাইল যেয়ে ॥
দেয়ে তায় আগুন মিটাল দাসী মাগী।
কপালে থাকিলে কষ্ট কেহ নয় ভাগী ॥
অনুকূল অনিল অনলে বেড়ে বাড়ী।
পুড়িল গায়ের জোড়া মুখ গোঁফ দাড়ি ॥
অভব্য অভাগা ভয়ে ভাল্লুকের গাড়ে।
লুকাইতে লাফায়ে ধুমসী ধরে ঘাড়ে
মর্ বলে মারিতে মাথায় বজ্র মুঠা ॥
পায়ে পড়ে মহাপাত্র দাঁতে করে কুট।
তবু ভূমে ঘসে মুখ দিয়ে ঝুঁট নাড়া।
হেন কালে ঘুঁড়ী পিঠে আইল কানড়া ॥
ধরিস ধুমসী দাসী হাঁকে মহারাণী।
মামাশ্বশুরের মাথা এক চোটে হানি ॥
হাতে লয়ে হেতার হানিতে যায় হটে।
অভয়া উরিলা আসি এমন সঙ্কটে ॥
মহামায়া বলেন বচনে মাখা মধু।
ধন্য মামাশ্বশুরের সমরে ভাগিনা-বধূ ॥
কানড়ার করে ধরে কহেন পার্ব্বতী।
পরাজয়ী জনে বধ অনুচিত অতি ॥
তায় মামাশ্বশুর গর্ব্বিত গুরুতর।
পরাণে বাঁচায়ে বাছা অপমান কর ॥
বুঝিনু অশেষ তাপে এসেছ নিধনে।
কিন্তু বাদী বধিলে বিবাদ কার সনে ॥
বাদ ছেড়ে বধ যদি তবু মহাপাপ।
এ পাপে তোমার পতি পাছে পান তাপ ॥
কুশলে আসুন সেন যত দিবে শোধ।
চরণে পড়িলা রাণী পাইয়ে প্রবোধ ॥
দাসীরে ঠেকায়ে দিতে দিল ঘাড় নাথা।
ভিজায়ে ঘুঁড়ীর মুতে মুড়াইল মাথা ॥

বাইশ বিটল ভোতা বাদাইল ক্ষুর।
পীড়ায় পাত্রের প্রাণ করে দুর দুর॥
ছেঁড়া জুতা গলায় গাঁথিয়া দিল মালা।
কেহ বলে এই ভেড়ে ভূপতির শ্যালা॥
এক গালে চুণ দিল আর গালে কালি।
কেহ মারে নাথা হুথা কেহ দেয় তালি॥
কেহ বলে উহার বদনে লাগুক ভস্ম।
ঐ বেটা মজাইল সেনের সর্ব্বস্ব॥
ঠক বলে মাথায় ঠোকার কেহ মারে।
গলায় বাঁধিয়ে দড়ি ফিরায় সহরে॥
ঠকঠেঁকা নাবড় লোকের এইরূপ।
ঢোল মেরে ডেকে বলে পাত্র চলে চুপ॥
দেশ হৈতে দূর কৈল দিয়া পেলা লাথি।
পাত্তর কাতর হয়ে প্রবেশে রমাতি॥
লোক লাজে কাজে পাত্র দিনে রয় বনে।
নিশাভাগ রাত্রে গেল আপন ভবনে॥
নিদ্রায় কাতর কারো মুখে নাই রা।
ঘন ডাকে উঠ উঠ কামদেবের মা॥

কপাটে মারিতে লাথি শুনি দুম দাম।
চীৎকার শবদে উঠে ঘুচে কালঘাম॥
চোর চোর বলে মাগি লাগাইল লেঠা।
ডাকাডাকি করিতে উঠিল পাঁচ বেটা॥
কামদেব কুপিয়া ধরিতে যায় জুটে।
মাথা নেড়া দেখে তেড়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে॥
আমি আমি বলিতে বচন নাই বুঝে।
লাথালাথি কুহুই গুঁতা কীল পড়ে কুঁজে॥
দেখিতে বিকট মূর্ত্তি তায় ঘোর রাতি।
চোর বুদ্ধে মাগী তার মুখে মারে লাথি॥
আমি মহামদ পাত্র না মার না মার।
দারুণ দৈবের দোষে এ দশা আমার॥

এত যদি পাত্তর কাতর হয়ে কয়।
আলো জ্বেলে দেখে তবে সকলি নিশ্চয়॥
দেখিয়া বিস্ময় কারো মুখে নাহি রা।
মড়ার অধিক হোলো কামদেবের মা॥
মায়ে পোয়ে পায়ে পড়ে খণ্ডাল আপদ।
লাজে কাজে দুখে সুখে রয় মহামদ॥
ভূপতি ভেটিতে গেল ভাবিয়ে নাবড়ি।
প্রণাম হইয়া কিছু কয় কর যুড়ি॥
কে বলে হাকন্দ সেন পূজা করে ধর্ম্ম।
বিবরি বলিব কত ভাগিনার কর্ম্ম॥
অর্জ্জুনের সমান লুকায়ে নিজ বেশ।
সংহারিছে সব সেনা কিছু নাই শেষ॥
বলিতে বুঝিছে রাজা বচন চাতুরী।
মনে নিল এই দুষ্ট লুটেছিল পুরী॥
বিনাশ হয়েছে বুঝি ধূমসীর আগে।
ঘরে বসি লাউসেন মনে নাহি লাগে॥
বুঝিব পশ্চাৎ ভাবি রহে নৃপবর।
কানড়া লইয়া হেথা শুনহ উত্তর॥
কাঁদিয়া কানড়া ধরে পার্ব্বতীর পা।
পাটরাণী দিদিরে জিয়ায়ে দেও মা॥
বাছার বয়ানবিধু দেখে হিয়া ফাটে।
অভাগীর এত দুঃখ আছিলা ললাটে॥
মজিল সকল সৃষ্টি হলো সর্ব্বনাশ।
প্রবোধ করেন মাতা চাতুরী আশ্বাস॥
শুন বাছা সংসারে সতিনী শেল কাঁটা।
বিধি তোর ঘুচাল বুকের শেল জাঠা॥
যে ঘরে সতিনী বসে সেই দুঃখে ভাজা।
যে তাপে ত্যজিল তনু দশরথ রাজা॥
কি কারণে কৌশল্যা কাতর পুত্রশোকে।
রাম বনবাস কেন গায় ত্রিলোকে॥

কৈকেয়ী সতিনী হতে কৌশল্যার দুঃখ।
আপনি বিশেষ জানি সতিনীর সুখ ॥
আপনা কাটায়ে দিলে না পেতায় সতা।
দুগ্ধে ধুলে অঙ্গার না ছাড়ে মলিনতা ॥
করপুটে কানড়া কাঁদিয়া কিছু কয়।
জনমে না জানি জয়া সতিনীর ভয় ॥
ছোট বুন সমান পালন কৈল দিদি।
বড় সুখ সাধের সতিনী দিল বিধি ॥
দেখিলে জুড়ায় প্রাণ না দেখিলে মরি।
শুনিয়ে সন্তোষ চিত্তে বুঝান ঈশ্বরী ॥
না কাঁদ সুন্দরী শুন চল নিকেতন।
বুক বাঁধ বিপত্তে বিষাদ অকারণ ॥
পশ্চিমে উদয় দিয়া দেশে এলো সেন।
তবে কি এ দুঃখ কারো রহে একক্ষেণ ॥
পাটরাণী কলিঙ্গা অপর যত লোক।
সবারে জিয়াবে সেন তুমি ত্যজ শোক ॥
আশ্বাস পাইয়া বন্দে অভয়া চরণে।
দেবী গেলা যথাস্থানে রাণী নিকেতনে ॥
রাখিল রাণীর অঙ্গ ঘৃতে করি ভাজা।
হাকন্দে চঞ্চলচিত্ত লাউসেন রাজা ॥
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের অর্দ্ধ অঙ্গ।
মরণে মলিন মতি হলো ধ্যান ভঙ্গ ॥
শ্রীগুরুপদারবিন্দ বন্দনাভিলাষী।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসী ॥

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি মহারাজ চক্রবর্ত্তী
কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্রপ্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥

॥ ইতি জাগরণ পালা সমাপ্ত ॥

পশ্চিম উদয় পালা

কাঁদে রাজা লাউসেন রঞ্জার কুমার।
কি হলো দেশের দশা কি হলো আমার॥
কি হলো কি হলো রাজা কি হলো কি হলো।
প্রাণের কর্পূর কিবা চিত্রসেন মলো॥
পিতা মাতা মলো কিবা নিগূঢ় বন্ধনে।
কি পাপে না রয় মতি প্রভুর চরণে॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব গুরু অতিথি সেবায়।
অনাদর হল কিবা প্রভুর পুজায়॥
প্রজাগণে পীড়া বা করেছে কালুবীর।
কি পাপে প্রভুর পদে মন নহে স্থির॥
অমলা বিমলা কিবা কলিঙ্গা কানড়া।
কুকর্ম্ম করিল কিবা হল ধর্ম্মছাড়া॥
পুরী বা মজাল মোর মামা মহামদ।
কলিঙ্গা মরিল কিবা ঘটিল আপদ॥
নাই কোন হেন বন্ধু শোকসিন্ধু তারে।
সমাচার জানিতে পাঠায়ে দিব কারে॥
ভাবিতে শরীর শেষ শোকে হলেন ভুয়া।
রাজার রোদন শুনি বলে সারী শুয়া॥
সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
আমি তব পিতা পুত্র সোদর সারথি॥
লঘুগতি বারতা আনিয়া আমি দিব।
তোমার লবনে বন্দী যত কাল জীব॥
সারী শুক সংবাদ শুনিয়া সেন হাসে।
সেন কন শুন মাসী পক্ষী কি প্রকাশে॥
সম্পদে পালিলাম পক্ষী ঘৃত অন্ন রোজে।
আজি পক্ষী প্রমাদে পালাতে পথ খোঁজে॥
সেনের সংশয় শুনি সারী শুক কয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরুপদাশ্রয়॥

সারী শুক বলে রাজা কর অবগতি।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু মোরা ব্রাহ্মণ সন্ততি ॥
গুরুর মন্দিরে পাঠ পড়ি চিরদিন।
শুন রায় যে হেতু হইল দশা হীন ॥
শিশু সব সহিত সাদরে শাস্ত্র পড়ি।
হেনকালে সারী শুক আনিল আহিরী ॥
শিশুমতি দু ভেয়ে মজানু চিত তায়।
দেখিতে ধাইনু খড়ি পুথি ফেলে রায় ॥
নিষেধ করিল গুরু না শুনিনু কাণে।
এই পাপে বধ কৈল অভিশাপ বাণে ॥
পক্ষী দেখি পাগল হইলি দুই পাপ।
পক্ষীযোনী জন্ম যেয়ে গুরু দিল শাপ ॥
এই হেতু পক্ষী হয়ে করি যে ভ্রমণ।
আকাশ অবনী গিরি কুহর কানন ॥
পাকা আম্র আহার করিতেছিনু মিঠা।
শাখা আড়ে আখেটী পাখায় দিল আঠা ॥
নাসা বিন্ধি বদনে বন্ধন দিল দড়ি।
বিক্রয় বাসনা হেতু ভ্রমে বাড়ি বাড়ি ॥
কেহ কহে দেড় বুড়ি কেহ দশ গণ্ডা।
তোমার মিলনে মোর দুখ গেছে খণ্ডা ॥
আপনি অঙ্গের আঠা ঘুচাইলে যত্নে।
পিঞ্জর নির্ম্মাণ করি দিলা নানা রত্নে ॥
খাওয়াইলে ক্ষীরখণ্ড ঘৃতমাখা অন্ন।
আখেটীকে দান দিতে হইল প্রসন্ন ॥
বারপণ আখেটী ইচ্ছায় মেগে লয়।
আমি গেলে এই মাত্র তোমার অপচয় ॥
পিতা তুমি পালন করেছ পুত্র প্রায়।
এবার তোমার ধার কিছু শুধি রায় ॥
আমি পক্ষ উপলক্ষ লেখ মসীপত্র।
সমাচার সত্বর আনিব গত মাত্র ॥

কি কহিতে কি কথা কহিব পক্ষীমুখে।
শুনি আনন্দিত সেন পরম কৌতুকে॥
মুখানি মুছায়ে সেন করিল বাহির।
বলেন বিনয়বাণী খাওয়াইয়া ক্ষীর॥
তুমি বন্ধু বান্ধব বিপত্তে মোর সাথী।
পক্ষীরে সন্তোষ করি রাজা লিখে পাতি॥
রামপদ কোকনদ সম্পদাভিলাষী।
ভণে বিপ্র কবিরত্ন কৃষ্ণপুরবাসী॥
প্রথমে লিখিলা স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিতা।
শ্রীমতী কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা॥
সুপরম শুভাষী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণ কারণ॥
পরন্তু কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে।
শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিতে॥
হাকন্দ আনন্দকন্দ নিরানন্দময়।
ইহার কারণ কিছু না বুঝি নিশ্চয়॥
বিবরি বিশেষ বার্ত্তা লিখিবে সকল।
প্রাণের কর্পূর চিত্রসেনের মঙ্গল॥
অপর সকল শুভ লিখিবে বিশেষ।
এখানে আমার প্রাণ হলো অবশেষ॥
প্রভুপদ প্রসন্নে পুজিনু এতদিন।
এবে অতি দুর্গতি হইল দশাহীন॥
প্রাণ পণ করেছি না যাব বর বিনে।
কালুকে কহিবে পুরী রাখে রাত্রিদিনে॥
অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব।
পিতামাতার চরণে জানিবে দণ্ডবত॥
প্রতিমাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ।
বিভাব যে হনু বাপা দানে বড় সচ॥
সুপালনে সুন্দরী পালিবে বসুমতী।
জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কিমধিকমিতি॥

বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহবার লেখা।
বান্ধিল পক্ষীর গলে প্রতি বর্ণ দেখা॥
উড়াইতে উঠে পক্ষী আকাশ পদ্ধতি।
যতদূরে নাহি শর বাঁটুলের গতি॥
পক্ষী বড় চতুর চিন্তিল আগে দিশা।
উধাও করিল বেগে ময়নার শীষা॥
কত তীর্থ নদনদী দেশ দেশান্তর।
একে একে রেখে গেল ময়নানগর॥
ভূপতির প্রাচীরে বসিলা সারীশুক।
নিরানন্দ নগর নিরখি ভাবে দুখ॥
সঘনে ডাকিয়া পক্ষী পরিচয় দেন।
কোথা মা কলিঙ্গারাণী ভাই চিত্রসেন॥
হাকন্দ হইতে আসিয়াছে শুয়াসারী।
হরিষ বিষাদে রাণী শুনে হল বারি॥
সারী শুক মুখ হেরি কহে শোকাকুলি।
প্রভু বিনা পুরী হৈল সৌতের শিয়লী॥
গড় বেড়ে গৌড়ের নাবড় দিল থানা।
ঈশ্বরী রাখিল পুরী দিতে রাত্রে হানা॥
থাকুক সে সব শোক সমুদ্র অকুল।
নাথের বারতা বল সকলের মূল॥
পশ্চিম উদয় দিয়ে কতদূরে রায়।
পক্ষী বলে পড় পাতি এলায়ে গলায়॥
পক্ষীমুখে কি কথা কহিতে কব কি।
পত্র হাতে হর্ষ হলো হরিপালের ঝি॥
হরিষে বন্দিল পাতি হয়ে আনন্দিতা।
রামের অঙ্গুরী যেন পেলে দেবী সীতা॥
পাতি পড়ে পতির প্রবল পীড়া পায়।
অদ্যাবধি ঠাকুর না হল বরদায়॥
হায় বিধি কি হলো ঠাকুর বলে কাঁদে।
পাঁচ দুখে মিশাল কেমনে বুক বাঁধে॥

মহারাণী বলে বাপু মজিল সকল।
শুনে সারী শুকের নয়নে বহে জল॥
আজি কালি উদয় দিবেন ভগবান।
হেনকালে বাবার হইল চিত্ত আন॥
জানিতে পাঠাল মোরে ঘরের বারতা।
কহিতে নারিব কিছু এ সকল কথা॥
প্রবোধ বচন পুন বলে সারী শুক।
পশ্চিম উদয় হলে যাবে যত দুখ॥
মহাশয় আছেন আমার চেয়ে মুখ।
শুভাশুভ শুনিলে ক্ষণেক দুখ সুখ॥
মহাশয় মায়ায় মোহিত নয় বাড়া।
প্রবোধ পাইয়া পত্র লিখেন কানড়া॥
শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম॥
প্রভু পদ পঙ্কজ পরম পূজ্যমতি।
কানড়া কুমারী করে অসংখ্য প্রণতি॥
কৃপা পত্রী পেয়ে প্রভু পীড়া পেলাম প্রাণে।
কি পাপে বঞ্চিল বিধি সেখানে এখানে॥
এত কালে না হইল পশ্চিম উদয়।
কতেক লিখিব দেশে যতেক প্রলয়॥
তোমার মাতুল নাথ মজালে ময়না।
নবলক্ষ দলে বলে দিল রাত্রে হানা॥
নদী পার করে পথে হানে লক্ষ তিন।
তারপর না জানি কি হলো দশা হীন॥
শাকাশুকা ডোমগণ যুঝে মলো রণে।
মহাবীর শির দিল সত্যের কারণে॥
সন্তাপে সাজিয়ে দিদি অভিমানে মলো।
কি আর লিখিব নাথ সর্ব্বনাশ হলো॥
উপলক্ষ আপনি ঈশ্বরী অনুকূল।
শেষে যেয়ে সব সেনা করিনু নির্ম্মূল॥

অপমানে পাত্তর পালাল নিকেতনে।
নিবেদনমিদম লিখিনু শ্রীচরণে ॥
লিখিয়ে বিশেষ বার্ত্তা বলে সমাচার।
দেখ শুয়া ময়না হয়েছে ছারখার ॥
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী শ্বন শিবা।
নিত্য করে কলরব কিবা রাত্রি দিবা ॥
আহার করিয়া বাপু যাও অবিশ্রাম।
এত শুনি সারী শুক বলে রাম রাম ॥
মাকে চেয়ে মা মোর মরেছে মহারাণী।
কোন্ সুখে মুখে অন্ন দিব গো জননী ॥
আগে যেয়ে বাপারে বলিব সমাচার।
তবে স্নান করে কিছু করিব আহার ॥
সাধু সাধু বলি রাণী পত্র দিল বেঁধে।
উপর গগনে পক্ষী উড়ে যায় কেঁদে ॥
শোকে তাপে তৃষ্ণায় ক্ষুধায় ক্ষীণবলে।
জ্ঞানহত হয়ে পড়ে সেনের আঁচলে ॥
চেতন করিল রাজা মুখে দিয়া জল।
খেতে দিল ক্ষীরখণ্ড সুধান মঙ্গল ॥
শুয়া বলে নিবেদন শুন মহাশয়।
কতেক কহিব দেশে যতেক প্রলয় ॥
ময়নাতে মহাবীর ছিল যত জন।
গেল অরবিন্দ মিত্র সুতের ভবন ॥
অভিমানে জননী গেছেন সেই স্থান।
ছোট মা আছেন তাঁর ওষ্ঠাগত প্রাণ ॥
অনশনে জননীর অতি ক্ষীণ বপু।
না করে আহার আর অজানাথ রিপু ॥
হরির পট্টন পতি অনুজের রীত।
দিবস রজনী মাতা ইহাতে বঞ্চিত ॥
পক্ষী বলে পড় পাতি এলায়ে গলার।
বলিতে বলিতে চক্ষে বহে জলধার ॥

পাতি পড়ে ভূপতি পাইল মহা খেদ।
কলিঙ্গা মরণ শুনি তনু হলো ভেদ॥
হাহাকার করে কাঁদে লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

হরি হরি কে হরিল কলিঙ্গা সুন্দরী।
মায়াময় হোম ফান্দে পড়িয়া ভূপতি কান্দে
নাই বাঁধে বসন সম্বরি॥
প্রিয়ে কোথা গেলে কলিঙ্গা সুন্দরী।
নয়লী যৌবন গায় কাঁচা সোনা যেন প্রায়
কেমনে মরেছ মরি মরি॥
বিমুখ যে করতার এ মুখ দেখাতে আর
নাহি যাব ময়না নগরী।
বিপক্ষজনার বুক বাড়ায়ে বিধাতা দুখ
দিলা মোর হরিয়ে সুন্দরী॥
সে হাস্য কটাক্ষ খেলা নিবিড় লাবণ্য লীলা
ভুরুভঙ্গী লোচন মাধুরী।
না দেখিব না শুনিব তাপে তনু তেয়াগিব
লহ প্রিয়া আমারে স্মরি॥
পীরিতি পুলক প্রেমে হীরায় জড়িত হেমে
রসময়ী আসি গলে ধরি।
হিয়া জ্বলে শোকানলে আলিঙ্গন প্রেমজলে
নির্ব্বান করহ কোলে করি॥
দেখিলে বিরস মুখ কেবা নিবারিবে দুখ
সুধাময় সরস মঞ্জরী।
রাখি অর্থ কড়ি টাকা কোন বিধি দিল ডাকা
প্রাণ মোর করে নিল চুরি॥
জানকী হারায়ে যেন শ্রীরাম কাঁদেন হেন
কাঁদিছে ময়নার অধিকারী।

সারী শুক শোকে কাঁদে কেহ নাহি বুক বাঁধে
বিরস রাজার মুখ হেরি ॥
শোকে সমাকুল রায় প্রবোধ বচনে তায়
পরিতোষে সামুলা সুন্দরী ।
ভণে বিপ্র ঘনরাম বিধি যারে বড় বাম
মরে তার গুণবতী নারী ॥

সামুলা বলেন যদি শোকে দিলে মন ।
এতকাল কঠোর করিলে কি কারণ ॥
বৃথা কর বিষাদ বিপত্তে বান্ধ বুক ।
জল দিয়ে বদনে বসনে মুছ মুখ ॥
মরি মরি বাছার বালাই লয়ে মরি ।
দেশে গেলে বিভা দিব পরম সুন্দরী ॥
সেন কন সংসার সকলি শূন্যময় ।
না হল উদয় মাসী মরিব নিশ্চয় ॥
বড় দুঃখ মরমে বিঁধিয়া রৈল বাণ ।
গৌড়ে বন্দী পিতা মাতা না হলো ছাড়ান ॥
সামুলা বলেন বাছা সেব ধর্ম্মরাজ !
আরাধিলে এবার উদয় সিদ্ধ কাজ ॥
দুঃখ সুখ যত দেখ ললাট লিখন ।
কঠিন কৃপার কথা শুনহ রাজন ॥
ঠাকুর বলেন আমি যারে কৃপা করি ।
ধন পুত্র পরিবার আগে তার হরি ॥
সার করি কানন সংহারি ধন জন ।
দুঃখ পেয়ে ছাড়ে যেন আমার ভজন ॥
এতেক উদ্বেগে যদি না ছাড়ে আশ্রয় ।
সে জন সংসারে তবে মোরে কিনে লয় ॥
অতেব একান্ত বাপু পুজ ভগবান ।
হয়েছে কৃপার পূর্ব্ব হবে সাবধান ॥

নিরুদ্বেগে উদয় দিবেন দিবাকর।
এত শুনি কন রাজা করি জোড়কর ॥
কি বিধানে পুজিলে উদয় বর পাই।
সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই ॥
কমল সহস্রদলে পুজ ধর্ম্মরাজে।
আকুল অখিলপতি আসিবে অব্যাজে ॥
সেন কন এহেন কমল পাব কোথা।
সেখানে জানিলে ছিল আনিতে যোগ্যতা ॥
সামুলা বলেন বাছা জলপদ্ম নয়।
স্থলপদ্ম পরমাত্মা পুরুষ আশ্রয় ॥
সেন কন আমি গো মানব গৃহবাসী।
দেবের দুর্লভ দ্রব্য কোথা পাব মাসী ॥
পরমাত্মা পরম পুরুষ কেবা জানে।
সামুলা বলেন বাছা বুঝ ব্রহ্মজ্ঞানে ॥
তোমার শরীরে বাপু আছে কত পদ্ম।
শিরসি সহস্রদল সেই ব্রহ্মসদ্ম ॥
তোমার দুখানি বাহু কমলের ডাঁটা।
লোমাবলী যত কিছু কমলের কাঁটা ॥
নয়ান কমলদল বয়ান কমল।
মাথা কেটে পূজ ধর্ম্ম ভকতবৎসল ॥
পিতামহ সঙ্গে শীঘ্র আসিবে ঠাকুর।
পশ্চিম উদয় হবে দুঃখ যাবে দূর ॥
সেন কন শুন দেখি সজ্জনের ঝি।
আমি মলে পশ্চিম উদয়ে কার কি ॥
লোকে বলে মাকে চেয়ে মাসী করে প্রীত।
আমার কপাল খেয়ে হলে বিপরীত ॥
শরীর সাধন সেবা সকলের মূল।
মাসী গো নাশিতে চাও হয়ে প্রতিকূল ॥
মামা সঙ্গে মাসীর বিরলে বুঝি যুক্তি।
নতুবা এমন কেন নিদারুণ উক্তি ॥

আমি কি না বুঝি তুমি নিদারুণ হলে।
কে বর মাগিবে বল লাউসেন মলে ॥
বুঝি বন্ধ্যা নারীর বালকে নাই দয়া।
কে জানে জননী বিনে অপত্যের মায়া ॥
সামুলা বলেন বাপু না কয়ো নিঠুর।
মরিলে জিয়াবে ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর ॥
ধর্ম্মের উদ্দেশে যেবা প্রাণ পণ করে।
বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় তার মরিলে না মরে ॥
ইহার প্রমাণ বাপু রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা কেটে তপস্যা করিলে অকাতর ॥
বর পেয়ে জিনে সেই ইন্দ্র আদি দেবে।
কোন্ কর্ম্ম অসাধ্য ঈশ্বরে যদি সেবে ॥
অপর প্রমাণ বাপু তোমার জননী।
শালবাণে শরীর হইল খানি খানি ॥
তিন দিন তপস্বিনী ত্যজিলা জীবন।
তবে ধর্ম্ম দিলা দান তোমা পুত্রধন ॥
পুনশ্চ প্রমাণ বলি হরিশ্চন্দ্র রাজা।
নিজ পুত্র কাটিয়া করিল ধর্ম্মপূজা ॥
মা হয়ে পুত্রের মাংস রাঁধিল যতনে।
সেই পুত্র পাইল পুন ধর্ম্মের গাজনে ॥
কিবা করে কথায় দয়ার সাক্ষী কাজে।
করেছি পরম তত্ত্ব পুজ ধর্ম্মরাজে ॥
তবে যে কাতর হও দেখ দাঁড়াইয়া।
ধর্ম্মপূজা করি আমি আপনা কাটিয়া ॥
এত বলি সামুলা কাটারি করে লয়।
পায়ে পড়ে নৃপতি বলেন সবিনয় ॥
মহাজ্ঞানবতী মাসী মোর মনোহিত।
কৃপা করি বিধান কয়েছ যথোচিত ॥
ভক্তগণে কন রাজা সবে যাও দেশে।
হাকন্দে ত্যজিব তনু ধর্ম্মের উদ্দেশে ॥

অপর সবার ঠাঁই এই ভিক্ষা মাগি।
ক্ষমা দিবা যত দুঃখ পেলে মোর লাগি ॥
ভক্তগণ কন রাজা না যাইব ঘর ।
সবাই পরাণ দিব ধর্ম্মের উপর ॥
সবে যদি সেবায় হইল প্রাণঅন্ত ।
তবে রাজা ধর্ম্ম পূজে হইয়া একান্ত ॥
আরম্ভিলা মহাপুজা দিয়ে জয় জয়।
উর্দ্ধবাহু করে কেহ এক পায়ে রয় ॥
উভপদ টাঙ্গি কেহ লুটাইছে শির ।
অনলে পুড়ায় অঙ্গ বদনে রুধির ॥
কঠোর করিয়া কেহ পুড়াইছে ধুনা ।
নিঠুর ঠাকুর তবু না করে করুণা ॥
অবশেষে উজ্জ্বল করিল যজ্ঞকুণ্ড।
আরম্ভিলা মহাপূজা আস্ত নবখণ্ড ॥
কামনা করিয়া বসে লাউসেন রায়।
শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

ধর্ম্ম জয় জয় ধ্বনি উঠে উচ্চৈঃস্বরে ।
অকাতরে নৃপতি কাটারি নিল করে ॥
হাকন্দে যখন হলো গত এক দণ্ডে।
দক্ষিণ উরুর মাংস দিল যজ্ঞ কুণ্ডে ॥
যজ্ঞের আগুনে সাড়া দিল কলকল ।
রাজা বলে পরিত্রাহি ভকতবৎসল ॥
হাকন্দে যখন হলো দুই দণ্ড রাতি।
বাম উরে বসাইল হীরাধার কাতি ॥
তাহাতে জন্মিল পুষ্প জাতী আর যুথি ।
প্রভুপাদপদ্মে পড়ে তিন দণ্ড রাতি ॥
হাকন্দে যখন হল চারি দণ্ড রাতি ।
দক্ষিণ পায়েতে রাজা বসাইল কাতি ॥
উপজিল কুসুম কমল শতদলে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুপদতলে ॥

হাকন্দে যখন হল পাঁচ দণ্ড রাতি।
বাম পাশে বসাইল হীরাধার কাতি॥
রক্ত মাংসে কুসুম হইল কোকনদ।
পড়ে যেয়ে যেখানে প্রভুর রাঙ্গাপদ॥
ঘৃত কাষ্ঠে যজ্ঞকুণ্ড জলে হুর্ হুর্।
ছয় দণ্ডে বসাইল হীরাধার ক্ষুর॥
কুণ্ডে কেটে দিতে মাংস পড়ে যেন জবা।
প্রভুপদে জানাইল ভক্তগণ সেবা॥
হাকন্দে যখন হল নিশা সাত দণ্ডে।
ভুজদণ্ডদ্বয়মাংস কেটে দিল কুণ্ডে॥
করবী কাঞ্চন কুন্দ হল সেই ক্ষণে।
অমনি পড়িল যেয়ে প্রভুর চরণে॥
হাকন্দে যখন নিশা গত অর্দ্ধদণ্ডে।
কাটিয়া পৃষ্ঠের মাংস দিল যজ্ঞকুণ্ডে॥
চাঁপা পুষ্প হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
তবে রাজা স্তব করে প্রভু নিরঞ্জনে॥
হাকন্দে যখন হল নয় দণ্ড রাতি।
গলায় বসায়ে কাতি করেন মিনতি॥
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান।
পশ্চিম উদয় দেহ নহে লহ প্রাণ॥
এত বলি টানে কাতি দূরে ত্যজি মায়া।
এক ঠাঁই মুণ্ড পড়ে আর ঠাঁই কায়া॥
নবখণ্ড হাকন্দে হইল মহাশয়।
কাটা মাথা মাগে বর পশ্চিম উদয়॥
সামুলা সেনের মাসী জয় জয় দিয়া।
তেকাটা উপরে মুণ্ড দিল বসাইয়া॥
ঘৃতের প্রদীপ দিল শিরের উপর।
সমর্পিয়া নিরঞ্জনে ঢুলায় চামর॥
হরিহর বায়েন ধুমুল দিল আসি।
ধূলায় লুটায় যত ভকত সন্ন্যাসী॥

সামুলা সুন্দরী মলো কেটে দুই স্তন।
অবশেষে মরিল সন্ন্যাসী ভক্তগণ ॥
রমাইপণ্ডিত তনু ত্যাগ কৈল যোগে।
সবৎস কপিলা মলো সেনের বিয়োগে ॥
শোকে মলো সারী শুক পিঞ্জর ভিতর।
ঢাক ভরে মরিল বায়েন হরিহর ॥
ভর করি কোদালে মরিল ইছা রাণা।
কেবল রহিল বেটো ভাবিয়ে মন্ত্রণা ॥
সারী শুক মলো মোর মরে নাই কাজ।
এই পুরে অবশ্য আসিবে ধর্ম্মরাজ ॥
দেখিব নয়ান ভরে অখিল আধান।
মাছি ডাঁস তেড়ে থাকি সেনের বয়ান ॥
মজ্জ আগুলিয়া বেটো এত ভাবি রয়।
কবিরত্ন ভণে যার গুরুপদাশ্রয় ॥

নরনারী ব্রহ্মহত্যা গোহত্যার পাপে।
ধর্ম্মের আসন টলে কুলাচল কাঁপে ॥
পাপে পূর্ণ পৃথিবী সহিতে নারে ভর।
পবন স্থগিত হল চিন্তিত ভাস্কর ॥
দেবগণে উদ্বেগে উঠিল অকস্মাৎ।
আপনি অস্থির অতি অখিলের নাথ ॥
বীর হনুমানে সুধান নিরঞ্জন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ ॥
কেন বা বসিতে খেতে শুতে নাই সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥
দশনে রসনা চাপি কাঁপে বাম তনু।
ধ্যানবলে পদতলে বলে বীর হনু ॥
পশ্চিম উদয় আশে হাকন্দে সেবায়।
সঙ্গী সনে হত্যা হলো লাউসেন রায় ॥
কলিকালে পূজা যদি লবে হে গোসাঁই।
চল তবে বিফল বিলম্বে কাজ নাই ॥

বর দিয়া রাখ প্রভু ভক্তের মহত্ব।
ঠাকুর বলেন বাছা ঝাট আন রথ ॥
প্রহ্লাদ ধ্রুবের পণ রেখেছি যেমন।
সেইরূপি সাধিব সেনের প্রয়োজন ॥
হীরা মণি মুকুট মণ্ডিত মনোহর।
যোগাতে রতন রথে চাপিলা ঈশ্বর ॥
সূর্য্য বিনা সংহতি সকল দেবগণ।
হেনকালে নারদ গোসাঁই কিছু কন ॥
যে দেব সদয় হলে উদয় প্রকাশে।
সে দেখ পাতালপথে পলায় তরাসে ॥
পশ্চিম উদয় কর্ম্ম সূর্য্য বিনা মিছে।
ঠাকুর কহেন তার তুমি কর পিছে ॥
বলিতে বিলম্ব মাত্র যোগবলে মুনি।
আগে যেয়ে আগুলিল সূর্য্যের সরণি ॥
রাখিয়া বাহন ঢেঁকি কোন্দল ধুকুড়ী।
বেনাবনে জট জড়া যান গড়াগড়ি ॥
তা দেখে বিস্ময়ে ভাবে সূর্য্য দয়াশীল।
মনে করে অসুরে বেঁধেছে দিয়া কীল ॥
বন্ধন করিয়া দূর সুধান কারণ।
কপট করিয়া কোপে কন তপোধন ॥
বেনাবনে জট জড়ে জপি জনার্দ্দন।
অন্তরে অখিল বন্ধু দেখি অনুক্ষণ ॥
তপস্যা করিলি ভঙ্গ দিব অভিশাপ।
বিনয়ে বলেন সূর্য্য পেয়ে মহাতাপ ॥
দোষ ক্ষম মহামুনি না জানি কারণ।
মুনি বলে যাব যথা দেব নারায়ণ ॥
দোষ গুণ দুজনে বুঝিব তার ঠাঁই।
কোন্দলের ধুকুড়ী এলায়ে দিব নাই ॥
কাজ নাই কোন্দলে কহেন দিবাকর।
হাতাহাতি এলো দোঁহে ধর্ম্মের গোচর ॥

কপট করিয়া মুনি কহিলা নিঠুর।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহেন ঠাকুর॥
দূর কর দৈবদোষে দোঁহাকার দ্বন্দ্ব।
আমার সহিত সবে চলহ হাকন্দ॥
সূর্য্য কন শুন প্রভু ত্রিলোক ঈশ্বর।
হাকন্দ বারতা নহে তোমা অগোচর॥
নরনারী ব্রহ্মহত্যা গোহত্যার পাপে।
পরিপূর্ণ পৃথিবী প্রবেশে প্রাণ কাঁপে॥
পেরুতে পাতক সিন্ধু আগে বান্ধ সেতু।
ঠাকুর বলেন আমি যাব ঐ হেতু॥
ভক্ত আশা পূর্ণ হবে পাপ যাবে নাশ।
পুণ্যের প্রভাবে হবে পৃথিবী প্রকাশ॥
এত শুনি সানন্দে সবাই অনুগামী।
হাকন্দ নিকটে এল অখিলের স্বামী॥
সেইখানে রয় রথে যত দেবগণ।
ব্রহ্মচারী হলো হরি ব্রহ্ম সনাতন॥
সোনার বরণ কান্তি শরীর সুঠাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটী কাম॥
কুশমুষ্টি কুশাঙ্গুরী কমণ্ডলুধারী।
পরিধান রক্তবাস ভক্ত মনোহারী॥
ভালে শোভে শুভ ফোঁটা গলে অক্ষমালা।
কাঁধে যজ্ঞ উপবীত কিরণে করে আলা॥
মাথায় ধবল ছাতি চলিল ঠাকুর।
সাড়া শুনি তাড়া দিলা বেটুয়া কুকুর॥
ঠাকুর চঞ্চল চিত্ত চারিপানে চান।
উভলেজ লোটা কান কোপে ধায় শ্বান॥
গুরুপদসরসিজ সদা করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান॥

ছি ছি দূর কুকুর ঠাকুর দেন দাব।
দ্বিগুণ উথলে কোপে জেতের স্বভাব॥

তবে শান্তি বচন বলেন থাক থাক।
বাট ছাড় বেটোরে বচন মোর রাখ॥
বচনে নিবারি কোপ কহিছে কুকুর।
কি কাজে কোথাকে যাবে কে তুমি ঠাকুর॥
গোসাই বলেন আমি জগন্ময় যতি।
কি কব নিয়ম মোর সব ঠাঁই গতি॥
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
সাম্প্রতিক গমন গোলোক হতে আসি॥
হাকন্দে গমন করি আছে প্রয়োজন।
বলিতে বুঝিল বেটো ব্রহ্ম সনাতন॥
কৃতার্থ কামনা করি কহেন কুকুর।
বিনা পরিচয়ে পথ না পাবে ঠাকুর॥
হাকন্দ মরেছে রাজা নবখণ্ড হয়ে।
মড়া লয়ে আছি আমি যজ্ঞ আগুলিয়ে॥
ব্রহ্মা যদি আপনি আসিয়ে চান পথ।
শ্রীধর্ম্ম আসুন কিবা রাখিতে ভকত॥
বিনা পরিচয়ে তবু পথ নাহি ছাড়ি।
ঠাকুর বলেন বেটো দূর কর আড়ি॥
কোন চিন্তা নাহি মোরে পথ ছেড়ে দে।
বেটো বলে বল না গোসাঞি তুমি কে॥
বেটোর বাসনা বুঝি বলেন সদয়।
আমি ধর্ম্মরাজ বাছা দিনু পরিচয়॥
কতক্ষণে দেখি যেয়ে ব্রহ্মার নন্দন।
বিলম্ব না সয় মোরে ছেড়ে দেও গন॥
বর মেগে লও বাছা তুমি ভাগ্যবান।
কেবল সেনের কাছে পড়ে আছে প্রাণ॥
বচনে বিশ্বাস নাই বলেন কুকুর।
যে রূপ যমুনাজলে দেখিল অক্রুর॥
সে রূপ দেখিলে জানি তুমি ব্রহ্মময়।
ঠাকুর বলেন বেটো ভুলিবার নয়॥

চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
আঁখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী॥
কানড় কুসুম জিনি অতি অনুপাম।
রূপ হেরি বিমোহিত কত কোটী কাম॥
পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজ লোচন।
শ্রবণে কুণ্ডল বুকে কৌস্তভ ভূষণ॥
রতনে রঞ্জিত অঙ্গ ভকতবৎসল।
রূপ হেরি ভাবে বেটো জনম সফল॥
শ্রীঅঙ্গে সুরঙ্গ নব তুলসীমঞ্জরী।
মাল্য মনোহর যায় মন করে চুরি॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ গড়াগড়ি যায়।
বেটো বলে ধন্য ধন্য লাউসেন রায়॥
বর মাগ বাঞ্ছিত বলেন বিশ্বময়।
শরীর অনিত্য বেটো বুঝিল নিশ্চয়॥
প্রভু অঙ্গ সঙ্গ হব সুরঙ্গ তুলসী।
অনুক্ষণ আছে রাঙ্গা চরণ পরশি॥
অভিলাষী মাগে বর করে জোড়হাত।
তুলসী করিয়া মোরে সৃজ জগন্নাথ॥
প্রভু কন ছাড় বেটো বচন দারুণ।
কে কহিবে তুলসী মহিমা কত গুণ॥
কিছু মাত্র কই শুন তুলসীমহিমা।
যে কালে পুণ্যক ব্রত কৈল সত্যভামা॥
নারদের হাতে হাতে কৃষ্ণ দিলা দানে।
নফর করিয়া মুনি নিলা নারায়ণে॥
কাঁধে দিয়া বীণাযন্ত্র আগে আগে যান।
ভক্তবশে ভৃত্য হয়ে পিছে ভগবান॥
অনাথ হইয়া সবে কাঁদে উভরায়।
মো সবার প্রাণকৃষ্ণ কেবা লয়ে যায়॥
পায়ে পড়ে সত্যভামা যাচে কৃষ্ণমূল।
মুনি বলে আন সোনা স্বামী সমতুল॥

এত শুনি রাশি রাশি আনিল কাঞ্চন।
অপরঞ্চ আনিল অনেক নানা ধন ॥
তরাজু তুলিতে নহে কৃষ্ণ সমতুল।
কাঁদে সত্রাজিতসুতা শোকে সমাকুল ॥
বুঝিয়া রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের মহিমা।
নানা রত্ন রাখি দিল কৃষ্ণের উপমা ॥
চন্দনাক্ত ভক্তিযুক্ত তুলসীর পাত।
তুলিতে তুলনা হল দেব জগন্নাথ ॥
গয়া গঙ্গা গোকুল গণ্ডকী গিরি কাশী।
যেখানে কানন শোভা করেছে তুলসী ॥
যখন গলিত পড়ে তুলসীর পাত।
থাকুক অন্তের কথা আমি পাতি হাত ॥
স্নান দান ধর্ম্ম কর্ম্ম দেব পিতৃপূজা।
তুলসী বিহনে ব্যর্থ না হয়ো অবুঝা ॥
বেটো বলে কর তবে চাঁপা নাগেশ্বর।
মল্লিকা মালতী কিবা করবী টগর ॥
ঠাকুর বলেন যদি পুষ্প হবে শ্বান।
আপন আকৃতি হও উভলেঙ্গ কান ॥
আকন্দের ফুল হও হাকন্দের ঘাটে।
বেটো বলে দেখে আসি তবে যেও বাটে ॥
এত বলি মাথায় লাঙ্গুল তুলে ধায়।
আপন আকৃতি পুষ্প দেখিবারে পায় ॥
ধেয়ে এসে পুনরপি লোটায় অবনী।
প্রণাম করিয়ে বলে যাও চক্রপাণি ॥
সেনেরে সদয় হয়ে দেব জগন্নাথ।
সন্ন্যাসীর বেশে এল সেনের সাক্ষাৎ ॥
নবখণ্ডে যেখানে মরেছে লাউসেন।
প্রভু আসি বিস্ময় বাঁচায়ে বর দেন ॥
রামচন্দ্র ভাবি দ্বিজ কবিরত্ন ভণে।
প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥

সেনের সাহস কর্ম্ম দেখিয়ে বিস্ময় ধর্ম্ম
মনে চিন্তি কহেন ঠাকুর।
নবখণ্ড হয়ে কেবা করেছে কঠোর সেবা
এ তিন ভুবনে সুরাসুর॥
হেন কর্ম্ম করে নর কে আছে ইহার পর
পরম পুরুষ পরায়ণ।
কৃপান্বিত হয়ে বড় স্কন্ধে মুণ্ডে করে জড়
ভক্ত কোলে নিলা নারায়ণ॥
হাকন্দে করাতে স্নান শরীরে সঞ্চরে প্রাণ
পঞ্চভূত ঘটে করে ভর।
হস্ত বুলাইতে গায় উঠে সচেতন রায়
নিমেষে লুকাল মায়াধর॥
চৌদিকে চঞ্চল চায় কারে না দেখিতে পায়
বিস্ময় ভাবিয়া কন রায়।
জীবনে যে হল ধাতা তিঁহ হলে বরদাতা
নহে হত্যা পুনরপি তায়॥
বাঁচাইয়া বার তিন ধর্ম্মপদে মতি হীন
পুনর্ব্বার হাতে নিল ক্ষুর।
দেখিয়া দারুণ কর্ম্ম সদয় হইলা ধর্ম্ম
হাতে ধরে দয়ার ঠাকুর॥
রাজা বলে ছাড় যতি বলেন বৈকুণ্ঠপতি
ত্যজ বাছা দারুণ সাহস।
তনু ত্যজ কিবা কাজে কেন পুজ ধর্ম্মরাজে
ধর্ম্মে কে করেছে কোথা বশ॥
আমি ধর্ম্ম অভিলাষী হয়েছি হাকন্দবাসী
সন্ন্যাস আশ্রমী চিরকাল।
তথাপি না হল দয়া বিষম ধর্ম্মের মায়া
মিছা কেন বাড়াও জঞ্জাল॥
সেব অন্য দেবী দেবা সফল হইবে সেবা
কেবা দিল হেন উপদেশ।

নাহিক নিয়ম যার গুণহীন নিরাকার
তার লাগি এত কেন ক্লেশ ॥
লাউসেন কন প্রভু জনম অবধি কভু
ধর্ম্ম বিনা অন্য নাহি জানি।
সাত্ত্বিকের সেবা শক্তি দৃঢ়তর বুঝে ভক্তি
সদয় বলেন চক্রপাণি ॥
ঠাকুর বলেন মর্ম্ম বর মাগ আমি ধর্ম্ম
ধর্ম্মফলে হলে কৃতকর্ম্মা।
শুনে সন্ন্যাসীর পায় নিবেদন করি রায়
গায় দ্বিজ ঘনরাম শর্ম্মা ॥

লাউসেন কন কিছু সন্ন্যাসীচরণে।
তুমি যদি জগন্ময় জানিব কেমনে ॥
নির্গুণ নিধান নিত্য শূন্য সনাতন।
নিরাকার নহে কার চক্ষের সাধন ॥
সত্ত্বগুণে শান্ত মূর্ত্তি দেখিলে সাক্ষাৎ।
তবে ত জানিব তুমি ত্রিলোকের নাথ ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে ॥
ব্রহ্মা আদি দেবতা নারদ আদি মুনি।
প্রবেশে হাকন্দতটে উঠে জয়ধ্বনি ॥
আপনি অখিলপতি দেবতাবেষ্টিত।
অবনী লোটায় রাজা প্রেমে পুলকিত ॥
চরণকমলে পড়ি করে নানা স্তব।
অনাদি অনন্ত তুমি অনাথ বান্ধব ॥
তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ।
তুমি সে সাকার শূন্য সগুণ নির্গুণ ॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম্ম ॥

পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তুমি বিশ্ববীজ ।
দুরারাধ্য তোমার চরণ সরসিজ ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ইন্দ্র গজেন্দ্র বদন ।
শুকদেব সনক সনন্দ সনাতন ॥
অজ আদি অমর অর্জ্জুন আদি বীর ।
সেবিয়ে না পেলে তত্ত্ব বিরাট শরীর ॥
কি জানি মহিমা আমি মহামন্দমতি ।
পতিতপাবন নামে রক্ষ রমাপতি ॥
স্তুতি শুনি কৃপান্বিত বলেন গোসাঁই ।
বর মাগ বাছারে বিলম্বে কাজ নাই ॥
তোমার তপের তেজে হয়েছি অধীন ।
সেন কন প্রভু হে প্রসন্ন হল দীন ॥
অবোধ পাত্রের বোলে ভূপতি নির্দ্দয় ।
দিবাকরে দিতে বলে পশ্চিম উদয় ॥
অসম্ভব বলিতে বচনে করে বাধ্য ।
ধর্ম্ম যার সখা তার কিসের অসাধ্য ॥
পতিতপাবন নামে মোরে কর পার ।
সবে বলে সেনেরে সদয় করতার ॥
অঙ্গীকার করেছি ঠাকুর এ কারণে ।
গৌড়ে বন্দী পিতামাতা নিগূঢ় বন্ধনে ॥
দুর্জ্জন মাতুল মোর মজাইল সৃষ্টি ।
কাতর কিঙ্কর ডাকে কর কৃপাদৃষ্টি ॥
ঠাকুর বলেন বাছা দিনু এই বর ।
পুনরপি কন রাজা করি জোড়কর ॥
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার রাতি ।
বার দণ্ড পশ্চিম উদয় দিনপতি ॥
ভক্তগণে আগে প্রভু দেহ প্রাণদান ।
অঙ্গীকার করিলা ঠাকুর ভগবান ॥
করিতে করুণাদৃষ্টি সুধাবৃষ্টি হয় ।
প্রাণ পেয়ে ভক্তগণ ডাকে ধর্ম্মজয় ॥

দিননাথে দিলা প্রভু উদয়ের ত্বরা।
সূর্য্য কন গোসাঁই বিমান মোর জরা ॥
অকালে উদয় আজ্ঞা অসম্ভব অতি।
ঠাকুর বলেন আমি হইব সারথি ॥
অর্জ্জুনের সারথি হয়েছি চিরদিন।
অতেব আমার নাম ভক্তপরাধীন ॥
এত শুনি সবিতা করিল অঙ্গীকার।
বিমানে বসিতে উঠে জয় জয়কার ॥
বাসুকি হইল দড়া ঘোড়া দেবগণ।
আপনি সারথি হৈল প্রভু নিরঞ্জন ॥
অস্তাচলে উদয় হইল ঝলমল।
পুণ্যের প্রভাবে হল পৃথিবী উজ্জ্বল ॥
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বার দণ্ড রজনী উদয় হল দিবা ॥
পুলকাঙ্গে লাউসেন লোটায় অবনী।
ত্রিভুবন জুড়ে উঠে জয় জয় ধ্বনি ॥
ধূপ ধুনা জেলে দিল আস্তের সামুলা।
বেত হাতে ভক্তগণ নাচে বাহু তুলা ॥
বেটুয়া কুকুর ভাবে গড়াগড়ি যায়।
শ্রীধর্ম্মসঙ্গীত দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥
পশ্চিম উদয় হল পুণ্যের প্রভাব।
নিরখিতে করতলে চতুর্বর্গ লাভ ॥
স্বর্গে দেখে দেবতা পাতালে দেখে নাগ।
মহী মাঝে মহেন্দ্র মুনীন্দ্র মহাভাগ ॥
আনন্দিত হল দেখে কানড়া রূপসী।
রঞ্জাবতী দেখে বলে পোহাইল নিশি ॥
রায় কর্ণসেন দেখে গৌড়ের ঈশ্বর।
দেখে ধন্য ধন্য করে যতেক নগর ॥
সেইখানে ধুমুল বাজায় হরিহর।
পুণ্যফল পেয়ে জপ করে দ্বিজবর ॥

সংঘাত সহিত সেন চর্ম্মচক্ষে দেখে।
কে কোথা এমন কর্ম্ম করে তিনলোকে ॥
অসাধ্য সাধন দেখে রাজা গৌড়েশ্বর।
দেখে অধোমুখ করে অধম পাত্তর ॥
যতেক ব্রাহ্মণ সব হইল ব্যাসরূপ।
ভাগীরথী তীরে কত দান করে ভূপ ॥
গজ বাজি গোধন কাঞ্চন অন্নমেরু।
দিগ্‌দণ্ডে ভূপতি হইল কল্পতরু ॥
ব্রাহ্মণের হাতে হাতে কত ভাগ্যবান।
পশ্চিমে উদয় দেখে করে নানা দান ॥
কেহ করে পিণ্ডদান কেহ বৃষোৎসর্গ।
কোন মহাজন বসে সাধে চতুর্বর্গ ॥
সমাপন উদয়ে অধম পাত্র কয়।
কি হেতু ভূপতি এত ভাণ্ডারের ব্যয় ॥
পশ্চিম উদয় মিছে পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তুপাকার পালা ॥
নিশাযোগে নিষেধ করিতে দান ধর্ম্ম।
ধন গেল সকল বিফল হৈল কর্ম্ম ॥
রাজা বলে পশ্চিম উদয় মিথ্যা নয়।
শুনেছি পণ্ডিত মুখে দেখিনু নিশ্চয় ॥
সেন এলে সকল সন্দেহ যাবে দূর।
এতেক কহিল যদি গৌড়ের ঠাকুর ॥
বাজপড়া গাছ যেন পাত্র হেন থাকে।
ভকত সকল হেথা ধর্ম্মজয় ডাকে ॥
সেন সাক্ষ্য করিল বায়েন হরিহরে।
এ দুখের উদয় পাছে মামা মিছা করে ॥
পশ্চিম উদয় দিল ভকতবৎসল।
যে জন দেখিল তার চতুর্বর্গ ফল ॥
একই মনেতে যেবা করয়ে বিশ্বাস।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শত্রু যায় নাশ ॥

ব্রাহ্মণে শুনিলে হয় বেদে বিশারদ।
ভূপতি শুনিলে রাজ্য করে নিরাপদ॥
বৈশ্য হয়ে শুনিলে বিশেষ বস্থ বাড়ে।
শূদ্রের সম্মান সুখ লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে॥
শুনিলে সধবা নারী স্বামীভক্তি হয়।
বিধবা শুনিলে তার ধর্ম্মে মতি রয়॥
যে জন গাওয়ায় গায় শুনে যেই জন।
সবাকার বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরঞ্জন॥
সেনের হইল যদি পূর্ণ মনোরথ।
দেবপূজা সমর্পিল যতেক ভকত॥
রমাই পণ্ডিত ঘটে দিল বিসর্জ্জন।
নিজ স্থানে গেল প্রভু লয়ে দেবগণ॥
সন্ন্যাসী সবার ভালে দিল যজ্ঞ ফোঁটা।
দক্ষিণান্ত করি রাজা খোলে যোগপাটা॥
ঘটা করি প্রভুর প্রসাদ পায় রায়।
তরী পরে তুলি ভরা নিজ দেশে যায়॥
ত্বরান্বরি তরণী সরণি দিবানিশি।
বেড়ায়ে অনেক দেশ আসে বারাণসী॥
কত তীর্থ নদনদী যত দেশ গ্রাম।
একে একে রেখে চলে কত নব নাম॥
যে পথে এসেছে তরী সেই পথে ধায়।
কতদিনে গৌড়ে এসে প্রবেশিল রায়॥
সায় হল পশ্চিম উদয় এত দূরে।
হরি হরি বলিয়া সবাই যাও ঘরে॥
শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।
কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম॥
শ্রীরাম পুর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে।
তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে॥
জগত জানিল রায় ধার্ম্মিক সুধীর।
মহারাজা পুণ্যবন্ত নিষ্পাপ শরীর॥

জগত রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায়।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায়॥
আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বিরামে।
কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে॥
শ্রীরামের পাদপদ্ম প্রণতি প্রার্থনা।
নাথ নিবারিও মোর যমের যন্ত্রণা॥
রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান॥

॥ ইতি পশ্চিম উদয় পালা সমাপ্ত ॥

স্বর্গারোহণ পালা

পশ্চিম উদয় দিয়া গৌড়ে আসি রায়।
সামুলারে কন মাসী কি করি উপায়॥
পিতা মাতা পাদপদ্মে পড়িয়াছে চিত।
সম্ভাষিতে রাজা পাছে বুঝে বিপরীত॥
আগে যে করিতে যাই রাজ সম্ভাষণ।
চলিতে চঞ্চল চিত্ত অচল চরণ॥
না বলিতে বলিছে বাইতি হরিহর।
নৃপতি সম্ভাষ আগে সকলের পর॥
নহে পাত্র কুচক্রী করিবে সব ধ্বংস।
তুমি তার কৃষ্ণরূপী সে তোমার কংস॥
শুনি তার সুযুক্তি সামুলা কন তায়।
আগে যেয়ে জননী জনকে দেখ রায়॥
জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন।
জাহ্নবী জ কার পঞ্চ দুর্ল্লভ রাজন॥
জননী জনক শান্তি সকলের মূল।
যার পুণ্যে প্রভু হে তোমার অনুকূল॥
শুনি সার সুযুক্তি প্রণতি করি রায়।
সংযাত সকলে দিল করিয়া বিদায়॥
সবাই চলিয়া গেলা আপনার বাসে।
নিবসতি রমতি বাইতি গেলা শেষে॥
আপনি আনন্দে সেন গেলা বন্দীপুর।
দেখি রায় রাণীর বন্ধন গেলা দূর॥
প্রবেশে প্রচুর প্রেমে পুত্রমুখ হেরি।
দুখের সাগরে উঠে আনন্দ লহরী॥
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া সুধান জননী।
কিরূপে উদয় দিল দেব চূড়ামণি॥
সেন বলে শ্রীধর্ম্মে কঠোরে কতকাল।
ত্বরায় উদয় থাক্ বেড়ে দুঃখজাল॥

নবখণ্ড শরীর ত্যজিনু সব শেষে।
তবে প্রভু দেখা দিল সন্ন্যাসীর বেশে ॥
প্রাণ দিয়া প্রসন্ন উদয় দিল ধর্ম্ম।
রঞ্জাবতী বলে বাছা ওই কথা ব্রহ্ম ॥
আমি ত দিবস তিন তনু ত্যজি শালে।
তবে তোমা রতন যতনে পেনু কোলে ॥
সংক্ষেপে সকল কথা কহিনু কেবল।
কর্ণসেন বলে বসে শুনিব সকল ॥
রাজ সম্ভাষিয়া বাপু দেশে চল আজি।
পাত্রে গিয়ে এ তত্ত্ব কহিল পোতমাঝি ॥
দেশে আইল লাউসেন মা বাপের কাছে।
ঘুচিয়াছে বন্ধন পালায়ে যায় পাছে ॥
পাত্র ভাবে কুচক্র করিতে সব ধ্বংস।
বসুদেব দেবকী কৃষ্ণের যেন কংস ॥
যজ্ঞস্থলে একত্র করিয়া চিন্তে বধ।
সেইরূপ ভাবিয়া কহিছে মহামদ ॥
পাত্র বলে শুন হে ভূপতি মহাশয়।
তখনি কহেছি মিছে পশ্চিম উদয় ॥
তার সাক্ষী হাতে হাতে দেখ মহারাজ।
কহিতে কলঙ্ক হয় ভাগিনার কাজ ॥
না পেরে উদয় দিতে লাউসেন রায়।
চুরি করে পিতা মাতা দেশে লয়ে যায় ॥
এত শুনি বিশ্বাস ভাবিল নরপতি।
দূতে আজ্ঞা দেন সেনে আন শীঘ্রগতি ॥
অপমান করিতে সঙ্কেত করে পাত্র।
দূতগণ কেবল বিদায় হবা মাত্র ॥
হেনকালে লাউসেন কর্পূর সহিত।
রাজার সাক্ষাতে আসি হৈল উপনীত ॥
তা দেখিয়া ভূপতি পাত্তর পানে চায়।
সমাদরে ডাকে সেনে এস এস রায় ॥

প্রণাম করিয়া আগে যত দ্বিজোত্তমে।
রাজাকে প্রণাম করি দাঁড়াল সম্ভ্রমে॥
যথাযোগ্য ব্যবহারে তুষিল সবায়।
হাতে ধরে নরপতি নিকটে বসায়॥
তায় মহামদ অতি দুঃখ ভাবে মনে।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস ভণে॥
রাজসভা শোভা করি বসে দুই ভাই।
লাগে নষ্ট নাবড় লোকের মুখে ছাই॥
আনন্দিত হল যত রাজসভাজন।
রায়রেঁয়ে বারভূয়েঁ মীর মিয়াগণ॥
প্রসন্ন সবার চিত্ত পুণ্যের উদয়।
ভূপতি সুধান সুখে আনন্দহৃদয়॥
বল বাপু লাউসেন উদয়ের কথা।
করপুটে কন সেন সকল বারতা॥
কতেক দিবস ক্লেশে তোমার আশীষে।
প্রবেশি হাকন্দ নদী পরম হরিষে॥
কতদিন কঠোরে পূজিনু ধর্ম্মরাজ।
উদ্বেগ বাড়িল বড় সিদ্ধ নহে কাজ॥
ঈশ্বর উদ্দেশে তবে ত্যজিনু জীবন।
একে একে মরিল যতেক ভক্তগণ॥
তিন দিন মরে ছিনু হয়ে নবখণ্ড।
তবে হল পশ্চিম উদয় বার দণ্ড॥
পরিপূর্ণ উদয় কুহর নিশাভাগে।
পাত্র বলে মহারাজ মনে নাহি লাগে॥
ভাগিনা ভুলায় সভা মিথ্যা কয়ে সব।
রজনীতে উদয় সর্ব্বথা অসম্ভব॥
একথা শুনিয়া কেন সবে হও মূক।
উচিত কহিতে হবে ভাগিনার দুঃখ॥
না কহিলে সভায় অভব্য বলে জানে।
ভাঁড়া যাবে কেমনে এমন রাজস্থানে॥

চতুরালী চতুর চাতুরী করি কয়।
চতুরের কাছে মিথ্যা বাণী পায় ক্ষয় ॥
নবখণ্ডে পশ্চিম উদয় দিল ধর্ম্ম।
ভব্য বটে ভূপতি কথার বুঝ মর্ম্ম ॥
চুরি করে মা বাপে পলায় নিজ পুর।
না পেরে এসেছে হেথা ভাগিনা চতুর ॥
তার সাক্ষী বন্দীশালে দূতগণ ঘুমে।
বন্ধন করেছে দূর আপন হুকুমে ॥
কহিতে কহিতে পাত্র কোপে চাপে জি।
রাজা বলে লাউসেন সমাচার কি ॥
সেন বলে মহারাজ পশ্চিম উদয়।
যদি হল অসম্ভব রজনী কেন নয় ॥
অমাবস্যা নিশাভাগে উদয় নিয়ম।
সে কালে তেমন দয়া এবে কেন ক্রম ॥
লাউসেন কত কয় কেহ নাহি মানে।
রাজা বলে আলা বটে দেখেছি নয়নে ॥
পাত্র বলে সব মিথ্যা পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তূপাকার পালা ॥
ও কোথা হাকন্দ কোথা কোথা ধর্ম্মসেবা।
ভাগিনার কুচক্র কহিতে পারে কেবা ॥
কানড়ার বেশে দেশে লুকাইয়া ছিল।
নবলক্ষ সেন্য হেনে আশা বৃদ্ধি হল ॥
সেন বলে মহাপাত্র যার যে স্বভাব।
প্রাণান্তে নাহিক ছাড়ে পরমার্থ লাভ ॥
তুমি সুপুরুষ গেলে রাখিতে ময়না।
আমি যুবতীর বেশে দিনু রাত্রে হানা ॥
ভাগিনা আমি হে তুমি মামা মহাশয়।
যে কিছু ভেবেছ মনে সে হবার নয় ॥
সেনের বদন চেয়ে রাজা মৃদু হাসে।
দন্তে দন্ত চাপে পাত্র কয় কটু ভাষে ॥

ওরে ঠক ঠেঁটা তু চাকর কি ঠাকুর।
বলে ছলে বন্ধন করিস কেন দূর ॥
শুনিয়া সেনের মুখ নৃপতি নেহালে।
না করি বন্ধন দূর লাউসেন বলে ॥
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি কহিতে এ কথা।
বুঝিতে পাঠান দূত বন্ধন সর্ব্বথা ॥
সঙ্কেত ইঙ্গিতে পাত্র কয় মহীনাথ।
অভিমানে বলে পাত্র বুঝিতে পশ্চাৎ ॥
সত্য হোক বন্ধন পশ্চিম উদয় সত্য।
কি করিবে আমার কথার নাই পত্য ॥
বুঝিলে আমার কথা রয়ে যায় সক।
না বুঝে নাবড় লোক মোরে বলে ঠক ॥
মিথ্যা কথা কুচাতুরী নিশির স্বপন।
সুবুদ্ধিজনার কাছে রয় কতক্ষণ ॥
উচিত কহিতে সবে মোরে ভাব ভিন্ন।
নবখণ্ড হল যদি গায়ে কৈ চিহ্ন ॥
এত শুনি ভূপতি সেনের মুখ চান।
পাদপদ্ম প্রভুর প্রমাদে করে ধ্যান ॥
ধর্ম্মপদে সেনের সতত অনুরাগ।
অকস্মাৎ উঠে অঙ্গে নবখণ্ড দাগ ॥
সকল সংসার দেখে বলে ধন্য ধন্য।
রাজা বলে বাপু তুমি নরে নও গণ্য ॥
কেহ কেহ কহে এই পরম পুরুষ।
মহীমাঝে মূর্ত্তিমান মায়ায় মানুষ ॥
পরশে পবিত্র বলি কেহ কেহ মানে।
পাত্র বলে ভাগিনা মোহিনী বিদ্যা জানে ॥
ঘুচেছিল বন্ধন প্রমাণ পোতমাঝি।
দেখিতে দেখায় দাগ যেন ছায়াবাজি ॥
অখণ্ড শরীর সেন নবখণ্ড দাগ।
সকলি ভোজের বাজি মিছা অনুরাগ ॥

নিশ্চয় হয়েছে যদি পশ্চিম উদয়।
সত্য জানি প্রমাণ জনেক যদি কয়॥
সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর
অপরঞ্চ প্রমাণ বাইতি হরিহর॥
পাত্র বলে সত্য মানি বাইতির বোল।
রাজা বলে তবে ত ঘুচিল গণ্ডগোল॥
রামপদকোকনদ বিপদবিনাশী।
ভণে বিপ্র ঘনরাম কৃষ্ণপুরবাসী॥
সভামাঝে ছি ছি করে সকরে নরক।
স্বভাব না ছাড়ে তবু দুষ্টশীল ঠক॥
মিছে আড়ি রাখিতে মজায় পরকাল।
পাত্র ভাবে হরিহরে করিব নেহাল॥
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যদি ধন পেয়ে ধুতি।
বিদায় হইল পাত্র ভাবিয়া যুকতি॥
ভূপতির ভাণ্ডারে অঙ্গলি দুই তিন।
পরিমাণ ধন লয়ে ধায় ধর্ম্মহীন॥
রজত কাঞ্চন কত হীরা মণি মতি।
কুমতি বাইতি বাড়ী দিতে যায় ধুতি॥
হরিহর বলি পাত্র ঘন ঘন ডাকে।
তরাসে বাইতি কোণে ওত করে ঢাকে॥
মনে করে মামুদা মজাতে পারা এলো।
আপন স্বভাব পাত্র মনে সাক্ষী নিল॥
পাত্র বলে শুন হে এসেছি ধাওয়াধাই।
করহ বন্ধুর কাজ লাজ রাখ ভাই॥
ময়নামণ্ডলে তোরে ধরাইব ছাতা।
ওখানে অপর কেহ হতে নাই হাতা॥
পিতা মাতা সঙ্গে সেন বান্ধিব এইখানে।
তুমি যদি মিথ্যা সাক্ষী বল রাজস্থানে॥
নয়ানে না দেখি আমি পশ্চিম উদয়।
রাজা জিজ্ঞাসিলে কবে না করিবে ভয়॥

জয়যুক্ত হই তবে শত্রু হয় হেঁট।
এত বলি নানা ধন পাত্র দিল ভেট ॥
হেঁট মাথা হয়ে যুক্তি ভাবিল বাইতি।
পরকালে পরমাদ বিভোগ সম্প্রতি ॥
মিথ্যা সাক্ষী বলিলে মজিবে পরকাল।
মলে কে দেখিতে যাবে করি ঠাকুরাল ॥
কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক।
বসে করি বিলাস বাড়াই নাম ডাক ॥
ধন দেখে ধৈরয ধরিতে নারে ধন্য।
হরিহরে হেন বুদ্ধি কি করিবে অন্য ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি বাইতি করিল অঙ্গীকার।
মিথ্যা সাক্ষী মহাপাত্র দিব দশবার ॥
ভাল বলি পাত্তর চলিল কুতূহলে।
বাইতিবনিতা হেথা গিয়েছিল জলে ॥
অকস্মাৎ দেখে রামা অন্ধকার সব।
স্বামী সপ্তপুরুষ করিছে কলরব ॥
অন্তরীক্ষে অধোমুখে ঊর্দ্ধ করি পা।
বাইতিনীকে ডেকে বলে শুন ওগো মা ॥
ধন পেয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিবে তোর পতি।
এতেক পুরুষ তার যায় অধোগতি ॥
অঙ্গীকার করিতে হয়েছি অধোমুণ্ডে।
কহিলে অমনি যাব নরকের কুণ্ডে ॥
কুলে কেন কুপুত্র জন্মিল হরিহর।
বিনয়েতে বলি বাছা মানা যেয়ে কর ॥
সত্য সাক্ষী কহিলে অক্ষয় স্বর্গ যাই।
এত শুনি সুন্দরী চলিল ধাওয়াধাই ॥
নাছে ভাঙ্গি কলসী স্বামীর কাছে যায়।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গায় ॥
নিবেদন করে রামা স্বামীর চরণে।
উঠে এসে দেখ নাথ পিতৃলোকগণে ॥

ডেকে বলে পরিত্রাহি যাই অধোগতি।
মিথ্যাসাক্ষী দিবে নাকি ধন পেয়ে ধুতি ॥
বংশের উদ্ধার হেতু রাজা ভগীরথ।
কোন তপ না করিল শুনেছ ভারত ॥
পুত্রের কারণে লোক করয়ে সংসার।
নিমিত্ত তর্পণ পিণ্ড করিবে উদ্ধার ॥
তুমি স্বর্গ সংহারিয়া ফেলাও নরকে।
সত্য সাক্ষী কহে নাথ তার পিতৃলোকে ॥
হরিহর বলে পুন বাইতির ঝি।
বসে করি বিলাস তোমারে লাগে কি ॥
ধন হতে ধরম ধরণী ধন্য লোকে।
অবলা অবোধ জাতি কে বুঝাল তোকে ॥
দুঃখে গেল গতর গোঙাব কতকাল।
পিতৃলোক ধর্ম্মভয়ে বেড়ে দুঃখজাল ॥
তার সাক্ষী প্রভু রাম অখিলের পিতা।
রাজ্যনাশ বনবাস হারাইল সীতা ॥
ধর্ম্ম ভজি কেন বা পাতালে গেল বলি।
বরঞ্চ সে কাল ভাল এবে কাল কলি ॥
অধর্ম্মের বাধ্য বস্তু ধর্ম্মের অকার্য্য।
আগে পেলাম এত ধন পিছে পাব রাজ্য ॥
রামা বলে অর্থ নাথ অনর্থ কারণ।
প্রসেন ধনের লোভে হারাল জীবন ॥
অর্থ হেতু উদ্বেগ পাইল সত্রাজিত।
অন্য থাকুক কৃষ্ণচন্দ্র অখিল পূজিত ॥
রঘুরাজা যেহেতু কুবেরে করে বল।
অনর্থ কারণ অর্থে কিছু নাই ফল ॥
বল না বিলাসে আর কতকাল জীবে।
সত্য বল শতেক পুরুষ স্বর্গে যাবে ॥
পিতৃলোক প্রসন্নে প্রসন্ন দেবগণ।
অর্থ কিছু নয় নাথ ধর্ম্ম বড় ধন ॥

দৈববলে বসে থাক বাইতির বেটী।
তু মোরে বুঝাবি কি ধর্ম্ম পরিপাটী॥
মিথ্যা সাক্ষী কহিলে নরকে হয় বাস।
না কহিলে হাতে হাতে সত্ত সর্ব্বনাশ॥
রামা বলে যথা সত্য তথা হয় জয়।
আচরিলে অধর্ম্ম অবশ্য আছে ক্ষয়॥
এত শুনি ক্ষমা নাই বাইতির চিতে।
রাজ আজ্ঞা হল হেথা সাক্ষ্য বলাইতে॥
লঘুগতি এল দূত বাইতির কাছে।
সাক্ষী দিতে বাইতি আগিয়া আসে নাচে॥
দেখা হল দুজনে সম্ভাষে ভাই ভাই।
শ্লেষ মাত্র বলিতে চলিল ধাওয়াধাই॥
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির।
ঘনরাম ভণে যার নাথ রঘুবীর॥
রাজা বলে শুন হে বাইতি হরিহর।
সত্য সাক্ষী দিবে তুমি সভার ভিতর॥
হয়েছে নয়েছে কিবা পশ্চিমে উদয়।
রাজা এত কহিতে পণ্ডিত সব কয়॥
সাবধানে শুন ওহে এই ধর্ম্মসভা।
ইহাতে সঙ্কট বড় সত্য কথা কবা॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ কৃষ্ণের আজ্ঞায়।
প্রকারে প্রকাশি মিথ্যা মনস্তাপ পায়॥
অশ্বথামা হত ইতি গজ বলি শেষে।
ধর্ম্মপুত্র তথাপি ঠেকিল যাম্যদেশে॥
সপ্ত পিতৃলোক তোর ভয়ে ভাব্যমতি।
আজি বা অক্ষয় স্বর্গ কিবা অধোগতি॥
বিবিধ প্রকারে ধর্ম্ম বুঝান পণ্ডিত।
ধর্ম্মপদে লাউসেন মজাইল চিত॥
অন্তরে জানিলা প্রভু বাইতির মতি।
বাইতির বদনে বসাল সরস্বতী॥

যুবতী করিছে তার ভগবতী ধ্যান।
সভা মধ্যে খণ্ডাতে স্বামীর ভ্রমজ্ঞান॥
অন্তরীক্ষে বসে শুনে যত দেবগণ।
হরিহর বলে সাক্ষী প্রসন্ন বদন॥
পূর্ব্বমুখ হইতে প্রসন্ন হল হরি।
হরিহর বলে রাজা নিবেদন করি॥
যেরূপ দেখেছি রয়ে ঈশ্বর প্রমাণ।
কতকাল কঠোর পূজিলা ভগবান॥
বর নাহি পেয়ে তবু ত্যাগ করি শেষে;
সবাই ত্যজিল তবু ধর্ম্মের উদ্দেশে॥
তিন দিন ছিলা রায় হয়ে নবখণ্ড।
তবে হৈল পশ্চিমে উদয় বার দণ্ড॥
পরিপূর্ণ অমাবস্যা অন্ধকার কিবা।
বার দণ্ড পশ্চিমে উদয় হল দিবা॥
প্রভু দিলা উদয় দেবতা লয়ে সঙ্গ।
কহিতে কহিতে প্রেমে পুলকিত অঙ্গ॥
দেখেছি শুনেছি তায় দিয়েছি ধুমুল।
রাজা বলে সত্য সত্য এ কথা মূল॥
সবে বলে সাধু সাধু সেন মহাশয়।
ধন্য ধন্য হরিহর বাইতিতনয়॥
উঠিল আনন্দ ধ্বনি জয় জয় বোল।
আনন্দে বিভোল রাজা সেনে দিল কোল॥
ভাগ্যবতী রঞ্জারাণী আর কর্ণসেনে।
মহারাজা খালাস করিল সেইক্ষণে॥
করে ধরি কর্ণসেনে কহিলা ভূপতি।
ক্ষমা দিবে যত দুঃখ পেলে দৈবগতি॥
সেন বলে দুখ সুখ সব কর্ম্মফলে।
তোমার কি দোষ মোর আছিল কপালে॥
কহিতে কহিতে আঁখি করে ছলছল।
প্রবোধিয়া নিল রাজা ভিতর মহল॥

রঞ্জাবতী কর্ণসেনে করিল সম্মান।
স্বর্গে বাজে দুন্দুভি প্রসন্ন ভগবান ॥
দুই বুনে হালাহোলে উঠিল আনন্দ।
পাত্তর লইয়া শুন চাতুরী প্রবন্ধ ॥
পাত্তর যেমন রয় জোকের মুখে চুণ।
তাপের উপরি তাপ বাড়ে দশগুণ ॥
সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ি।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে পাত্র মুচুড়িছে দাড়ি ॥
সেনে ছেড়ে আড়ি হৈল বাইতি উপর।
ধনচোর ঢেসায় পাঠাব যমঘর ॥
এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে।
ধন চুরি গেল বলে বান্ধিল কোটালে ॥
রাজার সাক্ষাতে আসি কহিল বিশেষ।
ডেকে বলে ইন্দেমেটে লুটে খায় দেশ ॥
তোমার ভাণ্ডারে চুরি তত্ত্ব নাহি করে।
কোটাল মাতাল মদে মেতে থাকে ঘরে ॥
কোপে উঠে কয় রাজা কে করিল চুরি।
সবংশে বধিব নয় চোর দেহ ধরি ॥
কাতর কোটাল কয় নোয়াইয়া শির।
চারি দণ্ডে আমি চোরে করিব হাজির ॥
ইন্দেকে আপনি পান দিল নরপতি।
ধাইল কোটালগণ ভাবি ভগবতী ॥
খুঁজিয়া বাজার পাড়া নগর সহর।
ঘর ঘর নগর চত্বর খোঁজে চর ॥
চোর না পাইয়া শেষে বাইতি ভবন।
প্রবেশ করিয়া পাইল ভূপতির ধন ॥
বুঝিয়া বেড়িল বাড়ী বাইতি খেলে তাড়া।
অমনি কোটাল বান্ধে দিয়া ঝুঁটী নাড়া ॥
নাথা মুথা কুহুই গুঁতা কুপিয়া কিলায়।
বাইতিনী লোটে পড়ে কোটালের পায় ॥

প্রাণ রাখ নিশানাথ দোষ নাহি কিছু।
ধর্ম্ম যদি সত্য হয় সাক্ষী পাবে পাছু ॥
তোমার কি দোষ ইন্দে সব করে কলি।
ইন্দে বলে এমন কি আছিলি ধর্ম্মশীলী ॥
ধন সনে চোর বেন্ধে ভাঙ্গিছে ভরম।
কি আর চোরার নারী বুঝাস ধরম ॥
এত বলি কোপযুত কোটালের যূথ।
রাজধানে বেন্ধে নিল যেন যমদূত ॥
ধনচোরে দিয়া মাথা নোয়াল কোটাল।
বিবরণ বলিতে বক্সিস পাইল শাল ॥
পাত্র ভাবে তৎকাল কেমনে কাটা যায়।
কি জানি বাইতি বেটা মোরে বা মজায় ॥
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ।
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ ॥
অবিচারে মহারাজা দিতে চাহে শূলি।
আনন্দে বলিছে পাত্র ধন্য কাল কলি ॥
না কর বাইতি কিছু ধর্ম্ম অভিমানে।
কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে ॥
সাজায়ে সরল শূলি সিমুলের কাঠে।
চাপায়ে চোরের কান্ধে চলে দিব্য ঠাটে ॥
বাজে কাড়া জোড়া শিঙ্গা করতাল কাঁসি।
দেখিতে ধাইল যত নগরনিবাসী ॥
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ তালি দেই।
কেহ বলে চোরের উচিত শাস্তি এই ॥
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে আরোপিল শূলি।
তখন বাইতি কয় কলিয়া ব্যাকুলি ॥
হরিগুরুচরণসরোজ করি ধ্যান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

কোটাল খানিক রাখহ মোর প্রাণ।

অশেষ পাপের পাপী পতিতপাবন জপি

পরিণামে পেতে পরিত্রাণ॥

জগতে জনমাবধি চুরি নাই করি যদি

চোর বাদে রাজা দেয় শূলি।

স্নান করি গঙ্গাজলে দেব পিতৃ বন্ধুকুলে

তুমি দিতে চাও জলাঞ্জলি॥

আপন দুঃখের কর্ম্ম কিবা কলিযুগ ধর্ম্ম

বৃথা যদি জন্ম যায় বয়ে।

নিদান নির্গুণ নিত্য নয়ান মুদিয়া চিত্ত

ক্ষণেক চিন্তিত আমি রয়ে॥

কাতর উত্তর শুনি সদয় কোটালমণি

দণ্ডেক করিল অবসর।

নিত্য ক্রিয়া কুতূহলে সমর্পিয়া গঙ্গাজলে

ব্রহ্ম চিন্তা করে হরিহর॥

শিরসি সহস্রদলে ধ্যান করি যোগবলে

জ্যোতির্ম্ময় জগত আধান।

বাহ্য বুদ্ধি পরিহরি মানসিক পূজা করি

স্তুতি করি হয়ে নতমান॥

প্রেমে অঙ্গ গদগদ প্রমাদে প্রভুর পদ

পঙ্কজ পরম পরিসর।

সেবিয়া সোনার কায় ধ্যান করি ধর্ম্মরায়

ধরাতলে ধূলায় ধূসর॥

তোমার স্মরণ সার গতি মোর নাহি আর

পার কর প্রভু পরাৎপর।

পতিতপাবন আখ্যা প্রকাশ করিয়া রক্ষা

কান্দিয়া কহেন হরিহর॥

সুধন্বা রাখিলে তৈলে প্রহ্লাদ অনল শৈলে

জৌঘরে পাণ্ডবে দিলে প্রাণ।

সে সব তোমার ভক্ত আমি অতি পাপযুক্ত
নিজ গুণে কর পরিত্রাণ ॥
মিছা সাক্ষী অঙ্গীকারি সেই তাপে দহুজারি
দিলে মোরে নিদারুণ দুখ।
সত্য সাক্ষী দিনু যত ফল শুনি স্থিতিমত
তায় কেন হৈলে বিমুখ ॥
শূলিতে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায়
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যা বাদে হয় নাশ
ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে ॥
হরিহর করে স্তুতি জানিয়া বৈকুণ্ঠপতি
আদেশিলা পবননন্দনে।
হরিহরে মারে মিছা সুরপুরে আন বাছা
দ্বিজ ঘনরাম রস ভণে ॥

অন্তরীক্ষে হনুমান বিমান লইয়া।
ঘাটে উঠে হরিহর ধর্ম্ম ধেয়াইয়া ॥
বসন ভূষণ মাল্য চন্দনে ভূষিত।
প্রভুপদে হরিহর আরোপিল চিত ॥
হরিষে দেখিছে পাত্র বাইতির শূলি।
নিদারুণ কোটাল বায়েনে ধরে তুলি ॥
শূলিতে তুলিতে তোলে সুবর্ণ বিমানে।
বাইতি বৈকুণ্ঠ গেল পিতৃলোক স্থানে ॥
হরিহরে সুরপুরে সবে বলে শ্লাঘ্য।
কহিতে কে পারে কত হরিহরের ভাগ্য ॥
হরিহরে কৃতার্থ করিল ভগবান।
করিতে আঁটকুড়া পাত্রে গেল হনুমান ॥
সভে বলে সাধু সাধু ধন্য পুণ্যবান।
পাত্র বলে তোরা সব বড়ই অজ্ঞান ॥

ও বেটা পাতকী বড় অতি শুভক্ষণে।
শূলেছে শূলির কাষ্ঠ স্বর্গ এ কারণে॥
আমার প্রধান পুত্র কামদেব আন।
আজ্ঞা পেয়ে কোটাল আনিল বিদ্যমান॥
পাত্র বলে বাছা রে বিচারে তুমি বুঝ।
কি তাপে বাইতি বেটা হল চতুর্ভুজ॥
শুভক্ষণে শূলিতে শূলেছে ভাল রীতে।
অতেব গিয়েছে স্বর্গ বুঝে দেখ চিতে॥
কামদেব বলে বাপা ঐ সত্য বটে।
পাপে পূর্ণ হল পাত্র দৈবে ধরে জটে॥
পাত্র বলে কামদেব স্বর্গে সাধ বাদ।
তুমি স্বর্গে গেলে মোর ঘুচে অবসাদ॥
এত বলে কোটালে সঙ্কেত করে পাপ।
কামদেবে দিতে শূলি ডাকে বাপ বাপ॥
অন্তরীক্ষে লাথি মারে হনু মহাবীর।
শূলিটে বেরুল তার ভেদ করি শির॥
পাত্র বলে পাপী বেটা গেল অধোগতি।
পুণ্যাত্মা মদন মোর মধ্যম সন্ততি॥
তারে আন আদেশিতে আনিল কোটাল।
পাত্র বলে স্বর্গে বাছা কর ঠাকুরাল॥
শূলিতে তুলিতে হনু মারে বজ্রমুঠি।
শূলিটে বেরুল তার ভেদ করে টুঁটি॥
তথাপি অধম পাত্র ডাক দিয়া কয়।
সংসারে মদনা বুঝি ছিল পাপাশয়॥
তৃতীয় তিলকচন্দ্র ধর্ম্মশীল বেটা।
তারে স্বর্গে পাঠাইলে ঘুচে বুকে জাঠা॥
আন মাত্র বলিতে করিল উপনীত।
শূলিতে তুলিতে বেটা ডাকে বিপরীত॥
উহু আহা মরিরে মরিরে বাপ বাপ।
পাত্র বলে ইহার অধিক ছিল পাপ॥

চতুর্থ চণ্ডিকা নামে এক পুত্র ছিল।
তাহারে আনিয়া এইরূপে নষ্ট কৈল ॥
এইরূপে পাঁচ পুত্র করিল সংহার।
তথাপি অধম পাত্র ক্ষমা নাহি আর ॥
অভাগা অধম পাত্র ক্ষমা নাহি মনে।
কোটালে কহিল আন কোলের নন্দনে ॥
ছমাসের শিশুটি সংসারে পাপহীন।
তারে স্বর্গে পাঠালে প্রসন্ন হয় দিন ॥
শয়নে আছেন শিশু সুবর্ণের খাটে।
কোটাল নিকটে যেয়ে ঠেকিল সঙ্কটে ॥
ইন্দে বলে পাছে জানে ছাওয়ালের মা।
মররে অধম পাত্র অধোগতি যা ॥
কেমনে বধিবে বাছা কুলের কমল।
দূতমুখ হেরি শিশু হাসে খল খল ॥
ছল ছল করে ইন্দে নয়নের জলে।
মায়া ত্যজি কোটাল করিয়া নিল কোলে ॥
চাঁদমুখে পথে পথে কত দিল চুম।
শূলের উপরে বাছা সুখে যাও ঘুম ॥
বসাতে শূলির শিরে নাহি আঁটে স্থল।
পাত্র বলে আড়ে শূলি পরম মঙ্গল ॥
শূলেতে তুলিবা মাত্র শিশু হল ধ্বংস।
এতদূরে মহাপাত্র হইল নির্ব্বংশ ॥
করিলে পরের মন্দ ফলে এই ফল।
ভণে দ্বিজ ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ॥

আঁটকুড়া হল পাত্র বধে ছয় পো।
শোকে রঞ্জারাণীর নয়ানে বহে লো ॥
ধরিয়া পুত্রের হাতে করেন ব্যাকুলি।
ঘুচিল পিতার কুলে পিণ্ড জলাঞ্জলি ॥
ভাই হৈল ভাগ্যহীন ভারত ভুবনে।
এক পুত্র দান দেহ আপনার গুণে ॥

বাছারে বাঁচায়ে দেহ বংশে দিতে বাতি।
শিরোধার্য করে সেন মায়ের আরতি॥
ছোট শিশু শূলি হতে তুলে নিল কোলে।
প্রাণ দিল প্রভুর প্রসাদ ফুল-জলে॥
উপজে আনন্দ বড় উঠে জয়ধ্বনি।
সবে বলে লাউসেন দেবতা আপনি॥
ধন্য বাপু বলিয়া ভূপতি নিল কোলে।
আদরে দিবস দুই রাখিল মহলে॥
কর্ণসেন রঞ্জাবতী রাজা লাউসেনে।
কর্পূরে করিল ভূষা নানা রত্ন ধনে॥
লাউসেন আনন্দে বিদায় হল বাড়ি।
তখন কুচক্র পাত্র নাহি ছাড়ে আড়ি॥
মৃত শিশু পাইল প্রাণ সভা বিদ্যমানে।
নবলক্ষ সেনা তবে মরে থাকে কেনে॥
ভাগিনা জীয়ায়ে দিলে তবে সে বিদায়।
রাজা বলে লাউসেন কি হবে উপায়॥
পাত্রের কুচক্র শুনি রাজার হল হাস।
সেন বলে ঐ বুদ্ধে হল সর্বনাশ॥
গলিত কুষ্ঠক হও ছাড় ব্রহ্ম রা।
বলিতে বলিতে পাত্রের গলে পড়ে গা॥
পচাগন্ধে বিষম মাছির ভন্‌ভনে।
নিকটে না বসে কেহ নাকে বস্ত্র বিনে॥
সেন বলে শুন মামা জীবে যত সৈন্য।
রাজা বলে বাপুরে তোমারে ধন্য ধন্য॥
লাউসেনে হাতে ধরি বলেন ভূপতি।
তোমার মাতুল কৈলে এতেক দুর্গতি॥
সেন বলে নাহি কিছু অগোচর তোমা।
পরিবার পক্ষে মামা নাহি দিল ক্ষমা॥
রাজা বলে ক্ষম দোষ হও অনুকূল।
আমার পাত্তর তায় তোমার মাতুল॥

পরিতুষ্ট হও বাপু কুষ্ঠ কর দূর।
সেন বলে ভাল মেসো আছেন ঠাকুর॥
ধর্ম্মপদে শক্তি সেন শরীর নির্ম্মল।
ঘুচালে পাত্রের কুষ্ঠ দিয়া পুষ্পজল॥
ধর্ম্মনিন্দা কারণ ধবল রহে মুখে।
লাউসেন বিদায় হয়ে চলিল কৌতুকে॥
রাজরাণী সহিত করিল হালাহোল।
কেহ করে দণ্ডবত কেহ দেন কোল॥
বিনয় বচন বলি তুষিল ভূপতি।
বিদায় হইয়া সেন চলে শীঘ্রগতি॥
ভৈরবী পেরুল সেন ভাবি ভগবান।
শালঘাট শীতলপুর রাখি পিছে যান॥
কত নদী খাল বিল সরাই সহর।
একে একে রেখে পাইল ময়না নগর॥
সে হেন সোনার পুরী দেখে ছারখার।
কর্ণসেন রঞ্জাবতী করে হাহাকার॥
ময়নার যত প্রজা সবে এল ধেয়ে।
মৃতপ্রায় ছিল যেন উঠে প্রাণ পেয়ে॥
সন্তাষে সজল আঁখি মুখে নাই বোল।
হরিষে বিষাদ বাড়ে উঠে হালাহোল॥
কোলে এল চিত্রসেন কান্দিতে কান্দিতে।
তা দেখি ভূপতি প্রাণ না পারে ধরিতে॥
মহল দাখিল হতে দুখ উঠে দুন।
প্রিয়া বিনা সংসার সকল দেখে শূন্য॥
বিশেষ নারীর শোক স্মরিয়া দ্বিগুণ।
পুরুষ জরজর যেন কাঁচা বাঁশে ঘুণ॥
কলিঙ্গা রাণীর অঙ্গ ঘৃতে ছিল ভাজা।
সিন্দুক খুলিতে শোকে অচৈতন্য রাজা॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে চক্ষে বহে জল।
গোলোকে জানিল ধর্ম্ম ভকতবৎসল॥

পুনঃপুন কাঁদে কেন ময়না ভূপতি।
পরিপুর্ণ পরিপাটী হয়েছে বার্ম্মতি ॥
লাউসেনে আন হনু দেবতা সমাজে।
হনু কন আগে আজ্ঞা কর ইন্দ্ররাজে ॥
পাত্রের সঙ্গতি সেনা যদি প্রাণ পায়।
তবে সে বৈকুণ্ঠ এসে লাউসেন যায় ॥
এত শুনি ইন্দ্ররাজে প্রভু দিল ত্বরা।
হইল অমৃতবৃষ্টি উঠে যত মরা ॥
মার্ মার্ বলে ডাকে যত সেনাগণ।
শাকাশুকা বীর উঠে কালুর নন্দন ॥
পাটরাণী কলিঙ্গা সেনের প্রিয়তমা।
সুধা পরশনে হল সোনার প্রতিমা ॥
আনন্দে বিভোল যত ময়নার লোক।
সমাপন সবার সন্তাপ দুখ শোক ॥
সেনাগণে গৌড়েতে বিদায় কৈল রাজা।
ঘরে ঘরে বাড়িল ধর্ম্মের বড় পুজা ॥
সবে বলে লাউসেন ঈশ্বরের তনু।
বলিতে বিমানভরে এল বীর হনু ॥
বীর বলে লাউসেন রথে কর ভর।
সুরপুরী এস বাপু আপনার ঘর ॥
রায় রাণী কানড়া কর্পূর লাউসেনে।
পুরবাসী সকলে প্রবোধে জনে জনে ॥
কর্ণ্ণপনন্দন বাপু তুমি মহামণি।
ধর্ম্মপুজা প্রকাশিতে এসেছ অবনী ॥
পরিপুর্ণ পুজা হল অবনীমণ্ডলে।
স্বর্গ চল বলিতে লাউসেন কিছু বলে ॥
এতদিন দুখে শোকে তনু হল শেষ।
কেবল সুখের দশা করেছে প্রবেশ ॥
পুণ্যভূমি ভারত ভুবনে ভাল মতে।
কতকাল করি রাজ্য বাসনা মনেতে ॥

বীর বলে বিশেষ বারতা আমি বলি।
পুণ্যভূমি বটে কিন্তু কোলে কাল কলি ॥
কলিকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রহ্মচিন্তা আর।
কিছু না রহিবে বাপু হবে একাকার ॥
শুন বিবরিয়া বলি বলে হনুমান।
শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ঘনরাম গান ॥

চল চল স্বর্গ দিনে দিনে দুর্গ
পাপমার্গ হবে কলি।
লোকে ভবিষ্যতি যে সব দুর্গতি
সম্প্রতি শুনহ বলি ॥
দেব জগন্নাথ সব অসাক্ষাত
নিদ্রাগত গ্রামাদেবা।
কলিতে গঙ্গাদেবী ছাড়িবে পৃথিবী
পাতকী তরাবে কেবা ॥
কলিতে এক ভাগ ধর্ম্ম অনুরাগ
তিন ভাগ হবে পাপ।
তপ জপ যজ্ঞ বেদের বেদাঙ্গ
ব্রাহ্মণে পাইবে তাপ ॥
দুর্জ্জন কলিতে এ ভব তরাতে
কেবল হরির নাম।
জিহবার আলিসা লাবণ্য লালিসা
ইথে বিধি হবে বাম ॥
বৈষ্ণবতা ধর্ম্ম দেবারাধ্য কর্ম্ম
ব্রহ্মপদে মতি লীন।
তাহে কত ভণ্ড হইবে পাষণ্ড
লণ্ডভণ্ড রণ্ডাধীন ॥
শিব শক্তি যুক্তি জীব সবে মুক্তি
কলিকালে হেন পদে।

না বুঝিয়া তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে ॥
মহতের দায় মিছা দিবে রায়
দ্বিজে নাহি ধর্ম্মলেশ।
কাণে দিয়া মন্ত্র করে কত তন্ত্র
কেবল কড়ির উদ্দেশ ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ নিন্দা অনুক্ষণ
বৈষ্ণবে নিন্দিত ভাতি।
লঘু গুরু জ্ঞান সবে সমাধান
দুপর দিনে ডাকাতি ॥
অকাল মরণ শোকে সন্তাপন
অপালন শুকা হাজা।
করিয়া চাতুরী ঢেলা দিয়া গারি
লুটিবে কপট রাজা ॥
যুগধর্ম্ম রায় সাধু দুখ পায়
দুষ্টের প্রভাবে বাড়া।
ব্রাহ্মণ সজ্জন করিয়া বর্জ্জন
বসিবে শুঁড়ির পাড়া ॥
বসিয়া বাজারে যবন আচারে
ব্রাহ্মণে বেচিবে ঘি।
দেখিয়া উত্তমা কত নরাধমা
হরিবেক বধূ ঝি ॥
সুরাপানে বেশ্যা গমন তপস্যা
করিবেক কত নর।
যে যার সহিতে মজিবে পীরিতে
হাতে হাতে হবে ঘর ॥
ত্যাজি নিজ পতি সতী কুলবতী
যুবতী অসৎ হবে।
মদন আবেশে পর পতি আশে
পথ আগুলিয়া রবে ॥

যতেক অবলা সে হবে প্রবলা
কথা হবে হাত নেড়ে।
স্বামীর বচন করিবে লঙ্ঘন
গঞ্জনায় দিবে তেড়ে॥
হইয়া বহুড়ী হিংসিবে শাশুড়ী
কোন্দলে মারিবে ঝাঁটা।
হেন ছার নারী তার আজ্ঞাকারী
হইবে কলির বেটা॥
আচারে বিহীন বিচারে অধীন
ব্রাহ্মণে বেচিবে কন্যা।
একাদশী অন্ন খাইবে প্রসন্ন
কি আর কহিব অন্য॥
সতী কুলবতী সে হবে অসতী
সাধ্বী বলাবে কুলটা।
ধর্ম্ম হবে ক্ষীণ অধর্ম্ম প্রবীণ
সৎপথে পড়িবে কাঁটা॥
শুন মহাভাগ নাচে নটে শাক
তুলনা হবে তুলসী।
বর্ণ অবিচার হবে একাকার
সবে হবে ধনবশী॥
সৎপথ কাটিয়া বাপী পুরাইয়া
ডহর করিবে ডাঙ্গা।
থাকুক অন্য জন শুনহ রাজন
ব্রাহ্মণের হবে সাঙ্গা॥
পুরাণ ভারত দেব বিদ্যা যত
শূদ্র মুখগত প্রায়।
এতেক উৎপাত শুনি কাণে হাত
রাম রাম স্মরে রায়॥
কহে লাউসেন মোর এক্ষণ
গমনে নাহিক ব্যাজ।

কহ কৃপা করি কেবা সুরপুরী
পেলে পুজি ধর্ম্মরাজ ॥
বীর বলে বলি বিবরে সকলি
একচিত্তে শুনে যায় ।
গুরুপদদ্বন্দ্ব ভাবি সদানন্দ
দ্বিজ ঘনরাম গায় ॥
হনু বলে অসংখ্য ধর্ম্মের ভক্ত জন ।
সম্প্রতি ধর্ম্মের ভকতা বার জন ॥
একান্ত পুজিলে ধর্ম্ম কাটে কর্ম্মফাঁস ।
ভবসিন্ধু তরিয়া বৈকুণ্ঠে করে বাস ॥
প্রথমে সেবক ছিল ভোজ মহারাজা ।
পরিপাটী পরিপূর্ণ দিল আগ্যপূজা ॥
ধূপদত্ত দ্বিতীয়ে পূজিল সুপ্রতুল ।
মাণিক দ্বীপের মাঝে ধর্ম্মের দেউল ॥
তৃতীয় মথুর ঘোষ পুজে ধর্ম্মরাজে ।
ধেনু ধান্য ধন ধর্ম্মে ধরণী বিরাজে ॥
চারে পুজে মহীমুখ ব্রাহ্মণ শরীর ।
পূজা প্রদক্ষিণে ফিরে ধর্ম্মের মন্দির ॥
পঞ্চমে সেবক ছিল কালু ঘোষ নামে ।
যে জন জন্মিল ধর্ম্ম ললাটের ঘামে ॥
ষষ্ঠমে সেবক ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা ।
নিজ পুত্র কাটি যে ধর্ম্মের দিল পূজা ॥
জ্যেষ্ঠ বেটা কাটিয়া ধর্ম্মের পূজা দিল ।
সেই হইতে লুয়ের সৃষ্টি ভারতে হইল ॥
সপ্তম সেবক সদা ডোমের নন্দন ।
যার ঘরে হইল ধর্ম্ম অতিথি ব্রাহ্মণ ॥
আসাই চণ্ডাল আটে পুজিল প্রচুর ।
সিজান ধান্যেতে যার জন্মিল অঙ্কুর ॥
নবমে সেবক ছিল দ্বিজ মহীপাল ।
তপ জপ যাগ যজ্ঞ জপে সর্ব্বকাল ॥

দশমে সেবক ছিল বারুই শিবদত্ত ।
ধর্ম্মপূজা করিল যে অতি সুমহত্ত্ব ॥
একাদশে সেবক বাইতি হরিহর ।
দেখিলে বৈকুণ্ঠে গেল শূলির উপর ॥
দ্বাদশে সেবক তুমি কশ্যপনন্দন ।
অবনী এসেছ ধর্ম্মপূজার কারণ ॥
দেবকন্যা তোমার রমণী চারিজন ।
আওীর পাথর ঘোড়া সূর্য্যের নন্দন ॥
কলিকালে ধর্ম্মের বার্ম্মতি দিলে পূজা ।
পূর্ণ হল নিজ ঘরে চল মহারাজা ॥
তোমার জননী রম্ভা ইন্দ্রের নাচনী ।
অভয়ার অভিশাপে এসেছে অবনী ॥
সকলি ধর্ম্মের মায়া শাপান্তর পর ।
এসহ আপন পুরী রথে কর ভর ॥
কর্পূর বলেন দাদা একথা স্বরূপ ।
শুনি প্রেমে পুলকিত ময়নার ভূপ ॥
সেন বলে রেখে যাব বৃদ্ধ পিতা মাতা ।
সেনের বচন শুনি কন বরদাতা ॥
মা বাপে জিজ্ঞাসে এস কি পাও উত্তর ।
শুনিয়া প্রবেশে পুরী দুই সহোদর ॥
দুই ভাই যেয়ে বাপে দণ্ডবত করি ।
লাউসেন বলে বাবা চল স্বর্গপুরী ॥
আপনি পাঠালে রথ অখিলের নাথ ।
বৃদ্ধ রাজা বলে বাপু যেও গো পশ্চাৎ ॥
শিশু তোর তনয় বিষম রাজ কার্য্য ।
নফরে লুটাতে নারি ধন কড়ি রাজ্য ॥
সেন বলে রাজ্য ভোগে সদানন্দে রবে ।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে ॥
এত বলি নত হয়ে হইল বিদায় ।
ঐরূপে মায়ের সম্ভাষ করে রায় ॥

পুত্র ছাড়ে সংসার শুনিল নিদারুণ।
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা বাড়ে দশগুণ ॥
রাণী বলে কি বুঝিলে রাজারে জিজ্ঞাসি।
সেন বলে বাপা হলেন রাজ্যঅভিলাষী ॥
রাণী বলে স্বতন্তরা কভু নাহি আমি।
গয়া গঙ্গা বারাণসী স্বর্গপদ স্বামী ॥
সে রাঙ্গা চরণ বিনে অন্যে নাহি মতি।
পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি ॥
কি আর অসাধ্য তার তুমি যার পো।
বলিতে বলিতে গলে নয়নের লো ॥
কশ্যপনন্দন বাপু পরম পুরুষ।
অভাগীকে দয়া করে হয়েছে মানুষ ॥
দেবরূপী কর্পূর আপনি নারায়ণ।
যেমন যাদবপতি যশোদার ধন ॥
অপরাধ ক্ষম রে কহেছি কুবচন।
ক্ষমা দিবে মহাশয় মোর নিবেদন ॥
এত শুনি কর্পূর বলেন জোড়হাতে।
তোমার তপের তেজে জন্মিনু জগতে ॥
জন্মভূমি জগতে দেবতা করে সাধ।
ক্ষমা দিবে আপনি অশেষ অপরাধ ॥
জন্ম হৈল জগতে যাবৎ পরাধীন।
সুধিতে নারিনু কিছু মা বাপের ঋণ ॥
অতঃপর আমরা আসিব নিজ ঘরে।
তুমি স্বর্গপুর পাবে বার বৎসর পরে ॥
এত বলি বিদায় জননী বিদ্যমানে।
বাঁড়ির বাহিরে দেখা বীর কালু সনে ॥
সেন বলে বীর কালু চল স্বর্গবাস।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাস ॥
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গ পদ।
যথা পাই সদাই শূকরমাংস মদ ॥

সেন বলে সুধাভোগে রাখিব সতত।
কালু বলে স্বর্গকে আমার দণ্ডবত ॥
বোল শুনি বীরের বলেন বরদাতা।
কৌবির ঝাপর হও কুলের দেবতা ॥
ডোমগণ সদাই পুজিল মদ মাসে।
কালু বলে নেহাল করিলে নিজ দাসে ॥
প্রজাগণে প্রবোধ করিল একে একে।
চিত্রসেনে রাজটীকা দিল অভিষেকে ॥
হাকন্দ সেবায় ছিল যতেক ভকতা।
আগুীর পাথর বাজী এ চারি বনিতা ॥
সাথে লয়ে রথে উঠে লাউসেন কর্পূর।
বায়ুবেগে গেলা রথ বিষ্ণুপদ দূর ॥
দেবতা সকল দেখে অনিমেষ আঁখি।
কেহ বলে এমন কখন নাহি দেখি ॥
সংসারে শরীর লয়ে যান যমপুরে।
হেনকালে যমদূত দেখা দিল দূরে ॥
বিনয় বচনে বলে শুন বীর হনু।
কে কোথা বৈকুণ্ঠ নিল মরতের তনু ॥
থাকুক অন্যের কথা দেব নারায়ণ।
জগতে যত্নর বংশে জন্মিল যখন ॥
দেহ ছাড়ি জীব যবে যান নিজালয়।
আপনি এমন কর বেদনিন্দা হয় ॥
দেহ ছাড়ি জীবে যবে ত্যাগ করি তনু।
যমপুরে এসে জীব বেদে কয় মনু ॥
ভোগাভোগ পশ্চাতে সকল কর্ম্ম মত।
এত বলি চল বলি চালাইল রথ ॥
সম্মুখে জলন্ত নদী দুরন্ত অনল।
ঝুপ ঝুপ ঝাঁপ দিল ভকত সকল ॥
নির্ম্মল হইয়া উঠে বর্ণ অনুপাম।
সাক্ষাৎ সোনার কান্তি শরীর সুঠাম ॥

দেখে অর্ঘ্যদানেতে আদর কৈল যম।
যমদূত সবার ঘুচিল মনোভ্রম ॥
যমদ্বার মহাঘোর অন্ধকার অতি।
দেখিল কাতর তায় পাপের দুর্গতি ॥
উঠে পড়ে মহাপাপী নরকের কুণ্ডে।
যমদূত অমনি ডাঙ্গশ মারে মুণ্ডে ॥
যেরূপেতে যে যে পাপ করেছিল নর।
নরক ভুঞ্জায় তার যমের কিঙ্কর ॥
রাখিয়া শমনপুরে বায়ুবেগে রথ।
সুমেরু সন্ধানে ধরে বৈকুণ্ঠের পথ ॥
বাইয়া প্রভুর আগে হৈল উপনীত।
আপনি উঠিলা প্রভু হয়ে হরষিত ॥
বার্ম্মতি হইল সাঙ্গ উঠে জয় জয়।
কর্পূর প্রভুর অঙ্গে মিশাইয়া রয় ॥
কশ্যপনন্দন গেল নিজ নিকেতনে।
আওঁীর পাথর বাজী হইল তপনে ॥
আপন মন্দিরে গেল দেবকন্যা সব।
কলিযুগে প্রকাশিল ধর্ম্মমহোৎসব ॥
বিষ্ণুর দ্বাদশ ভক্ত নিজ পদ পায়।
এত দূরে ধর্ম্মের বার্ম্মতি হল সায় ॥
সঙ্গীত আরম্ভকাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন ॥
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকান্ত অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥

॥ ইতি স্বর্গারোহণ পালা সমাপ্ত ॥

———

পরিশিষ্ট

সুরিক্ষার পালা

হরিপদে মন যার ঔষধে কি করে।
পান কিনা লব দেখি কি করিতে পারে॥
কোন্ কর্ম্ম না হয় ইষ্টেতে মন হলে।
মাল সারেঙ্গধলাক বধিলাম অবহেলে॥
বাঘ কামদল মেলাও জালন্দার পাটে।
দারুণ কুম্ভীর মালাও তারাদীঘির ঘাটে॥
বার বধূ বাদ দিল মারিয়া কুমারে।
তারে রক্ষা করিল ঠাকুর মায়াধরে॥
গৌড় যেতে পথের কণ্টক না রাখিব।
সুরিক্ষা নটীকে আসিতে না দেখিব॥
এত যুক্তি কর‍্যা মনে নিতে চান পান।
কর্পূর ফেলিল ঠেল্যা পানের দকান॥
দকান ফেলিল যদি কর্পূর পাতর।
পান গুয়া গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
কোপে রক্তবরণ হইল মুখশশী।
কর্পূরের কমরে ধরিল গিয়া দাসী॥
সর্ব্বনাশ করিল বৈদেশী দুই ভাই।
ঘন ঘন দেয় মাগী ম্বারীর দুহাই॥
সুরিক্ষার কাছে চল করিবারে দেখা।
নহে নিব গুনাগার এক লক্ষ টাকা॥
ভয়াতুর কর্পূর নয়নে বহে জল।
পাবক দেখিয়া যেন হরিণ চঞ্চল॥
রাখ দাদা লাউসেন বিষম সঙ্কটে।
প্রাণ পাছে যায় ভাই মাগীর দাপটে॥
লাউসেন বলে ভাই আমার নাই চারা।
আপনি ফেলিলে ভাই পানের পসরা॥

গুনাগার দিতে ভাই সঙ্গে নাস্তি ধন।
ইহার উপায় তবে করিব কেমন॥
খুঁজে দেখ সঙ্গে যদি কড়ি কিছু থাকে।
তবে সে এড়ান পাই বিষম বিপাকে॥
এত যদি কহিল দুর্ল্লভ সদাগর।
অম্বর খুঁজিয়া দেখে কর্পূর পাতর॥
কানাকড়ি কর্পূর পাইল কড়া সাত।
কড়ি হাতে করিল ময়নার মহীনাথ॥
ভাবনা করেন সেন দেব মায়াধরে।
পার হতে নারি প্রভু বিষম সাগরে॥
বিপাকেতে ঠেকিল কর্পূর সহোদর।
কড়ির উপরে প্রভু হবে ধ্বজাধর॥
এক মনে ধর্ম্মরাজে করিতে স্মরণ।
কানাকড়ি মাণিক হইলা ততক্ষণ॥
প্রবোধিল দাসীক মাণিক দিয়া করে।
কুকর্ম্ম করিল কর্পূর দোষ দিব কারে॥
অসম্ভব দেখিয়া দাদাকে চমৎকার।
চলে রামা নটীকে কহিতে সমাচার॥
বেশ কর্‍্যা বেউশ্যা বসি আছে ঘরে।
কহিতে লাগিলা দাসী হয়্যা জোড়করে॥
হেন অপরূপ আমি না দেখি নয়নে।
দেবতার বল বুঝি আছে লাউসেনে॥
একে একে কহিল সকল বিবরণ।
কানাকড়ি হাতে হলা অমূল্য রতন॥
তুমি বল আমার দেবতা পক্ষ বল।
রূপে গুণে তোমা হৈতে অধিক সকল॥
যে নাগর ভুলাইতে নারিলাম আমি।
সাধ থাকে দেখিতে পয়ান কর তুমি॥
এত শুনে গা তুলে সুরিক্ষা বাণেশ্বর।
গমন করিল লয়্যা ছকুড়ি নাগর॥

সবাকে দিয়াছে রামা অষ্ট অলঙ্কার।
বাহুবন্ধ মাদুলি সোনার কণ্ঠহার ॥
ত্বরিত গমনে চলে সুরিক্ষা রূপসী।
তারাগণ সমুখে উদয় যেন শশী ॥
রাজহংস গমনেতে করিল পয়ান।
কাঞ্চনের বাটায় নাগর যোগায় পান ॥
লাউসেনে দেখিতে সুরিক্ষা নটী যায়।
চারিদিকে নাগর সব চামর ঢুলায় ॥
সপ্তস্বরা বীণা আর থমক খঞ্জরী।
কেহ বা বাজায় কেহ নাচে তাল ধরি ॥
নানা বাদ্যে নাগর সব করিল গমন।
সেনের নিকটে সব দিলা দরশন ॥
কর্পূর বলেন দাদা হের দেখ চেয়্যা।
সাজ্যা আল্যা সুরিক্ষা ছকুড়ি নাগর লয়্যা ॥
কি করিব দাদাহে পালাতে পথ নাঞি।
বিষম সঙ্কটে বড় ঠেকাল্য গোসাঞি ॥
পথ আগুলিল গিয়া ছকুড়ি নাগর।
লাউসেন আগুলে সুরিক্ষা বাণেশ্বর ॥
সঙ্গেতে নাগর সব ঔষধে আকুল।
চামর ঢুলায় কেহ যোগায় তাম্বুল ॥
তা দেখিয়া কর্পূরের মুখে নাঞি কথা।
তরাসেতে যেমন হইল মহীলতা ॥
দাণ্ডাইল কর্পূর লাউসেন তপোধন।
সুরিক্ষা দেখিল রূপ ভুবনমোহন ॥
লাউসেন সমুখেতে দাণ্ডালা নটিনী।
স্বর্গ হতে এল্যা যেন ইন্দ্রের কামিনী ॥
চারিদিকে দাঁড়াইল্য ছকুড়ি নাগর।
লাউসেন জিজ্ঞাসে সুরিক্ষা বাণেশ্বর ॥
কোথা যাবে কি নাম নিবাস কোন দেশে।
কোন কুলে উৎপত্তি কহিবে সবিশেষে ॥

দাণ্ডাইয়া কে বটে তোমার দক্ষিণে।
পরিচয় পেলে সে সন্তুষ্ট হয় মনে॥
সেন কয় সুন্দরী সম্মুখে জোড় কর।
লাউসেন বলে বাড়ী ময়না নগর॥
নাম ধরি লাউসেন ময়নার মহীনাথ।
মাতা মোর রঞ্জাবতী কর্ণসেন তাত॥
ক্ষত্রি কুলে উৎপত্তি কর্পূর ছোট ভাই।
রাজসম্ভাষণেতে গৌড়দেশ যাই॥
নৃপতির সাক্ষাতে বিশেষ কাজ আছে।
পথ ছেড়্যা দেহ রামা সন্ধ্যা হয় পাছে॥
যেতে চাই গৌড় ছাড়ি দেহ পথ।
বেলা নাই পাছে ডুবে পতঙ্গের রথ॥
সুরিক্ষা বলেন সেন যেতে পাবে নাই।
আমার মন্দিরে আজি থাক দুই ভাই॥
গোলাহাট দিয়া যেবা যায় গৌড়পুরে।
সাতদিন রয়্যা যায় আমার মন্দিরে॥
কৈশোর বয়স দেখি তরুণ যৌবন।
কেন যাবে কষ্ট পাতে গৌড় ভুবন॥
একদণ্ড সুখ নাই রাজার দরবারে।
চুরি ডাকাত পূর্ণাবধি রাজার সহরে॥
মহামদ পাত্রের দয়ার নাহি লেশ।
অবিচারে সকল প্রজাকে দেয় ক্লেশ॥
নৃপতির দয়া নাই শুন মহাশয়।
সরা যেতে চোর ডাকাতের বড় ভয়॥
গৌড় যাইতে সেন কেন কর ধ্যান।
মকরন্দ কৌতুক বলিয়া কর পান॥
গোলাহাট সহরে যৌতুক কর রায়।
অগোর কস্তুরী চুয়া মাখাইব গায়॥
কিন্নর সমান গুণী নিত্য কর এস্যা।
গীত শুন তাণ্ডব কৌতুক দেখ বস্যা॥

বিদ্যা পড়িবার তরে না কর ভাবনা।
নদ্যা হতে পণ্ডিত এসেছে কত জনা॥
অধ্যাপক পণ্ডিত সকল মোর বশ।
নাটক নাটিকা দেখ কাব্য কলা রস॥
তিন সন্ধ্যা যোগাইব গঙ্গাজল চিনি।
দাসী হয়্যা অঙ্গে চামর ঢুলাব আপনি॥
দিবারাত্রি মধুপানে করিবে কৌতুকে।
পালঙ্কেতে তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে॥
কানে হাত দিল তখন সেন গুণধাম।
তিন বার স্মরণ করিল রাম রাম॥
জানিলাম সুন্দরী জানিলাম এতক্ষণ।
পথ ছেড়্যা দেঅ সুরিক্ষা শুন নিবেদন॥
রাজা ভেটে যেতে চাই ময়না অবনী।
পথ পানে চেয়্যা মোর জনকজননী॥
ভাল হল্য পেলাম বেউশ্যা দরশন।
পরশ করিলে পাপ পুরাণে লিখন॥
এত শুনি সুরিক্ষা নটিনী তখন বলে।
রেখ্যাছি দারুণ ফাঁদ আকাশ পাতালে॥
অল্পকালে অভয়া আমারে দিল বর।
বর দিল হোক তোমার ছকুড়ি নাগর॥
গুণ্যা দেখ দুজনা নাগর আঁটে নাই।
এতদিনে পরিপূর্ণ করিল গোসাঞি॥
মনে কর গোলাহাট ছাড়াইয়া যাব।
দুই ভেয়ের চরণে ডাডুকা এখন দিব॥
সুমস্যা পুরিতে পার গৌড়দেশ যাবে।
না পারিলে আমার রন্ধনে ভাত খাবে॥
কথা শুনে লাউসেন হাসে খলখল।
বল বল সুরিক্ষা সুমস্যা দেখি বল॥
কর্প্পূর পাতর বলেন হেস্য নাই সেন :
নটিনীর কথায় দেবতা কাঁপিবেন॥

সুরিক্ষা লাউসেনেতে প্রতিজ্ঞাপুরণ।
গোলাহাট সহরে আইল সর্ব্বজন ॥
বেউশ্যাকে বেড়্যা বস্যা নাগর সকল।
দুই ভেয়ে বসিলেন পাতিয়া কম্বল ॥
সুমস্যা পুরিতে আমি যখন নারিব।
দুই ভায়ে তোমার রন্ধনে ভাত খাব ॥
রন্ধন করিবে মোর নিয়ম মাফিকে।
প্রভাতে ভোজন নাই কাক যদি ডাকে ॥
যদি পার সুমস্যা পুরিতে সদাগর।
আমার অবস্থা কর সভার ভিতর ॥
সেন বলে সুমস্যা পুরিতে যদি পারি।
তোমার নাসিকা কান কাটি বসুন্ধরী ॥
এত শুনি সুরিক্ষা নটিনী দিল সায়।
সত্য করিলেন তবে লাউসেন রায় ॥
বিনয় বলি মিগাঙ্গদ পৃথিবী হুতাশন।
সেন বলে সাক্ষী থাক যত দেবগণ ॥
দুইজনে সাক্ষী করিলেন দেবগণে।
প্রহলিকা বলে দাসী সেন বিদ্যমানে ॥
প্রকাণ্ড শরীর অতি ভীমসেন নয়।
যোগী বটে কিন্তু নয় রাজার তনয় ॥
ত্রিশূল ধরয়ে সেই নহে হরিহর।
নটী বলে বলছে ময়নার সদাগর ॥
হস্ত নাস্তি কান নাস্তি নাস্তি নাক আঁখি।
শরতে উদয় তার অঙ্গ নাই দেখি ॥
বিষয় করয়ে সেই হয় মহাতেজা।
তার ভয়ে পাদশা কাঁপে শুন মহারাজা ॥
দেহ ধরি সুন্দরী নাসিকা মুখ তায়।
রক্তমাংস বর্জ্জিত আহার নাহি খায় ॥
আহার পরিশ্রম নাই শ্রমে নাহি মরে।
পুনরপি সেই দেহে তত্ত্ব নাহি করে ॥

সকল পুরাণ তুমি জান মহাশয়।
বেউশ্যা বলেন শুন না কহিলে নয়॥
তরুণ বয়স তার বনে জন্ম বটে।
দেবতা মানুষ তুষ্ট প্রাণ তিন ঘটে॥
জিহ্বা নাই পরের বদনে বলে বাণী।
নটী বলে বলছে ময়নার গুণমণি॥
বনেতে জন্ম তার বন বিনে মরে।
বনচর সেই বনে প্রবেশিতে নারে॥
ঘুমেতে যখন থাকে নাহি মুদে আঁখি।
দাসী বলে লাউসেন এবার বল দেখি॥
বেউশ্যা যতেক বলে সেন সব কয়।
নটী বলে সেন নাই হল্য পরাজয়॥
তখন ভাবেন রামা দেবী ভগবতী।
এইবার বলহে ময়নার মহীপতি॥
কামেশ্বরী কাণ্ডুরে আছে কামাখ্যাতে।
ধাতু কোথা বৈসে নারীর অষ্টাঙ্গ থাকিতে॥
সুমস্যা শুনিয়া সেন ঠেকিল সঙ্কটে।
দ্বিজ ঘনরাম গায় অনাস্তের পাটে॥
সুরিক্ষা দিলেক যদি ধাতুর এ কথা॥
সুমস্যা শুনিয়া সেন করে হেঁট মাথা॥
ধাউতের বচন খুঁজেন সদাগর।
কুমারসম্ভব দেখে অমর কুমার॥
ভাব বিনে সদা ভ্রষ্ট মেঘদূত দেখ্যা।
কুমার বেদান্ত দেখে নাটক নাটিকা॥
মাঘ রঘুসুত সাহিত্য হারাবলী।
মেদনি কর রতন মালা দেখিল সকলি॥
অষ্টাদশ আগম পুরাণ দেখিলেন।
ধাউতের বচন না পালেন লাউসেন॥
সেন বলে একথা ব্রহ্মার অগোচর।
এতদিনে বিমুখ হইল মায়াধর॥

কেন সত্য করিলাম সুরিক্ষার সনে।
মোর সম অজ্ঞান নাহিক ত্রিভুবনে ॥
বিষণ্ণ বদন হল্য ভাবিতে ভাবিতে।
কেমনে খাইব অন্ন বেউশ্যার হাতে ॥
নটী বলে লাউসেন ভাবনা কর দূর।
রন্ধন করিতে রাত্রি হইব উঙ্কুর ॥
পথশ্রান্ত দুই ভেয়ের মলিন বদন।
রন্ধন করিব চল করিবে ভোজন ॥
সুমস্যাতে হারিলেন লাউসেন রায়।
সুবর্ণের ড়াড়ুকা বাঁধিলেন দুই পায় ॥
কর্পূরের পায়ে দিল রূপার শিকল।
চারিদিকে বেড়ে চলে নাগর সকল ॥
নাগর সকল সঙ্গে হরষিত মন।
নিজালয়ে সুরিক্ষা দিলেক দরশন ॥
ছকুড়ি নাগর লয়্যা উত্তরে ভবনে।
রাজপাত্র বসাইল বিচিত্র আসনে ॥
সমাদর করিয়া সুরিক্ষা নটী কয়।
সত্যে বন্দী আপনি হয়্যাছ মহাশয় ॥
কি বলিব সকল পুরাণ যায় রায়।
সত্য হেতু রামচন্দ্র বনবাস যায় ॥
আজ্ঞা হোক যাই আমি করিতে রন্ধন।
রাত্রি হল্য কষ্ট পায় ভাই দুই জন ॥
সেন বলে রন্ধন করিবে মোর কাছে।
প্রবাসেতে আমার নিয়ম এক আছে ॥
বল যদি থাকে করিতে যোগ্যতা।
অন্ন খাব দুই ভাই নাহিক অন্যথা ॥
সর্ব্বকাল আতরের অন্ন খায়্যা থাকি।
উড়ি ধান ভানিবে শোলের কর্য়া ঢেঁকি ॥
অতি হাঁড়ি নিজ হাতে করিবে নির্ম্মাণ।
নদীর আনিয়া বালি করিবে উনান ॥

চালুনিতে জল আন তারাদীঘি হতে।
ভাল বসন আনিয়া জ্বালন কর তাতে ॥
কাক ডাকে রজনী প্রভাত যদি হয়।
ভোজন নাহিক তবে কহিল নিশ্চয় ॥
সুরিক্ষা বলেন তবে করি আয়োজন।
রন্ধন করিব কাছে দেখিবে এখন ॥
রন্ধনের সামগ্রী আনিতে নটী যান।
সেনের বচন শুন্যা উড়িল পরাণ ॥
যে সব কহিল সেন সব অসম্ভব।
কিরূপেতে আয়োজন হইবে এ সব ॥
মনে যুক্তি করিয়া সুরিক্ষা বাণেশ্বর।
ভবানীকে পুজিয়া মাগিয়া নিব বর ॥
স্মরণ করিয়া তখন দেবী দশভুজা।
দেবীর কারণে রামা আরম্ভিল পুজা ॥
চাঁপাহার শতদল পদ্ম আমলকী।
মল্লিকা শ্রীফল দল করি বীরকেতু কি ॥
জবাফুল ধূপ দীপ অগোর কস্তরী।
ঘৃত মধু চন্দন রাখিল সারি সারি ॥
উপহার আনাল্য সোনার বারকোসে।
বেউশ্যা করেন পূজা দেবীর উদ্দেশে ॥
শঙ্ক উপচারেতে পূজেন মহেশ্বরী।
মহাবিদ্যা জপ করে সুরিক্ষা সুন্দরী ॥
বীজমন্ত্র জপ করে সুরিক্ষা নটিনী।
নিজরূপে সাক্ষাৎ হইল নারায়ণী ॥
বর মেগে লহ বলে হেমন্তের বেটী।
কেন ঝি এমন কর পূজার পরিপাটী ॥
তোর পূজা নিতে গো কৈলাস তেজ্যা আসি।
গণেশ কার্ত্তিক হতে তোরে ভালবাসি ॥
সুরিক্ষা বলেন বল আপনার গুণে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় ধিয়ানে ॥

শক্তিরূপা সনাতনী জগতের মাতা।
ত্রিগুণধারিণী তুমি হরিভক্তি দাতা॥
মহিমা তোমার বড় দশমে লিখন।
তোমা পূজ্যা কৃষ্ণ পতি পেল্য গোপীগণ॥
কি বলিতে জানি গো অভয়া রাঙ্গা পায়।
আপনি দিয়াছ বর ভৈরবী গঙ্গায়॥
ছকুড়ি নাগর প্রায় বন্দী হল্য ঘরে।
রন্ধন করিতে যাই লাউসেনের তরে॥
রাজা লাউসেন দিল বিষম আরতি।
কেমনে হইব পার কহ ভগবতী॥
নিজ হাতে অতি হাঁড়ি গড়িবারে বলে।
উড়িধান কেমনে ভানিয়া দিব শোলে॥
চালুনিতে কেমনে আনিয়া দিব জল।
বসন ভিজিয়া বলে জ্বালিতে অনল॥
বালির তিউড়িতে কেমনে পাক হয়।
ভবানী বলেন বাছা না করিহ ভয়॥
রান্ধ গিয়া সকল হইবে অনায়াসে।
বর দিয়া গেলা চণ্ডী আপন কৈলাসে॥
বর পেয়্যা নটীর দ্বিগুণ হল্য বল।
ইঙ্গিতে করিল রামা যে চাই সকল॥
এক দণ্ডে করিল সকল আয়োজন।
লাউসেনের কাছে গেল করিতে রন্ধন॥
কর্পূর বলেন দাদা পরিপাটী দেখ।
রন্ধনের সামগ্রী নটিনী আনিলেক॥
আর কি বলিব দাদা সর্ব্বনাশ হল্য।
রন্ধন করিতে ওই নটিনী বসিল॥
ধর্ম্মপদারবিন্দে সদাই যাচিত।
দ্বিজ ঘনরাম গান অনাদি সঙ্গীত॥

রন্ধন করিতে রামা আনন্দিত মন।
পিড়্যা হতে আনে রামা জ্বলন্ত বসন॥

রাত্রি হল্য বিস্তর পাকের তড়াবড়ি।
জল দিয়া সাজাইল পাকের তেউড়ি ॥
ঘৃত দিয়া অতি হাঁড়ি বসাইলা তায়।
বসন ভিজায়্যা সব অনিল ভেজায় ॥
নটিনীকে বর দিয়া গেছেন ভবানী।
দপ দপ ভিজা বসন জ্বলিছে আপনি ॥
পরিপাটী করিয়া নটিনী করে পাক।
ঘনকাটি করিয়া পুয়ালি নটা শাক ॥
কটাকতক তায় দিল সারকোচের বীজি।
বরবটী বুট দিল আর কাঁঠালের মজি ॥
জল দিল আট কাল করিয়া বেসার।
পরিপাক লবন দিয়া করিল সুসার ॥
আলভাটি ঘনকাটি পিঠালির কালে।
ভাবক উঠিয়া গেল আদা হিঙ্গির কালে ॥
মনে করে ভোজন করিতে চান সুপ।
ঘৃতে সাঁতলিয়া নামায় ঘন্ট অপরূপ ॥
সুপ রান্ধে সুন্দরী ঘুরিয়া দেয় কাটি।
হরিদ্রাদি আসি তুলে মশলা পরিপাটী ॥
তুলাইয়া কোলে রাখে সুবর্ণ কটরা।
আদা ঝাল দিয়া রান্ধে মালের লফরা ॥
বেথ্যা শাক ভাজিয়া সোনার থালে রাখে।
নবীন নালত শাক ঘৃত দিয়া ছাঁকে ॥
কাঁচকলা পোরল বার্ত্তাকী পানকড়ি।
দুধ গুড় মিশায়ে ভাজিল ফুলবড়ি ॥
গোটা দুই নারিকেল ভাজিল পানিফুল।
দধিগুড় দিয়া রান্ধে আমের আম্বল ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ক্রমে করিল রন্ধন।
অবশেষ রাঁধনি চড়াল্য ওদন ॥
লাউসেন বলে শুন কর্পূর পাতর।
এত দিনে আমারে ছাড়িল মায়াধর ॥

নটীর হাতের অন্ন খাইব কেমনে।
বিষ খেয়্যা এখানে মরিব দুইজনে ॥
না যাইব ফিরা্যা আর ময়না ভুবন।
আর না দেখিব মাতাপিতার চরণ ॥
কি জানি দারুণ বিধি লিখিল ললাটে।
কুকর্ম্ম করিয়া কেন আল্যাঙ গোলাহাটে ॥
মনকথা কহেন ময়নার মহীপাল।
কর্পূর পাতর কবে রজনী আটকাল ॥
কেমনে প্রভাত হয় মনের বাসনা।
আকাশপানেতে চান ভাই দুইজনা ॥
দশ দণ্ড রাত্রি আছে বুঝিলেন প্রায়।
বেউশ্যা বাড়িল অন্ন স্বর্ণের থালায় ॥
দুই থালে অন্ন বাড়ে করে নিবেদন।
গা তুলিয়া দুই ভাই করস্যা ভোজন ॥
রেন্ধ্যা বেড়্যা আমার হইল কমর জৌউ।
ভাবনা কোরনা আমি কুলীনের বৌ ॥
প্রাণনাথ হয়্যা মোর নাঞি ভাব দুখ।
কালিপারা হয়্যাছে সোনার চাঁদমুখ ॥
ঢাল খাঁড়া এইখানে আসনে পড়্যা রোক।
রাজা পাত্রে ভোজন করিতে শুভ হোক ॥
এত শুনি নটীকে বলেন দুই ভাই।
স্বর্ণের থালায় মোরা অন্ন নাহি খাই ॥
থালা ঝারি সয়্যা কর তেঁতুলের পাতে।
ভোজন করিতে তবে পারি তোমার হাতে ॥
এত যদি কহিলেন লাউসেন রায়।
সুরিক্ষার ইঙ্গিতে নাগর সব ধায় ॥
ব্যক্তি চারি উঠে গিয়া তেঁতুলের গাছে।
আনিয়া দিলেক পত্র সুরিক্ষার কাছে ॥
ভবানীকে স্মরিয়া সুরিক্ষা সুন্দরী।
বাটাবাটি পত্রের বনাল্য থালা ঝারি ॥

শূন্য করে অন্ন বাড়ে পত্রদ্বয় করি।
তুই থালে বেষ্টিত ব্যঞ্জন সারি সারি ॥
বসিতে আসন দিয়া ডাকেন লাউসেনে।
ভোজন করস্তা রাজা পত্রের বাসনে ॥
আজ্ঞা হয় ঘৃত দিব অন্নের উপর।
এত শুনি কাতর হইলা সদাগর ॥
সত্যে বন্দী হইলাম খাইতে হল্য ভাত।
যদি রক্ষা করেন ঠাকুর দীননাথ ॥
বিষপানে প্রসাদে রাখিলে নারায়ণ।
গজদেহ ধরি রাজা ইন্দ্রের উপবন ॥
জল খেতে গজ পিপাসে পীড়িত।
ক্ষীরোদ সমুদ্রে রণ কুম্ভীর সহিত ॥
অভয় চরণে তুলে দিল পদ্মফুল। —
গজরাজ রাখিলে হইয়া অনুকূল ॥
পরাভব প্রতিজ্ঞাতে পাণ্ডবনন্দন।
দ্রৌপদীর করিলে প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
সর্ব্বঘটে কহেন অনন্ত নাম ধর।
বেউশ্যার ঘরে আজি জাতি রক্ষা কর ॥
কিবা জানি স্তব স্তুতি অভয় চরণে।
দয়া করি রাখ প্রভু দাসের নন্দনে ॥
গণ্ডূষ করিয়া হাতে সেন করে ধ্যান।
স্বর্গপুরে আপনি জানিলা ভগবান ॥
ভক্ত রাখিবার তরে হইলা চিন্তিত।
ঘনরাম গায় দ্বিজ অনাদি সঙ্গীত ॥

গণ্ডূষ ধরি স্তব করেন সেন।
স্বর্গেতে ধর্ম্মরাজা জানিলেন ॥
শুন হনুমান মোর আরতি।
এইবার রাখ সেনের জাতি ॥
পৃথিবীতে গেছে কর্ণের স্তুত।
হেন বুঝি শেষ সাঙ্গ হল্য ব্রত ॥

বেউশ্যার হাতে খাইতে অন্ন।
গণ্ডুষ ধর্য্যাছে সবের জন্ম॥
কাক ডাকে রাত্রি প্রভাত হয়।
সেনের তবে সে প্রতিজ্ঞা রয়॥
মহারুদ্র তুমি পুরাণে শুনি।
রাম অবতারে তোমারে জানি॥
ত্রিভুবন তুমি না কর শঙ্কা।
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া পড়ালে লঙ্কা॥
তোর তেজে নহে দেবতার বীর্য্য।
শীঘ্রগতি চল আনিতে সূর্য্য॥
কাছে যমরাজা ইন্দ্র আছিল।
প্রভু বলে মোর সঙ্গেতে চল॥
যদি অন্ন খায় ময়নার রাজা।
কলিযুগে মোর না হয় পুজা॥
ভক্তের কারণে করহ শ্রম।
কোকিল ইন্দ্র তার হবে যম॥
ডাকিতে চলহ গাছে গাছে।
উপনীত ধর্ম্ম সেনের কাছে॥
নটীকে রাখিল বিষ্ণুমায়াতে।
ধরিলেক ধর্ম্ম সেনের হাতে॥
গোলাহাটে ধর্ম্ম নটিনীর ঘরে।
হনুমান গেলা সূর্য্যের তরে॥
অস্তাচল হতে স্বর্গেতে যান।
রথের ধ্বজা দেখে হনুমান॥
হনু বলে এই সূর্য্যের রথ।
প্রণাম করিয়া আগুলে পথ॥
হনুমান বলে জোড় করদ্বয়।
উদয় দিতে চল মহাশয়॥
সুরিক্ষার সনে সেনের কথা।
প্রভাত হইলে তবে সে রক্ষা॥

নহে অন্ন খান নটিনীর হাতে।
ধর্ম্ম পাঠাল্য তোমারে নিতে ॥
সূর্য্য বলে তুমি বুদ্ধিতে হীন।
রাত্রিকালে বল করিতে দিন ॥
আটদণ্ড রাত্রি এখন স্থিতি।
উদয় দিতে মোরে কহ মারুতি ॥
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে তোর জননী।
তার কথা ভালরূপে সে জানি ॥
যার জাতা বেটা বিপিনে বশ্য।
লফরালি কর‍্যা ডাকিতে এস্য ॥
হনুমান বলে বড় না দেখি।
কোপেতে আরক্ত হইল আঁখি ॥
দর্প কর‍্যা হনু ভানুরে বলে।
যে কালে লক্ষ্মণ পড়িল শেলে ॥
আমারে পাঠাল্য গন্ধমাদনে।
পথে দেখা হল্য তোমার সনে ॥
বিশল্যকরণী আনিতে যাই।
সে সব কথা পাসুরিলে ভাই ॥
বগলেতে ভরি তোমার রথে।
পর্ব্বত উপাড়ি লইলাম মাথে ॥
অহঙ্কার কর মোর নিকটে।
শমন পাঠাব চড়ের চোটে ॥
সূর্য্যের বিমান বান্ধিয়া লেজে।
উদয় শিখরে তুলিল নিজে ॥
কাক ডাকে পূর্ব্বে প্রকাশ বেলি।
গা তুলিলা সেন গণ্ডূষ ফেলি ॥
ভক্তাধীন ধর্ম্ম রাখিলেন সেনে।
দ্বিজ ঘনরাম সঙ্গীত ভণে ॥
রাত্রি গেল প্রভাত গণ্ডূষ ফেলে সেন।
ভকতঅধীন ধর্ম্ম সেনে রাখিলেন ॥

লাউসেন বলে হুরিঙ্কা বাণেশ্বর।
বেড়ি ঘুচাও যাই মোরা গৌড় সহর॥
বেউশ্যা বলেন বিধি বিড়ম্বিল মোরে।
মনে কর আর ফিরে যাব গৌড়পুরে॥
প্রতিজ্ঞাতে তোমারে রাখিল নিরঞ্জন।
কালি গেল আজি এখন করাব ভোজন॥
কমর বান্ধিয়া চাহ পুষ্পের বাগান।
কর্পূর পাতর যে ভানিয়া দিবে ধান॥
ধর্ম্মের সেবক বল্যা অহঙ্কার তুমি।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপাতে পারি আমি॥
ধাউত কথা বল্যা স্পষ্ট কর‍্যা যাও মোকে।
গৌড় চল্যা যায় সেন কেবা তুমায় রাখে॥
ধর্ম্মরাজে জিজ্ঞাসে ময়নার গুণমণি।
ধর্ম্ম বলে

*　　*　　*

ধাউতের কথা হস্থ সেনে দিল কন্যা।
স্বর্গপুর গেল ধর্ম্ম দেবগণ লয়্যা॥
লাউসেন পাইল ধাউতের উপদেশ।
কর্পূর বলেন দাদা বল সবিশেষ॥
পরম গিয়ানী বল্যা আপনাকে ভাব।
হের এস্য নটিনী সুমস্তা পুরা দিব॥
নটী বলে যদি বল রেতের সন্ধান।
পরাজয় হইব তোমার বিগুমান॥
সুমস্তা পুরিতে যে বসিল দুই ভাই।
গোলাহাটে লোকজন আইল ধাওয়াধাই॥
লাউসেন বলে নটী শুন সাবধানে।
পুরা দিব সুমস্তা সবার বিগুমানে॥
কামেশ্বরী কামিক্ষা আছে কামিক্ষাতে।
নারীর ধাউত বসে বাম লোচনেতে॥

সভামধ্যে লাউসেন সুমস্তা পুরিল।
নটিনীর চাঁদমুখ কালিপারা হল্য॥
জিনিলেন সুমস্তাতে লাউসেন রায়।
আচম্বিতে চরণে ভাড়ুকা খসে যায়॥
সেন বলে শুন ওহে কর্পূর পাতর।
সুরিক্ষার নাকচুল কাট অতঃপর॥
পুরুষের অন্তক সুরিক্ষা নাম ধরে।
অশেষ প্রকারে মানী দুখ দিল মোরে॥
গৌড় যেতে পথের জঞ্জাল দূর কর।
লাফ দিয়া কর্পূর ধরিল যমধর॥
পাক দিয়া বেসর ধরিল বামহাতে।
এমনি কাটিল নাসা বেসর সহিতে॥
সূর্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
দুই কান কাট্যা কাটে বিনোদলোচন॥
রক্ত পড়ে ঝলকে বসন ভিজ্যা যায়।
যেতে যায় পালায়্যা পালাতে পথ নাই॥
আছাড় খাইয়া পড়ে কুয়ার ভিতর।
জলে পড়্যা সুরিক্ষা গেলেন যমঘর॥
লোটাইয়া বুলেন নটিনীর যত ধন।
দ্রব্য পেয়্যা নিহাল হইল কতজন॥
বন্দী ছিল কারাগারে ছহুড়ি নাগর।
মুক্ত কর্য্যা সবাকে দিলেন সদাগর॥
নটিনীর নাক চুল ফলায় বান্ধিয়া।
দুই ভাই গৌড় যায় বিদায় হইয়া॥
গোলাহাট এড়িয়া শঙ্করপুর পায়।
উপনীত লাউসেন ভৈরবী গঙ্গায়॥
কর্পূর পাতর বলে শুন সদাগর।
এই দেখাদেখি যায় গৌড় সহর॥
বেউড় বাঁশের গড় অই রাজার মহল।
লাল নীল ধাওয়াধাই পতাকা সকল॥

মামাদের বাড়ী অই রমতি নগরে।
লাউসেন তখন বলেন ধীরে ধীরে ॥
শুন ভাই কর্পূর আমার নিবেদন।
গঙ্গাজলে স্নান করি পুজি নিরঞ্জন ॥
তবে এখন যাইব গৌড় এই বটে।
বসন ভূষণ রাখ ভৈরবীর তটে ॥
কর্পূর পাতর বলে এই কথা ভাল।
ধর্ম্মপূজা করিবারে ঘাটে উত্তরিল ॥
স্নান দান করিয়া পূজিল করতার।
জল খায়া কোমর বান্ধিল পুনর্ব্বার ॥
ঘাটে এস্যা পাইক যোগায় তরণী।
নৌকায় চাপিতে যান সেন গুণমণি ॥
লাউদত্ত কামার গোউড়ে তার ঘর।
ফলাখানা দেখে করে প্রশংসা বিস্তর ॥
পার হৈতে নায়ে চাপে লাউসেন রায়।
এক সাথে ভারেতে চাপিল গিয়া নায় ॥
পরস্পর দুইজনে হল্য পরিচয়।
চরণে প্রণাম করি লাউদত্ত কয় ॥
লাউদত্ত বলে শুন ময়নার নাথ।
ভৈরবী গঙ্গায় তুমি হইলে সাক্ষাৎ ॥
কোলাকুলি দুজনেতে প্রেম আলিঙ্গন।
জাহ্নবীতে সাঙ্গাৎ পাতায় দুইজন ॥
কর্ম্মকার নিবেদন করে জোড়হাতে।
আজি চল উত্তরিবে আমার বাড়ীতে ॥
পদরেণু পাইলে পবিত্র হোক ঘর।
কালি সে যাইবে রাজা গোউড় সহর ॥
কর্পূর বলেন তবে ঐ কথা ভাল।
তুমার বাড়ীতে আজি উত্তরিব চল ॥
এত যুক্তি করিলেন সাঙ্গাতের সনে।
পার হয়্যা গেলা গোউড় ভুবনে ॥

গোউড় দেখিল যেন অযোধ্যা নগর।
রামের সমান প্রজা পালে গৌড়েশ্বর ॥
কৃষ্ণপূজা দেখে রায় সভার আলয়।
নাট গীত পুরাণ ভারত কত হয় ॥
উত্তরিল লাউসেন সাঙ্গাতের ঘরে।
আসন বসিতে দিল অতি সমাদরে ॥
বাসা দিলেন তবে সেন তপোধনে।
চরণ পাখালে তখন বসিলা আসনে ॥
ফলাখানা দেখিয়া সবার হৈল্য মন।
পৃথিবীতে নাহি দেখি এমন গঠন ॥
কেহ বলে এই ফলা সূর্য্যের গড়া।
ফলাখানা যেমন তেমন বটে খাড়া ॥
পরিপাটী আয়োজন করিয়া অপার।
বিশ্রাম করিতে বলে সেই কর্ম্মকার ॥
সন্তুষ্ট হইল বড় ময়নার ঠাকুর।
সমুখেতে ফলা খানা টাঙ্গিল কর্পূর ॥
দ্বিজ ঘনরাম গায় অনাদ্যের পায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায় ॥*

---

* সুরিক্ষার পালার সহিত ঘনরামের রচনা গোলাহাট পালার কাহিনী এবং ভনিতার দিক দিয়া অমিল দেখা যায়। অনুমান করা যায় যে সুরিক্ষার পালা দ্বিজ ঘনরাম নামক অন্য কবির রচনা। দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন, ৩য় সং, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, (পাদটীকা)।

শব্দসূচী